শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈত-শ্রীপাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত।

শ্রীমদ্‌ব্যাসাবতার পরমারাধ্যপাদ

শ্রীল-বৃন্দাবন-দাস-ঠাকুর-বিরচিত।

বিস্তৃত ব্যাখ্যা, তাৎপর্য্য, শব্দার্থ, অনুবাদ এবং বিচার ও মীমাংসাদি সহ

শ্রীগৌরাঙ্গ-দাসানুদাস

শ্রীরাধানাথ কাবাসী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

নূতন সংস্করণ।

ধান্যকুড়িয়া

শ্রীশ্রীমদনমোহন-মন্দির হইতে

প্রকাশক

শ্রীবঙ্কবিহারী মণ্ডল।

শ্রীশ্যামপদ তরফদার

শ্রীচৈতন্য

মূল্য ৬৷৵০ আনা।

শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু　　শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী　　শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত

হইতে প্রকাশিত। বাল্কুড়িয়া, ২৪ পরগণা।

পরন্তু যৎকালে পরমারাধ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত" রচনা করেন, তখন শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল" গ্রন্থ হয় নাই বলিয়া, শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি-নাম পরিবর্ত্তিত না হওয়ায়, শ্রীকবিরাজ-গোস্বামিপাদ তৎকৃত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের স্থলে স্থলে এই গ্রন্থের অসাধারণ মহিমা বর্ণনা করিতে গিয়া "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল" বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন, যথা :—

নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভাজন। তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন॥
তার কি অদ্ভুত চৈতন্য-চরিত-বর্ণন। যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন॥
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য। বৃন্দাবন-দাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥
ওরে মূঢ় লোক! শুন "চৈতন্যমঙ্গল"। চৈতন্য মহিমা যাতে জানিবে সকল॥
চৈতন্য নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা। যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তের সীমা॥
"চৈতন্যমঙ্গল" শুনে পাষণ্ডী যবন। সেহো মহা বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ॥

রামায়ণ, মহাভারতাদি ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থখানি নিত্যপাঠ্য, পরন্তু অধিকতর কল্যাণকর, যেহেতু এখানি বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-গ্রন্থ। বৈষ্ণব-গ্রন্থের যে কি অপার মহিমা, তৎসম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে বলিতেছেন :—

বৈষ্ণবানি চ শাস্ত্রাণি যে শৃণ্বন্তি পঠন্তি চ। ধন্যাস্তে মানবা লোকে তেষাং কৃষ্ণঃ প্রসীদতি॥
দেবতানামৃষীণাঞ্চ যোগিনামপি দুর্ল্লভং। বিপ্রেন্দ্র! বৈষ্ণবং শাস্ত্রং মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথা॥
সর্ব্বস্বেনাপি বিপ্রেন্দ্র! কর্ত্তব্যঃ শাস্ত্র-সংগ্রহঃ। বৈষ্ণবৈস্তু মহাভক্ত্যা তুষ্ট্যর্থং চক্রপাণিনঃ॥
তিষ্ঠতে বৈষ্ণবং শাস্ত্রং লিখিতং যস্য মন্দিরে। তত্র নারায়ণো দেবঃ স্বয়ং বসতি নারদ!॥

অর্থাৎ যাঁহারা বৈষ্ণবশাস্ত্র শ্রবণ ও পাঠ করেন, এ জগতে তাঁহারাই ধন্য; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হন। হে বিপ্রবর! মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, বৈষ্ণবশাস্ত্র দেবতাগণ ও যোগিগণেরও দুর্ল্লভ। হে দ্বিজোত্তম! শ্রীভগবানের প্রীতির নিমিত্ত বৈষ্ণবগণ সর্ব্বস্ব দিয়াও পরম ভক্তি সহকারে বৈষ্ণব শাস্ত্র সংগ্রহ করিবেন। হে নারদ! বৈষ্ণবশাস্ত্র লিখিত হইয়া যাঁহার গৃহে অধিষ্ঠিত থাকেন তাঁহার গৃহে স্বয়ং নারায়ণ নিবাস করেন। যাঁহারা গৃহে বৈষ্ণব-শাস্ত্রের পূজা করেন, তাঁহারা সর্ব্ববিধ পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া সকলের বন্দনীয় হন।

"শ্রীচৈতন্য ভাগবত" যে বৈষ্ণব-শাস্ত্রের একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র, যেহেতু ইহা সর্ব্বাবতারময় শ্রীচৈতন্য-ভগ [illegible]র লীলা-কথায় পরিপূর্ণ। আমাদের মহাজনগণ নানা শাস্ত্র আলোচনা ও নানা লক্ষণ বিচার করিয়া শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুকে ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সেই চৈতন্য-রূপী শ্রীভগবানের পুণ্য-লীলা-কথা আমরা যতই পাঠ করিব, যতই শ্রবণ ও আলোচনা করিব, [illegible]ই আমাদের [illegible] সাধিত হইবে। বলা বাহুল্য, "শ্রীচৈতন্যভাগবত" গ্রন্থ দ্বারা এই উদ্দেশ্য সম্যক্‌রূপে [illegible] অমূল্য নিধি বিরাজিত থাকিয়া সকলের সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধন করুন, ইহাই [illegible] "শ্রীমদ্ভাগবত" যেমন শ্রীকৃষ্ণেরই শ্রীঅঙ্গ-স্বরূপ ও তত্তুল্যই পূজনীয়, [illegible] তুরই শ্রী[illegible]-স্বরূপ ও তত্তুল্যই পূজনীয়।

[illegible] এই যে, যদি [illegible] ইহার কিছুই না জানেন বা না বুঝেন, তথাপি [illegible] হইবেন এবং ক্রমশঃই লীলামাধুর্য্যানুভব ও [illegible] এতৎ [illegible]চরিতামৃতে বলিতেছেন :—

যেবা নাহি বুঝে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ, কি অদ্ভুত চৈতন্য-চরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রাগের রীতি, শুনিলে হইবে বড় হিত ॥

শ্রীপাদ গ্রন্থকার স্বীয় অভীষ্টদেব শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর লীলা-বর্ণনে পরমাবিষ্ট হইয়া পড়ায় অন্ত্য লীলার শেষাংশ বর্ণনা করা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভবপর হয় নাই, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

নিত্যানন্দ-লীলা-বর্ণনে হইল আবেশ। চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ ॥
বৃন্দাবন দাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান। তাঁর আজ্ঞা লৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥
তাঁর আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার। তথাপি অল্প বর্ণিয়া সব ছাড়িলেন আর ॥
গ্রন্থ-বিস্তার-ভয়ে ছাড়িলেন যে যে স্থান। সেই সেই স্থান কিছু করিব ব্যাখ্যান ॥
প্রভুর লীলামৃত তিনি করেছেন আস্বাদন। তাঁর ভুক্ত-শেষ কিছু করিয়ে চর্ব্বণ ॥

সঙ্কর্ষণ-রূপী শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু, যিনি সাক্ষাৎ শ্রীবলদেব এবং যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় কলেবর—সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর সাক্ষাৎ কৃপাদেশে ব্যাসাবতার শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন দাস-ঠাকুর কর্ত্তৃক যে গ্রন্থ রচিত, সে গ্রন্থ যে কি অপূর্ব্ব বস্তু, তাহা বর্ণনা করিতে কে সক্ষম হইবে? মনুষ্যের ভাষায় সে গ্রন্থের প্রশংসাবাদ করিতে যাওয়া দুঃসাহসিকতার কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীপাদ গ্রন্থকার-মহোদয় স্বয়ংই এই গ্রন্থে বলিয়াছেন :—

অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে। চৈতন্য-চরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে ॥
তাহান কৃপায় লিখি চৈতন্যের কথা। স্বতন্ত্র ইহাতে শক্তি নাহিক সর্ব্বথা ॥

আমরা সুখ-শান্তি-লাভের জন্য কত চেষ্টা, কত কষ্ট, কত অর্থব্যয় করিতেছি, কিন্তু প্রকৃত সুখ লাভ করিতে পারিতেছি কি? পরন্তু শ্রীভগবদ্‌গ্রন্থ-পাঠে বা শ্রীভগবদনুশীলনে যে অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ হয়, অন্য কোনও প্রকারে সে আনন্দের কণামাত্রও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এখানে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য যে কোনও পুস্তক পাঠ করা যায়, তাহাতে ইহকালীন ক্ষণিক ও তুচ্ছ মঙ্গল বা সুখ লাভ ব্যতীত পরকালীন অবিনশ্বর পরম মঙ্গল ও পরমান[illegible] লাভ হয় না। তন্নিমিত্ত করযোড়ে প্রার্থনা করি, সকলে মিলিয়া যেন আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে লইয়া এই শ্রী[illegible] পাঠ ও আলোচনা করেন এবং পরম-যত্নে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ-স্বরূপ এই গ্রন্থ-[illegible], তদ্দ্বারা সর্ব্ববিধ অমঙ্গল দূরীভূত হইয়া ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ কল্যাণ[illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন :—

বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল। [illegible] সর্ব্ব অমঙ্গল ॥

এই গ্রন্থের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা যতই [illegible] করিবেন, ততই ইহা নিত্য নূতন বলিয়া অনুভূত হইবে এবং যত অধিকবার পাঠ করিবেন, ততই ক্রম[illegible] বোধ হইতে থাকিবে ও ততই ইহা মধুর হইতে মধুরতর বলিয়া [illegible]।

এই গ্রন্থখানিকে ভ্রমপ্রমাদ-পরিশূন্য করিবা[illegible] মুদ্রাকরের অনবধানতা বশতঃ যে সমস্ত ভুল রহি[illegible] করিয়া লইবেন এবং এ দাসকে উহা প্রদর্শন পূর্ব্বক চির[illegible]।

সাধারণতঃ এই গ্রন্থের বহু স্থলেই পাঠ-বৈষম্য [illegible] গৃহীত, অথচ সমীচীন বলিয়া বোধ হইয়াছে, তা[illegible] করিয়া[illegible]

অর্থের কিঞ্চিৎ বোধগম্য হইবার আশায় অনেক স্থলে ব্যাখ্যা ও দুরূহ-শব্দ-সমূহের অর্থ দেওয়া হইয়াছে। কতিপয় দুরূহ স্থলেরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু ভক্তিহীন মূর্খ আমি নিষ্কপটে স্বীকার করিতেছি যে, এই গ্রন্থের অর্থ বা ভাবার্থ প্রকাশ করিতে যাওয়া এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের পক্ষে বাতুলতা ও দুঃসাহসিকতার কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে—এরূপ প্রয়াস নিতান্ত উপহাসেরই বিষয়, সন্দেহ নাই। তন্নিমিত্ত আমি ভক্তগণের শ্রীচরণ-সমীপে করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা যেন নিজ-গুণে কৃপা করিয়া এ অধমের ধার্ষ্টতা মার্জ্জনা পূর্ব্বক স্ব স্ব ভাবানুরূপ অর্থ করিয়া লইয়া, এ দাসকে কৃতার্থ করেন।

অর্থাভাবে এই সংস্করণ প্রকাশিত করিবার উপায় বা ইচ্ছা ছিল না। অনন্তর যাঁহার ইচ্ছাক্রমে এ দাসের হৃদয়ে ঐরূপ ইচ্ছার উদ্গম হইল, সেই প্রভু শ্রীমদনমোহন-দেবই কৃপা করিয়া তাহার সুযোগ করিয়া দিলেন। ধান্যকুড়িয়া-নিবাসী এ দাসের ভাগিনেয় শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন-গতৈকজীবন পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ হরিপদ ও শ্রীমান্ শ্যামপদ তরফদার বাবাজীবন-দ্বয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন-ঠাকুরের সেবার্থে এক সহস্র মুদ্রা দান করায়, তদ্দ্বারা এই অমূল্য শ্রীগ্রন্থখানি সম্পূর্ণ নূতন-ভাবে মুদ্রণের উপায় ও বিশেষ সাহায্য হইল—এমন কি ঐ অর্থ না পাইলে এ সংস্করণ প্রকাশের কোন সম্ভাবনাই থাকিত না। তন্নিমিত্ত আমি শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ-শ্রীপাদপদ্ম-সমীপে কায়মনোবাক্যে ও করযোড়ে প্রার্থনা করি, তাহারা দীর্ঘ জীবন লাভ করতঃ, তচ্ছ্রীচরণে ঐকান্তিকী ভক্তি বহন পূর্ব্বক, যথাকালে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-যুগল-চরণ-সেবা লাভ করিয়া অবিনশ্বর পরমানন্দসাগরে নিমগ্ন হউক।

এই গ্রন্থের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম করিয়া ধার্য্য করিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও কাগজের দর ও গ্রন্থ-কলেবরের অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধি বশতঃ বাধ্য হইয়া ২৸৶০ আনা করিতে হইল।

বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থের বিক্রয়-লব্ধ সমস্ত অর্থই শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন-দেবের সেবা-কার্য্যেই নিয়োজিত হইবে। সুতরাং এই গ্রন্থ ক্রয় করিলে নিজের ভজন-সাধন-জনিত পরম মঙ্গল ও পরমানন্দ-লাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রকারান্তরে ঠাকুর-সেবারও কিঞ্চিৎ সাহায্য করা হইবে।

পরিশেষে সপার্ষদ-শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু ও শ্রীবৈষ্ণবগণের শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক করযোড়ে সর্ব্বাপরাধ ক্ষমা ভিক্ষা ও তাঁহাদের অভয় শ্রীচরণারবিন্দে স্থান-লাভের প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীশ্রীমদনমোহন-মন্দির।
ধান্যকুড়িয়া; ২৪ পরগণা।
৩১শে শ্রাবণ, ১৩৪৪ সাল।

শ্রীগৌরভক্ত-পদরজ-প্রার্থী দাসাধম
শ্রীরাধানাথ কাবাসী।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

সুচীপত্র।

আদি খণ্ড।

১ম অধ্যায়।

২য় অধ্যায়।

৩য় অধ্যায়।

৪র্থ অধ্যায়।

৫ম অধ্যায়।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

৭ম অধ্যায়।

৮ম অধ্যায়।

৯ম অধ্যায়।

মধ্য খণ্ড।

১ম অধ্যায়।

২য় অধ্যায়।

৩য় অধ্যায়।

৪র্থ অধ্যায়।

৫ম অধ্যায়।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

৭ম অধ্যায়।

৮ম অধ্যায়।

২৬শ অধ্যায়।

অন্ত্যখণ্ড।

১ম অধ্যায়।

২য় অধ্যায়।

৩য় অধ্যায়।

বিষয় — পৃষ্ঠা

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

৭ম অধ্যায়।

৮ম অধ্যায়।

৯ম অধ্যায়।

বিষয় — পৃষ্ঠা

১০ম অধ্যায়।

সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত।

আদিখণ্ড।

প্রথম অধ্যায়

আজানুলম্বিত-ভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈক-পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্ম-পালৌ
বন্দে জগৎ-প্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥ ১ ॥

নমস্ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথ-সুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ ॥ ২ ॥

শ্রীমুরারি-গুপ্তস্য শ্লোকাঃ।

অবতীর্ণৌ সকারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে ॥ ৩ ॥

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত— শ্রীচৈতন্য-ভগবান্‌কে অবলম্বন করিয়া যে শ্রীগ্রন্থ রচিত হইয়াছেন। যে গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য-নামধারী শ্রীভগবানের অমৃতময় চরিত বা লীলা-কথা বর্ণিত হইয়াছে।

১। যাঁহাদের বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত, অঙ্গকান্তি সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল ও মনোহর, নয়ন-যুগল কমল-দলের ন্যায় বিস্তৃত, যাঁহারা শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের একমাত্র পিতা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা বা প্রবর্ত্তক, যাঁহারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্ত্তা, যুগধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা, সমগ্র জগতের পরম-হিতকারী, সেই দ্বিজকুল-চূড়ামণি করুণাবতার দুই জনকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি বন্দনা করি।

২। হে শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভো! তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—তিন কালেই সত্য; তুমি জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র; তোমার দাসগণ ও পুত্র-সম স্নেহের পাত্রগণ এবং ভার্য্যা সহ তোমাকে বারম্বার নমস্কার করিতেছি।

৩। কারুণ্যই যাঁহাদের স্বীয় স্বরূপ অর্থাৎ যাঁহারা পরম-করুণাময়, যাঁহারা পরিচ্ছিন্নবৎ পরিদৃষ্ট হইয়াও সৎ অর্থাৎ নিত্যস্বরূপ এবং যাঁহারা ঈশ্বর অর্থাৎ সকলের প্রভু, ইহ জগতে অবতীর্ণ সেই

স জয়তি বিশুদ্ধ-বিক্রমঃ
কনকাভঃ কমলায়তেক্ষণঃ।
বরজানু বিলম্বি ষড়্ভুজো
বহুধা ভক্তিরসাভিনর্ত্তক ॥ ৪ ॥

জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো
জয়তি জয়তি কীর্ত্তিস্তস্য নিত্যা পবিত্রা।
জয়তি জয়তি ভৃত্যস্তস্য বিশ্বেশমূর্ত্তে-
র্জয়তি জয়তি নৃত্যং তস্য সর্ব্ব-প্রিয়াণাং ॥ ৫ ॥

আদ্যে শ্রীচৈতন্য-প্রিয়-গোষ্ঠীর চরণে।
অশেষ প্রকারে মোর দণ্ড পরণামে ॥
তবে বন্দোঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহেশ্বর।
নবদ্বীপে অবতার—নাম 'বিশ্বম্ভর' ॥
'আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়'।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈল দঢ় ॥ ৬ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্বাক্যং (ভাঃ ১১।১৯।২১)—

আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনং।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥ ৭ ॥

এতেকে করিল আগে ভক্তের বন্দন।
অতএব আছে কার্য্য-সিদ্ধির লক্ষণ ॥
ইষ্টদেব বন্দোঁ মোর নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্য-কীর্ত্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায় ॥
সহস্র-বদন বন্দো প্রভু বলরাম।
যাঁহার শ্রীমুখে যশোভাণ্ডারের স্থান ॥ ৮ ॥

মহারত্ন থুই যেন মহাপ্রিয়-স্থানে।
যশোরত্ন-ভাণ্ডার শ্রীঅনন্ত-বদনে ॥
অতএব আগে বলরামের স্তবন।
করিলে সে মুখে স্ফুরে চৈতন্য কীর্ত্তন ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ ভ্রাতৃ-যুগলকে আমি ভজনা করি।

৪। যিনি অপারমিত বিশুদ্ধ বিক্রমশালী, যিনি সুবর্ণের ন্যায় কান্তি বিশিষ্ট, যিনি পদ্মপলাশ লোচন, যিনি আজানুলম্বিত-ষড়্ভুজ বিশিষ্ট ও যিনি ভক্তিরসাপ্লুত হইয়া অভিনব নৃত্য করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর জয় হউক।

৫। অনন্ত লীলাময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের জয় হউক, জয় হউক, তদীয় সুবিমল কীর্ত্তির জয় হউক জয় হউক, সেই বিশ্বেশ্বর-মূর্ত্তির ভৃত্যগণ জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন এবং তদীয় সমস্ত প্রিয়বর্গের মধুর নৃত্য জয়যুক্ত হউক, জয়যুক্ত হউক।

৬। "আদ্যে"=প্রথমে। "শ্রীচৈতন্য-প্রিয়-গোষ্ঠীর"=শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর পরম প্রিয় পার্ষদ ও ভক্তগণের। পূজ্যপাদ শ্রীগ্রন্থকার মহোদয় মঙ্গলাচরণ ও ইষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে ভক্তগণের বন্দনা করিয়া পরে ভগবানের বন্দনা করিতেছেন, যেহেতু শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন 'মোর পূজা হইতে ভক্তের পূজা বড়'। 'দণ্ড পরণামে'=দণ্ডবৎ প্রণাম। 'মহেশ্বর'=পরমেশ্বর, মহাপ্রভু। 'বেদে ... দঢ়'=বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রে নিজের বাক্য দঢ়ায়ে। তাহা বলিয়াছেন।

৭। শ্রীভগবান কহিলেন, হে উদ্ধব! আমার ভক্তগণের সেবা যত্ন করা, সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা তাঁহাদের প্রণাম করা, তথা 'আমার পূজা হইতে আমার ভক্তের পূজা শ্রেষ্ঠ' বলিয়া আমার ভক্তের পূজা করা ও সর্ব্বজীবে আমার অধিষ্ঠান আছে মনে করা—এই সমস্ত আমার ভক্তি লাভের পরম উপায়।

৮। "অতএব ... লক্ষণ"=অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত। "ইষ্টদেব ... রায়"=অভীষ্ট লাভের জন্য শ্রীগুরু-রূপা মদীয় ইষ্টদেব শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে বন্দনা করি। "সহস্র বদন ... স্থান"=বলরাম-রূপী শ্রীনিত্যানন্দ হইলেন সহস্র-বদন শ্রীঅনন্ত দেব; তিনি হইতেছেন শ্রীচৈতন্য যশ কীর্ত্তনের ভাণ্ডার স্বরূপ অর্থাৎ মূলাধার।

সহস্রেক-ফণা-ধর প্রভু বলরাম।
যতেক করয়ে প্রভু সকল উদ্দাম ॥ ৯ ॥

হলধর মহাপ্রভু প্রকাণ্ড-শরীর।
চৈতন্যচন্দ্রের যশোমত্ত মহাধীর ॥
ততোধিক চৈতন্যের প্রিয় নাহি আর।
নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার ॥
তাহান চরিত্র যেবা জনে শুনে গায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তারে পরম সহায় ॥
মহাপ্রীত হয় তারে মহেশ পার্ব্বতী।
জিহ্বায় স্ফুরয়ে তার শুদ্ধা সরস্বতী ॥ ১০ ॥

পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লৈয়া।
ভ শিব উপাসক হৈয়া ॥

পঞ্চম স্কন্ধের এই ভাগবত-কথা।
সর্ব্ব বৈষ্ণবের বন্দ্য বলরাম-গাথা ॥ ১১ ॥

তান রাসক্রীড়া-কথা পরম উদার।
বৃন্দাবনে গোপী-সনে করিলা বিহার ॥
দুই মাস বসন্ত—মাধব মধু নামে।
হলায়ুধ-রাসক্রীড়া কহেন পুরাণে ॥
সে সকল শ্লোক এই শুন ভাগবতে।
শ্রীশুক কহেন শুনে রাজা পরীক্ষিতে ॥ ১২ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (১০।৬৫।১৭-১৮।২১-২২)—

দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীন্মধুং মাধবমেবচ।
রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্ ॥ ১৩ ॥
পূর্ণচন্দ্র-কলামৃষ্টে কৌমুদী-গন্ধ-বায়ুনা।
যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ ॥ ১৪ ॥

৯। "মহারত্ন ....বদনে" = অমূল্য রত্ন নষ্ট না হইয়া বরং পরপর বাড়িয়া যাইবে জানিয়া লোকে যেমন উহা পিতামাতা প্রভৃতি পরম-প্রিয় পরমাত্মীয়ের নিকট রাখিয়া থাকে, সেইরূপ ও সেই জন্যই শ্রীচৈতন্য-যশো-রূপ অমূল্য-রত্নের ভাণ্ডার তদীয় পরম-প্রিয় শ্রীঅনন্তরূপী নিত্যানন্দের শ্রীমুখে রক্ষিত হইয়াছে। "সহস্রেক......বলরাম" = প্রভু বলরাম হইলেন যে সহস্র-ফণা-ধর শ্রীঅনন্ত দেব তাহাই বলিতেছেন। "সকল উদ্দাম" = সব যেন উদ্ধতের ন্যায়, পরন্তু পরম প্রচণ্ড ও পরমাদ্ভুত।

১০। "হলধর" = শ্রীবলরাম; এখানে সেই বলরাম-রূপী শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে বুঝাইতেছেন। "মহাপ্রভু" = মহাপ্রভাবশালী। "প্রকাণ্ড-শরীর" = তাঁহার বিশাল দেহ। চৈতন্যচন্দ্রের...মহাধীর" = তিনি মহা-গম্ভীর হইলেও, শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর যশোগানে সর্ব্বদাই উন্মত্ত—ঠিক যেন পাগলের ন্যায় পরিলক্ষিত হইয়া থাকেন। "তাহান" = তাঁহার। "চরিত্র" = চরিত; লীলা।

১১। "পার্ব্বতী........... হৈয়া" = ভক্তরূপে দেবাদিদেব শ্রীমহাদেব পার্ব্বতী প্রভৃতি নবর্বুদ-কোটী দেবী লইয়া সঙ্কর্ষণ-রূপী শ্রীবলরামের পূজা করিয়া থাকেন। "বন্দ্য" = পূজ্য; আদরণীয়। "বলরাম-গাথা" = বলরামের গুণকীর্ত্তন-সূচক পদ বা গীত।

১২। "দুই মাস......নামে" = বসন্তকালান্তর্গত দুই মাস—চৈত্র ও বৈশাখ। মাধব অর্থাৎ বৈশাখ মাস এবং মধু অর্থাৎ চৈত্র মাস।

১৩। শ্রীবৃন্দাবনে গোপীগণের সহিত নিশা-কালে রতি-ক্রীড়া করিতে করিতে ভগবান্ বলরাম চৈত্র ও বৈশাখ দুই মাস তথায় অবস্থান করিলেন।

১৪। শ্রীযমুনার তীরবর্ত্তী যে উপবনের স্বাভাবিক শোভা পূর্ণচন্দ্রের কিরণে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল এবং যথায় কুমুদ-পুষ্পের সুগন্ধ বহন করিয়া সমীরণ মৃদু মৃদু প্রবাহিত হইতেছিল, তিনি সেই উপবনে ব্রজসুন্দরীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিলাস করিতে লাগিলেন।

উপগীয়মানো গন্ধর্ব্ববনিতা-শোভি-মণ্ডলে।
রেমে করেণু-যূথেশো মাহেন্দ্র ইব বারণঃ॥ ১২॥

নেদুর্দুন্দুভয়ো ব্যোম্নি ববৃষুঃ কুসুমৈর্মুদা।
গন্ধর্ব্বা মুনয়ো রামং তদ্বীর্য্যৈরীড়িরে তদা॥ ১৬॥

যে স্ত্রীসঙ্গ মুনিগণে করেন নিন্দন।
তাঁরাও রামের রাসে করেন স্তবন॥
যাঁর রাসে দেবে আসি পুষ্প-বৃষ্টি করে।
দেবে জানে ভেদ নাহি কৃষ্ণ হলধরে॥
চারি বেদে গুপ্তধন রামের চরিত।
আমি কি বলিব—সব পুরাণে বিদিত॥

মূর্খ-দোষে কেহো কেহো না দেখে পুরাণ।
বলরাম-রাসক্রীড়া করে অপ্রমাণ॥

এক ঠাঁই দুই ভাই গোপিকা-সমাজে
করিলেন রাস-ক্রীড়া বৃন্দাবন-মাঝে॥ ১৭॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (১০।৩৪।২০-২৩)—

কদাচিদথ গোবিন্দো রামশ্চাদ্ভুত-বিক্রমঃ।
বিজহ্রতুর্বনে রাত্র্যাং মধ্যগৌ ব্রজ-যোষিতাং॥ ১৮॥
উপগীয়মানৌ ললিতং স্ত্রীরত্নৈর্বদ্ধ-সৌহৃদৈঃ।
স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ স্রগ্বিণৌ বিরজোঽম্বরৌ॥ ১৯॥
নিশামুখং মানয়ন্তাবুদিতোড়ুপ-তারকং।
মল্লিকা-গন্ধ-মত্তালি জুষ্টং কুমুদ-বায়ুনা॥ ২০॥
জগতুঃ সর্ব্ব-ভূতানাং মনঃ-শ্রবণ-মঙ্গলং।
তৌ কল্পয়ন্তৌ যুগপৎ স্বরমণ্ডল-মূর্চ্ছিতং॥ ২১॥

ভাগবত শুনি যার রামে নাহি প্রীত।
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পথে সে জন বর্জ্জিত॥

১২-১৬। হস্তিনীযূথ-পতি ঐরাবতের ন্যায়, তিনি অনুরাগশালিনী যুবতীগণে পরিশোভিত হইয়া পরমানন্দে বিহার করিতে লাগিলেন। তৎকালে গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার গুণগান করিতে লাগিলেন, আকাশে দুন্দুভি-ধ্বনি হইতে লাগিল, দেবগণ পুষ্প-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণ সেই বলরামের পরাক্রম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন।

১৭। "চারি বেদে ···· চরিত"=লোকে যেমন নিজের অতি-প্রিয় বস্তুকে গোপন করিয়া রাখে, কাহাকেও সহজে দেখিতে বা জানিতে দেয় না, তদ্রূপ শ্রীবলরামের চরিত্র বেদ-সমূহের অতি-প্রিয় বলিয়া, বেদে উহা গুপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যেন সহজে কেহ বুঝিতে না পারে।

"মূর্খ দোষে·········অপ্রমাণ"= মূর্খলোকে পুরাণাদি শাস্ত্র-সমূহ বুঝিতে পারে না বলিয়া উহা পাঠ করে না; তাই তাহারা শাস্ত্রের কিছুই জানে না; এই দোষেই তাহারা শ্রীবলরামের রাসলীলাকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করে না; কিন্তু বলরামের এই রাসক্রীড়া শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং ইহা যে সত্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

১৮-২১। একদা (শিবরাত্রির পর হোলি পূর্ণিমার নিশাযোগে) অমিত-বিক্রমশালী শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরমণীগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বনে বিহার করিতেছিলেন। তৎকালে পরস্পর সুহৃদ্ভাবে আবদ্ধ গোপ-ললনাগণ অতি সুললিত-ভাবে তাঁহাদের যশোগান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই অতি সুন্দররূপে বিবিধ ভূষণে ভূষিত, চন্দনাদি-গন্ধানুলিপ্ত, মনোহর-মালা-শোভিত ও অমল-বসন-পরিহিত ছিলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাকাল সমাগত হইল—আকাশে চন্দ্র ও নক্ষত্র সকল উদিত হইল, অলিকুল মল্লিকার গন্ধে মত্ত হইয়া উঠিল এবং বায়ু কুমুদ-গন্ধ সঞ্চারণ করিতে লাগিল; সেই সময়কে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাঁহারা বিহার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তখন স্বরগ্রামের

ভাগবত যে না মানে সে যবন-সম।
তার শাস্তা আছে জন্মে জন্মে প্রভু যম॥ ২২॥
এবে কেহো কেহো নপুংসক-বেশে নাচে।
বলে বলরাম-রাস কোন্ শাস্ত্রে আছে॥
কোনো পাপী শাস্ত্র দেখিলেও নাহি মানে।
এক অর্থ অন্য অর্থ করিয়া বাখানে॥ ২৩॥
চৈতন্যচন্দ্রের প্রিয়-বিগ্রহ বলাই।
তান স্থানে অপরাধে মরে সর্ব্ব ঠাঁই॥
মূর্ত্তি-ভেদে আপনে হয়েন প্রভু দাস।
সে সব লক্ষণ অবতারেই প্রকাশ॥
সখা ভাই ব্যজন শয়ন আবাহন।
গৃহ ছত্র বস্ত্র যত ভূষণ আসন॥
আপনে সকল-রূপে সেবেন আপনে।
যারে অনুগ্রহ করে পায় সেই জনে॥ ২৭॥

তথাহি অনন্ত-সংহিতায়াং ধরণী-শেষ-সম্বাদে—

নিবাস-শয্যাসন-পাদুকাংশুকো-
পধান-বর্ষাতপ-বারণাদিভিঃ।
শরীরভেদৈস্তব শেষতাং গতৈ-
র্যথোচিতং শেষ ইতীরিতো জনৈঃ॥ ২৫॥

মূর্চ্ছনা (আরোহণ ও অবরোহণ) সহ অর্থাৎ তান মান লয় সহকারে সর্ব্ব জীবের চিত্ত ও শ্রুতি-সুখকর সঙ্গীতালাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

২২। "ভাগবত…বর্জ্জিত"=শ্রীমদ্ভাগবতের এই উক্তি শুনিয়াও, শ্রীবলদেবে যাহার প্রীতি না জন্মে, বিষ্ণু-বৈষ্ণবে তাহার কিছুমাত্র প্রীতি নাই বুঝিতে হইবে। যে পথে চলিলে বিষ্ণু-বৈষ্ণবে প্রীতি জন্মে, সে সে পথ অবলম্বন করে নাই অর্থাৎ সেই ভক্তি-পথ আশ্রয় করা তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই —তাহার বিষ্ণু-বৈষ্ণবে প্রীতি-হীন জীবনই বৃথা।

২৩। "এবে ……..আছে"='নপুংসক' অর্থে হিজ্ড়ে অর্থাৎ যাহারা পুরুষও নয়, স্ত্রীও নয়। শ্রীপাদ গ্রন্থকার বলিতেছেন, তখনকার লোক সকলেই শাস্ত্র মানিতেন, কোনও কথাই ছিল না; এখন কিন্তু কেহ কেহ শাস্ত্র মানে না। ইহারা কথা বলে—ঠিক যেন হিজ্ড়েদের মত নাচিতে থাকে। হিজ্ড়েরা যেমন রতি-রসের মর্ম্ম কিছুই বুঝে না বা রতি-ক্রীড়ার সুখও কিছুই জানে না, অথচ নানারূপ ভাবভঙ্গী সহকারে নৃত্য ও আস্ফালন করিয়া লোকের কাছে দেখাইতে চায়, তাহারা যেন রতিরস কতই বুঝে, রতিক্রীড়া কতই জানে, সেইরূপ ঐ লোকগুলাও শাস্ত্রের মর্ম্ম কিছুই বুঝে না বা ভালরূপে শাস্ত্রও পড়ে না, অথচ 'বলরামের রাস আবার কোন্ শাস্ত্রে আছে' ইত্যাদি নানা অশাস্ত্রীয় কথা বলিয়া লম্ফঝম্ফ পূর্ব্বক লোকের কাছে দেখাইতে চায়, তাহারা যেন শাস্ত্রের মর্ম্ম কতই বুঝে, শাস্ত্রের কথা কতই জানে। এইরূপ লোকগুলা নপুংসকেরই তুল্য; ইহারা স্ত্রী বা পুরুষ দুইয়েরই বাহির—ইহাদের পুরুষলোকের মত জ্ঞানাদিও নাই বা স্ত্রীলোকের মত কোমলস্বভাবাদিও নাই; সুতরাং নপুংসকগণেরও যেমন রতিরস বা রতিক্রীড়ার আনন্দ উপভোগ করিবার ভাগ্য নাই, তদ্রূপ শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া শাস্ত্রাস্বাদন-জনিত বিমল আনন্দ উপভোগ করিবার ভাগ্যও এ সকল লোকের নাই।

২৪। "বলাই"=বলরাম-রূপী শ্রীনিত্যানন্দ। "মূর্ত্তি……দাস"=একই স্বরূপ বিভিন্ন মূর্ত্তি হইয়া কেহ বা প্রভু হন, কেহ বা দাস হন। "সে সব… প্রকাশ"=একই স্বরূপ যে বিভিন্ন মূর্ত্তি হইয়া কেহ বা প্রভু হন, কেহ বা দাস হন, তাহা অবতার-কালে সম্যক্ প্রকাশ পাইয়া থাকে, যেমন কৃষ্ণা-বতারে কৃষ্ণ হইলেন প্রভু, আর তাঁহারই স্বরূপ শ্রীবলরাম দাসের ন্যায় তাঁহার কত সেবা করিলেন; রাম অবতারেও এইরূপ ইত্যাদি। "আপনে…

অনন্তের অংশ শ্রীগরুড় মহাবলী।
লীলায় বহয়ে কৃষ্ণ হ'য়ে কুতূহলী ॥
কি ব্রহ্মা কি শিব কি সনকাদি কুমার।
ব্যাস শুক নারদাদি ভক্ত নাম যাঁর ॥ ২৬ ॥

সবার পূজিত শ্রীঅনন্ত-মহাশয়।
সহস্র-বদন প্রভু ভক্তিরসময় ॥
আদিদেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত—ইহা না জানয়ে সব ॥
সেবন শুনিলে এবে শুন ঠাকুরাল।
আত্ম-তন্ত্রে যেন মতে বৈসেন পাতাল ॥

শ্রীনারদ-গোসাঞি তম্বুরু করি সঙ্গে।
সে যশ গায়েন ব্রহ্মা-স্থানে শ্লোক-বন্ধে ॥২৭।

তথাহি শ্রীভাগবতে (৫।২৫।৯-১৩)—

উৎপত্তি-স্থিতি-লয়-হেতবোঽস্য কল্পাঃ
সত্ত্বাদ্যাঃ প্রকৃতি-গুণা যদীক্ষয়াসন্।
যদ্রূপং ধ্রুবমকৃতং যদেকমাত্মন্
নানাধাৎ কথমু হ বেদ তস্য বর্ত্ম ॥ ২৮ ॥
মূর্ত্তিং নঃ পুরু-কৃপয়া বভার সত্ত্বং
সংশুদ্ধং সদসদিদং বিভাতি যত্র।
যল্লীলাং মৃগপতিরাদদেঽনবদ্যা-
মাদাতুং স্বজন মনাংস্যুদারবীর্য্যঃ ॥ ২৯ ॥

আপনে"=নিজে সমস্ত সেবা-সামগ্রীর রূপ ধারণ করিয়া নিজ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। "পায়"=বুঝে।

২৫। হে প্রভো! তুমি যে 'শেষ' বলিয়া অভিহিত হও, তাহা ঠিকই বটে, যেহেতু নিবাস, শয্যা, আসন, পাদুকা, বসন, উপাধান (বালিস) ও ছত্র প্রভৃতি সেবার যে কোনও উপকরণ হইতে পারে, তুমি কৃষ্ণ-সেবার নিমিত্ত মূর্ত্তি-ভেদে সেই সেই রূপ ধারণ করিয়া সেবার যাবতীয় উপকরণের শেষ করিয়াছ।

২৬। "অনন্তের.........কুতূহলী"=যে গরুড় পরমানন্দ-ভরে শ্রীকৃষ্ণকে লীলায় অর্থাৎ অবলীলা-ক্রমে বহন করে, সেই অসীম প্রতাপশালী শ্রীগরুড়-মহাশয় হইলেন যে অনন্তদেবের অংশ, সেই অনন্তদেবই সাক্ষাৎ এই মহামহিমান্বিত শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু। "সনকাদি কুমার"=সনক, সনাতন, সনন্দ ও সনৎকুমার।

২৭। "আদিদেব... ..সব"=সাক্ষাৎ বলদেব-রূপী শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুই হইতেছেন আদিদেব অর্থাৎ সমস্ত দেবতার আদি ও মূলস্বরূপ; তিনি হইলেন মহাযোগী অর্থাৎ মহাযোগেশ্বর; তিনি ঈশ্বর অর্থাৎ তিনি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপী শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর অভিন্নাত্মা বলিয়া তিনি হইতেছেন ঈশ্বর; তিনি বৈষ্ণব অর্থাৎ তিনি সেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের পরম ভক্ত, এবং তিনি মহিমার অন্ত অর্থাৎ তাঁহার মহিমার সীমা পরিসীমা নাই। শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু যে কি বস্তু, তাহা অথবা তাঁহার এই সব তত্ত্ব সকলে জানে না।

"ঠাকুরাল"=ঈশ্বরত্ব। "আত্মতন্ত্রে"=স্বতন্ত্র বা স্বাধীন ভাবে। "তম্বুরু"=বীণাযন্ত্র।

২৮-২৯। এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের হেতু-স্বরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই প্রাকৃত গুণত্রয়, জড় হইয়াও, যাঁহার দৃষ্টি-প্রভাবে স্ব স্ব কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছে, যিনি এক হইয়াও আপনাতে অনন্ত সৃষ্ট পদার্থ ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া যাঁহার স্বরূপ অনন্ত ও অনাদি, লোকে সেই ব্রহ্ম-স্বরূপ ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেবের তত্ত্ব জানিতে কিরূপে সমর্থ হইবে? এখন এখানে এই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তাহা হইলে মুমুক্ষুগণ কিরূপে এবম্বিধ ভগবানের ভজনা করিবেন? ইহার উত্তর এই যে, যাঁহাতে সৎ ও অসৎ সমস্ত বস্তুই নিহিত রহিয়াছে, তিনি তাঁহার ভজনের জন্য আমাদের প্রতি প্রভূত কৃপা করিয়া শুদ্ধসত্ত্বময় নিজ-শ্রীমূর্ত্তি প্রকট

যন্নাম শ্রুতমনুকীর্ত্তয়েদকস্মাৎ
আর্ত্তো বা যদি পতিতঃ প্রলম্ভনাদ্ বা।
হন্ত্যংহঃ সপদি নৃণামশেষমন্যং
কং শেষাদ্ভগবত আশ্রয়েন্মুমুক্ষুঃ ॥ ৩০ ॥

মূর্দ্ধন্যর্পিতমণুবৎ সহস্রমূর্দ্ধ্নো
ভূগোলং সগিরি-সরিৎ-সমুদ্র-সত্ত্বং।
আনন্ত্যাদনিমিত-বিক্রমস্য ভূম্নঃ
কো বীর্য্যাণ্যপি গণয়েৎ সহস্র-জিহ্বঃ ॥ ৩১ ॥

এবং প্রভাবো ভগবাননন্তো
দুরন্ত-বীর্য্যোরু গুণানুভাবঃ।
মূলে রসায়াঃ স্থিত আত্মতন্ত্রো
যো লীলয়া ক্ষ্মাং স্থিতয়ে বিভর্ত্তি ॥ ৩২ ॥

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সত্ত্বাদি যত গুণ।
যাঁর দৃষ্টিপাতে হয় যায় পুনঃপুন ॥
অদ্বিতীয়-রূপ সত্য অনাদি মহত্ত্ব।
তথাপি অনন্ত হয়ে—কে বুঝে সে তত্ত্ব ॥৩৩॥
শুদ্ধসত্ত্ব-মূর্ত্তি প্রভু ধরে করুণায়।
যে বিগ্রহে সবার প্রকাশ সুলীলায় ॥
যাহার তরঙ্গ শিখি সিংহ মহাবলী।
নিজ-জন মনোরঙ্গে হৈয়া কুতূহলী ॥ ৩৪ ॥

করিয়াছেন। তিনি অসীম-প্রভাবশালী। স্বজনবৃন্দের চিত্তাকর্ষণের নিমিত্ত তিনি যে অলৌকিক লীলা সম্পাদন করেন, প্রবল পরাক্রান্ত মৃগরাজ সিংহও স্বজনগণের মনোরঞ্জনার্থে তাঁহার সেই ভাবের অনুকরণ করিয়াছে।

৩০। অন্যের মুখে শুনিয়াই হউক, অকস্মাৎ উচ্চারণ করিয়াই হউক, বিপদে পড়িয়া ডাকিয়াই হউক অথবা প্রলোভন বা পরিহাসচ্ছলে উচ্চারণ করিয়াই হউক—যে কোনও প্রকারে হউক না কেন—যদি মহাপাপীও সেই ভগবান্ অনন্তদেবের নাম কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়, যেহেতু তিনিই দর্শন দানাদি দ্বারা মানবের অশেষ পাপ বিনষ্ট করেন। অতএব মুমুক্ষুগণ তাঁহাকে পরিহার করিয়া আর কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে?

৩১। তিনি সহস্রশীর্ষ, তাঁহার একটীমাত্র মস্তকের উপর পর্ব্বত, নদনদী, সমুদ্র ও সমস্ত প্রাণীর সহিত বিশাল বিশ্বমণ্ডল ক্ষুদ্র একটী বিন্দুর ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে। সহস্র জিহ্বা প্রাপ্ত হইলেও, কোন্ ব্যক্তি সেই অমিত-বীর্য্য বিভুর গুণসমূহ গণনা করিয়া শেষ করিতে পারিবে?—তাঁহার নামও যেমন 'অনন্ত', তাঁহার গুণও অনন্ত!।

৩২। সেই ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেবের প্রভাবই হইতেছে এইরূপ। তিনি অপরিমিত-বিক্রমশালী—তাঁহার গুণের ও প্রভাবের সীমা পরিসীমা নাই। তিনি পাতালের মূলদেশে অবস্থান পূর্ব্বক পৃথিবীর রক্ষণের নিমিত্ত অবলীলাক্রমে উহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, পরন্তু তাঁহাকে কেহ ধারণ করিয়া নাই—তাঁহার আধার তিনিই।

৩৩। "সৃষ্টি ... পুনঃপুন" = সৃজন, পালন ও ধ্বংস এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক বিকার বা কার্য্য সমূহ যে শ্রীঅনন্তদেবের দৃষ্টি বা ইঙ্গিত মাত্রে পুনঃপুনঃ হইতেছে ও লয় পাইতেছে।

৩৪। "শুদ্ধসত্ত্ব-মূর্ত্তি ... কুতূহলী" = যিনি জীবের প্রতি অশেষ করুণা বশতঃ বিশুদ্ধ-সত্ত্বগুণময় শ্রীবিগ্রহ ধারণ করেন ও যাঁহার অলৌকিক লীলা বশে তদীয় শ্রীবিগ্রহে সমস্ত বস্তুই বিরাজিত রহিয়াছে এবং যাঁহার অপূর্ব্ব লীলা-সমুদ্র তরঙ্গের কণা-মাত্র শিক্ষা ও অনুকরণ করিয়া মহাবলবান্ সিংহ পরমানন্দ-ভরে নিজ-জনের সুখ ও আনন্দ বিধান পূর্ব্বক তাহাদের মনস্তুষ্টি করিতে সমর্থ হয়। এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছেন যে, যিনি যে কোনও বিষয়ে যত বড় প্রবল বা বলজ্ঞ হউন না কেন, তিনি শ্রীভগবানের লীলা ভঙ্গীর আভাসমাত্র লাভ করিয়াই

যে 'অনন্ত'-নামের শ্রবণ সঙ্কীর্ত্তনে।
যে তে মতে কেনে নাহি বলে যে তে জনে॥
অশেষ জন্মের বন্ধ ছিণ্ডে সেই ক্ষণে।
অতএব বৈষ্ণব না ছাড়ে কভু তানে॥
'শেষ' বই সংসারের গতি নাহি আর।
অনন্তের নামে সর্ব্ব জীবের উদ্ধার॥ ৩৫॥
অনন্ত পৃথিবী গিরি সমুদ্র সহিতে।
যে প্রভু ধরেন শিরে পালন করিতে॥
সহস্র ফণার এক ফণে বিন্দু যেন।
অনন্ত ধরয়ে—না জানয়ে আছে হেন॥
সহস্র বদনে কৃষ্ণ-যশ নিরন্তর।
গাইতে আছেন আদিদেব মহীধর॥
গায়েন অনন্ত—শ্রীযশের নাহি অন্ত।
জয়-ভঙ্গ নাহি কারু দোঁহে বলবন্ত॥
অদ্যাপিহ 'শেষ-দেব' সহস্র শ্রীমুখে।
গায়েন চৈতন্য-যশ অন্ত নাহি দেখে॥
নাগ বলি চলি যায় সিন্ধু তরিবারে।
যশের সিন্ধু না দেয় কূল
অধিক অধিক বাঢ়ে॥ ৩৬॥

শ্রীরাগ।

কি আরে রাম গোপালে বাদ লাগিয়াছে।
ব্রহ্মা রুদ্র সুর সিদ্ধ মুনীশ্বর
আনন্দে দেখিছে॥ ধ্রু॥ ৩৭॥

তথাহি নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং (ভাঃ ২।৭।৪১)—
নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়া-বলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরে যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারং॥ ৩৮॥

তদ্দ্বারা আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবাদির সন্তোষ বিধান করিতে সমর্থ হন।

৩৫। "বন্ধ"=পাপাদি-জনিত বন্ধন। "ছিণ্ডে"=ছিঁড়িয়া যায়। "শেষ"=শ্রীঅনন্ত-দেব।

৩৬। "অনন্ত পৃথিবী.........বাঢ়ে"=যে প্রভু শ্রীঅনন্তদেব তদীয় সহস্র ফণার একটীমাত্র ফণার উপর সসাগরা পৃথিবীকে অতি ক্ষুদ্র একটী বিন্দুর ন্যায় ধারণ করিয়া রহিয়াছেন অর্থাৎ যাঁহার সেই ফণার উপরে কিছুমাত্র আছে বলিয়াই যাঁহার কোনও অনুভবই হয় না, সেই আদিদেব মহীধর অর্থাৎ শ্রীঅনন্ত-মহাশয় সহস্র-বদনে অবিরত কৃষ্ণ-যশ কীর্ত্তন করিতেছেন, তথাপি ঐ যশের অন্ত পান না। শ্রীকৃষ্ণের যশেরও যেমন অন্ত নাই, সেইরূপ অনন্তের শ্রীমুখে সেই যশ-কীর্ত্তনেরও অন্ত নাই, দুইই পরম বলবান্, কাহারও হারি-জিত নাই, পরন্তু আবার কাহারও যেন জয়ের ভঙ্গও নাই অর্থাৎ দুইই যেন পরস্পরকে জয় করিয়াই চলিয়াছে। অনাদিকাল হইতে অদ্যাবধি শ্রীঅনন্তদেবরূপী শ্রীনিত্যানন্দ সহস্র বদনে শ্রীকৃষ্ণরূপী শ্রীচৈতন্যের যশোগান করিতেছেন, তথাপি অন্ত পান না; সেই কৃষ্ণ বা চৈতন্য যশ-সাগরের পরপার নিকটবর্ত্তী মনে করিয়া তাহা পাইবার জন্য তিনি প্রবল-বেগে ধাবিত হন, কিন্তু সেই যশ-সাগরের আর কূল কিনারা পান না, উহা পরপর বাড়িতেই থাকে। 'নাগ বলী' এইরূপ পাঠে অর্থ হইবে বলবান্ শ্রীঅনন্ত দেব।

৩৭। "কি আরে......দেখিছে"=শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণে কি কলহই বাধিয়া গিয়াছে; একদিকে কৃষ্ণ-যশেরও যেমন অন্ত নাই—ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে, অন্যদিকে তেমনই বলরাম ও শ্রীঅনন্তরূপে অনন্ত কাল ধরিয়া সেই যশ নিরবধি গান করিতেছেন, তথাপি অবধি পাইতেছেন না—ঐ যশোগানও ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে, এ দুইয়েতে পরস্পর যেন হুড়াহুড়ি লাগিয়া গিয়াছে; আর ব্রহ্মা-মহেশ্বরাদি দেবগণ, সিদ্ধগণ, যোগিগণ, মুনিগণ—

পালন নিমিত্ত হেন প্রভু রসাতলে।
আছে মহাশক্তিধর নিজ-কুতূহলে ॥
ব্রহ্মার সভায় গিয়া নারদ আপনে।
এই গুণ গায়েন তম্বুরু-বীণা-সনে ॥
ব্রহ্মাদি বিহ্বল এই যশের শ্রবণে।
ইহা গাই নারদ পূজিত সর্ব্ব স্থানে ॥ ৩৯ ॥

কহিলাঙ এই কিছু 'অনন্ত'-প্রভাব।
হেন প্রভু নিত্যানন্দে কর অনুরাগ ॥
সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই-চাঁদেরে ॥
বৈষ্ণব-চরণে মোর এই মনস্কাম।
জন্মে জন্মে ভজি যেন প্রভু বলরাম ॥ ৪০ ॥

'দ্বিজ' 'বিপ্র' 'ব্রাহ্মণ' যেহেন নাম-ভেদ।
এইমত 'নিত্যানন্দ' 'অনন্ত' 'বলদেব' ॥
অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্য-চরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে ॥
চৈতন্য-চরিত স্ফুরে শেষের কৃপায়।
যশের ভাণ্ডার বৈসে যাঁহার জিহ্বায় ॥ ৪১ ॥

অতএব যশোময়-বিগ্রহ অনন্ত।
গাইল তাহান কিছু পাদপদ্ম-দ্বন্দ্ব ॥
চৈতন্যচন্দ্রের পুণ্য-শ্রবণ চরিত।
ভক্ত-প্রসাদে স্ফুরে জানিহ নিশ্চিত ॥
বেদ-গুহ্য চৈতন্য-চরিত কেবা জানে।
তাহা লিখি যাহা শুনিয়াছি ভক্ত-স্থানে ॥৪২॥

চৈতন্য-কথার আদি অন্ত নাহি দেখি।
তাহান কৃপায় যে বোলায় তাহা লেখি ॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে সে বলায় ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥ ৪৩ ॥

মন দিয়া শুন ভাই শ্রীচৈতন্য-কথা।
ভক্ত-সঙ্গে যে যে লীলা কৈলা যথা যথা ॥

ইঁহারা সকলে পরম রঙ্গে এই মহা-কৌতুক দেখিতেছেন ও কৃষ্ণ-যশ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেছেন।

৩৮। ব্রহ্মা কহিলেন, হে নারদ! সেই মহাপুরুষের মায়ার প্রভাব যে কীদৃশ প্রবল, তাহা আমি আজিও বুঝিতে পারি নাই; তোমার অগ্রজ সনকাদি মুনিগণও তাহা জানে না। যখন সহস্র-বদন আদিদেব শ্রীঅনন্তদেবও তাঁহার গুণ গান করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই, তখন অন্যের আর কথা কি?

৩৯। "রসাতলে" = পাতালে।
"বিহ্বল" = বিভোর; চঞ্চল।

৪০। "মনস্কাম" = প্রার্থনা।

৪১। "স্ফুরে" = স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়; উদ্দীপিত হয়।

৪২। "পাদপদ্ম-দ্বন্দ্ব" = শ্রীচরণ-মহিমা।
"চৈতন্যচন্দ্রের……চরিত" = শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর লীলাকথা শ্রবণ করিলে অন্তর ও বাহ্য পরম পবিত্র হয় অর্থাৎ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক সর্ব্ববিধ পাপ ও মলিনতা দূরীভূত হয়। "ভক্ত-প্রসাদে স্ফুরে" = ভক্তের কৃপায় ঐ লীলা হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, প্রকাশ পায়। "বেদ-গুহ্য" = যাহা বেদে খুব গূঢ়ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে।

৪৩। "সর্ব্ব……আমার" = পূজ্যপাদ শ্রীগ্রন্থকার-মহোদয় বলিতেছেন যে, শ্রীচৈতন্য-কথার আদি অন্ত নাই, কেহ ইহা বলিয়া শেষ করিতে পারে না; কিন্তু আমার এত বড় স্পর্দ্ধা যে, আমি তাহা এই গ্রন্থে বর্ণনা করিয়া শেষ করিলাম। শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক অগাধ লীলা বর্ণনা করিতে যাওয়া

ত্রিবিধ চৈতন্য-লীলা আনন্দের ধাম।
আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড, শেষখণ্ড নাম॥
আদিখণ্ডে প্রধানতঃ বিদ্যার বিলাস।
মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের কীর্ত্তন-প্রকাশ॥ ৪৪॥
শেষখণ্ডে সন্ন্যাসি-রূপে নীলাচলে স্থিতি।
নিত্যানন্দ-স্থানে সমর্পিয়া গৌড়-ক্ষিতি॥
নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর।
বসুদেব-প্রায় তেঁহো স্বধর্ম্মে তৎপর॥
তান পত্নী শচী নাম মহা-পতিব্রতা।
দ্বিতীয় দেবকী যেন সেই জগন্মাতা॥ ৪৫॥
তাঁর গর্ভে অবতীর্ণ হৈলা নারায়ণ।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম সংসার-ভূষণ॥
আদিখণ্ডে ফাল্গুনী পূর্ণিমা শুভ-দিনে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু নিশায় গ্রহণে॥
'হরিনাম'-মঙ্গল উঠিল চতুর্দ্দিগে।
জন্মিলা ঈশ্বর সঙ্কীর্ত্তন করি আগে॥ ৪৬॥
আদিখণ্ডে শিশু-রূপে অনেক প্রকাশ।
পিতা মাতা প্রতি দেখাইলা গুপ্ত-বাস॥
আদিখণ্ডে ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশ পতাকা।
গৃহ-মাঝে অপূর্ব্ব দেখিল পিতা মাতা॥
আদিখণ্ডে প্রভুরে হরিয়াছিল চোরে।
চোর ভাণ্ডাইয়া প্রভু আইলেন ঘরে॥ ৪৭॥
আদিখণ্ডে জগদীশ হিরণ্যের ঘরে।
নৈবেদ্য খাইলা প্রভু শ্রীহরিবাসরে॥
আদিখণ্ডে শিশু-ছলে করিয়া ক্রন্দন।
বোলাইলা সর্ব্ব-মুখে শ্রীহরি-কীর্ত্তন॥
আদিখণ্ডে লোক-বর্জ্জ্য হাঁড়ির আসনে।
বসিয়া মায়েরে তত্ত্ব কহিলা আপনে॥ ৪৮॥
আদিখণ্ডে গৌরাঙ্গের চাঞ্চল্য অপার।
শিশুগণ-সঙ্গে যেন গোকুল-বিহার॥
আদিখণ্ডে করিলেন আরম্ভ পড়িতে।
অল্পে অধ্যাপক হৈল সকল শাস্ত্রেতে॥
আদিখণ্ডে জগন্নাথমিশ্র-পরলোক।
বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস – শচীর দুই শোক॥ ৪৯॥
আদিখণ্ডে বিদ্যা-বিলাসের মহারম্ভ।
পাষণ্ডী দেখয়ে যেন মূর্ত্তিমন্ত দম্ভ॥
আদিখণ্ডে সকল পড়ুয়াগণ মেলি।
জাহ্নবীর তরঙ্গে নির্ভয় জলকেলি॥
আদিখণ্ডে গৌরাঙ্গের সর্ব্বশাস্ত্রে জয়।
ত্রিভুবনে হেন নাহি যে সম্মুখ হয়॥ ৫০॥

আমার মত অযোগ্যের পক্ষে বড় দুঃসাহসিকতার কার্য্য ও অপরাধের কথা বটে, কিন্তু এ বিষয়ে আমার কোনও হাত নাই, কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই — কৃপাময় শ্রীগৌরচন্দ্র ও তাঁহার ভক্তগণ আমাকে যাহা করাইতেছেন তাহাই করিতেছি, যাহা লিখাইতেছেন তাহাই লিখিতেছি। অতএব তাঁহাদের শ্রীচরণে আমি বারম্বার নমস্কার করিতেছি, আমার যেন ইহাতে কোনও অপরাধ না হয়।

৪৫। "সমর্পিয়া গৌড়-ক্ষিতি" = শ্রীগৌড়মণ্ডল উদ্ধারের ও রক্ষণের ভার দিয়া।

৪৬। "জন্মিলা……আগে" = ঈশ্বর সঙ্কীর্ত্তন সম্মুখে করিয়া অর্থাৎ গ্রহণচ্ছলে অগ্রে শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন প্রচার করিয়া, পরে অবতীর্ণ হইলেন।

৪৭। "গুপ্ত-বাস" = শ্রীবৈকুণ্ঠধামাদি ভগবৎ-বাসস্থান। উহা লোক-লোচনের অগোচর বলিয়া উহা হইল গুপ্তবাস।

৪৮। শ্রীহরিবাসরে = শ্রীএকাদশীতে।

"লোক………আসনে" = লোকে যে এঁটো হাঁড়িকুঁড়ি ফেলিয়া দিয়াছে, তাহার উপরে।

"তত্ত্ব" = শ্রীভগবত্তত্ত্ব-কথা।

৫০। "মূর্ত্তিমন্ত দম্ভ" = দর্প বা অহঙ্কার যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া অর্থাৎ দেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছে।

আদিখণ্ডে বঙ্গদেশে প্রভুর গমন।
প্রাচ্য-ভূমি তীর্থ হৈল পাই শ্রীচরণ॥
আদিখণ্ডে পূর্ব্ব-পরিগ্রহের বিজয়।
শেষে রাজপণ্ডিতের কন্যা-পরিণয়॥
আদিখণ্ডে বায়ু দেহে মান্দ্য করি ছল।
প্রকাশিলা প্রেমভক্তি-বিকার-সকল॥ ৫১॥
আদিখণ্ডে সকল ভক্তেরে শাস্তি দিয়া।
আপনে ভ্রমেন মহা-পণ্ডিত হইয়া॥
আদিখণ্ডে দিব্য পরিধান দিব্য সুখ।
আনন্দে ভাসেন শচী দেখি চন্দ্র-মুখ॥
আদিখণ্ডে গৌরাঙ্গের দিগ্বিজয়ি-জয়।
শেষে করিলেন তার সর্ব্ব বন্ধ ক্ষয়॥ ৫২॥
আদিখণ্ডে সকল ভক্তেরে মোহ দিয়া।
সেই খানে বুলে প্রভু সবারে ভাণ্ডিয়া॥
আদিখণ্ডে গয়া গেলা বিশ্বম্ভর-রায়।
ঈশ্বরপুরীরে কৃপা করিলা যথায়॥
আদিখণ্ডে আছে কত অনন্ত বিলাস।
কিছু শেষে বর্ণিবেন মহামুনি ব্যাস॥ ৫৩॥
বাল্য-লীলা আদি করি যতেক প্রকাশ।
গয়ার অবধি আদিখণ্ডের বিলাস॥

৫১। "বঙ্গদেশে"=শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গ অঞ্চলে। "প্রাচ্য-ভূমি"=পূর্ব্ব-দেশ। "পূর্ব্ব……বিজয়"=প্রথম-পত্নীর তিরোভাব। "বায়ু……ছল"=বায়ুরোগচ্ছলে। "রাজপণ্ডিত"= শ্রীসনাতন মিশ্র। "প্রেমভক্তি-বিকার সকল"= অশ্রু, কম্পাদি কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত লক্ষণ-সমূহ।

৫৩। "বুলে"=ভ্রমণ করে; বেড়ায়।

"ভাণ্ডিয়া"=ভাঁড়াইয়া; আত্ম-গোপন করিয়া।

"কিছু……ব্যাস"=এইটী পাঠ করিবামাত্র মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হইবে যে, তাই ত গ্রন্থকার এ আবার কি বলিতেছেন; শ্রীব্যাসদেব ত কবে অপ্রকট হইয়াছেন, তবে তিনি আবার ইহার পরেও কিরূপে চৈতন্য-লীলা বর্ণনা করিবেন? পরন্তু সকলেই অবগত আছেন যে, বেদ-পুরাণাদি নিখিল শাস্ত্রের রচয়িতা হইতেছেন মহর্ষি শ্রীব্যাসদেব। তিনি ভগবচ্ছক্তি-প্রভাবে এতাদৃশ অসাধারণ শক্তি-মান্ যে, শ্রীভগবানের অলৌকিক লীলা বর্ণনা করিতে একমাত্র তিনিই সমর্থ। তবে যে দেখা যায়, অন্যান্য মুনি-ঋষি ও পণ্ডিতগণও শ্রীভগবল্লীলা বর্ণনা করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাহা তাঁহারা অপ্রত্যক্ষভাবে সেই ব্যাস-শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়াই করিতেছেন বুঝিতে হইবে। সুতরাং শ্রীগ্রন্থকার-মহোদয় "ব্যাস" এই শব্দ দ্বারা ব্যাস-শক্তির বলে শ্রীভগবল্লীলা-বর্ণনে শক্তিমান্ অন্যান্য মহাপুরুষগণকেই বুঝাইতেছেন। পরবর্ত্তী গ্রন্থকার পরমারাধ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী প্রভুই "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থ লিখিয়া প্রধানতঃ শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন দাস-ঠাকুরের উল্লিখিত "ব্যাসদেব" হইতেছেন। শ্রীচৈতন্যলীলা-বর্ণনাকারী অন্যান্য মহাজনগণও আনুষঙ্গিক এই "ব্যাসদেব"-পর্য্যায়ভুক্ত হইতেছেন। আবার, শ্রীকবিরাজ-গোস্বামিপাদও নিজ-গ্রন্থে শ্রীবৃন্দাবন দাস-ঠাকুরকে 'ব্যাস' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; তাহা হইলে তদনুসারে শ্রীবৃন্দাবন দাস-ঠাকুরই এই "ব্যাস"-পর্য্যায়-ভুক্ত মূল ব্যাসদেব হইয়া যাইতেছেন। কিন্তু শ্রীভগবানের লীলা হইল অগাধ, অপার ও অগম্য—ইহা নিঃশেষে বা সম্যক্‌রূপে বর্ণনা করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই; তবে প্রভুতরূপে বর্ণনা করিবার সামর্থ্য মহাজনগণের থাকিলেও, তাঁহারা তাহা করেন না, যেহেতু দেখা যায় যে, যেমন ভাল লোকে কোনও ভাল বস্তু বা খাদ্যদ্রব্য পাইলে তাহা একাকী উপভোগ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন না, তদ্রূপ শ্রীভগবানের লীলা

মধ্যখণ্ডে বিদিত হইলা গৌর-সিংহ।
চিনিলেন যত সব চরণের ভৃঙ্গ॥
মধ্যখণ্ডে অদ্বৈতাদি শ্রীবাসের ঘরে।
ব্যক্ত হৈলা বসি বিষ্ণু-খট্টার উপরে॥ ৫৪॥
মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ-সঙ্গে দরশন।
এক ঠাঁই দুই ভাই করিলা কীর্ত্তন॥
মধ্যখণ্ডে 'ষড়্ভুজ' দেখিলা নিত্যানন্দ।
মধ্যখণ্ডে অদ্বৈত দেখিলা বিশ্ব-অঙ্গ॥
নিত্যানন্দ ব্যাস-পূজা করিলা মধ্যখণ্ডে।
যে প্রভুরে নিন্দা করে পাপিষ্ঠ পাষণ্ডে॥৫৫॥
মধ্যখণ্ডে হলধর হৈলা গৌরচন্দ্র।
হস্তে হল মুষল দিলেন নিত্যানন্দ॥

মধ্যখণ্ডে দুই অতি-পাতকি-মোচন।
জগাই মাধাই নাম বিখ্যাত ভুবন॥
মধ্যখণ্ডে কৃষ্ণ রাম—চৈতন্য নিতাই।
শ্যাম-শুক্ল-রূপ দেখিলেন শচী আই॥ ৫৬॥
মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের মহা-পরকাশ।
'সাত-প্রহরিয়া ভাব'—ঐশ্বর্য্য-বিলাস॥
সেই দিন আমায়ায় কহিলেন কথা।
যে যে সেবকের জন্ম হৈল যথা যথা॥
মধ্যখণ্ডে বৈকুণ্ঠের নাথ নারায়ণ।
নগরে নগরে কৈল আপনে কীর্ত্তন॥ ৫৭॥
মধ্যখণ্ডে কাজির ভাঙ্গিল ঘর দ্বার।
নিজ-শক্তি প্রকাশিয়া কীর্ত্তন অপার॥

এতই মধুর যে, সাধুপুরুষগণ উহা একাকী আস্বাদন করিয়া পরিতুষ্ট হন না—অন্যকেও আস্বাদন করাইয়া তৃপ্তি লাভ করেন। তন্নিমিত্ত শ্রীভগবানের পরম মধুর অনন্ত লীলা পূর্ব্ব মহাজনগণ নিজে কিছু কিছু বর্ণনা করিয়া পরবর্ত্তী মহাত্মাগণের জন্য কিছু কিছু রাখিয়া যান। তাই গ্রন্থকার বলিতেছেন, এই আমি সামান্য কিছু বলিলাম, আর শেষে অর্থাৎ ইহার পরে ব্যাস-শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষগণ ক্রমশঃ কিছু কিছু বর্ণনা করিবেন।

৫৪। "বাল্য-লীলা......বিলাস" = বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া গয়া-গমন পর্য্যন্ত যে সমস্ত লীলা, তাহাই আদিখণ্ড মধ্যে পরিগণিত। "মধ্যখণ্ডে ......ভৃঙ্গ" = শ্রীমন্মহাপ্রভু কীর্ত্তন-বিলাসাদি অলৌকিক লীলা দ্বারাই স্বীয় শ্রীচরণ-কমলের মধু-লোলুপ ভ্রমর অর্থাৎ ভক্তগণ-সমীপে ধরা পড়িয়া গেলেন। ভক্তগণ তখন বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের প্রভুই স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই সমস্ত কথা মধ্যখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। 'গৌরসিংহ' অর্থে বুঝিতে হইবে যে, সিংহ যেমন করী দলন করে, তদ্রূপ শ্রীগৌর-রূপ সিংহও মানব-হৃদয়ের পাপরূপ হস্তী বিধ্বংস করেন।

"বিষ্ণু-খট্টা" = ঠাকুরের সিংহাসন।

৫৫। "ষড়্ভুজ" = কৃষ্ণাবতারের দুই ভুজ, রামাবতারের দুই ভুজ ও গৌরাবতারের দুই ভুজ লইয়া এই ষড়্ভুজ-মূর্ত্তি; কৃষ্ণের হাতে বাঁশী, রামের হাতে ধনুর্ব্বাণ ও গৌরের হাতে দণ্ড-কমণ্ডলু।

"বিশ্ব-অঙ্গ" = বিশ্বরূপ।

"নিত্যানন্দ......মধ্যখণ্ডে" = যেহেতু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তখন সন্ন্যাসী, তজ্জন্য সন্ন্যাসিগণের নিয়মানুসারে যে তিনি ব্যাস-পূজা করিলেন, ইহা মধ্যখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

৫৬। "হলধর" = শ্রীবলরাম। "মুষল" = মুদ্গর। "জগাই মাধাই" = ভাল নাম জগন্নাথ ও মাধব; উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়।

"শ্যাম...আই" = শচীমাতা শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্যামবর্ণময় কৃষ্ণ-স্বরূপ দেখিলেন ও শ্রীনিত্যানন্দকে শুভ্রবর্ণময় বলরাম-স্বরূপ দেখিলেন।

৫৭। "মহা-পরকাশ" = মহা-প্রকাশ।

পলাইল কাজি প্রভু-গৌরাঙ্গের ডরে।
স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন করে নগরে নগরে॥
মধ্যখণ্ডে মহাপ্রভু 'বরাহ' হইয়া।
নিজ-তত্ত্ব মুরারিরে কহিলা গর্জ্জিয়া॥ ৫৮॥
মধ্যখণ্ডে মুরারির স্কন্ধে আরোহণ।
চতুর্ভুজ হৈয়া কৈলা অঙ্গনে ভ্রমণ॥
মধ্যখণ্ডে শুক্লাম্বর-তণ্ডুল-ভোজন।
মধ্যখণ্ডে নানা কাচ কৈলা নারায়ণ॥
মধ্যখণ্ডে গৌরচন্দ্র রুক্মিণীর বেশে।
নাচিলেন, স্তন পিল সব নিজ-দাসে॥ ৫৯॥
মধ্যখণ্ডে মুকুন্দের দণ্ড সঙ্গ-দোষে।
শেষে অনুগ্রহ কৈলা পরম সন্তোষে॥
মধ্যখণ্ডে মহাপ্রভু নিশায়ে কীর্ত্তন।
বৎসরেক নবদ্বীপে কৈলা অনুক্ষণ॥
মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে কৌতুক।
অজ্ঞ জনে বুঝে যেন কলহ-স্বরূপ॥ ৬০॥
মধ্যখণ্ডে জননীর লক্ষ্যে ভগবান্।
বৈষ্ণবাপরাধ করাইলা সাবধান॥
মধ্যখণ্ডে সকল বৈষ্ণব জনে জনে।
সবে বর পাইলেন করিয়া স্তবনে॥
মধ্যখণ্ডে প্রসাদ পাইল হরিদাস।
শ্রীধরের জলপান—কারুণ্য-বিলাস॥ ৬১॥
মধ্যখণ্ডে সকল বৈষ্ণব করি সঙ্গে।
প্রতিদিন জাহ্নবীতে জলকেলি রঙ্গে॥
মধ্যখণ্ডে গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
অদ্বৈতের গৃহে গিয়াছিলা কোনো রঙ্গে॥
মধ্যখণ্ডে অদ্বৈতেরে করি বহু দণ্ড।
শেষে অনুগ্রহ কৈলা পরম প্রচণ্ড॥ ৬২॥
মধ্যখণ্ডে চৈতন্য নিতাই—কৃষ্ণ রাম।
জানিলা মুরারি গুপ্ত মহাভাগ্যবান্॥
মধ্যখণ্ডে দুই প্রভু চৈতন্য নিতাই।
নাচিলেন শ্রীবাস-অঙ্গনে এক ঠাঁই॥
মধ্যখণ্ডে শ্রীবাসের মৃত-পুত্র-মুখে।
জীব-তত্ত্ব কহাইয়া ঘুচাইল দুখে॥ ৬৩॥
চৈতন্যের অনুগ্রহে শ্রীবাস-পণ্ডিত।
পাসরিলা পুত্র-শোক সভারে বিদিত॥
মধ্যখণ্ডে গঙ্গায় পড়িল ক্রুদ্ধ হৈয়া।
নিত্যানন্দ হরিদাস আনিল তুলিয়া॥
মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ নারায়ণী পাইল মাত্র॥ ৬৪॥
মধ্যখণ্ডে সর্ব্ব-জীব-উদ্ধার-কারণে।
সন্ন্যাস করিতে প্রভু করিলা গমনে॥
কীর্ত্তন করিয়া আদি, অবধি সন্ন্যাস।
এই হৈতে কহি মধ্যখণ্ডের বিলাস॥
মধ্যখণ্ডে আছে আর কত কোটী লীলা।
বেদব্যাস বর্ণিবেন সে সকল খেলা॥ ৬৫॥
শেষখণ্ডে বিশ্বম্ভর করিলা সন্ন্যাস।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম তবে পরকাশ॥

"সাত......বিলাস"=সাত প্রহর অর্থাৎ প্রায় সমস্ত দিবারাত্রি (২১ ঘণ্টা) ধরিয়া মহাভাবে বিভোর হইয়া স্বীয় মহৈশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন।" "অমায়ায়" =নিষ্কপটে; স্পষ্টরূপে; খোলোসা করিয়া।

"নারায়ণ"=নারায়ণ-রূপী শ্রীগৌরচন্দ্র।

৫৮। "বরাহ"=শ্রীবরাহদেবাবতার-রূপী বরাহ-স্বরূপ। "মুরারিরে"=মুরারি গুপ্তেরে।

৫৯। "শুক্লাম্বর"=শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী।

"কাচ"=সাজ; সাজসজ্জা। "স্তন পিল"=স্তন-দুগ্ধ পান করিল।

৬৩। "কৃষ্ণ রাম"=শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম।

৬৪। "অবশেষ পাত্র"=এঁটো পাত; উচ্ছিষ্ট; মহাপ্রসাদ। "নারায়ণী"=ইনিই হইলেন এই গ্রন্থকার শ্রীবৃন্দাবন দাস-ঠাকুরের জননী।

শেষ খণ্ডে শুনি প্রভুর শিখার মুণ্ডন।
বিস্তর করিলা প্রভু-অদ্বৈত ক্রন্দন॥
শেষখণ্ডে শচী-দুঃখ অকথ্য-কথন।
চৈতন্য-প্রভাবে সবে রহিল জীবন॥ ৬৬॥
শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ চৈতন্যের দণ্ড।
ভাঙ্গিলেন বলরাম পরম প্রচণ্ড॥
শেষখণ্ডে গৌরচন্দ্র গিয়া নীলাচলে।
আপনারে লুকাই রহিলা কুতূহলে॥ ৬৭॥
সার্ব্বভৌম প্রতি আগে করি পরিহাস।
শেষে সার্ব্বভৌমেরে যড়্‌ভুজ-প্রকাশ॥
শেষখণ্ডে প্রতাপরুদ্রের পরিত্রাণ।
কাশী মিশ্রের গৃহেতে করিলা অধিষ্ঠান॥৬৮॥
'দামোদর-স্বরূপ' 'পরমানন্দ-পুরী'।
শেষখণ্ডে এই দুই সঙ্গে অধিকারী॥
শেষখণ্ডে প্রভু পুনঃ গেলা গৌড়দেশে।
মথুরা দেখিব করি আনন্দ-বিশেষে॥ ৬৯॥
আসিয়া রহিলা বিদ্যাবাচস্পতি-ঘরে।
তবে আইলেন প্রভু কুলিয়া-নগরে॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক গেলা দেখিবারে।
শেষখণ্ডে সর্ব্ব জীব পাইলা উদ্ধারে॥
শেষখণ্ডে মধুপুরী দেখিতে চলিলা।
কত দূর গিয়া প্রভু নিবৃত্ত হইলা॥ ৭০॥
শেষখণ্ডে পুনঃ আইলেন নীলাচলে।
নিরবধি ভক্ত-সঙ্গে কৃষ্ণ-কোলাহলে॥
গৌড়দেশে নিত্যানন্দ-স্বরূপে পাঠাঞা।
রহিলেন নীলাচলে কত জন লঞা॥
শেষখণ্ডে রথের সম্মুখে ভক্ত-সঙ্গে।
আপনে করিলা নৃত্য আপনার রঙ্গে॥ ৭১॥
শেষখণ্ডে সেতুবন্ধে গেলা গৌররায়।
ঝারিখণ্ড দিয়া পুনঃ গেলা মথুরায়॥
শেষখণ্ডে রামানন্দ রায়ের উদ্ধার।
শেষখণ্ডে মথুরায় অনেক বিহার॥
শেষখণ্ডে শ্রীগৌরসুন্দর-মহাশয়।
'দবির-খাসেরে' প্রভু দিলা পরিচয়॥ ৭২॥
প্রভু চিনি দুই ভাইর বন্ধ-বিমোচন।
শেষে নাম থুইলেন 'রূপ' 'সনাতন'॥

৬৫। "কীর্ত্তন……বিলাস" = কীর্ত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ পর্য্যন্ত সমস্ত লীলা মধ্যখণ্ড মধ্যে পরিগণিত।

৬৬। "শুনি……মুণ্ডন" = প্রভুর শিখা-মুড়ান অর্থাৎ সন্ন্যাস-গ্রহণের কথা শুনিয়া।

"অকথ্য-কথন" = যাহা বলা যায় না, বলিয়া শেষ করা যায় না। "সবে" = কেবলমাত্র।

৬৭। "দণ্ড" = যষ্টি। "নীলাচল" = পুরীধাম, শ্রীক্ষেত্র। ৬৮। "প্রতাপরুদ্র" = উড়িষ্যার মহারাজা। "কাশী মিশ্রের গৃহেতে" = ইহা এক্ষণে গম্ভীরা বা রাধাকান্ত-মঠ বলিয়া খ্যাত।

৬৯। "শেষখণ্ডে……অধিকারী" = মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলায় শ্রীনীলাচলে কৃষ্ণ-প্রেম ও ভক্তিতত্ত্বের মহা অধিকারী এই দুই জন প্রধান পার্ষদ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন।

৭০। "বিদ্যাবাচস্পতি" = ইনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা। "মধুপুরী" = মথুরামণ্ডল। "নিবৃত্ত হইলা" = ক্ষান্ত হইলেন; ফিরিয়া আসিলেন।

৭১। "কৃষ্ণ-কোলাহলে" = কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনানন্দে।

৭২। "সেতুবন্ধ" = সেতুবন্ধ-রামেশ্বর নামক প্রসিদ্ধ ধাম ও তীর্থস্থান। হাবড়া ষ্টেশন হইতে বি, এন্, রেলে মাদ্রাজে নামিয়া তথায় অন্য রেলে উঠিয়া একেবারে রামেশ্বরম্ নামিতে হয়।

"দবির-খাস" = শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুপাদের বাদশাহ-প্রদত্ত উপাধি। 'দবির-খাস' অর্থে নিজের খাস মন্ত্রী (Private Secretary).

শেষখণ্ডে গৌরচন্দ্র গেলা বারাণসী।
না পাইল দেখা যত নিন্দুক সন্ন্যাসী॥
শেষখণ্ডে পুনঃ নীলাচলে আগমন।
অহর্নিশ করিলেন হরি-সঙ্কীর্ত্তন॥ ৭৩॥
শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ কতেক দিবস।
করিলেন পৃথিবীর পর্য্যটন-রস॥
অনন্ত চরিত্র কেহো বুঝিতে না পারে।
চরণে নূপুর সর্ব্ব মথুরা বিহরে॥
শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ পানিহাটী গ্রামে।
চৈতন্য-আজ্ঞায় ভক্তি করিলেন দানে॥ ৭৪॥
শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ মহা-মল্লরায়।
বণিকাদি উদ্ধারিলা পরম কৃপায়॥
শেষখণ্ডে গৌরচন্দ্র মহা-মহেশ্বর।
নীলাচলে বাস অষ্টাদশ সম্বৎসর॥
শেষখণ্ডে চৈতন্যের অনন্ত বিলাস।
বিস্তারিয়া বর্ণিতে আছেন বেদব্যাস॥ ৭৫॥
যে তে মতে চৈতন্যের গাইতে মহিমা।
নিত্যানন্দ-প্রীতি বড়—তার নাহি সীমা॥
ধরণীধরেন্দ্র নিত্যানন্দের চরণ।
দেহ প্রভু গৌরচন্দ্র আমারে শরণ॥
এই ত কহিল সূত্র সংক্ষেপ করিয়া।
তিন খণ্ড আরম্ভিব ইহাই গাইয়া॥ ৭৬॥
আদিখণ্ড-কথা ভাই শুন এক-চিতে।
শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হৈল যেন মতে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ-যুগে গান॥ ৭৭॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে লীলা-সূত্র-বর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় জগন্নাথ-পুত্র মহা-মহেশ্বর॥
জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের জীবন।
জয় জয় অদ্বৈতাদি-ভক্তের শরণ॥

"ঝারিখণ্ড"=বর্ত্তমান সম্বলপুর, ময়ূরভঞ্জ, সিংভূম, মানভূম, রাঁচি, হাজারিবাগ, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি পর্ব্বত ও জঙ্গলময় অঞ্চল-সমূহ।

"রামানন্দ রায়"=ভবানন্দ রায় বা পট্টনায়কের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের অধীনে করদ-রাজারূপে কলিঙ্গ প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। ইনি মহাপ্রভুর রাগমার্গীয় প্রধান অন্তরঙ্গ ভক্ত।

৭৩। "শেষে......সনাতন"=পরে 'দবির-খাস' ও 'শাকর-মল্লিক' এই দুই নাম ঘুচাইয়া যথাক্রমে 'রূপ' ও 'সনাতন' নাম রাখিলেন।

৭৪। "করিলেন......পর্য্যটন-রস"=জীব উদ্ধারের নিমিত্ত দেশ-ভ্রমণ করিলেন।

"পানিহাটী"=শ্রীরাঘব পণ্ডিতের পাট। ইহা কলিকাতার সন্নিকট। শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে আগরপাড়া বা শোদপুর ষ্টেশনে নামিয়া পশ্চিম দিকে প্রায় ১ ক্রোশ যাইতে হয়।

৭৫। "মহামল্লরায়"=প্রবল পরাক্রান্ত কীর্ত্তন-সেনাপতি। "অষ্টাদশ সম্বৎসর"=পূর্ণ আঠার বৎসর। "বিস্তারিয়া...বেদব্যাস"=শ্রীব্যাসদেব-রূপী অন্যান্য ভক্ত-মহাত্মাগণ পরে বর্ণনা করিবেন।

৭৬। "ধরণীধরেন্দ্র নিত্যানন্দের"=অনন্তরূপী শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর।

"তিন......গাইয়া"—এই লীলা কিছু বিস্তারিত-রূপে কীর্ত্তন করিয়া তিন খণ্ড শেষ করিব।

ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়॥
পুনঃ ভক্ত-সঙ্গে প্রভু-পদে নমস্কার।
স্ফুরুক জিহ্বায় গৌরচন্দ্র-অবতার॥ ১॥

জয় জয় শ্রীকরুণাসিন্ধু গৌরচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীসেবা-বিগ্রহ নিত্যানন্দ॥
অবিজ্ঞাত দুই ভাই আর যত ভক্ত।
তথাপি কৃপায় তত্ত্ব করেন সুব্যক্ত॥
ব্রহ্মাদির স্ফূর্ত্তি হয় কৃষ্ণের কৃপায়।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বেদে ভাগবতে এই গায়॥ ২॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (২।৪।২২)—

প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী
বিতন্বতাঽজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি।
স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ
স মে ঋষীণামৃষভঃ প্রসীদতাং॥ ৩॥

পূর্ব্বে ব্রহ্মা জন্মিলেন নাভি-পদ্ম হৈতে।
তথাপিহ শক্তি নাহি কিছুই দেখিতে॥
তবে যবে সর্ব্ব-ভাবে লইলা শরণ।
তবে প্রভু কৃপায় দিলেন দরশন॥
তবে কৃষ্ণ-কৃপায় স্ফুরিলা সরস্বতী।
তবে সে জানিলা সর্ব্ব-অবতার-স্থিতি॥
হেন কৃষ্ণচন্দ্রের দুর্জ্ঞেয় অবতার।
তান কৃপা বিনে কার শক্তি জানিবার॥
অচিন্ত্য অগম্য কৃষ্ণ-অবতার-লীলা।
সেই ব্রহ্মা ভাগবতে আপনে কহিলা॥ ৪॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (১০।১৪।২১)—

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্!
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাং।
ক্বাহং কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াং॥ ৫॥

কোন্ হেতু কৃষ্ণচন্দ্র করে অবতার।
কার শক্তি আছে তত্ত্ব জানিতে তাঁহার॥
তথাপি শ্রীভাগবতে গীতায় যে কয়।
তাহা লিখি যে নিমিত্তে অবতার হয়॥ ৬॥

২। "অবিজ্ঞাত.........সুব্যক্ত"=দুই ভাই অর্থাৎ শ্রীগৌর ও শ্রীনিত্যানন্দ এবং তাঁহাদের ভক্তগণকে কেহই সহজে চিনিতে পারে না, কিন্তু তাঁহারা কৃপা করিয়া তাঁহাদিগের তত্ত্ব জানাইয়া দেন।

৩। কল্পের প্রারম্ভে যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে বিশ্ব-সৃষ্টি-বিষয়িণী স্মৃতি-শক্তি প্রকট করিয়াছিলেন এবং যাঁহার প্রেরণায় সেই ব্রহ্মার বদন হইতে ভগবদ্ভক্তি-বিষয়িণী বেদবাণী প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, ঋষিগণের শ্রেষ্ঠ সেই শ্রীভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

৪। "সর্ব্ব-ভাবে" একান্ত-ভাবে; অনন্য-ভাবে।

"অচিন্ত্য......লীলা"=কৃষ্ণের অবতার-তত্ত্ব ও লীলা-মহিমা অচিন্ত্য অর্থাৎ চিন্তার অতীত—চিন্তা দ্বারা উহা ধারণা করা যায় না এবং উহা অগম্য অর্থাৎ জ্ঞানাদি দ্বারাও বোধগম্য হইবার নহে।

৫। হে বিরাট্ পুরুষ, হে ভগবন্, হে পরাত্মন্ হে যোগেশ্বর! তুমি স্বীয় স্বরূপ-শক্তি যোগমায়াকে বিবিধ প্রকারে বিস্তার করিয়া যে সমস্ত লীলা করিয়া থাক, তোমার সেই সমস্ত লীলা কোথায় হয়, কখন হয়, কেন হয় ও কতরূপে হয় তাহা এই ত্রিজগতের কোন্ ব্যক্তি নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে?

তথাহি অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং (গীঃ ৪।৭-৮)—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং ॥ ৭ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

ধর্ম্ম-পরাভব হয় যখনে যখনে।
অধর্ম্মের প্রবলতা বাঢ়ে দিনে দিনে ॥
সাধুজন-রক্ষা দুষ্ট-বিনাশ-কারণে।
ব্রহ্মা আদি প্রভুর পায় করেন বিজ্ঞাপনে ॥
তবে প্রভু যুগ-ধর্ম্ম স্থাপন করিতে।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে ॥
কলি-যুগে ধর্ম্ম হয়—'হরি-সঙ্কীর্ত্তন'।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ॥
এই কহে ভাগবতে সর্ব্বতত্ত্ব-সার।
কীর্ত্তন-নিমিত্ত গৌরচন্দ্র-অবতার ॥ ৯ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (১১।৫।৩১-৩২)—

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরং।
নানা-তন্ত্র-বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥ ১০ ॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ১১ ॥

কলি-যুগে সর্ব্ব-ধর্ম্ম—হরি-সঙ্কীর্ত্তন।
সব প্রকাশিলেন চৈতন্য-নারায়ণ ॥
কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম পালিবারে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্ব্ব-পরিকরে ॥
প্রভুর আজ্ঞায় আগে সর্ব্ব পরিকর।
জন্ম লভিলেন সবে মানুষ-ভিতর ॥
কি অনন্ত কি শিব বিরিঞ্চি ঋষিগণ।
যত অবতারের পার্ষদ আপ্তগণ ॥ ১২ ॥
ভাগবত-রূপে জন্ম হইল সবার।
কৃষ্ণ সে জানেন যার অংশে জন্ম যার ॥

৭। শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! যে যে সময়েই ধর্ম্মের বিপ্লব ও অধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়, তখন তখনই আমি নিজেকে সৃজন করি অর্থাৎ মায়া-রাজ্যে প্রকট হইয়া থাকি—পৃথিবীতে অবতীর্ণ হই।

৮। সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ এবং সদ্ধর্ম্মের সংস্থাপন করিবার জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।

৯। "করেন বিজ্ঞাপনে" = জানান।

"এই............অবতার" = শ্রীমদ্ভাগবতে যে বলিয়াছেন—'সমস্ত তত্ত্বকথার সার হইতেছে শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন', সেই হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রচারের জন্যই মহাপ্রভুর অবতার।

১০। হে নিমিরাজ! দ্বাপরে লোকে এইরূপে (পূর্ব্বোক্তরূপে) শ্রীজগদীশ্বরের স্তব করিয়া থাকে। কলিতেও সকলে নানা তন্ত্রের বিধানানুসারে যেরূপে তাঁহাকে ভজনা করে, তাহাও বলি শ্রবণ করুন।

১১। যাহার বর্ণ ভিতরে কৃষ্ণ, কিন্তু বাহিরে গৌর, পণ্ডিতগণ সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁহার অঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গতুল্য শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, উপাঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গের অঙ্গ-তুল্য শ্রীগদাধর ও শ্রীবাস পণ্ডিত, অস্ত্র অর্থাৎ অবিদ্যা-নাশক তাঁহার নাম এবং পার্ষদ অর্থাৎ মুরারি, মুকুন্দ, শ্রীধর প্রভৃতি অসংখ্য পার্ষদ সহ সেই গৌর-ভগবানের পূজা করিয়া থাকেন।

১২। "পালিবারে" = স্থাপন করিবার জন্য।

"পরিকর" = পরিবার; পরিজন; স্বজন; পার্ষদ।

"সর্ব্ব-পরিকরে" = সমস্ত অবতারের ও সর্ব্ববিধ ভাবের বা রসের পার্ষদগণ সহ।

"আপ্তগণ" = আত্মীয়-স্বজন-সমূহ।

কারো জন্ম নবদ্বীপে কারো চাটিগ্রামে।
কেহো রাঢ়ে ওড্র দেশে শ্রীহট্টে পশ্চিমে॥
নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি হৈল সবার মিলন॥
নবদ্বীপে হইব প্রভুর অবতার।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সভার॥
নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।
যঁহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য-গোঁসাই॥ ১৩॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ-গ্রামে।
কোনো মহাপ্রিয়ের সে জন্ম অন্য স্থানে॥
শ্রীবাস-পণ্ডিত আর শ্রীরাম-পণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর-দেব ত্রৈলোক্য-পূজিত॥
ভবরোগ নাশে বৈদ্য মুরারি নাম যার।
শ্রীহট্টে এ সব বৈষ্ণবের অবতার॥ ১৪॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণব-প্রধান।
চৈতন্য-বল্লভ দত্ত বাসুদেব নাম॥
চাটিগ্রামে হইল ইঁহা সবার প্রকাশ।
বুঢ়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস॥

রাঢ়-মাঝে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
তঁহি অবতীর্ণ নিত্যানন্দ-ভগবান্॥
হাড়াই-পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্ব-পিতা, তানে করি পিতা-ব্যাজ॥১৫॥
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণব-ধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ-রাম॥
মহা জয়-জয়-ধ্বনি পুষ্প-বরিষণ।
সঙ্গোপে দেবতাগণ কৈলেন তখন॥
সেই দিন হৈতে রাঢ়মণ্ডল সকল।
পুনঃপুনঃ বাঢ়িতে লাগিলা সুমঙ্গল॥
তিরোতে পরমানন্দ পুরীর প্রকাশ।
নীলাচলে যাঁর সঙ্গে একত্র বিলাস॥ ১৬॥
গঙ্গা-তীর পুণ্যস্থান সকল থাকিতে।
বৈষ্ণব জন্ময়ে কেন শোচ্য দেশেতে॥
আপনে হইলা অবতীর্ণ গঙ্গা-তীরে।
সঙ্গের পার্ষদ কেন জন্মায়েন দূরে॥
যে যে দেশ গঙ্গা-হরিনাম-বিবর্জ্জিত।
যে দেশে পাণ্ডব নাহি গেলা কদাচিত॥

১৩। "ভাগবত-রূপে" = ভক্তরূপে।

"চাটিগ্রাম" = চট্টগ্রাম; চাটগাঁ (Chittagong).

"রাঢ়" = গঙ্গার পশ্চিম-তীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ (বর্ত্তমান বীরভূম, বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান জেলা)।

"ওড্রদেশ" = উড়িষ্যা দেশ। "পশ্চিমে" = পশ্চিম-দেশস্থ ত্রিহুতে শ্রীপরমানন্দ পুরী, রঘুপতি উপাধ্যায় প্রভৃতি ভক্তগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

১৫। "বুঢ়ন" = ইহা খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহাকুমায় অবস্থিত; মতান্তরে যশোহর জেলার বনগ্রাম (বনগাঁ) মহাকুমায় অবস্থিত। ই, বি, রেলে শিয়ালদহ হইতে যাইতে হয়।

"একচাকা" = বীরভূম জেলার অন্তর্গত শ্রীধাম একচক্রা-গর্ভবাস বা বীরচন্দ্রপুর। ই, আই, রেলের লুপ লাইনে হাবড়া ষ্টেশান হইতে মল্লারপুর ষ্টেশানে নামিয়া পূর্ব্বদিকে প্রায় ৩।০ ক্রোশ যাইতে হয়।

"হাড়াই……ব্যাজ" = শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু যদি মূলে সকলেরই পিতা, তথাপি লীলাচ্ছলে হাড়াই পণ্ডিত নামক পরম সজ্জন ব্রাহ্মণ-শিরোমণিকে পিতৃত্বে বরণ করিয়া (অবতীর্ণ হইলেন)।

১৬। "শ্রীবৈষ্ণব-ধাম" = শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ বিষ্ণুতেজোময়। "তিরোত" = ত্রিহুত প্রদেশ; মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, ছাপরা প্রভৃতি জেলা-সমূহ ইহার অন্তর্গত।

১৭। "শোচ্য" = শোচনীয়; নিকৃষ্ট; অপবিত্র

সে সব জীবেরে কৃষ্ণ বৎসল হইয়া।
মহাভক্ত সব জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া ॥ ১৭ ॥
সংসার তারিতে শ্রীচৈতন্য-অবতার।
আপনে শ্রীমুখে করিয়াছেন স্বীকার ॥
শোচ্য দেশে শোচ্য কুলে আপন-সমান।
জন্মাইয়া বৈষ্ণব সভারে করে ত্রাণ ॥
যে দেশে যে কুলে বৈষ্ণব অবতরে।
তাঁহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তরে ॥
যে স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়।
সেই স্থান হয় অতি পুণ্য-তীর্থময় ॥ ১৮ ॥
অতএব সর্ব্বদেশে নিজ-ভক্তগণ।
অবতীর্ণ কৈলা শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ ॥
নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি সভার হৈল মিলন ॥
নবদ্বীপে হইব প্রভুর অবতার।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সবার ॥
নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।
যঁহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য-গোঁসাই ॥ ১৯ ॥
অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা ॥

নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে ॥
ত্রিবিধ বয়সে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী-প্রসাদে সবেই মহাদক্ষ ॥
সবে মহা-অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য-সনে কক্ষা করে ॥ ২০ ॥
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায় ॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষকোটী অধ্যাপক নাহিক নির্ণয় ॥
রমা-দৃষ্টিপাতে সর্ব্ব লোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে ॥
কৃষ্ণ-নাম-ভক্তি-শূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার ॥ ২১ ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সবে এইমাত্র জানে।
"মঙ্গল-চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥
দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোনো জন।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহুধন ॥
ধন নষ্ট করে পুত্র-কন্যার বিভায়।"
এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায় ॥

"যে দেশে ·····কদাচিত" = পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশ —যে দেশে পাণ্ডবেরা কখনও গমন করেন নাই। কৃষ্ণ-সখা পাণ্ডবগণের পবিত্র পদধূলি না পড়ায় এরূপ দেশ অপবিত্র বলিয়াই কথিত হইয়াছে।

১৮। "আপন-সমান" = জীব উদ্ধার করিতে তাঁহার নিজের মতই শক্তি-সম্পন্ন।

"যোজন" = ৪ ক্রোশে এক যোজন।

"করেন বিজয়" = গমন করেন।

২০। "ত্রিবিধ......লক্ষ" = প্রত্যেক জাতিরই বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য এই তিন বয়সেরই লক্ষ লক্ষ লোক বাস করেন। "মহাদক্ষ" = মহা-পণ্ডিত। "কক্ষা" = প্রতিদ্বন্দ্বিতা। (Challenge).

২১। "সমুচ্চয়" = অন্ত ; শেষ।

"রমা-দৃষ্টিপাতে = লক্ষ্মীর কৃপায়।

"প্রথম ··আচার" = কলির শেষভাগে যেরূপ কৃষ্ণ-ভজন-হীন অনাচার ও পাপাচার-পূর্ণ দুরবস্থা হইবে, কলির প্রথম ভাগেই তাহা আসিয়া উপস্থিত হইল।

২২। "বিষহরী" = সর্পবিষ-দূরকারিণী মনসা-দেবী। "পুত্তলি······বহুধন" = মিছামিছি অনেক পয়সা খরচ করিয়া সঙের পুতুল গড়ায়।

যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাহারাও নাহি জানে গ্রন্থ-অনুভব ॥ ২২ ॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যম-পাশে ডুবি মরে।
না বাখানে যুগ-ধর্ম্ম—কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বিনা গুণ কারো না করে কথন ॥
যেবা সব বিরক্ত-তপস্বি-অভিমানী।
তা সবার মুখেতেও নাহি 'হরিধ্বনি' ॥
অতি বড় সুকৃতী সে স্নানের সময়।
'গোবিন্দ' 'পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারয় ॥ ২৩ ॥
গীতা ভাগবত যে যে জনে বা পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় ॥
এইমত বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসার।
দেখি ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার ॥
কেমতে এ সব জীব পাইব উদ্ধার।
বিষয়-সুখেতে সব মজিল সংসার ॥
বলিলেও কেহো নাহি লয় 'কৃষ্ণ-নাম'।
নিরবধি বিদ্যা কুল করেন ব্যাখ্যান ॥ ২৪ ॥
স্বকার্য্য করেন সব ভাগবতগণ।
কৃষ্ণ-পূজা গঙ্গাস্নান কৃষ্ণের কথন ॥
সবে মেলি জগতেরে করে আশীর্ব্বাদ।
শীঘ্র কৃষ্ণচন্দ্র কর সবারে প্রসাদ ॥

সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
'অদ্বৈত-আচার্য্য' নাম সর্ব্ব-লোকে ধন্য ॥
জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যেহেন শঙ্কর ॥ ২৫ ॥
ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্রের প্রচার।
সর্ব্বত্র বাখানে 'কৃষ্ণপদ-ভক্তি সার' ॥
তুলসী-মঞ্জরী সহিত গঙ্গা-জলে।
নিরবধি সেবে কৃষ্ণ মহা-কুতূহলে ॥
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ-আবেশের তেজে।
সে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠেতে বাজে ॥
যে প্রেমের হুঙ্কার শুনিয়া কৃষ্ণ নাথ।
ভক্তি-বশে আপনে সে হইলা সাক্ষাৎ ॥ ২৬ ॥
অতএব অদ্বৈত বৈষ্ণব-অগ্রগণ্য।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যাঁর ভক্তিযোগ ধন্য ॥
এইমত অদ্বৈত বৈসেন নদীয়ায়।
ভক্তিযোগ-শূন্য লোক দেখি দুঃখ পায় ॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণ-পূজা বিষ্ণু-ভক্তি কারো নাহি বাসে ॥
বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে ॥ ২৭ ॥
নিরবধি নৃত্য-গীত-বাদ্য-কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম—পরম-মঙ্গল ॥

"গ্রন্থ-অনুভব" = শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম।

২৩। "যম-পাশে ডুবি মরে" = নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মরে। "না বাখানে……কীর্ত্তন" = হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনই হইতেছে যে কলিযুগের ধর্ম্ম, সে ব্যাখ্যা না করিয়া দান, ধ্যান, যাগ, যজ্ঞাদি করাকেই ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করে।

"যেবা… অভিমানী" = যাঁহারা আপনাদিগকে পরম বৈরাগ্যবান্ ও তপজপকারী বলিয়া দম্ভভাব পোষণ করিয়া রাখিয়াছেন।

২৪। "নিরবধি ……… ব্যাখ্যান" = সর্ব্বদাই বিদ্যা ও কুলের গৌরব বা প্রাধান্যই বর্ণনা করেন; বিদ্যা ও কুলেরই বড়াই করেন।

২৫। "যেহেন শঙ্কর" = যেন শ্রীমহাদেব।

২৬। "ত্রিভুবনে………সার" = যেখানে যত

কৃষ্ণ-শূন্য মঙ্গলে দেবের নাহি সুখ।
বিশেষে অদ্বৈত মনে পায় বড় দুখ॥
স্বভাবে অদ্বৈত বড় কারুণ্য-হৃদয়।
জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়॥ ২৮॥
"মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার।
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার॥
তবে সে অদ্বৈত-সিংহ আমার বড়াই।
বৈকুণ্ঠ-বল্লভ যদি দেখাঙ হেথাই॥
আনিয়া বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া।
নাচিব গাইব সর্ব্ব জীব উদ্ধারিয়া॥"
নিরবধি এইমত সঙ্কল্প করিয়া।
সেবেন শ্রীকৃষ্ণ-পদ একচিত্ত হৈয়া॥ ২৯॥
অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য-অবতার;
সেই প্রভু কহিয়াছেন বারবার॥
সেই নবদ্বীপে বৈসে পণ্ডিত শ্রীবাস।
যাঁহার মন্দিরে হৈল চৈতন্য-বিলাস॥
সর্ব্বকাল চারি ভাই গায় কৃষ্ণ-নাম।
ত্রিকাল করয়ে কৃষ্ণ-পূজা গঙ্গা-স্নান॥
নিগূঢ়ে অনেক আরো বৈসে নদীয়ায়।
পূর্ব্বেই জন্মিলা সবে ঈশ্বর-আজ্ঞায়॥ ৩০॥
শ্রীচন্দ্রশেখর জগদীশ গোপীনাথ।
শ্রীমান্ মুরারি শ্রীগরুড় গঙ্গাদাস॥
একে একে বলিতে হয় পুস্তক-বিস্তার।
কথার প্রস্তাবে নাম লৈব জানি যার॥

সবেই স্বধর্ম্ম-পর সবেই উদার।
কৃষ্ণ-ভক্তি বহি কেহো না জানয়ে আর॥
সবে করে সবারে বান্ধব-ব্যবহার।
কেহো না জানেন সব নিজ-অবতার॥ ৩১॥
বিষ্ণুভক্তি-শূন্য দেখি সকল সংসার।
অন্তরে দহয়ে বড় চিত্ত সবাকার॥
কৃষ্ণ-কথা শুনিবেক নাহি হেন জন।
আপনা-আপনি সবে করেন কীর্ত্তন॥
দুই চারি দণ্ড থাকি অদ্বৈত-সভায়।
কৃষ্ণ-কথা-প্রসঙ্গে সবার দুঃখ যায়॥
দগ্ধ দেখে সকল সংসার ভক্তগণ।
আলাপের স্থান নাহি করেন ক্রন্দন॥ ৩২॥
সকল বৈষ্ণব মেলি আপনি অদ্বৈতে।
প্রাণিমাত্র কারে কেহো নারে বুঝাইতে॥
দুঃখ ভাবি অদ্বৈত করেন উপবাস।
সকল বৈষ্ণবগণ ছাড়ে দীর্ঘ-শ্বাস॥
কেনে বা কৃষ্ণের নৃত্য, কেনে বা কীর্ত্তন।
কারে বা বৈষ্ণব বলি, কিবা সঙ্কীর্ত্তন॥
কিছু নাহি জানে লোক ধন-পুত্র-রসে।
সকল পাষণ্ডী মেলি বৈষ্ণবেরে হাসে॥ ৩৩॥
চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ-ঘরে।
নিশা হৈলে 'হরিনাম' গায় উচ্চস্বরে॥
শুনিয়া পাষণ্ডী বলে "হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ॥

শাস্ত্র আছে, তদ্দ্বারা তিনি একমাত্র ইহাই বুঝাইয়া দেন যে, সর্ব্ব শাস্ত্রেই বলিতেছে—'শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে ভক্তি করাই হইতেছে সার পদার্থ'।

২৭। "ব্যবহার-রসে"=বৈষয়িক ব্যাপারে ও লৌকিক আচারে। "বাশুলী"=বিশালাক্ষী দেবী; চণ্ডীর মূর্ত্তি-বিশেষ।

২৯। "সঙ্কল্প করিয়া"=দৃঢ় মানস করিয়া।

৩১। "কেহো·····অবতার"=তাঁহারা যে ঈশ্বরের পার্ষদ এবং এখনও যে সেই পার্ষদ-রূপেই অবতীর্ণ হইয়াছেন, সে কথা তাঁহারা নিজেরাও জানেন না বা অন্য কেহও জানে না।

৩৩। "নারে"=পারে না।

মহা-তীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার॥"
কেহো বলে "এ বামুনে এই গ্রাম হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি ঘুচাইয়া ফেলাইমু স্রোতে॥ ৩৪॥
এ বামুনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল।
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল॥"
এইমত বলে যত পাষণ্ডীর গণ।
শুনি 'কৃষ্ণ' বলি কান্দে ভাগবতগণ॥
শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে।
দিগম্বর হই সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে বলে॥
"শুন শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস শুক্লাম্বর।
করাইব কৃষ্ণ সর্ব্ব-নয়ন-গোচর॥ ৩৫॥
সবা উদ্ধারিব কৃষ্ণ আপনে আসিয়া।
বুঝাইব কৃষ্ণ-ভক্তি তোমা সবা লৈয়া॥
যবে নাহি পারোঁ তবে এই দেহ হৈতে।
প্রকাশিয়া চারি ভুজ চক্র লইমু হাতে॥
পাষণ্ডীরে কাটিয়া করিমু স্কন্ধ নাশ।
তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর—মুই তাঁর দাস॥"
এইমত অদ্বৈত বলেন অনুক্ষণ।
সঙ্কল্প করিয়া পূজে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥ ৩৬॥
ভক্ত সব নিরবধি এক-চিত্ত হৈয়া।
পূজে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ক্রন্দন করিয়া॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে ভ্রমে ভাগবতগণ।
কোথাও না শুনে ভক্তিযোগের কথন॥
কেহো দুঃখে চাহে নিজ-শরীর এড়িতে।
কেহো 'কৃষ্ণ' বলি শ্বাস ছাড়য়ে কান্দিতে॥

অন্ন ভালমতে কারো না রুচয়ে মুখে।
জগতের ব্যবহার দেখি পায় দুখে॥ ৩৭॥
ছাড়িলেন ভক্তগণ সর্ব্ব উপভোগ।
অবতরিবারে প্রভু করিলা উদ্যোগ॥
ঈশ্বর-আজ্ঞায় আগে শ্রীঅনন্ত-ধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ-রাম॥
মাঘ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশী শুভ-দিনে।
পদ্মাবতী-গর্ভে একচাকা-নামে গ্রামে॥
হাড়াই-পণ্ডিত নামে শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্ব-পিতা, তানে করি পিতা-ব্যাজ॥৩৮॥
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা প্রভু বলরাম।
অবতীর্ণ হৈলা ধরি 'নিত্যানন্দ'-নাম॥
মহা জয়-জয়-ধ্বনি পুষ্প-বরিষণ।
সঙ্গোপে দেবতাগণ করিলা তখন॥
সেই দিন হৈতে রাঢ়-মণ্ডল সকল।
বাড়িতে লাগিলা পুনঃপুনঃ সুমঙ্গল॥
যে প্রভু পতিত জন নিস্তার করিতে।
অবধূত-বেশ ধরি ভ্রমিলা জগতে॥ ৩৯॥
অনন্তের প্রকাশ হইলা হেন মতে।
এবে শুন কৃষ্ণ অবতরিলা যেন মতে॥
নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর।
বসুদেব-প্রায় তেঁহো স্বধর্ম্মে তৎপর॥
উদার-চরিত্র তেঁহো ব্রহ্মণ্যের সীমা।
হেন নাহি যাহা দিয়া করিব উপমা॥
কি কশ্যপ দশরথ বসুদেব নন্দ।
সর্ব্বময়-তত্ত্ব জগন্নাথ-মিশ্রচন্দ্র॥ ৪০॥

৩৪। "চারি ভাই" = শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীনিধি ও শ্রীপতি এই চারি ভাই। "উৎসাদ" = ধ্বংস।

৩৫। "কবল" = গ্রাস।

"দিগম্বর" = উলঙ্গ; ন্যাংটো।

৩৭। "নিজ-শরীর এড়িতে" = দেহ ত্যাগ করিতে; মরিতে।

৪০। "ব্রহ্মণ্যের সীমা" = পরম নৈষ্টিক ব্রাহ্মণ। "কশ্যপ" = উপেন্দ্রের পিতা কশ্যপ-মুনি।

তান পত্নী শচী নাম মহা-পতিব্রতা।
মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তি সেই জগন্মাতা॥
বহু কন্যা-পুত্রের হৈল তিরোভাব।
সবে এক পুত্র বিশ্বরূপ মহাভাগ॥
বিশ্বরূপ-মূর্ত্তি যেন অভিন্ন-মদন।
দেখি হরষিত দুই ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ॥
জন্ম হৈতে বিশ্বরূপের হৈলা বিরক্তি।
শৈশবেই সকল শাস্ত্রেতে হৈল স্ফূর্ত্তি॥ ৪১॥
বিষ্ণুভক্তি-শূন্য হৈল সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার॥
ধর্ম্ম-তিরোভাব হৈলে প্রভু অবতরে।
ভক্ত সব দুঃখ পায় জানিয়া অন্তরে॥
তবে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান্।
শচী-জগন্নাথ-দেহে হৈলা অধিষ্ঠান॥
জয়-জয়-ধ্বনি হৈল অনন্ত-বদনে।
স্বপ্ন-প্রায় জগন্নাথ-মিশ্র শচী শুনে॥ ৪২॥
মহাতেজ-মূর্ত্তি হইলেন দুই জনে।
তথাপিহ লখিতে না পারে অন্য জনে॥
অবতীর্ণ হইবেন ঈশ্বর জানিয়া।
ব্রহ্মা শিব আদি স্তুতি করেন আসিয়া॥
অতি মহা বেদ-গোপ্য এ সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু নাহিক সর্ব্বথা॥
ভক্তি করি ব্রহ্মাদি দেবের শুন স্তুতি।
যে গোপ্য শ্রবণে হয় কৃষ্ণে রতি-মতি॥ ৪৩॥

"জয় জয় মহাপ্রভু জনক সবার।
জয় জয় সঙ্কীর্ত্তন-হেতু-অবতার॥
জয় জয় দেব-ধর্ম্ম-সাধু-বিপ্র-পাল।
জয় জয় অভক্ত-শমন মহাকাল॥
জয় জয় সর্ব্ব-সত্যময়-কলেবর।
জয় জয় ইচ্ছাময় মহা-মহেশ্বর॥
যে তুমি অনন্ত-কোটী-ব্রহ্মাণ্ডের বাস।
সে তুমি শ্রীশচী-গর্ভে করিলা প্রকাশ॥ ৪৪॥
তোমার যে ইচ্ছা কে বুঝিতে তার পাত্র।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তোমার লীলামাত্র॥
সকল সংসার যাঁর ইচ্ছায় সংহারে।
সে কি কংস রাবণ বধিতে বাক্যে নারে॥
তথাপিহ দশরথ-বসুদেব-ঘরে।
অবতীর্ণ হৈয়া বধিলা তা সবারে॥
এতেকে কে বুঝে প্রভু! তোমার কারণ।
আপনি সে জান তুমি আপনার মন॥ ৪৫॥
তোমার আজ্ঞায় এক সেবকে তোমার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পারে করিতে উদ্ধার॥
তথাপিহ তুমি সে আপনে অবতরি।
সর্ব্ব ধর্ম্ম বুঝাও পৃথিবী ধন্য করি॥
সত্যযুগে তুমি প্রভু শুভ্রবর্ণ ধরি।
তপ-ধর্ম্ম বুঝাও আপনে তপ করি॥
কৃষ্ণাজিন দণ্ড কমণ্ডলু জটা ধরি।
ধর্ম্ম স্থাপ' ব্রহ্মচারি রূপে অবতরি॥ ৪৬॥

"সর্ব্বময়-তত্ত্ব" = সমস্ত অবতারের পিতৃ-তত্ত্বময়।

৪২। "ধর্ম্ম......অন্তরে" = ধর্ম্ম বিদূরিত হইয়া অধর্ম্মের প্রভাব হইলে ভক্তগণ দুঃখ পায়, ইহা বুঝিতে পারিয়া শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হন।

৪৩। "লখিতে" = লক্ষ্য করিতে; বুঝিতে।

৪৪। "পাল" = পালনকর্ত্তা।

"যে......বাস" = যে তোমাতে অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত রহিয়াছে।

৪৫। "এতেকে......কারণ" = অতএব কেন যে তুমি অবতীর্ণ হও, তাহা কে বুঝিতে পারে?

ত্রেতাযুগে হইয়া সুন্দর-রক্তবর্ণ।
হ'য়ে যজ্ঞ-পুরুষ বুঝাও যজ্ঞ-ধর্ম্ম॥
স্রুক্-স্রুব-হস্তে যজ্ঞ আপনে করিয়া।
সবারে লওয়াও যজ্ঞ যাজ্ঞিক হইয়া॥
দিব্য-মেঘ-শ্যামবর্ণ হইয়া দ্বাপরে।
পূজা-ধর্ম্ম বুঝাও আপনে ঘরে ঘরে॥
পীতবাস শ্রীবৎসাদি নিজ-চিহ্ন ধরি।
পূজা কর মহারাজ-রূপে অবতরি॥ ৪৭॥
কলিযুগে বিপ্র-রূপে ধরি পীতবর্ণ।
বুঝাবারে বেদ-গোপ্য সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম॥
কতেক বা তোমার অনন্ত অবতার।
কার শক্তি আছে ইহা সংখ্যা করিবার॥
মৎস্য-রূপে তুমি জলে প্রলয়ে বিহর'।
কূর্ম্ম-রূপে তুমি সব জীবের আধার॥
হয়গ্রীব-রূপে কর বেদের উদ্ধার।
আদি দৈত্য দুই মধু কৈটভ সংহার॥ ৪৮॥
শ্রীবরাহ-রূপে কর পৃথিবী উদ্ধার।
নরসিংহ-রূপে কর হিরণ্য বিদার॥
বলি ছল' অপূর্ব্ব বামন-রূপ হই।
পরশুরাম-রূপে কর নিঃক্ষত্রিয়া মহী॥
রামচন্দ্র-রূপে কর রাবণ সংহার।
হলধর-রূপে কর অনন্ত বিহার॥
বুদ্ধ-রূপে দয়া ধর্ম্ম করহ প্রকাশ।
কল্কী-রূপে কর ম্লেচ্ছগণের বিনাশ॥ ৪৯॥
ধন্বন্তরী-রূপে কর অমৃত প্রদান।
হংস-রূপে ব্রহ্মাদিরে কহ তত্ত্বজ্ঞান॥
শ্রীনারদ-রূপে বীণা ধরি কর গান।
ব্যাস-রূপে কর নিজ-তত্ত্বের ব্যাখ্যান॥
সর্ব্বলীলা-লাবণ্য বৈদগ্ধী করি সঙ্গে।
কৃষ্ণ-রূপে বিহর' গোকুলে বহু-রঙ্গে॥
এই অবতারে ভাগবত-রূপ ধরি।
কীর্ত্তন করিবা সর্ব্ব-শক্তি পরচারি॥ ৫০॥
সঙ্কীর্ত্তন-পূর্ণ হৈব সকল সংসার।
ঘরে ঘরে হৈব প্রেম-ভক্তির প্রচার॥
কি কহিব পৃথিবীর আনন্দ-প্রকাশ।
তুমি নৃত্য করিবা মিলিয়া সর্ব্ব দাস॥
যে তোমার পাদপদ্ম ধ্যান নিত্য করে।
তা সবার প্রভাবেই অমঙ্গল হরে॥
পদতালে খণ্ডে পৃথিবীর অমঙ্গল।
দৃষ্টিমাত্রে দশ দিগ হয় সুনির্ম্মল॥
বাহু তুলি নাচিতে স্বর্গের বিঘ্ন-নাশ।
হেন যশ, হেন নৃত্য, হেন তোর দাস॥ ৫১॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

পদ্ভ্যাং ভূমের্দিশো দৃগ্‌ভ্যাং দোর্ভ্যাঞ্চামঙ্গলং দিবঃ।
বহুধোৎসার্য্যতে রাজন্! কৃষ্ণভক্তস্য নৃত্যতঃ॥ ৫২॥

সে প্রভু আপনে তুমি সাক্ষাত হইয়া।
করিবা কীর্ত্তন প্রেম ভক্ত-গোষ্ঠী লৈয়া॥

৪৬। "কৃষ্ণাজিন" = কৃষ্ণসার-মৃগের চর্ম্ম।

৪৭। "স্রুক্ স্রুব" = এ দুইটীই যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃত-প্রক্ষেপের নিমিত্ত কাষ্ঠ-নির্ম্মিত পাত্র-বিশেষ।

৪৯। "কর হিরণ্য বিদার" = হিরণ্যকশিপুকে বিদীর্ণ কর অর্থাৎ তাহার প্রাণবধ কর।

৫০। "সর্ব্ব লীলা...... সঙ্গে" = সমস্ত লীলা-মাধুর্য্য ও রস-চাতুর্য্য সহ।

"পরচারি" = প্রচার করিয়া; প্রকাশ করিয়া।

৫২। হে রাজন্! কৃষ্ণ-ভক্ত যখন নৃত্য করেন, তখন তাহা জগতের বিবিধ অমঙ্গল নাশ করে। সেই ভক্তের পদদ্বয় ধরণীর অমঙ্গল, নেত্রদ্বয় দিক্-সমূহের অমঙ্গল এবং বাহু-যুগল স্বর্গের অমঙ্গল নাশ করে।

এ মহিমা প্রভু বলিবার কার শক্তি।
তুমি বিলাইবা বেদ-গোপ্য বিষ্ণু-ভক্তি॥
মুক্তি দিয়া যে ভক্তি রাখহ গোপ্য করি।
আমি সব যে নিমিত্তে অভিলাষ করি॥৫৩॥
জগতেরে প্রভু তুমি দিবা হেন ধন।
তোমার কারুণ্য সবে ইহার কারণ॥
যে তোমার নামে প্রভু সর্ব্ব যজ্ঞ পূর্ণ।
সে তুমি হইলা নবদ্বীপে অবতীর্ণ॥
এই কৃপা কর প্রভু হইয়া সদয়।
যেন আমা সবার দেখিতে ভাগ্য হয়॥
এত দিনে গঙ্গার পূরিল মনোরথ।
তুমি ক্রীড়া করিবে যে চির-অভিমত॥ ৫৪॥
যে তোমারে যোগেশ্বর-সবে দেখে ধ্যানে।
সে তুমি বিদিত হৈবা নবদ্বীপ-গ্রামে॥
নবদ্বীপ প্রতিও থাকুক নমস্কার।
শচী-জগন্নাথ-গৃহে যথা অবতার॥"
এইমত ব্রহ্মাদি দেবতা প্রতিদিনে।
গুপ্তে রহি ঈশ্বরের করেন স্তবনে॥
শচী-গর্ভে বৈসে সর্ব্ব ভুবনের বাস।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা আসি হইলা প্রকাশ॥ ৫৫॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সুমঙ্গল।
সেই পূর্ণিমায় আসি মিলিলা সকল॥
সঙ্কীর্ত্তন সহিত প্রভুর অবতার।
গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার॥
ঈশ্বরের কর্ম্ম বুঝিবার শক্তি কায়।
চন্দ্রে আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর-ইচ্ছায়॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ।
উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি—শ্রীহরি-কীর্ত্তন॥ ৫৬॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক গঙ্গা-স্নানে যায়।
"হরি বোল হরি বোল" বলি সবে ধায়॥
হেন হরি-ধ্বনি হৈল সর্ব্ব নদীয়ায়।
ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া ধ্বনি স্থান নাহি পায়॥
অপূর্ব্ব শুনিয়া সব ভাগবতগণ।
সবে বলে "নিরন্তর হউক গ্রহণ"॥
সবে বলে "আজি বড় বাসিয়ে উল্লাস।
হেন বুঝি কিবা কৃষ্ণ করিলা প্রকাশ"॥ ৫৭॥
গঙ্গা-স্নানে চলিলা সকল ভক্তগণ।
নিরবধি চতুর্দ্দিকে হরি-সঙ্কীর্ত্তন॥
কিবা শিশু বৃদ্ধ নারী সজ্জন দুর্জ্জন।
সবে 'হরি হরি' বলে দেখিয়া গ্রহণ॥
'হরি বোল হরি বোল' সবে এই শুনি।
সকল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপিলেক হরিধ্বনি॥
চতুর্দ্দিকে পুষ্প-বৃষ্টি করে দেবগণ।
জয়-শব্দে দুন্দুভি বাজয়ে অনুক্ষণ॥
হেনই সময়ে প্রভু জগত-জীবন।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন॥ ৫৮॥

ধানশী।

রাহু-কবল ইন্দু, প্রকাশ নাম-সিন্ধু,
কলি-মর্দ্দন বাজে বানা।
পহুঁ ভেল প্রকাশ, ভুবন চতুর্দ্দশ,
'জয় জয়' পড়িল ঘোষণা॥

৫৪। "যে ... পূর্ণ" = যে তোমার নামে অর্থাৎ হরিনামে নিখিল যজ্ঞের পূর্ণফল লাভ হইয়া থাকে।

৫৬। "কায়" = কাহার।

৫৮। "সবে" = কেবলমাত্র। "দুন্দুভি" = ঢাক।

৫৯। "রাহু···বানা" = চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইলেন; তন্নিবন্ধন শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনের সুধা-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-কীর্ত্তন ও হরিধ্বনি হইতে লাগিল, আর সেই

হে মাই। দেখত গৌরচন্দ্র।
নদীয়ার লোক-, শোক সব নাশল,
দিনে দিনে বাঢ়ল আনন্দ ॥
দুন্দুভি বাজে, শত শঙ্খ গাজে,
বাজে বেণু বিষাণ।
শ্রীচৈতন্য ঠাকুর, নিত্যানন্দ প্রভু,
বৃন্দাবন দাস রস গান ॥ ৫৯ ॥

ধানশী।

জিনিয়া রবি-কর, শ্রীঅঙ্গ সুন্দর,
নয়নে হেরই না পারি।
আয়ত লোচন, ঈষত বঙ্কিম,
উপমা নাহিক বিচারি ॥
(আজু) বিজয়ে গৌরাঙ্গ, অবনী-মণ্ডলে,
চৌদিকে শুনিয়া উল্লাস।
এক হরি-ধ্বনি, আব্রহ্ম ভরি শুনি,
গৌরাঙ্গ-চাঁদের পরকাশ ॥
চন্দনে উজ্জ্বল, বক্ষ পরিসর,
দোলয়ে তথি বনমাল।
চাঁদ সুশীতল, শ্রীমুখ-মণ্ডল,
আজানু বাহু বিশাল ॥ ৬০ ॥

দেখিয়া চৈতন্য, ভুবনে ধন্য ধন্য,
উঠয়ে 'জয়-জয়'-নাদ।
কোই নাচত, কোই গায়ত,
কলি হৈলা হরিষে বিষাদ ॥
চারি-বেদ-শির-, মুকুট চৈতন্য,
পামর মূঢ় নাহি জান।
শ্রীচৈতন্য-চন্দ্র, নিতাই ঠাকুর,
বৃন্দাবন দাস রস গান ॥ ৬১ ॥

পঠমঞ্জরী।

প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।
দশ দিকে উঠিল আনন্দ ॥
রূপ কোটী-মদন জিনিয়া।
হাসে নিজ-কীর্ত্তন শুনিয়া ॥
অতি সুমধুর মুখ আঁখি।
মহারাজ-চিহ্ন সব দেখি ॥
শ্রীচরণে ধ্বজ বজ্র শোভে।
সব অঙ্গে জগ-মন লোভে ॥
দূরে গেল সকল আপদ।
ব্যক্ত হৈল সকল সম্পদ ॥

হরিনামের প্রভাবে সকলে কলি দলন করিবার আশায় অর্থাৎ এইবার কলিকাল-জনিত সর্ব্ববিধ পাপরাশি বিধ্বংস করিতে পারিব বলিয়া জয়-পতাকা বা কোমোর বান্ধিতে লাগিল।

"গাজে" = গর্জ্জন করিতে লাগিল; ধ্বনি হইতে লাগিল; বাজিতে লাগিল। "বেণু" = বাঁশী।

"বিষাণ" = শিঙ্গা; রামশিঙ্গা। "রস গান" = মহিমা-সূচক রস বা মাধুর্য্য কীর্ত্তন করিতেছে।

৬০। "জিনিয়া রবিকর" = সূর্য্য-কিরণ অপেক্ষাও সমুজ্জ্বল, পরন্তু স্নিগ্ধ; সুতরাং যাহা সূর্য্য-কিরণকেও সর্ব্বতোভাবে পরাভূত করিয়াছে। "বিজয়ে" = শুভাগমন করিলেন; আবির্ভূত হইলেন; বিরাজিত হইলেন। "অবনীমণ্ডলে" = পৃথিবীতে।

"আব্রহ্ম ভরি" = ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া।

৬১। "চারি-বেদ-শির-মুকুট" = সর্ব্ববেদ-শিরোমণি; সর্ব্ব-বেদ-পূজ্য।

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জান।
বৃন্দাবন দাস গুণ গান ॥ ৬২ ॥

নটমঙ্গল।

চৈতন্য-অবতার, শুনিয়া দেবগণ,
উঠিল পরম মঙ্গল রে।
সকল-তাপ-হর, শ্রীমুখ-চন্দ্র দেখি,
আনন্দে হইলা বিহ্বল রে ॥
অনন্ত ব্রহ্মা শিব, আদি করি যত দেব,
সবেই নর-রূপ ধরি রে।
গায়েন 'হরি হরি', গ্রহণ ছল করি,
লখিতে কেহো নাহি পারি রে ॥
দশ দিকে ধায়, লোক নদীয়ায়,
বলিয়া উচ্চ 'হরি হরি' রে।
মানুষ দেবে মেলি, এক ঠাঁই করে কেলি,
আনন্দে নবদ্বীপ পুরি রে ॥ ৬৩ ॥

শচীর অঙ্গনে, সকল দেবগণে,
প্রণাম হইয়া পড়িলা রে।
গ্রহণ-অন্ধকারে, লখিতে কেহো নারে,
দুর্জ্ঞেয় চৈতন্য-খেলা রে ॥
কেহো পড়ে স্তুতি, কারো হাতে ছাতি,
কেহো চামর ঢুলায় রে।
পরম হরিষে, কেহো পুষ্প বরিষে,
কেহো নাচে গায় ধায় রে ॥

সব ভক্ত সঙ্গে করি, আইলা গৌরহরি,
পাষণ্ডী কিছুই না জান রে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ,
বৃন্দাবন দাস রস গান রে ॥ ৬৪ ॥

মঙ্গল।

দুন্দুভি ডিণ্ডিম, মঙ্গল-জয়ধ্বনি,
গায় মধুর রসাল রে।
বেদের অগোচরে, আজু ভেটব,
বিলম্বে নাহি আর কাজ রে ॥
আনন্দে ইন্দ্রপুর, মঙ্গল কোলাহল,
সাজ সাজ বলি সাজ রে।
বহু পুণ্য ভাগ্যে, চৈতন্য পরকাশ,
পাওল নবদ্বীপ-মাঝ রে ॥
অন্যোন্যে আলিঙ্গন, চুম্বন ঘনেঘন,
লাজ কেহো নাহি মান রে।
নদীয়া-পুরন্দর-, জনম-উল্লাসে ভর,
আপন পর নাহি জান রে ॥ ৬৫ ॥
ঐছন কৌতুকে, আইলা নবদ্বীপে,
চৌদিকে শুনি 'হরিনাম' রে।
পাইয়া গৌর-রস, বিহ্বল-পরবশ,
'চৈতন্য-জয়-জয়' গান রে ॥
দেখিল শচী-গৃহে, গৌরাঙ্গ-সুন্দরে,
একত্র যৈছে কোটি-চান্দ রে।
মানুষ-রূপ ধরি, গ্রহণ ছল করি,
বোলয়ে উচ্চ 'হরিনাম' রে ॥

৬২। "সব ....লোভে"—সমস্ত অঙ্গেরই সৌন্দর্য্যে জগদবাসীর মন হরণ করে।

৬৪। "কারো হাতে ছাতি"—কেহ ছত্র ধরিয়াছেন।

৬৫। "ডিণ্ডিম"—ঢোল। "রসাল"—রসময়। "ভেটব"—দেখিব। "ভর"—পূর্ণ; বিভোর।

৬৬। "বিহ্বল-পরবশ"—বিভোর হইয়া; মত্ত হইয়া।

সকল-শক্তি-সঙ্গে, আইলা গৌরচন্দ্র,
পাষণ্ডী কিছুই না জান রে।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-, চাঁদ প্রভু জান,
বৃন্দাবন দাস রস গান রে ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীগৌরচন্দ্র-
জন্ম-বর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয় অধ্যায়।

হেন মতে প্রভুর হইল অবতার।
আগে হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিয়া প্রচার ॥
চতুর্দ্দিগে ধায় লোক গ্রহণ দেখিয়া।
গঙ্গাস্নানে 'হরি' বলি যায়েন ধাইয়া ॥
যার মুখে জন্মেও নাহিক হরিনাম।
সেহো 'হরি' বলি ধায় করি গঙ্গা-স্নান ॥ ১ ॥
দশ দিগ্ পূর্ণ হৈল উঠি হরিধ্বনি।
অবতীর্ণ হইয়া হাসেন দ্বিজমণি ॥
শচী জগন্নাথ দেখি পুত্রের শ্রীমুখ।
দুই জন হইলেন আনন্দ-স্বরূপ ॥
কি বিধি করিব ইহা কিছুই না স্ফুরে।
আখে-ব্যখে নারীগণ জয়কার পূরে ॥
ধাইয়া আইলা সবে যত আপ্তগণ।
আনন্দ হইল জগন্নাথের ভবন ॥
শচীর জনক চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
প্রতি লগ্নে অদ্ভুত দেখেন বিপ্রবর ॥ ২ ॥
মহারাজ-লক্ষণ সকল লগ্নে কহে।
রূপ দেখি চক্রবর্ত্তী হইলা বিস্ময়ে ॥
"বিপ্র-রাজা গৌড়ে হইবেক হেন আছে।"
বিপ্র বলে "সেই বা জানিব তা পাছে ॥"
মহা-জ্যোতির্ব্বিৎ বিপ্র সবার অগ্রেতে।
লগ্ন-অনুরূপ কথা লাগিলা কহিতে ॥
"লগ্নে যত দেখি এই বালক-মহিমা।
'রাজা' হেন বাক্যে তার দিতে নারি সীমা ॥ ৩ ॥
বৃহস্পতি জিনিয়া হইবে বিদ্যাবান্।
অল্পেই হইবে সর্ব্ব গুণের নিধান ॥"
সেই খানে বিপ্র-রূপে এক মহাজন।
প্রভুর ভবিষ্য কর্ম্ম করয়ে কথন ॥
বিপ্র বলে "এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ইহা হৈতে সর্ব্ব ধর্ম্ম হইবে স্থাপন ॥
ইহা হৈতে হইবেক অপূর্ব্ব প্রচার।
এই শিশু করিবে সর্ব্ব জগত উদ্ধার ॥ ৪ ॥
ব্রহ্মা শিব শুক যাহা বাঞ্ছে অনুক্ষণ।
ইহা হৈতে তাহা পাইবেক সর্ব্ব-জন ॥
সর্ব্বভূত-দয়ালু নির্ব্বেদ দরশনে।
সর্ব্ব জগতের প্রীতি হইব ইহানে ॥

২। "আনন্দ স্বরূপ" = আনন্দময়; আনন্দ-মূর্ত্তি। 'কি ....স্ফুরে" = আনন্দে এরূপ আত্মহারা হইলেন যে, কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না।

৪। "ইহা ..স্থাপন" = শ্রীগৌরাঙ্গদেব কেবল-মাত্র শ্রীভগবদ্ধর্ম্মই স্থাপন করিয়াছিলেন; পরন্তু ভগবদ্ধর্ম্মের যাজন করিলে অন্য সর্ব্ববিধ ধর্ম্মের ফল আনুষঙ্গিক স্বতঃই লাভ হইয়া থাকে বলিয়া, ভগবদ্ধর্ম্ম-স্থাপন দ্বারা অন্য সর্ব্ববিধ ধর্ম্মের স্থাপনও সঙ্গে সঙ্গে আপনা আপনিই হইয়া যায়।

অন্যের কি দায়—বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও এ শিশুর ভজিব চরণ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কীর্ত্তি গাইব ইহান।
আদি-বিপ্র এ শিশুরে করিব প্রণাম॥ ৫ ॥
ভাগবত-ধর্ম্মময় ইহান শরীর।
দেব-দ্বিজ-গুরু-পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত ধীর॥
বিষ্ণু যেন অবতরি লওয়ায়েন ধর্ম্ম।
সেইমত এ শিশু করিবে সর্ব্ব কর্ম্ম॥
লগ্নে যত কহে শুভ লক্ষণ ইহান।
কার শক্তি আছে তাহা করিতে ব্যাখ্যান॥
ধন্য তুমি মিশ্র পুরন্দর ভাগ্যবান্।
এ নন্দন যার তারে রহুক প্রণাম॥ ৬ ॥
হেন কোষ্ঠী গণিলাম আমি ভাগ্যবান্।
'শ্রীবিশ্বম্ভর' নাম হইব ইহান॥
ইহানে বলিব লোক 'নবদ্বীপ-চন্দ্র'।
এ বালক জানিহ কেবল পরানন্দ॥"
হেন রসে পাছে হয় দুঃখের প্রকাশ।
অতএব না কহিলা প্রভুর সন্ন্যাস॥
শুনি জগন্নাথ-মিশ্র পুত্রের আখ্যান।
আনন্দে বিহ্বল বিপ্রে দিতে চাহে দান॥ ৭॥
কিছু নাহি সুদরিদ্র, তথাপি আনন্দে।
বিপ্রের চরণে ধরি মিশ্রচন্দ্র কান্দে॥

সেই বিপ্র কান্দে জগন্নাথ-পায়ে ধরি।
আনন্দে সকল লোক বলে 'হরি হরি'॥
দিব্য কোষ্ঠী শুনি যত বান্ধব সকল।
'জয় জয়' দিয়া সবে করেন মঙ্গল॥
ততক্ষণে আইল সকল বাদ্যকার।
মৃদঙ্গ সানাই বংশী বাজয়ে অপার॥ ৮॥
দেব-স্ত্রীয়ে নর-স্ত্রীয়ে না পারি চিনিতে।
দেবে নরে একত্র হইল ভালমতে॥
দেব-মাতা সব্য হাতে ধান্য দূর্ব্বা লৈয়া।
হাসি দেন প্রভু-শিরে 'চিরায়ু' বলিয়া॥
চিরকাল পৃথিবীতে করহ প্রকাশ।
অতএব 'চিরায়ু' বলিয়া হৈল হাস॥
অপূর্ব্ব সুন্দরী সব শচী-দেবী দেখে।
বার্ত্তা জিজ্ঞাসিতে কারো না আইসে মুখে॥৯॥
শচীর চরণ-ধূলি লয় দেবীগণ।
আনন্দে শচীর মুখে না আইসে বচন॥
কি আনন্দ হইল সে জগন্নাথ-ঘরে।
বেদে অনন্তে তাহা বর্ণিতে না পারে॥
লোকে দেখে শচী-গৃহে, সর্ব্ব নদীয়ায়।
যে আনন্দ হৈল তাহা কহনে না যায়॥
কি নগরে কি চত্বরে কিবা গঙ্গা-তীরে।
নিরবধি সর্ব্ব লোক হরি-ধ্বনি করে॥ ১০ ॥

৫। "যাহা বাঞ্ছে"=যে কৃষ্ণপ্রেম পাইতে বাসনা করে। "সর্ব্বভূত ....ইহানে"=সর্ব্ব-জীবের প্রতি ইহার অপরিসীম দয়া ও ইহার অদ্ভুত বৈরাগ্য দেখিয়া সমগ্র ভূমণ্ডলের লোকে ইহাকে ভালবাসিবে। 'অন্যের কি দায়"=অন্যের কথা আর কি বলিব, এমন কি।

"আদি-বিপ্র"=মূল যে ব্রাহ্মণ—যাঁহা হইতে ব্রাহ্মণাদি সকলেরই উৎপত্তি হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীব্রহ্মা পর্য্যন্তও এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য দেবতাগণ পর্য্যন্ত সকলেই। ৯। "সব্য"=বাম। "বার্ত্তা...মুখে"=আনন্দে এত বিভোর হইয়াছেন যে, কাহারও পরিচয় লইতে বা কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে মুখে আর কথা আসিতেছে না।

১০। "লোকে···নদীয়ায়"=লোকে দেখিতেছে

জন্মযাত্রা-মহোৎসব-নিশায় গ্রহণে।
আনন্দ করেন কেহো মর্ম্ম নাহি জানে॥
চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুনী পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা আদি এ তিথির করে আরাধনা॥
পরম পবিত্র তিথি ভক্তি-স্বরূপিণী।
যঁহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি॥
নিত্যানন্দ-জন্ম মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র-প্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী॥ ১১॥
সর্ব্ব যাত্রা মঙ্গল এ দুই পুণ্য তিথি।
সর্ব্ব শুভ লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি॥
এতেকে এ দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন॥
ঈশ্বরের জন্ম-তিথি যেহেন পবিত্র।
বৈষ্ণবেরো সেইমত তিথির চরিত্র॥
গৌরচন্দ্র-আবির্ভাব শুনে যেই জনে।
কভু দুঃখ নহে তার জন্মে বা মরণে॥ ১২॥
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি-ফল ধরে।
জন্মে জন্মে চৈতন্যের সঙ্গে অবতরে॥
আদিখণ্ড-কথা বড় শুনিতে সুন্দর।
যঁহি অবতীর্ণ গৌরচন্দ্র মহেশ্বর॥
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' এই কহে বেদ॥১৩॥
চৈতন্য-কথার আদি অন্ত নাহি দেখি।
তাহান কৃপায় যে বোলায় তাহা লেখি॥
ভক্ত-সঙ্গে গৌরচন্দ্র-পদে নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ-যুগে গান॥ ১৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীগৌরচন্দ্রস্য কোষ্ঠী-গণনা-বর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থ অধ্যায়।

জয় জয় কমল-নয়ন গৌরচন্দ্র।
জয় জয় তোমার প্রেমের ভক্তবৃন্দ॥
হেন শুভ দৃষ্টি প্রভু করহ আমারে।
অহর্নিশ চিত্ত যেন ভজয়ে তোমারে॥

যেন কেবল শচী-গৃহেই এইরূপ আনন্দ হইতেছে, কিন্তু তাহা নহে, সমগ্র নবদ্বীপেই এইরূপ আনন্দ হইতেছিল; এ আনন্দ বর্ণনাতীত।

"চত্বরে" = অঙ্গনে, উঠানে।

১২। "এতেকে.......... সেবন" = তন্নিমিত্ত উপবাস ও পূজাদি দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ এই প্রভু-দ্বয়ের জন্মতিথির মর্য্যাদা রক্ষা করিলে।

"ঈশ্বরের..... চরিত্র" = শ্রীভগবানের জন্মতিথি যেরূপ পবিত্র, তাঁহার ভক্তগণের জন্মতিথিও তদ্রূপ পবিত্র বলিয়া জানিতে হইবে।

১৩। "এ সব......বেদ" = শ্রীভগবানের এই যে সমস্ত লীলা, ইহা নিত্য—ইহার কখনও বিরাম নাই, ইহা অবিচ্ছিন্ন-ভাবেই চলিতেছে। যখন তিনি ইহ জগতে অবতীর্ণ হন অর্থাৎ তাঁহার আবির্ভাব বা জন্ম হয়, তৎকালে তাঁহার লীলা জীবের নয়ন-গোচর হইয়া থাকে; কিন্তু যখন তাঁহার অন্তর্দ্ধান হয় অর্থাৎ তিনি ঐ লীলা সম্বরণ করেন, তখনও উহা আমাদের অগোচরে অবিশ্রান্ত-ভাবে চলিতে থাকে। তাঁহার জন্মকে 'আবির্ভাব' ও লীলা-সম্বরণ বা নর-দেহাবসানকে 'অন্তর্দ্ধান' বা 'তিরোভাব' বলে।

হেনমতে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।
শচী-গৃহে দিনে দিনে বাঢ়য়ে আনন্দ॥
পুত্রের শ্রীমুখ দেখি ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ।
আনন্দ-সাগরে দোঁহে ভাসে অনুক্ষণ॥ ১॥

ভাইরে দেখিয়া বিশ্বরূপ ভগবান্।
হাসিয়া করেন কোলে আনন্দের ধাম॥
যত আপ্তবর্গ আছে সর্ব্ব পরিকরে।
অহর্নিশ সবে থাকি বালকে আবরে॥
বিষ্ণু-রক্ষা পড়ে কেহো দেবী-রক্ষা পড়ে।
মন্ত্র পড়ি ঘর কেহো চারি দিগ বেড়ে॥
তাবৎ কান্দেন প্রভু কমল-লোচন।
'হরিনাম' শুনিলে রহেন ততক্ষণ॥ ২॥

পরম সঙ্কেত এই সবে বুঝিলেন।
কান্দিলেই 'হরিনাম' সবেই লয়েন॥
সর্ব্ব লোকে আবরিয়া থাকে সর্ব্বক্ষণ।
কৌতুক করয়ে সে রসিক দেবগণ॥
কোন দেব অলক্ষিতে গৃহেতে সান্ধায়।
ছায়া দেখি সবে বলে "এই চোর যায়"॥

'নরসিংহ নরসিংহ' কেহো করে ধ্বনি।
'অপরাজিতার স্তোত্র' কারো মুখে শুনি॥ ৩॥

নানা মন্ত্রে কেহো দশ দিগ বন্ধ করে।
উঠিল পরম কলরব শচী-ঘরে॥
প্রভু দেখি গৃহের বাহিরে দেব যায়।
সবে বলে "এইমত আসিয়া পলায়"॥
কেহো বলে "ধর ধর এই চোর যায়"।
"নৃসিংহ নৃসিংহ" কেহো ডাকয়ে সদায়॥
কোনো ওঝা বলে "আজি এড়াইলি ভাল।
না জানিস নৃসিংহের প্রতাপ বিশাল"॥ ৪॥

সেইখানে থাকি দেব হাসে অলক্ষিতে।
পরিপূর্ণ হইল মাসেক এইমতে॥
বালক-উত্থান-পর্ব্বে যত নারীগণ।
শচী-সঙ্গে গঙ্গা-স্নানে করিলা গমন॥
বাদ্য গীত কোলাহলে করি গঙ্গা-স্নান।
আগে গঙ্গা পূজি তবে গেলা ষষ্ঠী-স্থান॥
যথাবিধি পূজি সব দেবের চরণ।
আইলেন গৃহে পরিপূর্ণ নারীগণ॥ ৫॥

১৷। "ইথে......আমার" = এই যে অপার লীলা-কথা আমি একটুখানি করিয়া বলিলাম, ইহাতে আমার যেন কোনও অপরাধ না হয়।

২। "আবরে" = চারিদিকে বেড়িয়া রক্ষা করে। "বিষ্ণু-রক্ষা" = বিষ্ণুর স্তব-সূচক রক্ষামন্ত্র।

"দেবী-রক্ষা" = দুর্গার স্তব-সূচক রক্ষামন্ত্র।

"রহেন" = থামিয়া যান।

৩। "সান্ধায়" = সান্ধায়; প্রবেশ করে।

"অপরাজিতা" = শ্রীদুর্গা-দেবীর নামান্তর।

৪। "ওঝা" = যাহারা সাপের বিষ বা ভূত ঝাড়ায়; ভূত বা সাপের বৈদ্য

৫। "উত্থান-পর্ব্ব" = নিষ্ক্রমণ অর্থাৎ আতুর-ঘর হইতে বাহির হইয়া শুদ্ধ হওয়া। শিশুর জন্ম হইতে তৃতীয় শুক্ল-পক্ষের তৃতীয়া তিথিতে এই সংস্কার করিতে হয়। পুরাকালে প্রসূতিকে এই সময় পর্য্যন্ত (মতান্তরে ৩ মাস বা ৪ মাস) সূতিকা-গৃহে (আতুর-ঘরে) বাস করিতে হইত। ক্রমশঃ ঐ প্রথার লোপ পাইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-কালে একমাস সময় প্রচলিত ছিল। ইদানীং দ্বিজাতির একুশ দিন ও শূদ্রের একমাস সময় প্রচলিত হইয়াছে। চলিত কথায় লোকে ইহাকে 'ষষ্ঠী-পূজা' বলে।

খই কলা তৈল সিন্দুর গুয়া পান।
সবারে দিলেন আই করিয়া সম্মান॥
বালকেরে আশীষিয়া সর্ব্ব নারীগণ।
চলিলেন গৃহে বন্দি আইর চরণ॥
হেনমতে বৈসে প্রভু আপন-লীলায়।
কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়॥
করাইতে চাহে প্রভু আপন-কীর্ত্তন।
এতদর্থে করে প্রভু সঘনে রোদন॥ ৬॥
যত যত প্রবোধ করয়ে নারীগণ।
প্রভু পুনঃপুনঃ করি করয়ে ক্রন্দন॥
'হরি হরি' বলি যদি ডাকে সর্ব্ব-জনে।
তবে প্রভু হাসি চান শ্রীচন্দ্র-বদনে॥
জানিয়া প্রভুর চিত্ত সর্ব্ব-জন মেলি।
সদাই বলেন 'হরি' দিয়া করতালী॥
আনন্দে করয়ে সবে 'হরি-সঙ্কীর্ত্তন'।
হরিনামে পূর্ণ হৈল শচীর ভবন॥ ৭॥
এইমতে বৈসে প্রভু জগন্নাথ-ঘরে।
গুপ্তভাবে গোপালের প্রায় কেলি করে॥
যে সময়ে কোনো জন না থাকয়ে ঘরে।
যে কিছু থাকয়ে ঘরে সকল বিথারে॥
বিথারিয়া সকল ফেলায় চারি ভিতে।
সর্ব্ব ঘর ভরে তৈল দুগ্ধ ঘোল ঘৃতে॥
জননী আইসে হেন জানিয়া আপনে।
শয়নে আছেন প্রভু করেন রোদনে॥ ৮॥
'হরি হরি' বলিয়া সান্ত্বনা করে মায়।
ঘরে দেখে সব দ্রব্য গড়াগড়ি যায়॥
কে ফেলিল সর্ব্ব-গৃহে ধান্য চালু মুদ্গ!
ভাণ্ডের সহিত দেখে ভাঙ্গা দধি দুগ্ধ॥
সবে চারি মাসের বালক আছে ঘরে।
কে ফেলিল হেন কেহো বুঝিতে না পারে॥
সব পরিজন আসি মিলিল তথায়।
মনুষ্যের চিহ্নমাত্র কেহো নাহি পায়॥ ৯॥
কেহো বলে "দানব আসিয়াছিল ঘরে।
'রক্ষা' লাগি শিশুরে নারিল লঙ্ঘিবারে॥
শিশু লঙ্ঘিবারে না পাইয়া ক্রোধ-মনে।
অপচয় করি পলাইল নিজ-স্থানে॥"
মিশ্র জগন্নাথ দেখি চিত্তে বড় ধন্দ।
'দৈব' হেন জানি কিছু না বলিল মন্দ॥
দৈব-অপচয় দেখি দুই জনে চাহে।
বালক দেখিয়া কোনো দুঃখ নাহি রহে॥১০॥
এইমত প্রতিদিন করেন কৌতুক।
নাম-করণের কাল হইল সম্মুখ॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আদি বিদ্যাবান্।
সর্ব্ব বন্ধুগণের হইল উপস্থান॥

৬। "গুয়া"=সুপারি। "আই"=মাতা। এই গ্রন্থের সর্ব্বত্র 'আই' শব্দে শচীমাতাকে বুঝাইয়াছেন। "আশীষিয়া"=আশীর্ব্বাদ করিয়া।

"আপন-কীর্ত্তন"=তাঁহার নিজেরই কীর্ত্তন অর্থাৎ শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন, কেননা তিনি নিজেই হইলেন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীহরি।

"বন্দি"=প্রণাম করিয়া।

৭। "প্রবোধ"=সান্ত্বনা।

৮। "গোপালের প্রায়"=ব্রজের মা যশোদার গোপালের মত। "কেলি"=ক্রীড়া।

"বিথারে"=ছড়ায়। "ভিতে"=দিকে।

৯। "মুদ্গ"=মুগ; এখানে ডাউল।

১০। "রক্ষা·······লঙ্ঘিবারে"=রক্ষা-কবচ দেওয়া ছিল বা রক্ষামন্ত্র পড়া ছিল বলিয়া, শিশুর কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই।

"অপচয়"=ক্ষতি। "ধন্দ"=ধাঁধা; সন্দেহ।

মিলিলা বিস্তর আসি পতিব্রতাগণ।
লক্ষ্মী-প্রায় দীপ্ত সবে সিন্দুর-ভূষণ॥
নাম থুইবারে সবে করেন বিচার।
স্ত্রীগণ বলয়ে এক, অন্যে বলে আর॥ ১১॥
"ইহান অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যা পুত্র নাই।
শেষ যে জন্ময়ে তার নাম সে 'নিমাই'॥"
বলেন বিদ্বান্ সব করিয়া বিচার।
"এক নাম যোগ্য হয় থুইতে ইহার॥
এ শিশু জন্মিলে মাত্র সর্ব্ব দেশে দেশে।
দুর্ভিক্ষ ঘুচিল, বৃষ্টি পাইল কৃষকে॥
জগৎ হইল সুস্থ ইহান জনমে।
পূর্ব্বে যেন পৃথিবী ধরিল নারায়ণে॥ ১২॥
অতএব ইহান 'শ্রীবিশ্বম্ভর' নাম।
কুলদীপ-কোষ্ঠীতেও লিখিল ইহান॥
'নিমাই' যে বলিলেন পতিব্রতাগণ।
সেহো নাম দ্বিতীয় ডাকিব সর্ব্বজন॥
সর্ব্ব-শুভক্ষণ নামকরণ-সময়।
গীতা ভাগবত বেদ ব্রাহ্মণ পঢ়য়॥
দেবগণে নরগণে একত্র মঙ্গল।
হরিধ্বনি শঙ্খ ঘণ্টা বাজয়ে সকল॥ ১৩॥
ধান্য পুঁথি খড়ি স্বর্ণ রজতাদি যত।
ধরিতে আনিয়া সবে কৈলা উপনীত॥
জগন্নাথ বলে "শুন বাপ বিশ্বম্ভর।
যাহা চিত্তে লয় তাহা ধরহ সত্বর॥"
সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
'ভাগবত' ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন॥
পতিব্রতাগণে 'জয়' দেয় চারি ভিত।
সবেই বলেন "বড় হইব পণ্ডিত"॥ ১৪॥
কেহো বলে "শিশু বড় হইবে বৈষ্ণব।
অল্পে সর্ব্ব শাস্ত্রের জানিবে অনুভব॥"
যে দিকে হাসিয়া প্রভু চান বিশ্বম্ভর।
আনন্দে সিঞ্চিত হয় তার কলেবর॥
যে করয়ে কোলে সেই এড়িতে না জানে।
দেবের দুর্ল্লভ কোলে করে নারীগণে॥
প্রভু যেই কান্দে সেই ক্ষণে নারীগণ।
হাতে তালি দিয়া করে 'হরি-সঙ্কীর্ত্তন'॥ ১৫॥
শুনিয়া নাচেন প্রভু কোলের উপরে।
বিশেষে সকল নারী হরি-ধ্বনি করে॥
নিরবধি সবার বদনে 'হরিনাম'।
ছলে বলায়েন প্রভু—হেন ইচ্ছা তান॥
তান ইচ্ছা বিনা কোনো কর্ম্ম সিদ্ধ নহে।
বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কহে॥
এইমতে করাইয়া নিজ-সঙ্কীর্ত্তন।
দিনে দিনে বাঢ়ে প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥ ১৬॥
জানু পাতি চলে প্রভু পরম সুন্দর।
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে অতি মনোহর॥
পরম নির্ভয়ে সর্ব্ব অঙ্গনে বিহরে।
কিবা অগ্নি সর্প যাহা দেখে তাহা ধরে॥
এক দিন এক সর্প বাড়ীতে বেড়ায়।
ধরিলেন সর্প প্রভু বালক-লীলায়॥
কুণ্ডলী করিয়া সর্প রহিল বেঢ়িয়া।
ঠাকুর থাকিলা সর্প-উপরে শুইয়া॥ ১৭॥

১১। "নামকরণ"=জাত সন্তানের নাম রাখা; ষষ্ঠ মাসে এই সংস্কার করিতে হয়।

"উপস্থান"=আগমন।

"নিমাই" = মহাপ্রভুর জন্মের পূর্ব্বে অনেক সন্তান দেহ ত্যাগ করায় যমের কাছে নিমের মত তিক্ত করিবার জন্যই যেন 'নিমাই' নাম রাখিলেন।

১২। "ইহান"=ইহার।

১৭। "জানু পাতি"=হামাগুড়ি দিয়া।

আথে-ব্যথে সবে দেখি 'হায় হায়' করে।
শুইয়া হাসেন প্রভু সর্পের উপরে॥
'গরুড় গরুড়' বলি ডাকে সর্ব্বজন।
পিতা মাতা আদি ভয়ে করয়ে ক্রন্দন॥
চলিলা অনন্ত শুনি সবার ক্রন্দন।
পুনঃ ধরিবারে যান শ্রীশচীনন্দন॥
ধরিয়া আনিয়া সবে করিলেন কোলে।
"চিরজীবী হও" বলি নারীগণ বোলে॥১৮॥
কেহো রক্ষা বান্ধে কেহো পড়ে স্বস্তিবাণী।
কেহো বিষ্ণু-পাদোদক অঙ্গে দেয় আনি॥
কেহো বলে "বালকের পুনঃ জন্ম হৈল।"
কেহো বলে "জাতি-সর্প তেঁই না লঙ্ঘিল॥"
হাসে প্রভু গৌরচন্দ্র সবারে চাহিয়া।
পুনঃপুনঃ যায়, সবে আনেন ধরিয়া॥
ভক্তি করি যে এ সব বেদ-গোপ্য শুনে।
সংসার-ভুজঙ্গ তারে না করে লঙ্ঘনে॥ ১৯॥
এইমত দিনে দিনে শ্রীশচীনন্দন।
হাঁটিয়া করয়ে প্রভু অঙ্গনে ভ্রমণ॥
জিনিয়া কন্দর্প-কোটী সর্ব্বাঙ্গের রূপ।
চান্দের লাগয়ে সাধ দেখিতে সে মুখ॥
সুবলিত মস্তকে চাঁচর ভাল কেশ।
কমল নয়ন যেন গোপালের বেশ॥
আজানুলম্বিত ভুজ অরুণ অধর।
সকল-লক্ষণ-যুক্ত বক্ষঃ পরিসর॥ ২০॥
সহজে অরুণ গৌর-দেহ মনোহর।
বিশেষে অঙ্গুলি কর চরণ সুন্দর॥
বালক-স্বভাবে প্রভু যবে চলি যায়।
রক্ত পড়ে হেন দেখি মায়ে ত্রাস পায়॥
দেখি শচী জগন্নাথ বড়ই বিস্মিত।
নির্ধন তথাপি দোঁহে মহা-আনন্দিত॥
কাণাকাণি করে দোঁহে নির্জ্জনে বসিয়া।
কোনো মহাপুরুষ বা জন্মিলা আসিয়া॥ ২১॥
হেন বুঝি সংসার-দুঃখের হৈল অন্ত।
জন্মিল আমার ঘরে হেন গুণবন্ত॥
এমন শিশুর রীত কভু নাহি শুনি।
নিরবধি নাচে হাসে শুনি 'হরি-ধ্বনি'॥
তাবৎ ক্রন্দন করে—প্রবোধ না মানে।
বড় করি 'হরি-ধ্বনি' যাবৎ না শুনে॥
উষাকাল হইতে যতেক নারীগণ।
বালকে বেড়িয়া সবে করে সঙ্কীর্ত্তন॥ ২২॥
'হরি' বলি নারীগণে দেয় করতালী।
নাচে গৌরসুন্দর বালক কুতূহলী॥
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধূলায় ধূসর।
হাসি উঠে জননীর কোলের উপর॥

"কিঙ্কিণী" = কোমরের ঘুঙ্গুর।
"কুণ্ডলী করিয়া" = গোলাকৃতি হইয়া।
১৮। "আথে-ব্যথে" = তাড়াতাড়ি।
"অনন্ত" = সর্প।
১৯। "স্বস্তিবাণী" = মঙ্গল-বাক্য; আশীর্ব্বাদ।
"বিষ্ণু-পাদোদক" = ভগবচ্চরণামৃত।
"জাতি-সর্প" = জা'ত সাপ; ইহারা প্রায় বাড়ীতেই থাকে এবং সহজে হিংসা করে না।
"সংসার..........লঙ্ঘনে" = সংসার-রূপ সর্প তাহাকে দংশন করিতে পারে না অর্থাৎ তাহাকে সংসারের মায়ায় আবদ্ধ করিতে পারে না।
২০। "অরুণ" = ঈষৎ লালবর্ণ।
"অধর" = ঠোঁট।
২২। "উষাকাল" = সকালবেলা।

হেন অঙ্গভঙ্গী করি নাচে গৌরচন্দ্র।
দেখিয়া সবার হয় অতুল আনন্দ॥
হেনমতে শিশু-ভাবে 'হরি-সঙ্কীর্ত্তন'।
করায়েন প্রভু—নাহি বুঝে কোনো জন॥২৩॥
নিরবধি ধায় প্রভু কি ঘর বাহিরে।
পরম চঞ্চল—কেহো ধরিতে না পারে॥
একেশ্বর বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায়।
খই কলা সন্দেশ যা দেখে তাই চায়॥
দেখিয়া প্রভুর রূপ পরম মোহন।
যে জন না চিনে সেহো দেয় ততক্ষণ॥
সবেই সন্দেশ কলা দেয়েন প্রভুরে।
খাইয়া সন্তোষে প্রভু আইসেন ঘরে॥ ২৪॥
যে সকল স্ত্রীগণে গায়েন 'হরিনাম'।
তা সবারে আনি সব করেন প্রদান॥
বালকের বুদ্ধি দেখি হাসে সর্ব্বজন।
হাতে তালি দিয়া 'হরি' বলে অনুক্ষণ॥
কি বিহানে কি মধ্যাহ্নে কি রাত্রি সন্ধ্যায়।
নিরবধি বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায়॥

নিকটে বসয়ে যত বন্ধুবর্গ-ঘরে।
প্রতিদিন কৌতুকে আপনে চুরি করে॥২৫॥
কারো ঘরে দুগ্ধ পিয়ে, কারো ভাত খায়।
হাঁড়ি ভাঙ্গে যার ঘরে কিছুই না পায়॥
যার ঘরে শিশু থাকে তাহারে কান্দায়।
কেহো দেখিলেই মাত্র উঠিয়া পলায়॥
দৈবযোগে যদি কেহো পারে ধরিবারে।
তবে তার পায়ে ধরি করে পরিহারে॥
"এবার ছাড়হ মোরে না আসিব আর।
আর যদি চুরি করোঁ—দোহাই তোমার"॥২৬
দেখিয়া শিশুর বুদ্ধি সবাই বিস্মিত।
রুষ্ট নহে কেহো—সবে করেন পিরীত॥
নিজ-পুত্র হইতেও সবে স্নেহ করে।
দরশন-মাত্রে সর্ব্ব-চিত্তবৃত্তি হরে॥
এইমত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
স্থির নহে এক ঠাঁই বুলয়ে সদায়॥
একদিন প্রভুরে দেখিয়া দুই চোরে।
যুক্তি করে—'কার শিশু বেড়ায় নগরে'॥ ২৭॥

২৪। "ধায়" = দৌড়ায়। "একেশ্বর" = একলা।

২৫। "বিহানে" = সকালবেলা।

২৬। "করে পরিহারে" = কাকুতি-মিনতি করে।
"দোহাই তোমার" = তোমার দিব্যি বলছি।

২৭। "বৈকুণ্ঠের রায়" = বৈকুণ্ঠের রাজা; বৈকুণ্ঠাধিপতি। এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বৈকুণ্ঠের নাথ, বৈকুণ্ঠের রায়, বৈকুণ্ঠের পতি, বৈকুণ্ঠ-নায়ক ইত্যাদি বাক্য দ্বারা 'নারায়ণ' বলিয়া বলা হইয়াছে; কিন্তু ইহা অসঙ্গত নহে, যেহেতু তিনি হইতেছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ-রূপী পুরুষোত্তম অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্—তিনি সর্ব্বাবতারময় ও নিখিল ভগবৎস্বরূপ-বিগ্রহময়; সুতরাং তিনি নারায়ণ, রাম, নৃসিংহ প্রভৃতি সবই এবং তাঁহাকে সবই বলা যাইতে পারে।

"নিজ......করে" = আত্মাকে সকলে স্বভাবতঃই ভালবাসে এবং পুত্র আত্ম-স্বরূপ বলিয়া পুত্রের প্রতিও স্বভাবতঃই তদ্রূপ বা তদধিক ও ভালবাসা হইয়া থাকে; কিন্তু পরমাত্মা-রূপী শ্রীভগবান্ হইতেছেন সকলেরই আত্মার আত্মা; সুতরাং তাঁহার প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসাই হইতেছে স্বাভাবিক; এই ভালবাসা সকলেরই হৃদয়ে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে ও তাঁহার সাক্ষাদ্দর্শনে ইহা উদ্দীপিত হইয়া উঠে; তন্নিমিত্ত সকলেই নর-রূপী শ্রীগৌর-ভগবান্‌কে দেখিয়া স্বতঃই কেমন যেন

প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি দিব্য অলঙ্কার।
হরিবারে দুই চোরে চিন্তে পরকার॥
'বাপ বাপ' বলি এক চোরে লৈল কোলে।
"এতক্ষণ কোথা ছিলে" আর চোরে বলে॥
"ঝাট ঘরে আইস বাপ!" বলে দুই চোরে।
হাসি হাসি বলে প্রভু "চল যাই ঘরে॥"
আথে-ব্যথে কোলে করি দুই চোর ধায়।
লোকে বলে "যার শিশু সেই ল'য়ে যায়"॥২৮॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ লোক কেবা কারে চিনে।
মহা-তুষ্ট চোর অলঙ্কার-দরশনে॥
কেহো মনে ভাবে "মুঞি নিমু তাড় বালা।"
এইমতে দুই চোরে খায় মনকলা॥
দুই চোর চলি যায় নিজ-মর্ম্মস্থানে।
স্কন্ধের উপরে হাসি যান ভগবানে॥
একজন প্রভুরে সন্দেশ দেয় করে।
আর জন বলে "এই আইলাম ঘরে" ॥২৯॥
এইমত ভাণ্ডিয়া অনেক দূরে যায়।
হেথা যত আপ্তগণ চাহিয়া বেড়ায়॥
কেহো কেহো বলে "আইস আইস বিশ্বম্ভর।"
কেহো ডাকে 'নিমাই' করিয়া উচ্চৈঃস্বর॥
পরম ব্যাকুল হইলেন সর্ব্ব জন।
জল বিনা যেন হয় মৎস্যের জীবন॥

সবে সর্ব্ব-ভাবে লৈলা কৃষ্ণের শরণ।
প্রভু লৈয়া যায় চোর আপন-ভবন॥ ৩০ ॥
বৈষ্ণবী মায়ায় চোর পথ নাহি চিনে।
জগন্নাথ-ঘরে আইল নিজ-ঘর-জ্ঞানে॥
চোর দেখে আইলাম নিজ-মর্ম্মস্থানে।
অলঙ্কার হরিতে হইলা সাবধানে॥
চোর বলে "নাম বাপ! আইলাম ঘর।"
প্রভু বলে "হয় হয়, নামাও সত্বর॥"
যেখানে সকল গণে মিশ্র জগন্নাথ।
বিষাদ ভাবেন সবে মাথে দিয়া হাত॥ ৩১ ॥
মায়া-মুগ্ধ চোর ঠাকুরেরে সেই স্থানে।
স্কন্ধ হৈতে নামাইল নিজ-ঘর-জ্ঞানে॥
নামিলেই মাত্র প্রভু গেলা পিতৃ-কোলে।
মহানন্দ করি সবে "হরি হরি" বোলে॥
সবার হইল অনির্ব্বচনীয় রঙ্গ।
প্রাণ আসি দেহের হইল যেন সঙ্গ॥
আপনার ঘর নহে—দেখে দুই চোরে।
কোথা আসিয়াছি কিছু চিনিতে না পারে॥৩২
গণ্ডগোলে কেবা কারে অবধান করে।
চারিদিকে চাহি চোর পলাইল ডরে॥
পরম অদ্ভুত দুই চোর মনে গণে।
চোর বলে ভেল্কি বা দিল কোনো জনে॥

আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং তাঁহাকে নর-ভাবেই নিজ-পুত্র অপেক্ষাও অধিক স্নেহ করেন।

২৮। "পরকার" = উপায়।

২৯। "এইমতে ……… মনকলা" = এইরূপে মনে মনে কলা খাইতেছে, কিন্তু কাজে কিছুই না। অর্থাৎ কত কি লইব বলিয়া তাহারা মনে মনে কত আশা করিতেছে, কিন্তু বুঝিতে পারিতেছে না যে, তাহাদের কপালে কিছুই জুটিবে না।

"নিজ-মর্ম্মস্থানে" = নিজের মনোনীত জায়গায়।

৩০। "ভাণ্ডিয়া" = ভাঁড়াইয়া ; ফাঁকি দিয়া।

৩১। "হইলা সাবধানে" = মনোযোগী হইল।

"গণে" = আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সহ।

৩২। "অনির্ব্বচনীয় রঙ্গ" = অপার আনন্দ।

"প্রাণ……সঙ্গ" = মৃত দেহে যেন প্রাণ আসিল।

"চণ্ডী রাখিলেন আজি" বলে দুই চোরে।
সুস্থ হৈয়া দুই চোর কোলাকুলি করে॥
পরমার্থে দুই চোর মহা-ভাগ্যবান্।
নারায়ণ যার স্কন্ধে করিলা উত্থান॥ ৩৩॥
এথা সর্ব্ব গণে মনে করেন বিচার।
"কে আনিল দেহ বস্ত্র শিরে বান্ধি তার॥
কেহো বলে "দেখিলাম লোক দুই জন।
শিশু থুই কোন্ দিকে করিল গমন॥"
আমি আনিয়াছি কোনো জন নাহি বোলে।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে পড়িলেন ভোলে॥
সবে জিজ্ঞাসেন "বাপ! কহ ত নিমাই।
কে তোমারে আনিল পাইয়া কোন্ ঠাঁই"॥৩৪
প্রভু বলে "আমি গিয়াছিলাম গঙ্গা-তীবে।
পথ হারাইয়া আমি বেড়াই নগরে॥
তবে দুই জন আমা কোলেতে করিয়া।
কোন্ পথে এইখানে থুইল আনিয়া॥"
সবে বলে "মিথ্যা কভু নহে শাস্ত্র-বাণী।
দৈবে রাখে শিশু বৃদ্ধ অনাথ আপনি॥"
এইমত বিচার করেন সর্ব্ব জনে।
বিষ্ণু-মায়া-মোহে কেহো তত্ত্ব নাহি জানে॥৩৫
এইমত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়॥
বেদ-গোপ্য এ সব আখ্যান যেই শুনে।
তার দৃঢ়-ভক্তি হয় চৈতন্য-চরণে॥

হেনমতে আছে প্রভু জগন্নাথ-ঘরে।
অলক্ষিতে বহুবিধ স্বপ্রকাশ করে॥
একদিন ডাকি বলে মিশ্র পুরন্দর।
"আমার পুস্তক আন বাপ বিশ্বম্ভর"॥ ৩৬॥
বাপের বচন শুনি ঘরে ধাঞা যায়।
রুণু ঝুনু করিয়ে নূপুর বাজে পায়॥
মিশ্র বলে "কোথা শুনি নূপুরের ধ্বনি।"
চতুর্দ্দিকে চায় দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী॥
"আমার পুত্রের পায়ে নাহিক নূপুর।
কোথায় বাজিল বাদ্য নূপুর মধুর॥
কি অদ্ভুত!" দুই জনে মনে মনে গণে।
বচন না স্ফুরে দুই জনের বদনে॥ ৩৭॥
পুঁথি দিয়া প্রভু চলিলেন খেলাইতে।
আর অদ্ভুত দেখে গিয়া গৃহের মাঝেতে॥
সব গৃহে দেখে অপরূপ পদ-চিহ্ন।
ধ্বজ ব্রজাঙ্কুশ পতাকাদি ভিন্ন ভিন্ন॥
আনন্দিত দোঁহে দেখি অপূর্ব্ব চরণ।
দোঁহে হৈলা পুলকিত সজল-নয়ন॥
পাদপদ্ম দেখি দোঁহে করে নমস্কার।
দোঁহে বলে "নিস্তারিনু—জন্ম নাহি আর"॥৩৮
মিশ্র বলে "শুন বিশ্বরূপের জননি।
ঘৃত পরমান্ন গিয়া রান্ধহ আপনি॥
ঘরে যে আছেন দামোদর-শালগ্রাম।
পঞ্চগব্যে সকালে করাব তানে স্নান॥

৩৩। "কেবা · করে" = কে কার খোঁজ লয়।
"ভেল্কি" = ধাঁধা; যাদু।
"পরমার্থে" = পরলোকের মঙ্গল হিসাবে।
৩৪। "ভোলে" = ভ্রমে, ধাধায়।
৩৫। "দৈবে........আপনি" = শিশু, বৃদ্ধ ও অনাথকে অদৃশ্যমান বিধাতা-পুরুষ বা ভগবান্‌ই স্বয়ং রক্ষা করেন।

৩৬। "অলক্ষিতে···করে" = তিনি যে কি বস্তু অর্থাৎ তিনি যে স্বয়ং ভগবান্, তাহা লোকে না বুঝিতে পারে, এইরূপ ভাবে নানারূপে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক প্রকারান্তরে স্বীয় ভগবত্তা জ্ঞাপন করেন।

বুঝিলাম তিঁহো ঘরে বুলেন আপনি।
অতএব শুনিলাম নূপুরের ধ্বনি॥”
এইমতে দুই জনে পরম হরিষে।
শালগ্রাম পূজা করে, প্রভু মনে হাসে॥ ৩৯॥
আর এক কথা শুন পরম অদ্ভুত।
যে রঙ্গ করিলা প্রভু জগন্নাথ-সুত॥
পরম সুকৃতী এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণের উদ্দেশে করে তীর্থ-পর্য্যটন॥
ষড়ক্ষর গোপাল-মন্ত্রের উপাসন।
গোপাল-নৈবেদ্য বিনা না করে ভোজন॥
দৈবে ভাগ্যবান্ তীর্থ ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আসিয়া মিলিলা বিপ্র প্রভুর বাড়ীতে॥ ৪০॥
কণ্ঠে বাল-গোপাল ভূষণ শালগ্রাম।
পরম ব্রহ্মণ্য-তেজ অতি অনুপাম॥
নিরবধি মুখে বিপ্র ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলে।
অন্তরে গোবিন্দ-রসে দুই চক্ষু ঢুলে॥
দেখি জগন্নাথ মিশ্র তেজ সে তাঁহার।
সম্ভ্রমে উঠিয়া করিলেন নমস্কার॥
অতিথি-ব্যবহার-ধর্ম্ম যেন মত হয়।
সব করিলেন জগন্নাথ মহাশয়॥ ৪১॥
আপনে করিলা তান পাদ-প্রক্ষালন।
বসিতে দিলেন আনি উত্তম আসন॥
সুস্থ হয়ে বসিলেন যদি বিপ্রবর।
তবে তানে মিশ্র জিজ্ঞাসেন “কোথা ঘর॥”
বিপ্র বলে “আমি উদাসীন দেশান্তরী।
চিত্তের বিক্ষেপে মাত্র পর্য্যটন করি॥”
প্রণতি করিয়া মিশ্র বলেন বচন।
“জগতের ভাগ্যে সে তোমার পর্য্যটন॥৪২॥
বিশেষে ত আজি আমার পরম সৌভাগ্য।
আজ্ঞা দেহ রন্ধনের করি গিয়া কার্য্য॥”
বিপ্র বলে “কর মিশ্র! যে ইচ্ছা তোমার।”
হরিষে করিলা মিশ্র দিব্য উপহার॥
রন্ধনের স্থান উপস্করি ভালমতে।
দিলেন সকল সজ্জ রন্ধন করিতে॥
সন্তোষে ব্রাহ্মণ-বর করিয়া রন্ধন।
বসিলেন কৃষ্ণেরে করিতে নিবেদন॥ ৪৩॥
সর্ব্বভূত-অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন।
মনে আছে বিপ্রেরে দিবেন দরশন॥
ধ্যান-মাত্র করিতে লাগিলা বিপ্রবর।
সম্মুখে আইলা প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর॥
ধূলাময় সর্ব্ব অঙ্গ, মূর্ত্তি দিগম্বর।
অরুণ নয়ন, কর-চরণ সুন্দর॥
হাসিয়া বিপ্রের অন্ন লইয়া শ্রীকরে।
এক গ্রাস খাইলেন দেখে বিপ্রবরে॥ ৪৪॥

৩৯। “পঞ্চগব্য” = গো-জাত পঞ্চবিধ দ্রব্য—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোমূত্র ও গোময়।

“স্নান” = অভিষেক।

৪০। “তৈর্থিক” = তীর্থ-ভ্রমণকারী।

“কণ্ঠে……শালগ্রাম” = তাঁহার গলদেশে বাল-গোপাল ও শালগ্রাম শিলা যেন অলঙ্কারের ন্যায় ঝুলিতেছেন। বিদেশ-ভ্রমণ-কালে গলায় ঝুলাইয়া লওয়াই প্রশস্ত।

“অতিথি-ব্যবহার-ধর্ম্ম” = সাদর অভ্যর্থনাদি যথাবিধি অতিথি-সৎকার-কার্য্য।

৪২। “উদাসীন” = বৈরাগী।

দেশান্তরী = গৃহ-ত্যাগী।

৪৩। “উপস্করি” = মার্জ্জন বা পরিষ্কার করিয়া।

“সন্তোষে ….. …“শ্রীগৌরসুন্দর” = এতদ্দ্বারা শ্রীগৌরচন্দ্র ইহাই বুঝাইলেন যে, তিনিই সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

"হায় হায়" করি ভাগ্যবন্ত বিপ্র ডাকে।
"অন্ন চুরি করিলেক চঞ্চল বালকে॥"
আসিয়া দেখেন জগন্নাথ মিশ্রবর।
ভাত খায় হাসে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর॥
ক্রোধে মিশ্র ধাইয়া যাযেন মারিবারে।
সম্ভ্রমে উঠিয়া বিপ্র ধরিলেন করে॥
বিপ্র বলে "মিশ্র! তুমি বড় দেখি আর্য্য।
কোন্ জ্ঞান বালকের, মারিয়া কি কার্য্য॥৪৫॥
ভাল-মন্দ-জ্ঞান যার থাকে মারি তারে।
আমার শপথ যদি মারহ উহারে॥"
দুঃখে বসিলেন মিশ্র হস্ত দিযা শিরে।
মাথা নাহি তোলে মিশ্র বচন না স্ফুরে॥
বিপ্র বলে "মিশ্র! দুঃখ না ভাবিহ মনে।
যে দিনে যে হবে তাহা ঈশ্বর সে জানে॥
ফল মূল আদি গৃহে যে থাকে তোমার।
আনি দেহ আজি তাহা করিব আহার"॥৪৬॥
মিশ্র বলে "মোরে যদি থাকে ভৃত্য-জ্ঞান।
আরবার পাক কর, করি দেও স্থান॥
গৃহে আছে রন্ধনের সকল সম্ভার।
পুনঃ পাক কর তবে সন্তোষ আমার॥"
বলিতে লাগিলা যত ইষ্ট-বন্ধুগণ।
"আমা সবা চাহ, তবে করহ রন্ধন॥
বিপ্র বলে "যেই ইচ্ছা তোমা সবাকার।
করিব রন্ধন সর্ব্বথায় পুনর্ব্বার"॥ ৪৭॥

হরিষ হইলা সবে বিপ্রের বচনে।
স্থান উপস্করিলেন সবে ততক্ষণে॥
রন্ধনের সজ্জ আনি দিলেন ত্বরিতে।
চলিলেন বিপ্রবর রন্ধন করিতে॥
সবেই বলেন "শিশু পরম চঞ্চল।
আরবার পাছে নষ্ট করয়ে সকল॥
রন্ধন ভোজন বিপ্র করেন যাবৎ।
আর বাড়ী ল'য়ে শিশু রাখহ তাবৎ"॥ ৪৮॥
তবে শচী-দেবী পুত্র কোলেতে করিযা।
চলিলেন আর বাড়ী প্রভুরে লইয়া॥
সব নারীগণ বলে "কেন রে নিমাই।
এমত করিযা কি বিপ্রের অন্ন খাই॥"
হাসিযা বলেন প্রভু শ্রীচন্দ্র-বদনে।
"আমার কি দোষ—বিপ্র ডাকিলা আপনে॥"
সবেই বলেন "অহে নিমাই ঢাঙ্গাতি।
কি করিবা এবে যে তোমার গেল জাতি॥৪৯॥
কোথাকার ব্রাহ্মণ কোন্ কুল কেবা চিনে।
তার ভাত খাইলে, জাতি রহিবে কেমনে॥"
হাসিয়া কহেন প্রভু "আমি যে গোয়াল।
ব্রাহ্মণের অন্ন আমি খাই সর্ব্বকাল॥
ব্রাহ্মণের অন্নে কি গোপের জাতি যায়।"
এত বলি হাসিয়া সবারে প্রভু চায়॥
ছলে নিজ-তত্ত্ব প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
তথাপি না বুঝে কেহো হেন মায়া তান॥৫০॥

৪৫। "সম্ভ্রমে"=তাড়াতাড়ি।
"তুমি ...আর্য্য"=তুমি যে খুব পণ্ডিত দেখ্ছি।
৪৬। "শপথ"=দিব্য।
৪৭। "সম্ভার"=দ্রব্য-সামগ্রী।
"সর্ব্বথায়"=নিশ্চয়ই।

৪৯। "ঢাঙ্গাতি"=ঢং; ঢেঁটা; সং।
৫০। "হাসিয়া ...তান"=এই সমস্ত কথা দ্বারা তিনি যে গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তাহা প্রকারান্তরে প্রকাশ করিলেও, তাঁহার এমনই মায়ার প্রভাব যে, কেহ তাহা বুঝিতে পারে না।

সবেই হাসেন শুনি প্রভুর বচন।
বক্ষ [illegible]ড়তে কাহারো নাহি মন॥
হাসিয়া যায়েন প্রভু যে জনার কোলে।
সেই জন আনন্দ-সাগর-মাঝে বোলে॥
সেই বিপ্র পুনর্ব্বার করিয়া রন্ধন।
লাগিলেন বসিয়া করিতে নিবেদন॥
ধ্যানে বাল-গোপাল ভাবেন বিপ্রবর।
জানিলেন গৌরচন্দ্র চিত্তের ঈশ্বর॥
মোহিয়া সকল লোক অতি অলক্ষিতে।
আইলেন বিপ্র-স্থানে হাসিতে হাসিতে॥৫১॥
অলক্ষিতে এক মুষ্টি অন্ন লৈয়া করে।
খাইয়া চলিলা প্রভু, দেখে বিপ্রবরে॥
'হায় হায়' করিয়া উঠিল বিপ্রবর।
ঠাকুর খাইয়া ভাত দিল এক রড়॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া মিশ্র হাতে বাড়ি লৈয়া।
ক্রোধে ঠাকুরেরে লৈয়া যায় খেদাড়িয়া॥৫২॥
মহাভয়ে প্রভু পলাইলা এক ঘরে।
ক্রোধে মিশ্র পাছে থাকি তর্জ্জ-গর্জ্জ করে॥
মিশ্র বলে "আজি দেখ করোঁ তোর কার্য্য।
তোর মতে পরম অবোধ—আমি আর্য্য॥
হেন মহাচোর শিশু কার ঘরে আছে।
এত বলি ক্রোধে মিশ্র ধায় প্রভু-পাছে॥
সবে ধরিলেন যত্ন করিয়া মিশ্রেরে।
মিশ্র বলে "এড় আজি মারিব উহারে" ॥৫৩॥
সবেই বলেন "মিশ্র! তুমি ত উদার।
উহারে মারিয়া কোন্ সাধুত্ব তোমার॥
ভাল-মন্দ-জ্ঞান নাহি উহার শরীরে।
পরম অবোধ যে এমন শিশু মারে॥
মারিলেই কোন্ বা শিখিব হেন নয়।
স্বভাবেই শিশুর চঞ্চল মতি হয়॥"
আথে-ব্যথে আসি সেই তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
মিশ্রের ধরিয়া হাতে বলেন বচন॥ ৫৪॥
"বালকের নাহি দোষ শুন মিশ্র-রায়।
যে দিনে যে হবে তাহা হইবারে চায়॥
আজি কৃষ্ণ অন্ন নাহি লিখেন আমারে।
সবে এই মর্ম্ম-কথা কহিল তোমারে॥"
দুঃখে জগন্নাথ মিশ্র নাহি তোলে মুখ।
মাথা হেট করিয়া ভাবেন মহা দুখ॥
হেনই সময়ে বিশ্বরূপ ভগবান্।
সেই স্থানে আইলেন মহাজ্যোতিঃধাম॥৫৫॥
সর্ব্ব অঙ্গ নিরুপম লাবণ্যের সীমা।
চতুর্দ্দশ ভুবনেও নাহিক উপমা॥
স্কন্ধে যজ্ঞসূত্র ব্রহ্মতেজ মূর্ত্তিমন্ত।
মূর্ত্তি-ভেদে জন্মিলা আপনে নিত্যানন্দ॥

৫১। "বোলে" = বিচরণ করে; বেড়ায়।
"আনন্দ......বোলে" = পরমানন্দিত হয়।
"সেই......হাসিতে" = এতদ্দ্বারাও শ্রীগৌরসুন্দর যে নন্দনন্দন শ্রীগোপাল-দেব হইতে অভিন্ন, তাহাই তিনি প্রকাশ করিলেন।

৫২। "রড়" = দৌড়। "সম্ভ্রমে" = তাড়াতাড়ি।
"বাড়ি" = ঠেঙ্গা; ছড়ি; লাঠি।
"খেদাড়িয়া" = তাড়া করিয়া।

৫৩। "মিশ্র বলে......আর্য্য" = জগন্নাথ মিশ্র ক্রোধ-ভরে বলিতে লাগিলেন, "নিমাই! দাঁড়া, আজ তোর উচিতমত শাস্তি দিতেছি। আমি যদিও একজন পণ্ডিত লোক, তবু তুই মনে করিস 'আমি বড় বোকা'—না?" "এড়" = ছাড়

৫৫। "রায়" = মহাশয়।
"মর্ম্ম-কথা" = সার কথা; আসল কথা।
"মহাজ্যোতিঃধাম" = মহাতেজোময়।

সর্ব্ব শাস্ত্রের অর্থ সদা স্ফুরয়ে জিহ্বায়।
কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা-মাত্র করয়ে সদায় ॥
দেখিয়া অপূর্ব্ব মূর্ত্তি তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
মুগ্ধ হৈয়া এক-দৃষ্ট্যে চাহে ঘনেঘন ॥ ৫৬ ॥
বিপ্র বলে "কার পুত্র এই মহাশয়।"
সবেই বলেন "এই মিশ্রের তনয় ॥"
শুনিয়া সন্তোষে বিপ্র কৈলা আলিঙ্গন।
"ধন্য পিতা মাতা যার এহেন নন্দন ॥"
বিপ্রেরে করিয়া বিশ্বরূপ নমস্কার।
বসিয়া কহেন কথা—অমৃতের ধার ॥
"শুভ দিন তার মহাভাগ্যের উদয়।
তুমি হেন অতিথি যাহার গৃহে হয় ॥ ৫৭ ॥
জগত শোধিতে সে তোমার পর্য্যটন।
আত্মানন্দে পূর্ণ হই করহ ভ্রমণ ॥
ভাগ্য বড়—তুমি-হেন অতিথি আমার।
অভাগ্য বা কি কহিব—উপাস তোমার ॥
তুমি উপবাস করি থাক যার ঘরে।
সর্ব্বথা তাহার অমঙ্গল-ফল ধরে ॥
হরিষ পাইনু বড় তোমার দর্শনে।
বিষাদ পাইনু বড় এ সব শ্রবণে" ॥ ৫৮ ॥
বিপ্র বলে "কিছু দুঃখ না ভাবিহ মনে।
ফল-মূল কিছু আমি করিব ভোজনে ॥
বনবাসী আমি অন্ন কোথায় বা পাই।
প্রায় আমি বনে ফল-মূল খাই [illegible]।
কদাচিৎ কোনো দিবসে বা খাই অন্ন।
সেহো যদি অবিরোধে হয় উপসন্ন ॥ ৫৯ ॥
যে সন্তোষ পাইলাঙ তোমা দরশনে।
তাহাতেই কোটী কোটী করিল ভোজনে ॥
ফলমূল-নৈবেদ্য যে কিছু থাকে ঘরে।
তাহা আন গিয়া আজি করিব আহারে ॥"
উত্তর না করে কিছু মিশ্র জগন্নাথ।
দুঃখ ভাবে মিশ্র শিরে দিয়া দুই হাত ॥
বিশ্বরূপ বলেন "বলিতে বাসি ভয়।
সহজে করুণা-সিন্ধু তুমি মহাশয় ॥
পরদুঃখে কাতর—স্বভাবে সাধুজন।
পরের আনন্দ সে বাঢ়ায় অনুক্ষণ ॥ ৬০ ॥
এতেকে আপনে যদি নিরালম্ব হৈয়া।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর রন্ধন করিয়া ॥
তবে আজি আমার গোষ্ঠীর যত দুখ।
সকল ঘুচয়ে—পাই পরানন্দ-সুখ ॥"
বিপ্র বলে "রন্ধন করিল দুই বার।
তথাপিহ কৃষ্ণ না দিলেন খাইবার ॥
তেঁই বুঝিলাম আজি নাহিক লিখন।
কৃষ্ণ-ইচ্ছা নাহি—কেনে করহ যতন ॥ ৬১ ॥

৫৮। "শোধিতে"=পবিত্র করিতে। "আত্মানন্দে"=নিজানন্দে; স্বীয় কৃষ্ণ-ভজন-জনিত প্রেমানন্দে। "উপাস"=উপবাস।

৫৯। "অবিরোধে"=নির্ব্বিঘ্নে; অনায়াসে। "হয় উপসন্ন"=উপস্থিত হয়; আসে; লাভ হয়।

৬০। "বাসি ভয়"=ভয় করি। "সহজে"=স্বভাবতঃই। "স্বভাবে সাধুজন"=সাধুর স্বভাবই হইতেছে

৬১। "নিরালম্ব হৈয়া"=একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া। "তেঁই"=সে কারণে। "তথাপিহ……খাইবার"=এতদ্দ্বারা কৃষ্ণে দৃঢ় বিশ্বাস প্রদর্শিত হইতেছে অর্থাৎ আমরা খাই, পরি, চলি, বলি, শুই ইত্যাদি যা কিছু করি, সকলই কৃষ্ণ-ইচ্ছায় করিতেছি। 'তিনি যাহা করাইতেছেন তাহাই করিতেছি' এইরূপ বিশ্বাসই দৃঢ় বিশ্বাস; ইহাই বাঞ্ছনীয় ও সুপ্রশংসনীয়।

কোটি ভক্ষ্য দ্রব্য যদি থাকে নিজ-ঘরে।
কৃষ্ণ-আজ্ঞা হইলে সে খাইবারে পারে॥
যে দিনে কৃষ্ণের যারে লিখন না হয়।
কোটি যত্ন করহ, তথাপি সিদ্ধ নয়॥
নিশাও প্রহর দেড় দুইও বা যায়।
ইহাতে কি আর পাক করিতে জুয়ায়॥
অতএব আজি যত্ন না করিহ আর।
ফল-মূল কিছু মাত্র করিব আহার"॥ ৬২॥
বিশ্বরূপ বলেন "নাহিক কিছু দোষ।
তুমি পাক করিলে সে সবার সন্তোষ॥"
এত বলি বিশ্বরূপ ধরিলা চরণ।
সাধিতে লাগিলা সবে করিতে রন্ধন॥
বিশ্বরূপে দেখিয়া মোহিত বিপ্রবর।
"করিব রন্ধন" বিপ্র বলিলা উত্তর॥
সন্তোষে সবাই 'হরি' বলিতে লাগিলা।
স্থান উপস্কার তবে করিতে লাগিলা॥ ৬৩॥
আথে-ব্যথে স্থান উপস্করি সর্ব্বজনে।
রন্ধনের সামগ্রী আনিলা সেই ক্ষণে॥
চলিলেন বিপ্রবর করিতে রন্ধন।
শিশু আবরিয়া সে রহিল সর্ব্ব-জন॥
পলাইয়া ঠাকুর আছেন যেই ঘরে।
মিশ্র বসিলেন তার দুয়ার-মাঝারে॥
সবেই বলেন "বান্ধ বাহির দুয়ার।
বাহির হইতে যেন নাহি পারে আর"॥ ৬৪॥
মিশ্র বলে "ভাল ভাল এই যুক্তি হয়।"
বান্ধিয়া দুয়ার সবে বাহিরে আছয়॥
ঘরে থাকি স্ত্রীগণ বলেন "চিন্তা নাই।
নিদ্রা গেল আর কিছু না জানে নিমাই॥"
এইমতে শিশু রাখিলেন সর্ব্ব-জন।
বিপ্রের হইল কতক্ষণেতে রন্ধন॥
অন্ন উপস্করি সেই সুকৃতী ব্রাহ্মণ।
ধ্যানে বসি কৃষ্ণেরে করিলা নিবেদন॥ ৬৫॥
জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন।
চিত্তে আছে বিপ্রেরে দিবেন দরশন॥
নিদ্রা-দেবী সবারে ঈশ্বর-ইচ্ছায়।
মোহিলেন—সবেই অচেষ্ট নিদ্রা যায়॥
যে স্থানে করেন বিপ্র অন্ন নিবেদন।
আইলেন সেই স্থানে শ্রীশচীনন্দন॥
বালকে দেখিয়া বিপ্র করে 'হায় হায়'।
সবে নিদ্রা যায় কেহো শুনিতে না পায়॥৬৬॥
প্রভু বলে "অয়ে বিপ্র! তুমি ত উদার।
তুমি আমা ডাকি আন, কি দোষ আমার॥
মোর মন্ত্র জপি মোরে করহ আহ্বান।
রহিতে না পারি আমি আসি তোমা-স্থান॥
আমারে দেখিতে নিরবধি ভাব' তুমি।
অতএব তোমারে দিলাম দেখা আমি॥"
সেই ক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম অষ্টভুজ-রূপ॥ ৬৭॥

৬২। "জুয়ায়" = যোগ্য হয়; উচিত হয়। "করিতে জুয়ায়" = করা যায়; করা চলে।

৬৩। "সাধিতে" = অনুনয় বিনয় করিতে।

৬৪। "আথে-ব্যথে" = তাড়াতাড়ি করিয়া। "আবরিয়া" = আগ্‌লাইয়া; আট্‌কাইয়া।

৬৫। "অন্ন উপস্করি" = অন্ন-ব্যঞ্জনাদি সমস্ত সাজাইয়া ও শোধন করিয়া।

৬৬। "চিত্তে" = অন্তরে। "মোহিলেন" = মুগ্ধ করিলেন। "অচেষ্ট" = বেহুঁষ; গাঢ়।

৬৭। "মোর.........স্থান" = 'মোর মন্ত্র' অর্থে শ্রীগোপালমন্ত্রকে বুঝাইতেছে, কেননা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ঐ তৈর্থিক ব্রাহ্মণ ষড়ক্ষর গোপাল-

এক হস্তে নবনীত আর হস্তে খায়।
আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায় ॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার।
সর্ব্ব অঙ্গে দেখে রত্নময় অলঙ্কার ॥
নবগুঞ্জা-বেড়া শিখি-পুচ্ছ শোভে শিরে।
চন্দ্র-মুখে অরুণ অধর শোভা করে ॥
হাসিয়া দোলায় দুই নয়ন-কমল।
বৈজয়ন্তী-মালা দোলে মকর-কুণ্ডল ॥ ৬৮ ॥
চরণারবিন্দে শোভে শ্রীরত্ন-নূপুর।
নখমণি-কিরণে তিমির গেল দূর ॥
অপূর্ব্ব কদম্ব-বৃক্ষ দেখে সেইখানে।
বৃন্দাবন দেখে, নাদ করে পক্ষিগণে ॥
গোপ গোপী গাভীগণ চতুর্দ্দিকে দেখে।
যত ধ্যান করে তত দেখে পরতেকে ॥
অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য দেখি সুকৃতী ব্রাহ্মণ।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িলা তখন ॥ ৬৯ ॥
করুণা-সমুদ্র প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
শ্রীহস্ত দিলেন তাঁর অঙ্গের উপর ॥
শ্রীহস্ত-পরশে বিপ্র পাইলা চেতন।
আনন্দে হইলা জড়—না স্ফুরে বচন ॥

মন্ত্রের উপাসক। ঐ বিপ্রের 'গোপালমন্ত্র'-জপে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে দর্শন দিয়া এই বুঝাইলেন যে, তিনিই সেই বৃন্দাবনের নন্দের গোপাল, তিনিই সেই মা যশোদার ননীচোরা গোপাল। গোপাল-মন্ত্র জপ করায় শ্রীগৌরসুন্দর আসিলেন বলিয়া তাঁহার সেবা-পূজার পৃথক্ মন্ত্রাদি নাই, এরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে না। প্রকট লীলায় তিনি যে স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তাহা তিনি না বুঝাইয়া দিলে, না দেখাইয়া দিলে, না প্রকাশ করিলে, কার সাধ্য উহা জানিতে পারে? সুতরাং আত্ম-প্রকাশের জন্য তাঁহাকে এইরূপ লীলা করিতে হইয়াছে বলিয়া, তাঁহার সেবা পূজার পৃথক্ মন্ত্রাদি নাই, এরূপ কল্পনা করা সমীচীন হইতে পারে না। তাঁহার প্রকট লীলায় ভক্তগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছিলেন, সুতরাং তৎকালে পৃথক্ মন্ত্রের প্রয়োজন নাও হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার অপ্রকট লীলায় তাঁহার পৃথক্ মন্ত্রাদি না হইলে কিরূপেই বা তাঁহার সেবা-পূজা করিব, আর তাহা না করিতে পারিলে কিরূপেই বা তাঁহার দেবদুর্ল্লভ শ্রীপাদপদ্ম প্রাপ্ত করিব? শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা-পূজা আরাধনার পৃথক্ মন্ত্রাদি দ্বারা তাঁহার উপাসনা-পদ্ধতি তৎ-পার্ষদগণ কর্ত্তৃক পরে প্রচারিত হয় এবং তদবধি ভক্তগণ সেই পৃথক্ গৌর-মন্ত্রাদি দ্বারা তাঁহার সেবা পূজা করিয়া আসিতেছেন। এই প্রথাই সৎ-সমাজে প্রচলিত। সকলেই অবগত আছেন, শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করিতে হইলে রাম-মন্ত্রের, নৃসিংহদেবের পূজা করিতে হইলে নৃসিংহ-মন্ত্রের, বাল-গোপালের পূজা করিতে হইলে গোপাল-মন্ত্রের আবশ্যক হয়, কিন্তু কেন হয়, ইঁহারা সকলে ত একই বস্তু, তবে পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র কেন—সকলকে ত একমন্ত্র দিয়া পূজা করিলেই চলে। কিন্তু না, তাহা হয় না—যিনি যেরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাকে সেই রূপের সেই ভাবের মন্ত্রাদি দ্বারা পূজা করিতে হয়, ইহাই সদাচার-সম্মত; সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পূজা করিতে হইলেও যে পৃথক্ গৌর-মন্ত্রের আবশ্যক, ইহাতে প্রশ্ন করিবার আর কি আছে?

৬৮। "বৈজয়ন্তী-মালা"=আজানুলম্বিত পঞ্চ-বর্ণময়ী মালা।

৬৯। "নাদ করে"=ডাকিতেছে।
"পরতেকে"=প্রত্যক্ষ। "সুকৃতী"=মহা পুণ্যবান্।

পুনঃপুনঃ মূর্চ্ছা বিপ্র যায় ভূমিতলে।
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে মহা-কুতূহলে॥
কম্প স্বেদ পুলকে শরীর স্থির নহে।
নয়নের জল যেন গঙ্গা-ধারা বহে॥ ৭০॥
ক্ষণেক ধরিয়া বিপ্র প্রভুর চরণ।
করিতে লাগিলা উচ্চ করিয়া ক্রন্দন॥
দেখিয়া বিপ্রের আর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দর।
হাসিয়া বিপ্রেরে কিছু করিলা উত্তর॥
প্রভু বলে "শুন শুন অয়ে বিপ্রবর।
অনেক জন্মের তুমি আমার কিঙ্কর॥
নিরবধি ভাব' তুমি দেখিতে আমারে।
অতএব আমি দেখা দিলাম তোমারে॥৭১॥
আর জন্মে এইরূপে নন্দ-গৃহে আমি।
দেখা দিলাম তোমারে, না স্মর তাহা তুমি॥
যবে আমি অবতীর্ণ হৈলাম গোকুলে।
সেই জন্মে তুমি তীর্থ কর কুতূহলে॥
দৈবে তুমি অতিথি হইলা নন্দ-ঘরে।
এইমতে তুমি অন্ন নিবেদ' আমারে॥
তাহাতেও এইমত করিয়া কৌতুক।
খাই তোর অন্ন দেখাইনু এই রূপ॥ ৭২॥
এতেকে আমার তুমি জন্মে জন্মে দাস।
দাস বিনু অন্যে মোর না দেখে প্রকাশ॥
কহিলাম তোমারে সকল গোপ্য কথা।
কারো স্থানে ইহা নাহি কহিবা সর্ব্বথা॥
যাবৎ থাকয়ে মোর এই অবতার।
তাবৎ কহিলে কারে করিমু সংহার॥
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে মোহার অবতার।
করাইমু সর্ব্বদেশে কীর্ত্তন-প্রচার॥ ৭৩॥
ব্রহ্মাদি যে প্রেমভক্তি-যোগ বাঞ্ছা করে।
তাহা বিলাইমু মুই প্রতি ঘরে ঘরে॥
কত দিন থাকি তুমি অনেক দেখিবা।
এ সব অখ্যান এবে কারে না কহিবা॥"
হেনমতে ব্রাহ্মণেরে শ্রীগৌরসুন্দর।
কৃপা করি আশ্বাসিয়া গেলা নিজ-ঘর॥
পূর্ব্ববৎ শুতিয়া থাকিলা শিশু-ভাবে।
যোগনিদ্রা-প্রভাবে কেহো নাহি জাগে॥ ৭৪॥
অপূর্ব্ব প্রকাশ দেখি সেই বিপ্রবর।
আনন্দে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব কলেবর॥
সর্ব্ব অঙ্গে সেই অন্ন করিয়া লেপন।
কান্দিতে কান্দিতে বিপ্র করেন ভোজন॥
নাচে গায় হাসে বিপ্র করয়ে হুঙ্কার।
"জয় বাল-গোপাল" বোলয়ে বারবার॥
বিপ্রের হুঙ্কারে সবে পাইলা চেতন।
আপনা সম্বরি বিপ্র কৈলা আচমন॥ ৭৫॥
নির্ব্বিঘ্নে ভোজন করিলেন বিপ্রবর।
দেখি সবে সন্তোষ হইলা বহুতর॥
সবারে কহিতে মনে চিন্তয়ে ব্রাহ্মণ।
"ঈশ্বর চিনিয়া সবে পাউক মোচন॥

৭০। "শ্রীহস্ত-পরশে……বহে"=প্রভুর শ্রীহস্ত-স্পর্শে সেই বিপ্র মহা-প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া আত্মহারা হইলেন এবং তাঁহার দেহে অশ্রু, কম্পাদি প্রেমের বিকারসমূহ উদ্ভূত হইতে লাগিল।

৭৩। "সঙ্কীর্ত্তন……প্রচার"=জন্মগ্রহণকালে আমি গ্রহণ-ব্যপদেশে চতুর্দ্দিকে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন করাইয়াছিলাম; সুতরাং সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াই আমি অবতীর্ণ হইয়াছিলাম এবং সেই সঙ্কীর্ত্তনই আমি সর্ব্ব দেশে প্রচার করিব।

৭৫। "সেই অন্ন"=সেই মহাপ্রসাদান্ন।

"আপনা সম্বরি"=আপনার তৎকালীন প্রেম-বিহ্বল ভাব গোপন করিয়া; আপনাকে প্রেমোন্মত্ততা হইতে সামলাইয়া লইয়া।

ব্রহ্মা শিব যাঁহার নিমিত্ত কাম্য করে।
হেন প্রভু অবতরি আছে বিপ্র-ঘরে॥
সে প্রভুরে লোক সব করে শিশু-জ্ঞান।
কথা কহি সবেই পাউক পরিত্রাণ”॥ ৭৬॥

প্রভু করিয়াছে নিবারণ—এই ভয়ে।
আজ্ঞা-ভঙ্গ-ভয়ে বিপ্র কারে নাহি কহে॥
চিনিয়া ঈশ্বর, বিপ্র সেই নবদ্বীপে।
রহিলেন গুপ্তভাবে ঈশ্বর-সমীপে॥
ভিক্ষা করি বিপ্রবর প্রতি স্থানে স্থানে।
ঈশ্বরেরে আসিয়া দেখেন প্রতিদিনে॥
বেদ-গোপ্য এ সকল মহাচিত্র কথা।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ মিলয়ে সর্ব্বথা॥ ৭৭॥

আদিখণ্ড-কথা যেন অমৃত-স্রবণ।
যঁহি শিশু-রূপে ক্রীড়া করে নারায়ণ।
সর্ব্বলোক-চূড়ামণি বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
লক্ষ্মীকান্ত সীতাকান্ত শ্রীগৌরসুন্দর॥
ত্রেতা-যুগে হইয়া সে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
নানামত লীলা করি বধিলা রাবণ॥ ৭৮॥

হইলা দ্বাপর-যুগে কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণ।
নানামতে করিলেন ভূভার খণ্ডন॥
‘মুকুন্দ’ ‘অনন্ত’ যারে সর্ব্ব বেদে কয়।
চৈতন্য’ ‘নিত্যানন্দ’ সেই সুনিশ্চয়॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ৭৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আদিখণ্ডে নামকরণ-
শৈশবচাপল্যাদি-বর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চম অধ্যায়।

হেনমতে ক্রীড়া করে গৌরাঙ্গ-গোপাল।
হাতে খড়ি দিবার হইল আসি কাল॥
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে মিশ্র পুরন্দর।
হাতে খড়ি পুত্রের দিলেন বিপ্রবর॥
কিছু শেষে মিলিয়া সকল বন্ধুগণ।
কর্ণবেধ করিলেন শ্রীচূড়াকরণ॥
দৃষ্টিমাত্র সকল অক্ষর লিখি যায়।
পরম বিস্মিত হই সর্ব্বজনে চায়॥ ১॥
দিন দুই তিনে শিখিলেন সর্ব্ব ফলা।
নিরন্তর লিখেন কৃষ্ণের নাম-মালা॥
রাম কৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী।
অহর্নিশ লিখেন পঢ়েন কুতূহলী॥
শিশুগণ-সঙ্গে পঢ়ে বৈকুণ্ঠের রায়।
পরম-সুকৃতী সবে দেখে নদীয়ায়॥
কি মাধুরী করি প্রভু ‘ক খ গ ঘ’ বোলে।
তাহা শুনিতেই মাত্র সর্ব্ব জীব ভোলে॥২॥

৭৬। “কথা কহি” = ঈশ্বর-জ্ঞানে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া ও তদ্রূপ ব্যবহার করিয়া।

৭৮। “অমৃত-স্রবণ” = যেন সুধা ঝরিতেছে; যেন অমৃত বর্ষণ হইতেছে। ৭৯। “সঙ্কর্ষণ” = বলরাম। “ভূভার” = পৃথিবীর পাপ-ভার।

১। “হাতে খড়ি” = বিদ্যারম্ভ; ৫ বৎসর বয়সে এই সংস্কার করিতে হয়। “কর্ণবেধ” = এই সংস্কার চূড়াকরণেরই অন্তর্গত; ইহাতে যথাবিধি কাণ বিঁধাইতে হয়। “শ্রীচূড়াকরণ” = এই সংস্কারে মস্তক মুণ্ডন করিয়া শিখা রাখিতে হয়।

অদ্ভুত করেন ক্রীড়া শ্রীগৌরসুন্দর।
যখন যে চাহে, সেই পরম দুষ্কর ॥
আকাশে উড়িয়া যায় পক্ষী, তাহা চায়।
না পাইলে কান্দিয়া ধূলায় গড়ি যায় ॥
ক্ষণে চাহে আকাশের চন্দ্র তারাগণ।
হস্ত পদ আছাড়িয়া করয়ে ক্রন্দন ॥
সান্ত্বনা করেন সবে করি নিজ-কোলে।
স্থির নহে বিশ্বম্ভর—'দেহ দেহ' বোলে ॥ ৩ ॥
সবে একমাত্র আছে মহা প্রতীকার।
হরিনাম শুনিলে না কান্দে প্রভু আর ॥
হাতে তালি দিয়া সবে বলে 'হরি হরি'।
তখন সুস্থির হয় চাঞ্চল্য পাসরি ॥
বালকের প্রতি সবে বলে 'হরিনাম'।
জগন্নাথ-গৃহ হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ॥
একদিন সবে 'হরি' বলে অনুক্ষণ।
তথাপিহ প্রভু পুনঃ করেন ক্রন্দন ॥ ৪ ॥
সবেই বলেন "শুন বাপ রে নিমাই।
ভাল করি নাচ, এই 'হরিনাম' গাই ॥"
না শুনে বচন কারো—করয়ে ক্রন্দন।
সবেই বলেন "বাপ। কান্দ কি কারণ ॥"
সবে বলে "কহ বাপ! কি ইচ্ছা তোমার।
সেই দ্রব্য আনি দিব, না কান্দহ আর" ॥৫॥
প্রভু বলে "যদি মোর প্রাণ-রক্ষা চাহ।
তবে ঝাট দুই ব্রাহ্মণের ঘরে যাহ ॥
জগদীশ পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবত।
এই দুই স্থানে মোর আছে অভিমত ॥
একাদশী-উপবাস আজি সে দোঁহার।
বিষ্ণু লাগি করিয়াছে যত উপহার ॥
সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবারে পাঙ।
তবে মুই সুস্থ হই হাঁটিয়া বেড়াঙ" ॥ ৬ ॥
অসম্ভব শুনিয়া জননী করে খেদ।
"হেন কথা কহে যেই নহে লোক বেদ ॥"
সবেই হাসেন শুনি শিশুর বচন।
সবে বলে "দিব বাপ! সম্বর ক্রন্দন ॥"
পরম বৈষ্ণব সেই বিপ্র দুই জন।
জগন্নাথ-মিশ্র সহ অভেদ-জীবন ॥
শুনিয়া শিশুর বাক্য দুই বিপ্রবর।
সন্তোষে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব কলেবর ॥ ৭ ॥
দুই বিপ্র বলে—"মহা অদ্ভুত কাহিনী।
শিশুর এমত বুদ্ধি কভু নাহি শুনি ॥
কেমতে জানিল আজি শ্রীহরি-বাসর।
কেমতে বা জানিল যে নৈবেদ্য বহুতর॥
বুঝিলাঙ—এ শিশু পরম রূপবান্।
অতএব এ দেহে গোপাল-অধিষ্ঠান ॥
এ শিশুর দেহে ক্রীড়া করে নারায়ণ।
হৃদয়ে বসিয়া সেই বোলায় বচন ॥"
মনে ভাবি, দুই বিপ্র সর্ব্ব উপহার।
আনিয়া দিলেন করি হরিষ অপার ॥ ৮ ॥

৪। "পাসরি" = ভুলিয়া গিয়া।

৬। "ঝাট" = শীঘ্র। "হিরণ্য" = হিরণ্য পণ্ডিত। "ভাগবত" = কৃষ্ণভক্ত; বৈষ্ণব।
"অভিমত" = প্রয়োজন; কাজ।

৭। "হেন......বেদ" = এমন অসঙ্গত ও অসম্ভব, পরন্তু অদ্ভুত কথা বলে যে, যাহা লোকেও কখনও শুনে নাই বা যাহা বেদপুরাণেও নাই; অথবা, এমন সৃষ্টিছাড়া কথা বলে, যাহাতে লোকেও ভাল বলে না এবং যাহা একেবারেই শাস্ত্র-বিগর্হিত।

৭। "সম্বর" = ত্যাগ কর; ছাড়।
"অভেদ-জীবন" = অত্যন্ত প্রণয়; যেন হরি-হরাত্মা। "অদ্ভুত কাহিনী" = আশ্চর্য্য কথা।

দুই বিপ্র বলে “বাপ! খাও উপহার।
সকল কৃষ্ণের সাৎ হইল আমার॥”
কৃষ্ণ-কৃপা হইলে এমত বুদ্ধি হয়।
দাস বিনু অন্যের এ বুদ্ধি কভু নয়॥
ভক্তি বিনা চৈতন্য-গোসাঞি নাহি জানি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লোমকূপে গণি॥
হেন প্রভু বিপ্রশিশু-রূপে ক্রীড়া করে।
চক্ষু ভরি দেখে জন্ম-জন্মের কিঙ্করে॥ ৯॥
সন্তোষ হইলা সব পাই উপহার।
অল্প অল্প কিছু প্রভু খাইল সবার॥
হরিষে ভক্তের প্রভু উপহার খায়।
ঘুচিল সকল বায়ু প্রভুর ইচ্ছায়॥
‘হরি হরি’ হরিষে বোলয়ে সর্ব্বজনে।
খায় আর নাচে প্রভু আপন-কীর্ত্তনে॥
কতক ফেলে ভূমিতে কতক কারো গায়।
এইমত লীলা করে ত্রিদশের রায়॥ ১০॥
যে প্রভুরে সর্ব্ব বেদে পুরাণে বাখানে।
হেন প্রভু খেলে শচীদেবীর অঙ্গনে॥
ডুবিলা চাঞ্চল্য-রসে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সংহতি চপল যত দ্বিজের কোঙর॥
সবার সহিত গিয়া পড়ে নানা স্থানে।
ধরিয়া রাখিতে নাহি পারে কোনো জনে॥
অন্য শিশু দেখিলে, কবয়ে কুতূহল।
সেহো পরিহাস করে, বাজয়ে কোন্দল॥ ১১॥
প্রভুর বালক সব জিনে প্রভু-বলে।
অন্য শিশুগণ যত সব হারি চলে॥
ধূলায় ধূসর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
লিখন-কালির বিন্দু শোভে মনোহর॥
পড়িয়া শুনিয়া সর্ব্ব-শিশুগণ-সঙ্গে।
গঙ্গা-স্নানে মধ্যাহ্নে চলেন বহু-রঙ্গে॥
মজ্জিয়া গঙ্গায় বিশ্বম্ভর কুতূহলী।
শিশুগণ-সঙ্গে করে জল-ফেলাফেলি॥ ১২॥
নদীয়ার সম্পত্তি বা কে বলিতে পারে।
অসংখ্যাত লোক একো ঘাটে স্নান করে॥
কতেক বা শান্ত দান্ত গৃহস্থ সন্ন্যাসী।
না জানি কতেক শিশু মিলে তঁহি আসি॥
সবারে লইয়া প্রভু গঙ্গায় সাঁতারে।
ক্ষণে ডুবে ক্ষণে ভাসে নানা ক্রীড়া করে॥
জল-ক্রীড়া করে গৌর সুন্দর-শরীর।
সবার গায়েতে লাগে চরণের নীর॥ ১৩॥
সবে মানা করে, তবু নিষেধ না মানে।
ধরিতেও কেহো নাহি পারে এক স্থানে॥
পুনঃপুনঃ সবারে করায় প্রভু স্নান।
কারে ছোঁয় কারো অঙ্গে কুল্লোল প্রদান॥

৯। “দুই ……আমার”—দুই বিপ্র তখন বলিলেন, বাপ! তুমি নৈবেদ্য খাও; তুমি খাইলে কৃষ্ণকেই আমাদের সব খাওয়ান হইল—সবই কৃষ্ণেই অর্পিত হইল। দুই বিপ্র তখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কৃষ্ণই এই শিশুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। “কৃষ্ণ-কৃপা………জানি”—এই কথাগুলি শ্রীপাদ গ্রন্থকার বলিতেছেন।

১০। “হরিষে”—হর্ষে; আনন্দে।

“ত্রিদশের রায়”—সর্ব্বদেবেশ্বর।

১১। “সংহতি”—সঙ্গে।

“কোঙর”—কুমার; বালক।

“বাজয়ে কোন্দল”—কলহ (ঝগড়া) বেধে যায়।

১২। “জিনে”—জয় করে।

“প্রভু-বলে”—প্রভুর জোরে।

“মজ্জিয়া”—মজ্জন করিয়া; ডুবিয়া; মগ্ন হইয়া; স্নান করিয়া।

না পাইয়া প্রভুর নাগালী বিপ্রগণে।
সবে চলিলেন তাঁর জনকের স্থানে॥
"শুন শুন ওহে মিশ্র! পরম বান্ধব।
তোমার পুত্রের অপন্যায় শুন সব॥ ১৪॥
ভালমতে করিতে না পারি গঙ্গা-স্নান।"
কেহো বলে "জল দিয়া ভাঙ্গে মোর ধ্যান॥
আরো বলে "কারে ধ্যান কর এই দেখ।
কলিযুগে নারায়ণ মুই পরতেক॥"
কেহো বলে "মোর শিব-লিঙ্গ করে চুরি।"
কেহো বলে "মোর ল'য়ে পলায় উত্তরী॥"
কেহো বলে "পুষ্প দূর্ব্বা নৈবেদ্য চন্দন।
বিষ্ণু পূজিবার সজ্জ বিষ্ণুর আসন॥ ১৫॥
আমি করি স্নান হেথা বৈসে সে আসনে।
সব খাই পরি তবে করে পলায়নে॥
আরো বলে "তুমি কেনে দুঃখ ভাব' মনে।
যার লাগি কৈলে সেই খাইল আপনে॥"
কেহো বলে "সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়া।
ডুব দিয়া লৈয়া যায় চরণে ধরিয়া" ॥ ১৬॥
কেহো বলে "আমার না রহে সাজি ধুতি।"
কেহো বলে "আমার চোরায় গীতা পুঁথি॥"
কেহো বলে "পুত্র অতি বালক আমার।
কর্ণে জল দিয়া তারে কান্দায় অপার॥"
কেহো বলে "মোর পৃষ্ঠ দিয়া কান্ধে চড়ে।
'মুই রে মহেশ' বলি ঝাঁপ দিয়া পড়ে॥"
কেহো বলে "বৈসে মোর পূজার আসনে।
নৈবেদ্য খাইয়া বিষ্ণু পূজয়ে আপনে॥
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেই অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে॥ ১৭॥
স্ত্রী-বাসে পুরুষ-বাস করয়ে বদল।
পরিবার বেলা সবে লজ্জায় বিকল॥
পরম বান্ধব তুমি মিশ্র জগন্নাথ।
নিত্য এইমত করে কহিল তোমা'ত॥
দুই প্রহরেও নাহি উঠে জল হৈতে।
দেহ বা তাহার ভাল থাকিবে কেমতে॥"
হেন কালে পার্শ্ববর্ত্তী যতেক বালিকা।
কোপ-মনে আইলেন শচীদেবী যথা॥ ১৮॥
শচী সম্বোধিয়া সবে বলেন বচন।
"শুন ঠাকুরাণি! নিজ-পুত্রের করণ॥
বসন করয়ে চুরি, বলে অতি মন্দ।
উত্তর করিলে জল দেয়, করে দ্বন্দ্ব॥
ব্রত করিবারে যত আনি ফুল ফল।
ছড়াইয়া ফেলে বল করিয়া সকল॥
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেই অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে॥ ১৯॥
অলক্ষিতে আসি কর্ণে বলে বড় বোল।"
কেহো বলে "মোর মুখে দিলেক কুল্লোল॥
ওকড়ার বীচি দেয় কেশের ভিতরে।"
কেহো বলে "মোরে চাহে বিভা করিবারে॥

১৩। "তঁহি" = তথায়।

১৪। "কুল্লোল" = কুলকুচো; কুলকানা।

"না .....নাগালী" = প্রভুকে হাতে না পাইয়া; ধরিতে না পারিয়া।

"অপন্যায়" = অকাজ কুকাজ; অপকর্ম্ম।

১৫। "উত্তরী" = উড়ানী; চাদর।

১৬। "আরো........ ...আপনে"—এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, মহাপ্রভু কৌশলে আত্ম-প্রকাশ করিলেও, মায়ামুগ্ধ জীব আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারি না।

১৮। "বাস" = বস্ত্র। "তোমা'ত" = তোমাকে।

১৯। "করণ" = কার্য্য। "বল" = জোর।

প্রতিদিন এইমত করে ব্যবহার।
তোমার নিমাই কিবা রাজার কুমার ॥
পূর্ব্বে শুনিল যেন নন্দের কুমার।
সেইমত সব করে নিমাই তোমার ॥ ২০ ॥
দুঃখে বাপ-মায়েরে বলিব যেই দিনে।
ততক্ষণে কোন্দল হইব তোমা-সনে ॥
নিবারণ কর ঝাট আপন-ছাওয়াল।
নদীয়ায় হেন কর্ম্ম কভু নহে ভাল ॥"
শুনিয়া হাসেন মহাপ্রভুর জননী।
সবে কোলে করিয়া বলেন প্রিয়-বাণী ॥
"নিমাই আইলে আজি এড়িব বান্ধিয়া।
আর যেন উপদ্রব নাহি করে গিয়া" ॥ ২১ ॥
শচীর চরণ-ধূলি লৈয়া সবে শিরে।
তবে চলিলেন পুনঃ স্নান করিবারে ॥
যতেক চাপল্য প্রভু করে যার সনে।
পরমার্থে সবার সন্তোষ বড় মনে ॥
কৌতুকে কহিতে আইসেন মিশ্র-স্থানে।
শুনি মিশ্র তর্জ্জে গর্জ্জে সদন্ত-বচনে ॥
"নিরবধি এ ব্যভার করয়ে সবারে।
ভালমতে গঙ্গা-স্নান না দেয় করিবারে ॥২২॥
এই ঝাট যাঙ তার শাস্তি করিবারে।
সবে রাখিলেহ কেহো রাখিতে না পারে ॥

ক্রোধ করি যখন চলিলা মিশ্রবর।
জানিলা গৌরাঙ্গ সর্ব্ব-ভূতের ঈশ্বর ॥
গঙ্গাজলে কেলি করে শ্রীগৌরসুন্দর।
সর্ব্ব বালকের মধ্যে অতি মনোহর ॥
কুমারিকা সবে বলে "শুন বিশ্বম্ভর।
মিশ্র আইসেন এই—পলাহ সত্বর" ॥ ২৩ ॥
শিশুগণ-সঙ্গে প্রভু যায় ধরিবারে।
পলাইল ব্রাহ্মণ-কুমারী সব ডরে ॥
সবারে শিখান প্রভু মিশ্রে কহিবার।
"স্নানে নাহি আইলেন তোমার কুমার ॥
সেই পথে গেলা ঘর পড়িয়া শুনিয়া।
আমরাও আছি এই তাহার লাগিয়া ॥"
শিখাইয়া আর পথে প্রভু গেলা ঘর।
গঙ্গা-ঘাটে আসিয়া মিলিলা মিশ্রবর ॥ ২৪ ॥
আসিয়া গঙ্গার ঘাটে চারিদিকে চায়।
শিশুগণ-মধ্যে পুত্র দেখিতে না পায় ॥
মিশ্র জিজ্ঞাসেন "বিশ্বম্ভর কতি গেলা।"
শিশুগণ বলে "আজি স্নানে না আইলা ॥
সেই পথে গেলা ঘর পড়িয়া শুনিয়া।
সভে আছি এই তার অপেক্ষা করিয়া ॥"
চারি দিকে চাহে মিশ্র হাতে বাড়ি লৈয়া।
তর্জ্জ গর্জ্জ করে বড় লাগ না পাইয়া ॥ ২৫ ॥

২০। "অলক্ষিতে ...বোল"=হঠাৎ বাপের কাছে আসিয়া খুব জোরে চীৎকার করে।

"ওকড়া"=গায়ে কাঁটা কাঁটা একরূপ ছোট ছোট বুনো ফল।

"বিভা"=বিবাহ। "ঝাট"=শীঘ্র।

১৫ হইতে ২০ দাগ পর্য্যন্ত প্রভুর যে চপলতা, [illegible] অস্বাভাবিক ও দুঃসাহসিক চপলতা ভগবান্ [illegible] জীবে সম্ভবে না; ইহা বাহিরে অসাধারণ দৌরাত্ম্যজনক, পরন্তু সকলেরই পক্ষে অন্তরে অত্যন্ত মধুর।

২১। "এড়িব বান্ধিয়া"=না বেঁধে ছাড়ছিনে: নিশ্চয়ই বেঁধে রাখ্‌বো।

২৩। "রাখিলেহ"=ধরিয়া রাখিতে গেলেও।

"কুমারিকা"=কুমারী; বালিকা।

২৫। "কতি"=কোথায়।

"লাগ"=খোঁজ-খবর।

কৌতুকে যাহারা নিবেদন কৈল গিয়া।
সেই সব বিপ্র পুনঃ বলয়ে আসিয়া॥
"ভয় পাই বিশ্বম্ভর পলাইলা ঘরে।
ঘরে চল, তুমি কিছু বল পাছে তারে॥
আরবার আসি যদি চঞ্চলতা করে।
আমরাই ধরি দিব তোমার গোচরে॥
কৌতুকে সে কথা কহিলাম তোমা স্থানে।
তোমা বহি ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে॥ ২৬॥
সে হেন নন্দন যার গৃহ-মাঝে থাকে।
কি করিবে তার ক্ষুধা তৃষ্ণা রোগ শোকে॥
তুমি সে সেবিলা সত্য প্রভুর চরণ।
তার মহাভাগ্য যার এহেন নন্দন॥
কোটি অপরাধ যদি বিশ্বম্ভর করে।
তবু তারে থুইবাঙ হৃদয়-উপরে॥"
জন্মে জন্মে কৃষ্ণ-ভক্ত এই সব জন।
এ সব উত্তম বুদ্ধি তাহার কারণ॥ ২৭॥
অতএব প্রভু নিজ-সেবক-সহিতে।
নানা ক্রীড়া করে কেহো না পারে বুঝিতে॥
মিশ্র বলে "সেহ পুত্র তোমা সবাকার।
যদি অপরাধ লহ—শপথ আমার॥"
তা সবার সঙ্গে মিশ্র করি কোলাকুলি।
গৃহে চলিলেন মিশ্র হ'য়ে কুতূহলী॥
আর পথে ঘরে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
হাতেতে মোহন পুঁথি যেন শশধর॥ ২৮॥
লিখন-কালির বিন্দু শোভে গৌর-অঙ্গে।
চম্পকে লাগিল যেন চারিদিকে ভৃঙ্গে॥
"জননি!" বলিয়া প্রভু লাগিলা ডাকিতে।
"তৈল দেহ মোরে, যাই সিনান করিতে॥"
পুত্রের বচন শুনি শচী হরষিত।
কিছুই না দেখে অঙ্গে স্নানের চিহ্নিত॥
তৈল দিয়া শচীদেবী মনে মনে গণে।
বালিকারা কি বলিল, কিবা দ্বিজগণে॥২৯॥
লিখন-কালির বিন্দু আছে সব অঙ্গে।
সেই বস্ত্র পরিধান সেই পুঁথি সঙ্গে॥
ক্ষণেকে আইলা জগন্নাথ মিশ্রবর।
মিশ্র দেখি কোলে উঠিলেন বিশ্বম্ভর॥
সেই আলিঙ্গনে মিশ্র বাহ্য নাহি জানে।
আনন্দে পূর্ণিত হৈলা পুত্র-দরশনে॥
মিশ্র দেখে সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় ব্যাপিত।
স্নান-চিহ্ন না দেখিয়া হইলা বিস্মিত॥৩০॥
মিশ্র বলে "বিশ্বম্ভর! কি বুদ্ধি তোমার।
লোকেরে না দেহ কেনে স্নান করিবার॥
বিষ্ণুপূজা-সজ্জ কেনে কর অপহার।
'বিষ্ণু' করিয়াও ভয় নাহিক তোমার॥"
প্রভু বলে "আজি আমি নাহি যাই স্নানে।
আমার সঙ্গের শিশু গেলা আগুয়ানে॥
সকল লোকেরে তারা করে অব্যভার।
না গেলেও সবে দোষ কহেন আমার॥৩১॥
না গেলেও যদি দোষ কহেন আমার।
সত্য তবে করিব সবারে অব্যভার॥"
এত বলি হাসি প্রভু যান গঙ্গা-স্নানে।
পুনঃ মিলিলেন সেই শিশুগণ-সনে॥

২৭। "থুইবাঙ" = রাখিবে; রাখিও।

২৮। "সেহ পুত্র তোমা সবাকার" = সেও তোমাদের সকলেরই ছেলেরই মত।

"যদি..........আমার" = আমার দিব্য, যেন তাহার কোনও দোষ লইও না।

২৯। "ভৃঙ্গ" = ভ্রমর।

বিশ্বম্ভরে দেখি সবে আলিঙ্গন করি।
হাসয়ে সকল শিশু শুনিয়া চাতুরী ॥
সবেই প্রশংসে "ভাল নিমাই চতুর।
ভাল এড়াইলা আজি মারণ প্রচুর" ॥৩২ ॥
জলকেলি করে প্রভু সব-শিশু-সনে।
এথা শচী জগন্নাথ মনে মনে গণে ॥
"যে যে কহিলেন কথা সেহ মিথ্যা নহে।
তবে কেন স্নান-চিহ্ন কিছু নাহি দেহে ॥
সেইমত অঙ্গে ধূলা সেইমত বেশ।
সেই পুঁথি সেই বস্ত্র সেইমত কেশ ॥
এ'বুঝি মনুষ্য নহে শ্রীবিশ্বম্ভর।
মায়ারূপে কৃষ্ণ বা জন্মিলা মোর ঘর ॥ ৩৩ ॥
কোনো মহাপুরুষ বা কিছুই না জানি।"
হেনমতে চিন্তিতে, আইলা দ্বিজমণি ॥
পুত্র-দরশনানন্দে ঘুচিল বিচার।
স্নেহে পূর্ণ হৈলা দোঁহে কিছু নাহি আর ॥
যে দুই প্রহর প্রভু যায় পড়িবারে।
সেই দুই যুগ হই থাকে সে দোঁহারে ॥
কোটি রূপে কোটি মুখে বেদে যদি কয়।
তবু এ দোঁহার ভাগ্য নাহি সমুচ্চয় ॥ ৩৪ ॥
শচী-জগন্নাথ পায়ে বহু নমস্কার।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ পুত্র-রূপে যাঁর ॥
এইমত ক্রীড়া করে বৈকুণ্ঠের রায়।
বুঝিতে না পারে কেহো তাহান মায়ায় ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ-যুগে গান ॥ ৩৫ ॥
ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আদিখণ্ডে বাল্যচাপল্যাদি-
লীলা-বর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

জয় জয় মহা-মহেশ্বর গৌরচন্দ্র।
জয় জয় বিশ্বম্ভর-প্রিয় ভক্তবৃন্দ ॥
জয় জগন্নাথ-শচী-পুত্র সর্ব্ব-প্রাণ।
কৃপা-দৃষ্ট্যে প্রভু সব জীবে কর ত্রাণ ॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
বাল্যলীলা-ছলে করে প্রকাশ বিস্তর ॥
নিরন্তর চপলতা করে সবা-সনে।
মায়ে শিখা'লেও তবু প্রবোধ না মানে ॥ ১ ॥
শিখাইলে হয় আরো দ্বিগুণ চঞ্চল।
গৃহে যাহা পায় তাহা ভাঙ্গয়ে সকল ॥
ভয়ে আর কিছু না বোলয়ে বাপ-মায়।
স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে খেলায় লীলায় ॥
আদিখণ্ড-কথা যেন অমৃত-স্রবণ।
যঁহি শিশুরূপে ক্রীড়া করে নারায়ণ ॥
পিতা মাতা কাহারে না করে প্রভু ভয়।
বিশ্বরূপ অগ্রজ দেখিলে নম্র হয় ॥ ২ ॥
প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ ভগবান্।
আজন্ম-বিরক্ত সর্ব্ব গুণের নিধান ॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে সবে বাখানেন বিষ্ণু-ভক্তি।
খণ্ডিতে তাঁহার ব্যাখ্যা নাহি কারো শক্তি ॥
শ্রবণে বদনে মনে সর্ব্বেন্দ্রিয়গণে।
কৃষ্ণভক্তি বিনা আর না বলে না শুনে ॥
অনুজের দেখি অতি বিলক্ষণ-রীত।
বিশ্বরূপ মনে গণে হইয়া বিস্মিত ॥ ৩ ॥
"এ বালক কভু নহে প্রাকৃত ছাওয়াল।
রূপে আচরণে যেন শ্রীবাল-গোপাল ॥

৩১। "অব্যভাব" = খাবাপ ব্যবহার।
৩৪। "যুগ" = ১২ বৎসরে এক যুগ।
"নাহি সমুচ্চয়" = বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।
৩। "সর্ব্ব·· ·বিষ্ণু-ভক্তি" = সর্ব্ব শাস্ত্র দ্বারাই

যত অমানুষী কর্ম্ম নিরবধি করে।
এ বুঝি—খেলেন কৃষ্ণ এ শিশু-শরীরে।”
এইমত চিন্তে বিশ্বরূপ মহাশয়।
কাহারে না ভাঙ্গে তত্ত্ব, স্বকর্ম্ম করয়॥
নিরবধি থাকে সর্ব্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে।
কৃষ্ণকথা-কৃষ্ণভক্তি-কৃষ্ণপূজা-রঙ্গে॥ ৪॥
জগত প্রমত্ত ধন-পুত্র-মিথ্যারসে।
বৈষ্ণব দেখিলে মাত্র সবে উপহাসে॥
আর্য্যা তর্জ্জা পড়ে সবে বৈষ্ণব দেখিয়া।
“যতি সতী তপস্বীও যাইব মরিয়া॥
তারে বলি সুকৃতী যে দোলা ঘোড়া চড়ে।
দশ বিশ জন যার আগে পাছে নড়ে॥
এত যে গোসাঞি-ভাবে করহ ক্রন্দন।
তবু ত দারিদ্র্য-দুঃখ না হয় খণ্ডন॥ ৫॥
ঘন ঘন ‘হরি হরি’ বলি ছাড় ডাক।
ক্রুদ্ধ হয় গোসাঞি শুনিলে বড় ডাক॥”
এইমত বলে কৃষ্ণভক্তি-শূন্য জনে।
শুনি মহা দুঃখ পায় ভাগবতগণে॥
কোথাও না শুনে কেহো কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দগ্ধ দেখে সকল সংসার অনুক্ষণ॥
দুঃখ বড় পায় বিশ্বরূপ ভগবান্।
না শুনে অভীষ্ট কৃষ্ণচন্দ্রের আখ্যান॥ ৬॥
গীতা-ভাগবত যে যে জনে বা পঢ়ায়।
কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা কারো না আইসে জিহ্বায়।
কুতর্ক ঘুষিয়া সব অধ্যাপক মরে।
‘ভক্তি’ হেন নাম নাহি জানয়ে সংসারে॥
অদ্বৈত-আচার্য্য আদি যত ভক্তগণ।
জীবের কুমতি দেখি করয়ে ক্রন্দন॥

কেবলমাত্র বিষ্ণুভক্তিরই প্রাধান্য স্থাপন করেন।

“বিলক্ষণ-রীত” = অসাধারণ রীতিনীতি—কার্য্য-কলাপ, ভাবভঙ্গী।

৪। “প্রাকৃত” = সাধারণ।

“ছাওয়াল” = ছেলে।

“কাহারে না ভাঙ্গে তত্ত্ব” = আসল কথা কাহাকেও বলেন না অর্থাৎ বিশ্বম্ভরই যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না।

“স্বকর্ম্ম” = নিজের কার্য্য অর্থাৎ কৃষ্ণ-ভজন-কার্য্য।

৫। “আর্য্যা………নড়ে” = লোকে বৈষ্ণব দেখিলে ছড়া কাটিয়া বলিতে থাকে—কি সন্ন্যাসী, কি সতী, কি তপস্বী ইহারা সকলেই ত মরিয়া যাইবে, তবে কেন ইহারা কিছুমাত্র ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ না করিয়া, তীর্থভ্রমণ, পাতিব্রত্যধর্ম্ম-পালন, তপাচরণ প্রভৃতি কঠোর ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক অনর্থক আত্মাকে কষ্ট দিয়া মরে? সেই লোকই ত ভাগ্যবান্ যে পাল্কি ঘোড়া চড়িয়া বেড়ায়, বিবিধ-রূপে বিলাস ও উপভোগ করে এবং যার আগে পাছে দশ কুড়ি জন লোক চলে। এখন বুঝিতে হইবে, যাহারা এরূপ বলে, তাহারা পরকাল মানে না—তাহারা মনে করে এই জীবনে যাহা উপভোগ করিয়া লইতে পারিলাম তাহাই সত্য, পরলোকের সুখ-দুঃখ-ভোগ—সে আবার কি? ইংরাজিতেও ঠিক এইরূপ একটি কথা আছে—‘Eat, drink and be merry, for to-morrow we shall die.’ যাহারা পরকাল মানে না, ঈশ্বরের ধার ধারে না (Aethist or Materialist) তাহাদিগেরই এই সমস্ত কথা—তাহারা ইহ জীবনের ভোগ-বিলাসাদিই সত্য বলিয়া মনে করে, পরলোক বা পুনর্জ্জন্ম ও তৎকালে কর্ম্মফলের ভোগাদি তাহারা স্বীকার করে না। এই শ্রেণীর লোক ভগবদ্বহির্ম্মুখ; ইহাদের সঙ্গ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

“গোসাঞি-ভাবে” = মস্ত বড় একটা ভক্ত-ভাবে।

৬। “গোসাঞি” = ঠাকুর-দেবতা।

দুঃখে বিশ্বরূপ প্রভু মনে মনে গণে।
"না দেখিব লোক-মুখ চলি যাব বনে" ॥ ৭ ॥
ঊষাকালে বিশ্বরূপ করি গঙ্গা-স্নান।
অদ্বৈত-সভায় আসি হয় উপস্থান ॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে বাখানেন—"কৃষ্ণভক্তি সার"।
শুনিয়া অদ্বৈত সুখে করেন হুঙ্কার ॥
পূজা ছাড়ি বিশ্বরূপে ধরি করে কোলে।
আনন্দে বৈষ্ণব সব "হরি হরি" বোলে ॥
কৃষ্ণানন্দে ভক্তগণ করে সিংহ-নাদ।
কারো চিত্তে আর নাহি স্ফুরয়ে বিষাদ ॥৮॥
বিশ্বরূপ ছাড়ি কেহো নাহি যায় ঘরে।
বিশ্বরূপো না আইসেন আপন-মন্দিরে ॥
রন্ধন করিয়া শচী বলে বিশ্বম্ভরে।
তোমার অগ্রজে গিয়া আনহ সত্বরে ॥
মায়ের আদেশে প্রভু অদ্বৈত-সভায়।
আইসেন অগ্রজেরে ল'বার ছলায় ॥
আসিয়া দেখেন প্রভু বৈষ্ণব-মণ্ডল।
অন্যোন্যে কহে কৃষ্ণ-কথন-মঙ্গল ॥ ৯ ॥
আপন-প্রস্তাব শুনি শ্রীগৌর-সুন্দর।
সবারে করেন শুভ-দৃষ্টি মনোহর ॥
প্রতি অঙ্গে নিরুপম লাবণ্যের সীমা।
কোটি চন্দ্র নহে এক নখের উপমা ॥
দিগম্বর সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
হাসিয়া অগ্রজ প্রতি কবেন উত্তর ॥
"ভোজনে আইস ভাই! ডাকয়ে জননী।"
অগ্রজ-বসন ধরি চলয়ে আপনি ॥ ১০ ॥
দেখি সে মোহন রূপ সর্ব্ব ভক্তগণ।
চকিত হইয়া সবে করে নিরীক্ষণ ॥
সমাধির প্রায় হইয়াছে ভক্তগণে।
কৃষ্ণের কথন কারু না আইসে বদনে ॥
প্রভু দেখি ভক্ত-মোহ স্বভাবেই হয়।
বিনি অনুভবেও দাসের চিত্তে লয় ॥
প্রভুও সে আপন-ভক্তের চিত্ত হরে।
এ কথা বুঝিতে অন্য জনে নাহি পারে ॥১১॥
এ রহস্য বিদিত কৈলেন ভাগবতে।
পরীক্ষিত শুনিলেন শুকদেব হৈতে ॥

৮। "হয় উপস্থান" উপস্থিত হন।

"সর্ব্ব শাস্ত্রে ...... সার" = সব শাস্ত্র দ্বারাই কৃষ্ণ-ভক্তি যে একমাত্র সার বস্তু, তাহাই ব্যাখ্যা করেন ও প্রমাণাদি দ্বারা তাহাই স্থাপিত করেন।

৯। "মন্দিরে"—বাটীতে।

"অগ্রজে" = বড় ভাইকে ; দাদাকে।

"কৃষ্ণ-কথন মঙ্গল"—মঙ্গলময় কৃষ্ণকথা।

১০। "আপন-প্রস্তাব" — নিজের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও লীলা-কীর্ত্তন।

"দিগম্বর" = উলঙ্গ ; ন্যাংটো।

১১। "দেখি ...... লয়" – সেই বিশ্ব-বিমোহন রূপ দেখিয়া ভক্তগণ চমকিত হইয়া একদৃষ্টে তাহাই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ; তখন তাঁহাদের কি অবস্থা হইল—না, তাঁহারা ধ্যানমগ্ন মুনি-ঋষির ন্যায় নিশ্চল হইয়া কৃষ্ণ-কথার আলোচনা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন। শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিয়া ইনিই যে আমার প্রাণের প্রভু, তাহা জানিতে বা বুঝিতে না পারিলেও, তাঁহার রূপ দর্শন মাত্রেই মুগ্ধ হইয়া যাওয়া ভক্তগণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। শ্রীভগবান্‌কে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াও, তাঁহাকে অনুভব করিতে না পারিলে যেমন যোগী, ঋষি, তপস্বিগণের চিত্তের সমাধি হয় না অর্থাৎ চিত্ত তন্ময় হয় না, ভক্তগণের সেরূপ নহে—শ্রীভগবানের রূপ দর্শন মাত্রেই তাঁহাদের চিত্তে স্বভাবতঃই 'লয়' অর্থাৎ সমাধি

প্রসঙ্গে শুনহ ভাগবতের আখ্যান।
শুক-পরীক্ষিতের সংবাদ অনুপাম॥
এই গৌরচন্দ্র যবে জন্মিলা গোকুলে।
শিশু-সঙ্গে গৃহে গৃহে ক্রীড়া করি বুলে॥
জন্ম হৈতে প্রভুরে সকল গোপীগণে।
নিজ-পুত্র হইতেও স্নেহ করে মনে॥ ১২॥
যদ্যপি ঈশ্বর-বুদ্ধ্যে না জানে কৃষ্ণেরে।
স্বভাবেই পুত্র হৈতে বড় স্নেহ করে॥
শুনিয়া বিস্মিত বড় রাজা পরীক্ষিত।
শুক-স্থানে জিজ্ঞাসেন হই পুলকিত॥
পরম অদ্ভুত কথা কহিলে গোঁসাই।
ত্রিভুবনে এমত কোথাও শুনি নাই॥
নিজ-পুত্র হৈতে পর-তনয় কৃষ্ণেরে।
কহ দেখি স্নেহ কৈল কেমন প্রকারে॥ ১৩॥
শ্রীশুক কহেন শুন রাজা পরীক্ষিত।
পরমাত্মা সর্ব্ব-দেহে বল্লভ বিদিত॥

আত্মা বিনে বিফল সে—যত বন্ধুগণ।
গৃহ হৈতে বাহির করয়ে ততক্ষণ॥
অতএব পরমাত্মা সবার জীবন।
সেই পরমাত্মা এই শ্রীনন্দনন্দন॥
অতএব পরমাত্মা সবার কারণে।
কৃষ্ণেতে অধিক স্নেহ করে গোপীগণে॥১৪॥
এহো কথা ভক্ত প্রতি, অন্য প্রতি নহে।
অন্যথা জগতে কেনে স্নেহ না করয়ে॥
কংসাদিরো আত্মা কৃষ্ণ তবে হিংসে কেনে।
পূর্ব্ব অপরাধ আছে তাহার কারণে॥
সহজে শর্করা মিষ্ট সর্ব্বজনে জানে।
কেহো তিক্ত বাসে জিহ্বা-দোষের কারণে॥
জিহ্বার সে দোষ, শর্করার দোষ নাই।
অতএব সর্ব্ব-মিষ্ট চৈতন্য-গোঁসাই॥ ১৫॥
এই নবদ্বীপেতে দেখিল সর্ব্বজনে।
তথাপিহ কেহো না জানিল ভক্ত বিনে॥

উপস্থিত হইয়া থাকে—তাঁহারা আপনা-আপনিই তন্ময় হইয়া যান। আর শ্রীভগবানেরও স্বভাব হইতেছে, তিনি দর্শন দিয়া তৎক্ষণেই ভক্তগণের চিত্ত অপহরণ করেন। এই সমস্ত কথা ভক্ত ভিন্ন অন্যের বুঝিবার ক্ষমতা নাই।

১২। "প্রসঙ্গে"=কথাক্রমে; কথায় কথায়। "সংবাদ"=কথোপকথন। "বুলে"=বেড়ায়।

১৪। "শ্রীশুক.........ততক্ষণ" = শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতকে বলিলেন, "মহারাজ! শ্রবণ করুন; পরমাত্মা শ্রীভগবান্‌ই সকল দেহের অধিপতি এবং তিনিই জীবাত্মা-রূপে সর্ব্বদেহে বিরাজ করিতেছেন। এই জীবাত্মা দেহ ছাড়িয়া গেলে সে দেহ বৃথা হইয়া যায়; সুতরাং আত্মীয়-স্বজনগণ তখন উহাকে ফেলিয়া দেন। "জীবন"=প্রাণ-স্বরূপ; মূল প্রাণ। "পরমাত্মা সবার কারণে"—সকলেরই পরমাত্মা বলিয়া।

১৫। "এহো...করয়ে"=পরমাত্মা শ্রীভগবানের প্রতি সমধিক স্নেহ করা জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইলেও, কেবল ভক্তগণই তাঁহাকে স্ত্রী-পুত্রাদি আত্মীয়-স্বজন অপেক্ষা এবং নিজের প্রাণ অপেক্ষাও অধিকতর ভালবাসিয়া থাকেন ও তদ্গতচিত্ত হইয়া যান; কিন্তু অন্যের এরূপ হয় না, কারণ তাহা হইলে সকলেই স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি মমতা-শূন্য হইয়া পড়িত এবং শ্রীভগবান্ ব্যতীত আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারিত না; তাহা হইলে সৃষ্টি ত রক্ষা হয় না; সুতরাং সৃষ্টিরক্ষার নিমিত্ত ইহাও তাঁহারই মায়া-বিস্তার; তা ছাড়া অপরাধাদিতেও শ্রীভগবানে প্রীতি জন্মে না।

ভক্তের সে চিত্ত প্রভু হরে সর্ব্বথায়।
বিহরয়ে নবদ্বীপে বৈকুণ্ঠের রায়॥
মোহিয়া সবার চিত্ত প্রভু বিশ্বম্ভর।
অগ্রজে লইয়া চলিলেন নিজ-ঘর॥
মনে মনে চিন্তয়ে অদ্বৈত-মহাশয়।
"প্রাকৃত মানুষ কভু এ বালক নয়"॥ ১৬॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রতি বলিলা অদ্বৈত।
"কোন্ বস্তু এ বালক না জানি নিশ্চিত॥"
প্রশংসিতে লাগিলেন সর্ব্ব ভক্তগণ।
অপূর্ব্ব শিশুর রূপ-লাবণ্য-কথন॥
নামমাত্র বিশ্বরূপ চলিলেন ঘরে।
পুনঃ আইলেন শীঘ্র অদ্বৈত-মন্দিরে॥
না ভায় সংসার-সুখ বিশ্বরূপ-মনে।
নিরবধি থাকে কৃষ্ণ-আনন্দ-কীর্ত্তনে॥ ১৭॥
গৃহে আইলেও গৃহ-ব্যভার না করে।
নিরবধি থাকে বিষ্ণু-গৃহের ভিতরে॥
বিবাহের উদ্যোগ করযে পিতামাতা।
শুনি বিশ্বরূপ বড় মনে পায় ব্যথা॥
'ছাড়িব সংসার'—বিশ্বরূপ মনে ভাবে।
'চলিবাঙ বনে'—মাত্র এই মনে জাগে॥
ঈশ্বরের চিত্ত-বৃত্তি ঈশ্বর সে জানে।
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিলা কত দিনে॥ ১৮॥
জগতে বিদিত নাম 'শ্রীশঙ্করারণ্য'।
চলিলা অনন্ত-পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য॥

চলিলেন যদি বিশ্বরূপ-মহাশয়।
শচী জগন্নাথ দগ্ধ হইলা হৃদয়॥
গোষ্ঠী সহ ক্রন্দন করয়ে উর্দ্ধরায়।
ভাইর বিরহে মূর্চ্ছা গেলা গৌর-রায়॥
সে বিরহ বর্ণিতে বদনে নাহি পারি।
হইল ক্রন্দনময় জগন্নাথ-পুরী॥ ১৯॥
বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস দেখিয়া ভক্তগণ।
অদ্বৈতাদি সবে বহু করিলা ক্রন্দন॥
উত্তম মধ্যম যে শুনিলা নদীয়ায়।
হেন নাহি যে শুনিয়া দুঃখ নাহি পায়॥
জগন্নাথ-শচীর বিদীর্ণ হয় বুক।
নিরন্তর ডাকে 'বিশ্বরূপ বিশ্বরূপ'॥
পুত্র-শোকে মিশ্রচন্দ্র হইলা বিহ্বল।
প্রবোধ করয়ে বন্ধু বান্ধব সকল॥ ২০॥
"স্থির হও মিশ্র! কেনে দুঃখ ভাব' মনে।
সর্ব্ব গোষ্ঠী উদ্ধারিল সেই মহাজনে॥
গোষ্ঠীতে পুরুষ যার করয়ে সন্ন্যাস।
ত্রিকোটি কুলের হয় শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস॥
হেন কর্ম্ম করিলেন নন্দন তোমার।
সফল হইল বিদ্যা সকল তাহার॥
আনন্দ বিশেষ আরো করিতে জুয়ায়।"
এত বলি সকলে ধরয়ে হাতে পায়॥ ২১॥
"এই কুল-ভূষণ তোমার বিশ্বম্ভর।
এই পুত্র হইবে তোমার বংশধর॥

১৬। "প্রাকৃত মানুষ"=সাধারণ লোক; এই আমাদের মত জড়-দেহের লোক।

"প্রাকৃত.......নয়"=এই ছেলেটী নিশ্চয়ই কোনও মহাপুরুষ হইবে—স্বয়ং ভগবান্ও হইবে বা।

১৭। "না ভায়"=ভাল লাগে না।

১৮। "গৃহ-ব্যভার"=বাড়ীর কাজ-কর্ম্ম।

১৯। "শ্রীশঙ্করারণ্য"=শ্রীবিশ্বরূপের সন্ন্যাসের নাম। "অনন্ত-পথে"=নিরুদ্দিষ্ট পথে; যে পথের খোঁজ-খবর কেহ পায় না; নিরুদ্দেশ হইয়া।

"বৈষ্ণবাগ্রগণ্য"=বৈষ্ণব-চূড়ামণি।

"উর্দ্ধরায়"=উচ্চৈঃস্বরে।

২১। "জুয়ায়"=উচিত হয়।

ইহা হৈতে সর্ব্ব দুঃখ ঘুচিবে তোমার।
কোটী পুত্রে কি করিবে এ পুত্র যাহার॥”
এইমত সবে বুঝায়েন বন্ধুগণ।
তথাপি মিশ্রের দুঃখ না হয় খণ্ডন॥
যে তে মতে ধৈর্য্য করে মিশ্র-মহাশয়।
বিশ্বরূপ-গুণ স্মরি ধৈর্য্য পাসরয়॥ ২২॥
মিশ্র বলে “এই পুত্র রহিবেক ঘরে।
ইহাতে প্রমাণ মোর না লয় অন্তরে॥
দিলেন কৃষ্ণ সে পুত্র, নিলেন কৃষ্ণ সে।
যে কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছা হইব সেই সে॥
স্বতন্ত্র জীবের তিলার্দ্ধেকো শক্তি নাই।
দেহেন্দ্রিয় কৃষ্ণ! সমর্পিল তোমা ঠাঁই॥”
এইরূপ জ্ঞানযোগে মিশ্র মহাধীর।
অল্পে অল্পে চিত্তবৃত্তি করিলেন স্থির॥ ২৩॥
হেনমতে বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের অভেদ-শরীর॥
যে শুনয়ে বিশ্বরূপ-প্রভুর সন্ন্যাস।
কৃষ্ণভক্তি হয় তার—ছিণ্ডে কর্ম্ম-ফাঁস॥
বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস শুনিয়া ভক্তগণ।
হরিষ বিষাদ সবে ভাবে অনুক্ষণ॥
“যে বা ছিল স্থান কৃষ্ণ-কথা কহিবার।
তাহা কৃষ্ণ হরিলেন আমা সবাকার॥ ২৪॥
আমরাও না রহিব—চলিবাঙ বনে।
এ পাপিষ্ঠ-লোক-মুখ না দেখি যেখানে॥
পাষণ্ডীর বাক্য-জ্বালা সহিব বা কত।
নিরন্তর অসৎ-পথে সর্ব্বলোক রত॥
‘কৃষ্ণ’ হেন নাম নাহি শুনি কারো মুখে।
সকল সংসার ডুবি মরে মিথ্যা-সুখে॥
বুঝাইলে কেহো কৃষ্ণ-পথ নাহি লয়।
উলটিয়া আরো উপহাস সে করয়॥ ২৫॥
“কৃষ্ণ ভজি তোমার হইল কোন্ সুখ।
মাগিয়া সে খাও, আরো বাঢ়ে যত দুখ॥”
যোগ্য নহে এ সব লোকের সনে বাস;
বনে চলিবাঙ” বলি সবে ছাড়ে শ্বাস॥
প্রবোধেন সবারে অদ্বৈত-মহাশয়।
“পাইবা পরমানন্দ সবেই নিশ্চয়॥
এবে বড় বাসি মুই হৃদয়ে উল্লাস।
হেন বুঝি কৃষ্ণচন্দ্র করিলা প্রকাশ॥ ২৬॥
সবে কৃষ্ণ গাও গিয়া পরম-হরিষে।
এথাই দেখিবে কৃষ্ণ কথোক দিবসে॥
তোমা সবা লৈয়া হৈব কৃষ্ণের বিলাস।
তবে সে অদ্বৈত হঙ শুদ্ধ কৃষ্ণ-দাস॥
কদাচিৎ যাহা পায় শুক বা প্রহ্লাদ।
তো সবার ভৃত্যেও পাইব সে প্রসাদ॥”

২২। “পাসরয়”=ভুলিয়া যায়; হারায়।

২৩। “প্রমাণ”=নিশ্চয়তা।

২৪। “নিত্যানন্দ……শরীর”=যে বিশ্বরূপ হইলেন শ্রীনিত্যানন্দ-ভগবান্ হইতে অভিন্ন।

“হরিষ বিষাদ সবে”=ইহ জগতে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সর্ব্বোত্তম কার্য্য করিলেন বলিয়া সকলে আনন্দিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার অভাবে কৃষ্ণ-কথা শুনিতে পাইবেন না বলিয়া সকলে আবার মহা দুঃখিতও হইলেন।

২৫। “মিথ্যা সুখে”=কৃষ্ণ-ভজন-জনিত একমাত্র নিত্য সুখ ব্যতীত ভোগ-বিলাসাদি-জনিত অন্যান্য অনিত্য ইন্দ্রিয়-সুখে।

২৬। “কৃষ্ণ……দুখ”=এই কথা পাষণ্ডীরা বলে। “প্রবোধেন”=সান্ত্বনা করেন।

শুনি অদ্বৈতের অতি অমৃত-বচন।
পরমানন্দে 'হরি' বলে সব ভক্তগণ ॥ ২৭ ॥
'হরি' বলি ভক্তগণ করয়ে হুঙ্কার।
সুখময় চিত্ত-বৃত্তি হইল সবার ॥
শিশু-সঙ্গে ক্রীড়া করে শ্রীগৌরসুন্দর।
হরিধ্বনি শুনি যায় বাড়ীর ভিতর ॥
"কি কার্য্যে আইলা বাপ!" বলে ভক্তগণে।
প্রভু বলে "তোমরা ডাকিলে মোরে কেনে ॥"
এত বলি প্রভু শিশু-সঙ্গে ধাই যায়।
তথাপি না জানে কেহো তাহান মায়ায় ॥২৮॥
যে অবধি বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
তদবধি প্রভু কিছু হইলা সুস্থির ॥
নিরবধি থাকে পিতা-মাতার সমীপে।
দুঃখ পাসরয়ে যেন জননী-জনকে ॥
খেলা সম্বরিয়া প্রভু যত্ন করি পড়ে।
তিলার্দ্ধেকো পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে ॥
একবার যে সূত্র পড়িয়া প্রভু যায়।
আরবার উলটিয়া সবারে ঠেকায় ॥ ২৯ ॥
দেখিয়া অপূর্ব্ব বুদ্ধি সবেই প্রশংসে।
সবে বলে "ধন্য পিতা মাতা হেন বংশে ॥"
সন্তোষে কহেন সবে জগন্নাথ-স্থানে।
"তুমি ত কৃতার্থ মিশ্র! এহেন নন্দনে ॥
এমত সুবুদ্ধি শিশু নাহি ত্রিভুবনে।
বৃহস্পতি জিনিয়া হইব বিদ্যাবানে ॥ ৩০ ॥
শুনিলেই সর্ব্ব অর্থ আপনে বাখানে।
তান ফাঁকি বাখানিতে নারে কোনো জনে ॥"
শুনিয়া পুত্রের গুণ জননী হরিষ।
মিশ্র পুন চিত্তে বড় হয় বিমরিষ ॥
শচী প্রতি বলে জগন্নাথ মিশ্রবর।
"এহো পুত্র না রহিব সংসার-ভিতর ॥
এইমত বিশ্বরূপ পড়ি সর্ব্বশাস্ত্র।
জানিল—'সংসার সত্য নহে তিলমাত্র' ॥
সর্ব্ব-শাস্ত্র-মর্ম্ম জানি বিশ্বরূপ ধীর।
অনিত্য সংসার হৈতে হইলা বাহির ॥ ৩১ ॥
এহো যদি সর্ব্ব শাস্ত্রে হৈব জ্ঞানবান্।
ছাড়িয়া সংসার-সুখ করিব পয়ান ॥
এই পুত্র সবে দুই জনের জীবন।
ইহা না দেখিলে দুই জনের মরণ ॥
অতএব ইহার পড়িয়া কার্য্য নাই।
মূর্খ হৈয়া ঘরে মোর রহুক নিমাই ॥"
শচী বলে "মূর্খ হইলে জীবেক কেমনে।
মূর্খেরে ত কন্যাও না দিবে কোনো জনে ॥"
মিশ্র বলে "তুমি ত অবোধ বিপ্র-সুতা।
হর্ত্তা কর্ত্তা পিতা কৃষ্ণ—সবার রক্ষিতা ॥ ৩২ ॥
জগত পোষণ করে জগতের নাথ।
পাণ্ডিত্যে পোষয়ে কেবা কহিল তোমা'ত ॥
কিবা মূর্খ কি পণ্ডিত যাহার যেখানে।
কন্যা লিখিয়াছে কৃষ্ণ, সে হৈবে আপনে ॥
কুল বিদ্যা আদি উপলক্ষণ সকল।
সবারে পোষয়ে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্ব-বল ॥ ৩৩ ॥
সাক্ষাতেই এই কেনে না দেখ আমা'ত।
পড়িয়াও আমার ঘরে কেনে নাহি ভাত ॥

২৮। "প্রভু··· কেনে"—এতদ্দ্বারা মহাপ্রভু কৌশলে আত্মপ্রকাশ করিলেন।
২৯। "সম্বরিয়া"=ত্যাগ করিয়া; ছাড়িয়া।
"ঠেকায়"=কাদায় ফেলে, হারাইয়া দেয়।
৩০। "ফাঁকি"=কূট প্রশ্ন; চালাকি বা ঠকানে প্রশ্ন; বিপরীতভাবে অর্থ করিয়া প্রকৃত অর্থ স্থাপনের জন্য প্রশ্ন। ৩১। "বিমরিষ"=বিমর্ষ; দুঃখিত।
৩২। "জীবেক"=জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

ভালমতে বর্ণ উচ্চারিতেও যে নারে।
সহস্র পণ্ডিত গিয়া দেখ তার দ্বারে॥
অতএব বিদ্যা আদি না করে পোষণ।
কৃষ্ণ সে সবার করে পোষণ পালন॥ ৩৪॥

তথাহি—

অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনং।
অনারাধিত-গোবিন্দ-চরণস্য কথং ভবেৎ॥ ৩৫॥

অনায়াসে মরণ, জীবন দৈন্য বিনে।
কৃষ্ণ সেবিলে সে হয়, নহে বিদ্যা-ধনে॥
কৃষ্ণ-কৃপা বিনে নহে দুঃখের মোচন।
থাকিল বা বিদ্যা কুল কোটি কোটি ধন॥
যার গৃহে আছয়ে সকল উপভোগ।
তারে কৃষ্ণ দিয়াছেন কোনো এক রোগ॥
কিছু বিলসিতে নারে দুঃখে পুড়ি মরে।
যার নাহি তাহা হৈতে দুঃখী বলি তারে॥
এতেকে জানিহ—থাকিলেও কিছু নয়।
যারে যেমন কৃষ্ণ-আজ্ঞা সেই সত্য হয়॥ ৩৬॥
এতেকে না কর চিন্তা পুত্র প্রতি তুমি।
কৃষ্ণ পুষিবেন পুত্র—কহিলাঙ আমি॥

যাবৎ শরীরে প্রাণ আছয়ে আমার।
তাবৎ তিলেক দুঃখ নাহিক উহার॥
আমার সবারে কৃষ্ণ আছেন রক্ষিতা।
কিবা চিন্তা তুমি যার মাতা পতিব্রতা॥
পড়িয়া নাহিক কার্য্য—বলিল তোমারে।
মূর্খ হই পুত্র মোর রহু মাত্র ঘরে॥"
এত বলি পুত্রেরে ডাকিলা মিশ্রবর।
মিশ্র বলে "শুন বাপ! আমার উত্তর॥ ৩৭॥
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক তোমার।
ইহাতে অন্যথা কর, শপথ আমার॥
যে তোমার ইচ্ছা বাপ! তাই দিব আমি।
গৃহে বসি পরম মঙ্গলে থাক তুমি॥"
এত বলি মিশ্র চলিলেন কার্য্যান্তর।
পড়িতে না পায় আর প্রভু বিশ্বম্ভর॥
নিত্য ধর্ম্ম-সনাতন শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।
না লঙ্ঘে জনক-বাক্য—পড়িতে না যায়॥
অন্তরে দুঃখিত প্রভু বিদ্যারস-ভঙ্গে।
পুনঃ প্রভু উদ্ধত হইলা শিশু-সঙ্গে॥ ৩৮॥
কিবা নিজ-ঘরে প্রভু কিবা পর-ঘরে।
যাহা পায় তাহা ভাঙ্গে অপচয় করে॥

"পয়ান" = প্রস্থান; চলিয়া যাওয়া।

"অবোধ বিপ্র-সুতা" = বোকা বামনী।

৩৩। "উপলক্ষণ = মর্য্যাদার ভূষণ; সম্মানের জিনিস; Qualifications. "সর্ব্ব-বল" = সকলেরই মূল।

৩৫। যে ব্যক্তি শ্রীগোবিন্দ-পদারবিন্দ আরাধনা করে নাই, তাহার কষ্ট ব্যতীত মরণ কিম্বা দুঃখ ব্যতীত জীবন ধারণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

৩৬। "অনায়াসে……ধনে" = কৃষ্ণ-ভজন করিলে বিনা কষ্টে মরণ হয় অর্থাৎ মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা বা যম-যাতনা ভোগ করিতে হয় না এবং বিনা দুঃখে জীবন-যাপন হওয়া ঘটিয়া থাকে; বিদ্যা কিম্বা অর্থ দ্বারা তাহা হয় না।

"যার…… তারে" = যার ঘরে উপভোগ করিবার সমস্ত বস্তুই রহিয়াছে, কিন্তু তার এমন একটী রোগ জন্মিল যে, তজ্জন্য সে কিছুই উপভোগ করিতে পারিল না; কাজে কাজেই সে দুঃখে পুড়িয়া মরিতে লাগিল। সুতরাং যার কিছু নাই, তার চেয়ে এইরূপ ব্যক্তি অধিক দুঃখী।

৩৭। "আমার সবারে" = আমার সকলকে; আমাদের সকলকে। "উত্তর" = কথা; বক্তব্য।

এত বলি হাসে বর্জ্জ্য হাঁড়ীর আসনে।
দত্তাত্রেয়-ভাব প্রভু হইলা তখনে॥
মায়ে বলে "তুমি যে বসিলা মন্দ স্থানে।
এবে তুমি পবিত্র বা হইবা কেমনে॥"
প্রভু বলে "মাতা! তুমি বড় শিশুমতি।
অপবিত্র স্থানে কভু নহে মোর স্থিতি॥ ৪৩॥
যথা মোর স্থিতি সেই সর্ব্ব-পুণ্যস্থান।
গঙ্গা আদি সর্ব্ব তীর্থ তঁহি অধিষ্ঠান॥
আমার সে কাল্পনিক শুচি বা অশুচি।
স্রষ্টার কি দোষ আছে, মনে ভাব বুঝি॥
লোক-বেদ-মতে যদি অশুদ্ধ বা হয়।
আমি পরশিলেও কি অশুদ্ধতা রয়॥ ৪৪॥
এ সব হাঁড়ীতে মূলে নাহিক দূষণ।
তুমি যাতে বিষ্ণু লাগি করিলা রন্ধন॥
বিষ্ণুর রন্ধন-স্থালী কভু দুষ্ট নয়।
এ হাঁড়ী-পরশে আরো স্থান শুদ্ধ হয়॥
এতেকে আমার বাস নহে মন্দ স্থানে।
সবার শুদ্ধতা মোর পরশ-কারণে॥"
বাল্যভাবে সর্ব্ব তত্ত্ব কহি প্রভু হাসে।
তথাপি না বুঝে কেহো তান মায়া-বশে॥৪৫॥

দেখিতে পাই না; সুতরাং আমার চক্ষে সবই সমান। এরূপ অর্থেও, কৌশলে মহাপ্রভুর আত্ম-প্রকাশ করা হইতেছে, যেহেতু এরূপ অল্প বয়সে এতাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন হওয়া একমাত্র শ্রীভগবান্ ভিন্ন অন্যে সম্ভবে না।

"দত্তাত্রেয়-ভাব" = মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের মত ব্রহ্মবুদ্ধি ও সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি-সম্পন্ন। একদা মহর্ষি অত্রি পুত্রার্থী হইয়া শ্রীভগবানের নিকট তাঁহারই সদৃশ একটী পুত্র পাইবার প্রার্থনা করায়, ভক্তবৎসল ভগবান্ তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং তাঁহার সদৃশ আর কেহ হইতে পারে না দেখিয়া, তিনি নিজেই অত্রি-মুনির পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। নিজেকে পুত্ররূপে দান করায় তিনি হইলেন 'দত্ত' এবং অত্রির পুত্র বলিয়া 'আত্রেয়'; তাই নাম হইল 'দত্তাত্রেয়'। ইনি প্রহ্লাদ, যদু, কার্ত্তবীর্য্য (হৈহয়) প্রভৃতি রাজাদিগকে আত্মতত্ত্ব ও জ্ঞানোপদেশ প্রদান করেন। "শিশুমতি" = ছেলে মানুষ।

"অপবিত্র..............স্থিতি" = আমি কখনও অপবিত্র স্থানে থাকি না, কেননা আমার স্পর্শমাত্র অপবিত্র স্বতঃই পবিত্র হইয়া যায়, অশুচি শুচি হয়; সুতরাং তখন পবিত্র স্থানেই আমার অধিষ্ঠান হইল।

৪৪। "আমার .....বুঝি" = এ জগতে শুচিই বা কি, আর অশুচিই বা কি? এ সব ত আমারই কল্পনা মাত্র অর্থাৎ আমি যাহাকে শুচি করিয়াছি সেই শুচি, আর যাহাকে অশুচি করিয়াছি সেই অশুচি; অতএব বুঝিয়া দেখ, ইহাতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার কোন দোষ নাই, যেহেতু আমারই নির্দ্দেশানুসারে তিনি শুচি ও অশুচির পার্থক্য করিয়াছেন।

"লোক......রয়" = এতদ্দ্বারা মহাপ্রভু অতি অলক্ষিতরূপে আত্ম-প্রকাশ করিতেছেন অর্থাৎ বলিতেছেন যে, যদিও বা লোকের মতে বা বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রের মতে কোনও দ্রব্য অশুদ্ধ হয়, তথাপি ঈশ্বর আমি, আমি স্পর্শ করিলেও কি আর তাহা অপবিত্র থাকিতে পারে?

৪৫। "রন্ধন-স্থালী" = রাঁধিবার পাত্র।

"সবার......কারণে" = আমার স্পর্শ পাইলেই সব শুদ্ধ হইয়া যায়। "তথাপি......বশে" = তাঁহার মায়ার এমনই প্রভাব যে, তিনি প্রকারান্তরে নিজ-তত্ত্ব ব্যক্ত করিলেও, জীব সকল মায়া-মুগ্ধ বলিয়া কেহ তাহা বুঝিতে পারে না।

সবেই হাসেন শুনি শিশুর বচন।
"স্নান আসি কর"—শচী বলেন তখন ॥
না আইসেন প্রভু সেইখানে বসি আছে।
শচী বলে "ঝাট আইস বাপে জানে পাছে ॥"
প্রভু বলে "যদি মোরে না দেহ পড়িতে।
তবে মুই নাহি যাঙ—কহিল তোমাতে ॥"
সবেই ভর্ৎসেন ঠাকুরের জননীরে।
সবে বলে "কেনে নাহি দেহ পড়িবারে ॥৪৬॥
যত্ন করি কেহ নিজ-বালক পড়ায়।
কত ভাগ্যে পড়িতে আপনে শিশু চায় ॥
কোন্ শত্রু হেন বুদ্ধি দিল বা তোমারে।
ঘরে মূর্খ করি পুত্র রাখিবার তরে ॥
ইহাতে শিশুর দোষ তিলার্দ্ধেকো নাই।"
সবেই বলেন "বাপ! আইস নিমাই ॥
আজি হৈতে তুমি যদি না পাও পড়িতে।
তবে অপচয় তুমি ক'রো ভালমতে ॥"
না আইসে প্রভু, সেইখানে বসি হাসে।
সুকৃতী সকল সুখ-সিন্ধু-মাঝে ভাসে ॥ ৪৭ ॥
আপনে ধরিয়া শিশু আনিলা জননী।
হাসে গৌরচন্দ্র যেন ইন্দ্রনীলমণি ॥
তত্ত্ব কহিলেন প্রভু দত্তাত্রেয়-ভাবে।
না বুঝিল কেহো বিষ্ণু-মায়ার প্রভাবে ॥
স্নান করাইল লৈয়া শচী পুণ্যবতী।
হেন কালে আইলেন মিশ্র মহামতি ॥ ৪৮ ॥
মিশ্র-স্থানে শচী সব কহিলেন কথা।
"পড়িতে না পায় পুত্র মনে ভাবে ব্যথা ॥"
সবেই বলেন "মিশ্র! তুমি ত উদার।
কার বোলে পুত্রে নাহি দেহ পড়িবার ॥
যে করিবে কৃষ্ণচন্দ্র সেই সত্য হয়ে।
চিন্তা পরিহরি দেহ পড়িতে নির্ভয়ে ॥ ৪৯ ॥
ভাগ্য সে—বালক চাহে আপনে পড়িতে।
ভাল দিনে যজ্ঞসূত্র দেহ ভালমতে ॥"
মিশ্র বলে "তোমরা পরম বন্ধুগণ।
তোমরা যে বল—সেই আমার বচন ॥"
অলৌকিক দেখিয়া শিশুর সব কর্ম্ম।
বিস্ময় ভাবেন কেহো নাহি জানে মর্ম্ম ॥
মধ্যে মধ্যে কোনো জন বড় ভাগ্যবানে।
পূর্ব্বে কহি রাখিয়াছে জগন্নাথ-স্থানে ॥ ৫০ ॥
"প্রাকৃত বালক কভু এ বালক নহে।
যত্ন করি এ বালকে রাখিহ হৃদয়ে ॥"
নিরবধি গুপ্তভাবে প্রভু কেলি করে।
বৈকুণ্ঠ-নায়ক দ্বিজ-অঙ্গনে বিহরে ॥
পড়িতে পাইলা প্রভু বাপের আদেশে।
হইলেন মহাপ্রভু আনন্দ-বিশেষে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীবিশ্বরূপ-
সন্ন্যাসাদি বর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

৪৬। "ভৎর্সেন"—তিরস্কার করেন।

৪৮। "হাসে ... ইন্দ্রনীলমণি"=মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলেন, সে হাসি যেন মরকতমণি বা পান্নার ন্যায় সব আলো করিয়া ফেলিল।

৫০। "যজ্ঞ-সূত্র"—উপবীত; পৈতা।

৫১। "প্রাকৃত ... হৃদয়ে"—এ বালক কখনও সাধারণ বালক নহে অর্থাৎ এ শিশু অপ্রাকৃত বস্তু। এতদ্দ্বারা ঐ শিশু যে শ্রীভগবান্, তাহাও ভাবান্তরে বলিয়া দিলেন। আর বলিলেন দেখ, শ্রীভগবান্কে যেমন নিরবধি পরমাদরে হৃদয়ে রাখিতে হয়, ইহাকেও তাহাই করিও।

"অঙ্গন"—চত্বর; উঠান।

সপ্তম অধ্যায়।

জয় জয় কৃপাসিন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় শচী-জগন্নাথ-গৃহ-শশধর ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণ।
জয় জয় সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্মের নিধান ॥
ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥
হেনমতে মহাপ্রভু জগন্নাথ-ঘরে।
নিগূঢ়ে আছেন কেহো চিনিতে না পারে ॥১॥
বাল্য-ক্রীড়া নাম যত আছে পৃথিবীতে।
সকল খেলায় প্রভু কে পাবে কহিতে ॥
বেদ-দ্বারে ব্যক্ত হৈব সকল পুরাণে।
কিছু শেষে শুনিব সকল ভাগ্যবানে ॥
এইমত গৌরচন্দ্র বাল্য-রসে ভোলা।
যজ্ঞোপবীতের কাল আসিয়া মিলিলা ॥
যজ্ঞসূত্র পুত্রেরে দিবারে মিশ্রবর।
বন্ধুবর্গ ডাকিয়া আনিলা নিজ-ঘর ॥ ২ ॥
পরম হরিষে সবে আসিয়া মিলিলা।
যার যেন যোগ্য কার্য্য করিতে লাগিলা ॥
স্ত্রীগণেতে জয় দিয়া কৃষ্ণ-গুণ গায়।
নটগণে মৃদঙ্গ সানাই বংশী বায় ॥
বিপ্রগণে বেদ পড়ে ভাটে রায়বার।
শচী-গৃহে হইল আনন্দ-অবতার ॥
যজ্ঞসূত্র ধরিবেন শ্রীগৌরসুন্দর।
শুভ-যোগ সকল আইল শচী-ঘর ॥ ৩ ॥
শুভ-মাস শুভ-দিন শুভ-ক্ষণ করি।
ধরিলেন যজ্ঞসূত্র গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥
শোভিল শ্রীঅঙ্গে যজ্ঞসূত্র মনোহর।
সূক্ষ্মরূপে 'শেষ' বা বেঢ়িলা কলেবর ॥
হইলা বামন-রূপ প্রভু গৌরচন্দ্র।
দেখিতে সবার বাঢ়ে পরম আনন্দ ॥
অপূর্ব্ব ব্রহ্মণ্য-তেজ দেখি সর্ব্ব গণে।
নর-জ্ঞান আর কেহো নাহি করে মনে ॥ ৪ ॥
হাতে দণ্ড কান্ধে ঝুলি শ্রীগৌরসুন্দর।
ভিক্ষা করে প্রভু সব সেবকের ঘর ॥

১। "নিধান" = আধার ; ভাণ্ডার।

"নিগূঢ়ে" = গুপ্তভাবে ; গোপনে।

২। "বেদ......পুরাণে" = বেদব্যাস-শক্তিতে শক্তিমান্ মহাপুরুষদিগের দ্বারা বেদ ও তদনুগত পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রেই পরে বর্ণিত হইবে। এখন এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র ত বহু পূর্ব্বে হইয়াই গিয়াছে, তবে আবার গৌরলীলা ইহারও পরে বেদপুরাণে কি প্রকারে ব্যক্ত হইবে? ইহার উত্তর এই যে, গ্রন্থকর্ত্তা বেদ-পুরাণ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা, শ্রীভগবল্লীলা-বর্ণনকারী গ্রন্থমাত্রকেই বুঝাইতেছেন। এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে তিনি যে এইরূপে বেদ, পুরাণাদি শাস্ত্রবাচক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি ভবিষ্যৎ মহাজনগণ কর্ত্তৃক বিরচিত শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাগ্রন্থ-সমূহকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ-সমূহই যে তাঁহার এবম্প্রকারে উল্লিখিত বেদ-পুরাণাদি-পর্য্যায়-ভুক্ত, তাহাই বুঝিতে হইবে।

"বাল্য-রসে ভোলা" = বাল্যলীলায় মত্ত ; ছেলে-খেলায় বিভোর। "যজ্ঞোপবীতের কাল" = পৈতা দিবার সময় অর্থাৎ অষ্টম বর্ষ বয়স।

৩। "বায়" = বাজায়।

"ভাট" = স্তুতিগানকারী জাতিবিশেষ।

"রায়বার" = স্তুতি বা যশোগান। "হইল আনন্দ অবতার" = আনন্দের হাট বসিল ; আনন্দময় হইল।

আর যথাশক্তি ভিক্ষা সবাই সন্তোষে।
প্রভুর ঝুলিতে দিয়া নারীগণ হাসে॥
দ্বিজপত্নী-রূপ ধরি ব্রহ্মাণী রুদ্রাণী।
যত পতিব্রতা- মুনিবর্গের গৃহিণী॥
শ্রীবামন-রূপ প্রভুর দেখিয়া সন্তোষে।
সবেই ঝুলিতে ভিক্ষা দিয়া দিয়া হাসে॥ ৫ ॥
প্রভুও করেন শ্রীবামন রূপ লীলা।
জীবের উদ্ধার লাগি এ সকল খেলা॥
জয় জয় শ্রীবামন রূপ গৌরচন্দ্র।
দান দেহ হৃদয়ে তোমার পাদ-দ্বন্দ্ব॥
যে শুনে প্রভুর যজ্ঞসূত্রের গ্রহণ।
সে পায় চৈতন্যচন্দ্র-চরণে শরণ॥
হেনমতে বৈকুণ্ঠ-নায়ক শচী ঘরে।
বেদের নিগূঢ় লীলারস ক্রীড়া করে॥ ৬॥
ঘরে সর্ব্ব শাস্ত্রের বুঝিয়া সম হিত।
গোষ্ঠী মাঝে প্রভুর পড়িতে হৈল চিত॥
নবদ্বীপে আছে অধ্যাপক-শিরোমণি।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত যেহেন সান্দীপনি॥
ব্যাকরণ-শাস্ত্রের একান্ত তত্ত্ববিৎ।
তাঁর ঠাঁই পড়িতে পভুর সমীহিত॥

বুঝিলেন পুত্রের ইঙ্গিত মিশ্রবর।
পুত্র-সঙ্গে গেলা গঙ্গাদাস দ্বিজ ঘর। ৭॥
মিশ্র দেখি গঙ্গাদাস সম্ভ্রমে উঠিলা।
আলিঙ্গন করি এক আসনে বসিলা॥
মিশ্র বলে "পুত্র আমি দিল তোমা স্থানে।
পড়াইবা শুনাইবা সকল আপনে॥"
গঙ্গাদাস বলে "বড় ভাগ্য সে আমার।
পড়াইমু যত শক্তি আছয়ে আমার॥"
শিষ্য দেখি পরম-আনন্দে গঙ্গাদাস।
পুত্র প্রায় করিয়া রাখিলা নিজ-পাশ॥ ৮॥
যত ব্যাখ্যা গঙ্গাদাস পণ্ডিত করেন।
সকৃৎ শুনিলে মাত্র ঠাকুর ধরেন॥
গুরুর যতেক ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন।
পুনর্ব্বার সেই ব্যাখ্যা করেন স্থাপন॥
সহস্র সহস্র শিষ্য পড়ে যত জন।
হেন কার শক্তি আছে দিবারে দূষণ॥
দেখিয়া অদ্ভুত বুদ্ধি গুরু হরষিত।
সর্ব্ব-শিষ্য-শ্রেষ্ঠ করি করিলা পূজিত॥ ৯॥
যত পড়ে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে।
সবারেই ঠাকুর চালেন অনুক্ষণে॥

৪। "শেষ" নাগরূপী শ্রীঅনন্তদেব।

"হইলা ... গৌরচন্দ্র" পৈতা হইলেই ভিক্ষা করিতে হয়; তদনুসারে মহাপ্রভুও বামনাবতার স্বরূপ হইয়া ভিক্ষা করিলেন।

"ব্রহ্মণ্য তেজ" - ব্রহ্মতেজ।

৫। "দ্বিজপত্নী ... হাসে" = ব্রহ্মাণী, ভবানী, প্রভৃতি দেবীগণ এবং মুনি ঋষিদিগের পতিব্রতা নারীগণ সকলেই ত মহাপ্রভুর পার্ষদগণের পত্নীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা এক্ষণে মহাপ্রভুর বামন রূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পরম সন্তোষ সহকারে তাঁহার ঝুলিতে ভিক্ষা দিয়া আনন্দে হাস্য করিতে লাগিলেন।

৬। "শরণ" আশ্রয়।

৭। "সমীহিত" = মনস্থ; অভিপ্রায়; সাধ।

"ইঙ্গিত" = অভিপ্রায়; ইচ্ছা।

"গোষ্ঠী-মাঝে" = চতুষ্পাঠীতে বা টোলে অন্যান্য ছাত্রের সঙ্গে। "সান্দীপনি" = কৃষ্ণ বলরামের বিদ্যা গুরু। "সমীহিত" – ইচ্ছা।

৯। "সকৃৎ .... ধরেন" = একবার মাত্র শুনিলেই তাঁহার সব বোধগম্য হইয়া যায়।

শ্রীমুরারি গুপ্ত শ্রীকমলাকান্ত নাম।
কৃষ্ণানন্দ আদি যত গোষ্ঠীর প্রধান॥
সবারে চালেন প্রভু ফাঁকি জিজ্ঞাসিয়া।
শিশু-জ্ঞানে কেহো কিছু না বলে হাসিয়া॥
এইমত প্রতিদিন পড়িয়া শুনিয়া।
গঙ্গা-স্নানে চলে নিজ-বয়স্য লইয়া॥ ১০ ॥
পড়ুয়ার অন্ত নাহি নবদ্বীপ-পুরে।
পড়িয়া মধ্যাহ্নে সবে গঙ্গাস্নান করে॥
একো অধ্যাপকের সহস্র শিষ্যগণ।
অন্যোন্যে কলহ করেন অনুক্ষণ॥
প্রথম বয়স প্রভুর স্বভাব চঞ্চল।
পড়ুয়াগণের সঙ্গ করেন কোন্দল॥
কেহো বলে "তোর গুরু কোন্ বুদ্ধি তার।"
কেহো বলে "এই দেখ্ আমি শিষ্য যার"॥১১॥
এইমত অল্পে অল্পে হয় গালাগালি।
তবে জল-ফেলাফেলি, তবে দেয় বালি॥
তবে হয় মারামারি যে যাহারে পারে।
কর্দ্দম ফেলিয়া কারো গায়ে কেহো মারে॥
রাজার দোহাই দিয়া কেহো কারে ধরে।
মারিয়া পলায় কেহো গঙ্গার ও পারে॥
এত হুড়াহুড়ি করে পড়ুয়া সকল।
বালি-কাদাময় সব হয় গঙ্গা-জল॥ ১২ ॥
জল ভরিবারে নাহি পারে নারীগণ।
না পারে করিতে স্নান ব্রাহ্মণ সজ্জন॥
পরম চঞ্চল প্রভু বিশ্বম্ভর-রায়।
এইমত প্রভু প্রতি ঘাটে ঘাটে যায়॥
প্রতি ঘাটে পড়ুয়ার অন্ত নাহি পাই।
ঠাকুর কলহ করে প্রতি ঠাঁই ঠাঁই॥
প্রতি ঘাটে যায় প্রভু গঙ্গায় সাঁতারি।
একো ঘাটে দুই চারি দণ্ড ক্রীড়া করি॥ ১৩।
যত যত প্রামাণিক পড়ুয়ার গণ।
তারা বলে "কলহ করহ কি কারণ॥
জিজ্ঞাসা করহ বুঝি কার কোন্ বুদ্ধি
বৃত্তি পাঁজি টীকার কে জানে দেখি শুদ্ধি॥"
প্রভু বলে "ভাল ভাল এই কথা হয়।
জিজ্ঞাসুক আমারে যাহার চিত্তে লয়॥"
কেহো বলে "এত কেনে কর অহঙ্কার।"
প্রভু বলে "জিজ্ঞাসহ যে চিত্তে তোমার"॥১৪॥
"ধাতুসূত্র বাখানহ" বলে সে পড়ুয়া।
প্রভু বলে "বাখানি যে শুন মন দিয়া॥"
সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত প্রভু ভগবান্।
করিলেন সূত্র-ব্যাখ্যা যে হয় প্রমাণ॥
ব্যাখ্যা শুনি সবে বলে প্রশংসা-বচন।
প্রভু বলে "এবে শুন করিয়ে খণ্ডন॥"
যত বাখানিল তাহা দূষিল সকল।
প্রভু বলে "স্থাপ এবে কার আছে বল"॥১৫॥
চমৎকার সবাই ভাবেন মনে মনে।
প্রভু বলে "শুন এবে করিয়ে স্থাপনে॥"
পুন হেন ব্যাখ্যা করিলেন গৌরচন্দ্র।
সর্ব্বমতে সুন্দর—কোথাও নাহি মন্দ॥
যত সব প্রামাণিক পড়ুয়ার গণ।
সন্তোষে সবেই করিলেন আলিঙ্গন॥

১০। "চালেন" = চতুরতাময় বা চালাকি প্রশ্নাদি দ্বারা ব্যতিব্যস্ত করেন; ঐরূপে সকলের উপরই যেন কর্তৃত্ব করেন। "বয়স্য" = সমবয়স্ক বন্ধু। ১১। "কোন্দল" = কলহ, ঝগড়া।

১৪। "প্রামাণিক পড়ুয়ার গণ" = বড় বড় ছাত্রেরা যাহারা বেশী পড়িয়াছে ও বেশী জানে। "বৃত্তি" = কারিকা; সূত্র। "পাঁজি" = টীকা-বিশেষ; ব্যাকরণের বৃত্তিগ্রন্থ-বিশেষ। "টীকা" = ব্যাখ্যা।

পড়ুয়া-সকল বলে "আজি ঘরে যাও।
কালি যে জিজ্ঞাসি তাহা বলিবারে চাও॥"
এইমত প্রতিদিন জাহ্নবীর জলে।
বৈকুণ্ঠ-নায়ক বিদ্যা-রসে খেলা খেলে॥ ১৬॥
এই ক্রীড়া লাগিয়া সর্ব্বজ্ঞ বৃহস্পতি।
শিষ্য সহ নবদ্বীপে হৈলা উৎপত্তি॥
জলক্রীড়া করে প্রভু শিশুগণ-সঙ্গে।
ক্ষণে ক্ষণে গঙ্গার ওপার হয় রঙ্গে॥
বহু মনোরথ পূর্ব্বে আছিল গঙ্গার।
যমুনায় দেখি কৃষ্ণচন্দ্রের বিহার॥ ১৭॥
"কবে হইবেক মোর যমুনার ভাগ্য।"
নিরবধি গঙ্গা এই বলিতেন বাক্য॥
যদ্যপিও গঙ্গা অজ-ভবাদি-বন্দিতা।
তথাপিও যমুনার পদ সে বাঞ্ছিতা॥
বাঞ্ছা-কল্পতরু প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জাহ্নবীর বাঞ্ছা পূর্ণ করে নিরন্তর॥
করি বহুবিধ ক্রীড়া জাহ্নবীর জলে।
গৃহে আইলেন গৌরচন্দ্র কুতূহলে॥ ১৮॥

যথাবিধি করি প্রভু শ্রীবিষ্ণু-পূজন।
তুলসীরে জল দিয়া করেন ভোজন॥
ভোজন করিয়া মাত্র প্রভু সেই ক্ষণে।
পুস্তক লইয়া গিয়া বসেন নির্জ্জনে॥
আপনে করেন প্রভু সূত্রের টিপ্পনী।
ভুলিলা পুস্তক-রসে সর্ব্ব-দেব-মণি॥
দেখিয়া আনন্দে ভাসে মিশ্র-মহাশয়।
হরিষেতে রাত্রি দিন কিছু না জানয়॥ ১৯॥
দেখিতে দেখিতে জগন্নাথ পুত্র-মুখ।
তিলে তিলে পায় অনির্ব্বচনীয় সুখ॥
যেমতে পুত্রের রূপ করে মিশ্র পান।
সশরীরে সাযুজ্য হইল কিবা তান॥
সাযুজ্য বা কোন্ উপাধিক সুখ তানে।
সাযুজ্যাদি সুখ মিশ্র অল্প করি মানে॥
জগন্নাথ-মিশ্র-পায় বহু নমস্কার।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ পুত্র-রূপে যাঁর॥ ২০॥
এইমত মিশ্রচন্দ্র দেখিতে পুত্ররে।
নিরবধি ভাসে মিশ্র আনন্দ-সাগরে॥

"শুদ্ধি" = প্রকৃত অর্থ না হয়।

১৭। "এই ... উৎপত্তি" = এই লীলা দেখিবার জন্যই সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ দেবগুরু বৃহস্পতি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যরূপে নবদ্বীপে আবির্ভূত হইলেন।

১৯। "টিপ্পনী" = মূলগ্রন্থের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা; টীকা। "সর্ব্ব দেব মণি" — সর্ব্বদেবেশ্বর।

২০। "যেমতে ... মানে" = শ্রীজগন্নাথ মিশ্র যেরূপ তন্ময়ভাবে পুত্রের রূপামৃত পান করেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি যেন সশরীরে সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করিলেন। সাযুজ্য-মুক্তিতে জীব ভগবানের সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায়। মিশ্রদেব যখন পুত্রের রূপামৃত পান করেন, তখন তাঁহারে দেখিলে মনে হয়, তিনি যেন সাযুজ্য মুক্তি-লাভের ন্যায় একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু মিশ্রদেব পুত্রের রূপামৃত পান করিয়া যে অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করেন, সাযুজ্য-মুক্তি-সুখ তাহার কোথায় লাগে? ভক্তগণ অবশ্য সার্ষ্টি, সামীপ্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তির কোনটাই কামনা করেন না, এমন কি শ্রীভগবান্ স্বয়ং দিতে চাহিলেও, তাঁহারা উহা বিষবৎ পরিত্যাজ্য বোধে ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করেন, যেহেতু তাঁহারা জানেন যে, শ্রীভগবৎ-সেবায় যে অপূর্ব্ব, অপার ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ হইয়া থাকে, মুক্তিতে তাহার কণা-মাত্রও লাভ করা যায় না।

কামদেব জিনিয়া প্রভু সে রূপবান্।
প্রতি অঙ্গে অঙ্গে সে লাবণ্য অনুপাম॥
ইহা দেখি মিশ্রচন্দ্র চিন্তেন অন্তরে।
ডাকিনী দানবে পাছে পুত্রে বল করে॥
ভয়ে মিশ্র পুত্র সমর্পয়ে কৃষ্ণ-স্থানে।
হাসে প্রভু গৌরচন্দ্র আড়ে থাকি শুনে॥২১॥
মিশ্র বলে "কৃষ্ণ তুমি রক্ষিতা সবার।
পুত্র প্রতি শুভ-দৃষ্টি করিবে আমার॥
যে তোমার চরণ-কমল স্মৃতি করে।
কভু বিঘ্ন না আইসে তাহার মন্দিরে॥
তোমার স্মরণ-হীন যে যে পাপ-স্থান।
তথায় ডাকিনী-ভূত-প্রেত-অধিষ্ঠান॥ ২২॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (১০।৬।৩)—

ন যত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্ম্মসু।
কুর্ব্বন্তি সাত্বতাং ভর্ত্তুর্যাতুধান্যশ্চ তত্র হি॥ ২৩॥

আমি তোর দাস প্রভু! যতেক আমার।
রাখিবা আপনে তুমি—সকল তোমার॥
অতএব যত আছে বিঘ্ন বা সঙ্কট।
না আসুক কভু মোর পুত্রের নিকট॥"
এইমত নিরবধি মিশ্র জগন্নাথ।
এক-চিত্তে বর মাগে তুলি দুই হাত॥
দৈবে একদিন স্বপ্ন দেখি মিশ্রবর।
হরিষ-বিষাদ বড় হইল অন্তর॥
স্বপ্ন দেখি স্তব পড়ি দণ্ডবত করে।
"হে গোবিন্দ! নিমাই রহুক মোর ঘরে॥২৪॥

সবে এই বর কৃষ্ণ! মাগোঁ তোর ঠাঁই।
গৃহস্থ হইয়া ঘরে রহুক নিমাই॥"
শচী জিজ্ঞাসয়ে বড় হইয়া বিস্মিত।
"এ সকল বর কেনে মাগ' আচম্বিত॥"
মিশ্র বলে "আজি মুই দেখিনু স্বপন।
নিমাই করেছে যেন শিখার মুণ্ডন॥
অদ্ভুত-সন্ন্যাসি-বেশ কহনে না যায়।
হাসে নাচে কান্দে, 'কৃষ্ণ' বলে সর্ব্বদায়॥
অদ্বৈত-আচার্য্য আদি যত ভক্তগণ।
নিমাই বেড়িয়া সবে করেন কীর্ত্তন॥ ২৫॥
কখন নিমাই বৈসে বিষ্ণুর খট্টায়।
চরণ তুলিয়া দেয় সবার মাথায়॥
চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ সহস্র-বদন।
সবেই গায়েন—'জয় শ্রীশচীনন্দন'॥
মহাভয়ে চতুর্দ্দিকে সবে স্তুতি করে।
দেখিয়া আমার মুখে বাক্য নাহি স্ফুরে॥
কতক্ষণে দেখি কোটি কোটি লোক লৈয়া।
নিমাই বুলেন প্রতি নগরে নাচিয়া॥
লক্ষকোটি লোক নিমাইর পাছে ধায়।
ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শিয়া সবে হরিধ্বনি গায়॥ ২৬॥
চতুর্দ্দিগে শুনি মাত্র নিমাইর স্তুতি।
নীলাচলে যায় সর্ব্ব ভক্তের সংহতি॥
এই স্বপ্ন দেখি চিন্তা পাঙ সর্ব্বথায়।
বিরক্ত হইয়া পাছে পুত্র বাহিরায়॥"
শচী বলে "স্বপ্ন তুমি দেখিলা গোসাঁই।
চিন্তা না করিহ ঘরে রহিবে নিমাই॥

২৩। যেখানে যেখানে লোক সকল স্ব স্ব কর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণের রাক্ষস অর্থাৎ বিঘ্ন-বিনাশকারী লীলাকথা-শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন না করে, সেই সেই স্থানেই রাক্ষসগণের উপদ্রব পরিলক্ষিত হয়।

২৪। "হরিষ………অন্তর" = স্বপ্নে পুত্রের প্রভাব দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, কিন্তু আবার পুত্র সন্ন্যাস লইবে দেখিয়া বিষণ্ণও হইলেন।
২৬। "চতুর্ম্মুখ" = ব্রহ্মা। "পঞ্চমুখ" = মহাদেব।

পুথি ছাড়ি নিমাই না জানে কোনো কর্ম্ম।
বিদ্যাবস তার হইয়াছে সর্ব্ব ধর্ম্ম॥”
এইমত পরম উদার দুইজন।
নানা কথা কহে পুত্র-স্নেহের কারণ॥ ২৭॥
হেনমতে কত দিন থাকি মিশ্রবর।
অন্তর্দ্ধান হৈলা নিত্যসিদ্ধ কলেবর॥
মিশ্রের বিজয়ে প্রভু কান্দিলা বিস্তর।
দশরথ-বিজয়ে যেহেন রঘুবর॥
দুর্নিবার শ্রীগৌরচন্দ্রের আকর্ষণ।
অতএব রক্ষা হৈল আইর জীবন॥
দুঃখ বড় এ সকল বিস্তারি কহিতে।
দুঃখ হয় অতএব কহিল সংক্ষেপে॥ ২৮॥
হেনমতে জননীর সঙ্গে গৌরহরি।
আছেন নিগূঢ়-রূপে আপনা সম্বরি॥
পিতৃহীন বালক দেখিয়া শচী আই।
সেই পুত্র-সেবা বই আর কার্য্য নাই॥
দণ্ডেক না দেখে যদি আই গৌরচন্দ্র।
মূর্চ্ছা পায় আই দুই চক্ষে হৈয়া অন্ধ॥
প্রভুও মায়েরে প্রীতি করে নিরন্তর।
প্রবোধেন তারে বলি আশ্বাস উত্তর। ২৯॥

“শুন মাতা! মনে কিছু না চিন্তহ তুমি।
সকল তোমার আছে যদি আছি আমি॥
ব্রহ্মা মহেশ্বরেরো যা দুর্ল্লভ লোকে বলে।
তাহা আমি তোমারে আনিয়া দিব হেলে॥”
শচীও দেখিতে গৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ।
দেহ-স্মৃতিমাত্র নাহি—থাকে কিসে দুখ॥
যাঁর স্মৃতি-মাত্রে পূর্ণ হয় সর্ব্ব কাম।
সে প্রভু যাঁহার পুত্র-রূপে বিদ্যমান॥ ৩০॥
তাঁহার কেমতে দুঃখ রহিবে শরীরে।
আনন্দ-স্বরূপ করিলেন জননীরে॥
হেনমতে নবদ্বীপে বিপ্রশিশু রূপে।
আছেন বৈকুণ্ঠ-নাথ স্বানুভাব-সুখে॥
ঘরে মাত্র হয় দরিদ্রতার প্রকাশ।
আজ্ঞা যেন মহামহেশ্বরের বিলাস॥
কি থাকুক না থাকুক নাহিক বিচার।
কহিলেই না পাইলে রক্ষা নাহি আর॥৩১॥
ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলেন সেই ক্ষণে।
আপনার অপচয় তাহা নাহি জানে॥
তথাপিহ শচী, যে চাহে সেই ক্ষণে।
নানা যত্নে দেন পুত্র-স্নেহের কারণে॥

“সহস্র বদন”—শ্রীঅনন্তদেব।

২৮। “অন্তর্দ্ধান . . . কলেবর”= শ্রীভগবৎ-পার্ষদগণের দেহ হইতেছে তাঁহারই ন্যায় অপ্রাকৃত, ইহা জীবের ন্যায় কর্ম্ম বন্ধন জনিত জন্ম মৃত্যুর অধীন প্রাকৃত বা জড় দেহ নহে, তবে শ্রীভগবানের লীলা পুষ্টির জন্য তাঁহাদিগকে তাঁহারই সঙ্গিরূপে জগতে আসিয়া মায়িক বা জড় দেহ ধারণ করিতে হয়। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র-মহাশয় [illegible] এই মায়িক দেহ ত্যাগ করিয়া নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত দেহ আশ্রয় করিলেন।

‘বিজয়ে”=দেহ ত্যাগে, তিরোধানে।

“দুর্নিবার”=প্রবল শক্তি সম্পন্ন।

২৯। ‘‘আপনা সম্বরি’=আত্ম গোপন করিয়া।

“আশ্বাস উত্তর”=আশ্বাস বাণী, আশা সূচক কথা।

৩০। “ব্রহ্মা . . . হেলে”—যে জিনিস ব্রহ্মা শিবাদিরও দুর্লভ, তাহা তোমাকে অনায়াসে আনিয়া দিব।

৩১। ‘স্বানুভাব সুখে” = স্বীয় স্বাভাবিক আনন্দে।

একদিন প্রভু চলিবেন গঙ্গা-স্নানে।
তৈল আমলকী চাহিলেন মায়ের স্থানে ॥
“দিব্য মালা সুগন্ধি চন্দন দেহ মোরে।
গঙ্গাস্নান করি চাও গঙ্গা পূজিবারে” ॥ ৩২ ॥
জননী কহেন “বাপ শুন মন দিয়া।
ক্ষণেক অপেক্ষা কর মালা আনি গিয়া॥”
‘আনি গিয়া’ যেই মাত্র শুনিল বচন।
ক্রোধে রুদ্র হইলেন শচীর নন্দন ॥
“এখন যাইবা তুমি মালা আনিবারে।”
এত বলি ক্রুদ্ধ হই প্রবেশিলা ঘরে ॥
যতেক আছিল গঙ্গা-জলের কলস।
আগে সব ভাঙ্গিলেন হই ক্রোধ-বশ ॥ ৩৩ ॥
তৈল ঘৃত লবণ আছিল যাতে যাতে।
সর্ব্ব চূর্ণ করিলেন ঠেঙ্গা লই হাতে ॥
ছোট বড় ঘরে যত ছিল ঘট নাম।
সব ভাঙ্গিলেন ইচ্ছাময় ভগবান্ ॥
গড়াগড়ি যায় ঘরে তৈল ঘৃত দুগ্ধ।
তণ্ডুল কার্পাস ধান্য লোণ বড়ি মুদ্গ ॥
যতেক আছিল সিকা টানিয়া টানিয়া।
ক্রোধাবেশে ফেলে প্রভু ছিণ্ডিয়া ছিণ্ডিয়া ॥৩৪
বস্ত্র আদি যত কিছু পাইলেন ঘরে।
খান খান করি চিরি ফেলে দুই করে ॥
সব ভাঙ্গি আর যদি নাহি অবশেষ।
তবে শেষে গৃহ প্রতি হৈল ক্রোধাবেশ ॥
দোহাতিয়া ঠেঙ্গা পাড়ে গৃহের উপরে।
হেন প্রাণ নাহি কারো যে নিষেধ করে ॥
ঘর দ্বার ভাঙ্গি শেষে বৃক্ষেরে দেখিয়া।
তাহার উপর ঠেঙ্গা পাড়ে দোহাতিয়া ॥৩৫॥
তথাপিহ ক্রোধাবেশে ক্ষমা নাহি হয়।
শেষে পৃথিবীতে ঠেঙ্গা—নাহি সমুচ্চয় ॥
গৃহের উপান্তে শচী সশঙ্কিত হৈয়া।
মহাভয়ে আছেন যেহেন লুকাইয়া ॥
ধর্ম্ম-সংস্থাপক প্রভু ধর্ম্ম-সনাতন।
জননীরে হস্ত নাহি তোলেন কখন ॥
এতাদৃশ ক্রোধ আরো আছেন ব্যঞ্জিয়া।
তথাপিহ জননীরে না মারিলা গিয়া ॥ ৩৬ ॥
সকল ভাঙ্গিয়া শেষে আসিয়া অঙ্গনে।
গড়াগড়ি যাইতে লাগিলা ক্রোধ-মনে ॥
শ্রীকনক-অঙ্গ হৈল বালুকা-বেষ্টিত।
সেই হৈল মহাশোভা অকথ্য-চরিত ॥

“আজ্ঞা ....বিলাস” = যেন রাজা-রাজড়ার মত হুকুম করছে।

৩৩। “রুদ্র” = ভীষণ উগ্রমূর্ত্তি, অগ্নিশর্ম্মা।

৩৪। “মুদ্গ” = ডাউল।

৩৫। “দোহাতিয়া·········উপরে” = দু'হাত দিয়া লাঠি ধরিয়া গৃহের উপর মারিতে লাগিলেন।

“প্রাণ” = সাহস।

৩৬। “ক্ষমা” = ভঙ্গ ; নিবৃত্তি।

“নাহি সমুচ্চয়” = তার আর শেষ নাই।

“উপান্তে” = এক পাশে।

“এতাদৃশ..... গিয়া” = সচরাচর দেখা যায়, বালকগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলে মাতাকে গিয়া প্রহার করে, কিন্তু মহাপ্রভু এতদূর রাগান্বিত হইয়াছিলেন যে, লাঠি লইয়া ঘর-বাড়ী ঠেঙ্গাইতে লাগিলেন, জিনিস-পত্র সব ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিলেন, তথাপি মায়ের গায়ে হাত তুলিলেন না, যেহেতু তিনি যে ধর্ম্মের স্থাপন-কর্ত্তা, তিনি ধর্ম্ম-পথ কিরূপে কলঙ্কিত করিবেন? পিতা মাতা হইলেন প্রত্যক্ষ দেবতা ; তাঁহাদের কোনও রূপ কষ্ট দেওয়া সন্তানের পক্ষে মহা অধর্ম্ম, মহাপাপ, মহা অপরাধ।

কতক্ষণে মহাপ্রভু গড়াগড়ি দিয়া।
স্থির হই রহিলেন শয়ন করিয়া॥
সেইমতে দৃষ্টি কৈলা যোগ-নিদ্রা প্রতি।
পৃথিবীতে শুই আছে বৈকুণ্ঠের পতি॥ ৩৭॥
অনন্তের শ্রীবিগ্রহে যাঁহার শয়ন।
লক্ষ্মী যাঁর পাদপদ্ম সেবে অনুক্ষণ॥
চারি বেদে যে প্রভুরে করে অন্বেষণে।
সে প্রভু যায়েন নিদ্রা শচীর অঙ্গনে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লোমকূপে ভাসে।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করয়ে যাঁর দাসে॥
ব্রহ্মা শিব আদি মত্ত যাঁর গুণ-ধ্যানে।
হেন প্রভু নিদ্রা যান শচীর অঙ্গনে॥ ৩৮॥
এইমত মহাপ্রভু স্বানুভাব-রসে।
নিদ্রা যায় দেখি সর্ব্ব দেবে কান্দে হাসে।
কতক্ষণে শচীদেবী মালা আনাইয়া।
গঙ্গা পূজিবার সজ্জ প্রত্যক্ষ করিয়া॥
ধীরে ধীরে পুত্রের শ্রীঅঙ্গে হস্ত দিয়া।
ধূলা ঝাড়ি তুলিতে লাগিলা দেবী গিয়া॥
"উঠ উঠ বাপ মোর! হের মালা ধর।
আপন-ইচ্ছায় গিয়া গঙ্গা-পূজা কর॥ ৩৯॥
ভাল হৈল বাপ! যত ফেলিলা ভাঙ্গিয়া।
যাউক তোমার সব বালাই লইয়া॥"
জননীর বাক্য শুনি শ্রীগৌরসুন্দর।
চলিলা করিতে স্নান লজ্জিত-অন্তর॥
এথা শচী সর্ব্ব গৃহ করি উপস্কার।
রন্ধনের উদ্যোগ লাগিলা করিবার॥
যদ্যপিহ প্রভু এত করে অপচয়।
তথাপি শচীর চিত্তে দুঃখ নাহি হয়॥ ৪০॥
কৃষ্ণের চাপল্য যেন অশেষ-প্রকারে।
যশোদায় সহিলেন গোকুল-নগরে॥
এইমত গৌরাঙ্গের যত চঞ্চলতা।
সহিলেন অনুক্ষণ শচী জগন্মাতা॥
ঈশ্বরের ক্রীড়া জানি কহিতে কতেক।
এইমত চঞ্চলতা করেন যতেক॥
সকল সহেন আই কায়-বাক্য-মনে।
হইলেন আই যেন পৃথিবী আপনে॥ ৪১॥
কতক্ষণে মহাপ্রভু করি গঙ্গা-স্নান।
আইলেন গৃহে ক্রীড়াময় ভগবান্॥
বিষ্ণু-পূজা করি তুলসীরে জল দিয়া।
ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া॥
ভোজন করিয়া প্রভু হৈলা হর্ষ-মন।
হাসিয়া তাম্বূল প্রভু করেন চর্ব্বণ॥
ধীরে ধীরে আই তবে বলিতে লাগিলা।
"এত অপচয় বাপ! কি কার্য্যে করিলা॥৪২॥
ঘর দ্বার দ্রব্য যত সকলি তোমার।
অপচয় তোমার সে, কি দায় আমার॥
পড়িবারে তুমি বল এখনি যাইবা।
ঘরেতে সম্বল নাহি কালি কি খাইবা॥"
হাসে প্রভু জননীর শুনিয়া বচন।
প্রভু বলে "কৃষ্ণ পোষ্টা করিব পোষণ॥"
এত বলি পুস্তক লইয়া প্রভু করে।
সরস্বতী-পতি চলিলেন পড়িবারে॥ ৪৩॥

৩৯। "প্রত্যক্ষ করিয়া" = সামনে আনিয়া।

৪০। "বালাই" = অমঙ্গল। "অপচয়" = ক্ষতি। "উপস্কার" = মার্জ্জন; পরিষ্কার।

৪১। "হইলেন......আপনে" = পৃথিবী যেমন সর্ব্ববিধ অত্যাচার সহ্য করেন, আইও তেমনই পৃথিবীর মত সহ্যগুণ-সম্পন্ন হইলেন।

৪৩। "দায়" = ক্ষতি; দায়িত্ব। "পোষ্টা" = পালন কর্ত্তা।

কতক্ষণ বিদ্যারস করি কুতূহলে।
জাহ্নবীর তীরে আইলেন সন্ধ্যাকালে॥
কতক্ষণ থাকি প্রভু জাহ্নবীর তীরে।
তবে পুন আইলেন আপন-মন্দিরে॥
জননীরে ডাক দিয়া আনিয়া নিভৃতে।
দিব্য স্বর্ণ তোলা দুই দিলা তান হাতে॥
"দেখ মাতা! কৃষ্ণ এই দিলেন সম্বল।
ইহা ভাঙ্গাইয়া ব্যয় করহ সকল॥"
এত বলি মহাপ্রভু চলিলা শয়নে।
পরম বিস্মিত হই আই মনে গণে॥ ৪৪॥
"কোথা হৈতে সুবর্ণ আনয়ে বারেবার।
পাছে কোনো প্রমাদ জন্মায় আসি আর॥
যেই মাত্র সম্বল-সঙ্কোচ হয় ঘরে।
সেই এইমত সোণা আনে বারেবারে॥
কিবা ধার করে, কিবা কোনো সিদ্ধি জানে।
কোন্ রূপে কার সোণা আনে বা কেমনে॥"
মহা-অকৈতব আই পরম উদার।
ভাঙ্গাইতে দিতেও ডরায় বারেবার॥ ৪৫॥
দশ ঠাঁই পাঁচ ঠাঁই দেখাইয়া আগে।
লোকে দেখাইয়া আই ভাঙ্গায়েন তবে॥
হেন মতে মহাপ্রভু সর্ব্ব-সিদ্ধেশ্বর।
গুপ্ত-ভাবে আছে নবদ্বীপের ভিতর॥
না ছাড়েন শ্রীহস্তে পুস্তক একক্ষণ।
পড়েন গোষ্ঠীতে যেন প্রত্যক্ষ মদন॥ ৪৬॥
ললাটে শোভয়ে ঊর্দ্ধ তিলক সুন্দর।
শিরে শ্রীচাঁচর-কেশ সর্ব্ব-মনোহর॥
স্কন্ধে উপবীত ব্রহ্মতেজ মূর্ত্তিমন্ত।
হাস্যময় শ্রীমুখ প্রসন্ন দিব্য দন্ত॥
কিবা সে অদ্ভুত দুই কমল-নয়ন।
কিবা সে অদ্ভুত শোভে ত্রিকচ্ছ বসন॥
যেই দেখে সেই একদৃষ্টে রূপ চায়।
হেন নাহি 'ধন্য ধন্য' বলি যে না যায়॥৪৭॥
হেন সে অদ্ভুত ব্যাখ্যা করেন ঠাকুর।
শুনিয়া গুরুর হয় সন্তোষ প্রচুর॥
সকল পড়ুয়া-মধ্যে আপনে ধরিয়া।
বসায়েন গুরু সর্ব্ব-প্রধান করিয়া॥
গুরু বলে "বাপ! তুমি মন দিয়া পঢ়।
ভট্টাচার্য্য হৈবা তুমি বলিলাম দঢ়॥"
প্রভু বলে "তুমি আশীর্ব্বাদ কর যারে।
ভট্টাচার্য্য-পদ কোন্ দুর্ল্লভ তাহারে॥"
যাহারে যে জিজ্ঞাসেন শ্রীগৌরসুন্দর।
হেন নাহি পড়ুয়া যে দিবেক উত্তর॥ ৪৮॥
আপনি করেন তবে সূত্রের স্থাপন।
শেষে আপনার ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন॥

৪৫। "সম্বল-সঙ্কোচ"=অর্থাভাব; অনটন।

"সিদ্ধি"=যোগাদি প্রক্রিয়ার বলে সিদ্ধ হইয়া দেবতাদিকে বশীভূত করিতে পারিলে, তাঁদের কাছে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়; ইহাই হইল 'সিদ্ধি'।

"মহা-অকৈতব"=একেবারে নিষ্কপট; অত্যন্ত সরল-চিত্ত।

৪৬। "সর্ব্ব-সিদ্ধেশ্বর"=সর্ব্ববিধ সিদ্ধপুরুষগণের অধিপতি।

৪৭। "ত্রিকচ্ছ বসন"=কাছা দিয়া, কোঁচ দিয়া ও কোঁচার খোঁট অর্থাৎ আগা না ঝুলাইয়া কোমরে গুঁজিয়া দিয়া কাপড় পরার নাম ত্রিকচ্ছ।

৪৮। "ভট্টাচার্য্য"=যে ব্রাহ্মণ তুতাত ভট্টের 'মীমাংসা' ও উদয়ন আচার্য্যের 'ন্যায়-সংগ্রহ' অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছেন, কেবল তিনিই এই উপাধি পাইবার যোগ্য।

কেহো যদি কোন মতে না পারে স্থাপিতে।
তবে সেই ব্যাখ্যা প্রভু করেন সু-রীতে॥
কিবা স্নানে কি ভোজনে কিবা পর্য্যটনে।
নাহিক প্রভুর আর চেষ্টা শাস্ত্র বিনে॥ ৪৯॥
এইমতে আছেন ঠাকুর বিদ্যারসে।
প্রকাশ না করে জগতের দিন-দোষে॥
হরিভক্তি-শূন্য হৈল সকল সংসার।
অসৎ-সঙ্গ অসৎ পথ বহি নাহি আর॥
নানারূপে পুত্রাদির মহোৎসব করে।
দেহ গেহ ব্যতিরিক্ত আর নাহি স্ফুরে॥
মিথ্যা-সুখে দেখি সব লোকের আদর।
বৈষ্ণবের গণ সব দুঃখিত-অন্তর॥ ৫০॥
'কৃষ্ণ' বলি সর্ব্ব গণে করেন ক্রন্দন।
"এ সব জীবেরে কৃপা কর নারায়ণ॥
হেন দেহ পাইয়া কৃষ্ণে নাহি হৈল রতি।
কতকাল গিয়া আর ভুঞ্জিব দুর্গতি॥
যে নর-শরীর লাগি দেবে কাম্য করে।
তাহা ব্যর্থ যায় মিথ্যা-সুখের বিহারে॥
কৃষ্ণ-যাত্রা-মহোৎসব-পর্ব্ব নাহি করে।
বিবাহাদি কর্ম্মে সে আনন্দ করি মরে॥৫১॥
তোমার সে জীব প্রভু! তুমি সে রক্ষিতা।
কি বলিব আমরা, তুমি ত সর্ব্ব-পিতা॥"
এইমত ভক্তগণ সবার কুশল।
চিন্তেন, গায়েন কৃষ্ণচন্দ্রের মঙ্গল॥
বিদ্যারস করে গৌরচন্দ্র ভগবান্।
এখন শুনহ নিত্যানন্দের আখ্যান॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ৫২॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে উপনয়ন-
মিশ্রপরলোকগমন অধ্যয়নাদি-বর্ণনং
নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টম অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির বন্ধু॥
জয়াদ্বৈতচন্দ্রের জীবন ধন প্রাণ।
জয় শ্রীনিবাস গদাধরের নিধান॥

৪৯। 'সুরীতে' — উত্তমরূপে।

"চেষ্টা" = কার্য্য।

৫০। "জগতের দিন দোষে" — জগতের ভাগ্যে এখনও দুর্দ্দিন রহিয়াছে বলিয়া। "দীন-দোষে" এইরূপ বানানে অর্থ হইবে, জগতের দৈন্যদশা বা দুর্দ্দশা এখনও ঘুচে নাই বলিয়া।

"পুত্রাদির ...করে" — ছেলে মেয়ের বিবাহাদিতে বৃথা অর্থ ব্যয় করিয়া আমোদ-প্রমোদ করে।

৫১। "গণে" — ভক্তবৃন্দ।

"যে ......করে" = কৃষ্ণ ভজন করিবার জন্য দেবতাগণও নর-দেহ পাইবার প্রার্থনা করেন, যেহেতু নরদেহ ব্যতীত অন্য কোনও দেহে ভজন হয় না, শ্রীঠাকুর-মহাশয় বলিয়াছেন—'নরতনু ভজনের মূল'।

"কৃষ্ণ .... পর্ব্ব" = 'যাত্রা' অর্থাৎ রথযাত্রা, দোলযাত্রা, ঝুলনযাত্রাদি দ্বাদশ যাত্রা।

'মহোৎসব' অর্থাৎ বসন্তোৎসবাদি।

'পর্ব্ব' অর্থাৎ জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পর্ব্ব সকল।

৫২। "কৃষ্ণচন্দ্রের মঙ্গল" = মঙ্গলময় কৃষ্ণলীলা, কৃষ্ণগুণ।

জয় জগন্নাথ-শচী-পুত্র বিশ্বম্ভর।
জয় জয় ভক্তবৃন্দ—প্রিয় অনুচর ॥
পূর্ব্বে প্রভু শ্রীঅনন্ত চৈতন্য-আজ্ঞায়।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হই আছেন লীলায় ॥ ১ ॥
হাড়ো ওঝা নামে পিতা, মাতা পদ্মাবতী।
একচাকা নামে গ্রাম মৌড়েশ্বর যথি ॥
শিশু হৈতে সুস্থির সুবুদ্ধি গুণবান্।
জিনিয়া কন্দর্প-কোটি লাবণ্যের ধাম ॥
সেই হৈতে রাঢ়ে হৈল সর্ব্ব সুমঙ্গল।
দুর্ভিক্ষ-দারিদ্র্য-দোষ খণ্ডিল সকল ॥
যে দিনে জন্মিলা নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র।
রাঢ়ে থাকি হুঙ্কার করিলা নিত্যানন্দ ॥২॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইল হুঙ্কারে।
মূর্চ্ছাগত হৈল যেন সকল সংসারে ॥
কত লোক বলিলেক হৈল বজ্রপাত।
কত লোক মানিলেক পরম উৎপাত ॥
কত লোক বলিলেক জানিল কারণ।
মৌড়েশ্বর-গোসাঁইর হইল গর্জ্জন ॥
এইমত সর্ব্ব লোক নানা কথা গায়।
নিত্যানন্দে কেহো নাহি চিনিল মায়ায় ॥৩॥
হেনমতে আপনা লুকাই নিত্যানন্দ।
শিশুগণ-সঙ্গে খেলা করেন আনন্দ ॥

শিশুগণ-সঙ্গে প্রভু যত ক্রীড়া করে।
শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য বিনা আর নাহি স্ফুরে ॥
দেব-সভা করেন মিলিয়া শিশুগণে।
পৃথিবীর রূপে কেহো করে নিবেদনে ॥
তবে পৃথ্বী লৈয়া সবে নদী-তীরে যায়।
শিশুগণ মেলি স্তুতি করে উর্দ্ধরায় ॥ ৪ ॥
কোনো শিশু লুকাইয়া উর্দ্ধ করি বোলে।
জন্মিবাঙ গিয়া আমি মথুরা গোকুলে ॥
কোনো দিন নিশাভাগে শিশুগণ লৈয়া।
বসুদেব দৈবকীর করায়েন বিয়া ॥
বন্দি-ঘর করিয়া অত্যন্ত নিশাভাগে।
কৃষ্ণ-জন্ম করায়েন কেহো নাহি জাগে ॥
গোকুল সৃজিয়া তথি আনেন কৃষ্ণেরে।
মহামায়া দিলা লৈয়া—ভাণ্ডিলা কংসেরে ॥৫॥
কোনো শিশু সাজায়েন পুতনার রূপে।
কেহো স্তন পান করে উঠি তার বুকে ॥
কোনো দিন শিশু-সঙ্গে নলখড়ি দিয়া।
শকট গড়িয়া তাহা ফেলেন ভাঙ্গিয়া ॥
নিকটে বসয়ে যত গোয়ালার ঘরে।
অলক্ষিতে শিশু-সঙ্গে গিয়া চুরি করে ॥
তাঁরে ছাড়ি শিশুগণ নাহি যায় ঘরে।
রাত্রিদিন নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে ॥ ৬ ॥

১। "নিধান" = নিধি ; সর্ব্বস্ব।

"প্রিয় অনুচর" = যাঁহারা প্রভুর প্রিয় সহচর বা পার্ষদ। "শ্রীঅনন্ত" = সঙ্কর্ষণ-রূপী শ্রীঅনন্তদেব, যিনি হইলেন শ্রীবলরাম।

২। "হাড়ো ওঝা" = হাড়াই পণ্ডিত। 'হাড়ো' = হাড়াই ; 'ওঝা' = 'উপাধ্যায়' পদবীর অপভ্রংশ। "মৌড়েশ্বর" = মৌড়েশ্বর-ঠাকুর ; মৌড়েশ্বর-শিব।

"যথি" = যেখানে।

৩। "মৌড়েশ্বর গোসাঁই" = মৌড়েশ্বর গ্রামের ঠাকুর—মৌড়েশ্বর-শিব।

"মায়ায়" = মায়ার ঘোরে পড়িয়া।

৪। "উর্দ্ধরায়" = উর্দ্ধমুখে করযোড় করিয়া।

৫। "উর্দ্ধ করি" = চীৎকার করিয়া।

"অত্যন্ত নিশাভাগে" = ঘোর নিশাকালে; মধ্যরাত্রে।

৬। "নলখড়ি" = নলখাগড়া ; শর গাছ।

তাহার বালক তারা কিছু নাহি বোলে।
সবে স্নেহ করিয়া রাখেন লৈয়া কোলে॥
সবে বলে নাহি দেখি হেনমত খেলা।
কেমনে জানিল শিশু এত কৃষ্ণ-লীলা॥
কোনো দিন পত্রের গড়িয়া নাগগণ।
জলে যায় লইয়া সকল শিশুগণ॥
ঝাঁপ দিয়া পড়ে কেহো অচেষ্ট হইয়া।
চৈতন্য করায় পাছে আপনি আসিয়া॥ ৭॥
কোনো দিন তালবনে শিশু-সঙ্গে গিয়া।
শিশু-সঙ্গে তাল খায় ধেনুকে মারিয়া॥
শিশু-সঙ্গে গোষ্ঠে গিয়া নানা ক্রীড়া করে।
বক অঘ বৎস করিয়া তাহা মারে॥
বিকালে আইসে ঘর গোষ্ঠীর সহিতে।
শিশুগণ-সঙ্গে শৃঙ্গ বাইতে বাইতে॥
কোনো দিন করে গোবর্দ্ধনধর-লীলা।
বৃন্দাবন রচি কোনো দিন করে খেলা॥ ৮॥
কোনো দিন করে গোপীর বসন হরণ।
কোনো দিন করে যজ্ঞপত্নী-দরশন॥
কোনো শিশু নারদ কাচয়ে দাড়ী দিয়া।
কংস-স্থানে মন্ত্র কহে নিভৃতে বসিয়া॥
কোনো দিন কোনো শিশু অক্রূরের বেশে।
লৈয়া যায় রাম-কৃষ্ণ কংসের নিদেশে॥
আপনে যে গোপী-ভাবে করেন ক্রন্দন।
নদী বহে হেন সব দেখে শিশুগণ॥ ৯॥
বিষ্ণু-মায়া-মোহে কেহো লখিতে না পারে।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে সব বালক বিহরে॥
মধুপুরী রচিয়া ভ্রমেন শিশু-সঙ্গে।
কেহো হয় মালী, কেহো মালা পরে রঙ্গে॥
কুব্জা-বেশ করি গন্ধ পরে কারো স্থানে।
ধনুক ধরিয়া ভাঙ্গে করিয়া গর্জ্জনে॥
কুবলয় চানূর মুষ্টিক মল্ল মারি।
কংস করি কাহারো পাড়য়ে চুলে ধরি॥১০॥
কংস-বধ করিয়া নাচয়ে শিশু-সঙ্গে।
সর্ব্ব লোক দেখি হাসে বালকের রঙ্গে॥
এইমত যত যত অবতার-লীলা।
সব অনুকরণ করিয়া করে খেলা॥
কোনো দিন নিত্যানন্দ হইয়া বামন।
বলি রাজা করি ছলে তাহার ভুবন॥
বৃদ্ধ-কাচে শুক্র-রূপে কেহো মানা করে।
ভিক্ষা লই চড়ে প্রভু শেষে তার শিরে॥১১॥

৭। "নাগগণ"=সর্প সকল।

"অচেষ্ট"=অজ্ঞান। ইহা হইল কালিয়-দমন-লীলা।

৮। "বক অঘ বৎস"=কৃষ্ণকে মারিবার জন্য কংস-প্রেরিত অসুরগণ।

"শৃঙ্গ"=শিঙ্গা। "বাইতে"=বাজাইতে।

৯। "কাচয়ে"=সাজে।

"মন্ত্র"=মন্ত্রণা; কৃষ্ণকে মারিবার জন্য কংসকে বুদ্ধি দেওয়া। "নিদেশে"=আজ্ঞায়।

১০। "কুব্জা"=কংসের সৈরিন্ধ্রী। ইনি কুব্জো ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইঁহার চরণে চরণ স্থাপন করিয়া, চিবুক ধারণ পূর্ব্বক, ইঁহাকে কুব্জো অর্থাৎ বক্র ঘুচাইয়া সরল অর্থাৎ সোজা ও পরমা সুন্দরী করিয়াছিলেন। ইনি একজন শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী।

"ধনুক……ভাঙ্গে"=কংসের ধনুর্যজ্ঞশালায় গিয়া শ্রীকৃষ্ণ বাম করে ধনুক ধরিয়া উহা অনায়াসে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন; সেই লীলা করেন।

"কুবলয়"=কংসের হস্তী।

"চানূর ও মুষ্টিক"=কংসের বীর-দ্বয়।

"মল্ল"=বাহু-যোদ্ধা; বীর; পালোয়ান।

কোনো দিন নিত্যানন্দ সেতু-বন্ধ করে।
বানরের রূপ সব শিশুগণে ধরে॥
ভেরাণ্ডার গাছ কাটি ফেলায়েন জলে।
শিশুগণ মেলি 'জয় রঘুনাথ' বলে॥
শ্রীলক্ষ্মণ-রূপ প্রভু ধরিয়া আপনে।
ধনু ধরি কোপে চলে সুগ্রীবের স্থানে॥
আরে রে বানরা! মোর প্রভু দুঃখ পায়।
প্রাণ না লইমু যদি, তবে ঝাট আয়॥ ১২॥
ঋষভ পর্ব্বতে মোর প্রভু পায় দুখ।
নারীগণ লৈয়া বেটা তুমি কর সুখ॥
কোনো দিন ক্রুদ্ধ হ'য়ে পরশুরামেরে।
"মোর দোষ নাহি বিপ্র! পলাহ সত্বরে॥"
লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু হয় সেইরূপ।
বুঝিতে না পারে শিশু মানয়ে কৌতুক॥
পঞ্চ বানরের রূপে বুলে শিশুগণ।
বার্ত্তা জিজ্ঞাসয়ে প্রভু হইয়া লক্ষ্মণ॥ ১৩॥
"কে তোরা বানর-সব! বুল বনে বনে।
আমি রঘুনাথ-ভৃত্য বল মোর স্থানে॥
তারা বলে আমরা বালির ভয়ে বুলি।
দেখাও শ্রীরামচন্দ্র লই পদধূলি॥
তা সবারে সঙ্গে করি আইলা লইয়া।
শ্রীরাম-চরণে পড়ে দণ্ডবত হৈয়া॥
ইন্দ্রজিৎ-বধ-লীলা কোনো দিন করে।
কোনো দিন আপনে লক্ষ্মণ-ভাবে হারে॥১৪॥
বিভীষণ করিয়া আনেন রাম-স্থানে।
লঙ্কেশ্বর-অভিষেক করেন তাহানে॥
কোনো শিশু বলে মুই আইনু রাবণ।
শক্তিশেল হানি এই, সম্বর' লক্ষ্মণ॥
এত বলি পদ্মপুষ্প মারিল ফেলিয়া।
লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু পড়িল ঢলিয়া॥
মূর্চ্ছিত হইলা প্রভু লক্ষ্মণের ভাবে।
জাগায়েন শিশু সব, তবু নাহি জাগে॥ ১৫॥
পরমার্থে ধাতু নাহি সকল শরীরে।
কান্দয়ে সকল শিশু হাত দিয়া শিরে॥
শুনি পিতা মাতা ধাই আইলা সত্বরে।
দেখয়ে পুত্রের ধাতু নাহিক শরীরে॥
মূর্চ্ছিত হইয়া দোঁহে পড়িলা ভূমিতে।
দেখি সর্ব্ব লোক আসি হইলা বিস্মিতে॥
সকল বৃত্তান্ত কহিলেন শিশুগণ।
কেহো বলে "বুঝিলাম ভাবের কারণ॥ ১৬॥

১১। "ভুবন" = ত্রিভুবন-রাজ্য।
"বৃদ্ধ-কাচে" = বৃদ্ধ-বেশে। "শুক্ররূপে" = গুরু শুক্রাচার্য্য-রূপে। এইটী বামনভিক্ষা-লীলা।
১২। এইটী রাবণ-বধের জন্য সেতুবন্ধ-লীলা।
১৩। "কোনো দিন......সত্বরে" = সীতাকে বিবাহ করিয়া গৃহে ফিরিবার সময় ক্ষত্রিয়-শত্রু পরশুরাম শ্রীরামচন্দ্রের পথ রোধ করিলে, তিনি তাঁহাকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার দর্প চূর্ণ করেন। পরশুরামের হস্ত হইতে বৈষ্ণব-ধনু কাড়িয়া লইয়া রামচন্দ্র বলিলেন, আমি তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছি, ইহাতে আমার কোন দোষ নাই।
"পঞ্চ বানরের" = বানর-রাজ শ্রীসুগ্রীব ও তাঁহার চারি জন মন্ত্রী হনুমান্, নল, নীল ও তার—এই পাঁচ জন বানরের।
১৪। "লক্ষ্মণ-ভাবে হারে" = এইটী লক্ষ্মণের শক্তিশেল-লীলা।
১৫। "লঙ্কেশ্বর-অভিষেক" = লঙ্কার সিংহাসনে বিভীষণের রাজ্যাভিষেক-লীলা।
"সম্বর" = থেকাও; বাঁচাও; রক্ষা কর।
১৬। "পরমার্থে......শরীরে" = এইরূপ পরমার্থ

পূর্ব্বে দশরথ-ভাবে এক নটবর।
রাম বনবাসী শুনি তেজে কলেবর॥"
কেহো বলে "কাচ কাচি আছয়ে ছাওয়াল।
হনূমান্ ঔষধ দিলে হইবেক ভাল॥"
পূর্ব্বে প্রভু শিখাইয়াছিলেন সভারে।
"পড়িলে তোমরা বেড়ি কান্দহ আমারে॥
ক্ষণেক বিলম্বে পাঠাইহ হনূমান্।
নাকে দিলে ঔষধ আসিবে মোর প্রাণ"॥১৭॥
নিজ-ভাবে প্রভু মাত্র হৈল অচেতন।
দেখি বিকল বড় হইলা শিশুগণ॥
ছন্ন হইলেন সভে, শিক্ষা নাহি স্ফুরে।
'উঠ ভাই' বলি মাত্র কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
লোক-মুখে শুনি কথা হইল স্মরণ।
হনূমান্-কাচে শিশু চলিলা তখন॥
আর এক শিশু পথে তপস্বীর বেশে।
ফল মূল দিয়া হনূমানেরে আশংসে॥১৮॥
"রহ বাপ! ধন্য কর আমার আশ্রম।
বড় ভাগ্যে আসি মিলে তোমা হেন জন॥
হনূমান্ বলে "কার্য্য-গৌরবে চলিব।
আসিবারে চাহি, রহিবারে না পারিব॥
শুনিয়াছ রামচন্দ্র-অনুজ লক্ষ্মণ।
শক্তিশেলে তাঁরে মূর্চ্ছা করিল রাবণ॥
অতএব যাব আমি গন্ধমাদন।
ঔষধ আনিলে রহে তাঁহার জীবন"॥১৯॥
তপস্বী বলয়ে "যদি যাইবা নিশ্চয়
স্নান করি কিছু খাই করহ বিজয়॥"
নিত্যানন্দ-শিক্ষায় বালকে কথা কয়।
বিস্মিত হইয়া সর্ব্বলোকে চাহি রয়।
তপস্বীর বোলে সরোবরে গেলা স্নানে।
জলে থাকি আর শিশু ধরিলা চরণে॥
কুম্ভীরের রূপ ধরি যায় জলে লৈয়া।
হনূমান্ শিশু আনে কূলেতে টানিয়া॥২০॥
কতক্ষণে রণ করি জিনিয়া কুম্ভীর।
আসি দেখে হনূমান্ আর মহাবীর॥
আর এক শিশু ধরি রাক্ষসের কাচ।
হনূমানে খাইবারে যায় তার পাচ॥
"কুম্ভীর জিনিলে মোরে জিনিবা কেমনে।
তোমা খাও তবে কেবা জীয়াবে লক্ষ্মণে॥"
হনূমান্ বলে "তোর রাবণ কুক্কুর।
তারে নাহি বস্তু বুদ্ধি, তুই পালা দূর"॥২১॥
এইমত দুই জনে হয় গালাগালি।
শেষে হয় চুলাচুলি তবে কিলাকিলি॥
কতক্ষণে সে কৌতুকে জিনিয়া রাক্ষসে।
গন্ধমাদনে আসি হইলা প্রবেশে॥
তঁহি গন্ধর্ব্বের বেশ ধরি শিশুগণ।
তা সভার সঙ্গে যুদ্ধ হয় কতক্ষণ॥
যুদ্ধে পরাজয় করি গন্ধর্ব্বের গণ।
শিরে করি আনিলেন গন্ধমাদন॥২২॥

ভাবাপন্ন অবস্থায় তাঁহার শরীরের কোথাও আর জীবনের চিহ্ন দেখা যাইতেছে না।

১৮। "বিকল"—হতবুদ্ধি; অবাক্; ব্যাকুল।

"ছন্ন"—ভ্রষ্ট-বুদ্ধি; হতজ্ঞান।

"আশংসে"—আদর করিয়া বলিতে লাগিলেন।

১৯। "কার্য্য-গৌরবে" = একটা বিশেষরূপ গুরুতর ও জরুরি কাজে।

"আসিবারে চাহি" = যাইতে চাই।

২১। "তারে……বস্তু-বুদ্ধি" = তোর রাবণকেই তাই একটা সামান্য কিছু বলিয়া বা তৃণ বলিয়াও জ্ঞান করি না। অর্থাৎ তাকেই তাই একটা তুচ্ছ অপদার্থ বলিয়া মনে করি।

আর এক শিশু তঁহি বৈদ্য রূপ ধরি।
ঔষধ দিলেন নাকে শ্রীরাম সঙরি॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু উঠিলা তখনে।
দেখি পিতা মাতা আদি হাসে সর্ব্বজনে॥
কোলে করিলেন গিয়া হাড়াই পণ্ডিত।
সকল বালক হইলেন হরষিত॥
সবে বলে "বাপ! ইহা কোথায় শিখিলা।
হাসি বলে প্রভু "মোর এ সকল লীলা" ॥২৩॥
প্রথম বয়স প্রভু অতি সুকুমার।
কোল হৈতে কারো চিত্ত নাহি এড়িবার॥
সর্ব্বলোকে পুত্র হৈতে বড় স্নেহ বাসে।
চিনিতে না পারে কেহো বিষ্ণুমায়া-বশে॥
হেনমতে শিশুকাল হৈতে নিত্যানন্দ।
কৃষ্ণ-লীলা বিনা আর না করে আনন্দ॥
পিতা মাতা গৃহ ছাড়ি সর্ব্ব শিশুগণ।
নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে সর্ব্বক্ষণ॥ ২৪॥
সে সব শিশুর পায়ে বহু নমস্কার।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে যাঁর এমত বিহার॥
এইমত ক্রীড়া করে নিত্যানন্দ-রায়।
শিশু হৈতে কৃষ্ণ-লীলা বহি নাহি ভায়॥
অনন্তের লীলা কেবা পারে কহিবারে।
তাহান কৃপায় যেন মত স্ফুরে যারে॥
হেনমতে দ্বাদশ বৎসর থাকি ঘরে।
নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে॥ ২৫॥

তীর্থ-যাত্রা করিলেন বিংশতি বৎসর।
তবে শেষে আইলেন চৈতন্য-গোচর॥
নিত্যানন্দ-তীর্থযাত্রা শুন আদিখণ্ডে।
যে প্রভুরে নিন্দে দুষ্ট পাপিষ্ঠ পাষণ্ডে॥
যে প্রভু করিল সর্ব্ব জগত-উদ্ধার।
করুণা-সমুদ্র যাহা বহি নাহি আর॥
যাহান কৃপায় জানি চৈতন্যের তত্ত্ব।
যে প্রভুর দ্বারে ব্যক্ত চৈতন্য-মহত্ত্ব॥ ২৬॥
শুন শ্রীচৈতন্য-প্রিয়তমের কথন।
যেমতে করিলা তীর্থমণ্ডলী ভ্রমণ॥
প্রথমে চলিলা প্রভু তীর্থ বক্রেশ্বর।
তবে বৈদ্যনাথ-বনে গেলা একেশ্বর॥
গয়া গিয়া কাশী গেলা শিব-রাজধানী।
যঁহি ধারা বহে গঙ্গা উত্তর-বাহিনী॥
গঙ্গা দেখি বড় সুখী নিত্যানন্দ-রায়।
স্নান করে পান করে আর্ত্তি নাহি যায়॥২৭
প্রয়াগে করিলা মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান।
তবে মথুরায় গেলা পূর্ব্ব-জন্মস্থান॥
যমুনা-বিশ্রামঘাটে করে জলকেলি।
গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতে বুলেন কুতূহলী॥
বৃন্দাবন আদি যত দ্বাদশাদি বন।
একে একে প্রভু সব করেন ভ্রমণ॥
গোকুলে নন্দের ঘর-বসতি দেখিয়া।
বিস্তর রোদন প্রভু করিলা বসিয়া॥ ২৮॥

২৫। "নাহি ভায়"=স্ফূর্ত্তি পায় না; ভাল লাগে না।

২৭। "বক্রেশ্বর"=বীরভূমজেলাস্থ একটী গ্রাম। হাবড়া ষ্টেশন হইতে লুপ লাইনে আমাদপুর ষ্টেশনে নামিতে হয়।

"বৈদ্যনাথ"=হাবড়া ষ্টেশান হইতে মোগিদি নামিয়া তথা হইতে দেওঘর ষ্টেশানে নামিতে হয়।

"আর্ত্তি নাহি যায়"=তবু সাধ মিটে না।

২৮। "তবে······স্থান"=পূর্ব্বে শ্রী... রূপে যে মথুরায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ... গেলেন।

"বিশ্রাম ঘাট"=মথুরায় শ্রীযমুনার প্রসিদ্ধ...

তবে প্রভু মদনগোপাল নমস্করি ॥
চলিলা হস্তিনাপুর—পাণ্ডবের পুরী ॥
ভক্ত-স্থান দেখি প্রভু করেন ক্রন্দন।
না বুঝে তৈর্থিক ভক্তি-শূন্যের কারণ ॥
বলরাম-কীর্ত্তি দেখি হস্তিনা-নগরে।
"ত্রাহি হলধর" বলি নমস্কার করে ॥
তবে দ্বারকায় আইলেন নিত্যানন্দ।
সমুদ্রে করিলা স্নান হইলা আনন্দ ॥ ২৯ ॥
সিদ্ধপুর গেলা যথা কপিলের স্থান।
মৎস্য তীর্থে মহোৎসবে কৈলা অন্নদান ॥
শিবকাঞ্চী বিষ্ণুকাঞ্চী গেলা নিত্যানন্দ।
দেখি হাসে দুই গণে মহা মহা দ্বন্দ্ব ॥
কুরুক্ষেত্র পৃথূদক বিন্দু-সরোবরে।
প্রভাসে গেলেন সুদর্শন তীর্থবরে ॥
ত্রিতকূপ মহাতীর্থ গেলেন বিশালা।
তবে ব্রহ্মতীর্থ চক্রতীর্থেতে চলিলা ॥ ৩০ ॥

প্রতিস্রোতা গেলা প্রভু প্রাচী সরস্বতী।
নৈমিষারণ্যে তবে গেলা মহামতি ॥
তবে গেলা নিত্যানন্দ অযোধ্যা-নগর।
রাম-জন্মভূমি দেখি কান্দিলা বিস্তর ॥
তবে গেলা গুহক-চণ্ডাল-রাজ্য যথা।
মহামূর্চ্ছা নিত্যানন্দ পাইলেন তথা ॥
গুহক চণ্ডালে মাত্র হইল স্মরণ।
তিন দিন আনন্দে আছিলা অচেতন ॥ ৩১ ॥
যে যে বনে আছিলা ঠাকুর রামচন্দ্র।
দেখিয়া বিরহে গড়ি যায় নিত্যানন্দ ॥
তবে গেলা সরযূ কৌশিকী করি স্নান।
তবে গেলা পুলহ-আশ্রম পুণ্যস্থান ॥
গোমতী গণ্ডকী শোণ তীর্থে স্নান করি।
তবে গেলা মহেন্দ্রপর্ব্বত-চূড়োপরি ॥
পরশুরামেরে তথা করি নমস্কার।
তবে গেলা গঙ্গা-জন্মভূমি হরিদ্বার ॥ ৩২ ॥

কংস বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এই ঘাটে আসিয়া বিশ্রাম করেন, তাই নাম হইল 'বিশ্রাম ঘাট'। এখানে শ্রীযমুনার সন্ধ্যা আরতি একটা দেখিবার জিনিস।

"দ্বাদশাদি বন" – মধুবন, তালবন, কুমুদবন, কাম্যবন, বহুলাবন, ভদ্রবন, খদিরবন, মহাবন, লোহবন, বিল্ববন, ভাণ্ডীরবন ও বৃন্দাবন এই প্রধান দ্বাদশ বন ও অন্যান্য বন। "ঘর বসতি = ঘর-বাড়ী।

২৯। "হস্তিনাপুর" = সাধারণতঃ বর্ত্তমান দিল্লী।

"পুরী" = রাজধানী।

"না বুঝে ·· কারণ" = ভক্তি নাই বলিয়া তীর্থের লোক সকল এই ক্রন্দনের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না।

"বলরাম-কীর্ত্তি হস্তিনা নগরে" = জাম্ববতীর পুত্র শাম্ব দুর্য্যোধন-কন্যা লক্ষ্মণাকে স্বয়ম্বর সভা হইতে হরণ করায় কর্ণাদি কুরুপক্ষীয় বীরগণ শাম্বকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে লক্ষ্মণার সহিত হস্তিনাপুরে আনয়ন করেন। এই সংবাদ দেবর্ষি নারদ শ্রীবলদেবকে জ্ঞাপন করিলে, তিনি বিবাদ-ভঞ্জনার্থে হস্তিনাপুরে আগমন করেন; কিন্তু দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ তাঁহার বিশেষরূপ অপমান করায়, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তিনাপুরকে হল দ্বারা আকর্ষণ করেন।

৩০। "কপিলের স্থান" – কপিলমুনির আশ্রম।

"দেখি ·· ·· দ্বন্দ্ব" = বিষ্ণুকাঞ্চী ও শিব-কাঞ্চী দুই স্থানের দুই দল সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে পরস্পর ভীষণ কলহ দেখিয়া নিত্যানন্দ-প্রভু হাসিতে লাগিলেন।

৩২। "পুলহ" – সপ্তর্ষির মধ্যে একজন ঋষি।

পম্পা ভীমরথী গেলা সপ্ত গোদাবরী।
বেণ্বাতীর্থে বিপাশায় মজ্জন আচরি॥
কার্ত্তিক দেখিয়া নিত্যানন্দ মহামতি।
শ্রীপর্ব্বত গেলা যথা মহেশ-পার্ব্বতী॥
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী-রূপে মহেশ-পার্ব্বতী।
সেই শ্রীপর্ব্বতে দোঁহে করেন বসতি॥
নিজ-ইষ্টদেব চিনিলেন দুই জন।
অবধৌত-রূপে করে তীর্থ-পর্য্যটন॥ ৩৩॥
পরম সন্তোষে দোঁহে অতিথি দেখিয়া।
পাক করিলেন দেবী হরষিত হৈয়া॥
পরম আদরে ভিক্ষা দিলেন প্রভুরে।
হাসি নিত্যানন্দ দোঁহাকারে নমস্করে॥
কি অন্তর-কথা হৈল কৃষ্ণ সে জানেন।
তবে নিত্যানন্দ-প্রভু দ্রাবিড়ে গেলেন॥
দেখিয়া বেঙ্কটনাথ কাম-কোষ্ঠীপুরী।
কাঞ্চীপুরী দেখি পুন গেলেন কাবেরী॥৩৪॥
তবে গেলা শ্রীরঙ্গনাথের পুণ্য-স্থান।
তবে করিলেন হরিক্ষেত্রেরে পয়ান॥
ঋষভ পর্ব্বতে গেলা দক্ষিণ-মথুরা।
কৃতমালা তাম্রপর্ণী যমুনা-উত্তরা॥
মলয়-পর্ব্বত গেলা—অগস্ত্য-আলয়।
তাহারাও হৃষ্ট হৈলা দেখি মহাশয়॥
তা সবার অতিথি হইলা নিত্যানন্দ।
বদরিকাশ্রম গেলা পরম আনন্দ॥ ৩৫॥
কতদিন নর-নারায়ণের আশ্রমে।
আছিলেন নিত্যানন্দ পরম নির্জ্জনে॥
তবে নিত্যানন্দ গেলা ব্যাসের আলয়ে।
ব্যাস চিনিলেন বলরাম-মহাশয়ে॥

সাক্ষাত হইয়া ব্যাস আতিথ্য করিলা।
প্রভুও ব্যাসেরে দণ্ড-প্রণত হইলা॥
তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।
দেখিলেন প্রভু—বসি আছে বৌদ্ধগণ॥৩৬॥
জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহো উত্তর না করে।
ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে॥
পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়া।
বনে ভ্রমে নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়া॥
তবে প্রভু আইলেন কন্যকা-নগর।
দুর্গাদেবী দেখি গেলা দক্ষিণ-সাগর॥
তবে নিত্যানন্দ গেলা শ্রীঅনন্তপুরে।
তবে গেলা পঞ্চ-অপ্সরার সরোবরে॥ ৩৭॥
গোকর্ণাখ্য গেলা প্রভু শিবের মন্দিরে।
কুলাচলে ত্রিগর্ত্তকে বুলে ঘরে ঘরে॥
দ্বৈপায়নী আর্য্যা দেখি নিত্যানন্দ-রায়।
নির্ব্বিন্ধ্যা পয়োষ্ণী তাপী ভ্রমেন লীলায়॥
রেবা মাহেষ্মতী পুরী মল্লতীর্থ গেলা।
সূপারক দিয়া প্রভু প্রতীচী চলিলা॥
এইমত অভয় পরমানন্দ রায়।
ভ্রমে নিত্যানন্দ, ভয় নাহিক কাহায়॥৩৮॥
নিরন্তর কৃষ্ণাবেশে শরীর অবশ।
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে কে বুঝে সে রস॥
এইমত নিত্যানন্দ করেন ভ্রমণ॥
দৈবে মাধবেন্দ্র সহ হৈল দরশন॥
মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমময় কলেবর।
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর॥
কৃষ্ণরস বিনু আর নাহিক আহার।
মাধবেন্দ্রপুরী-দেহে কৃষ্ণের বিহার॥ ৩৯॥

৩৪। "অন্তর-কথা" = মনের কথা ; মর্ম্ম কথা

৩৮। প্রতীচী" = পশ্চিম দিকে।

যার মহা-শিষ্য প্রভু-আচার্য্য-গোসাঁই।
কি কহিব আর তাঁর প্রেমের বড়াই ॥
মাধব-পুরীরে দেখিলেন নিত্যানন্দ।
ততক্ষণে প্রেমে মূর্চ্ছা হইলা নিষ্পন্দ ॥
নিত্যানন্দ দেখি মাত্র শ্রীমাধব-পুরী।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হৈয়া আপনা পাসরি ॥
ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার।
শ্রীগৌরচন্দ্র কহিয়াছেন বারবার ॥ ৪০ ॥
দোঁহে মূর্চ্ছা হইলেন দোঁহা-দরশনে।
কান্দয়ে ঈশ্বর-পুরী আদি শিষ্যগণে ॥
ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদৃষ্টি দুইজন।
অন্যোন্যে গলা ধরি করেন ক্রন্দন ॥
গড়াগড়ি যায় দুই প্রভু প্রেম-রসে।
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ-প্রেমের আবেশে ॥
প্রেমনদী বহে দুই প্রভুর নয়নে।
পৃথিবী হইল সিক্ত ধন্য হেন মানে ॥ ৪১ ॥
কম্প অশ্রু পুলক—ভাবের অন্ত নাই।
দুই দেহে বিহরয়ে চৈতন্য-গোসাঁই ॥
নিত্যানন্দ বলে "তীর্থ যত করিলাম।
সম্যক্ তাহার ফল আজি পাইলাম ॥
নয়নে দেখিনু মাধবেন্দ্রের চরণ।
এ প্রেম দেখিয়া ধন্য হইল জীবন ॥"
মাধবেন্দ্র-পুরী নিত্যানন্দে করি কোলে।
উত্তর না স্ফুরে—রুদ্ধ-কণ্ঠ প্রেম-জলে ॥৪২॥

হেন প্রীত হইলেন মাধবেন্দ্র-পুরী।
বক্ষ হৈতে নিত্যানন্দ বাহির না করি ॥
ঈশ্বর-পুরী ব্রহ্মানন্দ-পুরী আদি যত।
সর্ব্ব শিষ্য হইলেন নিত্যানন্দে রত ॥
সবে যত মহাজন সম্ভাষা করেন।
কৃষ্ণ-প্রেম কাহারো শরীরে না দেখেন ॥
সবেই পায়েন দুঃখ জন সম্ভাষিয়া।
অতএব বন সবে ভ্রমেন দেখিয়া ॥ ৪৩ ॥
অন্যোন্যে সে সব দুঃখের হৈল নাশ।
অন্যোন্যে দেখি কৃষ্ণ-প্রেমের প্রকাশ ॥
কত দিন নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র-সঙ্গে।
ভ্রমেন শ্রীকৃষ্ণকথা-পরানন্দ-রঙ্গে ॥
মাধবেন্দ্র-কথা অতি অদ্ভুত কথন।
মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন ॥
অহর্নিশ কৃষ্ণপ্রেমে মদ্যপের প্রায়।
হাসে কান্দে হৈ হৈ করে হায় হায় ॥ ৪৪ ॥
নিত্যানন্দ মহামত্ত গোবিন্দের রসে।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে অট্ট অট্ট হাসে ॥
দোঁহার অদ্ভুত ভাব দেখি শিষ্যগণ।
নিরবধি 'হরি' বলি করয়ে কীর্ত্তন ॥
রাত্রি দিন কেহো নাহি জানে প্রেমরসে।
কত কাল যায় কেহো ক্ষণ নাহি বাসে ॥
মাধবেন্দ্র-সঙ্গে যত হইল আখ্যান।
কে জানয়ে তাহা, কৃষ্ণচন্দ্র সে প্রমাণ ॥ ৪৫ ॥

৩৯। "প্রেমময়......অনুচর"=তাঁহার সঙ্গে তাঁহার শিষ্যাদি সহচরগণ যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহারাও সকলেই কৃষ্ণপ্রেমময়।

৪০। "আদি"=মূল।

"সূত্রধার"=অবলম্বন।

৪১। "পৃথিবী··· মানে"=পৃথিবী ভাবিতেছে আমি কৃষ্ণ-ভক্তের প্রেমাশ্রুধারায় অভিষিক্ত হইয়া কৃতার্থ হইলাম।

৪৩। "বত"=অনুরক্ত।

"সবে ····· করেন" = জন-সমাজে সুপ্রসিদ্ধ যত ভাল ভাল লোকের সঙ্গে তাঁহারা সকলে আলাপাদি করিয়াছেন।

মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দে ছাড়িতে না পারে।
নিরবধি নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে॥
মাধবেন্দ্র বলে "প্রেম না দেখিনু কোথা।
সেই মোর সর্ব্বতীর্থ হেন প্রেম যথা॥
জানিনু কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ-হেন বন্ধু পাইনু সংহতি॥
যে সে স্থানে যদি নিত্যানন্দ-সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ-বৈকুণ্ঠাদিময়॥ ৪৬॥
নিত্যানন্দ-হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে।
অবশ্য পাইব কৃষ্ণচন্দ্র সেই জনে॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে॥"
এইমত মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দ প্রতি।
অহর্নিশ বলেন, করেন রতি মতি॥
মাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ-মহাশয়।
গুরু-বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয়॥ ৪৭॥
এইমত অন্যোন্যে দুই মহামতি।
কৃষ্ণ-প্রেমে না জানেন কোথা দিবা রাতি॥
কতদিন মাধবেন্দ্র-সঙ্গে নিত্যানন্দ।
থাকিয়া চলিলা শেষে যথা সেতুবন্ধ॥

মাধবেন্দ্র চলিলা সরযূ দেখিবারে।
কৃষ্ণাবেশে কেহ নিজ-দেহ নাহি স্মরে॥
অতএব জীবনের রক্ষা সে বিরহে।
বাহ্য থাকিলে কি সে বিরহে প্রাণ রহে॥৪৮॥
নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র দুই-দরশন।
যে শুনয়ে তারে মিলে কৃষ্ণপ্রেম-ধন॥
হেনমতে নিত্যানন্দ ভ্রমে প্রেম-রসে।
সেতুবন্ধে আইলেন কতক দিবসে॥
ধনুতীর্থে স্নান করি গেলা রামেশ্বর।
তবে প্রভু আইলেন বিজয়নগর॥
মায়াপুরী অবন্তী দেখিয়া গোদাবরী।
আইলেন জীওড়—নৃসিংহদেব-পুরী॥ ৪৯॥
ত্রিমল্ল দেখিয়া কূর্ম্মনাথ পুণ্যস্থান।
শেষে নীলাচল-চন্দ্র দেখিতে পয়ান॥
আইলেন নীলাচল-চন্দ্রের নগরে।
ধ্বজা দেখি মাত্র মূর্চ্ছা হইলা শরীরে॥
দেখিলেন চতুর্ব্ব্যূহ-রূপ জগন্নাথ।
প্রকট পরমানন্দ ভক্তবর্গ সাথ॥
দেখি মাত্র হইলেন পুলকে মূর্চ্ছিতে।
পুনঃ বাহ্য হয় পুনঃ পড়ে পৃথিবীতে॥ ৫০॥

"জন" = সাধারণ হিসাবে ভাল লোক বা অন্যান্য লোক, যাহারা কৃষ্ণপ্রেমহীন।

৪৫। "রাত্রিদিন………প্রেমরসে" = কৃষ্ণপ্রেমে এত বিভোর হইয়াছেন যে, এটা রাত্রি কি দিন সে জ্ঞান পর্য্যন্ত নাই।

"কত……বাসে" = এইরূপে কতদিন কাটিয়া গেল, কিন্তু তাহা যেন ক্ষণকাল বলিয়াও তাঁহাদের বোধ হইল না অর্থাৎ অতি সামান্য সময় বলিয়াই মনে হইল। "আখ্যান" = কথোপকথন।

"কে জানয়ে …..প্রমাণ" = তাহা অন্য আর কে জানিবে? একমাত্র কৃষ্ণই জানেন।

৪৭। "নিত্যানন্দ….. শ্রবণে" = নিত্যানন্দের মত এমন মহাভক্তের গুণগান শ্রবণ করিলে।

৪৮। "অতএব……রহে" = বাহ্যজ্ঞান থাকিলে এরূপ বিষম কৃষ্ণ-বিরহ-তাপে কাহারও জীবন রক্ষা হইতে পারে না; কৃষ্ণপ্রেমে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া অন্তর্ম্মনা থাকাতেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা বা কৃষ্ণ-বিরহ-জনিত তাপেও প্রাণ রক্ষা হয়।

৫০। "নীলাচল-চন্দ্র" = শ্রীজগন্নাথ-দেব।

"নীলাচল-চন্দ্রের নগরে" = শ্রীপুরীধামে।

কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু আছাড় হুঙ্কার।
কে কহিতে পারে নিত্যানন্দের বিকার॥
এইমত কতদিন থাকি নীলাচলে।
দেখি গঙ্গাসাগর আইলা কুতূহলে॥
তান তীর্থযাত্রা সব কে পারে কহিতে।
কিছু লিখিলাঙ মাত্র তান কৃপা হৈতে॥
এইমত তীর্থ ভ্রমি নিত্যানন্দ-রায়।
পুনর্ব্বার আসিয়া মিলিলা মথুরায়॥ ৫১॥
নিরবধি বৃন্দাবনে করেন বসতি।
কৃষ্ণের আবেশে না জানেন দিবা রাতি॥
আহার নাহিক—কদাচিৎ দুগ্ধ-পান।
সেহো অযাচিত—যদি কেহো করে দান॥
"নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আছে গুপ্তভাবে।"
ইহা নিত্যানন্দ-স্বরূপের মনে জাগে॥
"আপন-ঐশ্বর্য্য প্রভু প্রকাশিব যবে।
আমি গিয়া করিমু আপন-সেবা তবে"॥ ৫২॥
এই মানসিক করি নিত্যানন্দ-রায়।
মথুরা ছাড়িয়া নবদ্বীপে নাহি যায়॥
নিরবধি বিহরয়ে কালিন্দীর জলে।
শিশু-সঙ্গে বৃন্দাবনে ধুলা-খেলা খেলে॥
যদ্যপিহ নিত্যানন্দ ধরে সর্ব্ব শক্তি।
তথাপিহ কারে নাহি দেন কৃষ্ণ ভক্তি॥

যবে গৌরচন্দ্র প্রভু করিব প্রকাশ।
তান সে আজ্ঞায় ভক্তি-দানের বিলাস॥৫৩॥
কেহো কিছু না করে চৈতন্য-আজ্ঞা বিনে।
ইহাতে অল্পতা নাহি পায় প্রভু-গণে॥
কি অনন্ত কিবা শিব অজাদি দেবতা।
চৈতন্য-আজ্ঞায় হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা॥
ইহাতে যে পাপিগণ মনে দুঃখ পায়।
বৈষ্ণবের অদৃশ্য সে পাপী সর্ব্বথায়॥
সাক্ষাতেই দেখ সবে এই ত্রিভুবনে।
নিত্যানন্দ দ্বারায় পাইল প্রেমধনে॥ ৫৪॥
চৈতন্যের আদি-ভক্ত নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্যের যশ বৈসে যাঁহার জিহ্বায়॥
অহর্নিশ চৈতন্যের কথা প্রভু কয়।
তাঁরে ভজিলে সে চৈতন্যে ভক্তি হয়॥
আদিদেব জয় জয় নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্য-মহিমা স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥
চৈতন্য-কৃপায় হয় নিত্যানন্দে রতি।
নিত্যানন্দ জানিলে আপদ নাহি কতি॥ ৫৫॥
সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥
কেহো বলে "নিত্যানন্দ যেন বলরাম।"
কেহো বলে "চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম॥"

"পযান" = প্রস্থান।
"ধ্বজা" = শ্রীমন্দিরের উপরিস্থিত ধ্বজা বা পতাকা।
"দেখিলেন ...নাথ" = জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শনচক্র এই চতুর্ব্বিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সাক্ষাৎ পরমানন্দ-স্বরূপ যে জগন্নাথ দেব চতুর্দ্দিকে ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন, তাহাকে দর্শন করিলেন।
৫১। "বিকার" = প্রেমের বিকার।

৫২। "আপন সেবা" = তাঁহার প্রতি আমার নিজের যে সেবা, তাহা।
৫৩। "ভক্তি দানের বিলাস" = ভক্তি-বিতরণ-লীলা হইবে।
৫৪। "ইহাতে ... প্রভু-গণে" = ইহাতে প্রভুর পার্ষদ ও ভক্তবৃন্দের গৌরবের কিছুমাত্র হানি হয় না, বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। "অদৃশ্য" = দেখিবার যোগ্য নয়; তাহাকে দেখিতেই নাই।

কিবা যতি নিত্যানন্দ কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যার যেন মত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি॥
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তথাপি সে পাদপদ্ম রহুক হৃদয়ে॥ ৫৬॥
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥
কোনো চৈতন্যের লোক নিত্যানন্দ প্রতি।
মন্দ বলে হেন দেখ সে কেবল স্তুতি॥
নিত্যশুদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণব-সকল।
তবে যে কলহ দেখ সব কুতূহল॥
ইথে এক জনের হইয়া পক্ষ যে।
অন্য জনে নিন্দা করে ক্ষয় যায় সে॥ ৫৭॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপে সে নিন্দা না লওয়ায়।
তাঁর পথে থাকিলে সে গৌরচন্দ্র পায়॥
হেন দিন হৈব কি চৈতন্য নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দ্দিকে ভক্তবৃন্দ॥
সর্ব্বভাবে স্বামী যেন হয় নিত্যানন্দ।
তাঁর হৈয়া ভজি যেন প্রভু গৌরচন্দ্র॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের স্থানে ভাগবত।
জন্মে জন্মে পড়িবাঙ এই অভিমত॥ ৫৮॥
জয় জয় জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র।
দিলাও নিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ॥
তথাপিও এই কৃপা কর মহাশয়।
তোমাতে তাঁহাতে যেন চিত্ত-বৃত্তি রয়॥
তোমার পরম-ভক্ত নিত্যানন্দ-রায়।
বিনা তুমি দিলে তাঁরে কেহো নাহি পায়॥৫৯॥
বৃন্দাবন আদি করি ভ্রমে নিত্যানন্দ।
যাবৎ না আপনা প্রকাশে গৌরচন্দ্র॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের তীর্থ-পর্য্যটন।
যেই ইহা শুনে তারে মিলে প্রেমধন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ৬০॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আদিখণ্ডে
শ্রীনিত্যানন্দ-বাল্যলীলা-তীর্থভ্রমণাদি-
বর্ণনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

৫৬। "কিবা যতি ·····উপরে"=শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে কেহ বা সন্ন্যাসী, কেহ বা ভক্ত, কেহ বা জ্ঞানী ইত্যাদি নানা জনে নানারূপ বলিতেছে; কিন্তু যাহার যাহা ইচ্ছা বলুক না কেন এবং তিনি চৈতন্যের যাহাই হউন না কেন অর্থাৎ লোকে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করুক বা নাই করুক, তথাপি তাঁহার সেই শ্রীপাদপদ্ম সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে বিরাজিত থাকুক। পরন্তু যদি বা লোকে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার নাও করে, তথাপি তিনি যে একজন লোকাতীত মহাপুরুষ তদ্বিষয়ে ত কোনও সন্দেহ নাই; আচ্ছা ধরিয়া লইলাম, তিনি না হয় তাহাই। তবে এই যে আমি এতদুর ত্যাগ স্বীকার করিতেছি অর্থাৎ তিনি ঈশ্বর, কিন্তু লোকের অনুরোধে তাঁহাকে তবু না হয় ঈশ্বর না বলিয়া মহাপুরুষ বলিয়াই মানিয়া লইতেছি; তথাপি যে পাপাত্মা শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর নিন্দা করে, আমি তাহার মাথায় তিন লাথি মারি। শ্রীপাদ গ্রন্থকারের এই সমুচিত উক্তি শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর প্রতি তদীয় অসাধারণ অনুরাগের নিমিত্তই বুঝিতে হইবে। ৫৮। নিত্যানন্দ······লওয়ায়= শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া থাকিলে, তাঁহার প্রসাদে নিন্দায় কাহারও মতি হয় না।

৫৯। "দিলাও নিলাও"=তুমিই দিতে পার, তুমিই নিতে পার।

নবম অধ্যায়।

জয় জয় গৌরচন্দ্র মহামহেশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ-প্রিয় নিত্য-কলেবর॥
জয় শ্রীগোবিন্দ-দ্বারপালকের নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু! শুভ-দৃষ্টিপাত॥
জয় জয় জগন্নাথ-পুত্র বিপ্ররাজ।
জয় হউ তোর যত শ্রীভক্ত-সমাজ॥
জয় জয় কৃপাসিন্ধু কমল-লোচন।
হেন কৃপা কর তোর যশে রহু মন॥ ১॥
আদিখণ্ডে শুন ভাই! চৈতন্যের কথা।
বিদ্যার বিলাস প্রভু করিলেন যথা॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
রাত্রিদিন বিদ্যারসে নাহি অবসর॥
উষাকালে সন্ধ্যা করি ত্রিদশের নাথ।
পড়িতে চলেন সর্ব্ব-শিষ্যগণ-সাথ॥
আসিয়া বৈসেন গঙ্গাদাসের সভায়।
পক্ষ-প্রতিপক্ষ প্রভু করেন সদায়॥ ২॥
প্রভু-স্থানে পুঁথি নাহি চিন্তয়ে যে জন।
তাহারে সে প্রভু কদর্থেন অনুক্ষণ॥
আসিয়া বৈসেন প্রভু পুঁথি চিন্তাইতে।
যার যত গণ লৈয়া বৈসে নানা ভিতে॥
না চিন্তে মুরারি গুপ্ত পুঁথি প্রভু-স্থানে।
অতএব প্রভু কিছু চালয়ে তাহানে॥
যোগপট্ট-ছাঁদে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।
বৈসেন সভার মধ্যে করি বীরাসন॥ ৩॥
চন্দনের শোভে ঊর্দ্ধ-তিলক সু-ভাতি।
মুকুতা গঞ্জয়ে শ্রীদশনের জ্যোতি॥
গৌরাঙ্গসুন্দর-বেশ মদন-মোহন।
ষোড়শ বৎসর প্রভু প্রথম যৌবন॥
বৃহস্পতি জিনিয়া পাণ্ডিত্য-পরকাশ।
স্বতন্ত্র যে পুঁথি চিন্তে তারে করে হাস॥

১। "শ্রীগোবিন্দ-দ্বারপালকের" = গোবিন্দ নামক ভৃত্য যিনি শ্রীপুরীধামে মহাপ্রভুর দ্বার রক্ষা করিতেন, তাঁহার।

২। "পক্ষ প্রতিপক্ষ" = তর্ক বিতর্ক; বাদ-প্রতিবাদ; তর্ক দ্বারা খণ্ডন ও স্থাপন। "অবসর" = বিরাম।

৩। "প্রভু স্থানে .... যে জন" = যে পড়ুয়া প্রভুর নিকট পাঠ অভ্যাস না করে।

"কদর্থেন" = নানারূপ ঠাট্টা বিদ্রূপ করেন।

"চিন্তাইতে" = চর্চ্চা করিতে।

"যার .... ভিতে" = যার সেই নিজের নিজের দলের ছেলে লইয়া সকলে নানা দিকে বসে।

"চালয়ে" = নাড়া চাড়া দেন; নাকড়া-ঝাকড়া করেন, কূটপ্রশ্ন ও বিদ্রূপাদি দ্বারা ব্যতিব্যস্ত করেন।

"যোগপট্ট ...বন্ধন" = যোগপট্টের মত করিয়া কাপড় বাঁধিয়া। যে বস্ত্র দ্বারা কায় অর্থাৎ শরীরের ন্যায় গোলাকার ভাবে পৃষ্ঠ ও জানুদ্বয় বন্ধন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধজানু যোগী অবস্থান করেন, তাহার নাম 'যোগপট্ট'।

পৃষ্ঠজান্বোঃ সমাযোগে বস্ত্রং বা যদ্বদ্ধকং।
পরিবেষ্ট্য যদূর্দ্ধজানুস্তিষ্ঠেৎ তদ যোগপট্টকং॥
পদ্মপুরাণ।

ঐরূপ ভাবে কাপড় বাঁধিয়া।

"বীরাসন" = বাম পদ দক্ষিণ ঊরুর উপর এবং দক্ষিণ পদ বাম ঊরুর উপর স্থাপন পূর্ব্বক সরল-ভাবে বীরের ন্যায় উপবেশন করার নাম বীরাসন।

একপাদমথৈকস্মিন্ বিন্যসেদূরু সংস্থিতং।
ইতরস্মিন্ তথা পশ্চাদ্ বীরাসনমিদং বিদুঃ॥
ঘেরণ্ড সংহিতা।

প্রভু বলে "ইথে আছে কোন্ বড় জন।
আসিয়া খণ্ডুক দেখি আমার স্থাপন ॥ ৪ ॥
সন্ধি-কার্য্য না জানিয়া কোনো কোনো জনা।
আপনে চিন্তয়ে পুঁথি, প্রবোধে আপনা ॥
অহঙ্কার করি লোক ভালে মূর্খ হয়।
যেবা জানে তার ঠাঁই পুঁথি না চিন্তয় ॥"
শুনয়ে মুরারি গুপ্ত আটোপ-টঙ্কার।
না বোলয়ে কিছু, কার্য্য করে আপনার ॥
তথাপিহ প্রভু তারে চালেন সদায়।
সেবক দেখিয়া বড় সুখী দ্বিজরায় ॥ ৫ ॥
প্রভু বলে "বৈদ্য! তুমি ইহা কেনে পড়।
লতা পাতা নিয়া গিয়া রোগী কর দড় ॥
ব্যাকরণ-শাস্ত্র এই বিষম-অবধি।
কফ-পিত্ত-অজীর্ণ-ব্যবস্থা নাহি ইথি ॥
মনে মনে চিন্ত তুমি কি বুঝিবে ইহা।
ঘরে যাহ তুমি রোগী দড় কর গিয়া ॥"
রুদ্র-অংশ মুরারি—পরম খরতর।
তথাপি নহিল ক্রোধ দেখি বিশ্বম্ভর ॥ ৬ ॥

প্রত্যুত্তর দিল—"কেনে বড় ত ঠাকুর।
সবারেই চাল' দেখি গর্ব্বহ প্রচুর ॥
সূত্র বৃত্তি পাঁজি টীকা যত হেন কর।
আমা জিজ্ঞাসিয়া কি না পাইলে উত্তর ॥
বিনা জিজ্ঞাসিয়া বল কি জানিস তুই।
ঠাকুর ব্রাহ্মণ তুমি কি বলিব মুই ॥"
প্রভু বলে "ব্যাখ্যা কর আজি যে পড়িলা।"
ব্যাখ্যা করে গুপ্ত, প্রভু খণ্ডিতে লাগিলা ॥৭॥
গুপ্ত বলে এক অর্থ, প্রভু বলে আর।
প্রভু-ভৃত্যে কেহো কারে নারে জিনিবার ॥
প্রভুর প্রভাবে গুপ্ত পরম পণ্ডিত।
মুরারির ব্যাখ্যা শুনি হন হরষিত ॥
সন্তোষে দিলেন তার অঙ্গে পদ্ম-হস্ত।
মুরারির দেহ হৈল আনন্দ-সমস্ত ॥
চিন্তয়ে মুরারি গুপ্ত আপন-হৃদয়ে।
"প্রাকৃত মনুষ্য কভু এ পুরুষ নহে ॥ ৮ ॥
এতাদৃশ পাণ্ডিত্য কি মনুষ্যের হয়।
হস্ত স্পর্শে দেহ হৈল পরানন্দময় ॥

৪। "স্বতন্ত্র......হাস" = যে জন প্রভুর নিকট পাঠ অভ্যাস বা চর্চ্চা না করিয়া পৃথক-ভাবে করে, প্রভু তাহাকে উপহাস করেন।

৫। "সন্ধিকার্য্য.........হয়" = যাহাদের সন্ধি-জ্ঞান পর্য্যন্তও নাই, এমন লোকও নিজে নিজে পাঠ অভ্যাস করিতে যায়, নিজে নিজে ব্যাখ্যা করে; এইরূপে তাহারা অহঙ্কারেই মরে, বিদ্যাশিক্ষা কিছুই করিতে পারে না। তাহাদের এই অহঙ্কার এতই প্রবল যে, যে ব্যক্তি ভালরূপ পণ্ডিত, তাঁহার কাছেও শিক্ষা করিতে তাহারা লজ্জা বোধ করে, ফলে তাহারা মূর্খই হইয়া থাকে।

"আটোপ-টঙ্কার" = ভীষণ গর্জ্জন গজ্জন।

৬। "বিষম-অবধি" = কঠিনের চূড়ান্ত; অত্যন্ত কঠিন। "কফ ... ব্যবস্থা" = রোগ-চিকিৎসার ব্যবস্থা। "ইথি" = ইহাতে।

"মনে.........ইহা" = তুমি নিজে নিজেই পাঠ অভ্যাস কর, সুতরাং এই সুকঠিন ব্যাকরণ-শাস্ত্র বুঝিবে কিরূপে?

"পরম খরতর" = ভীষণ প্রচণ্ড।

৭। "গর্ব্বহ" = গর্ব্ব কর; অহঙ্কার কর।

৮। "জিনিবার" = জয় করিতে।

"আনন্দ-সমস্ত" = আনন্দপূর্ণ; আনন্দময়।

"প্রাকৃত মনুষ্য" = সাধারণ লোক; এই আমাদের মত জড়দেহের লোক।

চিন্তিলে ইহান স্থানে কিছু লজ্জা নাই।
এমত সুবুদ্ধি সর্ব্ব নবদ্বীপে নাই॥"
সন্তোষিত হইয়া বলেন বৈদ্যবর।
'চিন্তিব তোমার স্থানে শুন বিশ্বম্ভর॥"
ঠাকুর সেবকে এইমত করি রঙ্গ।
গঙ্গা-স্নানে চলিলেন লৈয়া সব সঙ্গ॥ ৯॥
গঙ্গা-স্নান করিয়া চলিলা প্রভু ঘরে।
এইমত বিদ্যা-রসে ঈশ্বর বিহরে॥
মুকুন্দ সঞ্জয় বড় মহা-ভাগ্যবান্।
যাঁহায় আলয় বিদ্যা-বিলাসের স্থান॥
তাঁহার পুত্রেরে প্রভু আপনে পড়ায়।
তাহারো প্রভুর প্রতি ভক্তি সর্ব্বথায়॥
বড় চণ্ডী-মণ্ডপ আছয়ে তার ঘরে।
চতুর্দ্দিকে বিস্তব পড়ুয়া তায় ধরে॥ ১০॥
গোষ্ঠী করি তাঁহাই পড়ান দ্বিজরাজ।
সেই স্থানে গৌরাঙ্গের বিদ্যার সমাজ॥
কতরূপে ব্যাখ্যা করে কত বা খণ্ডন।
অধ্যাপক প্রতি সে আক্ষেপ সর্ব্বক্ষণ॥
প্রভু বহে "সন্ধি-কার্য্য নাহি জ্ঞান যার।
কলিযুগে ভট্টাচার্য্য-পদবী তাহার॥
হেন জন দেখি ফাঁকি বলুক আমার।
তবে জানি ভট্ট মিশ্র পদবী সবার"॥ ১১॥
এইমত বৈকুণ্ঠ-নায়ক বিদ্যা-রসে।
ক্রীড়া করে চিনিতে না পারে কোনো দাসে॥
কিছুমাত্র দেখি আই পুত্রের যৌবন।
বিবাহের কার্য্য মনে চিন্তে অনুক্ষণ॥

দৈবে সেই নবদ্বীপে এক সুব্রাহ্মণ।
বল্লভ আচার্য্য নাম—জনকের সম॥
তাঁর কন্যা আছে যেন লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
নিরবধি বিপ্র তার চিন্তে যোগ্য-পতি॥ ১২॥
দৈবে লক্ষ্মী একদিন গেলা গঙ্গা-স্নানে।
গৌরচন্দ্র হেনই সময়ে সেইখানে॥
নিজ-লক্ষ্মী চিনিয়া হাসিলা গৌরচন্দ্র।
লক্ষ্মীও বন্দিলা মনে প্রভু-পদদ্বন্দ্ব॥
হেনমতে দোঁহা চিনি দোঁহা ঘর গেলা।
কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের খেলা॥
ঈশ্বর-ইচ্ছায় বিপ্র বনমালী নাম।
সেই দিন গেলা তিঁহো শচীদেবী-স্থান॥১৩॥
নমস্করি আইরে বসিলা দ্বিজবর।
আসন দিলেন আই করিয়া আদর॥
আইরে বলেন তবে বনমালী আচার্য্য।
"পুত্র-বিবাহের কেনে না চিন্তহ কার্য্য॥
বল্লভ আচার্য্য কুলে শীলে সদাচারে।
নির্দ্দোষে বৈসেন নবদ্বীপের ভিতরে॥
তান কন্যা লক্ষ্মী-প্রায় রূপে শীলে মানে।
সে সম্বন্ধ কর যদি ইচ্ছা হয় মনে"॥ ১৪॥
আই বলে "পিতৃহীন বালক আমার।
জীউক পড়ুক আগে তবে কার্য্য আর॥"
আইর কথায় বিপ্র রস না পাইয়া।
চলিলেন বিপ্র কিছু দুঃখিত হইয়া॥
দৈবে পথে দেখা হৈল গৌরচন্দ্র-সঙ্গে।
তাঁরে দেখি আলিঙ্গন কৈলা প্রভু রঙ্গে॥

১০। "তাঁহার পুত্রেরে"=পুরুষোত্তম সঞ্জয়েরে।

১১। "গোষ্ঠী করি"= দলবদ্ধ করিয়া; পৃথক্ পৃথক্ দল করিয়া।

"বিদ্যার সমাজ"= বিদ্যা-মন্দির; চতুষ্পাঠী; টোল।

"হেন······সবার"= আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, এমন লোক কে আছে দেখি; তাহা হইলে তখন বুঝিতে পারিব যে, হাঁ তাঁহাদের ভট্টাচার্য্য, মিশ্র প্রভৃতি পদবী সার্থক।

প্রভু বলে "কহ গিয়াছিলে কোন্ ভিতে।"
দ্বিজ বলে "তোমার জননী সম্ভাষিতে॥ ১৫॥
তোমার বিবাহ লাগি বলিলাম তানে।
না জানি—শুনিয়া শ্রদ্ধা না কৈলেন কেনে॥"
শুনি তাঁর বচন ঈশ্বর মৌন হৈলা।
হাসি তানে সম্ভাষিয়া মন্দিরে আইলা॥
জননীরে হাসিয়া বলেন সেই ক্ষণে।
"আচার্য্যের সম্ভাষা ভাল না করিলা কেনে॥"
পুত্রের ইঙ্গিত পাই শচী হরষিতা।
আর-দিনে বিপ্রে আনি কহিলেন কথা॥১৬॥
শচী বলে "বিপ্র! কালি যে কহিলা তুমি।
শীঘ্র তাহা করহ বলিল এই আমি॥"
আইর চরণ-ধূলি লইয়া ব্রাহ্মণ।
সেই ক্ষণে চলিলেন বল্লভ-ভবন॥
বল্লভ আচার্য্য দেখি সম্ভ্রমে তাহানে।
বহু মান্য করি বসাইলেন আসনে॥
আচার্য্য বলেন "শুন আমার বচন।
কন্যা-বিবাহের এবে কর সুলগন॥ ১৭॥
মিশ্র-পুরন্দর-পুত্র—নাম 'বিশ্বম্ভর'।
পরম-পণ্ডিত সর্ব্ব-গুণের সাগর॥
তোমার কন্যার যোগ্য সেই মহাশয়।
কহিলাম—এই কর যদি চিত্তে লয়॥"
শুনিয়া বল্লভাচার্য্য বলেন হরিষে।
"কন্যার সে-হেন পতি মিলে ভাগ্য-বশে॥
কৃষ্ণ যদি সুপ্রসন্ন হয়েন আমারে।
অথবা কমলা গৌরী সন্তুষ্ট কন্যারে॥ ১৮॥
তবে সে মিলিবে আসি সে-হেন জামাতা।
অবিলম্বে তুমি ইহা করহ সর্ব্বথা॥
সবে এক বচন বলিতে লজ্জা পাই।
আমি সে নির্ধন—কিছু দিতে শক্তি নাই॥
কন্যা-মাত্র দিব পঞ্চ হরীতকী দিয়া।
সবে এই আজ্ঞা তুমি আনিবে মাগিয়া॥"
বল্লভ মিশ্রের বাক্য শুনিয়া আচার্য্য।
সন্তোষে আইলা সিদ্ধি করি সর্ব্ব কার্য্য॥১৯॥
সিদ্ধি-কথা আসিয়া কহিলা আই-স্থানে।
সফল হইল, কার্য্য কর শুভক্ষণে॥
আপ্ত-লোক শুনি সবে হরষিত হৈলা।
সবেই উদ্যোগ আসি করিতে লাগিলা॥
অধিবাস-লগ্ন করিলেন শুভ দিনে।
নৃত্য গীত নানা বাদ্য গায় নটগণে॥
চতুর্দ্দিকে দ্বিজগণ করে বেদধ্বনি।
মধ্যে চন্দ্র-সম বসিলেন দ্বিজমণি॥ ২০॥
ঈশ্বরেরে গন্ধ-মাল্য দিয়া শুভক্ষণে।
অধিবাস করিলেন আপ্তবর্গগণে॥
দিব্য-গন্ধ চন্দন তাম্বূল মালা দিয়া।
ব্রাহ্মণগণেরে তুষিলেন হৃষ্ট হৈয়া॥
বল্লভ আচার্য্য আসি যথাবিধি-রূপে।
অধিবাস করাইয়া গেলেন কৌতুকে॥
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু করি স্নান দান।
পিতৃগণে পূজিলেন করিয়া সম্মান॥ ২১॥
নৃত্য গীত বাদ্যে মহা উঠিল মঙ্গল।
চতুর্দ্দিকে 'লেহ' 'দেহ' শুনি কোলাহল॥

১২। "জনকের সম"=জনক রাজার তুল্য। "লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী"=সাক্ষাৎ শ্রীলক্ষ্মীদেবী।

১৫। "রস"=প্রীতি; সুখ; আনন্দ।

১৬। "সম্ভাষা" = আদর-আপ্যায়ন; যত্ন-খাতির। "আর-দিনে"=পরদিন।

১৭। "কর সুলগন" = শুভ দিন শুভ লগ্ন স্থির কর।

১৮। "মিশ্র-পুরন্দর-পুত্র"=জগন্নাথ মিশ্রকে লোকে সম্মান করিয়া 'মিশ্র-পুরন্দর' বলিতেন।

কত বা মিলিলা আসি পতিব্রতাগণ।
কতেক বা ইষ্ট মিত্র ব্রাহ্মণ সজ্জন॥
খই কলা সিন্দূর তাম্বূল তৈল দিয়া।
স্ত্রীগণেরে আই তুষিলেন হর্ষ হৈয়া॥
দেবগণ দেব-বধূগণ নর-রূপে।
প্রভুর বিবাহে আসিয়াছেন কৌতুকে॥২২॥
বল্লভ আচার্য্য এইমত বিধিক্রমে।
করিলেন দেব-পিতৃ-কার্য্য হর্ষ-মনে॥
তবে প্রভু শুভক্ষণে গোধূলি-সময়ে।
যাত্রা করি আইলেন মিশ্রের আলয়ে॥
প্রভু আইলেন মাত্র মিশ্র গোষ্ঠী-সনে।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন হৈলা সবে মনে॥
সম্ভ্রমে আসন দিয়া যথাবিধি-রূপে।
জামাতারে বসাইলা পরম-কৌতুকে॥ ২৩॥
শেষে সর্ব্ব অলঙ্কারে করিয়া ভূষিত।
লক্ষ্মী-কন্যা আনিলেন প্রভুর সমীপ॥
হরিধ্বনি সর্ব্বলোকে লাগিলা করিতে।
তুলিলেন প্রভুরে ধরিয়া পৃথ্বী হৈতে॥
তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি সপ্তবার।
যোড়-হস্তে রহিলেন করি নমস্কার॥
তবে শেষে হৈল পুষ্প-মালা ফেলাফেলি।
লক্ষ্মী নারায়ণ দোঁহে মহা-কুতূহলী॥ ২৪॥
দিব্য মালা দিয়া লক্ষ্মী প্রভুর চরণে।
নমস্করি করিলেন আত্ম-সমর্পণে॥
সর্ব্ব দিকে মহা জয় জয় হরিধ্বনি।
উঠিল পরমানন্দ আর নাহি শুনি॥
হেনমতে শ্রীমুখ-চন্দ্রিকা করি রসে।
বসিলেন প্রভু লক্ষ্মী করি বাম পাশে॥
প্রথম বয়স প্রভু জিনিয়া মদন।
বাম পাশে লক্ষ্মী বসিলেন সেই ক্ষণ॥ ২৫॥
কি শোভা কি সুখ সে হইল মিশ্র-ঘরে।
কোন্ জন তাহা বর্ণিবারে শক্তি ধরে॥
তবে শেষে বল্লভ করিতে কন্যা-দান।
বসিলেন যে-হেন ভীষ্মক বিদ্যমান॥
যে চরণে পাদ্য দিয়া শঙ্কর-ব্রহ্মার।
জগত সৃজিতে শক্তি হইল সবার॥
হেন পাদপদ্মে পাদ্য দিল বিপ্রবর।
বস্ত্র মাল্য চন্দনে ভূষিয়া কলেবর॥ ২৬॥
যথাবিধি-রূপে কন্যা করি সমর্পণ।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলা ব্রাহ্মণ॥
তবে যত কিছু কুল-ব্যবহার আছে।
পতিব্রতাগণে তাহা করিলেন পাছে॥
সে রাত্রি তথায় থাকি তবে আর-দিনে।
নিজ-গৃহে আইলা মহাপ্রভু লক্ষ্মী-সনে॥
লক্ষ্মীর সহিত প্রভু চড়িয়া দোলায়।
আইসেন—দেখিতে সকল লোক ধায়॥ ২৭॥
গন্ধ মাল্য অলঙ্কার মুকুট চন্দন।
কজ্জলে উজ্জ্বল দুই—'লক্ষ্মী' 'নারায়ণ'॥

২১। "অধিবাস" = শুভ-কার্য্যের পূর্ব্বদিন গন্ধ, মাল্য, ধান্য, দূর্ব্বা, ফলাদি দ্বারা সংস্কার-বিশেষের অনুষ্ঠান করার নাম অধিবাস।

৩। "দেব-পিতৃ-কার্য্য" = আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধাদি।

"গোধূলি-সময়" = সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব্বকাল, যখন সকল ধূলা উড়াইতে উড়াইতে মাঠ হইতে ঘরে ফিরিয়া আসে।

২৫। "করি রসে" = সুখময় করিয়া।

২৬। "ভীষ্মক" = শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী শ্রীরুক্মিণী-দেবীর পিতা।

"বিদ্যমান" = সাক্ষাৎ।

২৭। "কুল-ব্যবহার" = স্ত্রী-আচার প্রভৃতি।

সর্ব্ব লোক দেখি মাত্র 'ধন্য ধন্য' বোলে।
বিশেষে স্ত্রীগণ অতি পড়িলেন ভোলে॥
"কতকাল এ বা ভাগ্যবতী হর-গৌরী।
নিষ্কপটে সেবিলেন কত ভক্তি করি॥
অল্প ভাগ্যে কন্যার কি হেন স্বামী মিলে।"
"এই হর-গৌরী হেন বুঝি" কেহো বলে॥২৮॥
কেহো বলে "ইন্দ্র-শচী বা রতি-মদন।"
কোন নারী বলে "এই লক্ষ্মী-নারায়ণ॥"
কোন নারীগণ বলে "যেন সীতা-রাম।
দোলা'পরি শোভিয়াছে অতি অনুপাম॥"
এইমত নানারূপ বলে নারীগণে।
শুভ-দৃষ্ট্যে সবে দেখে লক্ষ্মী-নারায়ণে॥
হেনমতে নৃত্য-গীত-বাদ্য-কোলাহলে।
নিজ-গৃহে প্রভু আইলেন সন্ধ্যাকালে॥২৯॥
তবে শচীদেবী বিপ্র-পত্নীগণ লৈয়া।
পুত্রবধূ ঘরে আনিলেন হর্ষ হৈয়া॥
দ্বিজ আদি যত জাতি নট বাজনিয়া।
সবারে তুষিলা ধন বস্ত্র বাক্য দিয়া॥
যে শুনয়ে প্রভুর বিবাহ-পুণ্যকথা।
তাহার সংসার-বন্ধ না হয় সর্ব্বথা॥
প্রভু-পার্শ্বে লক্ষ্মীর হইল অবস্থান।
শচী-গৃহ হইল পরম-জ্যোতির্ধাম॥ ৩০॥
নিরবধি দেখে শচী কি ঘরে বাহিরে।
পরম অদ্ভুত জ্যোতি লখিতে না পারে॥
কখনো পুত্রের পার্শ্বে দেখে অগ্নিশিখা।
উলটিয়া চাহিতে না পায় আর দেখা॥
কমল-পুষ্পের গন্ধ ক্ষণে ক্ষণে পায়।
পরম বিস্মিত আই চিন্তেন সদায়॥
আই চিন্তে—"বুঝিলাম কারণ ইহার।
এ কন্যায় অধিষ্ঠান আছে কমলার॥ ৩১॥
অতএব জ্যোতি দেখি, পদ্ম-গন্ধ পাই।
পূর্ব্ব-প্রায় এবে আর দারিদ্র্য-দুঃখ নাই॥
এই লক্ষ্মী-বধূ আসি গৃহে প্রবেশিলে।
কোথা হৈতে না জানি আসিয়া সব মিলে॥"
এইমত আই নানা মন-কথা কয়।
ব্যক্ত হইয়াও প্রভু ব্যক্ত নাহি হয়॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবার শক্তি কার।
কিরূপে করেন কোন্ কালে বা বিহার॥৩২॥
ঈশ্বরে সে আপনারে না জানায়ে যবে।
লক্ষ্মীও জানিতে শক্তি না ধরেন তবে॥
এই সব শাস্ত্রে বেদে পুরাণে বাখানে।
যারে তান কৃপা হয় সেই জানে তানে॥
এইমত গুপ্তভাবে আছে দ্বিজরাজ।
অধ্যয়ন বিনা আর নাহি কোনো কাজ॥
জিনিয়া কন্দর্প-কোটী রূপ মনোহর।
প্রতি অঙ্গে নিরুপম লাবণ্য সুন্দর॥ ৩৩॥
আজানু-লম্বিত ভুজ কমল নয়ান।
অধরে তাম্বূল দিব্য-বাস পরিধান॥
সর্ব্বদায় পরিহাস-মূর্ত্তি বিদ্যা-বলে।
সহস্র পড়ুয়া সঙ্গে—যবে প্রভু চলে॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে ভ্রমে ত্রিভুবন-পতি।
পুস্তকের রূপে করে প্রিয়া সরস্বতী॥

২৮। "পড়িলেন ভোলে"=মুগ্ধ হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন।

৩১। "পরম......পারে"=এরূপ অপূর্ব্ব জ্যোতি যে, তাঁহার দিকে চাওয়া যায় না, যেন চোক ঝলসিয়া যায়।

৩২। "কিরূপে......বিহার"=কখন কি ভাবে বিহার করেন।

৩৪। "পুস্তকের......সরস্বতী"=সরস্বতী যেন পুস্তক-রূপে তাঁহার প্রেয়সী হইলেন।

নবদ্বীপে হেন নাহি পণ্ডিতের নাম।
যে আসিয়া বুঝিবেক প্রভুর ব্যাখ্যান ॥ ৩৪ ॥
সবে এক গঙ্গাদাস মহা ভাগ্যবান্।
যাঁর ঠাঁই করে প্রভু বিদ্যার আদান ॥
সকল সংসার দেখি বলে "ধন্য ধন্য।
এ নন্দন যাহার তাহার কোন্ দৈন্য।"
যতেক প্রকৃতি দেখে মদন-সমান।
পাষণ্ডী দেখয়ে যেন যম বিদ্যমান ॥
পণ্ডিত সকল দেখে যেন বৃহস্পতি।
এইমত দেখে সভে যার যেন মতি ॥ ৩৫ ॥
দেখি বিশ্বম্ভর-রূপ সকল বৈষ্ণব।
হরিষ বিষাদ হই মনে ভাবে সব ॥
"হেন দিব্য শরীরে না হয় কৃষ্ণ-রস।
কি করিবে বিদ্যায় হইলে কাল-বশ ॥"
মোহিত বৈষ্ণব-সব প্রভুর মায়ায়।
দেখিয়াও তবু কেহো দেখিতে না পায় ॥ ৩৬ ॥
সাক্ষাতেও প্রভু দেখি কেহো কেহো বলে।
"কি কার্য্যে গোঙাও কাল তুমি বিদ্যা-ভোলে" ॥
শুনিয়া হাসেন প্রভু সেবকের বাক্য।
প্রভু বলে "তোমরা শিখাও—মোর ভাগ্য ॥"
হেনমতে প্রভু গোঙায়েন বিদ্যা-রসে।
সেবকে চিনিতে নারে, অন্য জন কিসে ॥

চতুর্দ্দিগ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যা-রস পায় ॥
চাটিগ্রাম-নিবাসীও অনেক তথায়।
পড়েন বৈষ্ণব-সব রহেন গঙ্গায় ॥ ৩৭ ॥
সবেই জন্মিয়াছেন প্রভুর আজ্ঞায়।
সবেই বিরক্ত কৃষ্ণ-ভক্ত সর্ব্বথায় ॥
অন্যোন্যে মিলি সবে পড়িয়া শুনিয়া।
করেন গোবিন্দ-চর্চ্চা নিভৃতে বসিয়া ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রিয় মুকুন্দ একান্ত।
মুকুন্দের গানে দ্রবে সকল মহান্ত ॥
বিকাল হইলে আসি ভাগবতগণ।
অদ্বৈত-সভায় সবে হয়েন মিলন ॥ ৩৮ ॥
যেমাত্র মুকুন্দ গায়েন কৃষ্ণ-গীত।
হেন নাহি জানি কে পড়য়ে কোন ভিত ॥
কেহো কান্দে কেহো হাসে কেহো নৃত্য করে।
গড়াগড়ি যায় কেহো বস্ত্র না সম্বরে ॥
হুঙ্কার করয়ে কেহো মালসাট্ মারে।
কেহো গিয়া মুকুন্দের দুই পায়ে ধরে ॥
এইমত উঠয়ে পরমানন্দ-সুখ।
না জানে বৈষ্ণব সব আর কোনো দুখ ॥ ৩৯ ॥
প্রভুও মুকুন্দ প্রতি বড় সুখী মনে।
দেখিলেই মুকুন্দেরে ধরেন আপনে ॥

৩৫। বিদ্যার আদান'—বিদ্যা শিক্ষা।
"আদান"=গ্রহণ। 'দৈন্য"—দুঃখ দারিদ্র্য।
"প্রকৃতি"=স্ত্রীলোক। 'যম বিদ্যমান"=সাক্ষাৎ যম। 'বৃহস্পতি=দেবগুরু।
৩৬। "হরিষ বিষাদ'=প্রভুর অপূর্ব্ব প্রভাব দেখিয়া হৃষ্ট, কিন্তু কৃষ্ণভক্তি নাই দেখিয়া বিষণ্ণ।
"কৃষ্ণ রস'=কৃষ্ণ ভক্তি। "কাল বশ'=মৃত্যু।
৩৭। "গোঙাও"=যাপন কর, কাটাও।
"বিদ্যা ভোলে"=বিদ্যার কুহকে ভুলিয়া।
"বিদ্যারস পায়" পাণ্ডিত্য লাভ করে।
"পড়েন ... গঙ্গায়' তাঁহারা সকলেই বৈষ্ণব; তাঁহাদের গঙ্গাতীরে থাকাও হয়, আবার পড়াও হয়।
৩৮। "অন্যোন্যে"=পরস্পর।
'গোবিন্দ-চর্চ্চা" কৃষ্ণ কথার চিন্তা।
"দ্রবে"=গলিয়া যায়।

প্রভু জিজ্ঞাসেন ফাঁকি, বাখানে মুকুন্দ।
প্রভু বলে "কিছু নহে"—বড় লাগে দ্বন্দ্ব॥
মুকুন্দ পণ্ডিত বড় প্রভুর প্রভাবে।
পক্ষ-প্রতিপক্ষ করি প্রভু-সনে লাগে॥
এইমত প্রভু নিজ-সেবক চিনিয়া।
জিজ্ঞাসেন ফাঁকি, সবে যায়েন হারিয়া॥৪০॥
শ্রীবাসাদি দেখিলেও ফাঁকি জিজ্ঞাসেন।
মিথ্যা-বাক্য-ব্যয়-ভয়ে সবে পলায়েন॥
সহজে বিরক্ত সবে শ্রীকৃষ্ণের রসে।
কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা বিনু আর কিছু নাহি বাসে॥
দেখিলেই মাত্র প্রভু ফাঁকি সে জিজ্ঞাসে।
প্রবোধিতে নারে কেহো পলায়েন শেষে॥
যদি কেহো দেখে প্রভু আইসেন দূরে।
সবে পলায়েন ফাঁকি-জিজ্ঞাসের ডরে॥ ৪১॥
কৃষ্ণ-কথা শুনিতেই সবে ভালবাসে।
ফাঁকি বিনু প্রভু কৃষ্ণ-কথা না জিজ্ঞাসে॥
রাজপথে ঠাকুর আইসেন একদিন।
পড়ুয়ার সঙ্গে মহা-উদ্ধতের চিন॥
মুকুন্দ যায়েন গঙ্গা-স্নান করিবারে।
প্রভু দেখি আড়ে পলাইলা কত দূরে॥
দেখি প্রভু জিজ্ঞাসেন পড়ুয়ার স্থানে।
"এ বেটা আমারে দেখি পলাইল কেনে"॥৪২॥

পড়ুয়া-সকলে বলে "না জানি পণ্ডিত।
আর কোন্ কার্য্যে বা চলিলা কোন্ ভিত॥"
প্রভু বলে "জানিলাম যে লাগি পলায়।
বহির্ম্মুখ-সম্ভাষা করিতে না জুয়ায়॥
এ বেটা পড়য়ে যত বৈষ্ণবের শাস্ত্র।
পাঁজি বৃত্তি টীকা আমি বাখানি সে মাত্র॥
আমার সম্ভাষে নাহি কৃষ্ণের কথন।
অতএব আমা দেখি করে পলায়ন"॥ ৪৩॥
সন্তোষে পাড়েন গালি প্রভু মুকুন্দেরে।
ব্যপদেশে প্রকাশ করেন আপনারে॥
প্রভু বলে "আরে বেটা কত দিন থাক।
পলাইলে কোথা মোর এড়াইবে পাক॥"
হাসি বলে প্রভু "আগে পড়োঁ কত দিন।
তবে সে দেখিবে মোর বৈষ্ণবের চিন॥
এমন বৈষ্ণব মুই হইমু সংসারে।
অজ ভব আসিবেক আমার দুয়ারে॥ ৪৪॥
শুন ভাই সব! এই আমার বচন।
বৈষ্ণব হইব মুই সর্ব্ব-বিলক্ষণ॥
আমারে দেখিয়া এবে যে সব পলায়।
তাহারাও যেন মোর গুণ কীর্ত্তি গায়॥"
এতেক বলিয়া প্রভু চলিলা হাসিতে।
ঘরে গেলা নিজ-শিষ্যগণের সহিতে॥

৩৯। "বস্ত্র না সম্বরে"=কোমোরে কাপড় থাকিতেছে না; ন্যাংটো হইয়া যাইতেছেন।

৪১। "প্রবোধিতে নারে"=উত্তর দিতে পারে না; সামাল দিতে পারে না।

৪২। "আড়ে"=লুকাইয়া।

৪৩। "বহির্ম্মুখ.........জুয়ায়"=কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তিহীন জনের সঙ্গে আলাপ করা উচিত হয় না বলিয়া।

৪৪। "ব্যপদেশে"=ছলে; ইঙ্গিতে।

"মোর এড়াইবে পাক"=আমার হাত থেকে নিস্তার পাবে। "চিন"=চিহ্ন।

"এমন......দুয়ারে"=এতদ্দ্বারা প্রভু কৌশলে আত্ম-প্রকাশ করিলেন; এরূপ উক্তি একমাত্র শ্রীভগবান্ ভিন্ন অন্যের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

"অজ"=ব্রহ্মা। "ভব"=মহাদেব।

৪৫। "চলিলা হাসিতে"=হাসিতে হাসিতে চলিলেন

এইমত রঙ্গ করে বিশ্বম্ভর-রায়।
কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়॥৪৫
হেনমতে ভক্তগণ নদীয়ায় বৈসে।
সকল নদীয়া মত্ত ধন-পুত্র-রসে॥
শুনিলেই কীর্ত্তন করয়ে পরিহাস।
কেহো বলে "সব পেট ভরিবার আশ॥"
কেহো বলে "জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার।
উদ্ধতের প্রায় নিত্য—কোন্ ব্যবহার॥"
কেহো বলে "কতরূপ পড়িলুঁ ভাগবত।
নাচিব কাঁদিব হেন না দেখিলুঁ পথ॥ ৪৬॥
শ্রীবাস-পণ্ডিত চারি ভাইর লাগিয়া।
নিদ্রা নাহি যাই ভাই! ভোজন করিয়া॥
ধীরে ধীরে 'কৃষ্ণ' বলিলে কি পুণ্য নহে।
নাচিলে গাইলে ডাক ছাড়িলে কি হয়ে॥"
এইমত যত পাপ-পাষণ্ডীর গণ।
বৈষ্ণব দেখিলে সবে করে সংকথন॥ ৪৭॥
শুনিয়া বৈষ্ণব-সব মহাদুঃখ পায়।
'কৃষ্ণ' বলি সবেই কান্দেন ঊর্দ্ধরায়॥
কতদিনে এ সব দুঃখের হৈব নাশ।
জগতেরে কৃষ্ণচন্দ্র! করহ প্রকাশ॥
সকল বৈষ্ণব মিলি অদ্বৈতের স্থানে।
পাষণ্ডীর বচন করেন নিবেদনে॥
শুনিয়া অদ্বৈত হয় ক্রোধ-অবতার।
'সংহারিমু সব' বলি করয়ে হুঙ্কার॥ ৪৮॥
"আসিতেছে এই মোর প্রভু চক্রধর।
দেখিবা কি হয় এই নদীয়া-ভিতর॥
করাইমু কৃষ্ণ সর্ব্ব-নয়ন-গোচর।
তবে সে অদ্বৈত নাম—কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
আর দিন কত গিয়া থাক ভাই সব।
এথাই দেখিবে সব কৃষ্ণ-অনুভব॥"
অদ্বৈতের বাক্য শুনি ভাগবতগণ।
দুঃখ পাসরিয়া সবে করেন কীর্ত্তন॥ ৪৯॥
উঠিল কৃষ্ণের নাম পরম-মঙ্গল।
অদ্বৈত সহিত সবে হইলা বিহ্বল॥
পাষণ্ডীর বাক্য-জ্বালা সব গেল দূর।
এইমত পুলকিত নবদ্বীপ-পুর॥
অধ্যয়ন-সুখে প্রভু বিশ্বম্ভর-রায়।
নিরবধি জননীর আনন্দ বাড়ায়॥
হেনকালে নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বর-পুরী।
আইলেন অতি অলক্ষিত-বেশ ধরি॥ ৫০॥

৪৫। "সর্ব্ব-বিলক্ষণ"—এরূপ অসাধারণ, যাহা কেহ কখনও দেখে নাই, শুনে নাই; যেরূপ লক্ষণ আর অন্য কাহারও হয় না।

৪৬। "ধন-পুত্র-রসে"—বিষয়-সুখে; অনিত্য ভোগ-সুখে।

"সব............আশ"—ও সব কেবল খাবার লোভে।

"হেন .... পথ"=পবিত্রাণ লাভ করিবার এরূপ পন্থা ত আর কোথাও উপদেশ দিতে দেখি নাই।

৪৮। "জগতেরে .. প্রকাশ"=হে প্রভো! হে কৃষ্ণচন্দ্র! তুমি কৃপা করিয়া ভূমণ্ডলে উদিত হইয়া তোমার বিস্মৃতি জনিত দুঃখান্ধকার বিদূরিত কর।

৪৯। "করাইমু ....গোচর"=সকলকেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ দেখাইব।

"কৃষ্ণ-অনুভব"—কৃষ্ণের লীলাখেলা।

৫০। "আইলেন ..... ধরি"=বড়ই প্রচ্ছন্ন বেশে আসিলেন অর্থাৎ তাঁহার বেশ দেখিয়া বুঝা যায় না যে, তিনি বৈষ্ণব সন্ন্যাসী।

কৃষ্ণ-রসে পরম-বিহ্বল মহাশয়।
একান্ত কৃষ্ণের প্রিয় অতি দয়াময়॥
তাঁর বেশে তানে কেহো চিনিতে না পারে।
দৈবে গিয়া উঠিলেন অদ্বৈত-মন্দিরে॥
যেখানে অদ্বৈত সেবা করেন বসিয়া।
সম্মুখে বসিলা বড় সঙ্কোচিত হইয়া॥
বৈষ্ণবের তেজ বৈষ্ণবেবে না লুকায়।
পুনঃপুন অদ্বৈত তাহান পানে চায়॥ ৫১॥
অদ্বৈত বলেন "বাপ! তুমি কোন্ জন।
বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী তুমি—হেন লয় মন॥"
বলেন ঈশ্বর-পুরী "আমি শূদ্রাধম।
দেখিবারে আইলাম তোমার চরণ॥"
বুঝিয়া মুকুন্দ এক কৃষ্ণের চরিত।
গাইতে লাগিলা অতি প্রেমের সহিত॥
যেইমাত্র শুনিলেন মুকুন্দের গীতে।
পড়িলা ঈশ্বর-পুরী ঢলি পৃথিবীতে॥ ৫২॥
নয়নের জলে অন্ত নাহিক তাহান।
পুনঃপুন বাঢ়ে প্রেম-ধারার পয়ান॥
আস্তে-ব্যস্তে অদ্বৈত তুলিলা নিজ-কোলে।
সিঞ্চিত হইল অঙ্গ নয়নের জলে॥
সম্বরণ নহে প্রেম পুনঃপুনঃ বাঢ়ে।
সন্তোষে মুকুন্দ উচ্চ করি শ্লোক পঢ়ে॥
দেখিয়া বৈষ্ণব-সব প্রেমের বিকার।
অতুল আনন্দ মনে জন্মিল সবার॥ ৫৩॥

পাছে সবে জানিলেন শ্রীঈশ্বর-পুরী।
প্রেম দেখি সবেই সঙরে 'হরি হরি'॥
এইমত ঈশ্বর-পুরী নবদ্বীপ-পুরে।
অলক্ষিতে বুলেন চিনিতে কেহো নারে॥
দৈবে একদিন প্রভু-শ্রীগৌরসুন্দর।
পড়াইয়া আইসেন আপনার ঘর॥
পথে দেখা হইল ঈশ্বরপুরী-সনে।
ভৃত্য দেখি প্রভু নমস্করিলা আপনে॥ ৫৪॥
অতি অনির্ব্বচনীয় ঠাকুর সুন্দর।
সর্ব্ব-মতে সর্ব্ব-বিলক্ষণ-গুণধর॥
যদ্যপিও তান মর্ম্ম কেহো নাহি জানে।
তথাপি সাধ্বস করে দেখি সর্ব্ব-জনে॥
চাহেন ঈশ্বর-পুরী প্রভুর শরীর।
সিদ্ধ-পুরুষের প্রায় পরম গম্ভীর॥
জিজ্ঞাসেন "তোমার কি নাম বিপ্রবর।
কি পুঁথি পড়াও পড় কোন্ স্থানে ঘর" ॥৫৫
শেষে সবে বলিলেন—"নিমাই পণ্ডিত।
তুমি সে!"—বলিয়া বড় হৈলা হরষিত॥
ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ প্রভু করিলা তাহানে।
মহাদরে গৃহে লই চলিলা আপনে॥
কৃষ্ণের নৈবেদ্য শচী করিলেন গিয়া।
ভিক্ষা করি বিষ্ণু-গৃহে বসিলা আসিয়া॥
কৃষ্ণের প্রস্তাব হবে কহিতে লাগিলা।
কহিতে কৃষ্ণের কথা বিহ্বল হইলা॥ ৫৬॥

৫২। "বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী"—যাঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণকে ভজন করেন, তাঁহারা বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী।

"শূদ্রাধম"=শূদ্রের তুল্য বা শূদ্র অপেক্ষাও অধম অর্থাৎ অতি নীচ এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। এতদ্দ্বারা তিনি যে তখন বা পূর্ব্বাশ্রমে শূদ্র ছিলেন, তাহা বুঝাইতেছে না; তবে তিনি বৈষ্ণবো-চিত দৈন্য সহকারে শূদ্রাধম বলিয়া নিজের হীনতা প্রকাশ করিতেছেন মাত্র।

৫৩। "পয়ান"=বর্ষণ; পতন।

"আস্তে-ব্যস্তে"=তাড়াতাড়ি অথচ অতি সন্তর্পণে।

৫৫। "সাধ্বস"=সম্ভ্রমযুক্ত ভয় (Awe).

"সিদ্ধপুরুষ"=যিনি ভগবদ্ভজন-বিষয়ে পরিপক্কতা

দেখিয়া প্রেমের ধারা প্রভুর সন্তোষ।
না প্রকাশে আপন'—লোকের দিন-দোষ॥
মাস কত গোপীনাথ আচার্য্যের ঘরে।
রহিলা ঈশ্বর-পুরী নবদ্বীপ-পুরে॥
সবে বড় উল্লাসিত দেখিতে তাহানে।
প্রভুও দেখিতে নিত্য চলেন আপনে॥
গদাধর পণ্ডিতের দেখি প্রেমজল।
বড় প্রীত বাসে তানে বৈষ্ণব-সকল॥ ৫৭॥
শিশু হৈতে সংসারে বিরক্ত বড় মনে।
ঈশ্বর-পুরীও স্নেহ করেন তাহানে॥
গদাধর পণ্ডিতেরে আপনার কৃত।
পুঁথি পড়ায়েন—নাম 'কৃষ্ণলীলামৃত'॥
পড়াইয়া পড়িয়া ঠাকুর সন্ধ্যাকালে।
ঈশ্বর-পুরীরে নমস্করিবারে চলে॥
প্রভু দেখি শ্রীঈশ্বর-পুরী হরষিত।
'প্রভু' হেন না জানেন, তবু বড় প্রীত॥ ৫৮॥
হাসিয়া বলেন "তুমি পরম পণ্ডিত।
আমি পুঁথি করিয়াছি কৃষ্ণের চরিত॥
সকল বলিবা কোথা থাকে কোনো দোষ।
ইহাতে আমার বড় পরম সন্তোষ॥"
প্রভু বলে "ভক্ত-বাক্য কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দোষ দেখে সেই পাপি-জন
ভক্তের কবিত্ব যে-তে মতে কেনে নয়।
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীত তাহাতে নিশ্চয়॥
মূর্খ বলে 'বিষ্ণায়', 'বিষ্ণবে' বলে ধীর।
দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণ বীর॥ ৫৯॥

তথাহি—

মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥ ৬০॥

ইহাতে যে দোষ দেখে—তাহার সে দোষ।
ভক্তের বর্ণনমাত্র—কৃষ্ণের সন্তোষ॥
অতএব তোমার সে প্রেমের বর্ণন।
ইহাতে দূষিবে কোন্ সাহসিক জন॥"
শুনিয়া ঈশ্বর-পুরী প্রভুর উত্তর।
অমৃত-সিঞ্চিত হইল সর্ব্ব কলেবর॥
পুনঃ হাসি বলেন "তোমার দোষ নাই।
অবশ্য বলিবা দোষ থাকে যেই ঠাঁই"॥ ৬১।
এইমত প্রতিদিন প্রভু তান সঙ্গে।
বিচার করেন দুই চারি দণ্ড রঙ্গে॥

বা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, যাঁহাদের দ্বারা তাঁহার ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছে।

"প্রায়"=তুল্য; মত।

৫৬। "ভিক্ষা" = ভোজন। সন্ন্যাসীদিগের ভোজনকে ভিক্ষা বলে।

৫৭। "গোপীনাথ আচার্য্য" = সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভগ্নীপতি।

"গদাধর পণ্ডিত" = শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী; ইনি পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম। কৃষ্ণ-বামাঙ্গস্থিতা শ্রীরাধিকার ন্যায় ইনি মহাপ্রভুর বামপার্শ্বে বিরাজিত প্রিয়তম পার্ষদ।

৬০। মূর্খ লোকে বলে 'বিষ্ণায়', পণ্ডিত ব্যক্তি বলেন 'বিষ্ণবে', কিন্তু পুণ্য উভয়েরই সমান, যেহেতু জনার্দ্দন হইলেন ভাবগ্রাহী অর্থাৎ তিনি ভক্তের ভাবই গ্রহণ করেন, সে ভুল বলিল কি ঠিক বলিল তাহা তিনি দেখেন না; উদাহরণ যথাঃ—বিষ্ণুকে প্রণাম করিবার সময় মূর্খ বলে 'বিষ্ণায় নমঃ' এবং পণ্ডিতে বলেন 'বিষ্ণবে নমঃ', কিন্তু 'বিষ্ণায়' শব্দে ব্যাকরণের ভুল হইলেও, শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তের ভাব গ্রহণ করিয়া, তাহার প্রণাম অবশ্য অঙ্গীকার করেন।

একদিন প্রভু তান কবিত্ব শুনিয়া।
হাসি দূষিলেন—'ধাতু না লাগে' বলিয়া॥
প্রভু বলে "এ ধাতু আত্মনেপদী নয়।"
বলিয়া চলিলা প্রভু আপন-আলয়॥
ঈশ্বর-পুরীও সর্ব্ব-শাস্ত্রেতে পণ্ডিত।
বিদ্যা-রস-বিচারেও বড় হরষিত॥ ৬২॥
প্রভু গেলে সেই ধাতু করেন বিচার।
সিদ্ধান্ত করেন তঁহি অশেষ প্রকার॥
সেই ধাতু করেন আত্মনেপদী নাম।
আর-দিন প্রভু গেলে করেন ব্যাখ্যান॥
"যে ধাতু পরস্মৈপদী বলি গেলা তুমি।
তাহা এই সাধিল আত্মনেপদী আমি॥"
ব্যাখ্যান শুনিয়া প্রভু পরম সন্তোষ।
ভৃত্য-জয়-নিমিত্ত না দেন আর দোষ॥ ৬৩॥
সর্ব্ব-কাল প্রভু বাড়ায়েন ভৃত্য-জয়।
এই তান স্বভাব সকল বেদে কয়॥
এইমত কত দিন বিদ্যারস-রঙ্গে।
আছিলা ঈশ্বর-পুরী গৌরচন্দ্র-সঙ্গে॥
ভক্তি-রসে চঞ্চল—একত্র নহে স্থিতি।
পর্য্যটনে চলিলা পবিত্র করি ক্ষিতি॥
যে শুনয়ে ঈশ্বর-পুরীর পুণ্য-কথা॥
তার বাস হয় কৃষ্ণ-পাদপদ্ম যথা॥ ৬৪॥
যত প্রেম মাধবেন্দ্র-পুরীর শরীরে।
সন্তোষে দিলেন সব ঈশ্বর-পুরীরে॥
পাইয়া গুরুর প্রেম কৃষ্ণের প্রসাদে।
ভ্রমেন ঈশ্বর-পুরী অতি নির্ব্বিরোধে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ৬৫॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আদিখণ্ডে বিদ্যারস-বিলাস-প্রথমপরিণয়-ঈশ্বরপুরীমিলনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

দশম অধ্যায়।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় হৌক প্রভুর যতেক অনুচর॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
পুস্তক লইয়া ক্রীড়া করে নিরন্তর॥
যত অধ্যাপক প্রভু চালেন সবারে।
প্রবোধিতে শক্তি কোনো জন নাহি ধরে
ব্যাকরণ-শাস্ত্রে সবে বিদ্যার আদান।
ভট্টাচার্য্য প্রতিও নাহিক তৃণ-জ্ঞান॥ ১॥

৬২। "আত্মনেপদী"=সংস্কৃত ব্যাকরণে ধাতু তিন প্রকার—আত্মনেপদী, পরস্মৈপদী ও উভয়পদী।

৬৪। "একত্র নহে স্থিতি"=একস্থানে থাকেন না। "পর্য্যটনে·········ক্ষিতি"=দেশভ্রমণ করিতে চলিলেন; তাহাতে তাঁহার পদধূলি-স্পর্শে ধরাতল পবিত্র হইতে লাগিল।

"তার......যথা"=গোলোকধামে বা শ্রীব্রজে তাহার নিত্য বসতি লাভ হয়।

১। "প্রবোধিতে"=তর্ক-বিতর্ক বা বিচার করিতে বা তদ্দ্বারা জয়লাভ করিতে।

"ব্যাকরণ······জ্ঞান"=প্রভু কেবলমাত্র ব্যাকরণ-শাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেও, তিনি ভট্টাচার্য্য অর্থাৎ দর্শন-শাস্ত্রবিৎ মহাপণ্ডিতগণকেও গ্রাহ্য করিতেন না।

স্বানুভবানন্দে করে নগর-ভ্রমণ।
সংহতি পরম ভাগ্যবন্ত শিষ্যগণ॥
দৈবে পথে মুকুন্দের সঙ্গে দরশন।
হস্তে ধরি প্রভু তানে বলেন বচন॥
"আমারে দেখিয়া তুমি কি কার্য্যে পলাও।
আজি আমা প্রবোধিয়া বিনা দেখি যাও॥"
মনে ভাবে মুকুন্দ এবে জিনিব কেমনে।
"ইহার অভ্যাস সবে-মাত্র ব্যাকরণে॥ ২॥
ঠেকাইমু আজি জিজ্ঞাসিয়া অলঙ্কার।
মোর সনে যেন গর্ব্ব না করেন আর॥"
লাগিল জিজ্ঞাসা মুকুন্দের প্রভু-সনে।
প্রভু খণ্ডে যত অর্থ মুকুন্দ বাখানে॥
মুকুন্দ বলেন "ব্যাকরণ শিশু-শাস্ত্র।
বালকেতে ইহার বিচার করে মাত্র॥
অলঙ্কার বিচার করিব তোমা সনে।"
প্রভু কহে "বুঝ তোমার যেবা লয় মনে"॥৩॥
বিষম বিষম যত কবিত্ব-প্রচার।
পড়িয়া মুকুন্দ জিজ্ঞাসয়ে অলঙ্কার॥
সর্ব্ব-শক্তিময় গৌরচন্দ্র অবতার।
খণ্ড খণ্ড করি দোষে সব অলঙ্কার॥
মুকুন্দ স্থাপিতে নারে প্রভুর খণ্ডন।
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু বলেন বচন॥
"আজি ঘরে গিয়া ভালমতে পুঁথি চাহ।
কালি বুঝিবাঙ, ঝাট আসিবারে চাহ"॥৪॥
চলিলা মুকুন্দ লই চরণের ধূলী।
মনে মনে চিন্তয়ে মুকুন্দ কুতূহলী॥
"মনুষ্যের এমত পাণ্ডিত্য আছে কোথা।
হেন শাস্ত্র নাহিক অভ্যাস নাহি যথা॥
এমত সুবুদ্ধি কৃষ্ণ-ভক্ত হয় যবে।
তিলেক ইহান সঙ্গ না ছাড়িয়ে তবে॥"
এইমতে বিদ্যাবসে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
ভ্রমিতে দেখেন আর দিনে গদাধর॥ ৫॥
হাসি দুই হাতে প্রভু রাখিলা ধরিয়া।
"ন্যায় পড়, তুমি আমা যাও প্রবোধিয়া॥"
"জিজ্ঞাসহ" গদাধর বোলয়ে বচন।
প্রভু বলে "কহ দেখি মুক্তির লক্ষণ॥"
শাস্ত্র-অর্থ যেন গদাধর বাখানিলা।
প্রভু বলে "ব্যাখ্যা করিতে না জানিলা॥"
গদাধর বলে "আত্যন্তিক-দুঃখ-নাশ।"
ইহারেই শাস্ত্রে কহে মুক্তির প্রকাশ॥ ৬॥
নানারূপে দোষে প্রভু সরস্বতী-পতি।
হেন নাহি তার্কিক যে করিবেক স্থিতি॥
হেন জন নাহিক যে প্রভু-সনে বলে।
গদাধর ভাবে "আজি বর্ত্তি পলাইলে॥"

২। "স্বানুভবানন্দে" = স্বীয় পাণ্ডিত্য ও বিদ্যানুশীলন-জনিত সুখে।

"আমা প্রবোধিয়া বিনা" = আমার সহিত বিচারাদি না করিয়া।

৩। "ঠেকাইমু" = পরাস্ত করিব; জব্দ করিব।

"শিশু-শাস্ত্র" = ছেলেপিলেদের পড়িবার ও বিচার করিবার জিনিস। "অলঙ্কার" = অলঙ্কার-শাস্ত্র।

"বুঝ" = জিজ্ঞাসা কর।

৪। "পুঁথি চাহ" = বই দেখ গিয়া।

"কালি……চাহ" = কল্য যেন শীঘ্র আসিও, তোমাকে পরীক্ষা দ্বারা বুঝিয়া লইব।

৬। "ন্যায়……প্রবোধিয়া" = তুমি ন্যায়শাস্ত্র পড়, তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া যাও।

"শাস্ত্র-অর্থ যেন" = শাস্ত্রমতে যেরূপ অর্থ হয়, তাহা। "আত্যন্তিক-দুঃখ-নাশ" = জন্ম-মৃত্যু-রূপ ভীষণ-দুঃখ-নিবৃত্তি; ত্রিতাপ-জ্বালা-সংক্ষয়।

প্রভু বলে "গদাধর আজি যাহ ঘর।
কালি বুঝিবাঙ, তুমি আসিহ সত্বর॥"
নমস্করি গদাধর চলিলেন ঘরে।
ঠাকুর ভ্রমেন সর্ব্ব নগরে নগরে॥ ৭॥
পরম-পণ্ডিত-জ্ঞান হইল সবার।
সবেই করেন দেখি সম্ভ্রম অপার॥
বিকালে ঠাকুর সর্ব্ব পড়ুয়ার সঙ্গে।
গঙ্গা-তীরে আসিয়া বৈসেন মহারঙ্গে॥
সিন্ধুসুতা-সেবিত প্রভুর কলেবর।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় মদন-সুন্দর॥
চতুর্দ্দিগে বেড়িয়া বৈসেন শিষ্যগণ।
মধ্যে শাস্ত্র বাখানেন শ্রীশচীনন্দন॥ ৮॥
বৈষ্ণব সকল তথা সন্ধ্যাকাল হৈলে।
আসিয়া বৈসেন গঙ্গা-তীরে কুতূহলে॥
দূরে থাকি প্রভুর ব্যাখ্যান সবে শুনে।
হরিষ-বিষাদ সবে ভাবে মনে মনে॥
কেহো বলে "হেন রূপ হেন বিদ্যা যার।
না ভজিলে কৃষ্ণ, নহে কিছু উপকার॥
সবেই বলেন "ভাই! ইহানে দেখিয়া।
ফাঁকি-জিজ্ঞাসার ভয়ে যাই পলাইয়া" ॥৯॥
কেহো বলে "দেখা হৈলে না দেন এড়িয়া।
মহাদানী-প্রায় যেন রাখেন ধরিয়া॥"
কেহো বলে "ব্রাহ্মণের শক্তি অমানুষী।
কোনো মহাপুরুষ বা হয় হেন বাসি॥

যদ্যপিহ নিরন্তর বাখানেন ফাঁকি।
তথাপি সন্তোষ বড় পাঙ ইঁহা দেখি॥
মনুষ্যের এমন পাণ্ডিত্য দেখি নাই।
কৃষ্ণ না ভজেন সবে এই দুঃখ পাই" ॥১০॥
অন্যোন্যে সবেই সাধেন সবা প্রতি।
"সবে বল ইহান হউক কৃষ্ণে রতি॥"
দণ্ডবত হই সবে পড়িলা গঙ্গারে।
সর্ব্ব ভাগবত মেলি আশীর্ব্বাদ করে॥
"হেন কর কৃষ্ণ! জগন্নাথের নন্দন।
তোর রসে মত্ত হউ ছাড়ি অন্য মন॥
নিরবধি প্রেম-ভাবে ভজুক তোমারে।
হেন সঙ্গ কৃষ্ণ! দেহ আমা সবাকারে" ॥১১॥
অন্তর্যামী প্রভু—চিত্ত জানেন সবার।
শ্রীবাসাদি দেখিলেই করে নমস্কার॥
ভক্ত-আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি লয়।
ভক্ত-আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়॥
কেহো কেহো সাক্ষাতেও প্রভু দেখি বোলে।
"কি কার্য্যে গোঙাও কাল তুমি বিদ্যা-ভোলে"॥
কেহো বলে "হের দেখ নিমাই পণ্ডিত।
বিদ্যায় কি লাভ—কৃষ্ণ ভজহ ত্বরিত॥ ১২॥
পড়ে কেনে লোক—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে॥"
হাসি বলে প্রভু—"বড় ভাগ্য সে আমার।
তোমরা শিখাও মোরে 'কৃষ্ণভক্তি সার'॥

৭। "হেন নাহি ·····স্থিতি" = তর্কশাস্ত্রে এমন কোনও পণ্ডিত নাই যে, প্রভুর ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া স্বমত স্থাপন করিবে।

"প্রভু-সনে বলে" = প্রভুর সঙ্গে কথা কহিতে পারে অর্থাৎ উত্তর বা বিচার করিতে সমর্থ হয়।

"বর্ত্তি পলাইলে" = পলাইতে পারিলে বাচিয়া যাই, রক্ষা পাই। "নগরে নগরে" = পাড়ায় পাড়ায়।

৮। "সিন্ধুসুতা" = সমুদ্রমন্থনোদ্ভূতা শ্রীলক্ষ্মীদেবী।

১০। "মহাদানী" = দান-আদায়কারী; কর বা খাজনা-আদায়কারী।

১১। "আশীর্ব্বাদ করে" = মঙ্গল কামনা করিয়া প্রার্থনা করে।

তুমি-সব যার কর শুভানুসন্ধান।
মোর চিত্তে হেন লয় সেই ভাগ্যবান্॥
কত দিন পড়াইয়া, মোর চিত্তে আছে।
চলিমু বুঝিয়া ভাল বৈষ্ণবের কাছে" ॥১৩॥
এত বলি হাসে প্রভু সেবকের সনে।
প্রভুর মায়ায় কেহো প্রভুরে না চিনে॥
এইমত ঠাকুর সবার চিত্ত হরে।
হেন নাহি যে জন অপেক্ষা নাহি করে॥
এইমত ক্ষণে প্রভু বৈসে গঙ্গা-তীরে।
কখন ভ্রমেন প্রতি নগরে নগরে॥
প্রভু দেখিলেই মাত্র নগরিয়াগণ।
পরম আদর করি বন্দেন চরণ॥ ১৪ ॥
নারীগণ দেখি বলে "এই ত মদন।
স্ত্রীলোকে পাউক জন্মে জন্মে হেন ধন॥"
পণ্ডিতে দেখয়ে বৃহস্পতির সমান।
বৃদ্ধ আদি পাদপদ্মে করয়ে প্রণাম॥
যোগিগণে দেখে যেন সিদ্ধ-কলেবর।
দুষ্ট জন দেখে যেন মহা-ভয়ঙ্কর॥
দিবসেকো যারে প্রভু করেন সম্ভাষ।
বন্দী-প্রায় হয় যেন—পরে প্রেম-ফাঁস ॥১৫॥
বিদ্যারসে যত প্রভু করে অহঙ্কার।
শুনেন—তথাপি প্রীত প্রভুরে সবার॥
যবনেও প্রভু দেখি করে বড় প্রীত।
সর্ব্বভূত-কৃপালুতা প্রভুর চরিত॥
পড়ায় বৈকুণ্ঠনাথ নবদ্বীপ-পুরে।
মুকুন্দ-সঞ্জয় ভাগ্যবন্তের মন্দিরে॥

পক্ষ-প্রতিপক্ষ সূত্র-খণ্ডন-স্থাপন।
বাখানে অশেষরূপে শচীর নন্দন॥ ১৬ ॥
গোষ্ঠী সহ মুকুন্দ-সঞ্জয় ভাগ্যবান্।
ভাসয়ে আনন্দে, মর্ম্ম না জানয়ে তান॥
বিদ্যা জয় করিয়া ঠাকুর যায় ঘরে।
বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে॥
এক দিন বায়ু দেহে মান্দ্য করি ছল।
প্রকাশেন প্রেমভক্তি-বিকার সকল॥
আচম্বিতে প্রভু অলৌকিক শব্দ বোলে।
গড়াগড়ি যায় হাসে ঘর ভাঙ্গি ফেলে ॥১৭॥
হুঙ্কার গর্জ্জন করে মালসাট্ পূরে।
সম্মুখে দেখয়ে যারে তাহারেই মারে॥
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি হয়।
হেন মূর্চ্ছা হয় লোকে দেখি পায় ভয়॥
শুনিলেন বন্ধুগণ বায়ুর বিকার।
ধাইয়া আসিয়া সবে করে প্রতিকার॥
বুদ্ধিমন্ত খান আর মুকুন্দ-সঞ্জয়।
গোষ্ঠী সহ আইলেন প্রভুর আলয়॥ ১৮ ॥
বিষ্ণুতৈল নারায়ণ-তৈল দেন শিরে।
সবে করে প্রতিকার যার যেন স্ফুরে॥
আপন-ইচ্ছায় প্রভু নানা কর্ম্ম করে।
সে কেমনে সুস্থ হইবেক প্রতিকারে॥
সর্ব্ব অঙ্গে কম্প, প্রভু করে আস্ফালন।
হুঙ্কার শুনিয়া ভয় পায় সর্ব্বজন॥
প্রভু বোলে "মুই সর্ব্ব-লোকের ঈশ্বর।
মুই বিশ্ব ধরোঁ—মোর নাম 'বিশ্বম্ভর' ॥১৯॥

১৪। "অপেক্ষা নাহি করে" = প্রভুর অনুগত না হয়; প্রভুর উপর নির্ভর না করে।

১৫। "বন্দী-প্রায়......ফাঁস" = তাহার প্রীতি বন্ধন একেবারে আঁটিয়া যায় অর্থাৎ তাহার ভাল-বাসা আর নড়ে না।

১৭। "বায়ু......ছল" = বায়ুরোগচ্ছলে।

১৮। "মালসাট্ পূরে" = মালকোচা মারে, যেন যুদ্ধ করিবে। "স্তম্ভাকৃতি হয়" = স্তব্ধ হয়; একেবারে চুপ, স্থির।

মুই সেই, মোরে ত না চিনে কোনো জনে।"
এত বলি লড় দেই ধরে সর্ব্ব জনে॥
আপনা প্রকাশ প্রভু করে বায়ু-ছলে।
তথাপি না বুঝে কেহো তান মায়া-বলে॥
কেহো বলে "হইল দানব-অধিষ্ঠান।"
কেহো বলে "হেন বুঝি ডাকিনীর কাম॥"
কেহো বলে "সদাই করেন বাক্য-ব্যয়।
অতএব হৈল বায়ু জানিহ নিশ্চয়"॥ ২০॥
এইমত সর্ব্ব জনে করেন বিচার।
বিষ্ণুমায়া-মোহে তত্ত্ব না জানিয়া তাঁর॥
বহুবিধ পাকতৈল সবে দেন শিরে।
তৈল-দ্রোণে থুই তৈল দেন কলেবরে॥
তৈল-দ্রোণে ভাসে প্রভু হাসে খলখল।
সত্য যেন মহাবায়ু করিয়াছে বল॥
এইমত আপন-ইচ্ছায় লীলা করি।
স্বাভাবিক হৈলা প্রভু বায়ু পরিহরি॥ ২১॥
সর্ব্ব গণে উঠিল আনন্দ-হরিধ্বনি।
কেবা কারে বস্ত্র দেয় হেন নাহি জানি॥
সর্ব্ব লোকে শুনিয়া হইলা হরষিত।
সবে বলে "জীউ জীউ এহেন পণ্ডিত॥"
এইমত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়॥
প্রভুকে দেখিয়া সব বৈষ্ণবের গণ।
সবে বলে "ভজ বাপ! কৃষ্ণের চরণ॥ ২২॥
ক্ষণেকে নাহিক বাপ! অনিত্য শরীর
তোমারে কি শিখাইব তুমি মহাবীর॥"
হাসি প্রভু সবারে করিয়া নমস্কার।
পড়াইতে চলে, শিষ্য সংহতি অপার॥
মুকুন্দ-সঞ্জয় পুণ্যবন্তের মন্দিরে।
পড়ায়েন প্রভু চণ্ডীমণ্ডপ-ভিতরে॥
পরম সুগন্ধি পাকতৈল প্রভু-শিরে।
কোনো পুণ্যবন্ত দেয়, প্রভু ব্যাখ্যা করে॥২৩॥
চতুর্দ্দিকে মহা পুণ্যবন্ত শিষ্যগণ।
মাঝে ব্যাখ্যা করে প্রভু জগত-জীবন॥
সে শোভার মহিমা ত কহিতে না পারি।
উপমা কি দিব—কোনো না দেখি বিচারি॥
হেন বুঝি যেন সনকাদি শিষ্যগণ।
নারায়ণ বেড়ি বৈসে বদরিকাশ্রম॥
তাহা সবা লৈয়া যেন সে প্রভু পড়ায়।
হেন বুঝি সেই লীলা করে গৌররায়॥ ২৪॥
সেই বদরিকাশ্রম-বাসী নারায়ণ।
নিশ্চয় জানিহ এই শচীর নন্দন॥
অতএব শিষ্য-সঙ্গে সেই লীলা করে।
বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে॥
পড়াইয়া প্রভু দুই প্রহর হইলে।
তবে শিষ্যগণ লৈয়া গঙ্গা-স্নানে চলে॥
গঙ্গা-জলে বিহার করিয়া কতক্ষণ।
গৃহে আসি করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-পূজন॥ ২৫॥

১৯। আপন..........প্রতিকারে" = সেয়ান পাগলকে কে সারাইতে পারে? ইহাও ঠিক তদ্রূপ।

২০। "লড়" = দৌড়।

"হইল দানব-অধিষ্ঠান" = ভূতে পেয়েছে।

"ডাকিনীর কাম" = ডাইনী খেয়েছে।

২১। "তৈল-দ্রোণ" = তেল রাখিবার জন্য কাঠের খুব বড় পাত্র।

"স্বাভাবিক" = সুস্থ; সহজ মানুষের মত।

২৪। "উপমা......বিচারি" = বিশেষ ভাবিয়া দেখিলাম, উপমা দিবার অর্থাৎ তুলনা করিবার কিছুই পাইলাম না।

"নারায়ণ" = নর-নারায়ণ মহর্ষি

তুলসীরে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি।
ভোজনে বসয়ে গিয়া বলি 'হরি হরি'॥
লক্ষ্মী দেন অন্ন, খান বৈকুণ্ঠের পতি।
নয়ন ভরিয়া দেখে আই পুণ্যবতী॥
ভোজন-অন্তরে করি তাম্বূল চর্ব্বণ।
শয়ন করেন, লক্ষ্মী সেবেন চরণ॥
কতক্ষণ যোগ-নিদ্রা প্রতি দৃষ্টি দিয়া।
পুনঃ প্রভু চলিলেন পুস্তক লইয়া॥ ২৬॥
নগরে আসিয়া করে বিবিধ বিলাস।
সবার সহিত করে হাসিয়া সম্ভাষ॥
যদ্যপি প্রভুর কেহো তত্ত্ব নাহি জানে।
তথাপি সাধ্বস করে দেখি সর্ব্ব-জনে॥
নগর-ভ্রমণ করে শ্রীশচীনন্দন।
দেবের দুর্ল্লভ বস্তু দেখে সর্ব্ব জন॥
উঠিলেন প্রভু তন্তুবায়ের দুয়ারে।
দেখিয়া সম্ভ্রমে তন্তুবায় নমস্করে॥ ২৭॥
"ভাল বস্ত্র আন" প্রভু বোলয়ে বচন।
তন্তুবায় বস্ত্র আনিলেন সেই ক্ষণ॥
প্রভু বলে "এ বস্ত্রের কি মূল্য লইবা।"
তন্তুবায় বলে "তুমি আপনে যে দিবা॥"
মূল্য করি বলে প্রভু "এবে কড়ি নাই।"
তাঁতি বলে "দশে পক্ষে দিবা যে গোসাঁই॥"
বস্ত্র লৈয়া পর' তুমি পরম সন্তোষে।
পাছে তুমি কড়ি মোরে দিও সমাবেশে॥২৮॥

তন্তুবায় প্রতি প্রভু শুভ-দৃষ্টি করি।
উঠিলেন গিয়া প্রভু গোয়ালার পুরী॥
বসিলেন মহাপ্রভু গোপের দুয়ারে।
ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে প্রভু পরিহাস করে॥
প্রভু বলে "আরে বেটা! দধি দুগ্ধ আন।
আজি তোর ঘরের লইব মহাদান॥"
গোপ-বৃন্দ দেখে যেন সাক্ষাৎ মদন।
সম্ভ্রমে দিলেন আনি উত্তম আসন॥ ২৯॥
প্রভু-সঙ্গে গোপগণ করে পরিহাস।
'মামা মামা' বলি সবে করেন সম্ভাষ॥
কেহো বলে "চল মামা ভাত খাই গিয়া।"
কোনো গোপ কান্ধে করি যায় ঘরে লৈয়া।
কেহো বলে "আমার ঘরের যত ভাত।
পূর্ব্বে যে খাইলে মনে নাহিক তোমাত॥"
সরস্বতী সত্য কহায়—গোপ নাহি জানে।
হাসে মহাপ্রভু গোপগণের বচনে॥ ৩০॥
দুগ্ধ ঘৃত দধি সর সুন্দর নবনী।
সন্তোষে প্রভুরে সব গোপে দেয় আনি॥
গোয়ালা-কুলেরে প্রভু প্রসন্ন হইয়া।
গন্ধবণিকের ঘরে উঠিলেন গিয়া॥
সম্ভ্রমে বণিক্ করে চরণে প্রণাম।
প্রভু বলে "আরে ভাই ভাল গন্ধ আন।"
দিব্য গন্ধ বণিক্ আনিল ততক্ষণ।
"কি মূল্য লইবা" বলে শ্রীশচীনন্দন॥ ৩১॥

২৬। "কতক্ষণ..............দিয়া" = কিছুক্ষণ ঘুমাইয়া। শ্রীভগবানের কোলে যোগনিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করাকে তাঁহার প্রতি শ্রীভগবানের দৃষ্টি দেওয়া বলে। নিদ্রার ন্যায় সকলের চৈতন্য হরণ করেন বলিয়া যোগমায়াই হইলেন যোগনিদ্রা।

২৭। "তন্তুবায়" = তাঁতি।

২৮। "দশে পক্ষে দিবা" = দশ দিনে পার, পনর দিনে পার, যেমন তোমার ইচ্ছা হয় দিও, তার জন্য চিন্তা কি?

"পাছে......সমাবেশে" = পরে তোমার যখন যোগাড় হইবে, তখন দিও।

বণিক্ বলয়ে "তুমি জান মহাশয়।
তোমা স্থানে মূল্য কি বলিতে যুক্তি হয়॥
আজি গন্ধ পরি ঘরে যাহ ত ঠাকুর।
কালি যদি গায়ে গন্ধ থাকয়ে প্রচুর॥
ধুইলেও যদি গায়ে গন্ধ নাহি ছাড়ে।
তবে কড়ি দিও মোরে যেই চিত্তে পড়ে॥"
এত বলি আপনে প্রভুর সর্ব্ব অঙ্গে।
গন্ধ দেয় বণিক্ না জানি কোন্ রঙ্গে॥ ৩২॥
সর্ব্ব-ভূত-হৃদয় আকর্ষে সর্ব্ব-মন।
সে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ নহে কোন্ জন॥
বণিকেরে অনুগ্রহ করি বিশ্বম্ভর।
উঠিলেন গিয়া প্রভু মালাকার-ঘর॥
পরম অদ্ভুত রূপ দেখি মালাকার।
সাদরে আসন দিয়া করে নমস্কার॥
প্রভু বলে "ভাল মালা দেহ মালাকার।
কড়ি পাতি লাগে, কিছু নাহিক আমার" ॥৩৩
সিদ্ধ-পুরুষের প্রায় দেখি মালাকার।
মালী বলে "কিছু দায় নাহিক তোমার॥"
এত বলি মালা দিল প্রভুর শ্রীঅঙ্গে।
হাসে মহাপ্রভু সর্ব্ব পড়ুয়ার সঙ্গে॥
মালাকার প্রতি প্রভু শুভ-দৃষ্টি করি।
উঠিলা তাম্বূলী-ঘরে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
তাম্বূলী দেখয়ে রূপ মদন-মোহন।
চরণের ধূলি লই দিলেন আসন॥ ৩৪॥

তাম্বূলী বলয়ে "বড় ভাগ্য সে আমার।
কোন্ ভাগ্যে তুমি আমা ছারের দুয়ার॥"
এত বলি আপনে সে পরম সন্তোষে।
দিলেন তাম্বূল আনি, প্রভু দেখি হাসে॥
প্রভু বলে "কড়ি বিনা কেন গুয়া দিলা।"
তাম্বূলী বলয়ে "চিত্তে হেনই লইলা॥"
হাসে প্রভু তাম্বূলীর শুনিয়া বচন।
পরম সন্তোষে করে তাম্বূল চর্ব্বণ॥ ৩৫॥
দিব্য পর্ণ, কর্পূরাদি যত অনুকূল।
শ্রদ্ধা করি দিল, তার নাহি নিল মূল॥
তাম্বূলীরে অনুগ্রহ করি গৌররায়।
হাসিয়া হাসিয়া সর্ব্ব নগরে বেড়ায়॥
মধুপুরী-প্রায় যেন নবদ্বীপ-পুরী।
একো জাতি লক্ষ লক্ষ কহিতে না পারি॥
প্রভুর বিহার লাগি পূর্ব্বেই বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা॥ ৩৬॥
পূর্ব্বে যেন মধুপুরী করিলা ভ্রমণ।
সেই লীলা করে এবে শচীর নন্দন॥
তবে গৌর গেলা শঙ্খবণিকের ঘরে।
দেখি শঙ্খবণিক্ সম্ভ্রমে নমস্করে॥
প্রভু বলে "দিব্য শঙ্খ আন দেখি ভাই।
কেমনে বা নিব শঙ্খ কড়ি পাতি নাই॥"
দিব্য শঙ্খ শাঁখারি আনিয়া সেই ক্ষণে।
প্রভুর শ্রীহস্তে দিয়া করিল প্রণামে॥ ৩৭

৩২। "যেই চিত্তে পড়ে"—তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়।

৩৩। "সর্ব্ব-ভূত-হৃদয়"—তিনি সর্ব্ব জীবের আত্মা-স্বরূপ অর্থাৎ পরমাত্মা বলিয়া।

৩৪। "কিছু......তোমার"—তার জন্য তোমার কোনও চিন্তা নাই।

৩৫। "ছারের"—তুচ্ছ-লোকের; অধমের। "চিত্তে ...লইলা"—এইরূপই আমার মন হই

৩৬। "দিব্য..........অনুকূল"—উৎকৃষ্ট এবং সেই পাণ সাজিবার জন্য ভাল ভাল ম সব দিলেন, যাহাতে পাণ খাইতে খুব সু হয়। "মূল"—মূল্য; দাম।

"শঙ্খ লই ঘরে তুমি চলহ গোসাঁই।
পাছে কড়ি দিহ, না দিলেও দায় নাই॥"
তুষ্ট হই প্রভু শঙ্খবণিক-বচনে।
চলিলেন হাসি শুভ-দৃষ্টি করি তানে॥
এইমত নবদ্বীপে যত নগরিয়া।
সবার মন্দিরে প্রভু বুলেন ভ্রমিয়া॥
সেই ভাগ্যে অদ্যাপিও নাগরিকগণ।
পায় শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের চরণ॥ ৩৮॥
তবে ইচ্ছাময় গৌরচন্দ্র ভগবান্।
সর্ব্বজ্ঞের ঘরে প্রভু করিলা পয়ান॥
দেখিয়া প্রভুর তেজ সেই সর্ব্বজান।
বিনয় সম্ভ্রম করি করিলা প্রণাম॥
প্রভু বলে "তুমি সর্ব্বজান ভাল—শুনি।
বল দেখি অন্য জন্মে কি আছিলাম আমি॥"
'ভাল' বলি সর্ব্বজ্ঞ সুকৃতী চিন্তে মনে।
জপিতে 'গোপাল-মন্ত্র' দেখে সেই ক্ষণে॥৩৯॥
"শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ শ্যাম।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে মহাজ্যোতির্ধাম॥
নিশাভাগে প্রভুরে দেখেন বন্দী ঘরে।
পিতা মাতা দেখয়ে সম্মুখে স্তুতি করে॥
সেই ক্ষণে দেখে পিতা পুত্র লৈয়া কোলে।
সেই রাত্রে থুইলেন আনিয়া গোকুলে॥
পুনঃ দেখে মোহন দ্বিভুজ দিগম্বরে।
কটিতে কিঙ্কিণী নবনীত দুই করে॥ ৪০॥
নিজ-ইষ্টমূর্ত্তি যাহা চিন্তে অনুক্ষণ।
সর্ব্বজ্ঞ দেখয়ে সেই সকল লক্ষণ॥
পুনঃ দেখে ত্রিভঙ্গিম মুরলী-বদন।
চতুর্দ্দিকে যন্ত্র, গীত গায় গোপীগণ॥
দেখিয়া অদ্ভুত, চক্ষু মেলি সর্ব্বজান।
গৌরাঙ্গে চাহিয়া পুনঃপুন করে ধ্যান॥
সর্ব্বজ্ঞ কহয়ে "শুন শ্রীবাল-গোপাল।
কে আছিলা দ্বিজ এই দেখাও সকাল" ॥৭১॥
তবে দেখে ধনুর্দ্ধর দূর্ব্বাদল-শ্যাম।
বীরাসনে প্রভুরে দেখয়ে সর্ব্বজান॥
পুনঃ দেখে প্রভুরে প্রলয়-জল-মাঝে।
অদ্ভুত বরাহ-মূর্ত্তি দন্তে পৃথ্বী সাজে॥
পুনঃ দেখে প্রভুরে নৃসিংহ-অবতার।
মহা-উগ্র-রূপ ভক্ত-বৎসল অপার॥
পুনঃ দেখে প্রভুরে বামন-রূপ ধরি।
বলি-যজ্ঞ ছলিতে আছেন মায়া করি॥ ৪২॥
পুনঃ দেখে মৎস্য-রূপে প্রলয়ের জলে।
করিতে আছেন জলক্রীড়া কুতূহলে॥
সুকৃতী সর্ব্বজ্ঞ পুনঃ দেখয়ে প্রভুরে।
মত্ত হলধর-রূপ শ্রীমুষল করে॥
পুনঃ দেখে জগন্নাথ-মূর্ত্তি সর্ব্বজান।
মধ্যে শোভে সুভদ্রা দক্ষিণে বলরাম॥
এইমত ঈশ্বর-তত্ত্ব দেখে সর্ব্ব[illegible]।
তথাপি না বুঝে কিছু, হেন মায়া তান॥৪৩॥
চিন্তয়ে সর্ব্বজ্ঞ মনে হইয়া বিস্মিত।
"হেন বুঝি এ ব্রাহ্মণ মহা-মন্ত্রবিত॥
অথবা দেবতা কোনো আসিয়া কৌতুকে।
পরীক্ষিতে আমারে বা ছলে বিপ্র-রূপে॥
অমানুষী তেজ দেখি বিপ্রের শরীরে।
সর্ব্বজ্ঞ করিয়া কিবা বদর্থে আমারে॥"
এতেক চিন্তিতে প্রভু বলিলা হাসিয়া।
"কে আমি কি দেখ—কেন না কহ ভাঙ্গিয়া॥

৩৯। "সর্ব্বজ্ঞ" = দৈবজ্ঞ।
"সর্ব্বজান" = সর্ব্বজ্ঞ, দৈবজ্ঞ

৪১। "চতুর্দ্দিকে [illegible] গোপীগণ' = গোপীগণ চারিদিকে গান বাজনা করিতেছেন।

সর্ব্বজ্ঞ বলয়ে "তুমি চলহ এখনে।
বিকালে বলিব, মন্ত্র জপি ভাল-মনে" ॥ ৪৪ ॥
"ভাল ভাল" বলি প্রভু হাসিয়া চলিলা।
তবে প্রিয় শ্রীধরের মন্দিরে আইলা ॥
শ্রীধরেরে প্রভু বড় সন্তুষ্ট অন্তরে।
নানা ছল করি প্রভু আইসে তার ঘরে ॥
বাকোবাক্য পরিহাস শ্রীধরের সঙ্গে।
দুই চারি দণ্ড করি চলে প্রভু রঙ্গে ॥ ৪৫ ॥
প্রভু দেখি শ্রীধর করিয়া নমস্কার।
শ্রদ্ধা করি আসন দিলেন বসিবার ॥
পরম সুশান্ত শ্রীধরের ব্যবসায়।
প্রভু বিহরেন যেন উদ্ধতের প্রায় ॥
প্রভু বলে "শ্রীধর! তুমি যে অনুক্ষণ।
'হরি হরি' বল—তবে দুঃখ কি কারণ ॥
লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া কেনে তুমি।
অন্ন বস্ত্রে দুঃখ পাও—কহ দেখি শুনি" ॥৪৬॥
শ্রীধর বলেন "উপবাস ত না করি।
ছোট হউক বড় হউক বস্ত্র দেখ পরি।"
প্রভু বলে "দেখিলাম গাঁটি দশ ঠাঁই।
ঘরে বল এই দেখিতেছি খড় নাই ॥
দেখ এই চণ্ডী বিষহরীরে পুজিয়া।
কে না ঘরে খায় পরে সব নগরিয়া ॥"
শ্রীধর বলেন "বিপ্র! বলিলা উত্তম।
তথাপি সবার কাল যায় এক সম ॥ ৪৭ ॥
রত্ন-ঘরে থাকে রাজা দিব্য খায় পরে।
পক্ষিগণ থাকে দেখ বৃক্ষের উপরে ॥
কাল পুনঃ সবার সমান হৈয়া যায়।
সবে নিজ-কর্ম্ম ভুঞ্জে ঈশ্বর-ইচ্ছায় ॥"
প্রভু বলে "তোমার বিস্তর আছে ধন।
তাহা তুমি লুকাইয়া করহ ভোজন ॥
তাহা মুই বিদিত করিমু কত দিনে।
তবে দেখি তুমি লোক ভাণ্ডিবা কেমনে" ॥৪৮॥
শ্রীধর বলেন "ঘরে চলহ পণ্ডিত।
তোমায় আমায় দ্বন্দ্ব না হয় উচিত ॥"
প্রভু বলে "আমি তোমা না ছাড়ি এমনে।
কি আমারে দিবা তাহা বল এইক্ষণে ॥"
শ্রীধর বলেন "আমি খোলা বেচি খাই।
ইহাতে কি দিব তাহা বলহ গোসাঁই ॥"
প্রভু বলে "যে তোমার পোতা ধন আছে।
সে থাকুক্ এখন, পাইব তাহা পাছে ॥ ৪৯ ॥

৪৪। "মহা-মন্ত্রবিত" = মন্ত্রতন্ত্র বা ভেল্‌কি খুব ভাল জানে। "পরীক্ষিতে" = পরীক্ষা করিতে।

"অমানুষী" = অলৌকিক; অসাধারণ।

"সর্ব্বজ্ঞ.........আমারে" = আমি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া আমার সঙ্গে এইরূপ ঠাট্টা করিতেছেন নাকি অর্থাৎ এইরূপে আমাকে প্রকারান্তরে বলিতেছেন নাকি যে, এখন বুঝিয়া দেখ তুমি কিরূপ সর্ব্বজ্ঞ, তোমার জ্ঞান কতদূর।

৪৫। "বাকোবাক্য" = তর্ক-বিতর্ক; কথা কাটাকাটি।

৪৬। "পরম......ব্যবসায়" = শ্রীধরের আচরণ অতীব শিষ্ট ও নম্র।

৪৮। "ভুঞ্জে" = ভোগ করে।

"তোমার......কেমনে" = তোমার কাছে গুপ্তধন অর্থাৎ তোমার হৃদয়াভ্যন্তরে ভক্তি-ধন প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে; তুমি একাকী গোপনে তাহার মধুরাস্বাদ উপভোগ করিয়া যে পরম সুখে রহিয়াছ, তাহা আমি কিছু দিন পরে সকলকে বলিয়া দিব অর্থাৎ তুমি যে একজন কিরূপ মহাভক্ত তাহা প্রকাশ করিয়া দিব এবং তখন দেখিয়া লইব, আর তুমি লোককে কিরূপে ফাঁকি দিতে পার অর্থাৎ

এবে কলা মূলা থোড় দেহ কড়ি বিনে।
দিলে আমি কোন্দল না করি তোমা সনে॥"
মনে ভাবে শ্রীধর "উদ্ধত বিপ্র বড়।
কোন্ দিন আমারে কিলায় পাছে দঢ়॥
মারিলেও ব্রাহ্মণের কি করিতে পারি।
কড়ি বিনা প্রতিদিন দিবারেও নারি॥
তথাপিহ বলে ছলে যে লয় ব্রাহ্মণে।
সে আমার ভাগ্য বটে, দিব প্রতিদিনে" ॥৫০॥
চিন্তিয়া শ্রীধর বলে "শুনহ গোসাঁই।
কড়ি পাতি তোমার কিছুই দায় নাই॥
থোড় কলা মূলা খোলা দিব এই মেনে।
সবে আর কোন্দল না কর আমা-সনে॥"
প্রভু বলে "ভাল ভাল আর দ্বন্দ্ব নাই।
সবে থোড় কলা মূলা ভাল যেন পাই॥"
তাহার খোলায় নিত্য করেন ভোজন।
যার থোড় কলা মূলা হয় শ্রীব্যঞ্জন॥ ৫১॥
শ্রীধরের গাছে যেই লাউ ধরে চালে।
তাহা খায় প্রভু দুগ্ধ-মরিচের ঝালে॥
প্রভু বলে "আমারে কি বাসহ শ্রীধর।
তাহা কহিলেই আমি চলি যাই ঘর॥"
শ্রীধর বলেন "তুমি বিপ্র—বিষ্ণু-অংশ।"
প্রভু বলে "না জানিলা আমি গোপ-বংশ॥
তুমি আমা দেখ যেন ব্রাহ্মণ-ছাওয়াল।
আমি আপনারে বাসি যে-হেন গোয়াল" ॥৫২
হাসেন শ্রীধর শুনি প্রভুর বচন।
না চিনিলেন নিজ-প্রভু মায়ার কারণ॥
প্রভু বলে "শ্রীধর তোমারে কহি তত্ত্ব।
আমা হৈতে তোর সব গঙ্গার মহত্ত্ব॥"

ঐ ধন কাহাকেও কিছু না দিয়া কেবল একাকী কিরূপে উপভোগ করিতে পার তাই দেখিব।

৪৯। "পোতা ধন"=গুপ্ত ধন অর্থাৎ ভক্তি-ধন। "পাইব তাহা পাছে"=সেই গুপ্ত ভক্তিধন তুমি আপনা-আপনিই আমাকে পবে দিবে।

৫০। "এবে···বিনে"=এরূপ বলিবার প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়া লোকে ভাবিবে যে, তাই ত নিমাই পণ্ডিত ত বেশ লোক দেখিতেছি, বিনা পয়সায় অর্থাৎ ফাঁকি দিয়া গরিবের জিনিস লইতে চায়। কিন্তু তাহা নহে; এতদ্দ্বারা প্রভু দেখাইতেছেন যে, ভক্তের অতি তুচ্ছ জিনিসও তাঁহার কাছে বড় মিষ্ট লাগে, যেমন বিদুরের খুদকুঁড়া, বিদুর-পত্নীর কলার খোসা। আর প্রভু শ্রীধরের নিকট এই তুচ্ছ জিনিসও বিনা মূল্যে চাহিতেছেন কেন—না তিনি তদ্দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছেন যে, ভক্তকে অনিত্য তুচ্ছ সুখের জন্য দ্রব্য-মূল্য হিসাবে সামান্য ধন আর কি দিব, একেবারে অমূল্য ধন যে আমি, সেই আমাকেই তাহারে দিব, যাহা পাইলে তাহার সকল জ্বালা একেবারে দূরীভূত হইয়া দেব-দুর্ল্লভ পরম সুখ লাভ হইবে। "বলে ছলে"=জোর করিয়া বা কৌশল করিয়া। "তথাপিহ······বটে"=এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝাইলেন যে, যেরূপেই হউক ব্রাহ্মণকে কিছু দিতে পারিলেই তাহাতে গৃহস্থেরই মঙ্গল। অবশ্য বৈষ্ণবকে দিতে পারিলেও তাই, তাই কেন তদপেক্ষাও অধিক, যেহেতু তদ্দ্বারা কৃষ্ণসেবা ও বৈষ্ণবসেবা দুইই হয় বলিয়া পরম মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে অর্থাৎ দেব-দুর্ল্লভ অমূল্য ধন ভক্তিরত্ন এবং তজ্জনিত কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা ও অবিনশ্বর পরম সুখ লাভ হইয়া থাকে।

৫১। "দিব এই মেনে"=হাঁ, আমি দিব। "সবে······সনে"=তবে আমি কেবল এই চাই যে, আমার সঙ্গে আর ঝগড়া করিও না।

৫২। "আমারে·········শ্রীধর"=ওহে শ্রীধর! তুমি আমাকে কি মনে কর?

শ্রীধর বলেন "ওহে পণ্ডিত নিমাই।
গঙ্গা করিয়াও কি তোমার ভয় নাই॥
বয়স বাঢ়িলে লোকে কত স্থির হয়।
তোমার চাপল্য আরো দ্বিগুণ বাঢ়য়" ॥ ৫৩ ॥
এইমত শ্রীধরের সঙ্গে রঙ্গ করি।
আইলেন নিজ-গৃহে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
বিষ্ণু-দ্বারে বসিলেন গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
চলিলা পড়ুয়াবর্গ যার যথা ঘর॥
দেখি প্রভু পৌর্ণমাসী-চন্দ্রের উদয়।
বৃন্দাবনচন্দ্র-ভাব হইল হৃদয়॥
অপূর্ব্ব মুরলী-ধ্বনি লাগিলা করিতে।
আই বিনা আর কেহো না পায় শুনিতে ॥৫৪॥
ত্রিভুবন-মোহন মুরলী শুনি আই।
আনন্দে মগন—মূর্চ্ছা গেলা সেই ঠাঁই॥
ক্ষণেকে চৈতন্য পাই স্থির করি মন।
অপূর্ব্ব মুরলী-ধ্বনি করেন শ্রবণ॥
যেখানে বসিয়া আছেন গৌরাঙ্গসুন্দর।
সেই দিকে শুনেন মুরলী মনোহর॥
অদ্ভুত শুনিয়া আই আইলা বাহিরে।
দেখে পুত্র বসি আছে বিষ্ণুর দুয়ারে ॥ ৫৫ ॥
আর নাহি পায়েন শুনিতে বংশী-নাদ।
পুত্রের হৃদয়ে দেখে আকাশের চাঁদ॥
পুত্র-বক্ষে দেখে চন্দ্র-মণ্ডল সাক্ষাতে।
বিস্মিত হইয়া আই চাহে চারি ভিতে॥
গৃহে বসি গিয়া আই লাগিলা চিন্তিতে।
কি হেতু নিশ্চয় কিছু না পারে করিতে॥
এইমত কত ভাগ্যবতী শচী আই।
যত দেখে প্রকাশ তাহার অন্ত নাই ॥ ৫৬ ॥
কোনো দিন নিশাভাগে শচী আই শুনে।
গীত, বাদ্যযন্ত্র বায় কত শত জনে॥
বহুবিধ মুখবাদ্য নৃত্য পদ-তাল।
যেন মহা-রাসক্রীড়া শুনেন বিশাল॥
কোনো দিন দেখে সর্ব্ব বাড়ী ঘর দ্বার।
জ্যোতির্ম্ময় বহি কিছু না দেখেন আর॥
কোনো দিন দেখে অতি দিব্য নারীগণ।
লক্ষ্মী-প্রায় সবে—হস্তে পদ্ম-বিভূষণ ॥ ৫৭ ॥
কোনো দিন দেখে জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ।
দেখি পুনঃ আর নাহি পায় দরশন॥
আইর এ সব দৃষ্টি কিছু চিত্র নহে।
বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী বেদে যাঁরে কহে॥
আই যারে সকৃৎ করেন দৃষ্টিপাতে।
সেই হয় অধিকারী এ সব দেখিতে॥
হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর বনমালী।
আছে গূঢ়রূপে নিজানন্দে কুতূহলী ॥ ৫৮ ॥
যদ্যপি এতেক প্রভু আপনা প্রকাশে।
তথাপিহ চিনিতে না পারে কোনো দাসে॥
হেন সে ঔদ্ধত্য প্রভু করেন কৌতুকে।
তেমন উদ্ধত আর নাহি নবদ্বীপে॥
যেখানে যেরূপ লীলা করেন ঈশ্বর।
সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—তার নাহিক সোসর॥
যুদ্ধ-লীলা প্রতি ইচ্ছা উপজে যখন।
অস্ত্র-শিক্ষা-বীর আর না থাকে তেমন ॥৫৯॥

৫৩। "মায়ার কারণ" = মায়ার ঘোরে পড়িয়া। "আমা......মহত্ব" = তুই যে গঙ্গাকে এত ভক্তি করিস্, সেই গঙ্গা আমার চরণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া তাহার এত মাহাত্ম্য। এতদ্দ্বারা প্রভু কৌশলে আত্ম-প্রকাশ করিলেন।

৫৪। "বিষ্ণু-দ্বারে" = ঠাকুর-ঘরের দরজায়
"বৃন্দাবনচন্দ্র-ভাব" = ব্রজের রাসলীলা-ভাব।

৫৮। "চিত্র" = আশ্চর্য্য।

কাম-লীলা করিতে যখন ইচ্ছা হয়।
লক্ষার্ব্বুদ বনিতা সে করেন বিজয়॥
ধন বিলসিতে বা যখন ইচ্ছা হয়।
প্রজার ঘরেতে হয় নিধি কোটিময়॥
এমন উদ্ধত গৌরসুন্দর এখনে।
এই প্রভু বিরক্ত-ধর্ম্ম লভিলা যখনে॥
সে বিরক্ত-ভক্তির কথা নাহি ত্রিভুবনে।
অন্যে কি সম্ভবে তাহা, ব্যক্ত সর্ব্ব জনে॥৬০॥
এইমত ঈশ্বরের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।
সবে সেবকেরে হারে সে তাহান ধর্ম্ম॥
একদিন প্রভু আইসেন রাজ-পথে।
সাত পাঁচ পড়ুয়া প্রভুর চারি ভিতে॥
ব্যবহারে রাজ-যোগ্য বস্ত্র পরিধান।
অঙ্গে পীতবস্ত্র শোভে কৃষ্ণের সমান॥
অধরে তাম্বূল, কোটি-চন্দ্র শ্রীবদন।
লোকে বলে মূর্ত্তিমন্ত এই কি মদন॥ ৬১॥
ললাটে তিলক ঊর্দ্ধ, পুস্তক শ্রীকরে।
দৃষ্টিমাত্রে পদ্ম-নেত্রে সর্ব্ব পাপ হরে॥
স্বভাবে চঞ্চল পড়ুয়ার বর্গ সঙ্গে।
বাহু দোলাইয়া প্রভু আইসেন রঙ্গে॥
দৈবে পথে আইসেন পণ্ডিত শ্রীবাস।
প্রভু দেখি মাত্র তান হৈল মহা-হাস॥

তানে দেখি প্রভু করিলেন নমস্কার।
"চিরজীবী হও" বলে শ্রীবাস উদার॥ ৬২॥
হাসিয়া শ্রীবাস বলে "কহ দেখি শুনি।
কতি চলিয়াছ উদ্ধতের চূড়ামণি॥
কৃষ্ণ না ভজিয়ে কাল কি কার্য্যে গোঙাও।
রাত্রিদিন নিরবধি কেনে বা পড়াও॥
পড়ে কেনে লোক?—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে
সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে॥
এতেকে সর্ব্বদা ব্যর্থ না গোঙাও কাল।
পড়িলা ত, এবে কৃষ্ণ ভজহ সকাল"॥ ৬৩॥
হাসি বলে মহাপ্রভু "শুনহ পণ্ডিত।
তোমার কৃপায় সেহো হইব নিশ্চিত॥"
এত বলি মহাপ্রভু হাসিয়া চলিলা।
গঙ্গা-তীরে আসি শিষ্য-সহিতে বসিলা॥
গঙ্গা-তীরে বসিলেন শ্রীশচীনন্দন।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া বসিলা শিষ্যগণ॥
কোটি মুখে সে শোভা ত না পারি কহিতে
উপমাও তার নাহি দেখি ত্রিজগতে॥ ৬৪॥
চন্দ্র তারাগণ বা বলিব—তাহা নহে।
সকলঙ্ক তার কলা ক্ষয়-বৃদ্ধি হয়ে॥
সর্ব্বকাল পরিপূর্ণ এ প্রভুর কলা।
নিষ্কলঙ্ক—তেঁই সে উপমা দূরে গেলা॥

"বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী" = মূর্ত্তিমতী শ্রীভক্তিদেবী।

"সকৃৎ" = একবার।

৫৯। "সোসর" = সদৃশ ; সমান।

"উপজে" = উপস্থিত হয়।

৬০। "কাম-লীলা" = রতি-ক্রীড়া ; কন্দর্পকেলি।

"প্রজার ঘরেতে" = স্বজনাদি লোকের গৃহে।

"বিরক্ত-ধর্ম্ম" = সুবিমল কৃষ্ণভক্তি-বিষয়ক নিষ্কিঞ্চন বৈরাগ্যধর্ম্ম।

"বিরক্ত-ভক্তি" = নিষ্কাম অনন্য-ভক্তি।

৬৩। "সকাল" = শীঘ্র শীঘ্র ; এখনই।

৬৫। "সকলঙ্ক····· গেলা" = আকাশের চন্দ্রে ত কলঙ্ক রহিয়াছে এবং তাঁর যে যোল কলা তাহারও ত ক্ষয় বৃদ্ধি রহিয়াছে ; কিন্তু আমাদের এই গৌর-চন্দ্রে কোনও কলঙ্ক নাই এবং তিনি সর্ব্বদাই অক্ষয় অনন্ত গুণে পরিপূর্ণ ও অশেষবিধ অক্ষয় কলা বা বিদ্যাভূষণে ভূষিত।

বৃহস্পতি উপমাও দিতে না জুয়ায়।
তেঁহো একপক্ষ—দেবগণের সহায়॥
এ প্রভু সবার পক্ষ, সহায় সবার।
অতএব সে দৃষ্টান্ত না হয় ইঁহার॥ ৬৫॥
কামদেব উপমা বা দিব—সেহো নহে।
তেঁহো চিত্তে জাগিলে চিত্তের ক্ষোভ হয়ে॥
এ প্রভু জাগিলে চিত্তে সর্ব্ববন্ধ-ক্ষয়।
পরম-নির্ম্মল সুপ্রসন্ন চিত্ত হয়॥
এইমত সকল দৃষ্টান্ত যোগ্য নয়।
সবে এক উপমা দেখিয়ে চিত্তে লয়॥
কালিন্দীর তীরে যেন শ্রীনন্দকুমার।
গোপবৃন্দ-মধ্যে বসি করিলা বিহার॥ ৬৬॥
সেই গোপবৃন্দ লই সেই কৃষ্ণচন্দ্র।
বুঝি দ্বিজ-রূপে গঙ্গা-তীরে করে রঙ্গ॥
গঙ্গা-তীরে যেই জন দেখে প্রভুর মুখ।
সেই পায় অতি অনির্ব্বচনীয় সুখ॥
দেখিয়া প্রভুর তেজ অতি বিলক্ষণ।
গঙ্গা-তীরে কাণাকাণি করে সর্ব্বজন॥
কেহো বলে "এত তেজ মানুষের নয়।"
কেহো বলে "এ ব্রাহ্মণ বিষ্ণু-অংশ হয়"॥৬৭॥
কেহো বলে "বিপ্র-রাজা হইবেক গৌড়ে।
সেই এই হেন বুঝি, কখনো না নড়ে॥
রাজ-শ্রী রাজ-চিহ্ন দেখিয়ে সকল।"
এইমত বলে যার যত বুদ্ধি-বল॥

অধ্যাপক প্রতি সব কটাক্ষ করিয়া।
ব্যাখ্যা করে প্রভু গঙ্গা-সমীপে বসিয়া॥
'হয়' ব্যাখ্যা 'নয়' করে, 'নয়' করে 'হয়'।
সকল খণ্ডিয়া শেষে সকল স্থাপয়॥ ৬৮॥
প্রভু বলে "তারে আমি কহিয়ে পণ্ডিত।
একবার ব্যাখ্যা করে আমার সহিত॥
সেই ব্যাখ্যা যদি বাখানিয়ে আরবার।
আমা প্রবোধিবে হেন দেখি শক্তি কার॥"
এইমত ঈশ্বর ব্যঞ্জেন অহঙ্কার।
সর্ব্ব-গর্ব্ব চূর্ণ হয় শুনিয়া সবার॥
কত বা প্রভুর শিষ্য তার অন্ত নাই।
কত বা মণ্ডলী হই পড়ে ঠাঁই ঠাঁই॥ ৬৯॥
প্রতিদিন দশ বিশ ব্রাহ্মণ-কুমার।
আসিয়া প্রভুর পায়ে করে নমস্কার॥
"পণ্ডিত! আমরা পড়িবাঙ তোমা-স্থানে।
কিছু জানি—হেন কৃপা করিবা আপনে॥"
"ভাল ভাল" হাসি প্রভু বলেন বচন।
এইমত প্রতিদিন বাঢ়ে শিষ্যগণ॥
গঙ্গা-তীরে শিষ্য-সঙ্গে মণ্ডলী করিয়া।
বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি আছেন বসিয়া॥ ৭০॥
চতুর্দ্দিকে দেখে সব ভাগ্যবন্ত লোক।
সর্ব্ব নবদ্বীপ প্রভু-প্রভাবে অশোক॥
সে আনন্দ যে যে ভাগ্যবন্ত দেখিলেক।
কোন্ জন আছে তার ভাগ্য বলিবেক॥

৬৮। "কখনো না নড়ে"=ইহা অতি নিশ্চিত।

৬৯। "সেই........কার"=সেই ব্যাখ্যা যদি আমি আবার অন্যরূপে ব্যাখ্যা করি অর্থাৎ বিপরীত-ভাবে ব্যাখ্যা করি, তাহা হইলে কোন্ ব্যাখ্যাটা ঠিক তাহা বুঝাইয়া দিতে পারে, এমন শক্তি কাহার আছে দেখি। "ব্যঞ্জেন"=প্রকাশ করেন। "মণ্ডলী হই"=দলবদ্ধ হইয়া।

৭০। "কিছু......আপনে"=এই কৃপা কর যেন কিছু শিখিতে পারি।

৭১। "অশোক"=দুঃখহীন।

"কোন্........বলিবেক"=তাঁদের যে কত সৌভাগ্য, তাহা কে বলিতে সক্ষম হইবে?

সে আনন্দ দেখিলেক যে সুকৃতী জন।
তানে দেখিলেও খণ্ডে সংসার-বন্ধন॥
হইল পাপিষ্ঠ—জন্ম না হৈল তখনে।
হইলাঙ বঞ্চিত সে সুখ-দরশনে॥ ৭১॥
তথাপিহ এই কৃপা কর গৌরচন্দ্র।
সে লীলা মোহার স্মৃতি হউ জন্ম জন্ম॥
সপার্ষদে তুমি নিত্যানন্দ যথা যথা।
লীলা কর—মুই যেন ভৃত্য হঙ তথা॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ-যুগে গান॥ ৭২॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আদিখণ্ডে
শ্রীগৌরাঙ্গ-নগরভ্রমণাদি-বর্ণনং
নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

একাদশ অধ্যায়।

জয় জয় দ্বিজকুল-চন্দ্র গৌরচন্দ্র।
জয় জয় ভক্তগোষ্ঠী-হৃদয়-আনন্দ॥
জয় জয় দ্বারপাল-গোবিন্দের নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ-দৃষ্টিপাত॥
জয় অধ্যাপক-শিরোরত্ন বিপ্ররাজ।
জয় জয় চৈতন্যের ভকত-সমাজ॥ ১॥
হেনমতে বিদ্যা-রসে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
বৈসেন সবার করি বিদ্যা-গর্ব্ব-পাত॥
যদ্যপিহ নবদ্বীপ পণ্ডিত-সমাজ।
কোট্যর্ব্বুদ অধ্যাপক নানা-শাস্ত্র-সাজ॥
ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র বা আচার্য্য।
অধ্যাপনা বিনা কারো আর নাহি কার্য্য॥২॥
যদ্যপিহ সবেই স্বতন্ত্র, সবে জয়ী।
শাস্ত্র-চর্চ্চা হৈলে ব্রহ্মারেও নাহি সহী॥
প্রভু যত নিরবধি আক্ষেপ করেন।
পরম্পরা, সাক্ষাতেও সবেই শুনেন॥
তথাপিহ হেন জন নাহি প্রভু প্রতি।
দ্বিরুক্তি করিবে—কারো নাহিক শকতি॥
হেন সে সাধ্বস জন্মে প্রভুরে দেখিয়া।
সবেই যায়েন একদিকে নম্র হৈয়া॥ ৩॥
যদি বা কাহারে প্রভু করেন সম্ভাষ।
সেই জন হয় যেন অতি বড় দাস॥

২। "বৈসেন......পাত"—সকলের বিদ্যা-জনিত দর্প চূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন।

"নানা-শাস্ত্র-সাজ"—বিবিধ শাস্ত্রে সজ্জিত অর্থাৎ নিপুণ; বিবিধ শাস্ত্রে পণ্ডিত।

৩। "যদ্যপিহ......হৈয়া"—যদিও সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান অর্থাৎ যিনি যে শাস্ত্রের পণ্ডিত, তিনি সে শাস্ত্র বুঝিবার জন্য অন্য কাহারও অপেক্ষা করেন না; সকলেই জয়ী অর্থাৎ কেহ কাহারও নিকট পরাজিত হন না; আর শাস্ত্র-চর্চ্চায় ব্রহ্মার পর্য্যন্তও রক্ষা নাই অর্থাৎ ব্রহ্মার সহিত শাস্ত্র-বিচার করিতেও তাঁহারা পশ্চাৎপদ নহেন; এবং প্রভু যদিও 'কই আমার ব্যাখ্যা খণ্ডন করিতে ত কেহ আসে না, বা আমার প্রশ্নের জবাব দিবে এমন কাহাকেও ত দেখিতে পাই না' ইত্যাদি রূপ বলিয়া আক্ষেপ করেন ও সকলে তাহা লোক-পরম্পরায় অর্থাৎ পরস্পর লোকের মুখে এবং সাক্ষাৎ নিজেও শুনিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাকে দেখিয়া লোকের মনে এরূপ সঙ্কোচের উদ্রেক হয় যে, কাহারও কোনরূপ জবাব করিবার সাধ্য হয় না, সকলেই নম্র হইয়া একধার দিয়া চলিয়া যান।

প্রভুর পাণ্ডিত্য-বুদ্ধি শিশুকাল হৈতে।
সবেই জানেন গঙ্গা-তীরে ভালমতে ॥
কোনরূপে কেহো প্রবোধিতে নাহি পারে।
ইহাও জাগয়ে সদা সবার অন্তরে ॥
প্রভু দেখি স্বভাবেই জন্ময়ে সাধ্বস।
অতএব প্রভু দেখি সবে হয় বশ ॥
তথাপিহ হেন তান মায়ার বড়াই।
বুঝিবারে পারে তানে হেন জন নাই ॥
তিঁহো যদি না করেন আপনা বিদিত।
তবে তানে কেহো নাহি জানে কদাচিত ॥৪॥
তেঁহো পুনঃ নিত্য সুপ্রসন্ন সর্ব্বরীতে।
তাহান মায়ায় পুনঃ সবে বিমোহিতে ॥
হেনমতে সবারে মোহিয়া গৌরচন্দ্র।
বিদ্যারসে নবদ্বীপে করে প্রভু রঙ্গ ॥
হেনকালে তথা এক মহা-দিগ্বিজয়ী।
আইল পরম-অহঙ্কার-যুক্ত হই ॥
সরস্বতী-মন্ত্রের একান্ত উপাসক।
মন্ত্র জপি সরস্বতী করিলেন বশ ॥ ৫ ॥
বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী বিষ্ণুবক্ষ-স্থিতা।
মূর্ত্তিভেদে রমা—সরস্বতী জগন্মাতা ॥
ভাগ্যবশে ব্রাহ্মণেরে প্রত্যক্ষ হইলা।
ত্রিভুবন-দিগ্বিজয়ী করি বর দিলা ॥
যাঁর দৃষ্টিপাত-মাত্রে হয় বিষ্ণু-ভক্তি।
দিগ্বিজয়ি-বর বা তাহান কোন্ শক্তি ॥
পাই সরস্বতীর সাক্ষাৎ বর-দান।
সংসার জিনিয়া বিপ্র বুলে স্থানে স্থান ॥ ৬ ॥
সর্ব্ব শাস্ত্র জিহ্বায় আইসে নিরন্তর।
হেন নাহি জগতে যে দিবেক উত্তর ॥
যার কথামাত্র নাহি বুঝে অন্য জনে।
দিগ্বিজয়ী হই বুলে সর্ব্ব স্থানে স্থানে ॥
শুনিলেন বড় নবদ্বীপের মহিমা।
পণ্ডিত-সমাজ যত তার নাহি সীমা ॥
পরম সমৃদ্ধ অশ্ব-গজ-যুক্ত হই।
সবা জিনি নবদ্বীপে গেলা দিগ্বিজয়ী ॥ ৭ ॥
প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি পণ্ডিত-সভায়।
মহাধ্বনি উপজিল সর্ব্ব নদীয়ায় ॥
সর্ব্ব রাজ্য দেশ জিনি জয়পত্র লই।
নবদ্বীপে আসিয়াছে এক দিগ্বিজয়ী ॥
'সরস্বতীর বর-পুত্র' শুনি সর্ব্ব জনে।
পণ্ডিত সবার বড় চিন্তা হৈল মনে ॥
"জম্বুদ্বীপে যত আছে পণ্ডিতের স্থান।
সবা জিনি নবদ্বীপ জগতে বাখান ॥ ৮ ॥
হেন স্থান দিগ্বিজয়ী যাইব জিনিয়া।
সংসারেই অপ্রতিষ্ঠা ঘুষিব শুনিয়া ॥
যুঝিতে বা কার শক্তি আছে তার সনে।
সরস্বতী বর যারে দিলেন আপনে ॥
সরস্বতী বক্তা যার জিহ্বায় আপনে।
মনুষ্যে কি বাদে কভু পারে তার সনে।"

৫। "পুনঃ" = কিন্তু।
"সর্ব্বরীতে" = সর্ব্বপ্রকারে।

৬। "বিষ্ণুভক্তি… জগন্মাতা" = যিনি মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তি এবং যিনি বিষ্ণু-বক্ষে অবস্থান করেন, সেই লক্ষ্মীদেবীরই অন্য মূর্ত্তি হইতেছেন জগজ্জননী শ্রীসরস্বতীদেবী।

৭। "পরম …..দিগ্বিজয়ী" = অনেক লোকজন, হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া অত্যন্ত জাঁক-জমকের সহিত সকলকে জয় করিয়া শেষে নবদ্বীপে আসিলেন।

৮। "জম্বুদ্বীপে বাখান" = 'ভারতবর্ষে পণ্ডিতের স্থান যত আছে, তন্মধ্যে নবদ্বীপই সর্ব্বাপেক্ষা

সহস্র সহস্র মহা-মহা-ভট্টাচার্য্য।
সবেই চিন্তেন মনে ছাড়ি সর্ব্ব কার্য্য॥ ৯॥
চতুর্দ্দিকে সবেই করেন কোলাহল।
"বুঝিব এবার যার যত বিদ্যা-বল॥"
এ সব বৃত্তান্ত যত পড়ুয়ার গণে।
কহিলেন নিজ-গুরু গৌরাঙ্গের স্থানে॥
"এক দিগ্বিজয়ী সরস্বতী বশ করি।
সর্ব্বত্র জিনিয়া বুলে জয়পত্র ধরি॥
হস্তী ঘোড়া দোলা লোক অনেক সংহতি।
সম্প্রতি আসিয়া হৈল নবদ্বীপে স্থিতি॥ ১০॥
নবদ্বীপে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী চায়।
নহে জয়পত্র মাগে সকল সভায়॥"
শুনি শিষ্যগণের বচন গৌরমণি।
হাসিয়া কহিতে লাগিলেন তত্ত্ববাণী॥

"শুন ভাই-সব! এই কহি তত্ত্ব-কথা।
অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সর্ব্বথা॥
যে যে গুণে মত্ত হই করে অহঙ্কার।
অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার॥১১॥
ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন।
নম্রতা সে তাহার স্বভাব অনুক্ষণ॥
হৈহয় নহুষ বাণ নরক রাবণ।
মহা-দিগ্বিজয়ী শুনিয়াছ যে যে জন॥
বুঝ দেখি কার গর্ব্ব চূর্ণ নাহি হয়।
সর্ব্বথা ঈশ্বর অহঙ্কার নাহি সয়॥
এতেকে তাহার যত বিদ্যা-অহঙ্কার।
দেখিবে এথাই সব হইব সংহার"॥ ১২॥
এত বলি হাসি প্রভু শিষ্যগণ-সঙ্গে।
সন্ধ্যাকালে গঙ্গা-তীরে আইলেন রঙ্গে॥

শ্রেষ্ঠ'—নবদ্বীপের এইরূপ সুযশ জগতের লোকে ঘোষণা করিয়া থাকে।

৯। "অপ্রতিষ্ঠা" = অখ্যাতি।

"বুঝিতে" = বিচার করিতে।

"বাদে" = বিচারে; তর্কে।

১১। "নবদ্বীপে······ ······সভায়" = নবদ্বীপে আসিয়া বলিতে লাগিল 'কে আমার সঙ্গে বিচার করিবে আসুক। আর যদি বিচার করিতে না চায়, তবে সমগ্র পণ্ডিত-সমাজ আমাকে জয় পত্র লিখিয়া দিউক'। "তত্ত্ববাণী" = আসল কথা; সার কথা।

১২। "ফলবন্ত .....সয়" = ফল থাকিলে বৃক্ষ স্বভাবতঃই সর্ব্বদা নীচু হইয়া থাকে এবং গুণ থাকিলে মনুষ্যও স্বভাবতঃই সর্ব্বদা নম্র হইয়া থাকে।, কিন্তু হৈহয়, নহুষ প্রভৃতি মহাপ্রতাপশালী রাজগণ যাঁহারা সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছ, তাঁহারা মহাদাম্ভিক ছিলেন; বল দেখি তাঁহাদের কাহার না দর্প চূর্ণ হইয়াছে? শ্রীভগবান্ অহঙ্কার কদাচ সহ্য করেন না। "নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ" অর্থাৎ অহঙ্কারের চেয়ে বড় শত্রু আর কেহ নাই; অহঙ্কারীর পতন অবশ্যম্ভাবী। অতএব অহঙ্কার-সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই প্রথম হইতেই সাবধান হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মই হইতেছে "তৃণাদপি সুনীচ" হওয়া—ইহা তাঁহারই শ্রীমুখের বাক্য। কৃষ্ণ-ভজনে অহঙ্কার বিষবৎ পরিত্যাজ্য। "হৈহয়" = হৈহয় দেশের রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন। ইনি ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের বরে সহস্রবাহু প্রাপ্ত হইয়া বাহুবলে রাবণকেও জয় করিয়াছিলেন; পরে পরশুরামের হস্তে নিহত হন।

"নহুষ" = রাজা যযাতির পিতা। ইনি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন; সেই অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া ব্রাহ্মণের অবমাননা করেন; পরে অগস্ত্য মুনির শাপে সর্পযোনি প্রাপ্ত হন।

গঙ্গা-জল স্পর্শ করি গঙ্গা নমস্করি।
বসিলেন শিষ্য-সঙ্গে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
অনেক মণ্ডলী হই সর্ব্ব শিষ্যগণ।
বসিলেন চতুর্দ্দিকে পরম-শোভন॥
ধর্ম্মকথা-শাস্ত্রকথা-অশেষ-কৌতুকে।
গঙ্গাতীরে বসিয়া আছেন প্রভু সুখে॥ ১৩॥
কাহাকে না কহি মনে ভাবেন ঈশ্বরে।
"দিগ্বিজয়ী জিনিবাঙ কেমন প্রকারে॥
এ বিপ্রের হইয়াছে মহা-অহঙ্কার।
'জগতে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নাহি আর'॥
সভা-মধ্যে জয় যদি করিয়ে ইহারে।
মৃত-তুল্য হইবেক সংসার-ভিতরে॥
লাঘবতা বিপ্রের করিবে সর্ব্ব-লোকে।
লুঠিবে সর্ব্বস্ব—বিপ্র মরিবেক শোকে॥১৪॥
দুঃখ না পাইবে বিপ্র, গর্ব্ব হৈবে ক্ষয়।
বিরলে সে করিবাঙ দিগ্বিজয়ি-জয়॥"
এইমত ঈশ্বর চিন্তিতে সেই ক্ষণে।
দিগ্বিজয়ী নিশায় আইলা সেই স্থানে॥
পরম নির্ম্মল নিশা পূর্ণচন্দ্রবতী।
কিবা শোভা হইয়া আছেন ভাগীরথী॥১৫॥
শিষ্য-সঙ্গে গঙ্গাতীরে আছেন ঈশ্বর।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে রূপ সর্ব্ব-মনোহর॥
হাস্যযুক্ত শ্রীচন্দ্র-বদন অনুক্ষণ।
নিরন্তর দিব্য-দৃষ্টি দুই শ্রীনয়ন॥
মুক্তা জিনি শ্রীদশন অরুণ অধর।
দয়াময় সুকোমল সর্ব্ব কলেবর॥
সুবলিত শ্রীমস্তকে শ্রীচাঁচর-কেশ।
সিংহ-গ্রীব গজ-স্কন্ধ বিলক্ষণ-বেশ॥ ১৬॥
সুপ্রকাণ্ড শ্রীবিগ্রহ সুন্দর হৃদয়।
যজ্ঞসূত্র-রূপে তঁহি অনন্ত-বিজয়॥
শ্রীললাটে ঊর্দ্ধ-সুতিলক মনোহর।
আজানু-লম্বিত দুই শ্রীভুজ সুন্দর॥
যোগপট্ট-ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।
বাম-উরু-মাঝে থুই দক্ষিণ চরণ॥
করিতে আছেন প্রভু শাস্ত্রের ব্যাখ্যান।
'হয়' 'নয়' করে, 'নয়' করেন প্রমাণ॥ ১৭॥

"বাণ" = দৈত্যরাজ বলির জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি শিবের প্রিয়-সেবক ও সহস্র-বাহু ছিলেন। ইনি অহঙ্কারে অত্যন্ত স্ফীত হইয়া অত্যাচার করিতে থাকিলে, শ্রীকৃষ্ণ ইঁহার দর্প চূর্ণ করেন।

"নরক" = ভগবদবতার শ্রীবরাহদেবের স্পর্শে ও পৃথিবীর গর্ভে জাত নরক নামে অসুর-বিশেষ। ইঁহার অত্যাচারে সমস্ত জগৎ উত্যক্ত হইয়া উঠে। পরে শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাকে স্বয়ং বধ করেন।

"রাবণ" = লঙ্কাধিপতি রাক্ষস-বিশেষ। ইঁহার অত্যাচারে দেবগণ পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন। পরে শ্রীরামচন্দ্র ইঁহাকে বধ করেন।

১৩। "ধর্ম্মকথা····· কৌতুকে" = পরমানন্দে ধর্ম্মকথা ও শাস্ত্রকথা আলোচনা করিতে করিতে।

১৪। "লাঘবতা" = তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য; হেয়জ্ঞান; অপমান। ১৫। "বিরলে" = নির্জ্জনে।

১৬। "অনন্ত.........মনোহর" = যাঁহার রূপ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই সর্ব্ব-চিত্ত হরণ করে।

"চাঁচর কেশ" = কোঁকড়ান চুল।

"সিংহ-গ্রীব" = সিংহের ন্যায় ঘাড়।

"গজ-স্কন্ধ" = হাতীর ন্যায় কাঁধ।

"বিলক্ষণ-বেশ" = অলৌকিক ভাবে সজ্জিত।

১৭। "যজ্ঞসূত্র···········বিজয়" = সেই বক্ষে শ্রীঅনন্তদেব যেন যজ্ঞসূত্র অর্থাৎ উপবীত বা পৈতা-রূপে জয়যুক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

অনেক মণ্ডলী হই সর্ব্ব শিষ্যগণ।
চতুর্দ্দিকে বসিয়া আছেন সুশোভন॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া দিগ্বিজয়ী সুবিস্মিত।
মনে ভাবে "এই বুঝি নিমাই পণ্ডিত॥"
অলক্ষিতে সেই স্থানে থাকি দিগ্বিজয়ী।
প্রভুর সৌন্দর্য্য চাহে এক-দৃষ্টি হই॥
শিষ্য-স্থানে জিজ্ঞাসিল "কি নাম ইহান।"
শিষ্য বলে "নিমাই-পণ্ডিত-খ্যাতি যান" ॥১৮॥
তবে গঙ্গা নমস্করি সেই বিপ্রবর।
আইলেন ঈশ্বরের সভার ভিতর॥
তানে দেখি প্রভু কিছু ঈষত হাসিয়া।
বসিতে বলিলা অতি আদর করিয়া॥
পরম-নিঃশঙ্ক সেহো, দিগ্বিজয়ী আর।
তবু প্রভু দেখিয়া সাধ্বস হৈল তার॥
ঈশ্বর-স্বভাব-শক্তি এইমত হয়।
দেখিতেই মাত্র তানে, সাধ্বস জন্মায়॥ ১৯॥
সাত পাঁচ কথা প্রভু কহি বিপ্র-সঙ্গে।
জিজ্ঞাসিতে তাঁরে কিছু আরম্ভিলা রঙ্গে॥
প্রভু কহে "তোমার কবিত্বের নাহি সীমা।
হেন নাহি যাহা তুমি না কর বর্ণনা॥
গঙ্গার মহিমা কিছু করহ পঠন।
শুনিয়া সবার হৌক পাপ-বিমোচন॥"
শুনি সেই দিগ্বিজয়ী প্রভুর বচন।
সেই ক্ষণে করিবারে লাগিলা বর্ণন॥ ২০॥
দ্রুত যে লাগিলা বিপ্র করিতে বর্ণনা।
কতরূপে বলে তার কে করিবে সীমা॥
শত মেঘে শুনি যেন করয়ে গর্জ্জন।
এইমত কবিত্বের আশ্চর্য্য পঠন॥
জিহ্বায় আপনি সরস্বতী অধিষ্ঠান।
যে বোলয়ে সেই হয় অত্যন্ত প্রমাণ॥
মনুষ্যের সাধ্য তাহা বুঝিবেক কে।
হেন বিদ্যাবন্ত নাহি দূষিবেক যে॥ ২১॥
সহস্র সহস্র যত প্রভুর শিষ্যগণ।
অবাক্ হইলা সবে শুনিয়া বর্ণন॥
'রাম রাম! অদ্ভুত!' স্মরেন শিষ্যগণ।
মনুষ্যের এমত কি স্ফুরয়ে কথন॥
জগতে অদ্ভুত যত শব্দ অলঙ্কার।
সেই বই কবিত্বের বর্ণন নাহি আর॥
সর্ব্ব-শাস্ত্রে মহা-বিশারদ যে যে জন।
হেন শব্দ তাঁহাদেরো বুঝিতে বিষম॥ ২২॥
এইমত প্রহর খানেক দিগ্বিজয়ী।
পড়ে দ্রুত বর্ণনা তথাপি অন্ত নাই॥
পড়ি যদি দিগ্বিজয়ী হৈলা অবসর।
তবে হাসি বলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর॥
"তোমার যে শব্দের গ্রন্থন-অভিপ্রায়।
তুমি বিনে বুঝাইলে বুঝা নাহি যায়॥
এতেকে আপনে কিছু করহ ব্যাখ্যান।
যে শব্দে যে বল তুমি সেই সুপ্রমাণ" ॥ ২৩॥

১৯। "পরম...........আর" = একে ত তিনি স্বভাবতঃই নির্ভীক, তার উপর আবার দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। "ঈশ্বর....... হয়" = ঈশ্বরের স্বাভাবিক শক্তিই হইতেছে এইরূপ।

২১। "অত্যন্ত প্রমাণ" = বিশেষরূপ সঙ্গত; অকাট্য। "বিদ্যাবন্ত" = বিদ্বান্; পণ্ডিত। "দূষিবেক" = দোষ ধরিবে; দোষ দিবে।

২২। "রাম ...... শিষ্যগণ" = ছাত্রগণ বলিতে লাগিলেন—'হরি হরি, কি আশ্চর্য্য! বলিহারি যাই।' "বিষম" = শক্ত; কঠিন; অসমর্থ।

২৩। "হৈলা অবসর" = থামিলেন। "শব্দের গ্রন্থন-অভিপ্রায়" = শব্দ-বিন্যাস বা রচনার

শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্ব-মনোহর।
ব্যাখ্যা করিবারে লাগিলেন বিপ্রবর॥
ব্যাখ্যা করিলেই মাত্র প্রভু সেই ক্ষণে।
দূষিলেন আদি মধ্য অন্ত তিন স্থানে॥
প্রভু বলে "এ সকল শব্দ অলঙ্কার।
শাস্ত্র-মতে শুদ্ধ হৈতে বিষম অপার॥
তুমি বা দিয়াছ কোন্ অভিপ্রায় করি।
বল দেখি" কহিলেন গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥ ২৪॥
এত বড় সরস্বতী-পুত্র দিগ্বিজয়ী।
সিদ্ধান্ত না স্ফুরে কিছু, বুদ্ধি গেল কঁহি॥
সাত পাঁচ বলে বিপ্র, প্রবোধিতে নারে।
যেই বলে তাহা দোষে গৌরাঙ্গ-সুন্দরে॥
সকল প্রতিভা পলাইল কোন্ স্থানে।
আপনে না বুঝে বিপ্র কি বলে আপনে॥
প্রভু বলে "এ থাকুক, পড় কিছু আর।"
পড়িতেও পূর্ব্ববৎ শক্তি নাহি আর॥ ২৫॥
কোন্ চিত্র তাহার সম্মোহ প্রভু-স্থানে।
বেদেও পায়েন মোহ যাঁর বিদ্যমানে॥
আপনে অনন্ত চতুর্ম্মুখ পঞ্চানন।
যাঁ-সবার দৃষ্ট্যে হয় অনন্ত ভুবন॥
তানাও পায়েন মোহ যাঁর বিদ্যমানে।
কোন্ চিত্র—সে বিপ্রের মোহ প্রভু-স্থানে॥
লক্ষ্মী সরস্বতী আদি যত যোগমায়া।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোহে যাঁ-সবার ছায়া॥ ২৬॥
তাঁরাও পায়েন মোহ যাঁর বিদ্যমানে।
অতএব পাছে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণে॥
বেদকর্ত্তা-সব মোহ পায় যাঁর স্থানে।
কোন্ চিত্র—দিগ্বিজয়ি-মোহ বা তাহানে॥
মনুষ্যের এ কার্য্য-সব অসম্ভব বড়।
তেঁই বলি তাঁর কার্য্য সকলই দঢ়॥
মূলে যত কিছু কর্ম্ম করেন ঈশ্বরে।
সকল নিস্তার-হেতু দুঃখিত জীবেরে॥ ২৭॥
দিগ্বিজয়ী যদি পরাভবে প্রবেশিলা।
শিষ্যগণে হাসিবারে উদ্যত হইলা॥
সবারেই প্রভু করিলেন নিবারণ।
বিপ্র প্রতি বলিলেন মধুর বচন॥

মর্ম্ম। "তুমি বিনে বুঝাইলে"=তুমি নিজে না বুঝাইয়া দিলে। "যে......সুপ্রমাণ"=তুমি যে শব্দ যে অর্থে ও যে ভাবে প্রয়োগ করিয়াছ, তাহা নিশ্চয়ই খুব সুসঙ্গত।

২৪। "শুদ্ধ......অপার"=শুদ্ধ হওয়া অনেক দূরের কথা; শুদ্ধ হইতেই পারে না অর্থাৎ একেবারেই অশুদ্ধ। ২৫। "সিদ্ধান্ত"=বিচার ও মীমাংসা। "কঁহি"=কোথায়। "প্রবোধিতে নারে"=কিছুই ঠিক করিতে পারে না।

"প্রতিভা"=অসাধারণ বিদ্যা-বুদ্ধি।

২৬। "আপনে......স্থানে"=অনন্ত, ব্রহ্মা ও শিব, যাঁহাদের দৃষ্টিমাত্রে কত কত জগতের সৃষ্টি হয়, তাঁরাও যাঁর সম্মুখে হতবুদ্ধি হন, তা সামান্য একজন ব্রাহ্মণ যে হইবে তার আর আশ্চর্য্য কি?

"যোগমায়া"=ভগবচ্ছক্তি-বিশেষ।

"মোহে"=মুগ্ধ করে, অজ্ঞানাভিভূত করে।

"ছায়া"=ইঙ্গিতমাত্র।

২৭। "অতএব......সর্ব্বক্ষণে"=তন্নিমিত্ত সমস্ত দেবদেবীই সর্ব্বদা তাঁহার পিছু পিছু থাকেন অর্থাৎ অনুগত হইয়া রহিয়াছেন।

"বেদকর্ত্তা-সব"=অশেষ ধীশক্তি ও অমানুষিক শক্তি-সম্পন্ন বেদাদি-শাস্ত্রকারগণ।

"তাহানে"=তাঁহার কাছে।

"মূলে ....জীবেরে"=মূলে অর্থাৎ

"আজি চল তুমি, শুভ কর বাসা প্রতি।
কালি বিচারিব সব তোমার সংহতি॥
তুমিও হইলা শ্রান্ত অনেক পড়িয়া।
নিশাও অনেক যায় শুই থাক গিয়া॥ ২৮॥
এইমত প্রভুর কোমল ব্যবসায়।
যাহারে জিনেন সেহো দুঃখ নাহি পায়॥
সেই নবদ্বীপে যত অধ্যাপক আছে।
জিনিয়াও সবারে তোষেন প্রভু পাছে॥
"চল আজি ঘরে গিয়া বসি পুঁথি চাহ।
কালি যে জিজ্ঞাসি তাহা বলিবারে চাহ॥"
জিনিয়াও কারো না করেন তেজ-ভঙ্গ।
সবেই পায়েন প্রীত হেন তান রঙ্গ॥ ২৯॥
অতএব নবদ্বীপে যতেক পণ্ডিত।
সবার প্রভুর প্রতি মনে বড় প্রীত॥
শিষ্যগণ সহিতে চলিলা প্রভু ঘর।
দিগ্বিজয়ী হৈলা বড় লজ্জিত-অন্তর॥
দুঃখিত হইয়া বিপ্র চিন্তে মনে মনে।
"সরস্বতী মোরে বর দিলেন আপনে॥
ন্যায়-সাঙ্খ্য পাতঞ্জল মীমাংসা দর্শন।
বৈশেষিক বেদান্তে নিপুণ যত জন॥ ৩০॥
হেন জন না দেখিল সংসার-ভিতরে।
জিনিতে কি দায়, মোর সনে কক্ষা করে॥
শিশু-শাস্ত্র ব্যাকরণ পড়ায় ব্রাহ্মণ।
সেহো মোরে জিনে—হেন বিধির ঘটন॥
সরস্বতীর বর অন্যথা দেখি হয়।
এ ত মোর চিত্তে বড় লাগিল সংশয়॥
দেবী-স্থানে মোর বা জন্মিল কোনো দোষ।
অতএব হৈল মোর প্রতিভা-সঙ্কোচ॥ ৩১॥
অবশ্য ইহার আজি বুঝিব কারণ।"
এত বলি মন্ত্র-জপে বসিলা ব্রাহ্মণ॥
মন্ত্র জপি দুঃখে বিপ্র শয়ন করিলা।
স্বপ্নে সরস্বতী বিপ্র-সম্মুখে আইলা॥
কৃপা-দৃষ্ট্যে ভাগ্যবন্ত ব্রাহ্মণের প্রতি।
কহিতে লাগিলা অতি গোপ্য সরস্বতী॥
সরস্বতী বলেন "শুনহ বিপ্রবর।
বেদ-গোপ্য কহি এই তোমার গোচর॥৩২॥
কারো স্থানে ভাঙ্গ যদি এ সকল কথা।
তবে তুমি শীঘ্র হৈবা অল্পায়ু সর্ব্বথা॥
যাঁর ঠাঁই তোমার হইল পরাজয়।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ সেই সুনিশ্চয়॥

আসলে যা কিছু সবই ঈশ্বর করেন এবং সবই এই ত্রিতাপ-দগ্ধ জীবের পরিত্রাণের জন্যই করেন।

২৮। "যদি পরাভবে প্রবেশিলা" = যখন পরাজিত হইলেন—হারিয়া গেলেন, তখন।

"আজি……প্রতি" = আজ আর থাকুক, এখন বাসায় গমন কর।

২৯। "কোমল ব্যবসায়" = নম্র ব্যবহার।

"তোষেন" = সন্তুষ্ট করেন।

"জিনিয়াও……তেজ-ভঙ্গ" = পরাজয় করিয়াও কাহাকেও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দেন না—তাহার মান নষ্ট করেন না।

৩০। "ন্যায়……জন" = ন্যায়, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, বৈশেষিক ও বেদান্ত এই ষড়্দর্শন যথাক্রমে গৌতম, কপিল, পতঞ্জলি, জৈমিনি, কণাদ ও বেদব্যাস মুনি প্রণীত।

৩১। "জিনিতে………করে" = জয় করিবার কথা দূরে থাকুক, আমার সঙ্গে বিচার করিবার কথাও ভাবিতে সাহস করে না।

"বিধির ঘটন" = দৈব-দুর্ব্বিপাক; বিধাতার চক্র।

৩৩। "হৈবা অল্পায়ু সর্ব্বথা" = নিশ্চয়ই শীঘ্র মরিবে।

আমি যাঁর পাদ-পদ্মে নিরন্তর দাসী।
সম্মুখ হইতে আপনারে লজ্জা বাসি ॥ ৩৩ ॥

তথাহি নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং (ভাঃ ২।৫।১৩)—

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষা-পথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্দ্ধিয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

আমি সে বলিয়ে বিপ্র! তোমার জিহ্বায়।
তাহান সম্মুখে শক্তি না বসে আমায়॥
আমার কি দায়, শেষ-দেব ভগবান্।
সহস্র জিহ্বায় বেদ যে করে ব্যাখ্যান॥
অজ ভব আদি যার উপাসনা করে।
হেন 'শেষ' মোহঁ মানে যাঁহার গোচরে॥
পরব্রহ্ম নিত্য-শুদ্ধ অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয়॥ ৩৫ ॥
ভুক্তি জ্ঞান বিদ্যা শুভ অশুভাদি যত।
দৃশ্যাদৃশ্য তোমারে বা কহিবাঙ কত॥
সকল প্রলয় হয় শুন যাঁহা হৈতে।
সেই প্রভু বিপ্র-রূপে দেখিলা সাক্ষাতে॥
আব্রহ্মাদি যত দেখ সুখ দুঃখ পায়।
সকল জানিহ বিপ্র উহান আজ্ঞায়॥
মৎস্য কূর্ম্ম আদি যত শুন অবতার।
অই প্রভু বিনা বিপ্র! কিছু নাহি আর ॥৩৬॥
ওহি সে বরাহ-রূপে ক্ষিতি-স্থাপয়িতা।
ওহি সে নৃসিংহ-রূপে প্রহ্লাদ-রক্ষিতা॥

ওহি সে বামন-রূপে বলির জীবন।
যাঁর পাদপদ্ম হৈতে গঙ্গার জনম॥
ওহি সে হইয়া অবতীর্ণ অযোধ্যায়।
বধিল রাবণ দুষ্ট অশেষ লীলায়॥
উহানে সে বসুদেব-নন্দ-পুত্র বলি।
এবে বিপ্র-পুত্র—বিদ্যারসে কুতূহলী॥ ৩৭ ॥
বেদেও কি জানেন উহান অবতার।
জানাইলে জানেন, অন্যথা শক্তি কার॥
যত কিছু মন্ত্র তুমি জপিলে আমার।
দিগ্বিজয়ি-পদ-ফল না হয় তাহার॥
মন্ত্রের যে ফল তাহা এবে সে পাইলা।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ সাক্ষাতে দেখিলা॥
যাহ শীঘ্র বিপ্র! তুমি উহান চরণে।
দেহ গিয়া সমর্পণ করহ উহানে॥ ৩৮ ॥
স্বপ্ন-হেন না মানিহ এ সব বচন।
মন্ত্র-বশে কহিলাম বেদ-সঙ্গোপন॥"
এত বলি সরস্বতী হৈলা অন্তর্দ্ধান।
জাগিলেন বিপ্রবর মহা ভাগ্যবান্॥
জাগিয়াই মাত্র বিপ্রবর সেই ক্ষণে।
চলিলেন অতি উষাকালে প্রভু-স্থানে॥
প্রভুরে আসিয়া বিপ্র দণ্ডবত হৈলা।
প্রভুও বিপ্রেরে কোলে করিয়া তুলিলা ॥৩৯॥
প্রভু বলে "কেনে ভাই! এ কি ব্যবহার।"
বিপ্র বলে "কৃপাদৃষ্টি যে-হেন তোমার॥"

৩৪। যে মায়া, স্বীয় কুটিলতা বশতঃ, ভগবানের নয়ন-পথে অবস্থান করিতে লজ্জা বোধ করে, কুবুদ্ধি মানবগণ সেই মায়ার প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া আত্মশ্লাঘা করে। (ঐ ভগবান্ বাসুদেবকে আমি প্রণাম করি।)

৩৫ "পরব্রহ্ম" = ব্রহ্মেরও অতীত; ভগবান্; পরমেশ্বর। "অখণ্ড" = অপরিচ্ছিন্ন; পূর্ণ। "অব্যয়" = অবিনশ্বর; নিত্য; ধ্বংস-রহিত।

৩৬। "দৃশ্যাদৃশ্য" = যাহা দেখা যাইতেছে এবং দেখা নাও যাইতেছে।

"আব্রহ্মাদি·········পায়" = এই যে যাহা কিছু দেখিতেছ, এ সমস্ত জীবজন্তু হইতে এমন কি ব্রহ্মাদি

প্রভু বলে "দিগ্বিজয়ী হইয়া আপনে।
তবে তুমি আমারে এমত কর কেনে।।"
দিগ্বিজয়ী বলেন "শুনহ বিপ্ররাজ।
তোমা ভজিলে সে সিদ্ধ হয় সর্ব্ব কাজ ॥
কলিযুগে বিপ্র-রূপে তুমি নারায়ণ।
তোমারে চিনিতে শক্তি ধরে কোন্ জন ॥৪০॥
তখনি আমার চিত্তে জন্মিল সংশয়।
তুমি জিজ্ঞাসিলে মোর বাক্য না স্ফুরয় ॥
তুমি যে অগর্ব্ব সর্ব্ব-ঈশ্বর বেদে কহে।
তাহা সত্য দেখিল অন্যথা কভু নহে ॥
তিনবার আমারে করিলে পরাভব।
তথাপি আমার তুমি রাখিলে গৌরব ॥
এহো কি ঈশ্বর-শক্তি বিনে অন্য হয়।
অতএব তুমি 'নারায়ণ' সুনিশ্চয় ॥ ৪১ ॥
গৌড় তিরহুত দিল্লী কাশী আদি করি।
গুজরাট বিজয়ানগর কাঞ্চীপুরী ॥
হেলঙ্গ তৈলঙ্গ ওড্র দেশ আর কত।
পণ্ডিতের সমাজ সংসারে আছে যত ॥
দূষিবে আমার বাক্য সে থাকুক দূরে।
বুঝিতেই কোনো জন শক্তি নাহি ধরে ॥
হেন আমি তোমা-স্থানে সিদ্ধান্ত করিতে।
না পারিনু, সব বুদ্ধি গেল কোন্ ভিতে ॥৪২॥
এহো কর্ম্ম তোমার আশ্চর্য্য কিছু নহে।
'সরস্বতী-পতি তুমি'—সেই দেবী কহে ॥
বড় শুভ লগ্নে আইলাঙ নবদ্বীপে।
তোমা দেখিলাঙ—তরিলাঙ ভব-কূপে ॥
অবিদ্যা-বাসনা-বন্ধে মোহিত হইয়া।
বেড়াঙ পাসরি তত্ত্ব আপনা বঞ্চিয়া ॥
দৈব-ভাগ্যে পাইলাঙ তোমার দর্শন।
এবে শুভ-দৃষ্ট্যে মোরে করহ মোচন ॥ ৪৩ ॥
পর-উপকার-ধর্ম্ম—স্বভাব তোমার।
তোমা বিনে সংসারে দয়ালু নাহি আর ॥
হেন উপদেশ মোরে কর মহাশয়।
আর যেন দুর্ব্বাসনা মোর চিত্তে নয় ॥"
এইমত কাকুর্ব্বাদ অনেক করিয়া।
স্তুতি করে দিগ্বিজয়ী অতি নম্র হৈয়া ॥
শুনিয়া বিপ্রের কাকু শ্রীগৌরসুন্দর।
হাসিয়া তাহানে কিছু করিলা উত্তর ॥ ৪৪ ॥
"শুন দ্বিজবর! তুমি মহা ভাগ্যবান্।
সরস্বতী যাহার জিহ্বায় অধিষ্ঠান ॥
'দিগ্বিজয় করিব'—বিদ্যার কার্য্য নহে।
'ঈশ্বর ভজিলে—সেই বিদ্যা সত্য' কহে ॥
মন দিয়া বুঝ, দেহ ছাড়িয়া চলিলে।
ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কিছু নাহি চলে ॥
এতেকে মহান্ত সব সর্ব্ব পরিহরি।
করেন ঈশ্বর-সেবা দৃঢ়-চিত্ত করি ॥ ৪৫ ॥
এতেকে ছাড়িয়া বিপ্র! সকল জঞ্জাল।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ গিয়া ভজহ সকাল ॥
যাবৎ মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবৎ সেবহ কৃষ্ণ হইয়া নিশ্চয় ॥
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ-পাদপদ্মে যদি চিত্ত-বৃত্তি রয় ॥

দেবতাগণ পর্য্যন্তও সুখ দুঃখ ভোগ করেন।

৪১। "অগর্ব্ব" = স্বয়ং দর্পহীন, অথচ অন্যের দর্পহারী। "অন্য হয়" = আর কিছু হইতে পারে?

৪৩। "অবিদ্যা……বঞ্চিয়া" = মায়া ও কামের বন্ধনে বদ্ধ ও তন্নিমিত্ত মুগ্ধ হইয়া শ্রীভগবত্তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া নিজেকে প্রতারিত করতঃ নিজের সর্ব্বনাশ করিয়া বেড়াইতেছি।

৪৪। "কাকুর্ব্বাদ" = কাকুতি-মিনতি।

মহা উপদেশ এই কহিল তোমারে।
সবে বিষ্ণু-ভক্তি সত্য সকল সংসারে" ॥ ৪৬ ॥
এত বলি মহাপ্রভু সন্তোষিত হৈয়া।
আলিঙ্গন করিলেন দ্বিজেরে ধরিয়া ॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠ-নায়কের আলিঙ্গন।
বিপ্রের হইল সর্ব্ব-বন্ধ-বিমোচন ॥
প্রভু বলে "বিপ্র! সব দম্ভ পরিহরি।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ সর্ব্ব-ভূতে দয়া করি ॥
যে কিছু তোমারে কহিলেন সরস্বতী।
সে সকল কিছু না কহিবা কাহা প্রতি ॥৪৭॥
বেদ-গুহ্য কহিলে হয় পরমায়ু-ক্ষয়।
পরলোকে তার মন্দ জানিহ নিশ্চয় ॥"
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সেই বিপ্রবর।
প্রভুরে করিয়া দণ্ড-প্রণাম বিস্তর ॥
পুনঃপুনঃ পাদ-পদ্ম করিয়া বন্দন।
মহা-কৃতকৃত্য হই চলিলা ব্রাহ্মণ ॥ ৪৮ ॥
প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তি বিরক্তি বিজ্ঞান।
সেই ক্ষণে বিপ্র-দেহে হৈলা অধিষ্ঠান ॥
কোথা গেল ব্রাহ্মণের দিগ্বিজয়ি-দম্ভ।
তৃণ হৈতে অধিক হইলা বিপ্র নম্র ॥
হস্তী ঘোড়া দোলা ধন যতেক সম্ভার।
পাত্রসাৎ করিয়া সর্ব্বস্ব আপনার ॥
চলিলেন দিগ্বিজয়ী হইয়া অসঙ্গ।
হেনমত শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের রঙ্গ ॥
তাহান কৃপার এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম।
রাজ্য-পদ ছাড়ি করে ভিক্ষুকের কর্ম্ম ॥ ৪৯ ॥
কলিযুগে তার সাক্ষী শ্রীদবিরখাস।
রাজ্য-সুখ ছাড়ি যার অরণ্যে বিলাস ॥
যে বিভব নিমিত্ত জগতে কাম্য করে।
পাইয়াও কৃষ্ণ-দাস তাহা পরিহরে ॥
তাবৎ রাজ্যাদি-পদ সুখ করি মানে।
ভক্তি-সুখ-মহিমা যাবৎ নাহি জানে ॥
রাজ্যাদি-সুখের কথা সে থাকুক দূরে।
মোক্ষ-সুখো অল্প মানে কৃষ্ণ-অনুচরে ॥ ৫০ ॥
ঈশ্বরের শুভ-দৃষ্টি বিনা কিছু নহে।
অতএব ঈশ্বর-ভজন বেদে কহে ॥"

৪৫। "পৌরুষ" = গৌরব; বাহাদুরি।

৪৬। "সকাল" = অবিলম্বে; এখনই।

"হইয়া নিশ্চয়" = দৃঢ় করিয়া; একাগ্র-চিত্তে।

৪৭। "সর্ব্ব-ভূতে দয়া করি" = সমস্ত জীবের প্রতি দয়া করিয়া। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন—

জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব-সেবন।
এই তিন সাধনের প্রধান অঙ্গ হন ॥

৪৮। "মহা-কৃতকৃত্য" = পরম ধন্য; বড়ই কৃতার্থ।

৪৯। "প্রভুর……নম্র" = প্রভুর আদেশ-ক্রমে তখন সেই পরম দাম্ভিক দিগ্বিজয়ী বিপ্রের চিত্তে বিষ্ণুভক্তি, বিষয়-বৈরাগ্য ও ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইলেন; তাঁহার দম্ভ তখন কোথায় চলিয়া গেল—তিনি অত্যন্ত দীন-চিত্ত ও নম্র হইলেন।

"পাত্রসাৎ করিয়া" = সৎপাত্রে বা যোগ্য-পাত্রে দান করিয়া। "অসঙ্গ" = নিষ্কিঞ্চন।

"রঙ্গ" = মজার খেলা; কৌতুকময় অদ্ভুত লীলা।

৫০। "মোক্ষসুখো……অনুচরে" = যে মোক্ষ বা মুক্তি পাইবার জন্য লোকে এত লালায়িত হয় ও এত দারুণ কষ্ট স্বীকার করে, সেই মোক্ষ-সুখকে কৃষ্ণদাস অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তগণ অতি তুচ্ছ-জ্ঞানে তাহা গ্রাহ্যই করেন না,—এমন কি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উহা দিতে চাহিলেও তাঁহারা উহা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করেন—মোক্ষ ত তাঁহাদের করতলে অবস্থিত,

হেনমতে দিগ্বিজয়ী পাইলা মোচন।
হেন গৌর-সুন্দরের অদ্ভুত কথন॥
দিগ্বিজয়ী জিনিলেন শ্রীগৌর-সুন্দরে।
শুনিলেন ইহা সব নদীয়া-নগরে॥
সকল লোকের হৈল মহাশ্চর্য্য-জ্ঞান।
"নিমাই-পণ্ডিত হয় মহা বিদ্যাবান্॥ ৫১॥
দিগ্বিজয়ী হারিয়া চলিল যাঁর ঠাঁই।
এত বড় পণ্ডিত আর কোথা শুনি নাই॥
সার্থক করেন গর্ব্ব নিমাই-পণ্ডিত।
এবে সে তাহান বিদ্যা হইল বিদিত॥"
কেহো বলে "এ ব্রাহ্মণ যদি ন্যায় পড়ে।
ভট্টাচার্য্য হয় তবে কখনো না নড়ে॥
কেহো কেহো বলে "ভাই মিলি সর্ব্ব-জনে।
'বাদি-সিংহ' বলি পদবী দিব তানে"॥ ৫২॥
হেন সে তাঁহার অতি মায়ার বড়াই।
এত দেখিয়াও জানিবারে শক্তি নাই॥
এইমত সর্ব্ব নবদ্বীপে সর্ব্ব জনে।
প্রভুর সৎকীর্ত্তি সবে ঘোষে সর্ব্ব-ক্ষণে॥
নবদ্বীপ-বাসীর চরণে নমস্কার।
এ সকল লীলা দেখিবারে শক্তি যার॥ ৫৩॥
যে শুনয়ে গৌরাঙ্গের দিগ্বিজয়ি-জয়।
কোথাও তাহার পরাভব নাহি হয়॥
বিদ্যা-রস গৌরাঙ্গের অতি মনোহর।
ইহা যেই শুনে, হয় তাঁর অনুচর॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ৫৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আদিখণ্ডে দিগ্বিজয়ি-উদ্ধারো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাদশ অধ্যায়।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌর-সুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ-প্রিয় নিত্য-কলেবর॥
জয় জয় শ্রীপ্রদ্যুম্ন-মিশ্রের জীবন।
জয় শ্রীপরমানন্দপুরী-প্রাণধন॥
জয় জয় সর্ব্ব বৈষ্ণবের ধন প্রাণ।
কৃপা-দৃষ্ট্যে কর প্রভু! সর্ব্ব জীবে ত্রাণ॥
আদিখণ্ড-কথা ভাই শুন একমনে।
বিপ্র-রূপে কৃষ্ণ বিহরিলেন যেমনে॥ ১॥
হেনমতে বৈকুণ্ঠ-নায়ক সর্ব্ব-ক্ষণ।
বিদ্যা-রসে বিহরেন লৈয়া শিষ্যগণ॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে প্রতি নগরে নগরে।
শিষ্যগণ-সঙ্গে বিদ্যা-রসে ক্রীড়া করে॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে সর্ব্ব লোকে হৈল ধ্বনি।
নিমাই-পণ্ডিত অধ্যাপক-শিরোমণি॥

তাঁহাদের মুটোর মধ্যে। শ্রীপ্রহ্লাদ-মহাশয় ভগবান্‌কে বলিলেন :—

ধর্ম্মার্থ-কামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
সমস্ত-জগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিতা ত্বয়ি॥

৫২। "কখনো না নড়ে" = নিশ্চিতই।

"বাদি-সিংহ" = এই পদবীর অর্থ হইতেছে, তর্ক-বিতর্ক ও শাস্ত্র-বিচার দ্বারা যে সকল ব্যক্তি জয়লাভ করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ।

"পদবী" = উপাধি, যেমন 'তর্কচূড়ামণি', 'ন্যায়রত্ন', 'ভাগবত-ভূষণ', 'কাব্যতীর্থ' ইত্যাদি এক একটী পদবী বা উপাধি।

৫৩। "বড়াই" = প্রভাব। "সৎকীর্ত্তি" = সুযশ।

বড় বড় বিষয়ি-সকল দোলা হৈতে।
নামিয়া করেন নমস্কার বহুমতে ॥ ২ ॥
প্রভু দেখি মাত্র জন্মে সবার সাধ্বস।
নবদ্বীপে হেন নাহি যে না হয় বশ ॥
নবদ্বীপে যারা যত ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে।
ভোজ্য বস্তু অবশ্য পাঠায় প্রভু-ঘরে ॥
প্রভু সে পরম ব্যয়ী ঈশ্বর-ব্যভার।
দুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার ॥
দুঃখিত দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি।
অন্ন বস্ত্র কপর্দ্দক দেন গৌরহরি ॥ ৩ ॥
নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে।
যার যেন যোগ্য প্রভু দেন সবাকারে ॥
কোনো দিন সন্ন্যাসী আইসে দশ বিশ।
সবা নিমন্ত্রেন প্রভু হইয়া হরিষ ॥
সেই ক্ষণে কহি পাঠায়েন জননীরে।
কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা ঝাট করিবারে ॥
ঘরে কিছু নাই, আই চিন্তে মনে মনে।
কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা হইব কেমনে ॥ ৪ ॥
চিন্তিতেই হেন নাহি জানি কোন্ জনে।
সকল সম্ভার আনি দেয় সেই ক্ষণে ॥
তবে লক্ষ্মীদেবী গিয়া পরম-সন্তোষে।
রান্ধেন বিবিধ, তবে প্রভু আসি বৈসে ॥
সন্ন্যাসিগণেরে প্রভু আপনে বসিয়া।
তুষ্ট করি পাঠায়েন ভিক্ষা করাইয়া ॥
এইমত যতেক অতিথি আসি রয়।
সবারেই সন্তুষ্ট করেন কৃপাময় ॥ ৫ ॥
গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
"অতিথির সেবা—গৃহস্থের মূল-কর্ম্ম ॥
গৃহস্থ হইয়া যদি অতিথি না করে।
পশু পক্ষী হইতেও অধম বলি তারে ॥
যার বা না থাকে কিছু পূর্ব্বাদৃষ্ট-দোষে।
সেহো তৃণ জল ভূমি দিবেক সন্তোষে ॥ ৬ ॥

তথাহি মনুসংহিতায়াং—
তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন ॥ ৭ ॥

সত্য বাক্য কহিবেক করি পরিহার।
তথাপি আতিথ্য-শূন্য না হয় তাহার ॥
অকৈতবে চিত্ত-সুখে যার যেন শক্তি।
তাহা করিলেই বলি 'অতিথির ভক্তি' ॥"
অতএব অতিথিরে আপনে ঈশ্বরে।
জিজ্ঞাসা করেন অতি পরম আদরে ॥
সেই সব অতিথি পরম ভাগ্যবান্।
লক্ষ্মী-নারায়ণ যারে করে অন্ন দান ॥

২। "প্রতি নগরে নগরে" = প্রত্যেক পল্লীতে; পাড়ায় পাড়ায়; তৎকালে নবদ্বীপের পল্লীসকল নগর নামে খ্যাত ছিল, যেমন বিদ্যানগর, গঙ্গানগর, কুলিয়া-নগর ইত্যাদি। "বহুমতে" = পরম সম্মান করিয়া।

৩। "ব্যয়ী" = খরুচে; হাত-দরাজ।
"ঈশ্বর-ব্যভার" = দান-বিষয়ে রাজারাজড়ার মত চা'ল-চলন। "কপর্দ্দক" = কড়ি।

৪। "ভিক্ষা" = ভোজন।

৬। "অতিথি না করে" = অতিথি-সেবা না করে।

৭। অতিথিকে যদি কেহ অন্ন নাও দিতে পারেন, তাহা হইলে শুইবার জন্য ঘাস, বসিবার জন্য মাটী, পাদ-প্রক্ষালন ও পানের জন্য জল এবং চতুর্থতঃ সুমিষ্ট বচন—সজ্জনের গৃহে এগুলির অভাব কখনও হইতে পারে না।

৮। "সত্য......তাহার" = ভক্ষ্য-দ্রব্যাদি দ্বারা অতিথি-সেবা করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও,

যার অন্নে ব্রহ্মাদিরো আশা অনুক্ষণ।
হেন সে অদ্ভুত তাহা খায় যে-তে জন॥ ৮॥
কেহো কেহো ইথিমধ্যে কহে অন্য কথা।
"সে অন্নের যোগ্য অন্যে না হয় সর্ব্বথা॥
ব্রহ্মা শিব শুক ব্যাস নারদাদি করি।
সুর সিদ্ধ আদি যত স্বচ্ছন্দ-বিহারী॥
লক্ষ্মী-নারায়ণ অবতীর্ণ নবদ্বীপে।
জানি সবে আইসেন ভিক্ষুকের রূপে॥
অন্যথা সে স্থানে যাইবার শক্তি কার।
ব্রহ্মাদিক বিনা কি সে অন্ন পায় আর॥"
কেহো বলে "দুঃখিত তারিতে অবতার।
সর্ব্ব-মতে দুঃখিতেরে করেন নিস্তার॥ ৯॥
ব্রহ্মা আদি দেব তাঁর অঙ্গ প্রতি-অঙ্গ।
সর্ব্বথা তাঁহারা ঈশ্বরের নিত্য-সঙ্গ॥
তথাপি প্রতিজ্ঞা তান এই অবতারে।
ব্রহ্মাদিরো দুর্ল্লভ দিমু সকল জীবেরে॥
অতএব দুঃখিতেরে ঈশ্বর আপনে।
নিজ-গৃহে অন্ন দেন উদ্ধার-কারণে॥"
একেশ্বর লক্ষ্মী-দেবী করেন রন্ধন।
তথাপিও পরম-আনন্দ-যুক্ত মন॥
লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শচী ভাগ্যবতী।
দণ্ডে দণ্ডে আনন্দ-বিশেষ বাঢ়ে অতি॥ ১০॥

উষাকাল হৈতে লক্ষ্মী যত গৃহ-কর্ম্ম।
আপনে করেন সব—এই তান ধর্ম্ম॥
দেব-গৃহে করেন যত স্বস্তিক-মণ্ডলী।
শঙ্খ চক্র লিখেন হইয়া কুতূহলী॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ সুবাসিত জল।
ঈশ্বর-পূজার সজ্জা করেন সকল॥
নিরবধি তুলসীর করেন সেবন।
ততোধিক শচীর সেবায় তান মন॥
লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শ্রীগৌরসুন্দর।
মুখে কিছু না বলেন সন্তোষ-অন্তর॥ ১১॥
কোনো দিন লই লক্ষ্মী প্রভুর চরণ।
বসিয়া থাকেন পদ-মূলে অনুক্ষণ॥
অদ্ভুত দেখেন শচী পুত্র-পদ-তলে।
মহা-জ্যোতির্ম্ময় অগ্নি পঞ্চ-শিখা জ্বলে॥
কোনো দিন পদ্ম-গন্ধ পান শচী আই।
ঘর দ্বার সর্ব্বত্র ব্যাপিত—অন্ত নাই॥
হেনমতে লক্ষ্মী-নারায়ণ নবদ্বীপে।
কেহো নাহি চিনেন, আছেন গূঢ়রূপে॥১২॥
তবে কতদিনে ইচ্ছাময় ভগবান্।
বঙ্গদেশ দেখিতে হইল ইচ্ছা তান॥
তবে প্রভু জননীরে বলিলেন বাণী।
"কতদিন প্রবাস করিব মাতা আমি॥"

অতিথির প্রতি নম্রভাবে সত্য বাক্য বলিলেও আতিথ্য-ব্রত বা অতিথিসৎকার-ধর্ম্ম রক্ষা পাইবে।

৯। "কেহো কেহো ... সর্ব্বথা"=ইহার মধ্যে আবার কেহ কেহ এরূপ কথাও বলেন যে, যে সে লোক মহাপ্রভুর ঐ অন্ন পাইবার যোগ্য নহে, তবে কিনা ব্রহ্মা, শিবাদি দেব-ঋষিগণ উহার যোগ্য; তাই পরেই বলিতেছেন ব্রহ্মা শিব শুক ইত্যাদি।

"স্বচ্ছন্দ-বিহারী"=স্বেচ্ছাচারী বা স্বতন্ত্রপুরুষগণ।

১০। "ব্রহ্মাদিরো দুর্ল্লভ"=যে বস্তু লাভ করা ব্রহ্মাদি দেবতার পক্ষেও দুষ্কর, তাহা অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম।

"প্রতি-অঙ্গ"=প্রত্যঙ্গ; অঙ্গের অঙ্গ।

১১। "স্বস্তিক-মণ্ডলী"=ঠাকুর-পূজার উদ্দেশে বা মাঙ্গলিক কার্য্যের জন্য চিত্র-রচনা; আ'লপনা।

১২। মহা..........জ্বলে=পঞ্চ অগ্নিকুণ্ডের প্রবল জ্যোতির ন্যায় মহাজ্যোতি-বিশিষ্ট আগুন যেন ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে।

লক্ষ্মী প্রতি কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
"মায়ের সেবন তুমি করিবা নিরন্তর ॥"
তবে প্রভু কত আপ্ত শিষ্যবর্গ লৈয়া।
চলিলেন বঙ্গদেশে হরষিত হৈয়া ॥ ১৩ ॥
যে যে জন দেখে প্রভু চলিয়া আসিতে।
সেই আর দৃষ্টি নাহি পারে সম্বরিতে ॥
স্ত্রীলোকে দেখিয়া বলে "হেন পুত্র যার।
ধন্য তার জন্ম, তার পায়ে নমস্কার ॥
যেবা ভাগ্যবতী হেন পাইলেন পতি।
স্ত্রী-জন্ম সার্থক করিলেন সেই সতী ॥"
এইমত পথে যত দেখে স্ত্রী-পুরুষে।
পুনঃপুনঃ সবে ব্যাখ্যা করেন সন্তোষে ॥ ১৪ ॥
বেদেও করেন কাম্য যে প্রভু দেখিতে।
যে-তে জনে হেন প্রভু দেখে কৃপা হৈতে ॥
হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর ধীরে ধীরে।
কত দিনে আইলেন পদ্মাবতী-তীরে ॥
পদ্মাবতী নদীর তরঙ্গ-শোভা অতি।
উত্তম পুলিন—বন উপবন তথি ॥
দেখি পদ্মাবতী প্রভু মহা-কুতূহলে।
গণ সহ স্নান করিলেন সেই জলে ॥ ১৫ ॥
ভাগ্যবতী পদ্মাবতী সেই দিন হৈতে।
যোগ্য হৈলা সর্ব্ব-লোক পবিত্র করিতে ॥
পদ্মাবতী নদী অতি দেখিতে সুন্দর।
তরঙ্গ পুলিন স্রোত অতি মনোহর ॥
পদ্মাবতী দেখি প্রভু পরম হরিষে।
সেই স্থানে রহিলেন তার ভাগ্য-বশে ॥
যেন ক্রীড়া করিলেন জাহ্নবীর জলে।
শিষ্যগণ সহিতে পরম কুতূহলে ॥ ১৬ ॥
সেই ভাগ্য এবে পাইলেন পদ্মাবতী।
প্রতিদিন প্রভু জল-ক্রীড়া করে তথি ॥
বঙ্গদেশে মহাপ্রভু করিলা প্রবেশ।
অদ্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য বঙ্গদেশ ॥
পদ্মাবতী-তীরে রহিলেন গৌরচন্দ্র।
শুনি সর্ব্ব লোক বড় হইল আনন্দ ॥
নিমাই-পণ্ডিত অধ্যাপক-শিরোমণি।
আসিয়াছেন—সর্ব্ব দিকে হইল ধ্বনি ॥ ১৭ ॥
ভাগ্যবন্ত যত আছে সকল ব্রাহ্মণ।
উপায়ন-হস্তে আইলেন সেই ক্ষণ ॥
সবে আসি প্রভুরে করিয়া নমস্কার।
বলিতে লাগিলা অতি করি পরিহার ॥
"আমা-সবাকার অতি ভাগ্যোদয় হৈতে।
তোমার বিজয় আসি হৈল এ দেশেতে ॥
অর্থ-বিত্ত লই সর্ব্ব গোষ্ঠীর সহিতে।
যাঁর স্থানে নবদ্বীপে যাইব পড়িতে ॥ ১৮ ॥
হেন নিধি অনায়াসে আপনে ঈশ্বরে।
আনিয়া দিলেন আমা-সবার দুয়ারে ॥
মূর্ত্তিমন্ত তুমি বৃহস্পতি-অবতার।
তোমার সদৃশ অধ্যাপক নাহি আর ॥

১৩। "বঙ্গদেশ" = ঢাকা, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গ অঞ্চল; পশ্চিম বঙ্গের লোকেরা পূর্ব্ববঙ্গকে সচরাচর বঙ্গদেশ বা বাঙ্গাল-দেশ বলিয়া থাকেন; (East Bengal). "প্রবাস" = বিদেশ-ভ্রমণ। "আপ্ত" = আত্মীয়-স্বজন। "শিষ্যবর্গ" = ছাত্রগণ।

১৪। "সম্বরিতে" = ফিরাইয়া লইতে।

১৫। "পুলিন" = নদীতীরস্থ বালুকাময় ভূমি। "উপবন" = ক্ষুদ্র বন, উদ্যানাদি। "গণ" = নিজ-সহচরবর্গ।

১৮। "উপায়ন-হস্তে" = উপঢৌকন বা উপহার

বৃহস্পতি-দৃষ্টান্ত তোমার যোগ্য নয়।
ঈশ্বরের অংশ তুমি—হেন মনে লয়॥
অন্যথা ঈশ্বর বিনে এমত পাণ্ডিত্য।
অন্যের না হয় কভু—লয় চিত্ত-বৃত্ত॥ ১৯॥
এবে এক নিবেদন করিয়ে তোমারে।
বিদ্যা দান কর কিছু আমা সবাকারে॥
উদ্দেশে আমরা সবে তোমার টিপ্পনী।
লই পড়ি পড়াই শুনহ দ্বিজমণি॥
সাক্ষাতেও শিষ্য কর আমা সবাকারে।
থাকুক তোমার কীর্ত্তি সকল সংসারে॥"

হাসি প্রভু সবা প্রতি করিয়া আশ্বাস।
কত দিন বঙ্গদেশে করিলা বিলাস॥ ২০॥
সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ সর্ব্ব বঙ্গদেশে।
শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন করে স্ত্রী-পুরুষে॥
মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপিগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া॥
উদর-ভরণ লাগি পাপিষ্ঠ-সকলে।
'রঘুনাথ' করি কেহো আপনারে বলে॥
কোনো পাপিগণ ছাড়ি কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া 'নারায়ণ'॥ ২১॥

হাতে লইয়া। "পরিহার"=দৈন্য; বিনয়।

"অর্থ-বিত্ত"=টাকাকড়ি।

১৯। "লয় চিত্ত-বৃত্ত"=মনে এই দৃঢ় ধারণা হইতেছে।

২০। "উদ্দেশে.........টিপ্পনী"—হে বিপ্রকুল-শিরোমণি! তোমাকে কখনও না দেখিয়া, কেবল তোমার নাম শুনিয়াই, আমরা তোমার রচিত টীকা লইয়া পড়ি ও পড়াইয়া থাকি।

২১। "পাপিগণ"—দুষ্ট লোকেরা।

"লোক .....লওয়াইয়া"—লোকের চোক্ষে ধূলা দিয়া নিজেকেই জাহির করিয়া একটা ঠাকুর দেবতা হইয়া বসে এবং লোকের পূজা গ্রহণ করিয়া তাহাদের ধর্ম্ম-বিষয়ে সর্ব্বনাশ করে—তাহাদের ঈশ্বর-ভজন দূর করিয়া দিয়া পরকাল নষ্ট করিয়া দেয়।

"রঘুনাথ......ছার"=দুষ্ট ভণ্ড তপস্বিগণ নিজের পেট পূরাইবার মতলবে 'আমিই সেই বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্র আসিয়াছি' বলিয়া লোক-সকলকে প্রতারিত করে। কোনও পাপিষ্ঠ আবার বলিতে থাকে 'আমিই নারায়ণ—তোমরা সকলে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ছাড়িয়া আমারই কীর্ত্তন কর'। দিনের মধ্যে যার দশ রকম হাল দেখিতে পাইতেছি—যে একটা মানুষের মধ্যেও নয়, সে বেহায়া পাজি একটা ঠাকুর সাজিয়া লজ্জার মাথা খাইয়া কোন্ মুখে নিজের কীর্ত্তন করিতে বলে বা করায়, তাহা বুঝিতে পারি না। "ব্রহ্মদৈত্য"=বামুনে ভূত; ব্রহ্ম-রাক্ষস।

"রাঢ়ে......কাচে"=রাঢ়দেশে ব্রাহ্মণ-রূপে আর একজন মহা-দানব আছে, সে বাহিরে ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু অন্তরে একেবারে রাক্ষসের ন্যায় ভীষণ দুষ্ট; সে নরাধম বলে 'আমি গোপাল—তোমরা গোপালের পূজা না করিয়া আমার পূজা কর'; কিন্তু লোকে তাকে বলে 'দূর বেটা, তুই একটা শিয়াল'।

'শ্রীভক্তিরত্নাকর'-গ্রন্থেও ইহার অনুরূপ উক্তি দেখা যায়, যথাঃ—

কেহ কহে ওহে ভাই! বহির্ম্মুখগণ।
হইয়া স্বতন্ত্র—ধর্ম্ম করয়ে লঙ্ঘন॥
বহির্ম্মুখগণ-মধ্যে প্রধান যে তারে।
'রঘুনাথ' সাজাইয়া ভাঁড়ায় লোকেরে॥
স্ব-মত রচিয়া সে পাপিষ্ঠ দুরাচার।
কহায় 'কবীন্দ্র'—বঙ্গদেশেতে প্রচার॥

দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥
রাঢ়ে আর এক মহা ব্রহ্ম-দৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস বিপ্র-কাচমাত্র কাচে॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় 'গোপাল'।
অতএব তারে সবে বলেন 'শিয়াল'॥
শ্রীচৈতন্য-চন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর।
যে অধমে বলে সেই ছার শোচ্যতর॥ ২২॥
দুই বাহু তুলি এই বলি সত্য করি।
"অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥"
যাঁর নাম-স্মরণে সমস্ত-বন্ধ-ক্ষয়।
যাঁর দাস-স্মরণেও সর্ব্বত্র বিজয়॥
সকল ভুবনে দেখ যাঁর যশ গায়।
বিপথ ছাড়িয়া ভজ হেন প্রভুর প্রায়॥
হেনমতে শ্রীবৈকুণ্ঠ-নাথ গৌরচন্দ্র।
বিদ্যা-রসে করে প্রভু বঙ্গদেশে রঙ্গ॥ ২৩॥
মহা বিদ্যা-গোষ্ঠী প্রভু করিলেন বঙ্গে।
পদ্মাবতী দেখি প্রভু ভুলিলেন রঙ্গে॥
সহস্র সহস্র শিষ্য হইল তথাই।
হেন নাহি জানি কে পঢ়য়ে কোন ঠাঁই॥
শুনি সব বঙ্গদেশী আইসে ধাইয়া।
নিমাই-পণ্ডিত-স্থানে পড়িবাঙ গিয়া॥
হেন কৃপা-দৃষ্ট্যে প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
দুই মাসে সবেই হয়েন বিদ্যাবান্॥ ২৪॥

কত শত শত জন পদবী লভিয়া।
ঘরে যায় আর কত আইসে শুনিয়া॥
এইমত বিদ্যা-রসে বৈকুণ্ঠের পতি।
বিদ্যা-রসে বঙ্গ-দেশে করিলেন স্থিতি॥
এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী প্রভুর বিরহে।
অন্তরে দুঃখিতা দেবী কাহারে না কহে॥
নিরবধি করে দেবী আইর সেবন।
প্রভু গিয়াছেন হৈতে নাহিক ভোজন॥ ২৫
নামেরে সে অন্নমাত্র পরিগ্রহ করে।
ঈশ্বর-বিচ্ছেদে বড় দুঃখিতা অন্তরে॥
একেশ্বর সর্ব্ব রাত্রি করেন ক্রন্দন।
চিত্তে স্বাস্থ্য লক্ষ্মী না পায়েন কোনো ক্ষণ।
ঈশ্বর-বিচ্ছেদ লক্ষ্মী না পারি সহিতে।
ইচ্ছা করিলেন প্রভুর সমীপে যাইতে॥
নিজ যে প্রাকৃত দেহ থুই পৃথিবীতে।
চলিলেন প্রভু-পাশে অতি অলক্ষিতে॥ ২৬
প্রভু-পাদপদ্ম লক্ষ্মী ধরিয়া হৃদয়।
ধ্যানে গঙ্গা-তীরে দেবী করিলা বিজয়॥
এখানে শচীর দুঃখ না পারি কহিতে।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে সে ক্রন্দন শুনিতে॥
সে সকল দুঃখ-কথা না পারি বর্ণিতে।
অতএব কিছু কহিলাম সূত্রমতে॥
সাধুগণ শুনি বড় হইয়া দুঃখিত।
সবে আসি কার্য্য করিলেন যথোচিত॥ ২৭

কেহ কহে দেখিলাম মহাপাপিগণ।
আপনাকে গাওয়ায় ছাড়ি 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন'॥
কেহ কহে রাঢ়দেশে এক বিপ্রাধম।
'মল্লিক'-খেয়াতি—দুষ্ট নাহি তার সম॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে 'গোপাল' কহায়।
প্রকাশি রাক্ষস-মায়া লোকেরে ভাঁড়ায়॥

২৪। "বিদ্যা-গোষ্ঠী"=বিদ্যাবিষয়ক শিষ্য অনুগত জনগণ লইয়া বিদ্যা-সমাজ (Education Centre with students & followers).

২৬। "নামেরে………করে"=পতি-বিরহ চিন্তায় শোকাচ্ছন্ন হইয়া নামমাত্র দুটী ভাত খ... সে খাওয়া না খাওয়ারই মধ্যে।

ঐশ্বর্য্য থাকিয়া কত দিন বঙ্গদেশে।
আসিতে হইল ইচ্ছা নিজ-গৃহ-বাসে॥
তবে প্রভু গৃহে আসিবেন হেন শুনি।
যার যেন শক্তি তেন ধন দিলা আনি॥
সুবর্ণ রজত জলপাত্র দিব্যাসন।
সুরঙ্গ কম্বল বহু প্রকার বসন॥
উত্তম পদার্থ যত যার ছিল ঘরে।
সবেই সন্তোষে আনি দিলেন প্রভুরে॥ ২৮॥
প্রভুও সবার প্রতি কৃপা-দৃষ্টি করি।
পরিগ্রহ করিলেন গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
সন্তোষে সবার স্থানে হইয়া বিদায়।
নিজ-গৃহে চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়॥
অনেক পড়ুয়া সব প্রভুর সহিতে।
চলিলেন প্রভু-স্থানে তথাই পড়িতে॥
হেনই সময়ে এক সুকৃতী ব্রাহ্মণ।
অতি সারগ্রাহী—নাম মিশ্র তপন॥ ২৯॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নিরূপিতে নারে।
হেন জন নাহি তথা জিজ্ঞাসিবে তারে॥
নিজ-ইষ্টমন্ত্র সদা জপে রাত্রদিনে।
সোয়াস্তি নাহিক চিত্তে সাধনাঙ্গ বিনে॥
ভাবিতে চিন্তিতে একদিন রাত্রি-শেষে।
সুস্বপ্ন দেখিল দ্বিজ নিজ-ভাগ্যবশে॥
সম্মুখে আসিয়া এক দেব মূর্ত্তিমান্।
ব্রাহ্মণেরে কহে গুপ্ত-চরিত্র-আখ্যান॥ ৩০॥

"শুন শুন ওহে দ্বিজ! পরম সুধীর।
চিন্তা না করিহ আর, মন কর স্থির॥
নিমাই-পণ্ডিত-পাশ করহ গমন।
তিঁহো কহিবেন তোমা সাধ্য সাধন॥
মনুষ্য নহেন তেঁহো নর-নারায়ণ।
নর-রূপে লীলা তাঁর জগত-কারণ॥
বেদ-গোপ্য এ সকল না কহিবে কারে।
কহিলে পাইবে দুঃখ জন্ম-জন্মান্তরে"॥ ৩১॥
অন্তর্দ্ধান হৈলা দেব, ব্রাহ্মণ জাগিলা।
সুস্বপ্ন দেখিয়া বিপ্র কান্দিতে লাগিলা॥
'অহো ভাগ্য' মানি পুনঃ চেতন পাইয়া।
সেই ক্ষণে চলিলেন প্রভু ধেয়াইয়া॥
বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌর-সুন্দর।
শিষ্যগণ সহিত পরম মনোহর॥
আসিয়া পড়িলা বিপ্র প্রভুর চরণে।
জোড়-হস্তে দাণ্ডাইল সবার সদনে॥ ৩২॥
বিপ্র বলে "আমি অতি দীন-হীন জন।
কৃপা-দৃষ্ট্যে কর মোর সংসার-মোচন॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব কিছুই না জানি।
কৃপা করি আমা প্রতি কহিবা আপনি॥
বিষয়াদি-সুখ মোর চিত্তে নাহি লয়।
কিসে জুড়াইবে প্রাণ কহ দয়াময়"॥ ৩৩॥
প্রভু বলে "বিপ্র তোমার ভাগ্যের কি কথা।
কৃষ্ণ ভজিবারে চাহ সেই সে সর্ব্বথা॥

২৭। "সূত্রমতে"=সংক্ষেপ করিয়া।
"কার্য্য করিলেন যথোচিত"=সময়োচিত সমস্ত কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন করিলেন।
২৯। "পরিগ্রহ করিলেন"=লইলেন।
৩০। "সাধ্য……নারে"=কাহার সাধনা করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ প্রকৃত উপাস্য কে এবং কি প্রকার সাধনা বা উপাসনা দ্বারা তাহাকে পাওয়া যায়, এই সব তত্ত্ব কিছুই ঠিক করিতে পারে না।
৩১। "গুপ্ত……আখ্যান"=গুপ্ত কথা।
"নর-নারায়ণ"=নর-রূপে অবতীর্ণ শ্রীনারায়ণ।
৩২। "সদনে"=সম্মুখে; সামনে; গোচরে।
৩৪। "সেই সে সর্ব্বথা"=সেই তোমার সর্ব্ব-

ঈশ্বর-ভজন অতি দুর্গম অপার।
যুগ-ধর্ম্ম স্থাপিয়াছে করি পরচার॥
চারি যুগে চারি ধর্ম্ম রাখি ক্ষিতি-তলে।
স্বধর্ম্ম স্থাপিয়া প্রভু নিজ-স্থানে চলে॥ ৩৪॥

তথাহি শ্রীগীতায়াং (৪।৮)—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৩৫॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (১০।৮।৯)—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥৩৬॥

কলিযুগ-ধর্ম্ম-হয় নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
চারি যুগে চারি ধর্ম্ম জীবের কারণ॥ ৩৭॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (১২।৩।৫২)—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি-কীর্ত্তনাৎ॥ ৩৮॥

অতএব কলিযুগে নাম-যজ্ঞ সার।
আর কোনো ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
শুন মিশ্র! কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ।
যেই জন ভজে 'কৃষ্ণ' তার মহাভাগ্য॥
অতএব গৃহে তুমি 'কৃষ্ণ' ভজ গিয়া।
কুটিনাটি পরিহরি একান্ত হইয়া॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥ ৩৯॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়পুরাণে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥৪০॥

অথ মহামন্ত্র।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥৪১

এই শ্লোক-নাম বলি লয় মহামন্ত্র।
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র॥

সৌভাগ্য ও সর্ব্ব-সিদ্ধি। "স্বধর্ম্ম" = শ্রীভগবদ্ধর্ম্ম। "প্রভু" = শ্রীকৃষ্ণ। "নিজ-স্থানে" = গোলোকে।

৩৫। ইহার অনুবাদ ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৩৬। ইনি (শ্রীভগবান্) সত্যযুগে শুক্লবর্ণ ও ত্রেতা যুগে রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এক্ষণে এই দ্বাপরযুগে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। কলিযুগে পীতবর্ণ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইবেন।

৩৮। সত্যযুগে শ্রীবিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া, দ্বাপরে পরিচর্য্যা অর্থাৎ সেবা করিয়া যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে হরি-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।

৩৯। "অতএব ......হইয়া" = অতএব গৃহে গিয়া পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, দ্বেষ, হিংসা কপটতা প্রভৃতি মনের নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল এবং জ্ঞান, কর্ম্ম, তপ, যোগাদি ভক্তিবিরোধী আচরণ সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনন্য-শরণ হইয়া একান্ত-ভাবে কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই ভজনা কর।

৪০। কলিকালে একমাত্র হরিনামই সার, হরিনামই সার, হরিনামই সার। কলিতে হরিনাম ভিন্ন আর অন্য গতি নাই, আর অন্য গতি নাই, আর অন্য গতি নাই অর্থাৎ কলিযুগে হরিনাম ভিন্ন যোগ, যাগ, তপ, দান, ধ্যানাদি অন্য কোনও প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সদ্গতি লাভ করা যায় না।

সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে॥"
প্রভুর শ্রীমুখে শিক্ষা শুনি বিপ্রবর।
পুনঃপুনঃ প্রণাম করয়ে বহুতর॥
মিশ্র কহে "আজ্ঞা হয় আমি সঙ্গে আসি।
প্রভু কহে "তুমি শীঘ্র যাও বারাণসী॥ ৪২॥
তথাই আমার সঙ্গে হইবে মিলন।
কহিব সকল তত্ত্ব সাধ্য-সাধন॥"
এত বলি প্রভু তারে দিলা আলিঙ্গন।
প্রেমে পুলকিত-অঙ্গ হইল ব্রাহ্মণ॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠ-নায়কের আলিঙ্গন।
পরানন্দ-সুখ পাইল ব্রাহ্মণ তখন॥
বিদায়-সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া।
সুস্বপ্ন-বৃত্তান্ত কহে গোপনে বসিয়া॥ ৪৩॥
শুনি প্রভু কহে "সত্য যে হয় উচিত।
আর কারে না কহিবা এ সব চরিত॥"
পুনঃ নিষেধিলা প্রভু সযত্ন করিয়া।
হাসিয়া উঠিলা শুভ-ক্ষণ-লগ্ন পাঞা॥

হেনমতে প্রভু বঙ্গদেশ ধন্য করি।
নিজ-গৃহে আইলেন গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
ব্যবহারে অর্থ-বিত্ত অনেক লইয়া।
সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রভু উত্তরিলা গিয়া॥ ৪
দণ্ডবৎ কৈলা প্রভু জননী-চরণে।
অর্থ-বিত্ত সকল দিলেন তান স্থানে॥
সেই ক্ষণে প্রভু শিষ্যগণের সহিতে।
চলিলেন শীঘ্র গঙ্গা-মজ্জন করিতে॥
সেই ক্ষণে গেলা আই করিতে রন্ধন।
অন্তরে দুঃখিতা লৈয়া সর্ব্ব পরিজন॥
শিক্ষা-গুরু প্রভু সর্ব্ব গণের সহিতে।
গঙ্গারে হইল দণ্ডবৎ বহুমতে॥ ৪৫॥
কতক্ষণ জাহ্নবীতে করি জল-খেলা।
স্নান করি গঙ্গা দেখি গৃহেতে আইলা॥
তবে প্রভু যথোচিত নিত্য-কর্ম্ম করি।
ভোজনে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
সন্তোষে বৈকুণ্ঠ-নাথ ভোজন করিয়া।
বিষ্ণুগৃহ-দ্বারে প্রভু বসিলা আসিয়া॥

৪১। এই "হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্র (মালায়) জপ করিতে হয়, কিন্তু ইহা কীর্ত্তন করিতেও কোনও বাধা নাই। জপ করিবার সময় সংখ্যা রাখিতেই হইবে—তা মনে মনে বা মৃদুভাবে জপই হউক, আর উচ্চ করিয়া অর্থাৎ কীর্ত্তনের ন্যায় করিয়া জপই হউক; জপে সংখ্যা না রাখিলে উহা নিষ্ফল হইয়া থাকে; কিন্তু কীর্ত্তনে অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন বা সঙ্কীর্ত্তন করিবার সময় উহার সংখ্যা রাখিবার কোনও শাস্ত্রবিধি নাই, সুতরাং প্রয়োজনও নাই; তন্নিমিত্ত উহা কদাচ বিফল হয় না। এই প্রথাই শাস্ত্র ও সদাচার-সম্মত এবং সৎসমাজে প্রচলিত। ইহার বিরুদ্ধ মত সাধু-মহান্তগণের গ্রাহ্য নহে।

৪২। "শ্লোক-নাম"—নামাত্মক শ্লোক; হরিনামে গঠিত শ্লোক।

"এই......তন্ত্র"—বত্রিশ অক্ষর-যুক্ত ও ষোড়শ-নামাত্মক এই শ্লোকই হইতেছে তন্ত্রোক্ত শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র। এই মহামন্ত্রই যে সর্ব্বদা জপ ও কীর্ত্তন করিতে হইবে, ইহাই হইল সুসিদ্ধান্ত। অতএব এইরূপ করাই হইল শ্রেষ্ঠ সাধন।

"সাধিতে সাধিতে"—এইরূপে এই মহামন্ত্র জপ ও কীর্ত্তন দ্বারা সাধনা করিতে করিতে।

৪৩। "কহিব.......... সাধন"—সাধ্য-সাধন-বিষয়ক অন্যান্য সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব বলিব।

"পরানন্দ-সুখ"—কৃষ্ণপ্রেমানন্দ-জনিত পরম সুখ।

তবে আপ্তবর্গ আইলেন সম্ভাষিতে।
সবেই বেড়িয়া বসিলেন চারি ভিতে ॥ ৪৬ ॥
সবার সহিত প্রভু হাস্য-কথা-রঙ্গে।
কহিলা যেমতে প্রভু আছিলেন বঙ্গে ॥
বঙ্গদেশী বাক্য অনুকরণ করিয়া।
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া ॥
দুঃখরস হইবেক জানি আপ্তগণ।
লক্ষ্মীর বিজয় কেহো না করে কথন ॥
কতক্ষণ থাকিয়া সকল আপ্তগণ।
বিদায় হইয়া গেলা যার যে ভবন ॥ ৪৭ ॥
বসিয়া করেন প্রভু তাম্বূল-চর্ব্বণ।
নানা হাস্য পরিহাস করেন কথন ॥
শচীদেবী অন্তরে দুঃখিতা হই ঘরে।
কাছে নাহি আইসেন পুত্রের গোচরে ॥
আপনি চলিলা প্রভু জননী-সম্মুখে।
দুঃখিত-বদন প্রভু জননীরে দেখে ॥
জননীরে বলে প্রভু মধুর বচন।
দুঃখিতা তোমারে মাতা দেখি কি কারণ ॥৪৮॥
কুশলে আইনু আমি দূরদেশ হৈতে।
কোথা তুমি মঙ্গল করিবা ভালমতে ॥
আর তোমা দেখি অতি দুঃখিত-বদন।
সত্য কহ দেখি মাতা ইহার কারণ ॥”
শুনিয়া পুত্রের বাক্য আই অধোমুখে।
কান্দে মাত্র উত্তর না করে কিছু দুখে ॥
প্রভু বলে “মাতা আমি জানিল সকল।
তোমার বধূর কিছু হবে অমঙ্গল” ॥ ৪৯ ॥
তবে সবে কহিলেন “শুনহ পণ্ডিত।
তোমার ব্রাহ্মণী গঙ্গা পাইলা নিশ্চিত ॥”
পত্নীর বিজয় শুনি গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি।
ক্ষণেক রহিলা কিছু হেট মাথা করি ॥
প্রিয়ার বিরহ-দুঃখ করিয়া স্বীকার।
স্তব্ধ হই রহিলেন সর্ব্ব-বেদ-সার ॥
লোকানুকরণ-দুঃখ ক্ষণেক করিয়া।
কহিতে লাগিলা প্রভু ধৈর্য্য-চিত্ত হৈয়া ॥৫০॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (৮।১৫।১৯)—

কস্য কে পতি-পুত্রাদ্যা মোহ এব হি কারণং ॥ ৫১ ॥

প্রভু বলে “মাতা দুঃখ ভাব কি কারণে।
ভবিতব্য যে আছে তা খণ্ডিবে কেমনে ॥
এইমত কাল-গতি, কেহো কারো নহে।
অতএব ‘সংসার অনিত্য’ বেদে কহে ॥

৪৪। “ব্যবহারে”=সাংসারিক হিসাবে।
“উত্তরিলা গিয়া”=আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

৪৭। “কদর্থেন”=ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন।
“বিজয়”=স্বধাম-গমন।

৫০। “ক্ষণেক......করি”=শোকে কিছুক্ষণ মাথা নীচু করিয়া রহিলেন।
“করিয়া স্বীকার”=অনুভব করিয়া; গ্রহণ করিয়া। “স্তব্ধ হই”=চুপ করিয়া।
“লোকানুকরণ..........করিয়া”=সাধারণতঃ লোকে যেরূপ দুঃখ করিয়া থাকে, সেইরূপ ভাবে কিছুক্ষণ দুঃখ করিয়া।

৫১। অসুররাজ বলি দেবগণকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিলে, দেবমাতা অদিতি শোকে অধীর হইয়া নিজ-পতি মহর্ষি কশ্যপকে পুত্রগণের উহা পুনঃ প্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন:—“এ সংসারে পতি-পুত্রাদি কে কাহার? (একটু ভাবিয়া দেখিলেই অবশ্য বুঝা যায় কেহ ত কারও নয়)—কেবল মোহই ‘এ আমার পতি, ও আমার পুত্র’ এই সমস্ত অনুভবের একমাত্র কারণ।”

ঈশ্বরের অধীন সে সকল সংসার।
সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর ॥৫২॥
অতএব যে হইল ঈশ্বর-ইচ্ছায়।
সেই সে হৈল—আর কি কার্য্য দুঃখ তায় ॥
স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুকৃতী।
তার বড় আর কে বা আছে ভাগ্যবতী" ॥
এইমত প্রভু জননীরে প্রবোধিয়া।
রহিলেন নিজ-কৃত্যে আপ্তগণ লৈয়া ॥ ৫৩ ॥
শুনিয়া প্রভুর অতি অমৃত-বচন।
সবার হইল সর্ব্ব-দুঃখ-বিমোচন ॥
হেনমতে বৈকুণ্ঠ-নায়ক গৌরহরি।
কৌতুকে আছেন বিদ্যা-রসে ক্রীড়া করি ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আদিখণ্ডে বঙ্গদেশ-
বিজয়ো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদ-দ্বন্দ্ব ॥
ভক্ত-গোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥
হেনমতে মহাপ্রভু বিদ্যার আবেশে।
আছে গূঢ়রূপে কারো না করে প্রকাশে ॥
সন্ধ্যা-বন্দনাদি প্রভু করি উষাকালে।
নমস্করি জননীরে পড়াইতে চলে ॥ ১ ॥
অনেক জন্মের ভৃত্য মুকুন্দ সঞ্জয়।
পুরুষোত্তম দাস হয় যাঁহার তনয় ॥
প্রতিদিন সেই ভাগ্যবন্তের আলয়।
পড়াইতে গৌরচন্দ্র করেন বিজয় ॥
চণ্ডী-গৃহে গিয়া প্রভু বসেন প্রথমে।
তবে শেষে শিষ্যগণ আইসেন ক্রমে ॥
ইতিমধ্যে কদাচিৎ কেহো কোনো দিনে।
কপালে তিলক না করিয়া থাকে ভ্রমে ॥ ২ ॥
ধর্ম্ম-সনাতন প্রভু, স্থাপে সর্ব্ব ধর্ম্ম।
লোক-রক্ষা লাগি প্রভু না লঙ্ঘেন কর্ম্ম ॥
হেন লজ্জা তাহারে দেয়েন সেই ক্ষণে।
সে আর না আইসে কভু সন্ধ্যা করি বিনে ॥
প্রভু বলে "কেনে ভাই কপালে তোমার।
তিলক না দেখি কেনে, কি যুক্তি ইহার ॥
'তিলক যদি না থাকে বিপ্রের কপালে।
সে কপাল শ্মশান-সদৃশ' বেদে বলে ॥ ৩ ॥
বুঝিলাম আজি তুমি নাহি কর সন্ধ্যা।
আজি ভাই! তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা ॥

৫২। "ভবিতব্য" = বিধি-লিপি।
"কাল-গতি" = বিধাতার নিয়ম; সংসারের রীতি
৫৩। "নিজ-কৃত্যে" = অধ্যাপনাদি নিজ-কার্য্যে
১। "গূঢ়রূপে" = গোপনে।
"না করে প্রকাশে" = আত্মপ্রকাশ করেন না
২। "চণ্ডী-গৃহে" = চণ্ডীমণ্ডপে।

৩। "ধর্ম্ম......ধর্ম্ম" = যেহেতু তিনি হইলেন সনাতন-ধর্ম্ম-রূপী শ্রীভগবান্, সুতরাং তিনি যথাযথ-ভাবে সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম স্থাপন করেন। তিনি স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন :—

ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

চল সন্ধ্যা কর গিয়া গৃহে পুনর্ব্বার।
সন্ধ্যা করি তবে সে আসিহ পড়িবার ॥”
এইমত প্রভুর যতেক শিষ্যগণ।
সবেই অত্যন্ত নিজ-ধর্ম্ম-পরায়ণ ॥
এতেক ঔদ্ধত্য প্রভু করেন কৌতুকে।
হেন নাহি যারে না চালেন নানারূপে॥ ৪ ॥
সবে পর-স্ত্রীর প্রতি নাহি পরিহাস।
স্ত্রী দেখি দূরে প্রভু হয়েন এক পাশ ॥
বিশেষে চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া।
কদর্থেন সেইমত বচন বলিয়া ॥
ক্রোধে শ্রীহট্টিয়াগণ বলেন “হয় হয়।
তুমি কোন্ দেশী তাহা কহ ত নিশ্চয় ॥
পিতা মাতা আদি করি যতেক তোমার।
বল দেখি শ্রীহট্টে না হয় জন্ম কার ॥ ৫ ॥
আপনে হইয়া শ্রীহট্টিয়ার তনয়।
তবে ঢোল কর কোন্ যুক্তি ইথে হয় ॥”
যত যত বলে, প্রভু প্রবোধ না মানে।
নানামতে কদর্থেন সে-দেশী বচনে ॥
তাবৎ চালেন শ্রীহট্টিয়ারে ঠাকুর।
যাবৎ তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর ॥
মহা-ক্রোধে কেহো লই যায় খেদাড়িয়া।
লাগালি না পায়, যায় তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া ॥ ৬ ॥
কেহো বা ধরিয়া কোঁচা শিকদার-স্থানে।
লৈয়া যায় মহা-ক্রোধে ধরিয়া দেয়ানে ॥
তবে শেষে আসিয়া প্রভুর সখাগণে।
সমঞ্জস করিয়া চলেন সেই ক্ষণে ॥
কোনো দিন থাকি কোনো বাঙ্গালের আড়ে
বাওয়াস ভাঙ্গিয়া তান পলায়েন রড়ে ॥
এইমত চাপল্য করেন সবা-সনে।
সবে স্ত্রী-মাত্র না দেখেন দৃষ্টি-কোণে ॥ ৭ ॥
‘স্ত্রী’-হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা—বিদিত সংসারে ॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
‘গৌরাঙ্গ-নাগর’ হেন স্তব নাহি বলে ॥
যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে।
তথাপিহ স্ব-ভাবে সে গায় বুধগণে ॥

“কর্ম্ম” = শাস্ত্র-বিহিত আচার বা কার্য্য।

৪। “বন্ধ্যা” = লোপ ; ভঙ্গ।

৬। “আপনে......হয়” = তুমি নিজে ত একজন শ্রীহট্টিয়ার ছেলে, তবে যে আবার আমাদের কথার অনুকরণ করিয়া বড় ঠাট্টা করিতেছ, বড় যে বড়াই করিতেছ ? এ তোমার কি রকম কাজ বল ত দেখি !

“সে-দেশী বচনে” = বাঙ্গাল-কথায়।

“প্রবোধ না মানে” = কিছুতেই শোনেন না ; গ্রাহ্য করেন না। “তাবৎ চালেন” = ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐরূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে থাকেন।

৭। “শিকদার-স্থানে” = রাজকর্ম্মচারীর নিকট।

“দেয়ানে” = বিচারালয়ে ; কাছারিতে।

“সমঞ্জস” = সামঞ্জস্য ; মধ্যস্থতা ; মিটমাট (Compromise). “আড়ে” = আড়ালে অগোচরে। “বাওয়াস” = মাচা ; ছাদ

৮। “স্ত্রী-হেন......বুধগণে” = শ্রীপাদ গ্রন্থক বলিতেছেন, “শ্রীগৌরাঙ্গ-চাঁদ এই অবতারে গার্হ অবস্থাতেও স্ত্রীলোক দেখিলে ঘাড় হেট কর চলিতেন ; সন্ন্যাসাশ্রমের ত কথাই নাই, তখন ‘স্ত্রী’ এই নাম পর্য্যন্তও শ্রবণ করিতেন না। অত মহানুভবগণ তাঁহাকে ‘গৌরাঙ্গ-নাগর’ বলিয়া করেন না। কিন্তু যদিও তাঁহাতে সকল প্র স্তবই শোভা পায়, তথাপি ভক্ত-পণ্ডিতগণ, ‘না ভাব’ তাঁহার এই অবতারের ভাব নহে বলিয়া,

হেনমতে শ্রীমুকুন্দ-সঞ্জয়-মন্দিরে।
বিদ্যা-রসে শ্রীবৈকুণ্ঠ-নায়ক বিহরে ॥ ৮ ॥
চতুর্দ্দিকে শোভে শিষ্যগণের মণ্ডলী।
মধ্যে পড়ায়েন প্রভু মহা-কুতুহলী ॥
বিষ্ণু-তৈল শিরে দিতে আছে কোনো দাসে।
অশেষ প্রকারে ব্যাখ্যা করেন নিজ-রসে ॥
উষাকাল হৈতে দুই প্রহর অবধি।
পড়াইয়া গঙ্গা-স্নানে চলে গুণনিধি ॥
নিশারো অর্দ্ধেক—এইমত প্রতিদিনে।
পড়ায়েন চিন্তায়েন সবারে আপনে ॥ ৯ ॥
অতএব প্রভু-স্থানে বর্ষেক পড়িয়া।
পণ্ডিত হয়েন সবে সিদ্ধান্ত জানিয়া ॥
হেনমতে বিদ্যা-রসে আছেন ঈশ্বর।
বিবাহের কার্য্য শচী চিন্তে নিরন্তর ॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে শচী নিরবধি মনে।
পুত্রের সদৃশ কন্যা চাহে অনুক্ষণে ॥
সেই নবদ্বীপে বৈসে মহা-ভাগ্যবান্।
দয়াশীল-স্বভাব—'শ্রীসনাতন' নাম ॥ ১০ ॥
অকৈতব পরম উদার বিষ্ণু-ভক্ত।
অতিথি-সেবন পর-উপকারে রত ॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মহাবংশ-জাত।
পদবী 'রাজ-পণ্ডিত' সর্ব্বত্র বিখ্যাত ॥
ব্যবহারেও পরম-সম্পন্ন একজন।
অনায়াসে অনেকের করেন পোষণ ॥
তাঁর কন্যা আছেন পরম সুচরিতা।
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী-প্রায় সেই জগন্মাতা ॥ ১১ ॥
শচীদেবী তাঁরে দেখিলেন যেই ক্ষণে।
"এই কন্যা পুত্র-যোগ্য" বুঝিলেন মনে ॥
শিশু হৈতে দুই তিন বার গঙ্গাস্নান।
পিতৃ-মাতৃ-বিষ্ণু-ভক্তি বিনে নাহি আন ॥
আইরে দেখিয়া ঘাটে প্রতি দিনে দিনে।
নম্র হই নমস্কার করেন চরণে ॥
আইও করেন মহাপ্রীতে আশীর্ব্বাদ।
"যোগ্য-পতি কৃষ্ণ তোমার করুন প্রসাদ" ॥১২
গঙ্গাস্নানে আই মনে করেন কামনা।
"এ কন্যা আমার পুত্রে হউক ঘটনা ॥"
রাজ-পণ্ডিতের ইচ্ছা সর্ব্ব-গোষ্ঠী-সনে।
প্রভুরে করিতে কন্যা-দান নিজ-মনে ॥
দৈবে শচী কাশীনাথ-পণ্ডিতেরে আনি।
বলিলেন তাঁরে "বাপ! শুন এক বাণী ॥ ১৩ ॥

ভাবে তাহার গুণ-গান করেন না।" এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, এই ত দেখিতেছি তদীয় সাক্ষাৎ-পার্ষদ শ্রীমন্নরহরি সরকার-ঠাকুর হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক মহাজনই নাগর-ভাবেও তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন করিয়াছেন, সুতরাং এরূপ স্থলে গ্রন্থকারের উল্লিখিত বাক্যের সামঞ্জস্য কিরূপে থাকিতে পারে? কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে যে, সামঞ্জস্য ঠিকই আছে, কেননা তিনিও সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়াছেন, তাঁহাতে সকল স্তবই সম্ভবে। আর যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের 'নাগর-ভাবে' তদীয় গুণ-কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহারাও নিজেদের 'নাগরী-ভাব' বশতঃ স্বীয় প্রাণবল্লভ শ্রীগৌরাঙ্গের 'নাগর-ভাবে' এত আবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের হৃদয়ে আর অন্য কোন ভাব স্থান পাইত না।

৯। "পড়ায়েন চিন্তায়েন" = বুঝাইয়া দেন ও বুঝিয়াছে কি না দেখিয়া লন। ১০। "সিদ্ধান্ত" = বিচার দ্বারা মীমাংসা। "সদৃশ" = যোগ্য।

১১। "অকৈতব" = নিষ্কপট; সরল।

"জিতেন্দ্রিয়" = রিপুজয়ী।

"ব্যবহারেও..............একজন" = সাংসারিক

রাজ-পণ্ডিতেরে কহ ইচ্ছা থাকে তান।
আমার পুত্রেরে তিঁহো করুন কন্যা-দান॥"
কাশীনাথ-পণ্ডিত চলিলা সেই ক্ষণে।
'দুর্গা' 'কৃষ্ণ' বলি রাজপণ্ডিত-ভবনে॥
কাশীনাথ দেখি 'রাজ-পণ্ডিত' আপনে।
বসিতে আসন আনি দিলেন সম্ভ্রমে॥
পরম গৌরবে বিধি ক'রে যথোচিত।
"কি কার্য্যে আইলা" জিজ্ঞাসিলেন পণ্ডিত॥
কাশীনাথ বলেন "আছয়ে এক কথা।
চিত্তে লয় যদি, তবে করহ সর্ব্বথা॥ ১৪॥
বিশ্বম্ভর-পণ্ডিতেরে তোমার দুহিতা।
দান কর—এ সম্বন্ধ উচিত সর্ব্বথা॥
তোমার কন্যার যোগ্য সেই দিব্য-পতি।
তাহান উচিত পত্নী এই মহা-সতী॥
যেন কৃষ্ণ-রুক্মিণীতে অন্যোন্যে উচিত।
সেইমত বিষ্ণুপ্রিয়া-নিমাইপণ্ডিত॥"
শুনি বিপ্র, পত্নী-আদি আপ্তবর্গ সহে।
লাগিলা করিতে যুক্তি—দেখি কে কি কহে॥১৫
সবে বলিলেন "আর কি কার্য্য বিচারে।
সর্ব্বথা এ কর্ম্ম গিয়া করহ সত্বরে॥"
তবে 'রাজ-পণ্ডিত' হইয়া হর্ষ-মতি।
বলিলেন কাশীনাথ-পণ্ডিতের প্রতি॥
"বিশ্বম্ভর-পণ্ডিতের করে কন্যা দান।
করিব সর্ব্বথা বিপ্র! ইথে নাহি আন॥
ভাগ্য থাকে যদি সর্ব্ব বংশের আমার।
তবে হেন সুসম্বন্ধ হইবে কন্যার॥ ১৬॥

চল তুমি, তথা যাই কহ সর্ব্ব কথা।
আমি পুনঃ দঢ়াইনু—করিব সর্ব্বথা॥"
শুনিয়া সন্তোষে কাশীনাথ মিশ্রবর।
সকল কহিল আসি শচীর গোচর॥
কার্য্য-সিদ্ধি শুনি আই সন্তোষ হইলা।
সকল উদ্যোগ তবে করিতে লাগিলা॥
প্রভুর বিবাহ শুনি সর্ব্ব শিষ্যগণ।
সবেই হইলা অতি পরানন্দ-মন॥১৭॥
প্রথমে বলিলা বুদ্ধিমন্ত-মহাশয়।
"মোর ভার এ বিবাহে যত লাগে ব্যয়॥"
মুকুন্দ সঞ্জয় বলে "শুন সখা ভাই।
তোমার সকল ভার, মোর কিছু নাই॥
বুদ্ধিমন্ত খান বলে "শুন সর্ব্ব ভাই।
বামনিয়া-মত কিছু এ বিবাহে নাই॥
এ বিবাহ পণ্ডিতের করাইব হেন।
রাজ-কুমারের মত লোকে দেখে যেন"॥ ১৮
তবে সবে মিলি শুভ-দিন শুভ-ক্ষণে।
অধিবাস-লগ্ন করিলেন হর্ষ-মনে॥
বড় বড় চন্দ্রাতপ সব টানাইয়া।
চতুর্দ্দিকে রুইলেন কদলী আনিয়া॥
পূর্ণ-ঘট দীপ ধান্য দধি আম্রসার।
যতেক মঙ্গল-দ্রব্য আছয়ে প্রচার॥
সকল একত্রে আনি করি সমুচ্চয়।
সর্ব্ব-ভূমি করিলেন আলিপনাময়॥ ১৯॥
যতেক বৈষ্ণব আর যতেক ব্রাহ্মণ।
নবদ্বীপে আছয়ে যতেক সুসজ্জন॥

হিসাবেও বেশ একজন অবস্থাপন্ন লোক।

১৩। "গঙ্গাস্নানে" = গঙ্গাস্নান-কালে।

১৪। "পরম……যথোচিত" = সসম্মানে রীতি-মত অভ্যর্থনা করিয়া।

১৫। "অন্যোন্যে উচিত" = পরস্পর যোগ্য।

১৮। "বুদ্ধিমন্ত" = মহাপ্রভুর প্রতিবেশী ভক্ত; ইনি প্রভুর নিতান্ত অনুগত ও আজ্ঞাকারী

"বামনিয়া-মত" = যোগেযাগে বা যেমন তে

সবারেই নিমন্ত্রণ করিলা সকালে।
"অধিবাসে গুয়া আসি খাইবা বিকালে॥"
অপরাহ্ণ-কাল মাত্র হইল আসিয়া।
বাদ্য আসি করিতে লাগিল বাজনিয়া॥
মৃদঙ্গ সানাই জয়ঢাক করতাল।
নানাবিধ বাদ্য-ধ্বনি উঠিল বিশাল॥২০॥
ভাটগণে পড়িতে লাগিলা রায়বার।
পতিব্রতাগণে করে জয়জয়কার॥
প্রিয়গণে লাগিল করিতে জয়ধ্বনি।
মধ্যে আসি বসিলা দ্বিজেন্দ্র-কুল-মণি॥
চতুর্দ্দিকে বসিলেন ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী।
সবেই হইলা চিত্তে মহা-কুতূহলী॥
তবে গন্ধ চন্দন তাম্বূল দিব্য-মালা।
ব্রাহ্মণগণেরে সবে দিবারে লাগিলা॥ ২১॥
শিরে মালা, সর্ব্ব অঙ্গ লেপিয়া চন্দনে।
একো বাটা তাম্বূল সে দেন একো জনে॥
বিপ্র-কুল নদীয়া—বিপ্রের অন্ত নাই।
কত যায় কত আইসে অবধি না পাই॥
তথি মধ্যে লোভিষ্ঠ অনেক জন আছে।
একবার লৈয়া পুনঃ আর কাচ কাচে॥
আরবার আসি মহা লোকের গহলে।
চন্দন গুবাক মালা নিয়া নিয়া চলে॥ ২২॥

সবেই আনন্দে মত্ত, কে কাহারে চিনে।
প্রভুও হাসিয়া আজ্ঞা করিলা আপনে॥
"সবারে চন্দন মালা দেহ তিন বার।
চিন্তা নাহি, ব্যয় কর যে ইচ্ছা যাহার॥"
একবার নিয়া যে যে লয় আরবার।
এ আজ্ঞায় তাহার কৈলেন প্রতিকার॥
"পাছে কেহো চিনিয়া বিপ্রেরে মন্দ বলে।
পরমার্থে দোষ হয় শাঠ্য করি নিলে॥ ২৩॥
তিনবার দিলে পূর্ণ হইবে সর্ব্বথা।"
বিপ্র-প্রিয় প্রভুর চিত্তের এই কথা॥
তিনবার পাইয়া সবার হর্ষ মন।
শাঠ্য করি আর নাহি লয় কোনো জন॥
এইমত মালায় চন্দনে গুয়া পানে।
হইল অনন্ত—মর্ম্ম কেহো নাহি জানে॥
মনুষ্যে পাইল যত সে থাকুক দূরে।
ভূমেতে পড়িল কত দিতে মনুষ্যেরে॥ ২৪॥
সেই যদি প্রাকৃত-লোকের ঘরে হয়।
তাহাতেই তার পাঁচ বিভা নির্ব্বাহয়॥
সকল লোকের চিত্তে হইল উল্লাস।
সবে বলে "ধন্য ধন্য ধন্য অধিবাস॥
লক্ষেশ্বরো দেখিয়াছি এই নবদ্বীপে।
হেন অধিবাস নাহি করে কারো বাপে॥

করিয়া কাজ সারার মত। ১৭। "পুনঃ" = কিন্তু।
১৯। "অধিবাস-লগ্ন" = অধিবাসের ক্রিয়া-কলাপ। "চন্দ্রাতপ" = চাঁদোয়া। "করি সমুচ্চয়" = যথাস্থানে ও যথারূপে সজ্জিত করিয়া।
২১। "রায়বার" = স্তুতিগান।
"দ্বিজেন্দ্র-কুল-মণি" = ব্রাহ্মণ-কুলের রত্ন-স্বরূপ; বিপ্র-শিরোমণি।
২২। "বিপ্রকুল নদীয়া" = নদীয়ায় প্রধানতঃ ব্রাহ্মণেরই বাস অর্থাৎ নদীয়া ব্রাহ্মণ-প্রধান দেশ। "আর কাচ কাচে" = অন্যরূপ সাজে বা অন্যভাবে আসে। "লোকের গহলে" = লোকের ভিঁড়ে।
২৩। "পরমার্থে দোষ" = পরকালের হানি; পাপ। "শাঠ্য করি" = ঠকাইয়া; প্রতারণা করিয়া।
২৪। "সর্ব্বথা" = সর্ব্বতোভাবে। "অনন্ত" = অশেষ; অফুরন্ত। "মর্ম্ম......জানে" = এ যে ঈশ্বরের বিয়ে, তা ত আর কেউ জানে না।

এমত চন্দন মালা দিব্য গুয়া পান।
অকাতরে কেহো কভু নাহি করে দান" ॥২৫॥
তবে রাজ-পণ্ডিত আনন্দ-চিত্ত হৈয়া।
আইলেন অধিবাস-সামগ্রী লইয়া॥
বিপ্রবর্গ আপ্তবর্গ করি নিজ-সঙ্গে।
বহুবিধ-বাদ্য-নৃত্য-গীত-মহারঙ্গে॥
বেদবিধি-পূর্ব্বক পরম-হর্ষ-মনে।
ঈশ্বরেরে গন্ধ-স্পর্শ কৈলা শুভক্ষণে॥
ততক্ষণে মহা জয় জয় হরি-ধ্বনি।
করিতে লাগিলা সবে মহাস্তুতি-বাণী॥ ২৬॥
পতিব্রতাগণে দেই জয়জয়কার।
বাদ্য গীতে হৈল মহানন্দ-অবতার॥
হেনমতে করি অধিবাস শুভ-কাজ।
গৃহে চলিলেন সনাতন বিপ্র-রাজ॥
এইমত গিয়া ঈশ্বরের আপ্ত-গণে।
লক্ষ্মীর করিলা অধিবাস শুভক্ষণে॥
আর যত কিছু লোকে 'লোকাচার' বলে।
দোঁহারাই সব করিলেন কুতূহলে॥ ২৭॥
তবে সুপ্রভাতে প্রভু করি গঙ্গা-স্নান।
আগে বিষ্ণু পূজি গৌরচন্দ্র ভগবান্॥
তবে শেষে সর্ব্ব আপ্তগণের সহিতে।
বসিলেন নান্দীমুখ-কর্ম্মাদি করিতে॥
বাদ্য নৃত্য গীতে হৈল মহা কোলাহল।
চতুর্দ্দিকে জয় জয় উঠিল মঙ্গল॥

পূর্ণ-ঘট ধান্য দধি দীপ আম্রসার।
স্থাপিলেন ঘরে দ্বারে অঙ্গনে অপার॥ ২৮॥
চতুর্দ্দিকে নানা বর্ণে উড়য়ে পতাকা।
কদলক রোপি বান্ধিলেন আম্র-পাতা॥
তবে আই পতিব্রতা-গণ লই সঙ্গে।
লোকাচার করিতে লাগিলা মহা-রঙ্গে॥
আগে গঙ্গা পূজিয়া পরম-হর্ষ-মনে।
তবে বাদ্য-বাজনে গেলেন ষষ্ঠী-স্থানে॥
ষষ্ঠী পূজি তবে বন্ধু-মন্দিরে-মন্দিরে।
লোকাচার করিয়া আইলা নিজ-ঘরে॥ ২৯
তবে খই কলা তৈল তাম্বূল সিন্দুরে।
দিয়া দিয়া পূর্ণ করিলেন স্ত্রীগণেরে॥
ঈশ্বর-প্রভাবে দ্রব্য হৈল অসংখ্যাত।
শচীও সবারে দেন বার পাঁচ সাত॥
তৈলে স্নান করিলেন সর্ব্ব নারীগণ।
হেন নাহি পরিপূর্ণ নহিল যে জন॥
এইমত মহানন্দ লক্ষ্মীর ভবনে।
লক্ষ্মীর জননী করিলেন হর্ষ-মনে॥ ৩০॥
শ্রীরাজপণ্ডিত অতি চিত্তের উল্লাসে।
সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করি মহানন্দে ভাসে॥
সর্ব্ব বিধি-কর্ম্ম করি শ্রীগৌরসুন্দর।
বসিলেন খানিক হইয়া অবসর॥
তবে সব ব্রাহ্মণেরে ভোজ্য বস্ত্র দিয়া।
করিলেন সন্তোষ পরম নম্র হৈয়া॥

২৫। "প্রাকৃত-লোকের"=সামান্য লোকের; গরিব লোকের।

২৬। "ঈশ্বরেরে গন্ধ-স্পর্শ কৈলা"=মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে চন্দনাদি গন্ধ প্রদান করিলেন।

২৭। "লক্ষ্মীর"=বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মী স্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর।

"দোঁহারাই"=বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ দুজনে

২৮। "নান্দীমুখ"=আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ; না আভ্যুতি। বিবাহাদি শুভ কার্য্যের প্রারম্ভে করিতে হয়।

২৯। "বন্ধু-মন্দিরে-মন্দিরে"=বন্ধু-বান্ধ বাড়ীতে বাড়ীতে।

যে যেমত পাত্র, যার যোগ্য যেন দান।
সেইমত করিলেন সবার সম্মান ॥ ৩১ ॥
মহা-প্রীতে আশীর্ব্বাদ করি বিপ্রগণ।
গৃহে চলিলেন সবে করিতে ভোজন ॥
অপরাহ্ন-বেলা আসি লাগিল হইতে।
সবাই প্রভুর বেশ লাগিলা করিতে ॥
চন্দনে লেপিত করি সকল শ্রীঅঙ্গ।
মধ্যে মধ্যে সর্ব্বত্র দিলেন তথি গন্ধ ॥
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি করি ললাটে চন্দন।
তথি মধ্যে গন্ধের তিলক সুশোভন ॥ ৩২ ॥
অদ্ভুত মুকুট শোভে শ্রীশির-উপর।
সুগন্ধি মালায় পূর্ণ হৈল কলেবর ॥
দিব্য সূক্ষ্ম পীত-বস্ত্র ত্রিকচ্ছ-বিধানে।
পরাইয়া কজ্জল দিলেন শ্রীনয়নে ॥
ধান্য দূর্ব্বা সূত্র করে করিয়া বন্ধন।
ধরিতে দিলেন রম্ভা-মঞ্জরী দর্পণ ॥
সুবর্ণ-কুণ্ডল দুই শ্রুতিমূলে সাজে।
নবরত্ন-হার বান্ধিলেন বাহু-মাঝে ॥ ৩৩ ॥
এইমত যে যে শোভা করে যে যে অঙ্গে।
সকল ঘটনা সবে করিলেন রঙ্গে ॥
ঈশ্বরের মূর্ত্তি দেখি যত নর নারী।
মুগ্ধ হইলেন সবে আপনা পাসরি ॥
প্রহরেক বেলা আছে হেনই সময়।
সবেই বলেন "শুভ করাহ বিজয় ॥ ৩৪ ॥
প্রহরেক সর্ব্ব নবদ্বীপে বেড়াইয়া।
কন্যা-ঘরে যাইবেন গোধূলি করিয়া ॥"
তবে দিব্য দোলা সাজি বুদ্ধিমন্ত খান।
হরিষে আনিয়া করিলেন উপস্থান ॥
বাদ্য গীতে উঠিল পরম কোলাহল।
বিপ্রগণে করে বেদ-ধ্বনি সুমঙ্গল ॥
ভাটগণে পড়িতে লাগিলা রায়বার।
সর্ব্ব-দিকে হইল আনন্দ-অবতার ॥
তবে প্রভু জননীরে প্রদক্ষিণ করি।
বিপ্রগণে নমস্করি বহু মান্য করি ॥ ৩৫ ॥
দোলায় বসিলা শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাশয়।
সর্ব্বদিকে উঠিল মঙ্গল জয় জয় ॥
নারীগণে দিতে লাগিলেন জয়কার।
শুভ-ধ্বনি বিনা কোনো দিকে নাহি আর ॥
প্রথমে বিজয় করিলেন গঙ্গা-তীরে।
অর্দ্ধ-চন্দ্র ধরিলেন শিরের উপরে ॥
সহস্র সহস্র দীপ লাগিল জ্বলিতে।
নানাবিধ বাজি সব লাগিল করিতে ॥ ৩৬ ॥
আগে যত পদাতিক বুদ্ধিমন্ত খাঁর।
চলিলা দোসারি হই যত পাটোয়ার ॥

৩০। "পূর্ণ" = সন্তুষ্ট। "হেন……জন" = এমন কেহ নাই, যিনি সম্পূর্ণরূপে পরিতুষ্ট না হইলেন।

৩১। "বিধি-কর্ম্ম" = নিয়ম-কাজ।

"খানিক হইয়া অবসর" = কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার জন্য।

৩৩। "মুকুট" = টোপোর।

"ত্রিকচ্ছ-বিধানে" = কাছা দিয়া, কোঁচা দিয়া ও কোঁচার খোঁট তুলিয়া কোমোরে কোঁচার উপর গুঁজিয়া দিয়া। "রম্ভা-মঞ্জরী" = কলার মা'জ।

৩৪। "সকল………রঙ্গে" = সকলে মহা-কৌতূহলের সহিত সমস্ত যোজনা করিলেন।

"শুভ করাহ বিজয়" = শুভ যাত্রা করাও।

৩৫। "গোধূলি করিয়া" = গোধূলি-সময়ে।

৩৬। "ধরিলেন" = রহিলেন।

"বাজি… ……করিতে" = বাজি পোড়াইতে লাগিল।

নানা বর্ণে পতাকা চলিল তার পাছে।
বিদূষক সকল চলিলা নানা কাচে॥
নর্ত্তক বা না জানি কতেক সম্প্রদায়।
পরম উল্লাসে দিব্য নৃত্য করি যায়॥
জয়ঢাক বীরঢাক মৃদঙ্গ কাহাল।
পটহ দগড় শঙ্খ বংশী করতাল॥ ৩৭॥
বরঙ্গ শিঙ্গা পঞ্চ-শব্দী বেণু বাজে কত।
কে লিখিবে বাদ্য-ভাণ্ড বাজি যায় যত॥
লক্ষ লক্ষ শিশু বাদ্য-ভাণ্ডের ভিতরে।
রঙ্গে নাচি যায় দেখি হাসেন ঈশ্বরে॥
সে মহা-কৌতুক দেখি শিশুর কি দায়।
জ্ঞানবান্ সবে লজ্জা ছাড়ি নাচি যায়॥
প্রথমে আসিয়া গঙ্গা-তীরে কতক্ষণ।
করিলেন নৃত্য গীত আনন্দ-বাজন॥ ৩৮॥
তবে পুষ্প-বৃষ্টি করি গঙ্গা নমস্করি।
ভ্রমেন কৌতুকে সর্ব্ব নবদ্বীপ-পুরী॥
দেখি অতি-অমানুষী বিবাহ-সম্ভার।
সর্ব্ব লোক চিত্তে পায় মহা চমৎকার॥
"বড় বড় বিভা দেখিয়াছি" লোকে বলে।
"এমত সজ্জট্ট নাহি দেখি কোনো কালে॥"
এইমত স্ত্রী পুরুষে প্রভুরে দেখিয়া।
আনন্দে ভাসয়ে সব সুকৃতী নদীয়া॥ ৩৯॥
সবে যার রূপবতী কন্যা আছে ঘরে।
সেই সব বিপ্র সবে বিমরিষ করে॥
"হেন বরে কন্যা নাহি পারিলাম দিতে।
আপনার ভাগ্যে নাই—হইব কেমতে॥"
নবদ্বীপ-বাসীর চরণে নমস্কার।
এ সব আনন্দ দেখিবারে শক্তি যার॥
এইমত রঙ্গে প্রভু নগরে নগরে।
ভ্রমেন কৌতুকে সর্ব্ব নবদ্বীপ-পুরে॥ ৪০॥
গোধূলি-সময় আসি প্রবেশ হইতে।
আইলেন রাজ-পণ্ডিতের মন্দিরেতে॥
মহা-জয়জয়কার লাগিল হইতে।
দুই বাদ্যভাণ্ড বাদে লাগিল বাজিতে॥
পরম সম্ভ্রমে রাজ-পণ্ডিত আসিয়া।
দোলা হৈতে কোলে করি বসাইল লৈয়া॥
পুষ্প-বৃষ্টি করিলেন সন্তোষে আপনে।
জামাতা দেখিয়া হর্ষে দেহ নাহি জানে॥৪১॥
তবে বরণের সজ্জ-সামগ্রী লইয়া।
জামাতা বরিতে বিপ্র বসিলা আসিয়া॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী বস্ত্র অলঙ্কার।
যথাবিধি দিয়া কৈল বরণ-ব্যভার॥
তবে তান পত্নী নারীগণের সহিতে।
মঙ্গল-বিধান আসি লাগিলা করিতে॥
ধান্য দূর্ব্বা দিলেন প্রভুর শ্রীমস্তকে।
আরতি করিলা সপ্ত ঘৃতের প্রদীপে॥ ৪২॥
খই কড়ি ফেলি করিলেন জয়কার।
এইমত যত কিছু করি লোকাচার॥

৩৭। "পদাতিক"=লাঠিয়াল, দরোয়ান প্রভৃতি। "পাটোয়ার"—কর্ম্মচারী; কার-পরদাজ; গোমস্তা। "বিদূষক"—রঙ্গকারী; ভাঁড়; (Clown).

৩৯। "অতি-অমানুষী"=অসাধারণ; অলৌকিক; পরম দিব্য। "সজ্জট্ট"=জাঁক-জমক।

৪০। "বিমরিষ করে"=দুঃখ করে; নিরানন্দ হয়; কেন তাহা পরেই বলিতেছেন।

৪১। "দুই......বাজিতে"=দুই দলে পাল্লাপা[illegible] (competition) করিয়া বাজনা বাজাইতে লাগিল "হর্ষে দেহ নাহি জানে"=আনন্দে আত্মহার[illegible] হইলেন।

৪২। "সজ্জ-সামগ্রী"=সাজপাট

তবে সর্ব্ব অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া আনিলেন আসনে ধরিয়া॥
তবে হর্ষে প্রভুর সকল আপ্তগণে।
প্রভুরেও তুলিলেন ধরিয়া আসনে॥
তবে মধ্যে অন্তঃপট করি লোকাচারে।
সপ্ত প্রদক্ষিণ করাইলেন কন্যারে॥ ৪৩॥
তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি সাত বার।
রহিলেন সম্মুখে করিয়া নমস্কার॥
তবে পুষ্প-ফেলাফেলি লাগিল হইতে।
দুই বাদ্যভাণ্ড মহা লাগিল বাজিতে॥
চতুর্দ্দিকে স্ত্রী-পুরুষে করে জয়ধ্বনি।
আনন্দ আসিয়া অবতরিলা আপনি॥
আগে লক্ষ্মী জগন্মাতা প্রভুর চরণে।
মালা দিয়া করিলেন আত্ম-সমর্পণে॥ ৪৪॥
তবে গৌরচন্দ্র প্রভু ঈষত হাসিয়া।
লক্ষ্মীর গলায় মালা দিলেন তুলিয়া॥
তবে লক্ষ্মী-নারায়ণে পুষ্প-ফেলাফেলি।
করিতে লাগিলা হই মহা-কুতূহলী॥
ব্রহ্মাদি দেবতা সব অলক্ষিত-রূপে।
পুষ্পবৃষ্টি লাগিলেন করিতে কৌতুকে॥
আনন্দ-বিবাদ লক্ষ্মী-গণে প্রভু-গণে।
উচ্চ করি বর কন্যা তোলে হর্ষ-মনে॥ ৪৫॥
ক্ষণে জিনে প্রভু-গণে ক্ষণে লক্ষ্মী-গণে।
হাসি হাসি প্রভুরে বোলয়ে সর্ব্ব-জনে॥
ঈষত হাসিলা প্রভু সুন্দর শ্রীমুখে।
দেখি সর্ব্ব লোক ভাসে পরানন্দ-সুখে॥

সহস্র সহস্র মহাতাপ দীপ জ্বলে।
কর্ণে কিছু নাহি শুনি বাদ্য-কোলাহলে॥
মুখ-চন্দ্রিকার মহা-বাদ্য জয়-ধ্বনি।
সকল ব্রহ্মাণ্ড পর্শিলেক হেন শুনি॥ ৪৬॥
হেনমতে শ্রীমুখ-চন্দ্রিকা করি রঙ্গে।
বসিলেন শ্রীগৌর-সুন্দর লক্ষ্মী-সঙ্গে॥
তবে রাজ-পণ্ডিত পরম-হর্ষ-মনে।
বসিলেন করিবারে কন্যা-সম্প্রদানে॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী যথাবিধি-মতে।
ক্রিয়া করি লাগিলেন সঙ্কল্প করিতে॥
বিষ্ণু-প্রীতি কাম্য করি শ্রীলক্ষ্মীর পিতা।
প্রভুর শ্রীহস্তে সমর্পিলেন দুহিতা॥ ৪৭॥
তবে দিব্য ধেনু ভূমি শয্যা দাসী দাস।
অনেক যৌতুক দিয়া করিলা উল্লাস॥
লক্ষ্মী বসাইলেন প্রভুর বাম-পাশে।
হোম-কর্ম্ম করিতে লাগিল তবে শেষে॥
বেদাচার লোকাচার যত কিছু আছে।
সব করি বর কন্যা ঘরে নিলা পাছে॥
বৈকুণ্ঠ হইল রাজপণ্ডিত-আবাসে।
ভোজন করিতে যাই বসিলেন শেষে॥
ভোজন করিয়া শুভ রাত্রি সুমঙ্গলে।
লক্ষ্মী কৃষ্ণ একত্র রহিলা কুতূহলে॥ ৪৮॥
সনাতন-পণ্ডিতের গোষ্ঠীর সহিতে।
যে সুখ হইল তাহা কে পারে কহিতে॥
নগ্নজিৎ জনক ভীষ্মক জাম্বুবন্ত।
পূর্ব্বে তারা যে-হেন হইল ভাগ্যবন্ত॥

৪৩। "ফেলি"=ছড়াইয়া।
"অন্তঃপট করি"=পর্দ্দা ধরিয়া আড়াল করিয়া।
৪৫। "অলক্ষিত-রূপে"=গোপনে।
"আনন্দ-বিবাদ"=কৌতুক-কলহ; আমোদ-জনক প্রতিদ্বন্দ্বিতা।
৪৬। "মহাতাপ"=অত্যুজ্জ্বল।
"পর্শিলেক"=স্পর্শ করিল।
৪৭। "শ্রীমুখ-চন্দ্রিকা করি রঙ্গে"=পরম

সেই ভাগ্য এবে গোষ্ঠী সহ সনাতন।
পাইলেন পূর্ব্ব বিষ্ণু-সেবার কারণ ॥
তবে রাত্রি-প্রভাতে যে ছিল লোকাচার।
সকল করিলা সর্ব্ব-ভুবনের সার॥ ৪৯ ॥
অপরাহ্নে গৃহে আসিবার হৈল কাল।
বাদ্য নৃত্য গীত হৈতে লাগিল বিশাল ॥
চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি লাগিল হইতে।
নারীগণে জয়কার লাগিলেন দিতে ॥
বিপ্রগণে আশীর্ব্বাদ লাগিলা করিতে।
যাত্রা-যোগ্য শ্লোক সবে লাগিলা পড়িতে
ঢাক পড়া সানাই বরঙ্গ করতাল।
অন্যোন্যে বাদ করি বাজায় বিশাল ॥ ৫০
তবে প্রভু নমস্করি সর্ব্ব মান্য-গণে।
লক্ষ্মী-সঙ্গে দোলায় করিলা আরোহণে ॥

'হরি হরি' বলি সবে করে জয়ধ্বনি।
চলিলেন ল'য়ে তবে দ্বিজ-কুলমণি ॥
পথে যত লোক দেখে চলিয়া আসিতে।
'ধন্য ধন্য' সবেই প্রশংসে বহুমতে ॥
স্ত্রীগণে দেখিয়া বলে "এই ভাগ্যবতী।
কত জন্ম সেবিলেন কমলা-পার্ব্বতী" ॥ ৫১ ॥
কেহো বলে "এই হেন বুঝি হর-গৌরী।"
কেহো বলে "হেন বুঝি কমলা-শ্রীহরি ॥"
কেহো বলে "এই দুই কামদেব-রতি।"
কেহো বলে "ইন্দ্র-শচী লয় মোর মতি ॥"
কেহো বলে "হেন বুঝি রামচন্দ্র-সীতা।"
এইমত বলে সর্ব্ব সুকৃতী বনিতা ॥
হেন ভাগ্যবন্ত স্ত্রী পুরুষ নদীয়ার।
এ সব সম্পত্তি দেখিবার শক্তি যার ॥ ৫২ ॥

কৌতুকে শুভদৃষ্টি করিয়া।

৪৯। "নগ্নজিৎ" = ইনি অযোধ্যার ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। ইঁহার কন্যার নাম 'সত্যা' বা 'নাগ্নজিতী'। শ্রীকৃষ্ণ নগ্নজিতের সাতটী দুর্দ্ধর্ষ বৃষ দলন করিয়া তৎকন্যা নাগ্নজিতীর পাণিগ্রহণ করেন।

"জনক" = মিথিলার অধিপতি স্বনাম-প্রসিদ্ধ রাজর্ষি জনক। ইনি একটী অযোনি-সম্ভবা কন্যা লাভ করেন। এই কন্যাই রামচন্দ্র-মহিষী শ্রীসীতাদেবী। হর-ধনু ভঙ্গ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে পত্নীরূপে লাভ করেন।

"ভীষ্মক" = ইনি বিদর্ভের রাজা ছিলেন। ইঁহার কন্যা লক্ষ্মী-স্বরূপিণী শ্রীরুক্মিণী-দেবী লোক-মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণের কথা শুনিয়া মনে মনে তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করেন। কিন্তু তদীয় ভ্রাতা কৃষ্ণ-দ্বেষী রুক্মী চেদিরাজ শিশুপালকে নিজ-ভগিনী দিতে মনঃস্থ করেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভ-নগরে গমন করিয়া শিশুপালাদি সমস্ত রাজন্যবর্গকে পরাজিত করতঃ শ্রীরুক্মিণী-দেবীকে দ্বারকায় আনয়ন পূর্ব্বক তদীয় পাণিগ্রহণ করেন। ইনি শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা মহিষী ছিলেন।

"জাম্ববন্ত" = কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি বানর-রাজ সুগ্রীবের চারিজন মন্ত্রীর মধ্যে এই ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ হইলেন একজন। ইনি পরম রাম-ভক্ত ছিলেন। ইনি শ্রীকৃষ্ণকে নিজ-ইষ্টদেব বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া পরিশেষে তাঁহাকে নিজ-অভীষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্র হইতে অভিন্ন-জ্ঞানে তাঁহার স্তব করেন ও স্যমন্তক-মণি সহ স্বীয় কন্যা জাম্ববতীকে শ্রীকৃষ্ণ-করে সমর্পণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববতীকে দ্বারকায় আনিয়া তদীয় পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক নিজ-মহিষী-পদে অভিষিক্ত করেন।

লক্ষ্মী-নারায়ণের মঙ্গল-দৃষ্টিপাতে।
সুখময় সর্ব্ব লোক হৈল নদীয়াতে॥
নৃত্য-গীত-বাদ্যে, পুষ্প বর্ষিতে বর্ষিতে।
পরম-আনন্দে আইলেন সর্ব্ব পথে॥
তবে শুভক্ষণে প্রভু সকল মঙ্গলে।
আইলেন গৃহে লক্ষ্মী-কৃষ্ণ কুতূহলে॥
তবে আই পতিব্রতাগণ সঙ্গে লৈয়া।
পুত্র-বধূ ঘরে আনিলেন হর্ষ হৈয়া॥
গৃহে আসি বসিলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ।
জয়ধ্বনিময় হৈল সকল ভবন॥ ৫৩॥
কি আনন্দ হইল সে অকথ্য-কথন।
সে মহিমা কোন্ জনে করিবে বর্ণন॥
যাঁহার শ্রীমূর্ত্তি মাত্র দেখিলে নয়নে।
পাপ-মুক্ত হৈয়া যায় বৈকুণ্ঠ-ভুবনে॥
সে প্রভুর বিভা লোক দেখয়ে সাক্ষাৎ।
তেঁই তাঁর নাম দয়াময় দীননাথ॥
তবে যত নট ভাট ভিক্ষুক সবারে।
তুষিলেন বস্ত্রে ধনে বচনে প্রকারে॥ ৫৪॥
বিপ্রগণে আপ্তগণে সবারে প্রতক্যে।
আপনে ঈশ্বর বস্ত্র দিলেন কৌতুকে॥
বুদ্ধিমন্ত খানে প্রভু দিলা আলিঙ্গন।
তাঁহার আনন্দ অতি অকথ্য-কথন॥
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' এই কহে বেদ॥৫৫॥
দণ্ডেকে এ সব লীলা যত হইয়াছে।
শত বর্ষে তাহা কে বর্ণিবে হেন আছে॥

৫৪। "তুষিলেন……প্রকারে" = বস্ত্র দিয়া, অর্থ দিয়া, মিষ্ট বাক্য বলিয়া ইত্যাদি নানারূপে সন্তুষ্ট করিলেন। ৫৫। "প্রতক্যে" = প্রত্যেককে; জনে জনে।

নিত্যানন্দ-স্বরূপের আজ্ঞা ধরি শিরে।
সূত্রমাত্র লিখি আমি কৃপা-অনুসারে॥
এ সব ঈশ্বর-লীলা যে পড়ে যে শুনে।
সে অবশ্য বিহরয়ে গৌরচন্দ্র-সনে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ৫৬॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আদিখণ্ডে মহাপ্রভোর্দ্বিতীয়-পরিণয়-বর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

জয় জয় দীনবন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় জয় লক্ষ্মীকান্ত সবার ঈশ্বর॥
জয় জয় ভক্তরক্ষা-হেতু অবতার।
জয় সর্ব্বকাল-সত্য কীর্ত্তন-বিহার॥
ভক্ত-গোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়॥ ১॥
আদিখণ্ড-কথা অতি অমৃতের ধার।
যঁহি গৌরাঙ্গের সর্ব্ব মোহন বিহার॥
হেন মতে বৈকুণ্ঠ-নায়ক নবদ্বীপে।
গৃহস্থ হইয়া পড়ায়েন দ্বিজ-রূপে॥
প্রেমভক্তি-প্রকাশ-নিমিত্ত অবতার।
তাহা কিছু না করেন—ইচ্ছা সে তাঁহার॥
গীতা ভাগবত বা পড়ায় যে যে জন।
তারাও না বোলে, না বোলায় সঙ্কীর্ত্তন॥২॥

২। "মোহন" = মনোমুগ্ধকর। "তারাও……সঙ্কীর্ত্তন" = তারা নিজেও কীর্ত্তন করে না বা করায়ও না।

হাতে তালি দিয়া সে, সকল ভক্তগণ।
আপনা-আপনি মেলি, করেন কীর্ত্তন॥
তাহাতেও উপহাস করয়ে সবারে।
"ইহারা কি কার্য্যে ডাক ছাড়ে উচ্চৈঃস্বরে॥
আমি ব্রহ্ম—আমাতেই বৈসে নিরঞ্জন।
দাস-প্রভু-ভেদ বা করয়ে কি কারণ॥
সংসারী সকল বুলে মাগিয়া খাইতে।
ডাকিয়া বোলয়ে হরি লোক জানাইতে॥৩॥
এ গুলার ঘর দ্বার ফেলাই ভাঙ্গিয়া।"
এই যুক্তি করে সব নদীয়া মিলিয়া॥
শুনিয়া পায়েন দুঃখ সর্ব্ব ভক্তগণ।
সম্ভাষা করেন হেন নাহি কোনো জন॥
শূন্য দেখি ভক্তগণ সকল সংসার।
'হা কৃষ্ণ' বলিয়া দুঃখ ভাবেন অপার॥
হেন কালে তথায় আইলা হরিদাস।
শুদ্ধ-বিষ্ণুভক্তি যাঁর বিগ্রহে প্রকাশ॥ ৪॥
এবে শুন হরিদাস-ঠাকুরের কথা।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইয়ে সর্ব্বথা॥
বূঢ়ন-গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস।
সে ভাগ্যে সে সব দেশে কীর্ত্তন-প্রকাশ॥

কত দিন থাকিয়া আইলা গঙ্গাতীরে।
আসিয়া রহিলা ফুলিয়ায় শান্তিপুরে॥
পাইয়া তাঁহার সঙ্গ আচার্য্য-গোসাঁই।
হুঙ্কার করেন—আনন্দের অন্ত নাই॥ ৫॥
হরিদাস-ঠাকুরো অদ্বৈতদেব-সঙ্গে।
ভাসেন গোবিন্দ-রস-সমুদ্র-তরঙ্গে॥
নিরবধি হরিদাস গঙ্গা-তীরে-তীরে।
ভ্রমেন কৌতুকে 'কৃষ্ণ' বলি উচ্চৈঃস্বরে॥
বিষয়-সুখেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য।
কৃষ্ণ-নামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য॥
ক্ষণেকো গোবিন্দ-নামে নাহিক বিরক্তি।
ভক্তিরসে অনুক্ষণ হয় নানা মূর্ত্তি॥ ৬॥
কখন করেন নৃত্য আপনা-আপনি।
কখন করেন মত্তসিংহ-প্রায় ধ্বনি॥
কখন বা উচ্চৈঃস্বরে করেন রোদন।
অট্ট অট্ট মহা-হাস্য হাসেন কখন॥
কখন গর্জ্জেন অতি হুঙ্কার করিয়া।
কখন মূর্চ্ছিত হই থাকেন পড়িয়া॥
ক্ষণে অলৌকিক শব্দ বলেন ডাকিয়া।
ক্ষণে তাই বাখানেন উত্তম করিয়া॥ ৭॥

৩। "আমি.........কারণ"—তাহারা ভক্তগণের উদ্দেশে এই বলিতে থাকে যে, আমিই ত ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ত আমাতেই অবস্থিত রহিয়াছেন, তবে ইহারা 'ঈশ্বর হইলেন প্রভু ও আমি জীব তাঁহার দাস' এরূপ ভেদ করিয়া মরে কেন?

৪। "শুদ্ধ-বিষ্ণুভক্তি"—জ্ঞান কর্ম্মাদি ও বিষয়-ভোগ-লিপ্সাদি আবিলতা-বিহীন নির্ম্মল ঐকান্তিকী কৃষ্ণ-ভক্তি; একনিষ্ঠ কৃষ্ণভক্তি, যাহাতে কৃষ্ণ বই আর অন্য কোনও সম্বন্ধ নাই।

"বিগ্রহে"—শ্রীঅঙ্গে; দেহে। ভক্তের দেহও এইরূপ অপ্রাকৃত বলিয়া জানিতে হইবে, উহ আমাদের ন্যায় জড়-দেহ নহে।

৫। "ফুলিয়ায় শান্তিপুরে"—শান্তিপুরের নিকটেই ফুলিয়া-গ্রামে।

"আচার্য্য-গোসাঁই"—শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু।

৬। "গোবিন্দ-রস"—অমৃতময় কৃষ্ণভক্তিরস।

"বিরক্তের অগ্রগণ্য"—মহা বৈরাগ্যবান্; অসাধারণ ত্যাগী। "নানা মূর্ত্তি"—নানা ভাব; রকম রকম অবস্থা; নানারূপ চেহারা।

৭। "ক্ষণে অলৌকিক......করিয়া"—কখনও

অশ্রুপাত রোম-হর্ষ হাস্য মূর্চ্ছা ঘর্ম্ম।
কৃষ্ণভক্তি-বিকারের যত আছে ধর্ম্ম॥
প্রভু-হরিদাস মাত্র নৃত্যে প্রবেশিলে।
সকল আসিয়া তান শ্রীবিগ্রহে মিলে॥
হেন সে আনন্দ-ধারা—তিতে সর্ব্ব অঙ্গ।
অতি পাষণ্ডীও দেখি পায় মহারঙ্গ॥
কিবা সে অদ্ভুত অঙ্গে শ্রীপুলকাবলী।
ব্রহ্মা-শিবো দেখিয়া হয়েন কুতূহলী॥ ৮॥
ফুলিয়া-গ্রামের যত ব্রাহ্মণ-সকল।
সবেই তাহানে দেখি হইলা বিহ্বল॥
সবার তাহানে বড় জন্মিল বিশ্বাস।
ফুলিয়ায় রহিলেন প্রভু-হরিদাস॥
গঙ্গা-স্নান করি নিরবধি হরিনাম।
উচ্চ করি লইয়া বুলেন সর্ব্ব স্থান॥
কাজি গিয়া মুলুকের অধিপতি-স্থানে।
কহিলেক তাহান সকল বিবরণে॥ ৯॥
"যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভালমতে তারে আনি করহ বিচার॥"
পাপীর বচন শুনি সেই পাপমতি।
ধরিয়া আনিল তানে অতি শীঘ্রগতি॥

কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাস-মহাশয়।
যবনের কি দায়, কালেরো নাহি ভয়॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া চলিলা সেই ক্ষণে।
মুলুক-পতির দ্বারে দিলা দরশনে॥ ১০॥
হরিদাস-ঠাকুরের শুনি আগমন।
হরিষ-বিষাদ হৈল যত সুসজ্জন॥
বড় বড় লোক যত আছে বন্দী-ঘরে।
তারা সব হৃষ্ট হৈলা শুনিয়া অন্তরে॥
পরম-বৈষ্ণব হরিদাস-মহাশয়।
তাঁরে দেখি বন্দী-দুঃখ পাইবেক ক্ষয়॥
রক্ষক-লোকেরে সবে সাধন করিয়া।
রহিলেন বন্দীগণ একদৃষ্টি হৈয়া॥ ১১॥
হরিদাস-ঠাকুর আইলা সেই স্থানে।
বন্দী সব দেখি কৃপাদৃষ্টি হৈল মনে॥
হরিদাস-ঠাকুরের চরণ দেখিয়া।
রহিলেন বন্দীগণ প্রণতি করিয়া॥
আজানু-লম্বিত ভুজ কমল নয়ন।
সর্ব্ব-মনোহর মুখ-চন্দ্র অনুপম॥
ভক্তি করি সবে করিলেন নমস্কার।
সবার হইল কৃষ্ণ-ভক্তির বিকার॥ ১২॥

চীৎকার করিয়া অদ্ভুত শব্দ করেন, আবার কখনও বা সেই শব্দের ভাল রকমে ব্যাখ্যা করেন।

৮। "কৃষ্ণভক্তি····· ধর্ম্ম" = কৃষ্ণপ্রেমানন্দ-বশে দেহে অশ্রু-কম্পাদি যে সমস্ত অসাধারণ, অপূর্ব্ব, বিসদৃশ ভাব-সমূহের উদয় হয়, তাহাই হইতেছে ভক্তি-বিকারের বা প্রেম-বিকারের ধর্ম্ম বা ক্রিয়া।

"আনন্দ-ধারা" = প্রেমানন্দ-জনিত নয়নাশ্রুধারা।

"তিতে" = ভিজিয়া যায়।

"মহারঙ্গ" = মহা আনন্দ।

"শ্রীপুলকাবলী" = রোমাঞ্চ-সমূহ।

৯। "কাজি" = ক্ষুদ্র যবন-বিচারক।

"মলুকের অধিপতি-স্থানে" = প্রদেশের মালিক বা অধীশ্বরের নিকট।

১০। "কালেরো" = যমকেও।

১১। "হরিষ-বিষাদ" = শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের দর্শনে সকলে আনন্দিত হইলেন, কিন্তু আবার, তাঁহাকে পীড়ন করিবে ভাবিয়া বিষণ্ণও হইলেন।

"সাধন করিয়া" = কত অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক রাজী করিয়া।

তা-সবার ভক্তি-ভাব দেখি হরিদাস।
বন্দী-সব দেখিয়া হইল কৃপা-হাস॥
"থাক থাক এখন আছহ যেন-রূপে।"
গুপ্ত আশীর্ব্বাদ করি হাসেন কৌতুকে॥
না বুঝিয়া তাহান সে দুর্জ্ঞেয় বচন।
বন্দী-সব হৈলা কিছু বিষাদিত-মন॥
তবে পাছে কৃপাযুক্ত হই হরিদাস।
গুপ্ত আশীর্ব্বাদ কহে করিয়া প্রকাশ॥ ১৩॥
"আমি তোমা-সবারে যে কৈল আশীর্ব্বাদ।
তার অর্থ না বুঝিয়া ভাবহ বিষাদ॥
মন্দ আশীর্ব্বাদ আমি কখনো না করি।
মন দিয়া সবে ইহা বুঝহ বিচারি॥
এবে কৃষ্ণ প্রতি তোমা-সবাকার মন।
যেন আছে এইমত থাকু সর্ব্বক্ষণ॥
এবে নিত্য কৃষ্ণনাম কৃষ্ণের চিন্তন।
সবে মেলি করিতে আছহ অনুক্ষণ॥ ১৪॥
এবে হিংসা নাহি কিছু প্রজার পীড়ন;
'কৃষ্ণ' বলি কাকুর্ব্বাদে করহ চিন্তন॥
আরবার গিয়া সে বিষয়ে প্রবর্ত্তিলে।
সবে ইহা পাসরিবে গেলে দুষ্ট-মেলে॥
সেই সব অপরাধ হবে পুনর্ব্বার।
বিষয়ের ধর্ম্ম এই শুন কথা সার॥
'বন্দী থাক' হেন আশীর্ব্বাদ নাহি করি।
'বিষয় পাসর'—অহর্নিশ বল হরি'॥ ১৫॥
ছলে করিলাম আমি এই আশীর্ব্বাদ।
তিলার্দ্ধেকো না ভাবিহ তোমরা বিষাদ॥
সর্ব্ব জীব প্রতি দয়া-দর্শন আমার।
কৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি হউ তোমা-সবাকার॥
চিন্তা নাহি, দিন দুই তিনের ভিতরে।
বন্ধন ঘুচিবে—এই কহিল তোমারে॥
বিষয়েতে থাক, কিবা থাক যথা তথা।
এই বুদ্ধি কভু না পাসরিহ সর্ব্বথা"॥ ১৬॥
বন্দী-সকলের করি শুভানুসন্ধান।
আইলেন মুলুকের অধিপতি-স্থান॥
অতি মনোহর তেজ দেখিয়া তাহান।
পরম গৌরবে বসিবারে দিল স্থান॥
আপনে জিজ্ঞাসে তানে মুলুকের পতি।
"কেনে ভাই! তোমার কিরূপ দেখি মতি॥
কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন।
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন॥ ১৭॥
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা তুমি ছাড় হই মহাবংশ-জাত॥
জাতি-ধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার।
পরলোকে কেমনে বা পাইবা নিস্তার॥
না জানিয়া যে কিছু করিলা অনাচার।
সে পাপ ঘুচাহ করি কল্‌মা-উচ্চার॥"
শুনি মায়া-মোহিতের বাক্য হরিদাস।
'অহো বিষ্ণুমায়া!' বলি হৈল মহা-হাস॥১৮॥

১৩। "পাছে" = পশ্চাতে; পরে।

১৫। "প্রজার পীড়ন" = লোকের উপর অত্যাচার। "কাকুর্ব্বাদ" = কাকুতি-মিনতি; দৈন্য। "প্রবর্ত্তিলে" = প্রবিষ্ট হইলে।

"দুষ্ট-মেলে" = অসতের সংস্রবে; দুষ্ট-সংসর্গে।

১৮। "তাহা" = সে আচার।

"মহাবংশ" = মুসলমান-রূপ উচ্চ বংশ।

"কল্‌মা" = কোরাণের বাক্য-বিশেষ; এই বাক্য দ্বারা 'মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম' বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়। "করি......উচ্চার" = কল্‌মা পড়িয়া। "মায়া-মোহিতের" = মায়া-বদ্ধ বা মোহান্ধ মুলুক-পতির। "এক" = সমান।

বলিতে লাগিলা তারে মধুর উত্তর।
"শুন বাপ! সবার সে একই ঈশ্বর॥
নাম-মাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে॥ ১৮॥
এক শুদ্ধ নিত্য-বস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয়॥
সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন।
সেইমত কর্ম্ম করে সকল ভুবন॥
সে প্রভুর নাম গুণ সকল জগতে।
বলেন সকলে মাত্র নিজ-শাস্ত্র-মতে॥ ১৯॥
যে ঈশ্বর সে পুনি সবার ভাব লয়।
হিংসা করিলেও সে তাহান হিংসা হয়॥
এতেকে আমারে সে ঈশ্বর যে-হেন।
লওয়াইয়াছে চিত্তে, করি আমি তেন॥
হিন্দু-কুলে কেহো যেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন॥ ২০॥
হিন্দু বা কি করে তারে, যার যেই কর্ম্ম।
আপনে যে মৈল, তারে মারিয়া কি ধর্ম্ম॥
মহাশয়! এবে তুমি করহ বিচার।
যদি দোষ থাকে, শাস্তি করহ আমার॥"

হরিদাস-ঠাকুরের সুসত্য বচন।
শুনিয়া সন্তোষ হৈল সকল যবন॥
সবে এক পাপী কাজী মুলুক-পতিরে।
বলিতে লাগিলা "শাস্তি করহ ইহারে॥২১॥
এই দুষ্ট আরো দুষ্ট করিবে অনেক।
যবন-কুলের অমহিমা আনিবেক॥
এতেকে ইহার শাস্তি কর ভালমতে।
নহে বা আপন-শাস্ত্র বলুক মুখেতে॥"
পুনঃ বলে মুলুকের পতি "আরে ভাই।
আপনার শাস্ত্র বল—তবে চিন্তা নাই॥
অন্যথা করিবে শাস্তি সব কাজীগণে।
বলিলাম পাছে আর লঘু হৈবে কেনে"॥২২॥
হরিদাস বলেন "যে করান ঈশ্বরে।
তাহা বহি কেহো আর করিতে না পারে॥
অপরাধ-অনুরূপ যার যেই ফল।
ঈশ্বর সে করে—ইহা জানিহ কেবল॥
খণ্ড খণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরি-নাম॥"
শুনিয়া তাহান বাক্য মুলুকের পতি।
জিজ্ঞাসিল এবে কি করিবা ইহা প্রতি॥ ২৩॥

১৯। "নাম-মাত্র .....যবনে"=কেবল ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকে এইমাত্র তফাৎ, যেমন মুসলমানে বলে 'আল্লা বা খোদা', হিন্দুতে বলে 'হরি বা কৃষ্ণ' বা রাম। "এক"=অদ্বিতীয়। "শুদ্ধ"=নির্ম্মল। "নিত্য-বস্তু"=অবিনশ্বর। "অখণ্ড"=অপরিচ্ছিন্ন; সম্পূর্ণ। "অব্যয়=অক্ষয়। ২০। "পুনি"=কিন্তু। "যে-হেন"=যেরূপ। ২১। "মৈল"=মরিল। ২২। "অমহিমা"=অপযশ; অখ্যাতি। ২৩। "আর"=অন্য কিছু। "খণ্ড.................হরিনাম"=শ্রীহরিনামে এতাদৃশ অসাধারণ দৃঢ় বিশ্বাস বহু বহু জন্মের সুকৃতির ফলে, বহু বহু জন্মের ভজনের ফলে লাভ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ হরিনাম ব্যতীত জীবের আর অন্য কোনও গতি নাই; বিশেষতঃ এই কলিযুগে নাম ব্যতীত দান ধ্যান যাগ যজ্ঞ তপ যোগ প্রভৃতি অন্য আর কোনও সাধনাই নাই; সর্ব্বশাস্ত্রেই তারস্বরে বলিতেছেন—'একমাত্র হরিনামের আশ্রয় গ্রহণ কর, হরিনামই একমাত্র গতি।'

বৃহন্নারদীয়-পুরাণে বলিতেছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

এই বাক্য দ্বারা স্পষ্টরূপেই ইহা নির্দ্দেশ করিয়া

কাজী বলে "বাইশ বাজারে বেড়ি মারি।
প্রাণ লহ, আর কিছু বিচার না করি॥
বাইশ বাজারে মারিলেও যদি জীয়ে।
তবে জানি জ্ঞানী—সব সাঁচা কথা কহে॥"
পাইক-সকলে ডাকি তর্জ্জ করি কহে।
"এমত মারিবি যেন প্রাণ নাহি রহে॥
যবন হইয়া যেবা হিন্দুয়ানি করে।
প্রাণান্ত হইলে শেষে এ পাপেতে তরে" ॥২৪॥
পাপীর বচনে সেহ পাপী আজ্ঞা দিল।
দুষ্টগণে আসি হরিদাসেরে ধরিল॥
বাজারে বাজারে সব বেড়ি দুষ্টগণে।
মারয়ে নির্জ্জীব করি মহাক্রোধ-মনে॥

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্মরণ করেন হরিদাস।
নামানন্দে দেহে দুঃখ না হয় প্রকাশ॥
দেখি হরিদাস-দেহে অত্যন্ত প্রহার।
সুজন সকল দুঃখ ভাবেন অপার॥ ২৫ ॥
কেহো বলে "উৎসিন্ন হইবে সর্ব্ব রাজ্য।
সে নিমিত্তে করে সুজনেরে হেন কার্য্য॥"
রাজা উজিরেরে কেহো শাপে ক্রোধ-মনে।
মারামারি করিতেও উঠে কোনো জনে॥
কেহো গিয়া যবনগণের পায়ে ধরে।
"কিছু দিব, অল্প করি মারহ উহারে॥"
তথাপিহ দয়া নাহি জন্মে পাপিগণে।
বাজারে বাজারে মারে মহাক্রোধ-মনে ॥২৬॥

দিতেছেন যে, হরিনাম ব্যতীত অন্য আর কোনও প্রকারে পরিত্রাণ-লাভের উপায় নাই।

স্কন্দপুরাণে বলিতেছেন :—

তথাচৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরি-কীর্ত্তনং।
কলৌ যুগে বিশেষেণ বিষ্ণু-প্রীত্যৈ সমাচরেৎ॥

এই বাক্য দ্বারা স্পষ্টরূপে ইহাই বলিতেছেন যে, সর্ব্ববিধ সাধনার মধ্যে শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনই হইতেছে শ্রেষ্ঠ সাধনা; সুতরাং বিশেষতঃ এই কলিযুগে, কেবল হরিনাম-কীর্ত্তনেরই অনুষ্ঠান করিবে, অন্য আর কোনও অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই।

আদিপুরাণে বলিতেছেন :—

নামৈব পরমো ধর্ম্মো নামৈব পরমন্তপঃ।
নামৈব পরমো বন্ধুর্নামৈব জগতাং গতিঃ॥

এই নাম শুচি অশুচি সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্ব-স্থানে এবং সর্ব্ব-সময়েই কীর্ত্তন করা যাইতে পারে ও করা কর্ত্তব্য, তাহাতে বিধি-নিষেধের কোনও বন্ধন নাই। শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-মার্গের সাধনাবস্থাতে ত নাম-কীর্ত্তন আছেই, যেহেতু নাম-কীর্ত্তনই হইতেছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সহজ ভজন, পরন্তু সিদ্ধাবস্থাতেও নামকীর্ত্তনও অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবর্ষি শ্রীনারদ-মহাশয়, যাঁহার স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল সর্ব্বত্রাপ্রতিহত-গতি, যিনি শ্রীভগবানের নিত্য-পার্ষদ, তিনিও অনুক্ষণ শ্রীহরি-নাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছেন। হরিনাম-কীর্ত্তনের ন্যায় পরমানন্দের বস্তু আর দ্বিতীয় নাই। পরম-গতি লাভ করিতে হইলেও, হরিনাম ব্যতীত দ্বিতীয় উপায় আর কিছুই নাই।

২৪। "বাইশ……মারি" = বাইশটী বাজারের প্রত্যেক বাজারে লইয়া লইয়া মারিয়া মারিয়া।

"তবে……কহে" = তবেই বুঝিতে পারিব যে, হাঁ যথার্থ সাধু বটে এবং যাহা বলিতেছে, তাহা সবই সত্য বটে। "পাইক" = পেয়াদা; বর্কন্দাজ।

২৫। "নামানন্দে….. প্রকাশ" = ইহা হইল হরিনাম কৃষ্ণনামের স্বাভাবিক ফল।

২৬। "উৎসিন্ন" = উচ্ছন্ন; উজাড়; ছারেখারে।

"সুজনেরে হেন কার্য্য" = সাধুলোকের প্রতি এরূপ অত্যাচার। "উজির" = মন্ত্রী।

কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাসের শরীরে।
অল্প দুঃখও নাহি জন্মে এতেক প্রহারে॥
অসুর-প্রহারে যেন প্রহ্লাদ-বিগ্রহে।
কোনো দুঃখ না জন্মিল সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে॥
এইমত যবনের অশেষ প্রহারে।
দুঃখ না জন্মায় হরিদাস-ঠাকুরেরে॥
হরিদাস-স্মরণেও এ দুঃখ সর্ব্বথা।
ছিণ্ডে সেই ক্ষণে—হরিদাসের কি কথা॥২৭॥
সবে যে সকল পাপিগণে তাঁরে মারে।
তারি লাগি দুঃখ মাত্র ভাবেন অন্তরে॥
"এ সব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ॥"
এইমত পাপিগণ নগরে নগরে।
প্রহার করয়ে হরিদাস-ঠাকুরেরে॥
দৃঢ় করি মারে তারা প্রাণ লইবারে।
মনস্পথো নাহি হরিদাস-ঠাকুরেরে॥ ২৮॥

বিস্মিত হইয়া ভাবে সকল যবনে।
"মনুষ্যের প্রাণ কি রহয়ে এ মারণে॥
দুই তিন বাজারে মারিলে লোক মরে।
বাইশ বাজারে মারিলাঙ যে ইহারে॥
মরেও না, আরো দেখি হাসে ক্ষণে ক্ষণে।"
"এ পুরুষ পীর বা!"—সবেই ভাবে মনে॥
যবন-সকল বলে "ওহে হরিদাস।
তোমা হৈতে আমা-সবার হইবেক নাশ॥২৯॥
এত প্রহারেও প্রাণ না যায় তোমার।
কাজী প্রাণ লইবেক আমা-সবাকার॥"
হাসিয়া বলেন হরিদাস মহাশয়।
"আমি জীলে তোমা-সবার মন্দ যদি হয়॥
তবে আমি মরি এই দেখ বিদ্যমান।"
এত বলি আবিষ্ট হইলা করি ধ্যান॥
সর্ব্ব-শক্তি-সমন্বিত প্রভু হরিদাস।
হইলেন আবিষ্ট কোথাও নাহি শ্বাস॥ ৩০॥

"কিছু দিব" = কিছু টাকা পয়সা বক্সিস্ দিব।

২৭। "প্রহ্লাদ-বিগ্রহে" = প্রহ্লাদের দেহে; হরিদাস-ঠাকুর হইতেছেন শ্রীপ্রহ্লাদের অবতার।

"হরিদাস......কথা" = যে হরিদাস-ঠাকুরের স্মরণ করিলেও যখন অন্যের দুঃখ তৎক্ষণাৎ দুরীভূত হয়, তখন সে হরিদাসের নিজের দুঃখ যে কিছু হইতে না থাকিতেই পারে না, তার আবার কথা কি?

২৮। "সবে.........অন্তরে" = তবে হরিদাস-ঠাকুরের দুঃখ হইতেছে কেন?—না, যে সব পাপিষ্ঠেরা তাঁহাকে মারিতেছেন, তিনি যদিও তাঁহাদের কোনও অনিষ্ট চিন্তা না করিয়া সর্ব্বান্তঃ-করণে তাহাদিগকে ক্ষমা করিতেছেন, তথাপি শ্রীভগবান্ যে তাহাদের এবম্বিধ অত্যাচার কদাচ সহ্য করিবেন না এবং তন্নিমিত্ত তাহাদের নরক-যন্ত্রণাদি অশেষ যন্ত্রণা-ভোগ হইবে, কেবলমাত্র এই ভাবিয়াই তিনি দুঃখে কাতর হইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, কৃষ্ণভক্তগণের এতাদৃশ মহত্ত্বই হইতেছে স্বাভাবিক (characteristic)—তাঁহাদের তাড়ন-পীড়নাদি মহা অনিষ্ট সাধন করিলেও, তাঁহারা কাহারও অনিষ্ট-চেষ্টা বা তচ্চিন্তা পর্য্যন্তও না করিয়া বরং তাহার মঙ্গল কামনাই করিয়া থাকেন।

"মোর দ্রোহে" = আমার প্রতি অত্যাচার করায়।

"দৃঢ়...... ....ঠাকুরেরে" = হরিদাস-ঠাকুরকে মারিয়া ফেলিবার জন্য তাহারা যে এত করিয়াও তাঁহাকে প্রহার করিতেছে, তাহাতে তিনি একটুও ব্যথা অনুভব করিতেছেন না, উহা একবারও তাঁহার মনেই উঠিতেছে না। কৃষ্ণ-গত-চিত্তে বাহ্যিক সুখ দুঃখের স্মৃতি বা অনুভূতি স্বতঃই লোপ পাইয়া যায়।

দেখিয়া যবনগণ বিস্ময় হইল।
মুলুক-পতির দ্বারে লইয়া ফেলিল॥
"মাটি দেহ লৈয়া" বলে মুলুকের পতি।
কাজী কহে "তবে ত পাইবে ভাল গতি॥
বড় হই যেন করিলেক নীচ কর্ম্ম।
অতএব ইহারে জুয়ায় সেই ধর্ম্ম॥
মাটি দিলে পরকালে হইবেক ভাল।
গাঙ্গে ফেল যেন দুঃখ পায় চিরকাল" ॥৩১॥
কাজীর বচনে সব ধরিয়া যবনে।
গাঙ্গে ফেলাইতে সবে তোলে গিয়া তানে॥
গাঙ্গে নিতে তোলে যদি যবন-সকল।
বসিলেন হরিদাস পরম নিশ্চল॥
ধ্যানানন্দে বসিলা ঠাকুর-হরিদাস।
'বিশ্বম্ভর' দেহে আসি করিলা প্রকাশ॥
বিশ্বম্ভর-অধিষ্ঠান হইল শরীরে।
কার শক্তি আছে হরিদাসে নাড়িবারে॥৩২॥

মহা-বলবন্ত সব চতুর্দ্দিকে ঠেলে।
মহা-স্তম্ভ-প্রায় প্রভু আছেন নিশ্চলে॥
কৃষ্ণানন্দ-সুধাসিন্ধু মধ্যে হরিদাস।
মগ্ন হই আছেন—বাহ্য নাহিক প্রকাশ॥
কিবা অন্তরীক্ষে কিবা পৃথিবী গঙ্গায়।
না জানেন হরিদাস আছেন কোথায়॥
প্রহ্লাদের যে-হেন স্মরণ কৃষ্ণ-ভক্তি।
সেইমত হরিদাস-ঠাকুরের শক্তি॥ ৩৩॥
হরিদাসে এই সব কিছু চিত্র নহে।
নিরবধি গৌরচন্দ্র যাহান হৃদয়ে॥
রাক্ষসের বন্ধন যে-হেন হনূমান্।
ইচ্ছায় লইলা করি ব্রহ্মার সম্মান॥
এইমত হরিদাসো যবন-প্রহার।
জগতের শিক্ষা লাগি করিলা স্বীকার॥
"অশেষ দুর্গতি হয়, যদি যায় প্রাণ।
তথাপিহ বদনে না ছাড়ি হরিনাম" ॥ ৩৪॥

২৯। "পীর" = সিদ্ধ-পুরুষ; মুসলমানেরা তাহাদের সিদ্ধ-পুরুষকে 'পীর' বলে।

৩০। "জীলে" = বাচিয়া থাকিলে।

"বিদ্যমান" = সাক্ষাৎ; প্রত্যক্ষ।

"আবিষ্ট" = সমাধি-গত; সমাহিত-চিত্ত; শ্রীভগবানে লীন-চিত্ত; তন্ময়।

৩১। "মাটি দেহ লৈয়া" = ইহাকে লইয়া কবর দাও, গোর দাও।

"বড়...............ধর্ম্ম" = মুসলমান-রূপ উচ্চ কুলে জন্মিয়া হিন্দুর আচার-রূপ নীচ কার্য্য যেমন করিল, সেইমত নীচ গতি প্রাপ্তিই ইহার যোগ্য হয়।

"গাঙ্গে" = নদীতে।

৩২। "বিশ্বম্ভর" = বিরাট্ পুরুষ শ্রীভগবান্।

৩৩। "মহা-স্তম্ভ-প্রায়" = বিশাল একটা থামের মত।

"নিশ্চলে" = অটল-ভাবে।

"কৃষ্ণানন্দ..... কোথায়" = শ্রীহরিদাস-ঠাকুর তখন কৃষ্ণ-প্রেমানন্দ-সাগরে ডুবিয়া রহিয়াছেন; তখন তাঁহার বাহ্য জ্ঞান একেবারেই লোপ পাইয়াছে—তিনি তখন শূন্যে (আকাশে) আছেন, কি স্থলে, কি জলে, কি কোথায় যে রহিয়াছেন, সে জ্ঞান তাঁহার আর আদৌ নাই।

"যে-হেন স্মরণ কৃষ্ণ-ভক্তি" = প্রেমভক্তি-জনিত কৃষ্ণ-স্মরণ-প্রভাবে যেরূপ অলৌকক শক্তি লাভ হয়।

৩৪। "চিত্র" = আশ্চর্য্য।

"রাক্ষসের.........স্বীকার" = রাম-রাবণের যুদ্ধ সময়ে ভক্তরাজ শ্রীহনূমান্ যেমন ব্রহ্মাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত ইন্দ্রজিৎ-নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন ইচ্ছা পূর্ব্বক স্বীয় অঙ্গ পাতিয়া লইয়াছিলেন

অন্যথা গোবিন্দ হেন রক্ষক থাকিতে।
কার শক্তি আছে হরিদাসেরে লঙ্ঘিতে ॥
হরিদাস-স্মরণেও এ দুঃখ সর্ব্বথা।
খণ্ডে সেই ক্ষণে—হরিদাসের কি কথা ॥
সত্য সত্য হরিদাস জগত-ঈশ্বর।
চৈতন্যচন্দ্রের মহা-মুখ্য অনুচর ॥
দেখিয়া অদ্ভুত শক্তি সকল যবন ॥
সবার খণ্ডিল হিংসা—ভাল হৈল মন ॥ ৩৫ ॥

সেইরূপ শ্রীহরিদাস-ঠাকুরও জগৎকে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-বিষয়ে সহগুণ শিক্ষা দিবার জন্য অর্থাৎ তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইতে এবং সহস্র সহস্র দুঃখেও কদাচ হরিনাম ত্যাগ না করিতে শিখাইবার নিমিত্তই, ম্লেচ্ছের ভীষণাতিভীষণ প্রহার স্বয়ং অম্লান-বদনে সহ্য করিয়া গায়ে মাখিয়া লইলেন।

৩৫। "অন্যথা.......... লঙ্ঘিতে"—জগতের শিক্ষা হেতু, শ্রীহরিদাস নিজে ইচ্ছা পূর্ব্বক যবনের প্রহার অঙ্গে করিয়া লইলেন বলিয়া, তাহারা তাঁহাকে মারিতে পারিল, নতুবা কৃষ্ণ যার রক্ষক, তাঁর গায়ে হাত তোলে কার সাধ্য ?

"হরিদাস......কথা"—ব্যাখ্যা ২৭ দাগে দ্রষ্টব্য।

"সত্য .. . অনুচর"—শ্রীহরিদাস-ঠাকুর জগৎপতি ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের যথার্থই একজন বিশেষ অন্তরঙ্গ ও শ্রেষ্ঠ পার্ষদ বটে।

ইহার পরেই কোনও কোনও মুদ্রিত পুস্তকে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত তিনটী পয়ার দৃষ্ট হয়, যথা :—

"হেনমতে হরিদাস ভাসেন গঙ্গায়।
ক্ষণেকে হইল বাহ্য ঈশ্বর-ইচ্ছায় ॥
চৈতন্য পাইয়া হরিদাস মহাশয়।
তীরে আসি উঠিলেন পরানন্দময় ॥
সেইমতে আইলেন ফুলিয়া-নগরে।
কৃষ্ণ-নাম বলিতে বলিতে উচ্চস্বরে ॥"

কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, এই পয়ার তিনটী এখানে থাকিলে পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ সম্বন্ধ বশতঃ ইহা নিতান্ত অসংলগ্ন হইয়া যায়, যেহেতু মূল-গ্রন্থে ইহার পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, যবনেরা তাঁহাকে গঙ্গায় ফেলিবার চেষ্টা করিতে যাইয়া, তাঁহাকে এরূপ পর্ব্বতের ন্যায় অচল দেখিল যে, তাঁহাকে একটুও নাড়িতে পারিল না ; সুতরাং বুঝা যাইতেছে, তাঁহাকে গঙ্গায় ফেলিতেও পারিল না। অতএব গঙ্গায় যখন আদৌ ফেলিতেই পারিল না, তখন

হেনমতে হরিদাস ভাসেন গঙ্গায়।

ইত্যাদি পয়ার দুইটার যোজনা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে ? এরূপ কথা বলিলে ত পূর্ব্বের সহিত একেবারেই সামঞ্জস্য থাকে না। তার পর শেষ পয়ারটীতে বলা হইতেছে

"সেইমতে আইলেন ফুলিয়া-নগরে।"

এখন মূল-গ্রন্থে দেখুন, পরের পয়ারগুলিতে বলিতেছেন, অতঃপর মুলুকপতি পর্য্যন্ত যবনগণ তাঁহার প্রভূত সম্মান করিল ; কিন্তু কথা হইতেছে, তিনি যদি ফুলিয়া-নগরে চলিয়াই আসিলেন, তবে যবনেরা তাঁহার সম্মান করিল কিরূপে এবং কখনই বা করিল, আর কোথায়ই বা করিল ? যবনেরা ত আর ফুলিয়া-নগরে আসে নাই, তাহারা তাহাদের সেই খানে থাকিয়াই হরিদাস-ঠাকুরের সম্মান করিল বলিয়া মূল-গ্রন্থে পরের পয়ারগুলিতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহার পর তবে তিনি ফুলিয়ায় আসিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যথা মূল-গ্রন্থের ৩৮ দাগে বলিতেছেন দেখুন—

যবনেরে কৃপা-দৃষ্টি করিয়া প্রকাশ।
ফুলিয়ায় আইলা ঠাকুর-হরিদাস ॥

সুতরাং এই সমস্ত বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা

'পীর' জ্ঞান করি সবে কৈল নমস্কার।
সকল যবনগণ পাইল নিস্তার॥
কতক্ষণে বাহ্য পাইলেন হরিদাস।
মুলুক-পতিরে চাহি হৈল কৃপা-হাস॥
সম্ভ্রমে মুলুক-পতি যুড়ি দুই কর।
বলিতে লাগিলা কিছু বিনয়-উত্তর॥
"সত্য সত্য জানিলাম তুমি মহা-পীর।
'এক'-জ্ঞান তোমার সে হইয়াছে স্থির॥ ৩৬॥
যোগী জ্ঞানী সব যত মুখে মাত্র বলে।
তুমি সে পাইলা সিদ্ধি মহা-কুতূহলে॥
তোমারে দেখিতে মুই আইনু এথারে।
সব দোষ মহাশয়! ক্ষমিবে আমারে॥
সকল তোমার সম—শত্রু মিত্র নাই।
তোমা চিনে হেন জন ত্রিভুবনে নাই॥
চল তুমি—শুভ কর আপন-ইচ্ছায়।
গঙ্গা-তীরে থাক গিয়া নির্জ্জন গোফায়॥৩৭॥
আপন-ইচ্ছায় "তুমি থাক যথা তথা।
যে তোমার ইচ্ছা তাই করহ সর্ব্বথা॥"

হরিদাস-ঠাকুরের চরণ দেখিলে।
উত্তমের কি দায়—যবনো দেখি ভুলে॥
এত ক্রোধে আনিলেক মারিবার তরে।
'পীর'-জ্ঞান করি আরো পায়ে পাছে ধরে॥
যবনেরে কৃপা-দৃষ্টি করিয়া প্রকাশ।
ফুলিয়ায় আইলা ঠাকুর-হরিদাস॥ ৩৮॥
উচ্চ করি 'হরিনাম' লইতে লইতে।
আইলেন হরিদাস ব্রাহ্মণ-সভাতে॥
হরিদাসে দেখি ফুলিয়ার বিপ্রগণ।
সবেই হইলা অতি পরানন্দ-মন॥
'হরিধ্বনি' বিপ্রগণ লাগিলা করিতে।
হরিদাস লাগিলেন আনন্দে নাচিতে॥
অদ্ভুত অনন্ত হরিদাসের বিকার।
অশ্রু কম্প হাস্য মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার॥ ৩৯॥
আছাড় খায়েন হরিদাস প্রেমরসে।
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ মহানন্দে ভাসে॥
স্থির হই ক্ষণেকে, বসিলা হরিদাস।
বিপ্রগণ বসিলেন বেঢ়ি চারি পাশ॥

যায় যে, উক্ত তিনটী পয়ারের যোজনা এখানে হইতেই পারে না; তন্নিমিত্ত উহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

৩৬। "পীর......নিস্তার"=শ্রীভগবান্‌কে হেলায়, শ্রদ্ধায় বা যে কোনও প্রকারে হউক নমস্কার করিলে, যেমন জীবের সর্ব্ব বন্ধন মুক্ত হইয়া পরিত্রাণ লাভ হইয়া থাকে, তদ্রূপ তদীয় বিগ্রহ-স্বরূপ শ্রীবৈষ্ণবকেও নমস্কার করিলে, তাহাই হইয়া থাকে।

"হৈল কৃপা হাস"=এই হাসি দ্বারা তিনি উঁহার প্রতি কৃপা প্রকাশই করিলেন এবং ইঙ্গিতে ইহাই বলিলেন, তুমি যে আমাকে এত মারিয়াছ তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই, তজ্জন্য তুমি একটুও ভাবিও না; ইহাতে তোমার অনিষ্ট না হইয়া বরং মঙ্গলই হউক।

"এক-জ্ঞান..... স্থির"=ঈশ্বর যে এক বই আর দ্বিতীয় নাই এবং সকলেরই ঈশ্বর যে একই, আর তিনিই যে একমাত্র নিত্য ও সত্য বস্তু, এই জ্ঞান তোমার দৃঢ়-নিশ্চয় হইয়াছে।

৩৭। "গোফা"=মাটীর নীচে হইতে নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ঘর বা ছাপ্পর।

৩৮। "উত্তমের কি দায়"=ভাল লোকের কথা দূরে থাকুক, এমন কি।

৩৯। "ব্রাহ্মণ-সভাতে"=ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীতে; ব্রাহ্মণগণের মধ্যে।

"বিকার"=প্রেম-বিকার।

হরিদাস বলেন "শুনহ বিপ্রগণ।
দুঃখ না ভাবিহ কিছু আমার কারণ॥
প্রভু-নিন্দা আমি যে শুনিলাম অপার।
তার শাস্তি করিলেন ঈশ্বর আমার॥ ৪০॥
ভাল হৈল ইথে বড় পাইনু সন্তোষ।
অল্প শাস্তি করি ক্ষমিলেন বড় দোষ॥
কুম্ভীপাক হয় বিষ্ণু-নিন্দন-শ্রবণে।
তাহা আমি বিস্তর শুনিল পাপ-কাণে॥
যোগ্য শাস্তি করিলেন ঈশ্বর তাহার।
হেন পাপ আর যেন নহে পুনর্ব্বার॥"
হেনমতে হরিদাস বিপ্রগণ-সঙ্গে।
নির্ভয়ে করেন সঙ্কীর্ত্তন মহা-রঙ্গে॥ ৪১॥
তাহানেও দুঃখ দিল যে সব যবনে।
সবংশে উর্ভিষ্ট তারা হৈল কত দিনে॥
তবে হরিদাস গঙ্গা-তীরে গোফা করি।
থাকেন বিরলে অহর্নিশ 'কৃষ্ণ' স্মরি॥
তিন লক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ।
গোফা হৈল তান যেন বৈকুণ্ঠ-ভুবন॥
মহা-নাগ বৈসে সেই গোফার ভিতরে।
তার জ্বালা প্রাণিমাত্র সহিতে না পারে॥৪২॥

হরিদাস-ঠাকুরেরে সম্ভাষা করিতে।
যতেক আইসে কেহো না পারে রহিতে॥
পরম বিষের জ্বালা সবেই পায়েন।
হরিদাস পুনি ইহা কিছু না জানেন॥
বসিয়া করেন যুক্তি সর্ব্ব বিপ্রগণে।
হরিদাস-আশ্রমে এতেক জ্বালা কেনে॥
সেই ফুলিয়ায় বৈসে মহা-বৈদ্যগণ।
তারা আসি জানিলেক সর্পের কারণ॥ ৪৩॥
বৈদ্য বলিলেক "এই গোফার তলায়।
মহা এক নাগ আছে তাহার জ্বালায়॥
রহিতে না পারে কেহো কহিল নিশ্চয়।
হরিদাস সত্বরে চলুন অন্যাশ্রয়॥
সর্পের সহিত বাস কভু যুক্ত নহে।
চল সবে কহি গিয়া তাঁহার আশ্রয়ে॥"
তবে সবে আসি হরিদাস-ঠাকুরেরে।
কহিল বৃত্তান্ত সেই গোফা ছাড়িবারে॥
"মহা-নাগ বৈসে এই গোফার ভিতরে।
তাহার জ্বালায় কেহো রহিতে না পারে॥৪৪
অতএব এ স্থানে রহিতে যোগ্য নয়।
অন্য স্থানে আসি তুমি করহ আশ্রয়॥"

৪০। "প্রভু-নিন্দা" = যবনের মুখে আমার প্রভু শ্রীহরির নিন্দা।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—

নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বংস্তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভগবান্ বা ভক্তের নিন্দা শুনিয়া তথা হইতে অন্যত্র চলিয়া না যায়, সে পুণ্যহীন হইয়া নরকে গমন করে।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বলিতেছেন, অসমর্থের পক্ষেই এই অন্যত্র গমন-বিধি, কিন্তু সমর্থ ব্যক্তি ঐ নিন্দাকারীর জিহ্বা ছেদন করিবেন; তাহা না করিলে নিজের, প্রাণ পর্য্যন্তও ত্যাগ করিবেন।

৪১। "কুম্ভীপাক" = নরক-বিশেষ; ইহাতে তপ্ততৈল অবিরত টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে। নিজ-দেহ বলিষ্ঠ হইবে বলিয়া, যাহারা অপর প্রাণী বিনাশ করিয়া ভক্ষণ করে, যমদূতেরা তাহাদিগকে ঐ তপ্ততৈলে ডুবাইয়া যন্ত্রণা দেয়।

৪২। "মহা-নাগ" = বৃহৎ বিষধর সর্প।

৪৩। "হরিদাস পুনি......জানেন" = শ্রীহরিদাস কিন্তু ঐ বিষ-জ্বালা কিছুই অনুভব করেন না।

"তোমরা যে জিজ্ঞাসিলে—এ বড় রহস্য।
যদ্যপি অকথ্য, তবু কহিব অবশ্য॥
হরিদাস-ঠাকুরের দেখিয়া আবেশ।
তোমরা যে ভক্তি বড় করিলা বিশেষ॥
তাহা দেখি ও ব্রাহ্মণ ঢাঙ্গাতি করিয়া।
পড়িলা মাশ্চর্য্য-বুদ্ধ্যে আছাড় খাইয়া॥৫৪॥
আমার কি নৃত্য-সুখ ভঙ্গ করিবারে।
আহার্য্যে মাশ্চর্য্যে কোনো জন শক্তি ধরে॥
হরিদাস-সঙ্গে স্পর্দ্ধা মিথ্যা করি করে।
অতএব শাস্তি বহু করিল উহারে॥
'বড়-লোক করি' লোকে জানুক্ আমারে।
আপনারে প্রকটাই ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে॥
এ সকল দাম্ভিকের কৃষ্ণ-প্রীতি নাই।
অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণ-ভক্তি পাই॥ ৫৫॥
এই যে দেখিলা—নাচিলেন হরিদাস।
ও নৃত্য দেখিলে সর্ব্ব-বন্ধ হয় নাশ॥
হরিদাস-নৃত্যে কৃষ্ণ নাচেন আপনে।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় ও নৃত্য-দর্শনে॥
উহান সে যোগ্য পদ 'হরিদাস'-নাম।
নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র হৃদয়ে উহান॥
সর্ব্ব-ভূত-বৎসল সবার উপকারী।
ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতি জন্মে অবতারী॥ ৫৬॥
উঁহি সে নিরপরাধ বিষ্ণু-বৈষ্ণবেতে।
স্বপ্নেও উহান দৃষ্টি না যায় বিপথে॥
তিলার্দ্ধ উহান সঙ্গ যে জীবের হয়।
সে অবশ্য পায় কৃষ্ণ-পাদপদ্মাশ্রয়॥
ব্রহ্মা-শিবো হরিদাস-হেন ভক্ত-সঙ্গ।
নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ॥
'জাতি কুল নিরর্থক' সবে বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচ-কুলে প্রভুর আজ্ঞাতে॥ ৫৭॥
'অধম কুলেতে যদি বিষ্ণু-ভক্ত হয়।
তথাপি সেই সে পূজ্য'—সর্ব্ব-শাস্ত্রে কয়॥

৫৩। "মুড়ে" = মাথায়।
"নির্ঘাত" = বেদম; ভীষণ।
৫৪। "এ বড় রহস্য" = ইহা অতি গুপ্তকথা।
"অকথ্য" = বলা উচিত নয়।
"ঢাঙ্গাতি" = ঢং; কপটতা; ভণ্ডামি।
"মাশ্চর্য্য-বুদ্ধ্যে" = শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের উপর হিংসা করিয়া।
৫৫। "আহার্য্য" = কপটতা; ভণ্ডামি।
"মাশ্চর্য্য" = মাৎসর্য্য অর্থাৎ পরশ্রী-কাতরতা; পরের ভাল দেখিতে না পারা বা পরের প্রশংসা সহ্য করিতে না পারার নাম মাৎসর্য্য; হিংসা।
"স্পর্দ্ধা" = আড়াআড়ি; পাল্লাপল্লি।
"প্রকটাই" = মিথ্যা জাহির করিয়া।
"অকৈতব" = নিষ্কপট।

৫৬। "সর্ব্ব-বন্ধ" = জন্ম, মৃত্যু, সংসার-বন্ধনাদি সর্ব্ববিধ বন্ধন।
'উহান……নাম" = উঁহার 'হরিদাস' নাম ঠিক উপযুক্তই হইয়াছে—উনি যথার্থই হরি-দাস অর্থাৎ শ্রীহরির প্রকৃত দাসই বটেন।
"নিরবধি .... উহান" = এতৎ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন :—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

পয়ারে ইহার ভাবার্থ বলিতেছেন :—

আমার হৃদয়ে থাকে ভক্ত নিরন্তর।
ভক্ত-হৃদে বাস মম শুন বিপ্রবর॥

"সর্ব্ব-ভূত-বৎসল" = সর্ব্ব জীবের প্রতি স্নেহময়

উত্তম কুলেতে জন্মি শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।
কুলে তার কি করিবে, নরকেতে মজে॥
এই সব বেদ-বাক্য-সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে॥
প্রহ্লাদ যে-হেন দৈত্য, কপি হনুমান্।
এইমত হরিদাস নীচ-জাতি নাম॥ ৫৮॥
হরিদাস-স্পর্শ-বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন॥
স্পর্শের কি দায়, দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্ব জীবের অনাদি-কর্ম্ম-ফাঁস॥
হরিদাস-আশ্রয় করিবে যেই জন।
তারে দেখিলেও খণ্ডে সংসার-বন্ধন॥
শত বর্ষে শত মুখে উহান মহিমা।
কহিলেও নাহি পারি করিবারে সীমা॥ ৫৯॥
ভাগ্যবন্ত তোমরা সে—তোমা সবা হৈতে।
উহান মহিমা কিছু আইল মুখেতে॥

ও দয়ালু। "অবতারী" = অবতীর্ণ হন; জন্মান।

৫৭। "রঙ্গ" = আনন্দ; ঔৎসুক্য।

"জাতি .....বুঝাইতে" = উচ্চ জাতি, উচ্চ কুল ইত্যাদি সব কিছুই নহে এবং জাতি-কুলাদির অহঙ্কার করা যে একেবারেই মিছা, ইহা বুঝাইবার জন্য।

৫৮। "অধম .. ...কয়" = এতৎ-সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলিতেছেন, যথা:—

সঙ্কীর্ণ-যোনয়ঃ পূতা যে ভক্তা মধুসূদনে।
ম্লেচ্ছ-তুল্যাঃ কুলীনাস্তে যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥
দ্বারকামাহাত্ম্য।

বিষ্ণুভক্তি-বিহীনা যে চাণ্ডালাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
চাণ্ডালা অপি বৈ শ্রেষ্ঠা হরিভক্তি-পরায়ণাঃ॥
বৃহন্নারদীয়-পুরাণ।

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ব-বর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥
পদ্মপুরাণ।

শ্বপচোঽপি মহীপাল! বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণুভক্তি-বিহীনো যো যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ॥
নারদপুরাণ।

চণ্ডালোঽপি মুনেঃ শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণঃ।
বিষ্ণুভক্তি-বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥
পদ্মপুরাণ।

"উত্তম......মজে" = এতৎ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন:—

মুখ-বাহূরু-পাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

"বেদ-বাক্য-সাক্ষী" = শাস্ত্র-বাক্যের সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত।

"নীচ-জাতি নাম" = নামমাত্র নীচজাতি, পরন্তু কৃষ্ণভক্তি আছে বলিয়া শ্রেষ্ঠজাতি হইতেও উত্তম।

৫৯। "হরিদাস......মজ্জন" = কৃষ্ণভক্ত এহেন পবিত্র পদার্থ যে, দেবতাগণও তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইতে বাসনা করেন; এমন কি ত্রিভুবন-পবিত্র-কারিণী পরম-পূত-সলিলা শ্রীগঙ্গা-দেবীও অভিলাষ করেন যে, পরমভক্ত হরিদাস ঠাকুর তাঁহাতে অবগাহন করুন। এতৎ-সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলিয়াছেন:—

অদ্যাপি চ মুনি-শ্রেষ্ঠা ব্রহ্মাদ্যা অপি দেবতাঃ।
প্রভাবং ন বিজানন্তি বিষ্ণুভক্তি-রতাত্মনাং॥
বৃহন্নারদীয়পুরাণ।

যত্র যত্র চ মদ্ভক্তাস্তত্র তত্র সুখানি চ।
গঙ্গাদি-সর্ব্বতীর্থানি বসন্তি তত্র সর্ব্বদা॥
আদিপুরাণ।

"স্পর্শের কি দায়" = স্পর্শের কথা দূরে থাকুক।

"অনাদি-কর্ম্ম-ফাঁস" = অনাদিকাল-সঞ্চিত-কর্ম্ম-

সকৃৎ যে বলিবেক 'হরিদাস'-নাম।
সত্য সত্য সেই যাইবেক কৃষ্ণ-ধাম॥"
এত বলি মৌন হইলেন নাগরাজ।
তুষ্ট হইলেন শুনি সজ্জন-সমাজ॥
হরিদাস-ঠাকুরের হেন অনুভাব।
কহিয়া আছেন পূর্ব্বে শ্রীবৈষ্ণব-নাগ॥ ৬০॥
সবার পরম-প্রীতি হরিদাস প্রতি।
নাগ-মুখে শুনিয়া বিশেষ হৈল অতি॥
হেন মতে বৈসেন ঠাকুর-হরিদাস।
গৌরচন্দ্র না করেন ভক্তির প্রকাশ॥
সর্ব্ব দিকে বিষ্ণুভক্তি-শূন্য সর্ব্ব জন।
উদ্দেশো না জানে কেহো কেমন কীর্ত্তন॥
কোথাও নাহিক বিষ্ণু-ভক্তির প্রকাশ।
বৈষ্ণবেরে সবেই করয়ে পরিহাস॥ ৬১॥
আপনা-আপনি সব সাধুগণ মেলি।
গায়েন 'শ্রীকৃষ্ণ'-নাম দিয়া করতালি॥
তাহাতেও দুষ্টগণ মহাক্রোধ করে।
পাষণ্ডী পাষণ্ডী মেলি বল্গিয়াই মরে॥
"এ বামুন-গুলা রাজ্য করিবেক নাশ।
ইহা সবা হৈতে হবে দুর্ভিক্ষ-প্রকাশ॥
এ বামুন-গুলা সব মাগিয়া খাইতে।
ভাবুক-কীর্ত্তন করি নানা ছলা পাতে॥ ৬২॥
গোসাঁইর শয়ন বরিষা চারি মাস।
ইহাতে কি জুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক॥
নিদ্রা-ভঙ্গ হইলে ক্রুদ্ধ হইবে গোসাঁই।
দুর্ভিক্ষ করিব দেশে—ইথে দ্বিধা নাই॥"
কেহো বলে "যদি ধান্যে কিছু মূল্য চড়ে।
তবে এ গুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে॥"

বন্ধন: গ্রন্থিপাপ-জনিত সংসার-বন্ধন।

৬০। "হেন.... ...নাগ"—যে বিষ্ণুভক্ত সর্প শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের আবাসে গর্ত্তের মধ্যে থাকিতেন, তিনি শ্রীহরিদাসের উক্তরূপ মহিমার কথা আগেই বলিয়া গিয়াছেন।

"সবার ·····অতি"=সকলেরই হরিদাস-ঠাকুরের প্রতি পূর্ব্ব হইতে ত প্রীতি জন্মিয়াই রহিয়াছে, তাহার উপর আবার ভক্ত-রূপী নাগের মুখে তাঁহার মহিমার কথা শ্রবণ করিয়া ঐ প্রীতি সাতিশয় বর্দ্ধিত হইল।

৬১। "সর্ব্ব দিকে·········কীর্ত্তন"=যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায়, সব দিকেই দেখা যায় যে, সমস্ত লোকই কৃষ্ণভক্তিহীন—কৃষ্ণভক্তির চিহ্নমাত্র কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না; আর শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন যে কিরূপ বস্তু, তাহার বিন্দুবিসর্গও কেহ জানে না বা তাহার খোঁজ-খবরও কেহ রাখে না।

৬২। "বল্গিয়াই মরে"=নিজেরা নিজেরা বগ্‌বগ্ করিয়াই মরে; হৈ চৈ করিয়াই মরে; মিছামিছি বকিয়া বকিয়াই মরে।

"এ বামুনগুলা রাজ্য .. নাশ"=এ বামনগুলোর উচ্চ কীর্ত্তন শুনিয়া মুসলমান রাজা ক্রোধান্বিত হইয়া দেশ উজাড় করিয়া দিবে।

"ইহা ···· প্রকাশ"=ইহাদের ডাকের চোটে দেবতারা জ্বালাতন হইয়া অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি দ্বারা দেশে দুর্ভিক্ষ আনিয়া দিবে।

"এ বামুনগুলা সব..........পাতে"=এ সব বামনগুলা কেবল মাগিয়া পাতিয়া পেট ভরাইবার জন্য দেখায় যে, তাহারা যেন কত ভাবে বিভোর হইয়া কীর্ত্তন করিতেছে এবং তাহারা নানা ছল-চাতুরী করিয়া বেড়ায়।

৬৩। "গোসাঁইর"=ঠাকুরের; শ্রীহরির।

"শয়ন........মাস"=শ্রাবণ/ভাদ্র মাসে শয়ন একাদশী হইতে কার্ত্তিক/অগ্রহায়ণ মাসে উত্থান একাদশী পর্য্যন্ত শ্রীহরির শয়ন-কাল চারি মাস।

কেহো বলে "একাদশী-নিশি-জাগরণে।
করিব গোবিন্দ-নাম করি উচ্চারণে ॥ ৬৩ ॥
প্রতিদিন উচ্চারণ করিয়া কি কাজ।"
এইরূপ বলে যত মধ্যস্থ-সমাজ ॥
দুঃখ পায় শুনিয়া সকল ভক্তগণ।
তথাপি না ছাড়ে কেহো হরি-সঙ্কীর্ত্তন ॥
ভক্তিযোগে লোকের দেখিয়া অনাদর।
হরিদাস দুঃখ বড় পায়েন অন্তর ॥
তথাপিহ হরিদাস উচ্চ-স্বর করি।
বলেন প্রভুর সঙ্কীর্ত্তন মুখ ভরি ॥ ৬৪ ॥
ইহাতেও অত্যন্ত দুষ্কৃতী পাপিগণ।
না পারে শুনিতে উচ্চ হরি-সঙ্কীর্ত্তন ॥
হরিনদী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুর্জ্জন।
হরিদাসে দেখি ক্রোধে বোলয়ে বচন ॥
"ওহে হরিদাস! এ কি ব্যভার তোমার।
ডাকিয়া যে নাম লহ, কি হেতু ইহার ॥
মনে মনে জপিবা—এই সে ধর্ম্ম হয়।
ডাকিয়া লইতে নাম কোন্ শাস্ত্রে কয় ॥৬৫॥
কার শিক্ষা—হরিনাম ডাকিয়া লইতে।
এই ত পণ্ডিত-সভা বলহ ইহাতে ॥"
হরিদাস বলেন "ইহার যত তত্ত্ব।
তোমরা সে জান হরিনামের মহত্ত্ব ॥
তোমরা-সবার মুখে শুনিয়া সে আমি।
বলিতেছি বলিবাঙ যেবা কিছু জানি ॥
উচ্চ করি লৈলে শতগুণ পুণ্য হয়।
দোষ ত না কহে শাস্ত্রে—গুণ সে বর্ণয় ॥৬৬॥

তথাহি—

উচ্চৈঃ শতগুণস্তবেৎ ইতি ॥" ৬৭ ॥

বিপ্র বলে "উচ্চ নাম করিলে উচ্চার।
শতগুণ ফল হয় কি হেতু ইহার ॥"
হরিদাস বলেন "শুনহ মহাশয়।
যে তত্ত্ব ইহার বেদে ভাগবতে কয় ॥"
সর্ব্ব শাস্ত্র স্ফুরে হরিদাসের শ্রীমুখে।
লাগিলা করিতে ব্যাখ্যা কৃষ্ণানন্দ-সুখে ॥
"শুন বিপ্র! সকৃৎ শুনিলে কৃষ্ণনাম।
পশু পক্ষী কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম ॥ ৬৮ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে সুদর্শন-বচনং (১০।৩৪।১৭)—

যন্নাম গৃহ্ণন্নখিলান্ শ্রোতৄনাত্মানমেব চ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে ॥৬৯॥

"দ্বিধা"—সন্দেহ।

"করি উচ্চারণে"=বড় করিয়া; উচ্চৈঃস্বরে।

৬৪। "মধ্যস্থ-সমাজ"—মাঝামাঝি লোকেরা যাহারা খুব উগ্রও নয়, খুব নরমও নয়; ইঁহারা নিরপেক্ষতার ভাণকারী: (Middlemen). ইঁহারাই বলেন—কেন, কেবল এক হরিবাসরের রাত্রিতেই উচ্চ করিয়া কীর্ত্তন করিবে, অন্যদিন আবার কেন?

৬৫। "দুষ্কৃতী"=দুরাচার।

৬৬। "তোমরা-সবার"=তোমাদের সকলের।

"বলিবাঙ"—বলিব।

৬৭। মনে মনে নাম করা অপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে নাম করিলে শতগুণ অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে।

৬৮। "সকৃৎ"—একবার।

"শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম"—বিষ্ণুলোক।

৬৯। একদা সরস্বতী নদীর তীরে অম্বিকা-বনে শ্রীনন্দ-মহারাজাদি গোপগণ দেবতাদির পূজা করিয়া যখন রাত্রিবাস করিতেছিলেন, তৎকালে ভীষণ একটা অজগর সর্প নন্দকে গ্রাস করিল। তখন পিতৃদেবকে অতিমাত্র কাতর

পশু পক্ষী কীট আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে॥
জপিলে সে 'কৃষ্ণ'-নাম আপনি সে তরে।
উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনে পর-উপকার করে॥
অতএব উচ্চ করি কীর্ত্তন করিলে।
শতগুণ ফল হয় সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে॥ ৭০॥

তথাহি শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদ-বাক্যং—

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৃন্ পুনাতি চ॥ ৭১॥

জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনকারী।
শতগুণাধিক ফল পুরাণেতে ধরি॥
শুন বিপ্র! মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥
উচ্চ করি করিলে গোবিন্দ-সঙ্কীর্ত্তন।
জন্তুমাত্র শুনিলেই পায় বিমোচন॥
জিহ্বা পাইয়াও নর বিনে সর্ব্ব প্রাণী।
না পারে বলিতে 'কৃষ্ণ'-নাম হেন ধ্বনি॥৭২॥
ব্যর্থ-জন্মা ইহারা নিস্তরে যাহা হৈতে।
বল দেখি কোন্ দোষ সে কর্ম্ম করিতে॥
কেহো আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহো বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥
দুইতে কে বড়, ভাবি বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায়-গুণ উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনে॥"
সেই বিপ্র শুনি হরিদাসের কথন।
বলিতে লাগিল ক্রোধে মহা-দুর্ব্বচন॥ ৭৩॥
"দরশন-কর্ত্তা এবে হৈল হরিদাস।
কালে কালে বেদ-পথ হয় দেখি নাশ॥

দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বাম পদ দ্বারা সেই সর্পকে স্পর্শ করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ সর্প-দেহ মুক্ত হইয়া, দিব্য গন্ধর্ব্বদেহ লাভ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে পাদস্পর্শ-মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, যথা :—

হে অচ্যুত। তোমার নামের এমনই মহিমা যে, যে ব্যক্তি ঐ নাম উচ্চারণ করে, সে ত নিজে পবিত্র হয়ই, অধিকন্তু যাহারা ঐ উচ্চারিত নাম শ্রবণও করে, তাহাদেরও তৎসঙ্গে উদ্ধার-সাধন হইয়া থাকে। অতএব যাঁহার নাম-গ্রহণের যখন এতাদৃশ মহিমা, তখন তাঁহার পাদস্পর্শ দ্বারা যে কি গতি লাভ হয়, তাহা আর কি বলিব?

৭১। হরিনাম-জপকারী অপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনকারী ব্যক্তি যে শতগুণে শ্রেষ্ঠ—এ বাক্য যথার্থই যুক্তিসঙ্গত, যেহেতু জপকারী কেবল নিজেকেই পবিত্র করেন, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে জপকারী অর্থাৎ কীর্ত্তনকারী ব্যক্তি আপনাকে ও তৎসঙ্গে শ্রোতৃ-বৃন্দকে পর্য্যন্তও পবিত্র করিয়া থাকেন।

৭২। "পুরাণেতে ধরি" = পুরাণে বলিয়াছেন।

"জপি……বিমোচন" = যিনি মনে মনে কৃষ্ণনাম জপ করেন, তিনি কেবলমাত্র নিজেরই উদ্ধার-সাধন করেন, কিন্তু যিনি উচ্চ করিয়া গোবিন্দ-নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি জীব-মাত্রেরই উদ্ধার-সাধন করিয়া থাকেন, কেননা উচ্চ করিয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিলে, তাহা সর্ব্ব জীবেরই কর্ণে প্রবেশ করে, তাহাতে এই ফল হয়, তাহারা কৃষ্ণনাম শুনিয়া পরিত্রাণ লাভ করে।

৭৩। "ব্যর্থ………হৈতে" = সুতরাং ইহাদের জন্মই বৃথা, কিন্তু যে উচ্চ কীর্ত্তনের কৃষ্ণ-নাম শুনিয়া ইহারা উদ্ধার পায়। "সে কর্ম্ম" = সে উচ্চ কীর্ত্তন।

"বলিতে……দুর্ব্বচন" = এটা প্রায় স্বাভাবিক; লোকে যখন আর কথায় উত্তর দিতে না পারে তখন প্রায়ই রাগিয়া যায় ও বলে 'তুমি বড়

যুগ-শেষে শূদ্রে বেদ করিব বাখানে।
এখনেই তাহা দেখি, শেষে আর কেনে॥
এইরূপে আপনারে প্রকট করিয়া।
ঘরে ঘরে ভাল ভোগ খাইস্ বুলিয়া॥
যে ব্যাখ্যা করিলি তুই এ যদি না লাগে।
তবে তোর নাক কাণ কাটি সবা-আগে"॥৭৪॥
শুনি বিপ্রাধমের বচন হরিদাস।
'হরি' বলি ঈষৎ হইল কিছু হাস॥
প্রত্যুত্তর আর কিছু তারে না করিয়া।
চলিলেন উচ্চ করি কীর্ত্তন গাইয়া॥
যেবা পাপি-সভাসদ্ সেহো পাপমতি।
উচিত উত্তর কিছু না করিল ইথি॥
এ সকল রাক্ষস—ব্রাহ্মণ নামমাত্র।
এই সব লোক যম-যাতনার পাত্র॥
কলিযুগে রাক্ষস-সকল বিপ্র-ঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে॥৭৫॥

তথাহি বরাহপুরাণে মহেশ-বাক্যং—

রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু।
উৎপন্না ব্রহ্মকুলেষু বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কুলান্॥ ৭৬॥

এ সব বিপ্রের স্পর্শ, কথা, নমস্কার।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বথা নিষেধ করিবার॥ ৭৭॥

তথাহি পদ্মপুরাণে সুদর্শনং প্রতি মহাদেব-বাক্যং—

কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যে হ্যবৈষ্ণবাঃ।
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং প্রমাদেনাপি বর্জ্জয়েৎ॥৭৮॥

ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়।
তবে তার আলাপেও পুণ্য যায় ক্ষয়।
সে বিপ্রাধমের কত দিবস থাকিয়া।
বসন্তে নাসিকা তার পড়িল খসিয়া॥
হরিদাস-ঠাকুরেরে বলিলেক যেন।
কৃষ্ণ সে তাহার শাস্তি করিলেন তেন॥
বিষয়ে জগৎ মগ্ন দেখি হরিদাস।
দুঃখে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি ছাড়েন নিঃশ্বাস॥৭৯॥
কত দিনে বৈষ্ণব দেখিতে ইচ্ছা করি।
আইলেন হরিদাস নবদ্বীপ-পুরী॥
হরিদাসে দেখিয়া সকল ভক্তগণ।
হইলেন অতিশয় পরানন্দ-মন॥
আচার্য্য-গোসাঁই হরিদাসেরে পাইয়া।
রাখিলেন প্রাণ হৈতে অধিক করিয়া॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রীতি হরিদাস প্রতি।
হরিদাসো করেন সবারে ভক্তি অতি॥৮০॥
পাষণ্ডী সকলে যত দেই বাক্য-জ্বালা।
অন্যোন্যে সবে তাহা কহিতে লাগিলা॥

তার্কিক—কেবলই তর্ক কর'। আর যাহারা বেশী রাগী, তাহারা গালিমন্দ দেয়।

৭৪। "দরশন-কর্ত্তা"=শাস্ত্রকর্ত্তা।

"লাগে"=ঠিক হয়; প্রমাণ হয়।

৭৫। পাপি-সভাসদ্=পাপীর সঙ্গী বা বন্ধু।

"এ সকল......নামমাত্র"=ইহারা নামে ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ ইহারা রাক্ষসেরই তুল্য।

৭৬ কলিযুগের আশ্রয়ে রাক্ষসগণ ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করে। ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মিয়া তাহারা যথার্থ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণের অর্থাৎ বিশুদ্ধ ভাগবত-ধর্ম্মাচরণকারী সদ্ব্রাহ্মণগণের কার্য্যে বাধা প্রদান করিয়া থাকে।

৭৮। এ সম্বন্ধে বেশী কথা আর কি বলিব, যে সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়াও অবৈষ্ণব, ভ্রমক্রমেও কখন তাহাদের সহিত আলাপ বা তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না অর্থাৎ তাহাদের সম্বন্ধ সর্ব্বথা বর্জ্জন করিবে।

যে তাঁহার দাস্য-পদ ভাবে নিরন্তর।
তাহারে অবশ্য দাস করেন ঈশ্বর॥
অতএব নাম তাঁর সেবক-বৎসল।
আপনে হারিয়া বাঢ়ায়েন ভৃত্য-বল॥
সর্ব্বত্র রক্ষক—হেন প্রভুর চরণ।
বল দেখি কেমতে ছাড়িবে ভক্তগণ॥
হেনমতে করে প্রভু জ্বরের বিনাশ।
পুনঃপুনা-তীর্থে আসি হইলা প্রকাশ॥ ৮॥
স্নান করি পিতৃ-দেব করিয়া অর্চ্চন।
গয়াতে প্রবিষ্ট হৈলা শ্রীশচীনন্দন॥
গয়া-তীর্থরাজে প্রভু প্রবিষ্ট হইয়া।
নমস্করিলেন প্রভু শ্রীকর যুড়িয়া॥
ব্রহ্মকুণ্ডে আসি প্রভু করিলেন স্নান।
যথোচিত কৈলা পিতৃ-দেবের সম্মান॥
তবে আইলেন চক্রবেড়ের ভিতরে।
পাদপদ্ম দেখিবারে চলিলা সত্বরে॥ ৯॥

বিপ্রগণে বেড়িয়াছে শ্রীচরণ-স্থান।
শ্রীচরণে মালা যেন দেউল-প্রমাণ॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বস্ত্র অলঙ্কার।
কত পড়িয়াছে লেখা-জোখা নাহি তার॥
চতুর্দ্দিকে দিব্য রূপ ধরি বিপ্রগণ।
করিতেছে পাদপদ্ম-প্রভাব বর্ণন॥
"কাশীনাথ হৃদয়ে ধরিলা যে চরণ।
যে চরণ নিরবধি লক্ষ্মীর জীবন॥ ১০॥
বলি-শিরে আবির্ভাব হৈল যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন॥
তিলার্দ্ধেকো যে চরণ ধ্যান কৈলে মাত্র।
যম তার না হয়েন অধিকার-পাত্র॥
যোগেশ্বর-সবেরো দুর্ল্লভ যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন॥
যে চরণে ভাগীরথী হইল প্রকাশ।
নিরবধি হৃদয়ে না ছাড়ে যারে দাস॥ ১১॥

যাহারা যেরূপে ভজনা করে আমিও তাহাদিগকে সেইরূপে ভজনা করি অর্থাৎ যাহার যেরূপ ভজন তাহাকে তদনুরূপ ফলই দিয়া থাকি। মানবগণ আমাকে পাইবার জন্যই সর্ব্বপ্রকারে আমারই ভজন-পথের অনুসরণ করিয়া থাকে।

৮। "অতএব .....বল" = শ্রীভগবান্ নিজেকে হীন করিয়াও দাসের মহিমা বৃদ্ধি করেন, সেইজন্য তাঁহার নাম "ভক্ত-বৎসল ভগবান্"। ব্রাহ্মণগণ তাঁহার দাস হইলেও, তিনি বিপ্র-পাদোদক পান দ্বারা স্বীয় জ্বরারোগ্য করতঃ স্বীয় দাস-স্বরূপ ব্রাহ্মণের মহিমা বিস্তার করিলেন—তাঁহার "ভক্ত-বৎসল" নাম সার্থক হইল। "পুনঃপুনা" = গয়ার নিকটে 'পুনপুন্' নামে পবিত্র নদী। ৯। "পিতৃ-দেব" = পিতৃপুরুষগণ ও দেবগণ। "চক্রবেড়" = এই স্থানে শ্রীগদাধরের পাদপদ্ম অবস্থিত।

১০। "শ্রীচরণ স্থান" = যেখানে গদাধরে[র]
শ্রীপাদপদ্ম রহিয়াছেন।

"শ্রীচরণে..... প্রমাণ" = গদাধরের শ্রীপাদপ[দ্মে]
সকলে এত ফুলের মালা দিয়াছে যে, তাহা মন্দিরে[র]
মত উঁচু হইয়াছে।

"লেখাজোখা নাহি তার" = তাহা গণিয়া শে[ষ]
করা যায় না; তার সীমাসংখ্যা নাই।

"দিব্য রূপ" = সুন্দর বেশ। "প্রভাব" = মহিম[া]।
"কাশীনাথ" = শ্রীমহাদেব।

১১। "বলি শিরে .....চরণ" = মহারাজ ব[লির]
মস্তকে প্রভু-বামনদেবের যে শ্রীচরণ অ[ঙ্কিত]
রহিয়াছে। "যম......পাত্র" = তাঁহা[কে]
আর যমে ছুঁইতে পারে না।

অনন্ত-শয্যায় অতি প্রিয় যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন॥"
চরণ-প্রভাব শুনি বিপ্রগণ-মুখে।
আবিষ্ট হইলা প্রভু প্রেমানন্দ-সুখে॥
অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্ম-নয়নে।
লোম-হর্ষ কম্প হৈল চরণ-দর্শনে॥
সর্ব্ব জগতের ভাগ্যে প্রভু গৌরচন্দ্র।
প্রেমভক্তি-প্রকাশের করিলা আরম্ভ॥ ১২॥
অবিচ্ছিন্ন গঙ্গা বহে প্রভুর নয়নে।
পরম অদ্ভুত সব দেখে বিপ্রগণে॥
দৈবযোগে ঈশ্বর-পুরীও সেই ক্ষণে।
আইলেন ঈশ্বর-ইচ্ছায় সেই স্থানে॥
ঈশ্বর-পুরীরে দেখি শ্রীগৌরসুন্দর।
নমস্করিলেন প্রভু করিয়া আদর॥
ঈশ্বর-পুরীও গৌরচন্দ্রেরে দেখিয়া।
আলিঙ্গন করিলেন মহা-হর্ষ হৈয়া॥ ১৩॥
দোঁহার বিগ্রহ দোঁহাকার প্রেম-জলে।
সিঞ্চিত হইলা প্রেমানন্দ-কুতূহলে॥
প্রভু বলে "গয়া-যাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ।
সেহো—যারে পিণ্ড দেয় তরে সেই জন॥
তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ।
সেই ক্ষণে সর্ব্ব-বন্ধ পায় বিমোচন॥ ১৪॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান॥
সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারো আমারে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে॥
কৃষ্ণ-পাদপদ্মের অমৃতরস-পান।
আমারে করাও তুমি—এই চাহি দান॥
বলেন ঈশ্বর-পুরী "শুনহ পণ্ডিত।
তুমি ত ঈশ্বর-অংশ জানিনু নিশ্চিত॥ ১৫॥
যে তোমার পাণ্ডিত্য, যে চরিত্র তোমার।
এহো কি ঈশ্বর-অংশ বহি হয় আর॥
যেন আজি আমি শুভ স্বপ্ন দেখিলাম।
সাক্ষাতে তাহার ফল এই পাইলাম॥
সত্য কহি পণ্ডিত! তোমার দরশনে।
পরানন্দ-সুখ যেন পাই অনুক্ষণে॥
যদবধি তোমা দেখিয়াছি নদীয়ায়।
তদবধি চিত্তে আর কিছু নাহি ভায়॥ ১৬॥

"যে······· প্রকাশ"=যে বিষ্ণু-পাদপদ্ম হইতে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে।

১২। "আবিষ্ট"=বিভোর।

১৪। "তীর্থে...... ..বিমোচন"=শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ ঈশ্বর-পুরীকে বলিতেছেন যে, 'তীর্থে পিণ্ডদান করিলে পিতৃপুরুষ উদ্ধার লাভ করেন বটে, কিন্তু সে কেবল যাহার উদ্দেশে পিণ্ডদান করা যায়, মাত্র তিনিই উদ্ধার প্রাপ্ত হন। পরন্তু যে ব্যক্তি তোমাকে একবারমাত্র কেবল দর্শন করে, তৎক্ষণাৎ তাহার কোটী কোটী পিতৃপুরুষ উদ্ধার হইয়া যায়।' বৈষ্ণব-দর্শনের ফল এইরূপই অপূর্ব্ব। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয় বৈষ্ণবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন:—

গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এ তোমার গুণ॥

১৫। "তীর্থের......প্রধান"=তুমি তীর্থেরও মঙ্গল বিধান কর; তীর্থ অপেক্ষাও কোটীগুণ মঙ্গল তোমার দর্শনাদিতে সাধিত হয়।

সত্য এই কহি—ইথে কিছু অন্য নাই।
কৃষ্ণ-দরশন-সুখ তোমা দেখি পাই॥"
শুনি প্রিয় ঈশ্বর-পুরীর সত্য বাক্য।
হাসিয়া বলেন প্রভু "মোর বড় ভাগ্য॥"
এইমত কত আরো কৌতুক-সম্ভাষ।
যত হৈল তাহা বর্ণিবেন বেদব্যাস॥
তবে প্রভু তান স্থানে অনুমতি লৈয়া।
তীর্থ-শ্রাদ্ধ করিবারে বসিলা আসিয়া॥১৭॥
ফল্গু-তীর্থে করি বালুকার পিণ্ডদান।
তবে গেলা গিরিশৃঙ্গে—প্রেতগয়া-স্থান॥
প্রেতগয়ায় শ্রাদ্ধ করি শ্রীশচীনন্দন।
দক্ষিণায় বাক্যে তুষিলেন বিপ্রগণ॥
তবে উদ্ধারিয়া পিতৃগণ সন্তর্পিয়া।
দক্ষিণ-মানসে চলিলেন হর্ষ হৈয়া॥
তবে চলিলেন প্রভু শ্রীরাম-গয়ায়।
রাম-অবতারে শ্রাদ্ধ করিলা যথায়॥ ১৮॥
এহো অবতারে সেই স্থানে শ্রাদ্ধ করি।
তবে যুধিষ্ঠির-গয়া গেলা গৌরহরি॥
পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির পিণ্ড দিলেন তথায়।
সেই প্রীতে তথা শ্রাদ্ধ কৈলা গৌররায়॥
চতুর্দ্দিকে প্রভুরে বেঢ়িয়া বিপ্রগণ।
শ্রাদ্ধ করায়েন সবে—পড়ান বচন॥
শ্রাদ্ধ করি প্রভু পিণ্ড ফেলে যেই জলে।
গয়ালি ব্রাহ্মণ সব ধরি ধরি গিলে॥ ১৯॥
দেখিয়া হাসেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
সে সব বিপ্রেরো যত খণ্ডিল বন্ধন॥

উত্তর-মানসে প্রভু পিণ্ড-দান করি।
ভীম-গয়া করিলেন গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
শিব-গয়া ব্রহ্ম-গয়া আদি যত আছে।
সব করি ষোড়শ-গয়ায় গেলা পাছে॥
ষোড়শ-গয়ায় প্রভু ষোড়শী করিয়া।
সবারে দিলেন পিণ্ড শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া॥ ২০
তবে মহাপ্রভু ব্রহ্মকুণ্ডে করি স্নান।
গয়া-শিরে আসি করিলেন পিণ্ড-দান॥
দিব্য মালা চন্দন শ্রীহস্তে প্রভু লৈয়া।
বিষ্ণু-পদচিহ্ন পূজিলেন হর্ষ হৈয়া॥
এইমত সর্ব্ব-স্থানে শ্রাদ্ধাদি করিয়া।
বাসায় চলিলা বিপ্রগণে সন্তোষিয়া॥
তবে মহাপ্রভু কতক্ষণে সুস্থ হৈয়া।
রন্ধন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া॥ ২১॥
রন্ধন সম্পূর্ণ হৈল হেনই সময়।
আইলেন শ্রীঈশ্বর-পুরী মহাশয়॥
প্রেম-যোগে 'কৃষ্ণ'-নাম বলিতে বলিতে।
আইলেন মত্তপ্রায় ঢুলিতে ঢুলিতে॥
রন্ধন এড়িয়া প্রভু পরম-সম্ভ্রমে।
নমস্করি তানে বসাইলেন আসনে॥
হাসিয়া বলেন পুরী "শুনহ পণ্ডিত।
ভাল ত সময়ে হইলাম উপনীত"॥ ২২॥
প্রভু বলে "যবে হৈল ভাগ্যের উদয়।
এই অন্ন ভিক্ষা আজি কর মহাশয়॥"
হাসিয়া বলেন পুরী "তুমি কি খাইব।"
প্রভু বলে "আমি পুন রন্ধন করিব॥"

১৭। "ইথে কিছু অন্য নাই" = ইহাতে কিছুমাত্র কপটতা বা মিথ্যা নাই।

১৮। "দক্ষিণায়……বিপ্রগণ" = দক্ষিণাস্বরূপে প্রিয় বাক্য বলিয়া ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিলেন। "সন্তর্পিয়া" = তর্পণ-ক্রিয়া দ্বারা।

১৯। "বচন" = মন্ত্র। "গয়ালি" = গয়ার পাণ্

২০। "ষোড়শী" = ভূমি, আসন প্রভৃ ষোড়শ প্রকার দ্রব্য-দান-জনিত শ্রাদ্ধ।

পুরী বলে "কি কার্য্যে করিবে আর পাক।
যে অন্ন আছয়ে তাহি কর দুই ভাগ॥"
হাসিয়া বলেন প্রভু "যদি আমা চাও।
যে অন্ন হৈয়াছে তাহা তুমি সব খাও॥২৩॥
তিলার্দ্ধেকে আর অন্ন রান্ধিবাঙ আমি।
না কর সঙ্কোচ কিছু—ভিক্ষা কর তুমি॥"
তবে প্রভু আপনার অন্ন তাঁরে দিয়া।
আর অন্ন রান্ধিতে লাগিলা হর্ষ হৈয়া॥
হেন কৃপা প্রভুর ঈশ্বর-পুরী প্রতি।
পুরীরো নাহিক কৃষ্ণ ছাড়া অন্য মতি॥
শ্রীহস্তে আপনে প্রভু করে পরিবেশন।
পরানন্দ-সুখে পুরী করেন ভোজন॥ ২৪॥
সেই ক্ষণে রমাদেবী অতি অলক্ষিতে।
প্রভুর নিমিত্তে অন্ন রান্ধিলা ত্বরিতে॥
তবে প্রভু আগে তানে ভিক্ষা করাইয়া।
আপনেও ভোজন করিলা হর্ষ হৈয়া॥
ঈশ্বর-পুরীর সঙ্গে প্রভুর ভোজন।
ইহার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণপ্রেম-ধন॥
তবে প্রভু ঈশ্বর-পুরীর সর্ব্ব অঙ্গে।
আপনে শ্রীহস্তে লেপিলেন দিব্য-গন্ধে॥২৫॥
যত প্রীত ঈশ্বরের ঈশ্বর-পুরীরে।
তাহা বর্ণিবারে কোন্ জন শক্তি ধরে॥
আপনে ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য-ভগবান্।
দেখিলেন ঈশ্বর-পুরীর জন্মস্থান॥

প্রভু বলে "কুমারহট্টেরে নমস্কার।
শ্রীঈশ্বর-পুরীর যে গ্রামে অবতার॥"
কান্দিলেন বিস্তর চৈতন্য সেই স্থানে।
আর শব্দ কিছু নাই ঈশ্বরী-পুরী বিনে॥২৬॥
সে স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি।
লইলেন বহির্ব্বাসে বান্ধি এক ঝুলি॥
প্রভু বলে "ঈশ্বর-পুরীর জন্মস্থান।
এ মৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ॥"
হেন ঈশ্বরের প্রীত ঈশ্বর-পুরীরে।
ভক্তেরে বাড়াতে প্রভু সব শক্তি ধরে॥
প্রভু বলে "গয়া করিতে যে আইলাম।
সত্য হইল ঈশ্বর-পুরীরে দেখিলাম"॥ ২৭॥
আর দিনে নিভৃতে ঈশ্বর-পুরী-স্থানে।
মন্ত্র-দীক্ষা চাহিলেন মধুর-বচনে॥
পুরী বলে "মন্ত্র বা বলিয়া কোন্ কথা।
প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্ব্বথা॥"
তবে তান স্থানে শিক্ষাগুরু নারায়ণ।
করিলেন দশাক্ষর-মন্ত্রের গ্রহণ॥
তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীরে।
প্রভু বলে "দেহ আমি দিলাম তোমারে॥২৮॥
হেন শুভ-দৃষ্টি তুমি করহ আমারে।
যেন আমি ভাসি কৃষ্ণ-প্রেমের সাগরে॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীঈশ্বর-পুরী।
প্রভুরে দিলেন আলিঙ্গন বক্ষে ধরি॥

২৬। "ঈশ্বরের" - শ্রীগৌর ভগবানের।

"কুমারহট্ট" = ই-বি-রেলের হালিসহর ষ্টেশান হইতে প্রায় দুই মাইল।

২৮। "তবে তান......গ্রহণ" = শ্রীনারায়ণ চতুর্দ্দশ ভুবনেরই শিক্ষাগুরু। সেই নারায়ণ-রূপী শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদীশ্বর-পুরী-মহারাজের নিকট দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। এই দশাক্ষর-মন্ত্র শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃকই অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র হইতে সৃষ্ট ও প্রচলিত হইল। তৎপূর্ব্বে কেবল অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্ররাজেরই প্রচলন ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র হইতেই দশাক্ষর-মন্ত্র গঠন করিয়া স্বয়ং উহা গ্রহণ পূর্ব্বক জগতে প্রচার করতঃ মানবগণকে

দোঁহার নয়ন-জলে দোঁহার শরীর।
সিঞ্চিত হইল প্রেমে—কেহো নহে স্থির॥
হেন মতে ঈশ্বর-পুরীরে কৃপা করি।
কত দিন গয়ায় রহিলা গৌরহরি॥ ২৯॥
আত্ম-প্রকাশের আসি হইল সময়।
দিনে দিনে বাঢ়ে প্রেম-ভক্তির বিজয়॥
একদিন মহাপ্রভু বসিয়া নিভৃতে।
নিজ-ইষ্টমন্ত্র ধ্যান লাগিলা করিতে॥
ধ্যানানন্দে মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
করিতে লাগিলা প্রভু রোদন ডাকিয়া॥
"কৃষ্ণ রে! বাপ রে! মোর জীবন শ্রীহরি।
কোন্ দিকে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি॥৩০॥
পাইমু ঈশ্বর মোর কোন্ দিকে গেলা।"
শ্লোক পড়ি পড়ি প্রভু কান্দিতে লাগিলা॥
প্রেমভক্তি-রসে মগ্ন হইলা ঈশ্বর।
সকল শ্রীঅঙ্গ হৈল ধূলায় ধূসর॥
আর্ত্তনাদ করি প্রভু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
"কোথা গেলা বাপ কৃষ্ণ ছাড়িয়া মোহারে॥"
যে প্রভু আছিলা অতি পরম গম্ভীর।
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম অস্থির॥ ৩১॥
গড়াগড়ি যায়েন কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে।
ভাসিলেন নিজ-ভক্তি-বিরহ-সাগরে॥
তবে কতক্ষণে আসি সর্ব্ব শিষ্যগণে।
সুস্থ করিলেন ধরি অনেক যতনে॥

প্রভু বলে "তোমরা সকলে যাহ ঘরে।
মুই আর না যাইমু সংসার-ভিতরে॥
মথুরা দেখিতে আমি চলিব সর্ব্বথা।
প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা"॥ ৩২॥
নানারূপে সর্ব্ব শিষ্যগণে প্রবোধিয়া।
স্থির করি রাখিলেন সবাই মিলিয়া॥
ভক্তিরসে মগ্ন হই বৈকুণ্ঠের পতি।
চিত্তে স্বাস্থ্য না পায়েন রহিবেন কতি॥
কাহারে না বলি প্রভু কত-রাত্রি-শেষে।
মথুরারে চলিলেন প্রেমের আবেশে॥
"কৃষ্ণ রে! বাপ রে মোর! পাইমু কোথায়।'
এইমত বলিয়া যায়েন গৌর-রায়॥ ৩৩॥
কত দূর যাইতে শুনেন দিব্য-বাণী।
"এখনে মথুরা না যাইবা দ্বিজমণি॥
যাইবার কাল আছে, যাইবা তখনে।
নবদ্বীপে নিজ-গৃহে চলহ এখনে॥
তুমি শ্রীবৈকুণ্ঠ-নাথ লোক নিস্তারিতে।
অবতীর্ণ হইয়াছ সবার সহিতে॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডময় করিবা কীর্ত্তন।
জগতেরে বিলাইবা প্রেমভক্তি-ধন॥ ৩৪॥
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি যে রসে বিহ্বল।
'মহাপ্রভু-অনন্ত' গায়েন যে মঙ্গল॥
তাহা তুমি জগতেরে দিবার কারণে।
অবতীর্ণ হইয়াছ—জানহ আপনে॥

ধন্য করিলেন। এ দাসের সঙ্কলিত "শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তি-তত্ত্বসার" ৫ম সংস্করণ গ্রন্থের ২য় খণ্ডে 'দশাক্ষর মন্ত্রার্থ' নামক প্রবন্ধে এবং ৪র্থ খণ্ডে 'অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্ররাজ-মাহাত্ম্য' শীর্ষক প্রবন্ধে অর্থ ও বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

"দেহ......তোমারে" = তোমাতে আত্ম-সমর্পণ করিলাম।

৩০। "আত্ম-প্রকাশের" = স্বীয় স্বরূপ প্রকা' করিবার; তিনি যে কি বস্তু অর্থাৎ তিনি ে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই আসিয়াছেন, তাহ প্রকাশ করিবার। "বিজয়" = প্রভাব; উচ্ছ্বাস বিকাশ। "ডাকিয়া" = উচ্চৈঃস্বরে।

সেবক আমরা, তবু চাহি কহিবার।
অতএব কহিলাম চরণে তোমার॥
আপনার বিধাতা আপনে তুমি প্রভু।
তোমার যে ইচ্ছা, সে লঙ্ঘন নহে কভু॥৩৫॥
অতএব মহাপ্রভু! চল তুমি ঘর।
বিলম্বে দেখিবা আসি মথুরা-নগর॥"
শুনিয়া আকাশ-বাণী শ্রীগৌরসুন্দর।
নিবর্ত্ত হইলা প্রভু হরিষ-অন্তর॥
বাসায় আসিয়া সর্ব্ব শিষ্যের সহিতে।
নিজ-গৃহে চলিলেন ভক্তি প্রকাশিতে॥
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র করিলা বিজয়।
দিনে দিনে বাঢ়ে প্রেম-ভক্তির উদয়॥ ৩৬॥
আদিখণ্ড-কথা পরিপূর্ণ এই হৈতে।
মধ্যখণ্ড-কথা এবে শুন ভালমতে॥
যেবা শুনে ঈশ্বরের গয়ায় বিজয়।
গৌরচন্দ্র প্রভু তারে মিলিব হৃদয়॥
কৃষ্ণ-যশ শুনিতে সে কৃষ্ণ-সঙ্গ পাই।
ঈশ্বরের সঙ্গে তার কভু ত্যাগ নাই॥
অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্য-চরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে॥ ৩৭॥

তাহান কৃপায় লিখি চৈতন্যের কথা।
স্বতন্ত্র ইহাতে শক্তি নাহিক সর্ব্বথা॥
কাষ্ঠের পুতলি যেন কুহকে নাচায়।
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বলায়॥
চৈতন্য-কথার আদি অন্ত নাহি জানি।
যে-তে মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি॥
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যতদূর শক্তি ততদূর উড়ি যায়॥
এইমত চৈতন্য-যশের অন্ত নাই।
যার যত শক্তি-কৃপা সবে তাই গাই॥ ৩৮॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (১।১৮।২৩)—

নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতত্রিণ-
স্তথা সমং বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ॥ ৩৯॥

সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥
সংসারের পার হৈয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই-চাঁদেরে॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥

৩৪। "দিব্য-বাণী" = আকাশ বাণী।

৩৫। "মহাপ্রভু-অনন্ত" = পরম প্রভু শ্রীঅনন্তদেব। "আপনার······প্রভু" = হে প্রভো! তুমিই তোমার বিধাতা, তোমার বিধাতা অন্য আর কেহ নাই।

৩৬। "নিবর্ত্ত হইলা" = ক্ষান্ত হইলেন।

৩৮। "যার..........গাই" = শ্রীচৈতন্য-কৃপায় যিনি যতদূর শক্তি লাভ করেন, তিনি তদ্রূপ ভাবে গুণ কীর্ত্তন করিতে পারেন।

৩৯। যে পাখীর যেমন শক্তি, সে যেমন আকাশে সেইরূপ উপরে উঠিতে পারে, পণ্ডিতেরাও তেমনই নিজ-নিজ-জ্ঞান ও অনুভব-অনুসারে শ্রীবিষ্ণুর লীলা বর্ণনা করিয়া থাকেন।

৪০। "সর্ব্ব .....আমার" অগাধ ও দুর্ব্বোধ্য শ্রীচৈতন্য-লীলা বর্ণনা করিবার · . ক্ত আমার কিছুমাত্র না থাকিলেও, এই যে আমি উহা বর্ণনা করিতে সাহসী হইলাম, তাহাতে আমার যেন কিছুই অপরাধ না হয়, তজ্জন্য আমি সর্ব্ব বৈষ্ণবের শ্রীচরণে নমস্কার করিতেছি।

"আমার······নিরন্তর" = আমার প্রভু হইতেছেন শ্রীনিত্যানন্দ, আবার তাঁহার প্রভু হইতেছেন

কেহো বলে "প্রভু-নিত্যানন্দ বলরাম।"
কেহো বলে "চৈতন্যের মহা-প্রিয়ধাম॥"
কেহো বলে "মহা-তেজীয়ান্ অধিকারী।"
কেহো বলে "কোনরূপ বুঝিতে না পারি" ॥৪০
কিবা যতি নিত্যানন্দ কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যার যেন মত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি॥
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
সে চরণ-ধন মোর রহুক হৃদয়ে॥
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য-জীবন।
তোমার চরণ মোর হউক শরণ॥ ৪১॥
তোমার হইয়া যেন গৌরচন্দ্র গাঙ।
জন্মে জন্মে যেন তোমার সংহতি বেড়াঙ॥
যে শুনয়ে আদিখণ্ডে চৈতন্যের কথা।
তাহারে শ্রীগৌরচন্দ্র মিলিব সর্ব্বথা॥

ঈশ্বর-পুরীর স্থানে হইয়া বিদায়।
গৃহে আইলেন প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়॥
শুনি সর্ব্ব নবদ্বীপ হৈলা আনন্দিত।
প্রাণ আসি দেহে যেন হৈল উপনীত॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ৪২॥

আদিখণ্ড-কথা দিব্যা যে শৃণ্বন্তি মহাত্মানঃ।
সর্ব্বাপরাধ-নির্মুক্তাস্তে ভবন্তি সুনিশ্চিতং॥
যে পঠন্তি মহাত্মানো বিলিখন্তি পরাদরৈঃ।
প্রলয়েঽপি চ তেষাং বৈ তিষ্ঠত্যেব হরেঃ স্মৃতিঃ॥৪৩
জন্মাবধি-গয়াভূমিগমনে যঃ কথোদয়ঃ।
তৎ কথ্যতে বিজ্ঞজনৈরাদিখণ্ডস্য লক্ষণং॥ ৪৪॥
কারুণ্যে ভক্তিদাতৃত্বে চৈতন্যগুণ বর্ণনে।
আত্মাদি-কথনে নাস্তি নিত্যানন্দ সমঃ প্রভুঃ॥ ৪৫

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে গয়াভূমি-
গমন-বর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ।

শ্রীগৌরচন্দ্র। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শরণাগত হইলেই অনায়াসে জীবের ভব-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায় এবং দেব-দুর্লভ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ ও দেহান্তে শ্রীব্রজধামে অবিনশ্বর শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমসেবা প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সুতরাং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীনন্দনন্দন-রূপী গৌরচন্দ্র যখন আমার প্রভু নিত্যানন্দের প্রভু, তখন সেই গৌর-পদারবিন্দ লাভ করিতে বা অন্য যে কোনও বিষয়ে আমার যে কোনও চিন্তা নাই, আমি সর্ব্বদা হৃদয়ে এই ভরসা পোষণ করিতেছি।

৪৩। আদিখণ্ডের অপূর্ব্ব কথা যে সমস্ত মহাশয়গণ শ্রবণ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সর্ব্বপ্রকার অপরাধ হইতে বিমুক্ত হন। যাঁহারা আদিখণ্ডের এই সমস্ত লীলাকথা পরমাদরে পাঠ করেন লিখিয়া রাখেন, প্রলয়কালেও তাঁহাদের হরি স্ম কদাচ বিলুপ্ত হয় না।

৪৪। জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া গয়া-গ পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর যে সমস্ত লীলা, তাহাই আদিখ মধ্যে পরিগণিত বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক নি হইয়াছে।

৪৫। করুণা-প্রদর্শন-সম্বন্ধেই বল, আর ভ দান করা সম্বন্ধেই বল, কিম্বা শ্রীচৈতন্য-মহাপ্র গুণ বর্ণনা করা সম্বন্ধেই বল, অথবা নিষ্কপটে ব কহা সম্বন্ধেই বল—এ সকলের কোনটা শ্রীমন্নিত্যানন্দের তুল্য শক্তিমান্ আর কেহ নাই।

আদিখণ্ডের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত।

মধ্যখণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

আজানুলম্বিত-ভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈক পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্ম পালৌ
বন্দে জগৎ-প্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥ ১ ॥

নমস্ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথ সুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ ॥ ২ ॥

জয় জয় জয় বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ।
জয় বিশ্বম্ভর-প্রিয় বৈষ্ণব-সমাজ ॥
জয় গৌরচন্দ্র ধর্ম্ম-সেতু মহাধীর।
জয় সঙ্কীর্ত্তনময় সুন্দর-শরীর ॥
জয় নিত্যানন্দের বান্ধব ধন প্রাণ।
জয় গদাধর-অদ্বৈতের প্রেমধাম ॥ ৩ ॥
জয় শ্রীজগদানন্দ-প্রিয় অতিশয়।
জয় বক্রেশ্বর-কাশীশ্বরের হৃদয় ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি-প্রিয়বর্গ-নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ-দৃষ্টিপাত ॥
মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড ॥ ৪ ॥
মধ্যখণ্ড-কথা ভাই শুন এক-চিত্তে।
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল যেন মতে ॥
গয়া করি আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
পরিপূর্ণ ধ্বনি হৈল নদীয়া-নগর ॥
ধাইলেন সবে যত আপ্তবর্গ আছে।
কেহো আগে কেহো মাঝে কেহো অতি পাছে ॥
যথাযোগ্য করে প্রভু সবারে সম্ভাষ।
বিশ্বম্ভরে দেখি হৈল সবার উল্লাস ॥ ৫ ॥
আগুবাড়ি সবারে আনিলেন নিজ-ঘরে।
তীর্থ-কথা সবারে কহেন বিশ্বম্ভরে ॥
প্রভু বলে "তোমা সবাকার আশীর্ব্বাদে।
গয়া-ভূমি দেখিয়া আইনু নির্ব্বিরোধে ॥"

১-২। অনুবাদ ১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৩। "ধর্ম্ম-সেতু"—ধর্ম্ম-রক্ষক।

পরম সুনম্র হই প্রভু কথা কয়।
সবে তুষ্ট হৈলা দেখি প্রভুর বিনয় ॥ ৬ ॥
শিরে হাত দিয়া কেহো 'চিরজীবী' করে।
সর্ব্ব অঙ্গে হাত দিয়া কেহো মন্ত্র পড়ে ॥
কেহো বক্ষে হাত দিয়া করে আশীর্ব্বাদ।
"গোবিন্দ শীতলানন্দ করুন প্রসাদ ॥"
হইলা আনন্দময় শচী ভাগ্যবতী।
পুত্র দেখি হরিষে না জানে আছে কতি ॥ ৭ ॥
লক্ষ্মীর জনক-কুলে আনন্দ উঠিল।
পতি-মুখ দেখিয়া লক্ষ্মীর দুঃখ গেল ॥
সকল বৈষ্ণবগণ হরিষ হইলা।
দেখিতেও সেই ক্ষণে কেহো কেহো গেলা ॥
সবাকারে করি প্রভু বিনয়-সম্ভাষ।
বিদায় দিলেন—সবে গেলা নিজ-বাস ॥ ৮ ॥
বিষ্ণু-ভক্ত গুটি দুই চারি প্রভু লৈয়া।
রহঃ-কথা কহিবারে বসিলেন গিয়া ॥
প্রভু বলে "বন্ধু-সব! শুন কহি কথা।
কৃষ্ণের অপূর্ব্ব যে দেখিনু যথা যথা ॥
গয়ার ভিতরে মাত্র হইলাঙ প্রবেশ।
প্রথমেই শুনিলাম মঙ্গল-বিশেষ ॥ ৯ ॥
সহস্র সহস্র বিপ্র পড়ে বেদধ্বনি।
'দেখ দেখ বিষ্ণুপাদোদক-তীর্থখানি' ॥
পূর্ব্বে কৃষ্ণ যবে কৈলা গয়া আগমন।
সেই স্থানে রহি প্রভু ধুইলা চরণ ॥
যাঁর পাদোদক লাগি গঙ্গার মহত্ত্ব।
শিরে ধরি শিব জানে পাদোদক-তত্ত্ব ॥ ১০ ॥
সে চরণ-উদক প্রভাবে সেই স্থান।
জগতে হইল 'পাদোদক-তীর্থ'-নাম ॥
পাদপদ্ম-তীর্থের লইতে প্রভু নাম।
অঝরে ঝরয়ে দুই কমল-নয়ান ॥
শেষে প্রভু হইলেন বড় অসম্বর।
'কৃষ্ণ' বলি কান্দিতে লাগিলা বহুতর ॥ ১১ ॥
ভরিল পুষ্পের বন মহাপ্রেম-জলে।
মহা-শ্বাস ছাড়ি প্রভু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে ॥
পুলকে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব কলেবর।
স্থির নহে প্রভু—কম্প-ভরে থরথর ॥
শ্রীমান্ পণ্ডিত আদি যত ভক্তগণ।
দেখেন অপূর্ব্ব কৃষ্ণ-প্রেমের ক্রন্দন ॥ ১২ ॥
চতুর্দ্দিকে নয়নে বহয়ে প্রেমধার।
গঙ্গা যেন আসিয়া করিলা অবতার ॥
মনে মনে সবেই চিন্তেন চমৎকার।
"এমত ইহানে কভু নাহি দেখি আর ॥
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল ইহানে।
কি বৈভব পথে বা হইল দরশনে ॥"
বাহ্যদৃষ্টি প্রভুর হইল কতক্ষণে।
শেষে প্রভু সম্ভাষা করিলা সবা-সনে ॥ ১৩ ॥
প্রভু কহে "বন্ধু-সব! আজি ঘরে যাহ।
কালি যথা বলি তথা আসিবারে চাহ ॥
তোমা-সবা সহিত নিভৃত এক স্থানে।
মোর দুঃখ সকল করিব নিবেদনে ॥
কালি সবে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ঘরে।
তুমি আর সদাশিব আসিবা সত্বরে ॥"

৭। "গোবিন্দ......প্রসাদ"=যিনি পরম নির্ম্মল সুস্নিগ্ধ আনন্দ অর্থাৎ প্রেমানন্দ প্রদান করেন, সেই গোবিন্দ তোমাকে কৃপা করুন।

১১। "হইলেন বড় অসম্বর"=কৃষ্ণপ্রেম আবেগে নিজেকে আর সাম্‌লাইতে পারিলেন না-একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন।

সম্ভাষ করিয়া সবে করিলা বিদায়।
যথাকার্য্যে রহিলেন বিশ্বম্ভর-রায়॥ ১৪॥
নিরবধি কৃষ্ণাবেশ প্রভুর শরীরে।
মহা-বিরক্তের প্রায় ব্যবহার করে॥
বুঝিতে না পারে আই পুত্রের চরিত।
তথাপিহ পুত্র দেখি মহা আনন্দিত॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি প্রভু করয়ে ক্রন্দন।
আই দেখে অশ্রুজলে ভরিল অঙ্গন॥ ১৫॥
'কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ' বলয়ে ঠাকুর।
বলিতে বলিতে প্রেম বাঢ়য়ে প্রচুর॥
কিছু নাহি বুঝে আই কোন্ বা কারণ।
করযোড়ে লৈলা আই গোবিন্দ-শরণ॥
আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন-প্রকাশ।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডময় হইল উল্লাস॥ ১৬॥
'প্রেম-বৃষ্টি করিতে প্রভুর শুভারম্ভ।'
ধ্বনি শুনি যায় তথা ভাগবতবৃন্দ॥
যে সব বৈষ্ণব গেলা প্রভুর দর্শনে।
সম্ভাষা করিলা প্রভু তা-সবার সনে॥
"কালি শুক্লাম্বর-ঘরে মিলিবা আসিয়া।
মোর দুঃখ নিবেদিব নিভৃতে বসিয়া"॥ ১৭॥
হরিষে পূর্ণিত হৈলা শ্রীমান্ পণ্ডিত।
দেখিয়া অদ্ভুত প্রেম মহা-হরষিত॥
যথাকৃত্য করি উষা-কালে সাজি লৈয়া।
চলিলা তুলিতে পুষ্প হরষিত হৈয়া॥

এক ঝাড় কুন্দ আছে শ্রীবাস-মন্দিরে।
কুন্দ-রূপে কিবা কল্পতরু অবতরে॥ ১৮॥
যতেক বৈষ্ণব তোলে, তুলিতে না পারে।
অক্ষয় অনন্ত পুষ্প সর্ব্বক্ষণ ধরে॥
উষাকালে উঠিয়া সকল ভক্তগণ।
পুষ্প তুলিবারে আসি হইলা মিলন॥
সবেই তোলেন পুষ্প কৃষ্ণকথা-রসে।
গদাধর গোপীনাথ রামাই শ্রীবাসে॥ ১৯॥
হেনই সময়ে আসি শ্রীমান্ পণ্ডিত।
হাসিতে হাসিতে আসি হইলা বিদিত॥
সবেই বলেন "আজি বড় দেখি হাস্য।"
শ্রীমান্ কহেন "আছে কারণ অবশ্য॥"
"কহ দেখি" বলে সব ভাগবতগণ।
শ্রীমান্ পণ্ডিত বলে "শুনহ কারণ॥ ২০॥
পরম অদ্ভুত কথা মহা অসম্ভব।
নিমাই-পণ্ডিত হৈলা পরম-বৈষ্ণব॥
গয়া হৈতে আইলেন সকল কুশলে।
শুনি আমি সম্ভাষিতে গেলাম বিকালে॥
পরম-বিরক্ত-রূপ সকল সম্ভাষ।
তিলার্দ্ধেকো ঔদ্ধত্যের নাহিক প্রকাশ॥২১॥
নিভৃতে কহিতে লাগিলেন কৃষ্ণ-কথা।
যে যে স্থানে দেখিলেন যে অপূর্ব্ব যথা॥
পাদপদ্ম-তীর্থের লইতে মাত্র নাম।
নয়নের জলে সব পূর্ণ হৈল স্থান॥

১৩। "বৈভব"=ঐশ্বর্য্য; অলৌকিক বস্তু।

১৪। "তুমি"=শ্রীমান্ পণ্ডিত।

১৬। "কিছু…… ………শরণ"=আই অর্থাৎ শ্রীশচীমাতা পুত্রের ঐ সমস্ত ভাব কিছুই বুঝিতে না পারিয়া করযোড় করিয়া শ্রীগোবিন্দের শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন, 'হে গোবিন্দ! আমার নিমাইকে যেন রক্ষা করিও'।

১৭। "প্রেমবৃষ্টি……ভাগবতবৃন্দ"=পাপতাপ-দগ্ধ জীবের মঙ্গলার্থে শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ কৃষ্ণপ্রেমামৃত-ধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই আনন্দ-সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল; তাহা শুনিয়া ভক্তগণ তখন প্রভুর সমীপে আসিতে লাগিলেন।

সর্ব্ব অঙ্গে মহা-কম্প পুলকে পূর্ণিত।
'হা কৃষ্ণ' বলিয়া মাত্র পড়িলা ভূমিত ॥২২॥
সর্ব্ব অঙ্গে ধাতু নাহি হইলা মূর্চ্ছিত।
কতক্ষণে বাহ্যদৃষ্টি হৈলা চমকিত ॥
শেষে যে বলিয়া 'কৃষ্ণ' কান্দিতে লাগিলা।
হেন বুঝি গঙ্গাদেবী আসিয়া মিলিলা ॥
যে ভক্তি দেখিল আমি তাহান নয়নে।
তাহানে মনুষ্য-বুদ্ধি নাহি আর মনে ॥২৩॥
সবে এই কথা কহিলেন বাহ্য হৈলে।
'শুক্লাম্বর-ঘরে কালি মিলিবা সকালে' ॥
তুমি আর সদাশিব পণ্ডিত মুরারি।
তোমা-সবা-স্থানে দুঃখ করিব গোহারি' ॥
পরম-মঙ্গল এই কহিলাম কথা।
অবশ্য কারণ ইথে আছয়ে সর্ব্বথা"॥ ২৪॥
শ্রীমানের বচন শুনিয়া ভক্তগণ।
'হরি' বলি মহাধ্বনি করিলা তখন ॥
প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার।
"গোত্র বাঢ়াউন কৃষ্ণ আমা-সবাকার" ॥২৫॥

তথাহি —

গোত্রং নো বর্দ্ধতাং ইতি ॥ ২৬ ॥

আনন্দে করেন সবে কৃষ্ণ-সংকথন।
উঠিল মধুর ধ্বনি কৃষ্ণের কীর্ত্তন ॥
'তথাস্তু তথাস্তু' বলে ভাগবতগণ।
সবেই ভজুক কৃষ্ণচন্দ্রের চরণ ॥
হেনমতে পুষ্প তুলি ভাগবতগণ।
পূজা করিবারে সবে করিলা গমন ॥ ২৭ ॥
শ্রীমান্ পণ্ডিত চলিলেন গঙ্গাতীরে।
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী তাঁহার মন্দিরে ॥
শুনিয়া এ সব কথা প্রভু-গদাধর।
শুক্লাম্বর-গৃহ প্রতি চলিলা সত্বর ॥
"কি আখ্যান কৃষ্ণের কহেন শুনি গিয়া।"
থাকিলেন শুক্লাম্বর-গৃহে লুকাইয়া ॥ ২৮ ॥
সদাশিব মুরারি শ্রীমান্ শুক্লাম্বর।
মিলিলা সকল যত প্রেম-অনুচর ॥
হেনই সময়ে বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ।
আসিয়া মিলিলা যথা বৈষ্ণব-সবাজ ॥
পরম-আদরে সবে করেন সম্ভাষ।
প্রভুর নাহিক বাহ্য-দৃষ্টির প্রকাশ ॥ ২৯ ॥
দেখিলেন মাত্র প্রভু ভাগবতগণ।
পড়িতে লাগিলা শ্লোক ভক্তির লক্ষণ ॥

১৯। "তুলিতে না পারে" = তুলিয়া শেষ করিতে পারে না ; ফুরাইতে পারে না।

২১। "পরম-বিরক্ত-রূপ" = অত্যন্ত বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির মত।

২২। "পাদপদ্ম-তীর্থের" = গয়ার গদাধর-পাদপদ্মের।

২৪। "তোমা......গোহারি" = আমার প্রাণের দুঃখ তোমাদের কাছে প্রকাশ করিয়া বলিব, দেখি যদি তার কিছু প্রতীকার বা লাঘব হয়।

২৫। "গোত্র .....সবাকার" = শ্রীকৃষ্ণ আমাদের গোষ্ঠী অর্থাৎ বৈষ্ণব-পরিকর বৃদ্ধি করুন, ইহা তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা করি।

২৬। আমাদের গোষ্ঠী বাড়ুক। এইটী শ্রাদ্ধ সময়ে পিণ্ডদান-কালীন কামনা-বাক্য। এখানে ভক্তগণ এই অর্থে বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ আমাদের বৈষ্ণবগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন।

২৭। "তথাস্তু" = তাই হউক।

২৮। "তাঁহার মন্দিরে" = নিজের বাড়ীতে গেলেন। ২৯। "নাহিক বাহ্য-দৃষ্টির প্রকাশ" = বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইয়াছে।

"পাইনু ঈশ্বর মোর কোন্ দিকে গেলা।"
এত বলি স্তম্ভ কোলে করিয়া পড়িলা ॥
ভাঙ্গিল গৃহের স্তম্ভ প্রভুর আবেশে।
'কৃষ্ণ কোথা' বলিয়া পড়িলা মুক্ত-কেশে ॥৩০॥
প্রভু পড়িলেন মাত্র 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া।
ভক্ত-সব পড়িলেন ঢলিয়া ঢলিয়া ॥
গৃহের ভিতরে মূর্চ্ছা গেলা গদাধর।
কেবা কোন্ দিকে পড়ে নাহি পরাপর ॥
সবেই হইলা কৃষ্ণ আনন্দে মূর্চ্ছিত।
গঙ্গার কূলেতে ঘর—জাহ্নবী বিস্মিত ॥ ৩১ ॥
কতক্ষণে বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর।
'কৃষ্ণ' বলি কান্দিতে লাগিলা বহুতর ॥
"কৃষ্ণ রে প্রভু রে মোর! কোন দিকে গেলা।"
এত বলি প্রভু পুন ভূমিতে পড়িলা ॥
কৃষ্ণ-প্রেমে কান্দে প্রভু শচীর নন্দন।
চতুর্দ্দিকে বেঢ়ি কান্দে ভাগবতগণ ॥ ৩২ ॥
আছাড়ের সমুচ্চয় নাহিক শ্রীঅঙ্গে।
না জানে ঠাকুর কিছু নিজ-প্রেম-রঙ্গে ॥
উঠিল মঙ্গল কৃষ্ণ-প্রেমের ক্রন্দন।
প্রেমময় হৈল শুক্লাম্বরের ভবন ॥
স্থির হই ক্ষণেকে বসিলা বিশ্বম্ভর।
তথাপি আনন্দ-ধারা বহে নিরন্তর ॥ ৩৩ ॥
প্রভু বলে "কোন্ জন গৃহের ভিতর।"
ব্রহ্মচারী বলেন "তোমার গদাধর ॥"
হেট-মাথা করিয়া কান্দেন গদাধর।
দেখিয়া সন্তোষ বড় প্রভু-বিশ্বম্ভর ॥
প্রভু বলে "গদাধর তুমি সে সুকৃতী।
শিশু হৈতে কৃষ্ণেতে করিলা দৃঢ় মতি ॥৩৪॥
আমার সে হেন জন্ম গেল বৃথা-রসে।
পাইনু অমূল্য-নিধি গেল দীন-দোষে ॥"
এত বলি ভূমিতে পড়িলা বিশ্বম্ভর।
ধূলায় লোটায় সর্ব্বসেব্য-কলেবর ॥
পুনঃপুনঃ হয় বাহ্য, পুনঃপুনঃ পড়ে।
দৈবে রক্ষা পায় নাক মুখ সে আছাড়ে ॥৩৫॥
মেলিতে না পারে দুই চক্ষু প্রেম-জলে।
সবে মাত্র 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' শ্রীবদনে বলে ॥

৩০। "স্তম্ভ"=খুঁটী।

"মুক্ত-কেশে"=এলো চুলে।

৩১। "নাহি পরাপর"=ঠিক-ঠিকানা নাই; দেখা-শুনা নাই; বাদ-বিচার নাই।

"গঙ্গার.........বিস্মিত"=শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ঘর গঙ্গাতীরে অবস্থিত; সুতরাং শ্রীগঙ্গাদেবী এই সমস্ত প্রেমানন্দময় ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন এবং উহা দর্শন করিয়া স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন।

৩৩। "আছাড়ের .... রঙ্গে"=প্রভুর শ্রীঅঙ্গে আছাড়ের কোনও চিহ্নই নাই অর্থাৎ আছাড়ের জন্য কোনরূপ আঘাত লাগার কিছু চিহ্নই দেখা যাইতেছে না এবং প্রভুও প্রেমানন্দে আছাড়ের কোন ব্য[illegible] অনুভব করিতে পারেন নাই। শ্রীপ্রহ্লাদ-মহাশ[illegible] উচ্চ পাহাড়ের উপর হইতে নীচে নিক্ষেপ করিলে[illegible] যে কৃষ্ণনামের প্রভাবে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গে বিন্দুমা[illegible] আঘাত বা ব্যথা লাগে নাই, সেই কৃষ্ণনাম কী[illegible] করিতে করিতে প্রেমানন্দ-ভরে মূর্চ্ছিত হ[illegible] আছাড় খাইয়া পড়িলে কি ভক্তের অঙ্গে ক[illegible] আঘাত বা ব্যথা লাগিতে পারে? আর সেই [illegible] যখন স্বয়ংই আছাড় খাইতেছেন, তখন আর আ[illegible] বা ব্যথা লাগার সম্ভাবনা কোথায়।

৩৫। "পাইনু ·· দীন-দোষে"=অমূল্য [illegible] পাইলাম বটে, কিন্তু দীন দরিদ্র আমি সে [illegible]

ধরিয়া সবার গলা কান্দে বিশ্বম্ভর।
'কৃষ্ণ কোথা' ভাই-সব! বলহ সত্বর॥
প্রভুর দেখিয়া আর্ত্তি কান্দে ভক্তগণ।
কারো মুখে আর কিছু না স্ফুরে বচন॥৩৬॥
প্রভু বলে "মোর দুঃখ করহ খণ্ডন।
আনি দেহ মোরে নন্দ-গোপের নন্দন॥"
এত বলি শ্বাস ছাড়ি পুনঃপুনঃ কান্দে।
লোটায় ভূমিতে কেশ, তাহা নাহি বান্ধে॥
এই সুখে সর্ব্বদিন গেল ক্ষণ-প্রায়।
কথঞ্চিৎ সবা প্রতি হইলা বিদায়॥ ৩৭॥
গদাধর সদাশিব শ্রীমান্ পণ্ডিত।
শুক্লাম্বর আদি সবে হইলা বিস্মিত॥
যে যে দেখিলেন প্রেম—সবেই অবাক্য।
অপূর্ব্ব দেখিয়া কারো দেহে নাহি বাহ্য॥
বৈষ্ণব-সমাজে সবে আইলা হরিষে।
আনুপূর্ব্ব কহিলেন অশেষ-বিশেষে॥ ৩৮॥
শুনিয়া সকল মহাভাগবতগণ।
'হরি হরি' বলি সবে করেন ক্রন্দন॥
শুনিয়া অপূর্ব্ব প্রেম সবেই বিস্মিত।
কেহো বলে "ঈশ্বর বা হইলা বিদিত॥"
কেহো বলে "নিমাই-পণ্ডিত ভাল হৈলে।
পাষণ্ডীর মুণ্ড ছিণ্ডিবারে পারি হেলে" ॥৩৯॥
কেহো বলে "হইবেক কৃষ্ণের রহস্য।
সর্ব্বথা সন্দেহ নাহি—জানিবা অবশ্য॥"
কেহো বলে "ঈশ্বর-পুরীর সঙ্গ হৈতে।
কিবা দেখিলেন কৃষ্ণ-প্রকাশ গয়াতে॥"
এইমত আনন্দে সকল ভক্তগণ।
নানা জনে নানা মত করেন কথন॥ ৪০॥
সবে মেলি করিতে লাগিলা আশীর্ব্বাদ।
"হউক হউক সত্য কৃষ্ণের প্রসাদ॥"
আনন্দে লাগিলা সবে করিতে কীর্ত্তন।
কেহো গায় কেহো নাচে করিয়া ক্রন্দন॥
হেনমতে ভক্তগণ আছেন হরিষে।
ঠাকুর আবিষ্ট হই আছেন স্ব-বাসে॥ ৪১॥
কথঞ্চিৎ বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর।
চলিলেন গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের ঘর॥
গুরুর করিলা প্রভু চরণ-বন্দন।
সম্ভ্রমে উঠিয়া গুরু কৈলা আলিঙ্গন॥
গুরু বলে "বাপ! ধন্য তোমার জীবন।
পিতৃ-কুল মাতৃ-কুল করিলা মোচন॥ ৪২॥
তোমার পড়ুয়া-সব তোমার অবধি।
পুঁথি কেহো নাহি মেলে ব্রহ্মা বলে যদি॥
এখনে আইলা তুমি—সবার প্রকাশ।
কালি হৈতে পড়াইবা, আজি যাহ বাস॥"
গুরু নমস্করিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিকে পড়ুয়া-বেষ্টিত শশধর॥ ৪৩॥
আইলেন শ্রীমুকুন্দ-সঞ্জয়ের ঘরে।
আসিয়া বসিলা চণ্ডীমণ্ডপ-ভিতরে॥

কদর কি বুঝিব? তাই অযত্নে সে রত্ন হারাইয়া ফেলিলাম। "দিন-দোষে" এইরূপ বানান হইলে "আমার বড় দুর্দ্দিন বলিয়া" এইরূপ অর্থ হইবে।

৩৭। "কথঞ্চিৎ" = অতি কষ্টে।

৩৮। "অবাক্য" = অবাক্। "বাহ্য" = বাহ্যজ্ঞান। "আনুপূর্ব্ব" = আগাগোড়া।

"অশেষ-বিশেষে" = কিছু বাদ না দিয়া।

৪০। "রহস্য" = কৌতুকময় লীলা।

৪১। "ঠাকুর .... স্ব-বাসে" = মহাপ্রভু নিজ ভাবে আবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন।

৪৩। "তোমার অবধি" = তুমি যাওয়া পর্য্যন্ত "এখনে......প্রকাশ" = এখন তুমি আসিয়া

গোষ্ঠী-সহ মুকুন্দ সঞ্জয় পুণ্যবন্ত।
যে হইল আনন্দ, তাহার নাহি অন্ত॥
পুরুষোত্তম সঞ্জয়েরে প্রভু কৈলা কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তার নয়নের জলে॥ ৪৪॥
জয়কার দিতে লাগিলেন নারীগণ।
পরম-আনন্দ হৈল মুকুন্দ-ভবন॥
শুভ দৃষ্টিপাত প্রভু করি সবাকারে।
আইলেন মহাপ্রভু আপন-মন্দিরে॥
বসিলা আসিয়া বিষ্ণু-গৃহের দুয়ারে।
প্রীতি করি বিদায় দিলেন সবাকারে॥ ৪৫॥
যে যে জন আইসে প্রভুরে সম্ভাষিতে।
প্রভুর চরিত্র কেহো না পারে বুঝিতে॥
পূর্ব্ব-বিদ্যা-ঔদ্ধত্য না দেখে কোনো জন।
পরম-বিরক্ত-প্রায় থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
পুত্রের চরিত্র শচী কিছুই না বুঝে।
পুত্রের মঙ্গল লাগি গঙ্গা বিষ্ণু পূজে॥ ৪৬॥
স্বামী নিলা কৃষ্ণ মোর, নিলা পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সবে মাত্র আছে একজন॥
অনাথিনী মোরে কৃষ্ণ! এই দেহ বর।
সুস্থ-চিত্তে গৃহে মোর রহু বিশ্বম্ভর॥"
লক্ষ্মীরে আনিয়া পুত্র-সমীপে বসায়।
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্র নাহি চায়॥ ৪৭॥
নিরবধি শ্লোক পড়ি করয়ে রোদন।
"কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ" বলে অনুক্ষণ॥
কখনো কখনো যেবা হুঙ্কার করয়।
ডরে পলায়েন লক্ষ্মী, শচী পায় ভয়॥
রাত্র্যে নিদ্রা নাহি প্রভুর কৃষ্ণানন্দ-রসে।
বিরহে না পায় স্বাস্থ্য উঠে পড়ে বৈসে॥৪৮॥
ভিন্ন লোক দেখিলে করেন সম্বরণ।
উষাকালে গঙ্গাস্নানে করয়ে গমন॥
আইলেন প্রভু মাত্র করি গঙ্গাস্নান।
পড়ুয়ার বর্গ আসি হৈল উপস্থান॥
'কৃষ্ণ' বিনা ঠাকুরের না আইসে বদনে।
পড়ুয়া-সকল ইহা কিছুই না জানে॥ ৪৯॥
অনুরোধে প্রভু বসিলেন পড়াইতে।
পড়ুয়া-সবার স্থানে প্রকাশ করিতে॥
'হরি' বলি পুঁথি মেলিলেন শিষ্যগণ।
শুনিয়া আনন্দ হৈলা শ্রীশচীনন্দন॥
বাহ্য নাহি প্রভুর শুনিয়া হরিধ্বনি।
শুভ দৃষ্টি সবারে করিলা দ্বিজমণি॥ ৫০॥
আবিষ্ট হইয়া প্রভু করয়ে ব্যাখ্যান।
সূত্র বৃত্তি টীকায়—সকলে হরিনাম॥
প্রভু বলে "সর্ব্ব কাল সত্য কৃষ্ণনাম।
সর্ব্ব শাস্ত্রে 'কৃষ্ণ' বহি না বোলয়ে আন॥
হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অজ ভব আদি সব কৃষ্ণের কিঙ্কর॥ ৫১॥
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে আর বাখানে।
বৃথা জন্ম যায় তার অসত্য-কথনে॥

এখন দেখ সকলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে।

"বাস" = বাড়ী।

৪৯। "ভিন্ন লোক" = বহিরঙ্গ লোক।

৫০। "অনুরোধে......করিতে" = প্রভুর নিজের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও, কেবল সকলের খাতিরে পড়িয়াই নামমাত্র পড়াইতে বসিলেন; কিন্তু ইহার ভিতরেও তাঁহার মূল উদ্দেশ্য রহিল—শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়া শিষ্যবর্গকে কৃষ্ণ পথে আনয়ন করা ও নিজেকে তাহাদের নিকট প্রকাশ করা।

৫১। "হর্ত্তা.....ঈশ্বর" = কৃষ্ণই হইলেন ঈশ্বর—তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা, পালন-কর্ত্তা ও সংহার-কর্ত্তা।

৫২। "বৃথা..........অসত্য-কথনে" = যেহেতু

আগম বেদান্ত আদি যত দরশন।
সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে 'কৃষ্ণ-পদে ভক্তিধন'॥
মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়॥ ৫২॥
করুণা-সাগর কৃষ্ণ জগত-জীবন।
সেবক-বৎসল নন্দ-গোপের নন্দন॥
হেন কৃষ্ণ-নামে যার নাহি রতি মতি।
পড়িয়াও সর্ব্ব শাস্ত্র—তাহার দুর্গতি॥
দরিদ্র অধমে যদি লয় কৃষ্ণ-নাম।
সর্ব্ব দোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণ-ধাম॥ ৫৩॥
এইমত সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায়।
ইহাতে সন্দেহ যার সেই দুঃখ পায়॥
কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধম কভু শাস্ত্র-মর্ম্ম নাহি জানে॥
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় মাত্র শাস্ত্র বহি মরে॥ ৫৪॥
পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারেখারে।
কৃষ্ণ-মহামহোৎসবে বঞ্চিল তাহারে॥
পূতনারে যে প্রভু করিলা মুক্তি দান।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি লোক করে অন্য ধ্যান॥
অঘাসুর-হেন পাপী যে কৈল মোচন।
কোন্ সুখে ছাড়ে লোক তাঁহার কীর্ত্তন॥৫
যে কৃষ্ণের নামে হয় জগৎ পবিত্র।
না বলে দুঃখিত জীব তাঁহার চরিত্র॥
যে কৃষ্ণের মহোৎসবে ব্রহ্মাদি বিহ্বল
তাহা ছাড়ি নৃত্য-গীতে করয়ে মঙ্গল॥
অজামিল নিস্তারিল যে কৃষ্ণের নামে।
ধন-কুল-বিদ্যা-মদে তাহা নাহি জানে॥৫৬
শুন ভাই-সব! সত্য আমার বচন।
ভজহ অমূল্য কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-ধন॥
যে চরণ সেবিতে লক্ষ্মীর অভিলাষ।
যে চরণ সেবিয়া শঙ্কর শুদ্ধ-দাস॥

একমাত্র কৃষ্ণ বই সত্য বস্তু আর কিছুই নাই, তন্নিমিত্ত কৃষ্ণ-সম্বন্ধ ব্যতীত যা কিছু বলা যায় বা করা যায়, সবই অসত্য। সকলেই জানেন, সত্যের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া অসত্য অবলম্বন করিলে সবই বৃথা হইয়া যায় এবং তদ্দ্বারা সর্ব্বনাশ সাধনই হইয়া থাকে; সুতরাং কৃষ্ণ-রূপ সত্য-বস্তুর আলোচনা ছাড়িয়া অন্যবিধ আলোচনা করিলে, উহা অসত্যেরই আলোচনা হয় বলিয়া, উহা বৃথা হইয়া যায় এবং তন্নিমিত্ত জন্মও বিফল হইয়া যায়।

"দরশন"—দর্শন শাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্র।

৫৪। "কৃষ্ণের.........বাখানে"='কৃষ্ণ-ভজনই যে অবশ্য কর্ত্তব্য' এই ব্যাখ্যা না করিয়া, যে পণ্ডিত শাস্ত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করে।

"শাস্ত্রের......মরে"=যে জন শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম না জানিয়া পড়াইতে যায়, তাহার কেবল গর্দ্দ[ভের] ন্যায় শাস্ত্রের বোঝা বহিয়া মরাই সার হয় অ[র্থাৎ] গর্দ্দভ যেমন কোন উৎকৃষ্ট দ্রব্য বহন করিলে তাহার কিছুই আস্বাদ গ্রহণ করিতে পায় না ব[লিয়া] তার কেবল বোঝা বহিয়া মরাই সার হয়, সেই যে ব্যক্তি শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় না বু[ঝিয়া] শাস্ত্র লইয়া কেবল নাড়াচাড়া মাত্রই ক[রে] তাহার শাস্ত্র ঘাঁটিয়া মরাই সার হয়, তা[হার] পণ্ডশ্রমই হয় মাত্র—প্রকৃত জ্ঞান কিছু [লাভ] হয় না।

৫৬। "নৃত্য-গীতে করয়ে মঙ্গল"=অন্যরূপ নাচ গান করিয়া আনন্দ করে।

"ধন......জানে"=অর্থাদির অহঙ্কারে [মত্ত হওয়ায়] কৃষ্ণনামের মহিমা অনুভব হয় না।

যে চরণ হইতে জাহ্নবী-পরকাশ।
হেন পাদ-পদ্ম ভাই! সবে কর আশ ॥ ৫৭ ॥
দেখি কার শক্তি আছে এই নবদ্বীপে।
খণ্ডুক আমার ব্যাখ্যা আমার সমীপে ॥"
পরংব্রহ্ম বিশ্বম্ভর শব্দ-মূর্ত্তিময়।
যে শব্দে যে বাখানে সেই সত্য হয় ॥
মোহিত পড়ুয়া সব—শুনে একমনে।
প্রভুও বিহ্বল হৈয়া আপনা বাখানে ॥ ৫৮ ॥
সহজেই শব্দমাত্রে 'কৃষ্ণ সত্য' কহে।
ঈশ্বর যে বাখানিব—কিছু চিত্র নহে ॥
ক্ষণেকে হইলা বাহ্য-দৃষ্টি বিশ্বম্ভর।
লজ্জিত হইয়া কিছু কহয়ে উত্তর ॥
"আজি আমি কোন্ মত সূত্র বাখানিল।"
পড়ুয়া-সকল বলে "কিছু না বুঝিল ॥ ৫৯ ॥
যত কিছু শব্দে বাখানহ 'কৃষ্ণ' মাত্র।
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র ॥"
হাসি বলে বিশ্বম্ভর "শুন সব ভাই।
পুঁথি বান্ধ, আজি চল গঙ্গাস্নানে যাই ॥"
বান্ধিলা পুস্তক সবে প্রভুর বচনে।
গঙ্গাস্নানে চলিলেন গৌরচন্দ্র-সনে ॥ ৬০ ॥
গঙ্গাজলে কেলি করে প্রভু-বিশ্বম্ভর।
সমুদ্রের মাঝে যেন পূর্ণ শশধর ॥
গঙ্গাজলে কেলি করি বিশ্বম্ভর-রায়।
পরম সুকৃতী সব দেখে নদীয়ায় ॥
ব্রহ্মাদিরো অভিলাষ যে রূপ দেখিতে।
হেন প্রভু বিপ্র-রূপে খেলে পৃথিবীতে ॥৬১॥
গঙ্গা-ঘাটে স্নান করে যে সকল জন।
সবেই চাহেন গৌরচন্দ্রের বদন ॥
অন্যোন্যে সর্ব্ব জন করয়ে কথন।
"ধন্য পিতা মাতা যার এহেন নন্দন ॥"
গঙ্গার বাঢ়িল প্রভুর পরশে উল্লাস।
আনন্দে করেন দেবী তরঙ্গ-প্রকাশ ॥ ৬২ ॥
তরঙ্গের ছলে নৃত্য করেন জাহ্নবী।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর পদযুগ-সেবী ॥
চতুর্দ্দিকে প্রভুরে বেঢ়িয়া জহ্নু-সুতা।
তরঙ্গের ছলে জল দেই অলক্ষিতা ॥
বেদে মাত্র এ সব লীলার মর্ম্ম জানে।
কিছু শেষে ব্যক্ত হবে সকল পুরাণে ॥ ৬৩ ॥
স্নান করি গৃহে আইলেন বিশ্বম্ভর।
চলিলা পড়ুয়াবর্গ যথা যার ঘর ॥
বস্ত্র পরিবর্ত্ত করি ধুইলা চরণ।
তুলসীরে জল দিয়া করিলা সেচন ॥
যথাবিধি করি প্রভু গোবিন্দ-পূজন।
আসিয়া বসিলা গৃহে করিতে ভোজন ॥৬৪॥

৫৮। "পরংব্রহ্ম ... হয়" = বিশ্বম্ভর অর্থাৎ শ্রীগৌরচন্দ্র হইতেছেন পরংব্রহ্ম অর্থাৎ পরমেশ্বর; তিনি শব্দ-মূর্ত্তিময় অর্থাৎ শব্দরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন; তিনি যে শব্দে যাহা ব্যাখ্যা করেন তাহাই সত্য অর্থাৎ তিনি যে শব্দমাত্রেই কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা করিতেছেন, ইহাই যথার্থ ব্যাখ্যা।

৫৯। "সহজেই......নহে" = এমনই ত স্বভাবতঃই প্রতি শব্দে এই বলে যে, কৃষ্ণই হইলেন একমাত্র সত্য বস্তু, তা শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদ, যিনি হইলেন ঈশ্বর, তিনি যে সব কথাতেই কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা করিবেন, তহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

৬৩। "জহ্নু-সুতা" = জহ্নুমুনির কন্যা; শ্রীগঙ্গা-দেবী। "অলক্ষিতা" = অপ্রত্যক্ষভাবে।

৬৪। "করিলা সেচন" = স্নান করাইলেন।

তুলসীর মঞ্জরী-সহিত দিব্য অন্ন।
মায়ে আনি সম্মুখে করিলা উপসন্ন॥
বিশ্বক্সেনেরে তবে করি নিবেদন।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ করয়ে ভোজন॥
সম্মুখে বসিলা শচী জগতের মাতা।
ঘরের ভিতরে দেখে লক্ষ্মী পতিব্রতা॥ ৬৫॥
মায়ে বলে "বাপ! আজি কি পুঁথি পড়িলা।
কাহার সহিত কিবা কন্দল করিলা॥"
প্রভু বলে "আজি পড়িলাম কৃষ্ণনাম।
সত্য কৃষ্ণ-চরণ-কমল গুণধাম॥
সত্য কৃষ্ণ-নাম-গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে যে জন॥
সেই শাস্ত্র সত্য—কৃষ্ণভক্তি কহে যা'য়।
অন্যথা হইলে—শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায়॥ ৬৬॥

তথাহি জৈমিনি-ভারতে আশ্বমেধিকে পর্ব্বণি—

যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তৎ শাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥৬৭॥

চণ্ডাল চণ্ডাল নহে, যদি কৃষ্ণ বলে।
বিপ্র নহে বিপ্র, যদি অসৎ-পথে চলে।।"
কপিলের ভাবে প্রভু জননীর স্থানে।
যে কহিলা, তাই প্রভু কহয়ে এখানে।
"শুন শুন মাতা! কৃষ্ণ-ভক্তির প্রভাব।
সর্ব্ব-ভাবে কর মাতা! কৃষ্ণে অনুরাগ॥৬৮॥

৬৫। "বিশ্বক্সেনেরে"=কৃষ্ণকে।

"অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ" = নিখিল-ভুবনাধিপতি শ্রীগৌরাঙ্গ-চাঁদ।

৬৬। "অন্যথা......পায়"=যে শাস্ত্রে কৃষ্ণ-ভক্তির ব্যাখ্যা না করিয়া অন্যরূপ ব্যাখ্যা করে, সে শাস্ত্র অসৎ-শাস্ত্র-মধ্যেই পরিগণিত বুঝিতে হইবে।

৬৭। যে শাস্ত্রে বা পুরাণে হরিভক্তির মহিমা বা প্রাধান্য বর্ণনা দেখা যায় না, স্বয়ং ব্রহ্মা সে শাস্ত্রের বক্তা হইলেও, তাহা শ্রবণ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

৬৮। "চণ্ডাল .....পথে চলে"=চণ্ডালও যদি কৃষ্ণ-ভজন করেন, তাহা হইলে তিনি তখন আর চণ্ডাল বা নীচজাতি-মধ্যে পরিগণিত নহেন, পরন্তু তিনি তখন ব্রাহ্মণের ন্যায়ই পূজনীয়। আবার ব্রাহ্মণ যদি অসৎ-পথে চলেন অর্থাৎ কৃষ্ণ-ভজন-রূপ সুবিমল সন্মার্গে বিচরণ না করিয়া অন্য পথে চলেন, তাহা হইলে তিনি উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও হীনজাতি মধ্যে পরিগণিত বুঝিতে হইবে।

শাস্ত্রে বলিয়াছেন :—

চণ্ডালোঽপি মুনেঃ শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥

পদ্মপুরাণ।

শ্বপচোঽপি মহীপাল! বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণুভক্তি-বিহীনো যো যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ॥

নারদ-পুরাণ।

সঙ্কীর্ণ-যোনয়ঃ পূতা যে ভক্তা মধুসূদনে।
ম্লেচ্ছ-তুল্যাঃ কুলীনাস্তে যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥

দ্বারকা-মাহাত্ম্য।

ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহং॥

ইতিহাস-সমুচ্চয়ে শ্রীভগবদ্বাক্যং।

কৃষ্ণ-ভজন করিলে নীচবর্ণ যে উচ্চবর্ণ-মধ্যে পরিগণিত হয় এবং কৃষ্ণ-ভজন না করিলে উচ্চবর্ণ যে নীচবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হয়, এরূপ শাস্ত্র-বাক্য অন্যান্য শাস্ত্রে আরও অনেক আছে; বাহুল্য-ভয়ে আর অধিক উদ্ধৃত হইল না। একটী সুন্দর সরল

কৃষ্ণ-সেবকেরে মাতা! কভু নাহি নাশ।
কালচক্র ডরায় সে দেখি কৃষ্ণ-দাস॥
গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্মে বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক মাতা! কিছুই না জানে॥
জগতের পিতা কৃষ্ণ—যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম-জন্ম তাপ॥ ৬৯॥
চিত্ত দিয়া শুন মাতা! জীবের যে গতি।
কৃষ্ণ না ভজিলে পায় যতেক দুর্গতি॥
মরিয়া মরিয়া পুনঃ পায় গর্ভবাস।
সর্ব্ব অঙ্গে হয় পূর্ব্ব-পাপের প্রকাশ॥
কটু অম্ল লবণ—জননী যত খায়।
অঙ্গে গিয়া লাগে তার, মহামোহ পায়॥৭০॥
মাংসময় অঙ্গ কৃমি-কুলে বেঢ়ি খায়।
ঘুচাইতে নাহি শক্তি—মরয়ে জ্বালায়॥
নড়িতে না পারে তপ্ত-পঞ্জরের মাঝে।
তবে প্রাণ রহে তার ভবিতব্য কাজে॥
কোন অতি-পাতকীর জন্ম নাহি হয়।
গর্ভে গর্ভে হয় পুনঃ উৎপত্তি প্রলয়॥ ৭১॥
শুন শুন মাতা! জীব-তত্ত্বের সংস্থান।
সাত মাসে জীবের গর্ভেতে হয় জ্ঞান॥
তখন সে সঙরিয়া করে অনুতাপ।
স্তুতি করে কৃষ্ণের ছাড়িয়া ঘনশ্বাস॥
'রক্ষ কৃষ্ণ! জগত-জীবন প্রাণনাথ।
তোমা বই জীব দুঃখ নিবেদিব কা'ত॥৭২॥
যে করয়ে বন্দী প্রভু! ছাড়ায় সেই সে।
সহজ মৃতেরে প্রভু! মায়া কর কিসে॥
মিথ্যা ধন-পুত্র-রসে বঞ্চিনু জনম।
না ভজিলাম তোমার দুই অমূল্য চরণ॥
যে স্ত্রী পুত্র পোষিলাম অশেষ-বিধর্ম্মে।
কোথা বা সে সব গেল মোর এই কর্ম্মে॥৭৩॥
এখন এ দুঃখে মোরে কে করিবে পার।
তুমি সে এখন বন্ধু! করিবা উদ্ধার॥

চলিত কথা এই আছে যে,

মুচি হ'য়ে শুচি হয়—যদি কৃষ্ণ ভজে।
শুচি হ'য়ে মুচি হয়—যদি কৃষ্ণ ত্যজে॥

এই বাক্যটী অশাস্ত্রীয় নহে—ইহা শাস্ত্র-বাক্যেরই সম্পূর্ণ অনুগত ও তাহারই প্রতিধ্বনি-মাত্র।

"কপিল"=ভগবদবতার মহামুনি শ্রীকপিল দেব।

"জননীর স্থানে"=স্বীয় মাতা দেবহূতির নিকটে।

"যে কহিলা"=ভক্তিতত্ত্ব ও ভক্তিযোগের মহিমা যাহা কীর্ত্তন ও উপদেশ করিয়াছিলেন।

৬৯। "কালচক্র……কৃষ্ণ-দাস"=চক্রবৎ ভ্রমণশীল যে কাল সকলকে বিনাশ করিতেছে, সেও কৃষ্ণ-দাসকে দেখিয়া ভয় পায়, কারণ কৃষ্ণ-দাসের কভু বিনাশ নাই। অথবা এইরূপ অর্থও করা যাইতে পারে যে, কালচক্র অর্থাৎ যমদণ্ডও কৃষ্ণ-দাসকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করে।

৭১। "তপ্ত-পঞ্জরের মাঝে"=গর্ভ-রূপ উত্তপ্ত পিঁজরা বা খাঁচার মধ্যে।

"ভবিতব্য কাজে"=নিজের কর্ম্মফল ভোগ করিবার নিমিত্ত।

"গর্ভে……প্রলয়"=বারবার গর্ভে জন্মায় ও গর্ভেই মরে।

৭২। "শুন……সংস্থান"=হে জননি! মাতৃগর্ভে জীব কিরূপ ভাবে অবস্থিতি করে, তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।

"নিবেদিব কা'ত"=আর কাহার কাছে নিবেদন করিব?

৭৩। "যে করয়ে……কিসে"=যিনি এই সংসার-কারাগারে আবদ্ধ করেন, তিনিই আবার কৃপা

এতেকে জানিনু—সত্য তোমার চরণ।
রক্ষ প্রভু কৃষ্ণ! তোর লইনু শরণ॥
তুমি হেন কল্পতরু ঠাকুর ছাড়িয়া।
ভুলিলাম অসৎ-পথে প্রমত্ত হইয়া॥ ৭৪॥
উচিত তাহার এই যোগ্য শাস্তি হয়।
করিলা ত—এবে কৃপা কর মহাশয়॥
এই কৃপা কর যেন তোমা না পাসরি।
যেখানে সেখানে কেনে জন্মিয়া না মরি॥
যেখানে তোমার নাহি যশের প্রচার।
যথা নাহি বৈষ্ণবগণের অবতার॥
যেখানে তোমার যাত্রা-মহোৎসব নাই।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই॥ ৭৫॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (৫।১৯।২৪)—

ন যত্র বৈকুণ্ঠ-কথা-সুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশ-মখা মহোৎসবাঃ
সুরেশ-লোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাং॥ ৭৬॥

গর্ভবাস-দুঃখ প্রভু! এহো মোর ভাল।
যদি তোর স্মৃতি মোর রহে সর্ব্বকাল॥
তোর পাদ-পদ্মের স্মরণ নাহি যথা।
হেন কৃপা কর প্রভু! না ফেলিবা তথা॥
এইমত দুঃখ প্রভু! কোটি কোটি জন্ম।
পাইমু বিস্তর প্রভু!—সব মোর কর্ম্ম॥ ৭৭॥
সে দুঃখ বিপদ প্রভু রহু বারবার।
যদি তোর স্মৃতি থাকে সর্ব্ব-বেদ-সার॥
হেন কর কৃষ্ণ! এবে দাস্য-পদ দিয়া।
চরণে রাখহ দাসী-নন্দন করিয়া॥
বারেক করহ যদি এ দুঃখের পার।
তোমা বই তবে প্রভু! না গাইমু আর'॥৭৮॥
এইমত গর্ভবাসে পোড়ে অনুক্ষণ।
তাহো ভালবাসে কৃষ্ণ-স্মৃতির কারণ॥
স্তবের প্রভাবে গর্ভে দুঃখ নাহি পায়।
কালে পড়ে পৃথিবীতে আপন-অনিচ্ছায়॥
শুন শুন মাতা! জীব-তত্ত্বের সংস্থান।
ভূমিতে পড়িলে মাত্র হয় অগেয়ান॥ ৭৯॥

করিয়া মুক্ত করেন। হে প্রভো! এই সংসার-কারাগারে আবদ্ধ হইয়া স্বভাবতঃ মরিয়াই ত রহিয়াছি, তবে আর মায়া করিতেছ কেন, দয়া করিয়া বন্ধন মোচন করিয়া দাও। কারাগারে আবদ্ধ করিলে মনে হইতে পারে বটে যে, তাই ত বন্ধন করিয়াছি, আবার বন্ধনটা খুলিয়া দিব; কিন্তু বন্ধনের জোরে যখন মরিয়াই গিয়াছি, তখন আর বন্ধন খুলিয়া দিতে মায়া করিতেছ কেন? ভাবার্থ এই যে, সংসার সাগরে পতিত হইয়া হে কৃষ্ণ! তোমার পাদপদ্ম বিস্মৃত হইয়া যখন একেবারেই ডুবিয়া মরিয়াছি, তখন প্রভো! তুমি কৃপা করিয়া তোমার মৃত-সঞ্জীবনী শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করাইয়া না দিলে, আমার আর পুনর্জীবিত হইবার কোনও উপায় নাই। হে প্রভো! আমাকে বাঁচাও, শরণাগতকে রক্ষা কর।

"অশেষ-বিধর্ম্মে" = কতরূপ অন্যায় কাজ করিয়া।

৭৬। যে স্থলে শ্রীভগবানের নিখিল-কুণ্ঠা-বিবর্জ্জিতা কথামৃত-নির্ঝরিণী নাই, যে স্থলে সেই ভগবৎ-কথাবলম্বী ভক্ত-সাধুগণ বিরাজ না করেন এবং যে স্থলে যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনাদি মহোৎসব পরিদৃষ্ট না হয়, তাদৃশ স্থল সাক্ষাৎ ব্রহ্মলোক হইলেও, তথায় কদাচ বাস করিও না।

৭৭। "সব মোর কর্ম্ম" = সকলই আমার কর্ম্ম-ফল।

মূর্চ্ছাগত হয় ক্ষণে, ক্ষণে কান্দে হাসে।
কহিতে না পারে দুঃখ-সাগরেতে ভাসে॥
কৃষ্ণের সেবক জীব, কৃষ্ণের মায়ায়।
কৃষ্ণ না ভজিলে এইমত দুঃখ পায়॥
কত দিনে কাল-বশে হয় বুদ্ধি জ্ঞান।
ইথে যে ভজয়ে কৃষ্ণ সেই ভাগ্যবান্॥
অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট-সঙ্গ করে।
পুনঃ সেইমত গর্ভবাসে ডুবি মরে॥ ৮০ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (৩।৩১।৩২)—
যদ্যসদ্ভিঃ পথি পুনঃ শিশ্নোদর-কৃতোদ্যমৈঃ।
আস্থিতো রমতে জন্তুস্তমো বিশতি পূর্ব্ববৎ ॥৮১॥

গ্রন্থান্তরে চ—
অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনং।
অনারাধিত গোবিন্দ-চরণস্য কথং ভবেৎ ॥ ৮২ ॥

অনায়াসে মরণ, জীবন দুঃখ বিনে।
কৃষ্ণ ভজিলে সে হয় কৃষ্ণের স্মরণে॥
এতেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধু-সঙ্গ করি।
মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা! মুখে বল 'হরি'॥

ভক্তিহীন কর্ম্মে কোনো ফল নাহি পায়।
সেই কর্ম্ম ভক্তিহীন পরহিংসা যা'য়॥"
কপিলের ভাবে প্রভু মায়েরে শিখায়।
শুনিতে সে বাক্য শচী আনন্দে মিলায়॥৮৩॥
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
কৃষ্ণ বিনু প্রভু আর কিছু না বাখানে॥
আপ্তমুখে এ কথা শুনিয়া ভক্তগণ।
সর্ব্ব গণে বিতর্ক ভাবেন অনুক্ষণ॥
"কিবা কৃষ্ণ প্রকাশ হইলা সে শরীরে।
কিবা সাধু-সঙ্গে, কিবা পূর্ব্ব-সংস্কারে॥"
এইমত মনে সবে করেন বিচার।
সুখময় চিত্তবৃত্তি হইল সবার॥ ৮৪ ॥
খণ্ডিল ভক্তের দুঃখ, পাষণ্ডীর নাশ।
মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর হইলা প্রকাশ॥
বৈষ্ণব-আবেশে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
কৃষ্ণময় জগৎ দেখেন নিরন্তর॥
অহর্নিশ শুনেন শ্রবণে কৃষ্ণ-নাম।
বদনে বোলয়ে 'কৃষ্ণচন্দ্র' অবিরাম॥ ৮৫ ॥

৭৮। "সর্ব্ব বেদ সার" = সমস্ত শাস্ত্রোপদেশের সার স্বরূপ।

৭৯। "কালে . অনিচ্ছায়" = গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলে, কৃষ্ণ স্মরণ জনিত আনন্দ রহিত হইবে বলিয়া, ভূমিষ্ঠ হইতে ইচ্ছা করে না; তন্নিমিত্তই বলিতেছেন, নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও, কালক্রমে স্বভাবতঃই (Naturally or automatically) ভূমিষ্ঠ হয়। ৮০। "কৃষ্ণের মায়ায়" বিষ্ণু মায়াবদ্ধ হইয়া। "অন্যথা . করে" = কিন্তু তাহা না করিয়া যদি তাহার বিপরীত আচরণ করে অর্থাৎ কৃষ্ণ না ভজে ও অসৎ সঙ্গ করে।

৮১। মানব যদি সৎপথে অবস্থিত থাকিয়াও শিশ্নোদর-পরায়ণ অসৎ লোকদিগের সঙ্গে আমোদ প্রমোদে রত হয়, তাহা হইলে তাহাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অর্থাৎ যম-পাশে বদ্ধ হইয়া নরকে প্রবেশ করিতে হয়।

৮২। অনুবাদ ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৮৩। "সেই........যা'য়" = যে কর্ম্ম করিলে তদ্দ্বারা পরের অনিষ্ট হয়, সেরূপ কর্ম্ম ভক্তিহীন কর্ম্ম মধ্যেই পরিগণিত।

৮৪। "বিতর্ক ভাবেন" = বিচার করিতে লাগিলেন

৮৫। 'কৃষ্ণময়..... নিরন্তর" = সর্ব্বদাই সমস্ত জগৎ কৃষ্ণময় দেখেন অর্থাৎ কৃষ্ণ ছাড়া কোথাও

যে প্রভু আছিলা ভোলা মহা বিদ্যা-রসে
এবে কৃষ্ণ বিনা আর কিছু নাহি বাসে॥
পড়ুয়ার বর্গ সব অতি উষাকালে।
পড়িবার নিমিত্ত আসিয়া সবে মিলে॥
পড়াইতে বৈসে গিয়া ত্রিদশের রায়।
কৃষ্ণ-কথা বিনা কিছু না আইসে জিহ্বায়॥৮৬
"সিদ্ধ বর্ণ-সমাম্নায়" বলে শিষ্যগণ।
প্রভু বলে "সর্ব্ব বর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ॥"
শিষ্য বলে "বর্ণ সিদ্ধ হইল কেমনে।"
প্রভু বলে "কৃষ্ণ-দৃষ্টিপাতের কারণে॥"
শিষ্য বলে "পণ্ডিত! উচিত ব্যাখ্যা কর।"
প্রভু বলে "সর্ব্বক্ষণ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্মর॥ ৮৭॥
কৃষ্ণের ভজন কহি—সম্যক্ আম্নায়।
আদি, মধ্য, অন্তে কৃষ্ণ-ভজন বুঝায়॥"
শুনিয়া প্রভুর ব্যাখ্যা হাসে শিষ্যগণ।
কেহো বলে "হেন বুঝি বায়ুর কারণ॥"
শিষ্যবর্গ বলে "কর কেমত ব্যাখ্যান।"
প্রভু বলে "যেন হয় শাস্ত্রের প্রমাণ॥"
প্রভু কহে "যদি নাহি বুঝহ এখনে।
বিকালে সকল বুঝাইব ভাল-মনে॥ ৮৮॥
আমিহ বিরলে গিয়া বসি পুঁথি চাই।
বিকালে সকলে যেন বসি এক ঠাঁই॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্ব শিষ্যগণ।
কৌতুকে পুস্তক বান্ধি করিলা গমন॥
সর্ব্ব শিষ্য গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের স্থানে।
কহিলেন যত সব ঠাকুর বাখানে॥ ৮৯॥
"এবে যত বাখানেন নিমাই-পণ্ডিত।
শব্দ-সনে বাখানেন কৃষ্ণ-সমীহিত॥
গয়া হৈতে যাবৎ আসিয়াছেন ঘরে।
তদবধি কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা বহি নাহি স্ফুরে॥
সর্ব্বদা বলেন 'কৃষ্ণ'—পুলকিত-অঙ্গ।
ক্ষণে হাসে, হুঙ্কার করয়ে বহু রঙ্গ॥ ৯০॥
প্রতি শব্দে ধাতু সূত্র একত্র করিয়া।
প্রতিদিন কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা করেন বসিয়া॥
এবে তাঁর বুঝিবারে না পারি চরিত।
কি করিব আমি-সব বলহ পণ্ডিত॥"
উপাধ্যায়-শিরোমণি বিপ্র গঙ্গাদাস।
শুনিয়া সবার বাক্য উপজিল হাস॥ ৯১॥
ওঝা বলে "ঘরে যাহ, আসিহ সকালে।
আজি আমি শিখাইব তাঁহারে বিকালে॥

আর কিছুই দেখিতে পান না। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীপাদ কবিরাজ-গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন :—

স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি॥

৮৭। "সিদ্ধ বর্ণ-সমাম্নায়·········নারায়ণ"= "সিদ্ধো বর্ণ-সমাম্নায়ঃ" এইটী হইল কলাপ (বা কাতন্ত্র) ব্যাকরণের প্রথম সূত্র; ইহার অর্থ হইতেছে—'স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ পাঠ করিবার ক্রম চির-প্রসিদ্ধ।' শিষ্যগণ যেমন ব্যাকরণের ঐ সূত্র বলিতেছেন, আর প্রভু তাহার এই ব্যাখ্যা করিতেছেন যে, সর্ব্ব বর্ণে অর্থাৎ সকল অক্ষরই শ্রীনারায়ণকে লক্ষ্য করিতেছে।

৮৮। "কৃষ্ণের ·····বুঝায়"=প্রভু বলিতেছেন "কৃষ্ণ-ভজনই সম্যক্ আম্নায়" অর্থাৎ বেদ, আগ প্রভৃতি শাস্ত্রগণ কৃষ্ণ-ভজন করিতেই সম্যক্-রূপে উপদেশ দিতেছেন—আদি, মধ্য ও অন্ত সর্ব্বত্র কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিবার কথাই বলিতেছেন, যথা :—

আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।

৯০। "শব্দ·········সমীহিত"=প্রত্যেক শব্দে কৃষ্ণ-ভজন সম্বন্ধীয় কথাই ব্যাখ্যা করেন

ভালমত করি যেন পড়ায়েন পুঁথি।
আসিহ বিকালে সবে তাঁহার সংহতি॥"
পরম-হরিষে সবে বাসায় চলিলা।
বিশ্বম্ভর-সঙ্গে সবে বিকালে আইলা॥ ৯২॥
গুরুর চরণ-ধূলি প্রভু লয় শিরে।
'বিদ্যালাভ হউ'—গুরু আশীর্ব্বাদ করে॥
গুরু বলে "বাপ বিশ্বম্ভর! শুন বাক্য।
ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন—নহে অল্প ভাগ্য॥
মাতামহ যার চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
বাপ যার জগন্নাথ মিশ্র-পুরন্দর॥ ৯৩॥
উভয় কুলেতে মূর্খ নাহিক তোমার।
তুমিও পরম যোগ্য ব্যাখ্যাতে টীকার॥
অধ্যয়ন ছাড়িলে সে ভক্তি যদি হয়।
বাপ মাতামহ কি তোমার 'ভক্ত' নয়॥
ইহা জানি ভালমতে কর অধ্যয়ন।
অধ্যয়ন হইলে সে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ॥ ৯৪॥
ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্র জানিব কেমনে।
ইহা জানি 'কৃষ্ণ' বল, কর অধ্যয়নে॥
ভালমতে গিয়া শাস্ত্র বসিয়া পড়াও।
ব্যতিরিক্ত অর্থ কর— মোর মাথা খাও॥"
প্রভু বলে "তোমার দুই চরণ-প্রসাদে।
নবদ্বীপে কেহো মোরে না পারে বিবাদে॥
আমি যে বাখানি সূত্র করিয়া খণ্ডন।
নবদ্বীপে তাহা স্থাপিবেক কোন্ জন॥ ৯৫॥
নগরে বসিয়া এই পড়াইমু গিয়া।
দেখি কার শক্তি আছে দূষুক আসিয়া॥"
হরিষ হইলা গুরু শুনিয়া বচন।
চলিলা গুরুর করি চরণ বন্দন॥
গঙ্গাদাস-পণ্ডিত-চরণে নমস্কার।
বেদ-পতি সরস্বতী-পতি শিষ্য যাঁর॥ ৯৬॥
আর কিবা গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের সাধ্য।
যাঁর শিষ্য চতুর্দ্দশ-ভুবন-আরাধ্য॥
চলিলা পড়ুয়া-সঙ্গে প্রভু বিশ্বম্ভর।
তারকা-বেষ্টিত যেন পূর্ণ-শশধর॥
বসিলা আসিয়া নগরিয়ার দুয়ারে।
যাঁহার চরণ লক্ষ্মী-হৃদয়-উপরে॥ ৯৭॥
যোগপট্ট-ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।
সূত্রের করয়ে প্রভু খণ্ডন স্থাপন॥
প্রভু বলে "সন্ধি-কার্য্য-জ্ঞান নাহি যার।
কলিযুগে 'ভট্টাচার্য্য' পদবী তাহার॥
শব্দ-জ্ঞান নাহি যার সে তর্ক বাখানে।
আমারে ত প্রবোধিতে নারে কোনো জনে॥
যে আমি খণ্ডন করি, যে করি স্থাপন।
দেখি তাহা অন্যথা করুক কোনো জন"॥৯৮॥

৯১। "চরিত"=প্রকৃতি; আচরণ; ভাব।

৯৪। "অধ্যয়ন হইলে ··ব্রাহ্মণ"=পড়া-শুনা না করিলে, কাহারও শাস্ত্র-জ্ঞান জন্মিতে পারে না; শাস্ত্র-জ্ঞান ব্যতীতও বিষ্ণুভক্তি-তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না; বিষ্ণুভক্তি-তত্ত্ব-জ্ঞান না হইলেও প্রকৃত বিষ্ণু-ভক্ত বা বৈষ্ণব হওয়া যায় না; সুতরাং বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ হইতে হইলে, মূলে পড়া-শুনা বা অধ্যয়নের আবশ্যক।

৯৫। "ব্যতিরিক্ত অর্থ"=প্রকৃত অর্থ ছাড়িয়া অন্যরূপ বিপরীত অর্থ।

"আমি······খণ্ডন"=অন্যের কৃত ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া আমি যে ব্যাখ্যা করি, নবদ্বীপে কার সাধ্য আছে দেখি, যে আমার সেই খণ্ডনে দোষ ধরিয়া অন্যের কৃত ব্যাখ্যা বজায় রাখিতে পারে?

৯৭। "আর······আরাধ্য"=চতুর্দ্দশ ভুবনের অধিপতি ও পরমারাধ্য শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে তাঁহার

এইমত বলে বিশ্বম্ভর বিশ্বনাথ।
প্রত্যুত্তর করিবেক হেন শক্তি কা'ত॥
গঙ্গা দেখিবারে যত অধ্যাপক যায়।
শুনিয়া সবার অহঙ্কার চূর্ণ হয়॥
কার শক্তি আছে বিশ্বম্ভরের সমীপে।
সিদ্ধান্ত দিবেক হেন আছে নবদ্বীপে॥
এইমত আবেশে বাখানে বিশ্বম্ভর।
চারি দণ্ড রাত্রি—তবু নাহি অবসর॥ ৯৯॥
দৈবে আর এক নগরিয়ার দুয়ারে।
এক মহা-ভাগ্যবান্ আছে বিপ্রবরে॥
'রত্নগর্ভ আচার্য্য' বিখ্যাত তাঁর নাম।
প্রভুর পিতার সঙ্গে জন্ম এক গ্রাম॥
তিন পুত্র তাঁর কৃষ্ণ-পদ-মকরন্দ।
কৃষ্ণানন্দ, জীব, যদুনাথ-কবিচন্দ্র॥
ভাগবত-পরম-সাদর বিপ্রবর।
ভাগবত-শ্লোক পড়ে করিয়া আদর॥ ১০০॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (১০।২৩।২২)—

শ্যামং হিরণ্য-পরিধিং বনমালা-বর্হ-
ধাতু-প্রবাল-নটবেশমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্ত-হস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালক-কপোল-মুখাব্জ-হাসং॥১০১॥

ভক্তিযোগ-শ্লোক পড়ে পরম সন্তোষে।
প্রভুর কর্ণেতে আসি করিল প্রবেশে॥
ভক্তির প্রভাব মাত্র শুনিলা থাকিয়া।
সেই ক্ষণে পড়িলেন মূর্চ্ছিত হইয়া॥
সকল পড়ুয়াবর্গ বিস্মিত হইলা।
ক্ষণেকে প্রভু সে বাহ্য-দৃষ্টিরে আইলা॥১০২॥
বাহ্য পাই 'বোল বোল'—বলে বিশ্বম্ভর।
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধরণী-উপর॥
প্রভু বলে 'বোল বোল', বলে বিপ্রবর।
উঠিল সমুদ্র কৃষ্ণ-সুখ মনোহর॥
লোচনের জলে হৈল পৃথিবী সিঞ্চিত।
অশ্রু কম্প পুলক—সকল সুবিদিত॥ ১০৩॥
দে'খে বিপ্রবর তাঁর পরম আনন্দ।
পড়ে ভক্তি-শ্লোক ভক্তি-সনে করি রঙ্গ॥
দেখিয়া তাহান ভক্তি-যোগের পঠন।
তুষ্ট হ'য়ে প্রভু তানে দিলা আলিঙ্গন॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠ-নায়কের আলিঙ্গন।
প্রেমে পূর্ণ রত্নগর্ভ হইলা তখন॥ ১০৪॥

শিষ্য, ইহা অপেক্ষা গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের পক্ষে সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল আর কি হইতে পারে?

১০০। "কৃষ্ণ-পদ-মকরন্দ = শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের মধু-স্বরূপ অর্থাৎ মধু যেমন পুষ্পে লাগিয়াই থাকে, তেমনই শ্রীকৃষ্ণ-চরণে তাঁহাদের চিত্ত দৃঢ়-রূপে লাগিয়াই রহিয়াছে। ভাগবত-পরম সাদর" = শ্রীমদ্ভাগবতকে অত্যন্ত আদর করেন।

১০১। যজ্ঞপত্নীগণ দেখিলেন, তিনি শ্যামল-সুন্দর; তাঁহার পরিধানে স্বর্ণ-সদৃশ সমুজ্জ্বল মনোহর পীত-বসন; বনমালা, শিখিপুচ্ছ, গৈরিকাদি ধাতু ও প্রবাল-সমূহ দ্বারা তিনি নটবর-বেশে সজ্জিত, তিনি বাম হস্ত প্রিয়-সখার স্কন্ধে আরোপণ করিয়াছেন এবং দক্ষিণ হস্তে লীলা-কমল সঞ্চালন করিতেছেন; তাঁহার কর্ণদ্বয়ে দুইটী পদ্ম, গণ্ডদেশে কুঞ্চিত কেশ-রাশি ও বদন-কমলে মৃদুমন্দ পরম-মধুর হাস্য শোভা পাইতেছে।

১০২। "মাত্র শুনিল থাকিয়া" = যেই শুনিলেন। "প্রভু . . . আইলা" = প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল।

১০৩। "উঠিল......মনোহর" = মধুরাতিমধুর কৃষ্ণপ্রেম-সুখসাগর উথলিয়া উঠিল।

প্রভুর চরণ ধরি রত্নগর্ভ কান্দে।
বন্দী হইলেন দ্বিজ চৈতন্যের ফান্দে॥
পুনঃপুনঃ পড়ে শ্লোক প্রেমযুক্ত হৈয়া।
'বোল বোল' বলে প্রভু হুঙ্কার করিয়া॥
দেখিয়া সবার হৈল অপরূপ-জ্ঞান।
নগরিয়া-সবে দেখি করে পরণাম॥ ১০৫॥
'না পঢ়িহ আর' বলিলেন গঙ্গাধর।
সবে বসিলেন বেঢ়ি প্রভু বিশ্বম্ভর॥
ক্ষণেকে হইল বাহ্যদৃষ্টি গৌররায়।
'কি বোল কি বোল' প্রভু জিজ্ঞাসে সদায়॥
প্রভু বলে "কি চাঞ্চল্য করিলাম আমি।"
পড়ুয়া-সকল বলে "কৃতকৃত্য তুমি॥ ১০৬॥
কি বলিতে পারি আমা-সবার শকতি।"
আপ্তগণে নিবারিল 'না করিহ স্তুতি'॥
বাহ্য পাই বিশ্বম্ভর আপনা সম্বরে।
সর্ব্ব-গণে চলিলেন গঙ্গা দেখিবারে॥
গোষ্ঠীর সহিত বসিলেন গঙ্গাতীরে।
গঙ্গা নমস্করি গঙ্গাজল নিলা শিরে॥ ১০৭॥
যমুনার তীরে যেন বেঢ়ি গোপীগণ।
নানা রস করিলেন নন্দের নন্দন॥
সেইমত শচীর নন্দন গঙ্গাতীরে।
ভকত-সংহতি কৃষ্ণ-প্রসঙ্গে বিহরে॥
কতক্ষণে সবারে বিদায় দিয়া ঘরে।
বিশ্বম্ভর চলিলেন আপন-মন্দিরে॥ ১০৮॥
ভোজন করিয়া সর্ব্ব-ভুবনের নাথ।
যোগনিদ্রা প্রতি করিলেন দৃষ্টিপাত॥
পোহাইল নিশি—সর্ব্ব পড়ুয়ার গণ।
আসিয়া মিলিলা—পুথি করিতে চিন্তন॥
ঠাকুর আইলা ঝাট করি গঙ্গাস্নান।
বসিয়া করেন প্রভু পুস্তক ব্যাখ্যান॥ ১০৯॥
প্রভুর না স্ফুরে কৃষ্ণ ব্যতিরেকে আন।
শব্দমাত্রে কৃষ্ণভক্তি করেন ব্যাখ্যান॥
পড়ুয়া-সকলে বলে "ধাতু-সংজ্ঞা কার।"
প্রভু বলে "শ্রীকৃষ্ণের শক্তি নাম যার॥
ধাতু-সূত্র বাখানি শুনহ ভাইগণ।
দেখি কার শক্তি আছে করুক খণ্ডন॥ ১১০॥
যত দেখ রাজা দিব্য দিব্য কলেবর।
কনক-ভূষিত গন্ধ-চন্দনে সুন্দর॥
'যম লক্ষ্মী যাহার বচনে' লোকে কয়।
ধাতু বিনে শুন তার যে অবস্থা হয়॥
কোথা যায় সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্য চলিয়া।
কেহো ভস্ম হয়, কারে এড়েন পুতিয়া॥১১১॥
সর্ব্ব দেহে ধাতু-রূপে বৈসে কৃষ্ণ-শক্তি।
তাহা-সনে করি স্নেহ, তাহানে সে ভক্তি॥
ভ্রম-বশে অধ্যাপক না বুঝয়ে ইহা।
'হয় নয়' ভাই সব! বুঝ মন দিয়া॥
এবে যারে নমস্করি করি মান্য-জ্ঞান।
ধাতু গেলে তারে পরশিলে করি স্নান॥১১২॥

১০৪। "পড়ে......রঙ্গ" = কত ভাবভঙ্গী করিয়া পরম-ভক্তি ও পরম-যত্ন-সহকারে ভক্তির শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন।

১০৮। "রস" = রস-কেলি।

"কৃষ্ণ-প্রসঙ্গে" = কৃষ্ণকথালাপনে।

১১০। "ধাতু-সংজ্ঞা কার" = ধাতু কাহাকে বলে।

"শ্রীকৃষ্ণের......যার" = ধাতু হইল কৃষ্ণেরই শক্তি।

১১১। "যম.........কয়" = লোকে বলে, যম ও লক্ষ্মী ইহাদের কথায় ফেরে অর্থাৎ আজ্ঞাকারী—লোকে ভাবে, যমেও ইহাদিগকে ভয় করে এবং লক্ষ্মীও ইহাদিগকে কদাচ পরিত্যাগ করেন না।

"ধাতু" = জীবনী-শক্তি বা জীবাত্মা। এখানে

যে বাপের কোলে পুত্র থাকে মহা-সুখে।
ধাতু গেলে সেই পুত্র অগ্নি দেই মুখে॥
ধাতু-সংজ্ঞা—কৃষ্ণ-শক্তি বল্লভ সবার।
দেখি ইহা দূষুক আছয়ে শক্তি কার॥
এমত পবিত্র পূজ্য যে কৃষ্ণের শক্তি।
হেন কৃষ্ণে ভাই-সব! কর দৃঢ় ভক্তি॥১১৩॥
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণ-নাম।
অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ কর ধ্যান॥
যাঁহার চরণে দূর্ব্বা জল দিলে মাত্র।
কভু নহে যম তার অধিকারে পাত্র॥
অঘ বক পূতনারে যে কৈল-মোচন।
ভজ ভজ সেই নন্দনন্দন-চরণ॥ ১১৪॥
পুত্র-বুদ্ধ্যে অজামিল যাঁহার স্মরণে।
চলিলা বৈকুণ্ঠে—ভজ সে কৃষ্ণ-চরণে॥
যাঁহার চরণ সেবি শিব দিগম্বর।
যে চরণ সেবিবারে লক্ষ্মীর আদর॥
যে চরণ-মহিমা 'অনন্ত' গুণ গায়।
দন্তে তৃণ করি ভজ হেন কৃষ্ণ-পায়॥ ১১৫॥
যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহেতে আছে শক্তি।
তাবৎ করহ কৃষ্ণ-পাদপদ্মে ভক্তি॥

কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ প্রাণ ধন।
চরণে ধরিয়া বলি—কৃষ্ণে দেহ মন॥"
দাস্য-ভাবে কহে প্রভু আপন-মহিমা।
হইল প্রহর দুই, তবু নাহি সীমা॥ ১১৬॥
মোহিত পড়ুয়া-সব শুনে একমনে।
দ্বিরুক্তি করিতে কারো না আইসে বদনে॥
সে সব কৃষ্ণের দাস জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ যারে পড়ায়েন, সে কি অন্য হয়॥
কতক্ষণে বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর।
চাহিয়া সবার মুখ লজ্জিত-অন্তর॥ ১১৭॥
প্রভু বলে "ধাতু-সূত্র বাখানিল কেন।"
পড়ুয়া-সকল বলে "সত্য অর্থ যেন॥
যে শব্দে যে অর্থ তুমি করিলে বাখান।
কার বাপে তাহা করিবারে পারে আন॥
যতেক বাখানো তুমি, সব সত্য হয়।
সবে সে উদ্দেশে পড়ি—তার অর্থ নয়।"
প্রভু বলে "কহ দেখি আমারে সকল।
বায়ু বা আমারে আসি করিয়াছে বল॥১১৮॥
সূত্ররূপে কোন্ বৃত্তি করিয়ে ব্যাখ্যান।"
শিষ্যবর্গ বলে "সবে এক হরিনাম॥

ব্যাকরণান্তর্গত "ধাতু" শব্দের পরমার্থ-হিসাবে অর্থ বলিতেছেন। "তার"=সেই রাজার।

১১২। "সর্ব্ব......শক্তি"=সকলের দেহেতেই কৃষ্ণেরই শক্তি 'ধাতু'-রূপে অর্থাৎ জীবাত্মা বা জীবনীশক্তি-রূপে অবস্থিতি করিতেছেন।

১১৩। "ধাতু-সংজ্ঞা·········সবার" = ধাতু-সংজ্ঞা অর্থাৎ জীবাত্মা নামে যে কৃষ্ণ-শক্তি সর্ব্ব দেহে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাহাই সর্ব্ব জীবের অধিপতি।

১১৫। "পুত্র.. চরণে"=মৃত্যুকালে মহাপাপী অজামিল মহাভীত হইয়া, নিজ-পুত্র নারায়ণকে "নারায়ণ" বলিয়া, পুত্র-জ্ঞানে ডাকিলেও, তাহা বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীনারায়ণের স্মরণে পরিণত হওয়ায়, তৎপ্রভাবে অজামিলের বৈকুণ্ঠ লাভ হইল; এবম্বিধ কৃপাময় যে নারায়ণ তাঁহার শ্রীচরণ ভজনা কর।

"দিগম্বর"=ন্যাংটো, কেননা কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত বলিয়া বাহ্য-জ্ঞান লোপ হওয়ায় কোমোরে কাপড় থাকে না।

১১৮। "বাখানিল কেন"=কিরূপ ব্যাখ্যা করিলাম।

সূত্র বৃত্তি টীকায় বাখানো কৃষ্ণ-মাত্র।
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র॥
ভক্তির শ্রবণে যে তোমার আসি হয়।
তাহাতে তোমারে কভু নর-জ্ঞান নয়॥”
প্রভু বলে “কোন্ রূপ দেখহ আমার।”
পড়ুয়া-সকলে বলে “যত চমৎকার॥ ১১৯॥
যে কম্প যে অশ্রু যে বা পুলক তোমার।
আমরা ত কোথাও কভু নাহি দেখি আর॥
কালি যবে পুঁথি তুমি চিন্তহ নগরে।
তখন পড়িল শ্লোক এক বিপ্রবরে॥
ভাগবত-শ্লোক শুনি হইলা মূর্চ্ছিত।
সর্ব্ব অঙ্গে নাহি প্রাণ—আমরা বিস্মিত॥
চৈতন্য পাইয়া পুনঃ যে কৈলে ক্রন্দন।
গঙ্গার আসিয়া যেন হৈল মিলন॥ ১২০॥
শেষে আসি কম্প যে বা হইল তোমার।
শত জন সমর্থ না হয় ধরিবার॥
আপাদ-মস্তক হৈল পুলকে উন্নতি।
লালা ঘর্ম্ম ধূলায় ব্যাপিত গৌর-মূর্ত্তি॥
অপূর্ব্ব ভাবের দশা দেখি সর্ব্ব জন।
সবেই বলেন—‘এ পুরুষ নারায়ণ॥’
কেহো বলে—‘ব্যাস শুক নারদ প্রহ্লাদ।
তাঁ-সবার সমযোগ্য এমত প্রসাদ’॥ ১২১॥
সবে মেলি ধরিলেন করিয়া শকতি।
ক্ষণেকে তোমার আসি বাহ্য হৈল মতি॥
এ সব বৃত্তান্ত তুমি কিছুই না জান।
আর কথা কহি তাহা চিত্ত দিয়া শুন॥
দিন দশ ধরি কর যতেক ব্যাখ্যান।
সর্ব্ব শব্দে কৃষ্ণ-ভক্তি আর কৃষ্ণ-নাম॥১২২॥
দশ দিনাবধি আজ পাঠ বাদ হয়।
কহিতে তোমারে মোরা বড় বাসি ভয়॥
শব্দের অশেষ অর্থ তোমার গোচর।
হাসি যে বাখানো তাহা কে দিবে উত্তর॥”
প্রভু বলে “দশদিন পাঠ বন্ধ যায়।
তবে ত আমারে তাহা কহিতে জুয়ায়”॥১২৩॥
পড়ুয়া-সকলে বলে “বাখানো উচিত।
‘সত্য কৃষ্ণ’—সকল শাস্ত্রের সমীহিত॥
অধ্যয়ন এই সে—সকল-শাস্ত্র-সার।
তবে যে না লই—দোষ আমা-সবাকার॥
মূলে যে বাখানো তুমি জ্ঞাতব্য সেই সে।
তাহাতে না লয় চিত্ত নিজ-কর্ম্ম-দোষে॥”

“সবে......নয়” = পুঁথিগত অর্থ পড়িয়া যাইতে হয় তাই পড়ি, কিন্তু মনে মনে আমরা বেশ বুঝি যে, প্রকৃত অর্থ উহা নয়। “বল” = আক্রমণ।

১১৯। “ভক্তির......হয়” = ভক্তিকথা শুনিলে তোমার যে ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়।

“যত চমৎকার” = সবই আশ্চর্য্য।

১২০। “প্রাণ” = নাড়ী; ধাতু।

১২১। “আপাদ..........উন্নতি” = সর্ব্বাঙ্গে রোম-সকল খাড়া হইয়া উঠিল; সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইল।

“গৌর-মূর্ত্তি” = মনোহর গৌরবর্ণ অঙ্গ।

১২২। “বাহ্য হৈল মতি” = বাহ্যজ্ঞান হইল।

১২৩। “হাসি ....উত্তর” = তুমি হাসিতে হাসিতে বা হাস্যচ্ছলে যে ব্যাখ্যা কর, তাহারই প্রতিবাদ করিতে কে সমর্থ হইবে?

১২৪। “সত্য .....সমীহিত” = ‘কৃষ্ণই হইলেন সত্য’ ইহাই সমস্ত শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় বা মর্ম্ম।

“অধ্যয়ন ....সার” = সকল শাস্ত্রেই যে বলিতেছেন—‘কৃষ্ণই একমাত্র সত্যবস্তু’—এইরূপ জ্ঞানময় অধ্যয়নই সকল শাস্ত্রের সার অধ্যয়ন।

পড়ুয়ার বাক্যে তুষ্ট হইলা ঠাকুর।
কহিতে লাগিলা কৃপা করিয়া প্রচুর॥ ১২৪॥
প্রভু বলে "ভাই-সব! কহিলা সুসত্য।
আমার এ সব কথা অন্যত্র অকথ্য॥
কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়।
সবে দেখোঁ ভাই! তাই বলোঁ সর্ব্বথায়॥
যত শুনি শ্রবণে সকল কৃষ্ণ-নাম।
সকল ভুবন দেখোঁ গোবিন্দের ধাম॥ ১২৫॥
তোমা-সবা-স্থানে মোর এই পরিহার।
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার॥
তোমা-সবাকার যাঁর স্থানে চিত্ত লয়।
তাঁর স্থানে পড়, আমি দিলাম নির্ভয়॥
কৃষ্ণ বিনে আর বাক্য না স্ফুরে আমার।
সত্য আমি কহিলাম চিত্ত আপনার॥"
এই বোল মহাপ্রভু সবারে কহিয়া।
দিলেন পুস্তকে ডোর অশ্রুযুক্ত হৈয়া॥১২৬॥
শিষ্যগণ বলেন করিয়া নমস্কার।
"আমরাও করিলাম সঙ্কল্প তোমার॥
তোমার স্থানেতে যে পড়িনু আমি-সব।
আন স্থানে কি করিব গ্রন্থ-অনুভব॥"
গুরুর বিচ্ছেদ-দুঃখে সর্ব্ব শিষ্যগণ।
কহিতে লাগিলা সবে করিয়া ক্রন্দন॥১২৭॥
"তোমার মুখেতে যত শুনিল ব্যাখ্যান।
জন্মে জন্মে হৃদয়ে রহুক সেই ধ্যান॥
কার স্থানে গিয়া আর কিবা পড়িবাঙ।
সেই ভাল তোমা হৈতে যত জানিলাঙ॥"
এত বলি প্রভুরে করিয়া হাত-জোড়।
পুস্তকে দিলেন সব শিষ্যগণ ডোর॥ ১২৮॥
'হরি' বলি শিষ্যগণ করিলেন ধ্বনি।
সবা কোলে করিয়া কান্দেন দ্বিজমণি॥
শিষ্যগণ ক্রন্দন করেন অধোমুখে।
ডুবিলেন শিষ্যগণ পরানন্দ-সুখে॥
রুদ্ধ-কণ্ঠ হইলেন সর্ব্ব শিষ্যগণ।
আশীর্ব্বাদ করে প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥১২৯॥
"দিবসেকো আমি যদি হই কৃষ্ণ-দাস।
তবে সিদ্ধ হউ তো-সবার অভিলাষ॥
তোমরা সকলে লহ কৃষ্ণের শরণ।
কৃষ্ণ-নামে পূর্ণ হউ সবার বদন॥
নিরবধি শ্রবণে শুনহ কৃষ্ণ-নাম।
কৃষ্ণ হউ তোমা-সবাকার ধন প্রাণ॥ ১৩০॥
যে পড়িলে সেই ভাল, আর কার্য্য নাই।
সবে মেলি কৃষ্ণ বলিবাঙ এক ঠাঁই॥
কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ফুরুক সবার।
তুমি-সব জন্ম জন্ম বান্ধব আমার॥"
প্রভুর অমৃত-বাক্য শুনি শিষ্যগণ।
পরম-আনন্দময় হইল ততক্ষণ॥ ১৩১॥
সে সব শিষ্যের পা'য় মোর নমস্কার।
চৈতন্যের শিষ্যত্বে হইল ভাগ্য যার॥
সে সব কৃষ্ণের দাস জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ যারে পড়ায়েন, সে কি অন্য হয়॥
সে বিদ্যা-বিলাস দেখিলেন যে যে জন।
তারেও দেখিলে হয় বন্ধ-বিমোচন॥ ১৩২॥
হইল পাপিষ্ঠ—জন্ম না হইল তখনে।
হইলাম বঞ্চিত সে সুখ-দরশনে॥
তথাপিহ এই কৃপা কর মহাশয়।
সে বিদ্যা-বিলাসে মোর রহুক হৃদয়॥

১২৬। "পরিহার"=নিবেদন।

১২৭। "আন........অনুভব"=অন্যের কাছে আর কি চাই পড়িব।

১২৮। "ডোর"=বন্ধন।

পড়াইলা নবদ্বীপে বৈকুণ্ঠের রায়।
অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে সর্ব্ব নদীয়ায়॥১৩৩॥
চৈতন্য-লীলার আদি অবধি না হয়।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' এই বেদে কয়॥
এইমতে পরিপূর্ণ বিদ্যার বিলাস।
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভ সে করিলা প্রকাশ॥
চতুর্দ্দিকে অশ্রুকণ্ঠে কান্দে শিষ্যগণ।
সদয় হইয়া প্রভু বলেন বচন॥ ১৩৪॥
"পড়িলাম শুনিলাম যত দিন ধরি।
কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর—পরিপূর্ণ করি॥"
শিষ্যগণ বলেন "কেমন সঙ্কীর্ত্তন।"
আপনে শিখায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥ ১৩৫॥

কেদার-রাগ।

"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"

দিশা দেখাইয়া প্রভু হাত-তালি দিয়া।
আপনে কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লৈয়া॥
আপনে কীর্ত্তন-নাথ করেন কীর্ত্তন।
চৌদিকে বেঢ়িয়া গায় সব শিষ্যগণ॥ ১৩৬॥
আবিষ্ট হইয়া প্রভু নিজ-নাম-রসে।
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধূলায় আবেশে॥
'বোল বোল' বলি প্রভু চতুর্দ্দিকে পড়ে।
পৃথিবী বিদীর্ণ হয় আছাড়ে আছাড়ে॥
গণ্ডগোল শুনি সব নদীয়া-নগর।
ধাইয়া আইলা সবে ঠাকুরের ঘর॥ ১৩৭॥

নিকটে বসয়ে যত বৈষ্ণবের ঘর।
কীর্ত্তন শুনিয়া সবে আইলা সত্বর॥
প্রভুর আবেশ দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ।
পরম অপূর্ব্ব সবে ভাবে মনে-মন॥
পরম সন্তোষ সবে হইলা অন্তরে।
"এবে সঙ্কীর্ত্তন হৈল নদীয়া-নগরে॥ ১৩৮॥
এমন দুর্ল্লভ ভক্তি আছয়ে জগতে।
নয়ন সফল হয় এ ভক্তি দেখিতে॥
যত ঔদ্ধত্যের সীমা এই বিশ্বম্ভর।
প্রেম দেখিলাম নারদাদির দুষ্কর॥
হেন উদ্ধতের যদি হেন ভক্তি হৈল।
তবে বুঝি আমা-সবার দুঃখ নিবারিল॥১৩৯॥
ক্ষণেকে হইলা বাহ্য বিশ্বম্ভর-রায়।
সবে প্রভু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বোলয়ে সদায়॥
বাহ্য হইলেও অন্য কথা নাহি কয়।
সর্ব্ব বৈষ্ণবের গলা ধরিয়া কান্দয়॥
সবে মেলি ঠাকুরেরে স্থির করাইয়া।
চলিলা বৈষ্ণবগণ মহানন্দ হৈয়া॥ ১৪০॥
কোন কোন পড়ুয়া-সকল প্রভু-সঙ্গে।
উদাসীন-পথ লইলেন প্রেম-রঙ্গে॥
আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন-প্রকাশ।
সকল ভক্তের দুঃখ হইল বিনাশ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ১৪১॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীসঙ্কীর্ত্তনারম্ভ-বর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

১৩৪। "অদি ..হয়" = আদি নাই, অন্ত নাই।
১৩৫। "পড়িলাম......করি" = এই যে এত দিন ধরিয়া যত পড়িলাম শুনিলাম, এখন এস কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন করিয়া তাহা সার্থক করি।
১৩৬। "দিশা" = পথ ; প্রণালী
১৩৯। "নিবারিল" = ঘুচিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জয় জয় জগত-মঙ্গল গৌরচন্দ্র।
দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদ-দ্বন্দ্ব॥
ভক্ত-গোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়॥
ঠাকুরের প্রেম দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ।
পরম বিস্মিত হৈল সবাকার মন॥ ১॥
পরম সন্তোষে সবে অদ্বৈতের স্থানে।
সব কহিলেন যত হৈল দরশনে॥
ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল।
অবতরিয়াছে প্রভু জানেন সকল॥
তথাপি অদ্বৈত-তত্ত্ব বুঝন না যায়।
সেই ক্ষণে প্রকাশিয়া, তখনি লুকায়॥ ২॥
শুনিয়া অদ্বৈত বড় হরিষ হইলা।
পরম আবিষ্ট হই কহিতে লাগিলা॥
"মোর আজিকার কথা শুন ভাই-সব।
নিশিতে দেখিল আজি কিছু অনুভব॥
"গীতার পাঠের অর্থ ভাল না বুঝিয়া।
থাকিলাম দুঃখ ভাবি উপাস করিয়া॥ ৩॥
কত রাত্রে আসি মোরে বলে এক জন।
উঠহ আচার্য্য! ঝাট করহ ভোজন॥
এই পাঠ, এই অর্থ—কহিল তোমারে।
উঠিয়া ভোজন কর' পূজহ আমারে॥
আর কেনে দুঃখ ভাব'—পাইলা সকল।
যে লাগি সঙ্কল্প কৈলা, সে হৈল সফল॥৪॥
যত উপবাস কৈলে, যত আরাধন।
যতেক করিলা 'কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন॥
যা আনিতে ভুজ তুলি প্রতিজ্ঞা করিলা।
সে প্রভু তোমারে এবে বিদিত হইলা॥
সর্ব্ব দেশে হইবেক কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
ঘরে ঘরে নগরে নগরে অনুক্ষণ॥ ৫॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ভক্তি যতেক যতেক।
তোমার প্রসাদে সর্ব্ব লোকে দেখিবেক॥
এই শ্রীবাসের ঘরে যতেক বৈষ্ণব।
ব্রহ্মাদিরো দুর্ল্লভ দেখিবে অনুভব॥
ভোজন করহ তুমি, আমার বিদায়।
আরবার আসিবাঙ ভোজন-বেলায়॥ ৬॥
চক্ষু মেলি চাহি দেখি—এই বিশ্বম্ভর।
দেখিতে দেখিতে মাত্র হইলা অন্তর॥
কৃষ্ণের রহস্য কিছু না পারি বুঝিতে।
কোন্ রূপে প্রকাশ বা করেন কাহাতে॥
ইহার অগ্রজ পূর্ব্বে,—'বিশ্বরূপ' নাম।
আমা-সঙ্গে গীতা আসি করিত ব্যাখ্যান॥
এই শিশু পরম-মধুর রূপবান্।
ভাইকে ডাকিতে আইসেন মোর স্থান॥ ৭॥
চিত্ত-বৃত্তি হরে শিশু সুন্দর দেখিয়া।
আশীর্ব্বাদ করেঁা 'ভক্তি হউক' বলিয়া॥
আভিজাত্য আছে—বড় মানুষের পুত্র।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী—তাঁহার দৌহিত্র॥
আপনেও সর্ব্বগুণে উত্তম পণ্ডিত।
উহার কৃষ্ণেতে ভক্তি হইতে উচিত॥ ৮॥

২। "সেই........লুকায়" = তখনই নিজ-ভাব প্রকাশ করিয়া আবার তখনই গোপন করেন।

৩। "আবিষ্ট" = বিভোর; বাহ্যজ্ঞান-হীন।

"দেখিল......অনুভব" = অত্যদ্ভুত শ্রীভগবন্মহিমা বিষয়ে কণামাত্র একটা অনুভূতি হইল।

৮। "আভিজাত্য" = কুল-মর্য্যাদা; (Aristocracy)।

"বড় মানুষের" = মহৎ লোকের।

বড় সুখী হইলাম এ কথা শুনিয়া।
আশীর্ব্বাদ কর সবে 'তথাস্তু' বলিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হউক সবারে।
কৃষ্ণ-নামে পূর্ণ হউ সকল সংসারে॥
যদি সত্য-বস্তু হয়, তবে এইখানে।
সবে আসিবেন এই বামনার স্থানে॥"
আনন্দে অদ্বৈত করে পরম হুঙ্কার।
সকল বৈষ্ণব করে জয়জয়কার॥ ৯॥
'হরি হরি' বলি ডাকে বদন সবার।
উঠিল কীর্ত্তন-রূপ কৃষ্ণ-অবতার॥
কেহো বলে "নিমাই-পণ্ডিত ভাল হৈলে।
তবে সঙ্কীর্ত্তন করি মহা-কুতূহলে॥"
আচার্য্যেরে প্রণতি করিয়া ভক্তগণ।
আনন্দে চলিলা করি হরি-সঙ্কীর্ত্তন॥ ১০॥
প্রভু-সঙ্গে যাহার যাহার দেখা হয়।
পরম আদর করি সবে সম্ভাষয়॥
প্রাতঃকালে প্রভু যবে চলে গঙ্গাস্নানে।
বৈষ্ণব-সবার সঙ্গে হয় দরশনে॥
শ্রীবাসাদি দেখিলে ঠাকুর নমস্করে।
প্রীত হৈয়া ভক্তগণ আশীর্ব্বাদ করে॥ ১১॥
"তোমার হউক ভক্তি কৃষ্ণের চরণে।
মুখে কৃষ্ণ বল, কৃষ্ণ শুনহ শ্রবণে॥
শ্রীকৃষ্ণ ভজিলে বাপ! সব সত্য হয়।
না ভজিলে কৃষ্ণ—রূপ বিদ্যা কিছু নয়॥
কৃষ্ণ সে জগত-পিতা, কৃষ্ণ সে জীবন।
দৃঢ় করি ভজ বাপ! কৃষ্ণের চরণ॥"
আশীর্ব্বাদ শুনিয়া প্রভুর বড় সুখ।
সবারে চাহেন প্রভু তুলিয়া শ্রীমুখ॥ ১২॥
"তোমরা সে কহ সত্য, করি আশীর্ব্বাদ।
তোমরা বা কেনে অন্য করিবে প্রসাদ॥
তোমরা সে পার কৃষ্ণ-ভজন দিবারে।
দাসেরে সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে॥
তোমরা যে আমারে শিখাও বিষ্ণু-ধর্ম্ম।
তেঁই বুঝি—আমার উত্তম আছে কর্ম্ম॥ ১৩॥
তোমা-সবা সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।"
এত বলি কারো পায়ে ধরে সেই ঠাঁই॥

৯। "যদি সত্য-বস্তু হয়"=যদি এই শিশুটী স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই হন।

১০। "হরি হরি.........অবতার"=সকলে আনন্দে 'হরি হরি' বলিয়া এরূপ ডাকিতে লাগিলেন যে, তাহাতে মনে হইল যেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কীর্ত্তন-রূপে অবতীর্ণ হইয়া মহা 'হরি হরি' ধ্বনি উঠাইলেন।

"ভাল হৈলে"=কৃষ্ণ-ভক্ত হইলে। তাঁহারা নিজে পরম ভক্ত, সুতরাং তাঁহারা এইমাত্র জানেন যে, মানবগণ কৃষ্ণ-ভক্ত হইলেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হওয়া হইল, ইহার চেয়ে ভাল আর মানুষে হইতে পারে না।

১৩। "তোমরা........আশীর্ব্বাদ"=তোমরা আশীর্ব্বাদ-স্বরূপে কৃষ্ণ-বিষয়ে আমাকে যাহা কিছু বলিতেছ, সবই সত্য।

"অন্য"=শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কোনরূপ।

"দাসেরে.........করে"=ভক্তের সেবা করিলে কৃষ্ণ কৃপা করেন। শাস্ত্রে বলিতেছেন—

তস্মাদ্বিষ্ণু-প্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ।
প্রসাদ-সুমুখো বিষ্ণুস্তেনৈব স্যান্ন সংশয়ঃ॥

ইতিহাস-সমুচ্চয়।

"বিষ্ণু-ধর্ম্ম"=শ্রীভগবদ্ধর্ম্ম।

"তেঁই...কর্ম্ম"=সে কারণে বুঝিতে পারিতেছি যে, আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অনেক সুকৃতি আছে।

সেবক বলিয়া মোরে সবেই জানিবা।
এই বর—মোরে কভু না পরিহরিবা ॥"
সবার চরণ-ধূলি লয় বিশ্বম্ভর।
আশীর্ব্বাদ সবেই করেন বহুতর ॥
গঙ্গাস্নান করিয়া চলিলা সবে ঘরে।
প্রভু চলিলেন তবে হাসিয়া অন্তরে ॥ ২৭ ॥
আপন-ভক্তের দুঃখ শুনিয়া ঠাকুর।
পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ বাড়িল প্রচুর ॥
'সংহারিমু সবে' বলি করয়ে হুঙ্কার।
'মুই সেই, মুই সেই' বলে বারবার ॥
ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে হাসে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়।
লক্ষ্মীরে দেখিয়া ক্ষণে মারিবারে যায় ॥২৮॥
এইমত হৈলা প্রভু বৈষ্ণব-আবেশে।
শচী না বুঝয়ে 'কোন্ ব্যাধি বা বিশেষে ॥'
স্নেহ বিনে শচী কিছু নাহি জানে আর।
সবারে কহেন বিশ্বম্ভরের ব্যভার ॥
"বিধাতায়ে স্বামী নিল, নিল পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সকলে আছয়ে একজন ॥ ২৯ ॥
তাহারো কেমন রীত বুঝন না যায়।
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায় ॥
আপনা-আপনি কহে মনে মনে কথা।
ক্ষণে বলে 'ছিণ্ডোঁ ছিণ্ডোঁ পাষণ্ডীর মাথা ॥'
ক্ষণে গিয়া গাছের উপর-ডালে চড়ে।
না মেলে লোচন, ক্ষণে পৃথিবীতে পড়ে ॥৩০॥
দন্ত কড়মড়ি করে, মালসাট্ মারে।
গড়াগড়ি যায়, কিছু বচন না স্ফুরে ॥"
নাহি দেখে শুনে লোক কৃষ্ণের বিকার।
বায়ু-জ্ঞান করি তারা বলে বান্ধিবার ॥
শচী-মুখে শুনি যে যে যায় দেখিবারে।
বায়ু-জ্ঞান করি সবে বলে বান্ধিবারে ॥ ৩১ ॥
পাষণ্ডী দেখিয়া প্রভু খেদাড়িয়া যায়।
বায়ু-জ্ঞান করি লোক হাসিয়া পলায় ॥
আস্তে-ব্যস্তে মায়ে গিয়া আনয়ে ধরিয়া।
লোকে বলে "পূর্ব্ব-বায়ু জন্মিল আসিয়া ॥
কেহো বলে "তুমি ত অবোধ ঠাকুরাণী।
আর বা ইহার বার্ত্তা জিজ্ঞাসহ কেনি ॥ ৩২ ॥
পূর্ব্বকার বায়ু আসি জন্মিল শরীরে।
দুই পায়ে বন্ধন করিয়া রাখ ঘরে ॥
খাইবারে দেহ ডাব-নারিকেল-জল।
যাবৎ উন্মাদ-বায়ু নাহি করে বল ॥"
কেহো বলে "ইথে অল্প ঔষধে কি করে।
শিবাঘৃত-প্রয়োগে সে এ বায়ু নিস্তরে ॥৩৩॥
পাকতৈল শিরে দিয়া করাইবা স্নান।
যাবৎ প্রবল নাহি হইবেক জ্ঞান ॥"

২৭। "বর" = প্রার্থনা।
"না পরিহরিবা" = পরিত্যাগ করিও না।
২৮। "সবে" = সকলকে।
২৯। "অবশিষ্ট সকলে" = বাকী কেবলমাত্র।
৩১। "মালসাট্ মারে" = হাত পা ছোড়ে।
"নাহি......বিকার" = এরূপ কৃষ্ণপ্রেম-বিকার ত কেহ কখনও দেখে নাই বা শুনে নাই, সুতরাং তন্নিমিত্তই যে এইরূপ করিতেছেন, তাহা লোকে বুঝিতে না পারিয়া।
"বায়ু-জ্ঞান করি" = বায়ুরোগ ভাবিয়া।
৩২। "পূর্ব্ব-বায়ু" = আগেকার বায়ুরোগ।
৩৩। "যাবৎ.........বল" = যেন উন্মাদ-জনক বায়ু-রোগ প্রবল হইয়া না উঠিতে পারে, তজ্জন্য তৎপূর্ব্বেই।
"শিবাঘৃত" = আয়ুর্ব্বেদীয় ঘৃত-বিশেষ; ইহা শৃগাল-মাংসে প্রস্তুত করিতে হয়।

পরম উদার শচী—জগতের মাতা।
যার মুখে যেই শুনে, কহে সেই কথা॥
চিন্তায় ব্যাকুল শচী কিছুই না জানে।
গোবিন্দ-শরণ গেলা কায়-বাক্য-মনে॥ ৩৪॥
শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবের—সবাকার স্থানে।
লোক-দ্বারে শচী করিলেন নিবেদনে॥
একদিন গেলা তথা শ্রীবাস-পণ্ডিত।
উঠি নমস্কার প্রভু কৈলা সাবহিত॥
ভক্ত দেখি প্রভুব বাঢ়িল ভক্তি-ভাব।
লোম-হর্ষ অশ্রুপাত কম্প অনুরাগ॥ ৩৫॥
তুলসীরে আছিলা করিতে প্রদক্ষিণে।
ভক্ত দেখি প্রভু মূর্চ্ছা পাইলা তখনে॥
বাহ্য পাই কতক্ষণে, লাগিলা কান্দিতে।
মহাকম্পে প্রভু স্থির না পারে হইতে॥ ৩৬॥
অদ্ভুত দেখিয়া শ্রীনিবাস মনে গণে।
"মহা-ভক্তিযোগ—বায়ু বলে কোন্ জনে॥"
বাহ্য পাই প্রভু বলে পণ্ডিতেব স্থানে।
"কি বুঝ পণ্ডিত! তুমি মোহার বিধানে॥
কেহো বলে মহাবায়ু—বান্ধিবার তরে।
পণ্ডিত! তোমাব চিত্তে কি লয় আমারে॥"
হাসি বলে শ্রীবাস-পণ্ডিত "ভাল বাই।
তোমার যেমত বাই, তাহা আমি চাই॥৩৭॥
মহা-ভক্তিযোগ দেখি তোমার শরীরে।
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে॥"

এতেক শুনিলা যবে শ্রীবাসের মুখে।
শ্রীবাসেরে আলিঙ্গন কৈলা বড় সুখে॥
"সকলে বলয়ে বাই, আশংসিলে তুমি।
আজি বড় কৃতকৃত্য হইলাঙ আমি॥ ৩৮॥
যদি তুমি বায়ু হেন বলিতা আমারে।
প্রবেশিতাম তবে আজি গঙ্গার ভিতরে॥"
শ্রীবাস বলেন "যে তোমাব ভক্তিযোগ।
ব্রহ্মা শিব সনকাদি বাঞ্ছয়ে এ ভোগ॥
সবে মিলি এক ঠাঁই কবিব কীর্ত্তন।
যে-তে কেনে না বলে পাষণ্ডী পাপিগণ॥"
শচী প্রতি শ্রীনিবাস বলিলা বচন।
"চিত্তেব যতেক দুঃখ করহ খণ্ডন॥ ৩৯॥
'বায়ু নহে—কৃষ্ণভক্তি' বলিল তোমাবে।
ইহা নাহি অন্য জন বুঝিবাবে পারে॥
ভিন্ন-জন-স্থানে কিছু কথা না কহিবা।
অনেক কৃষ্ণেব যদি রহস্য দেখিবা॥"
এতেক কহিয়া শ্রীনিবাস গেলা ঘর।
বায়ু-জ্ঞান দূব হৈল শচীর অন্তর॥ ৪০॥
তথাপিহ অন্তরে দুঃখিতা শচী হয়।
'বাহিরায় পুত্র পাছে' এই মনে ভয়॥
এইমতে আছে প্রভু বিশ্বম্ভর-রায়।
কে তানে জানিতে পারে, যদি না জানায়॥
একদিন প্রভু-গদাধর করি সঙ্গে।
অদ্বৈতে দেখিতে প্রভু চলিলেন রঙ্গে॥৪১॥

৩৪। "উদার"=সবল-চিত্ত; শাদাসিদে মানুষ।
"গোবিন্দ......মনে"=সর্ব্বতোভাবে একমাত্র শ্রীগোবিন্দের শরণাগত হইলেন।
৩৭। "কি .....বিধানে"=শ্রীবাস তুমি আমাব বোগ সম্বন্ধে কিরূপ বুঝিতেছ?

৩৮। "সকলে.. ...তুমি"=সকলেই বলিতেছে, আমাব বায়ুবোগ হইয়াছে, কিন্তু 'আমার এই বোগ যে বায়ু-বোগ নহে, পবন্তু মহা-ভক্তিযোগ' এই কথা বলিয়া তুমি আমাকে বড়ই আশ্বাসিত কবিলে—আমাকে বাঁচাইলে।

অদ্বৈত, দেখিল গিয়া প্রভু দুই জন।
বসিয়া করেন জল-তুলসী-সেবন॥
দুই ভুজ আস্ফালিয়া বলে 'হরি হরি'।
ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে হাসে, আপনা পাসরি॥
মহামত্ত সিংহ যেন করয়ে হুঙ্কার।
ক্রোধ দেখি যেন মহারুদ্র-অবতার॥ ৪২॥
অদ্বৈতে দেখিবা মাত্র প্রভু বিশ্বম্ভর।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হই পৃথিবী-উপর॥
ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল।
'এই মোর প্রাণনাথ' জানিলা সকল॥
"কতি যাবে চোরা আজি" বলে মনে মনে।
"এতদিন চুরি করি বুল' এইখানে॥ ৪৩॥
অদ্বৈতের ঠাঁই তোর না লাগে চোরাই।
চোরের উপরে চুরি করিব এথাই॥"
চুরির সময় এবে বুঝিয়া আপনে।
সর্ব্ব পূজার সজ্জ লই নামিলা তখনে॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী লই সেই ঠাঁই।
চৈতন্য-চরণ পূজে আচার্য্য-গোসাঁই॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দেই চরণ-উপরে।
পুনঃপুনঃ শ্লোক পড়ি নমস্কার করে॥ ৪৪॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (১।১৯।৬৫)—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ৪৫॥

পুনঃপুনঃ শ্লোক পড়ি পড়য়ে চরণে।
চিনিয়া আপন-প্রভু করয়ে ক্রন্দনে॥
পাখালিল দুই পদ নয়নের জলে।
যোড়হস্ত করি দাণ্ডাইল পদতলে॥
হাসি বলে গদাধর জিহ্বা কামড়াই।
"বালকে গোসাঁই হেন করিতে না জুয়ায়॥"
হাসয়ে অদ্বৈত গদাধরের বচনে।
"গদাধর! বালক জানিবা কত দিনে"॥ ৪৬॥
চিত্তে বড় বিস্ময় হইলা গদাধর।
"হেন বুঝি অবতীর্ণ হইলা ঈশ্বর॥"
কতক্ষণে বিশ্বম্ভর প্রকাশিয়া বাহ্য।
দেখেন আবেশময় অদ্বৈত-আচার্য্য॥
আপনারে লুকায়েন প্রভু বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতেরে স্তুতি করে যুড়ি দুই কর॥ ৪৭॥
নমস্কার করি তাঁর পদধূলি লয়।
আপনার দেহ প্রভু তাঁরে নিবেদয়॥

৪৩। "চুরি করি" = আত্ম-গোপন করিয়া।

৪৪। "চোরের......এথাই" = তুমিও যেমন চুরি করিয়া অর্থাৎ আত্ম-গোপন করিয়া রহিয়াছ, আমিও তেমনই এই এখনই এইখানে তোমাকে প্রকাশ করিয়া দিব—তোমার ভারি ভুরি ভাঙ্গিয়া দিব।

"চুরির...আপনে" = এখন তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া দিবার উপযুক্ত সময় বুঝিয়া শ্রীঅদ্বৈত নিজে।

৪৫। হে ব্রহ্মণ্যদেব! হে গো-ব্রাহ্মণ-মঙ্গলকারিন্! হে জগন্মঙ্গলকারিন্! হে কৃষ্ণ! হে গোবিন্দ! তোমাকে বারম্বার নমস্কার করিতেছি।

৪৬। "পাখালিল" = ভিজাইয়া ফেলিল।

"হাসি......জুয়ায়" = গদাধর জিহ্বা কামড়াইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'গোসাঁই! করেন কি? বালকের প্রতি এরূপ আচরণ করা ত ভাল না'।

"গদাধর........ দিনে" = ওহে গদাধর! এ যে কিরূপ বালক, তা দিন কতক পরেই বুঝিতে পারিবে।

৪৭। "আবেশময়" = ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন।

৪৮। "আপনার······নিবেদয়" = আত্ম-সমর্পণ করিলেন।

"অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়।
'তোমার সে আমি' হেন জানিহ নিশ্চয়॥
ধন্য হইলাম আমি দেখিয়া তোমারে।
তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণনাম স্ফুরে॥ ৪৮॥
তুমি সে করিতে পার ভববন্ধ-নাশ।
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ সতত প্রকাশ॥"
ভক্তে বাঢ়াইতে সে ঠাকুর ভাল জানে।
যেন করে ভক্ত তেন করেন আপনে॥
মনে বলে অদ্বৈত "কি কর ভারি-ভূরি।
চোরের উপরে আগে করিয়াছি চুরি॥"
হাসিয়া অদ্বৈত কিছু করিলা উত্তর।
"সবা হৈতে তুমি মোর বড় বিশ্বম্ভর॥ ৪৯॥
কৃষ্ণ-কথা-কৌতুকে থাকিব এই ঠাঁই।
নিরন্তর তোমা যেন দেখিবারে পাই॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের ইচ্ছা তোমারে দেখিতে।
তোমার সহিত কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিতে॥"
অদ্বৈতের বাক্য শুনি পরম-হরিষে।
স্বীকার করিয়া চলিলেন নিজ-বাসে॥ ৫০॥
জানিলা অদ্বৈত—হৈল প্রভুর প্রকাশ।
পরীক্ষিতে চলিলেন শান্তিপুর-বাস॥

"সত্য যদি প্রভু হয়, মুই হও দাস।
তবে মোরে বান্ধিয়া আনিবে নিজ-পাশ॥"
অদ্বৈতের চিত্ত বুঝিবার শক্তি কার।
যার শক্তি-কারণে চৈতন্য-অবতার॥ ৫১॥
এ সব কথায় যার নাহিক প্রতীত।
সদ্য অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত॥
মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর প্রতি দিনে দিনে।
সঙ্কীর্ত্তন করে সর্ব্ব বৈষ্ণবের সনে॥
সবে বড় আনন্দিত দেখি বিশ্বম্ভর।
লখিতে না পারে কেহো আপন-ঈশ্বর॥
সর্ব্ব বিলক্ষণ তাঁর পরম আবেশ।
দেখিয়া সবার চিত্তে সন্দেহ-বিশেষ॥ ৫২॥
যখন প্রভুর হয় আনন্দ-আবেশ।
কি কহিব তাহা, সবে জানে প্রভু 'শেষ'॥
শতেক জনেও কম্প ধরিবারে নারে।
নয়নে বহয়ে শত শত নদী-ধারে॥
কনক-পনস যেন পুলকিত অঙ্গ।
ক্ষণে ক্ষণে অট্ট অট্ট হাসে বহু রঙ্গ॥ ৫৩॥
ক্ষণে হয় আনন্দে মূর্চ্ছিত প্রহরেক।
বাহ্য হৈলে না বলেন কৃষ্ণ ব্যতিরেক॥

৪৮। "তোমার সে আমি"—এই কথা দ্বারা প্রভু এককালে দুইটী কার্য্য সিদ্ধ করিলেন—কৌশলে তাঁহার আত্ম-প্রকাশ করাও হইল এবং অদ্বৈতের স্তব করাও হইল। আত্ম-প্রকাশ কিরূপে হইল? না—তিনি কৌশলে বলিয়া দিলেন, তুমি ভক্ত, আর আমি ভগবান্, যেহেতু প্রভু বলিলেন 'তোমার সে আমি' অর্থাৎ আমি তোমারই; তুমি ত ভক্ত আছই; পরন্তু ভগবান্ যখন চিরদিন ভক্তেরই, তখন আমি তোমারই অর্থাৎ ভক্তেরই হওয়ায় আমি যে ভগবান্ তাহাই প্রকারান্তরে বলিয়া দিলাম। আর স্তুতি হইল কিরূপে? না—তিনি বলিলেন, তুমি একজন পরম ভক্ত, আর আমি হইলাম তোমারই অর্থাৎ আমি তোমার একটী দাসানুদাস।

৪৯। "চোরের·········চুরি"—তুমি যে চুরি করিয়া অর্থাৎ নিজেকে গোপন করিয়া রাখিয়াছ, তাহা আমি ধরিয়া ফেলিয়াছি, আমার সঙ্গে আর চালাকি খাটিবে না।

৫১। "শান্তিপুর-বাস"—শান্তিপুরের বাড়ীতে।

হুঙ্কার শুনিতে দুই শ্রবণ বিদরে।
তাঁর অনুগ্রহে তান ভক্তগণ তরে॥
সর্ব্ব অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি ক্ষণে ক্ষণে হয়।
ক্ষণে হয় সেই অঙ্গ নবনীতময়॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সব ভাগবতগণে।
নর-জ্ঞান আর কেহো না করয়ে মনে॥ ৫৪॥
কেহো বলে "এ পুরুষ অংশ-অবতার।"
কেহো বলে "এ শরীরে কৃষ্ণের বিহার॥"
কেহো বলে "শুক বা প্রহ্লাদ বা নারদ।"
কেহো বলে "হেন বুঝি খণ্ডিল আপদ॥"
যত সব ভাগবতবর্গের গৃহিণী।
তাহারা বলয়ে "কৃষ্ণ জন্মিলা আপনি॥"
কেহো বলে "হেন বুঝি প্রভু-অবতার।"
এইমত মনে সবে করেন বিচার॥ ৫৫॥
বাহ্য হৈলে ঠাকুর সবার গলা ধরি।
যে ক্রন্দন করে তাহা কহিতে না পারি॥
"কোথা গেলে পাইব সে মুরলী-বদন।"
বলিতে ছাড়য়ে শ্বাস করয়ে ক্রন্দন॥
স্থির হই প্রভু সব-আপ্তগণ-স্থানে।
প্রভু বলে "মোর দুঃখ করোঁ নিবেদনে॥"
প্রভু বলে "মোহার দুঃখের অন্ত নাই।
পাইয়াও হারাইনু জীবন-কানাই" ॥ ৫৬॥
সবার সন্তোষ হৈল রহস্য শুনিতে।
শ্রদ্ধা করি সবে বসিলেন চারি ভিতে॥
"কানাইর নাটশালা নামে এক গ্রাম।
গয়া হৈতে আসিতে দেখিনু সেই স্থান॥
তমাল-শ্যামল এক বালক সুন্দর।
নবগুঞ্জা-সহিত কুন্তল মনোহর॥ ৫৭॥
বিচিত্র ময়ূর-পুচ্ছ শোভে তদুপরি।
ঝলমল মণিগণ লখিতে না পারি॥
হাতেতে মোহন বাঁশী পরম সুন্দর।
চরণে নূপুর শোভে অতি মনোহর॥
নীল-স্তম্ভ জিনি ভুজে রত্ন-অলঙ্কার।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার॥৫৮॥
কি কহিব সে পীত-ধটীর পরিধান।
মকর-কুণ্ডল শোভে, কমল নয়ান॥
আমার সমীপে আইলা হাসিতে হাসিতে।
আমা আলিঙ্গিয়া পলাইলা কোন্ ভিতে॥"
কিরূপে কহেন কথা শ্রীগৌরসুন্দরে।
তাঁর কৃপা বিনা তাহা কে বুঝিতে পারে॥৫৯॥
কহিতে কহিতে মূর্চ্ছা গেলা বিশ্বম্ভর।
পড়িলা 'হা কৃষ্ণ' বলি পৃথিবী-উপর॥
আথে-ব্যথে ধরে সবে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি।
স্থির করি ঝাড়িলেন শ্রীঅঙ্গের ধূলি॥
স্থির হইলেও প্রভু স্থির নাহি হয়।
'কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ' বলিয়া কান্দয়॥৬০
ক্ষণেকে হইলা স্থির শ্রীগৌরসুন্দর।
স্বভাবে হইলা অতি নম্র-কলেবর॥
পরম-সন্তোষ চিত্ত হইল সবার।
শুনিয়া প্রভুর ভক্তি-কথার প্রচার॥
সবে বলে "আমরা-সবার বড় পুণ্য।
তুমি-হেন সঙ্গে সবে হইলাম ধন্য॥ ৬১॥

৫৩। "পনস" = কাঁঠাল। "পুলকিত" = রোমাঞ্চিত
৫৪। "স্তম্ভাকৃতি" = স্থির ও কঠিন।
"নবনীতময়" = অতি কোমল।
৫৮ "নীল-স্তম্ভ জিনি ভুজে" = নীলবর্ণের স্তম্ভকে সৌন্দর্য্যে পরাভূত করিয়াছে যে বাহু, তাহাতে।
"স্তম্ভ" = থাম; খুঁটি। ৫৯। "ধটী" = ধড়া।

তুমি সঙ্গ যার, তার বৈকুণ্ঠে কি করে।
তিলেকে তোমার সঙ্গে ভক্তি-ফল ধরে॥
অনুপাল্য তোমার আমরা সব জন।
সবার নায়ক হই করহ কীর্ত্তন॥
পাষণ্ডীর বাক্যে দগ্ধ শরীর সকল।
এ তোমার প্রেম-জলে করহ শীতল॥"
সন্তোষে সবার প্রতি করিয়া আশ্বাস।
চলিলেন মত্ত-সিংহ-প্রায় নিজ-বাস॥ ৬২॥
গৃহে আইলেও নাহি ব্যভার-প্রস্তাব।
নিরন্তর আনন্দ-আবেশ-আবির্ভাব॥
কত বা আনন্দ-ধারা বহে শ্রীনয়নে।
চরণের গঙ্গা কিবা আইলা বদনে॥ ৬৩॥
"কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ" মাত্র প্রভু বলে।
আর কোনো কথা নাহি পায় জিজ্ঞাসিলে॥
যে বৈষ্ণবে ঠাকুর দেখেন বিদ্যমানে।
তাহারেই জিজ্ঞাসেন 'কৃষ্ণ কোন্ স্থানে'॥
বলিয়া ক্রন্দন প্রভু করে অতিশয়।
যে জানে যেমত, সেইমত প্রবোধয়॥ ৬৪॥
একদিন তাম্বুল লইয়া গদাধর।
হরিষে আইলা তিঁহো প্রভুর গোচর॥
গদাধরে দেখি প্রভু করেন জিজ্ঞাসা।
"কোথা কৃষ্ণ আছেন শ্যামল পীত-বাসা॥"
সে আর্ত্তি দেখিতে সর্ব্ব-হৃদয় বিদরে।
কি বলিবে প্রভুরে—বচন নাহি স্ফুরে॥৬৫॥
সম্ভ্রমে বলেন গদাধর-মহাশয়।
"নিরবধি আছে কৃষ্ণ তোমার হৃদয়॥"
'হৃদয়ে আছেন কৃষ্ণ' বচন শুনিয়া।
আপন-হৃদয় প্রভু চিরে নখ দিয়া॥
আথে-ব্যথে গদাধর দুই হস্ত ধরি।
নানা-মতে প্রবোধি রাখিলা স্থির করি॥৬৬॥
"এই আসিবেন কৃষ্ণ, স্থির হও খাণি।"
গদাধর বলে, আই দেখেন আপনি॥
বড় তুষ্ট হৈলা আই গদাধর প্রতি।
এমত সুবুদ্ধি শিশু নাহি দেখি কতি॥
মুই ভয়ে নাহি পারোঁ সম্মুখ হইতে।
শিশু হই কেমন প্রবোধিল ভালমতে॥৬৭॥
আই বলে "বাপ! তুমি সর্ব্বদা থাকিবা।
ছাড়িয়া উহার সঙ্গ কোথা না যাইবা॥"
অদ্ভুত প্রভুর প্রেম-যোগ দেখি আই।
পুত্র-হেন জ্ঞান আর মনে কিছু নাই॥
মনে ভাবে আই "এ পুরুষ নর নহে।
মনুষ্যের নয়নে কি এত ধারা বহে॥
নাহি জানি আসিয়াছে কোন্ মহাশয়।"
ভয়ে আই প্রভুর সম্মুখ নাহি হয়॥ ৬৮॥

"মকর-কুণ্ডল" = মকরাকৃতি কর্ণভূষণ।

৬২। "অনুপাল্য......জন" = আমরা সকলেই তোমার অনুগত লোক।

"নায়ক" = দলপতি; অধীশ্বর; কর্ত্তা।

৬৩। "ব্যভার-প্রস্তাব" = ঘর-সংসারের কথা।

"নিরন্তর......আবির্ভাব" = সততই প্রেমানন্দে আবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন।

"চরণের......বদনে" - শ্রীচরণোদ্ভূতা গঙ্গা যেন এখন নয়নের জল হইয়া বদন বহিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিলেন।

৬৭। "খাণি" = ক্ষণেক; একটুখানি।

"গদাধর..........আপনি" = গদাধর ঐ কথা বলিতেছেন, আর শচীমাতা অবাক হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন।

সর্ব্ব ভক্তগণ সন্ধ্যা-সময় হইলে।
আসিয়া প্রভুর গৃহে অল্পে অল্পে মিলে॥
ভক্তিযোগ-সহিত যে সব শ্লোক হয়।
পড়িতে লাগিলা শ্রীমুকুন্দ-মহাশয়॥
পুণ্যবন্ত মুকুন্দের হেন দিব্য ধ্বনি।
শুনিলেই আবিষ্ট হয়েন দ্বিজমণি॥ ৬৯॥
'হরি বোল' বলি প্রভু লাগিলা গর্জ্জিতে।
চতুর্দ্দিকে পড়ে কেহো না পারে ধরিতে॥
শ্বাস হাস কম্প স্বেদ পুলক গর্জ্জন।
একেবারে সর্ব্ব ভাব দিলা দরশন॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সুখে গায় ভক্তগণ।
ঈশ্বরের প্রেমাবেশ নহে সম্বরণ॥ ৭০॥
সর্ব্ব নিশা যায় যেন মুহূর্ত্তেক-প্রায়।
প্রভাতে বা কথঞ্চিৎ প্রভু বাহ্য পায়॥
এইমত নিজ-গৃহে শ্রীশচীনন্দন।
নিরবধি নিশি-দিশি করেন কীর্ত্তন॥
আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন-প্রকাশ।
সকল ভক্তের দুঃখ হয় দেখি নাশ॥ ৭১॥
'হরি বোল' বলি ডাকে শ্রীশচীনন্দন।
ঘন ঘন পাষণ্ডীর হয় জাগরণ॥
নিদ্রা-সুখ-ভঙ্গে বহির্ম্মুখ ক্রুদ্ধ হয়।
যার যেন মত ইচ্ছা বল্লিয়া মরয়॥ ৭২॥
কেহো বলে "এ গুলার হইল কি বাই।"
কেহো বলে "রাত্রে নিদ্রা যাইতে না পাই॥"
কেহো বলে "গোসাঁই রুষিব বড় ডাকে।
এ গুলার সর্ব্বনাশ হৈব এই পাকে॥"
কেহো বলে "জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার।
পরম উদ্ধত হেন সবার ব্যভার"॥ ৭৩॥
কেহো বলে "কিসের কীর্ত্তন কে বা জানে।
এত পাক করে এই শ্রীবাসা বামনে॥
মাগিয়া খাইতে লাগি মিলি চারি ভাই।
'হরি' বলি ডাক ছাড়ে যেন মহা-বাই॥
মনে মনে বলিলে কি পুণ্য নাহি হয়।
বড় করি ডাকিলে কি পুণ্য উপজয়॥"
কেহো বলে "আরে ভাই পড়িল প্রমাদ।
শ্রীবাসের লাগি হৈল দেশের উচ্ছাদ॥ ৭৪॥
আজি মুই দেয়ানে শুনিল সব কথা।
রাজার আজ্ঞায় দুই নাও আইসে এথা॥
শুনিলেক নদীয়ায় কীর্ত্তন বিশেষ।
ধরিয়া নিবারে হৈল রাজার আদেশ॥
যে-তে দিকে পলাইবে শ্রীবাস-পণ্ডিত।
আমা-সবা লৈয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত॥ ৭৫॥
তখনি বলিনু মুই হইয়া মুখর।
শ্রীবাসের ঘর ফেলি গঙ্গার ভিতর॥
তখন না কৈলে ইহা পরিহাস-জ্ঞানে।
সর্ব্বনাশ হয় এবে দেখ বিদ্যমানে॥"
কেহো বলে "আমরা-সবার কোন্ দায়।
শ্রীবাসে বান্ধিয়া দিব যে আসিয়া চায়"॥৭৬॥

৬৯। "অল্পে অল্পে" = ক্রমে ক্রমে; একে একে।

৭২। "বল্লিয়া মরয়" = বগ্‌বগ্ করিয়া মরে।

৭৩। "কেহো ....পাকে" = কেহ বা বলিতে ল[illegible] চীৎকার করিয়া [illegible] ঠাকুর ক্রুদ্ধ হইবেন, আর সেই ক্রোধে ইহাদের সর্ব্বনাশ হইবে।

"এড়িয়া" = ছাড়িয়া। "বিচার" = তর্কবিতর্ক।

৭৪। "মাগিয়া .....বাই" = ভিক্ষা করিয়া বা ভিখ্ মেঙ্গে খাইবার মতলবে চারি ভাই মিলিয়া মহাবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় উন্মত্ত-ভাবে 'হরি' 'হরি' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে।

৭৫। "দেয়ানে" = রাজ-সরকারে।

"নাও" = নৌকা।

এইমত কথা হৈল নগরে নগরে।
"রাজ-নৌকা আসিবে বৈষ্ণব ধরিবারে॥"
বৈষ্ণব-সমাজে সবে এ কথা শুনিলা।
গোবিন্দ সঙরি সবে ভয় নিবারিলা॥
"যে করিব কৃষ্ণচন্দ্র—সেই সত্য হয়।
সে প্রভু থাকিতে কোন্ অধমেরে ভয়॥"
শ্রীবাস-পণ্ডিত বড় পরম উদার।
যেই কথা শুনে সেই প্রতীত তাঁহার॥ ৭৭॥
যবনের বাক্য দেখি মনে হৈল ভয়।
জানিলেন গৌরচন্দ্র ভক্তের হৃদয়॥
প্রভু অবতীর্ণ—নাহি জানে ভক্তগণ।
জানাইতে আরম্ভিলা শ্রীশচীনন্দন॥
নির্ভয়ে বেড়ায় মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় মদন সুন্দর॥ ৭৮॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়াছেন সুগন্ধি চন্দন।
অরুণ অধর শোভে, কমল নয়ন॥
চাঁচর চিকুর শোভে, পূর্ণচন্দ্র মুখ।
স্কন্ধে উপবীত শোভে, মনোহর রূপ॥
দিব্য বস্ত্র পরিধান, অধরে তাম্বূল।
কৌতুকে গেলেন প্রভু ভাগীরথী-কূল॥৭৯॥
সুকৃতী যতেক তারা দেখিতে হরিষ।
যতেক পাষণ্ডী তারা করে বিমরিষ॥
এত ভয় শুনিয়াও ভয় নাহি পায়।
রাজার কুমার হেন নগরে বেড়ায়॥

আর জন বলে "ভাই! বুঝিলাম থাক।
যত দেখ এই সব পলাবার পাক"॥
নির্ভয়ে চাহেন চারিদিকে বিশ্বম্ভর।
গঙ্গার সুন্দর স্রোত, পুলিন সুন্দর॥ ৮০॥
গাভী এক যূথ দেখে পুলিনেতে চরে।
হাম্বারব করি আইসে জল খাইবারে॥
ঊর্দ্ধপুচ্ছ করি কেহো চতুর্দ্দিকে ধায়।
কেহো যুঝে কেহো শোয়ে কেহো জল খায়॥
দেখিয়া গর্জ্জয়ে প্রভু, করয়ে হুঙ্কার।
"মুই সেই, মুই সেই" বলে বারবার॥
এইমতে ধাইয়া গেলা শ্রীবাসের ঘরে।
'কি করিস্ শ্রীবাসিয়া' বলয়ে হুঙ্কারে॥৮১॥
নৃসিংহ পূজয়ে শ্রীনিবাস যেই ঘরে।
পুনঃপুনঃ লাথি মারে তাহার দুয়ারে॥
"কাহারে পূজিস্, করিস্ কার ধেয়ান।
যাহারে পূজিস্ তারে দেখ্ বিদ্যমান॥"
জ্বলন্ত অনল দেখে শ্রীবাস-পণ্ডিত।
হইল সমাধি-ভঙ্গ, চাহে চারি ভিত॥ ৮২॥
দেখে বীরাসনে বসি আছে বিশ্বম্ভর।
চতুর্ভুজ—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর॥
গর্জ্জিতে আছয়ে যেন মত্ত-সিংহ-সার।
বাম কক্ষে তালি দিয়া করয়ে হুঙ্কার॥
দেখিয়া হইল কম্প শ্রীবাস-শরীরে।
স্তব্ধ হৈলা শ্রীনিবাস কিছুই না স্ফুরে॥৮৩॥

৭৬। "মুখর"=বাচাল, দুর্ম্মুখ।

৭৭। "প্রতীত"—বিশ্বাস।

৭৮। "অদ্বিতীয়"=অতুলনীয়; নিরুপম।

৮০। "ভাই ·· থাক"=ওরে ভাই! আমি সব বুঝেছি, একটু সবুর কর না। "পাক"=মতলব।

৮১। "যুঝে"=লড়াই করে।

৮২। ধেয়ান"=ধ্যান। "সমাধি"=তন্ময়তা।

৮৩। 'বীরাসন"=এক পদ অন্য পদের উরুতে পরস্পর স্থাপন করিয়া, সরল-ভাবে বীরের ন্যায় উপবেশন করার নাম বীরাসন।

"গর্জ্জিতে......সার"=মত্ত-সিংহের ন্যায় প্রবল-বেগে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। "কক্ষ"=বগল।

ডাকিয়া বোলয়ে প্রভু "আরে শ্রীনিবাস।
এত দিন না জানিস্ আমার প্রকাশ॥
তোর উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে নাড়ার হুঙ্কারে।
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ—আইনু সর্ব্ব-পরিবারে॥
নিশ্চিন্তে আছহ তুমি আমারে আনিয়া।
শান্তিপুর গেল নাড়া আমারে এড়িয়া॥
সাধু উদ্ধারিমু, দুষ্ট বিনাশিমু সব।
তোর কিছু চিন্তা নাই, পড় মোর স্তব"॥৮৪॥
প্রভুরে দেখিয়া প্রেমে কান্দে শ্রীনিবাস।
ঘুচিল অন্তর-ভয় পাইয়া আশ্বাস॥
হরিষে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব-কলেবর।
দাণ্ডাইয়া স্তুতি করে যুড়ি দুই কর॥
সহজে পণ্ডিত বড় মহা-ভাগবত।
আজ্ঞা পাই স্তুতি করে যেন অভিমত॥
ভাগবতে আছে ব্রহ্ম-মোহাপনোদনে।
সেই শ্লোক পড়ি স্তুতি করেন প্রথমে॥৮৫॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (১০।১৪।১)—

"নৌমীড্য তেঽভ্র-বপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংস-পরিপিচ্ছ-লসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবল-বেত্র-বিষাণ-বেণু-
লক্ষশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়"॥৮৬॥

"বিশ্বম্ভর-চরণে আমার নমস্কার।
নবঘন বর্ণ পীত বসন যাঁহার॥
শচীর নন্দন-পায়ে মোর নমস্কার।
নব-গুঞ্জা শিখিপুচ্ছ ভূষণ যাঁহার॥
গঙ্গাদাস-শিষ্য-পদে মোর নমস্কার।
বনমালা, করে দধি-ওদন যাঁহার॥ ৮৭॥

৮৪। "নাড়া"=শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু। কেহ কেহ বলেন, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর মাথায় চুল না থাকায় মহাপ্রভু তাঁহাকে আদর করিয়া 'নাড়া' বলিতেন।

৮৫। "ভাগবতে আছে ব্রহ্ম-মোহাপনোদনে"= শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার মোহ-ভঙ্গ-উপাখ্যানে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের যে স্তব বর্ণিত আছে। একদা ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা-বিষয়ে সন্দিগ্ধ ও মোহাভিভূত হইয়া তদীয় সখা ও ধেনু-বৎসদিগকে অপহরণ করেন; তখন শ্রীকৃষ্ণ কি করিলেন—না তৎক্ষণাৎ তদনুরূপ কত কত সখা ও গো-বৎসাদি সৃজন করিয়া ফেলিলেন। ব্রহ্মা তখন সেই অসংখ্য সখা ও গো-বৎসাদি দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অপরিমেয় মহিমা অনুভব করতঃ চমকিত হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, "হায়! আমি কি মায়ামুগ্ধ, কি মূর্খ! হায়, হায়! আমি কি অপরাধই করিয়াছি! এখন আমার উপায় কি?" এই ভাবিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণ-স্তবের এমনই অত্যদ্ভুত মহিমা যে, তৎ-প্রভাবে অচিরে তাঁহার মোহ বিদূরিত হইল এবং তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ অর্থাৎ ভগবত্তা অনুভব করিতে সমর্থ হইয়া অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

৮৬। হে প্রভো! তুমি নবীন-মেঘের ন্যায় শ্যাম-কলেবর; বিদ্যুন্মালার ন্যায় সমুজ্জ্বল ও মনোহর তোমার পীত-বসন; গুঞ্জা-নির্ম্মিত কর্ণাভরণ ও ময়ূর-পুচ্ছের চূড়া তোমার মুখমণ্ডল প্রফুল্লিত করিয়াছে; তুমি গলদেশে বিবিধ বন্যপুষ্প-বিরচিত বনমালা ধারণ করিয়াছ; দধি-সংযুক্ত অন্ন গ্রাস এবং বেত্র, শৃঙ্গ (শিঙ্গা) ও বংশী এই সমস্ত অলৌকিক চিহ্নে তুমি পরিশোভিত; তোমার পদদ্বয় অতীব কোমল; তুমি গোপরাজ শ্রীনন্দের নন্দন, তুমিই একমাত্র স্তবের যোগ্য; অতএব আমি তোমাকে বারম্বার নমস্কার করিতেছি।

জগন্নাথ-পুত্র-পদে মোর নমস্কার।
কোটি চন্দ্র জিনি রূপ বদন যাঁহার॥
শিঙ্গা-বেত্র-বেণু-চিহ্ন ভূষণ যাঁহার।
সেই তুমি—তোমার চরণে নমস্কার॥
চারি বেদে যাঁরে ঘোষে নন্দের কুমার।
সেই তুমি—তোমার চরণে নমস্কার॥"
ব্রহ্ম স্তবে স্তুতি করে প্রভুর চরণে।
স্বচ্ছন্দে বলয়ে যত আইসে বদনে॥ ৮৮॥
"তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি যজ্ঞেশ্বর।
তোমার চরণোদক—গঙ্গা তীর্থবর॥
জানকী-বল্লভ তুমি, তুমি নরসিংহ।
অজ ভব আদি তব চরণের ভৃঙ্গ॥
তুমি সে বেদান্ত, বেদ, তুমি নারায়ণ।
তুমি সে ছলিলা বলি হইয়া বামন॥ ৮৯॥
তুমি হয়গ্রীব, তুমি জগত-জীবন।
তুমি নীলাচলচন্দ্র সবার তারণ॥
তোমার মায়ায় কার নাহি হয় ভঙ্গ।
কমলা না জানে—যার সনে একসঙ্গ॥
সঙ্গী, সখা, ভাই—সর্ব্ব মতে সেবে যে।
হেন প্রভু মোহ মানে অন্য জন কে॥ ৯০॥
মিথ্যা গৃহবাসে মোরে পাড়িয়াছ ভোলে।
তোমা না ভজিযে মোর জন্ম গেল হেলে॥
নানা মায়া করি তুমি আমারে বঞ্চিলা।
সাজি ধুতি আদি করি আমার বহিলা॥
তাতে মোর ভয় নাহি শুন প্রাণনাথ।
তুমি হেন প্রভু মোরে হইলা সাক্ষাৎ॥ ৯১॥
আজি মোর সকল দুঃখের হৈল নাশ।
আজি মোর দিবস হইল পরকাশ॥
আজি মোর জন্ম কর্ম্ম সকল সফল।
আজি মোর উদয় সকল সুমঙ্গল॥
আজি মোর পিতৃকুল হইল উদ্ধার।
আজি সে বসতি ধন্য হইল আমার॥ ৯২॥
আজি মোর নয়ন-ভাগ্যের নাহি সীমা।
তাহা দেখি—যাহার চরণ সেবে রমা॥"
বলিতে আবিষ্ট হৈল পণ্ডিত-শ্রীবাস।
ঊর্দ্ধবাহু করি কান্দে ছাড়ি ঘন-শ্বাস॥
গড়াগড়ি যায় ভাগ্যবন্ত শ্রীনিবাস।
দেখিয়া অপূর্ব্ব গৌরচন্দ্রের প্রকাশ॥ ৯৩॥
কি অদ্ভুত সুখ হৈল শ্রীবাস-শরীরে।
ডুবিলেন বিপ্রবর আনন্দ-সাগরে॥
হাসিয়া শুনেন প্রভু শ্রীবাসের স্তুতি।
সদয় হইয়া বোলে শ্রীবাসের প্রতি॥
"স্ত্রী পুত্র আদি যত তোমার বাড়ীর।
দেখুক আমার রূপ করহ বাহির॥ ৯৪॥
সস্ত্রীক হইয়া পূজ' চরণ আমার।
বর মাগ' যেন ইচ্ছা মনেতে তোমার॥"
প্রভুর পাইয়া আজ্ঞা শ্রীবাস-পণ্ডিত।
সর্ব্ব-পরিকর-সহ আইলা ত্বরিত॥

৮৭। "দধি-ওদন"=দধি সংযুক্ত অন্ন।

৯০। "হয়গ্রীব"=মধুকৈটভ কর্ত্তৃক অপহৃত বেদের উদ্ধারের নিমিত্ত বিষ্ণুর অবতার-বিশেষ।

"তোমার..... কে"=তোমার মায়ার নিকট কে না পরাভূত হয়? যে লক্ষ্মীদেবী তোমার সঙ্গে একসঙ্গে থাকেন, তিনিও তোমার মায়ার প্রভাব সম্যক্‌রূপে অবগত নহেন। যিনি সখা, ভাই প্রভৃতি বিবিধ-ভাবাপন্ন হইয়া তোমার সেবা করেন, সেই প্রভু বলদেবও তোমার মায়ায় বিমুগ্ধ হন, তা অন্যের কথা আর কি বলিব?

"ভঙ্গ"=পরাজয়।

৯২। "আজি মোর দিবস হইল পরকাশ"—আজি মোর কুদিন ঘুচিয়া সুদিন আসিল।

"বসতি"=গৃহ।

বিষ্ণু-পূজা নিমিত্ত যতেক পুষ্প ছিল।
সকল প্রভুর পায়ে সাক্ষাতেই দিল ॥ ৯৫ ॥
গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপে পূজি শ্রীচরণ।
সস্ত্রীক হইয়া বিপ্র করয়ে ক্রন্দন ॥
ভাই পত্নী দাস দাসী সকল লইয়া।
শ্রীবাস করয়ে কাকু চরণে পড়িয়া ॥
শ্রীনিবাস-প্রিয়কারী প্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণ দিলেন সর্ব্ব-শিরের উপর ॥ ৯৬ ॥
অলক্ষিতে বুলে প্রভু হৃদয়ে সবার।
হাসি বলে "মোহে চিত্ত হউ সবাকার॥"
হুঙ্কার গর্জ্জন করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
শ্রীনিবাসে সম্বোধিয়া বলেন উত্তর ॥
"অহে শ্রীনিবাস! কিছু মনে ভয় পাও।
শুনি তোমা ধরিতে আইসে রাজ-নাও ॥ ৯৭॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-মাঝে যত জীব বৈসে।
সবার প্রেরক আমি আপনার বশে ॥
মুই যদি বোলাও সেই রাজার শরীরে।
তবে ত বলিবে সেহ ধরিবার তরে ॥
যদি বা এমত নহে—স্বতন্ত্র হইয়া।
ধরিবারে বলে, তবে মুই চাও ইহা ॥ ৯৮ ॥
মুই গিয়া সর্ব্ব-আগে নৌকায় চড়িমু।
এইমত গিয়া রাজ-গোচর হইমু ॥
মোরে দেখি রাজা কি রহিব নৃপাসনে।
বিহ্বল করিয়া না পাড়িমু সেইখানে ॥
নতুবা এমত নহে, জিজ্ঞাসিব মোরে।
সেহ মোর অভীষ্ট কহিয়ে শুন তোরে ॥৯৯॥
শুন শুন অহে রাজা! সত্য মিথ্যা জান।
যত আছে মোল্লা কাজী সব তোর আন ॥
হস্তী ঘোড়া পশু পক্ষী যত তোর আছে।
সকল আনহ রাজা আপনার কাছে ॥
এবে হেন আজ্ঞা কর সকল কাজীরে।
আপনার শাস্ত্র কহি কান্দাউ সবারে ॥১০০॥
না পারিল তারা যদি এতেক করিতে।
তবে সে আপনা ব্যক্ত করিমু রাজাতে॥
সঙ্কীর্ত্তন মানা করিস্ এ গুলার বোলে।
যত তার শক্তি এই দেখিলি সকলে ॥

৯৮। "সবার···বশে"=একমাত্র কেবল আমিই স্বতন্ত্র, আর এই অনন্ত-কোটী ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যত জীব আছে, সকলেই আমার অধীন; আমি যাহার হৃদয়ে যেরূপ প্রেরণা করি, সে সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, অন্যথা জীবের স্বতন্ত্র শক্তি কিছুই নাই।

"বোলাও"=বলাই। "যদি .....ইহা"=যদি বা লোকে মনে করে অথবা বলে যে, না তা না, কিন্তু রাজা নিজের ইচ্ছানুসারে আমাকে ধরিতে বলিতেছে, তাহা হইলে আমি তখন কিরূপে আমার প্রতাপ দেখাইতে চাই, তাহা বলিতেছি শুন।

৯৯। "মোরে·········সেইখানে"=রাজার কি ক্ষমতা যে, আমাকে দেখিয়াও সে সম্মনের সহিত দাঁড়াইয়া না উঠিয়া সেইরূপে রাজ-সিংহাসনেই বসিয়া থাকিবে? আর যদি তাইই থাকে, তাহা হইলে তখন তাহাকে সিংহাসন হইতে টানিয়া আনিয়া সেইখানে পাড়িয়া ফেলিব না?

"নতুবা......তোরে"=যদি সেরূপ ঘটনাও না হয়, কিন্তু কেবলমাত্র আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি এরূপ করিতেছ কেন? তাহা হইলে তখন তাহাকে কি বলিব শোন অর্থাৎ তখন এই বলিব।

১০০। "সত্য মিথ্যা জান"=তোমার ত সত্য-মিথ্যা-জ্ঞান আছে।

১০১। "তবে......রাজাতে"=তাহা হইলে তখন রাজাকে আমার ক্ষমতা দেখাইব।

মোর শক্তি দেখ্ এবে নয়ন ভরিয়া।
এত বলি মত্ত হস্তী আনিমু ধরিয়া ॥ ১০১ ॥
হস্তী ঘোড়া মৃগ পক্ষ একত্র করিযা।
সেইখানে কান্দাইমু 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিযা ॥
রাজার যতেক গণ রাজার সহিতে।
সবা কান্দাইমু 'কৃষ্ণ' বলি ভালমতে ॥
ইহাতে বা অপ্রত্যয় বাস' তুমি মনে।
সাক্ষাতেই করোঁ দেখ আপন-নয়নে" ॥ ১০২ ॥
সম্মুখে দেখয়ে এক বালিকা আপনি।
শ্রীবাসের ভ্রাতৃ-সুতা—নাম 'নারাযণী' ॥
অদ্যাপিহ বৈষ্ণব-মণ্ডলে যাঁর ধ্বনি।
'চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র নারাযণী ॥'
সর্ব্বভূত-অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ-চাঁদ।
আজ্ঞা কৈল "নারাযণি! কৃষ্ণ বলি কাঁদ ॥"
চারি বৎসরের সেই উন্মত্ত-চরিত।
'হা কৃষ্ণ' বলিযা কাঁদে নাহিক সম্বিত ॥১০৩॥
অঙ্গ বহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে।
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে ॥
হাসিয়া হাসিযা বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"এখন তোমার সব ঘুচিল কি ডর ॥"

মহাবক্তা শ্রীনিবাস সর্ব্ব তত্ত্ব জানে।
আস্ফালিয়া দুই ভুজ বলে প্রভু-স্থানে ॥১০৪॥
"কালরূপী তোমার বিগ্রহ-ভগবানে।
যখন সকল সৃষ্টি সংহারিয়া আনে ॥
তখন না করোঁ ভয় তোর নাম-বলে।
এখন কিসের ভয়—তুমি মোর ঘরে ॥"
বলিযা আবিষ্ট হৈলা পণ্ডিত-শ্রীবাস।
গোষ্ঠীর সহিত দেখে প্রভুর প্রকাশ ॥১০৫॥
চারি বেদে যাঁরে দেখিবারে অভিলাষে।
তাহা দেখে শ্রীবাসের যত দাসী দাসে ॥
কি বলিব শ্রীবাসের উদার চরিত্র।
যাঁহার চরণ-ধূলে সংসার পবিত্র ॥
কৃষ্ণ-অবতার যেন বসুদেব-ঘরে।
যতেক বিহার সব নন্দের মন্দিরে ॥১০৬॥
জগন্নাথ-ঘরে হৈল এই অবতার।
শ্রীবাসপণ্ডিত-গৃহে যতেক বিহার ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রিয় পণ্ডিত-শ্রীবাস।
তা'র বাড়ী গেলে মাত্র সবার উল্লাস ॥
অনুভবে যাঁরে স্তুতি করে বেদ-মুখে।
শ্রীবাসের দাস দাসী তাঁরে দেখে সুখে ॥১০৭॥

"যত সকলে"=তাদের যা শক্তি তা ত সব এখন দেখ্‌লি।

১০২। "রাজার ..... সহিতে"='কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া রাজা ও তাহার সমস্ত লোকজন-সকলকেই ভাল করিয়া কাদাইব।

"ইহাতে .....নয়নে'=যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, তবে এই দেখ, এখনই প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিতেছি।

১০৩। "অবশেষ-পাত্র"=উচ্ছিষ্ট ভোজী।

"চারি .. .. সম্বিত"=৪ বছরের সেই বালিকা তৎক্ষণাৎ পাগলের ন্যায় হইয়া গেল এবং বাহ্যজ্ঞান পরিশূন্য হইয়া "হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ।" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

১০৫। 'তোমার বিগ্রহ-ভগবানে"=তোমারই বিগ্রহ স্বরূপ শ্রীরুদ্র ভগবান্।

১০৬। "কি......পবিত্র"=শ্রীবাস যে কিরূপ মহাশয় ব্যক্তি, তাহা আর কি বলিব? তাঁহার চরণ ধূলিতে সমস্ত জগৎ পবিত্র হয়।

১০৭। "অনুভবে .... মুখে"=যাঁহাকে সাক্ষাৎ করার ভাগ্য হয় না বলিয়া, কেবলমাত্র

এতেকে বৈষ্ণব-সেবা পরম উপায়।
অবশ্য মিলয়ে কৃষ্ণ বৈষ্ণব-কৃপায়॥
শ্রীবাসেরে আজ্ঞা কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
"না কহ এ সব কথা কাহারো গোচর॥"
বাহ্য পাই বিশ্বম্ভর লজ্জিত-অন্তর।
আশ্বাসিয়া শ্রীবাসেরে গেলা নিজ-ঘর॥১০৮॥
সুখময় হৈলা তবে শ্রীবাস-পণ্ডিত।
পত্নী বধূ ভাই দাস দাসীর সহিত॥
শ্রীবাস করিলা স্তুতি দেখিয়া প্রকাশ।
ইহা যেই শুনে সেই হয় কৃষ্ণদাস॥ ১০৯॥
অন্তর্যামি-রূপে বলরাম ভগবান্।
আজ্ঞা কৈল চৈতন্যের গাইতে আখ্যান॥
বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই মনস্কাম।
জন্ম-জন্ম প্রভু মোর হউ বলরাম॥
'নরসিংহ' 'যদুসিংহ' যেন নাম-ভেদ।
এইমত জানি 'নিত্যানন্দ' 'বলদেব'॥ ১১০॥
চৈতন্য-চন্দ্রের প্রিয়-বিগ্রহ বলাই।
এবে 'অবধূতচন্দ্র' করি যাঁরে গাই॥
মধ্যখণ্ড-কথা ভাই শুন এক-চিতে।
বৎসরেক কীর্ত্তন করিল যেন মতে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ১১১॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে বাহ্যচ্ছলেন
প্রেমভক্তি-প্রকাশ-বর্ণনং নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয় অধ্যায়।

জয় জয় সর্ব্ব-প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের ঈশ্বর॥
জয় জয় অদ্বৈতাদি ভক্তের অধীন।
ভক্তি-দান দেহ প্রভু উদ্ধারহ দীন॥
এইমত নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ভক্তি-সুখে ভাসে লই সর্ব্ব পরিকর॥ ১॥
প্রাণ হেন সকল সেবক আপনার।
'কৃষ্ণ' বলি কান্দে গলা ধরিয়া সবার॥
দেখিয়া প্রভুর প্রেম সর্ব্ব দাসগণ।
চতুর্দ্দিকে প্রভু বেঢ়ি করয়ে ক্রন্দন॥
আছুক দাসের কার্য্য, সে প্রেম দেখিতে।
শুষ্ক-কাষ্ঠ পাষাণ সে মিলায় ভূমিতে॥ ২॥

মানসে অনুভব করিয়াই, সকলে বেদ-পুরাণাদি-শাস্ত্রবাক্য দ্বারা যাঁহার স্তব করে।

১০৮। "এতেকে............উপায়" = শ্রীবাসের দাসদাসীগণ পরম-বৈষ্ণব শ্রীবাসের সেবা করায়, তাহার ফলে তাহারা মহাপ্রভুর প্রকাশ দেখিতে পাইল; তাই বলিতেছি, কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিবার সর্ব্বোত্তম উপায়ই হইতেছে বৈষ্ণব-সেবা।

১১০। "অন্তর্যামী .....আখ্যান" = নিত্যানন্দ-রূপী ভগবান্ শ্রীবলদেব আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা-কথা বর্ণনা করিতে আমার প্রতি আদেশ করিলেন।

১১১। "অবধূত" = সর্ব্বতোভাবে মায়া-মুক্ত সন্ন্যাসিগণকে অবধূত বলে।

২। "আছুক......ভূমিতে" = কৃষ্ণের দাসগণ ত কৃষ্ণ বই আর কিছুই জানেন না, সুতরাং তাঁহাদের হৃদয় ত গলিয়া যাইবেই, কিন্তু শুষ্ক কাষ্ঠ এবং পাষাণ পর্য্যন্তও সে প্রেম দেখিয়া গলিয়া গেল অর্থাৎ যত বড় নিষ্ঠুর-হৃদয় পাষণ্ড হউক না কেন, সে সে প্রেমময় ক্রন্দন দেখিয়া দ্রবীভূত হইয়া গেল।

ছাড়ি ধন পুত্র গৃহ সর্ব্ব ভক্তগণ।
অহর্নিশ প্রভু-সঙ্গে করেন কীর্ত্তন॥
হইলেন গৌরচন্দ্র কৃষ্ণভক্তিময়।
যখন যেরূপ শুনে সেইমত হয়॥
দাস্যভাবে প্রভু যবে করেন রোদন।
হইল প্রহর দুই গঙ্গা-আগমন॥ ৩॥
যবে হাসে তবে প্রভু প্রহরেক হাসে।
মূর্চ্ছিত হইলে প্রহরেক নাহি শ্বাসে॥
ক্ষণে হয় স্বানুভাব—দম্ভ করি বৈসে।
"মুই সেই, মুই সেই" বলি বলি হাসে॥
"কোথা গেল নাড়া বুড়া যে আনিল মোরে।
বিলাইমু ভক্তি-রস প্রতি ঘরে ঘরে॥"
সেই ক্ষণে "কৃষ্ণ রে বাপ রে!" বলি কান্দে।
আপনার কেশ আপনার পায়ে বান্ধে॥ ৪॥
অক্রূর-যানের শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া।
ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে দণ্ডবত হৈয়া॥
হইলেন মহাপ্রভু যে-হেন অক্রূর।
সেইমত কথা কহে বাহ্য গেল দূর॥
"মথুরায় চল নন্দ! রাম-কৃষ্ণ লৈয়া।
ধনুর্ম্মখ রাজ-মহোৎসব দেখি গিয়া"॥ ৫॥
এইমত নানা-ভাবে নানা কথা কয়।
দেখিয়া বৈষ্ণব-সব আনন্দে ভাসয়॥
এক দিন বরাহ-ভাবের শ্লোক শুনি।
গর্জ্জিয়া মুরারি-ঘরে চলিলা আপনি॥
অন্তরে মুরারি গুপ্ত প্রতি বড় প্রেম।
হনূমান্ প্রতি প্রভু রামচন্দ্র যেন॥ ৬॥
মুরারির ঘরে গেলা শ্রীশচীনন্দন।
সম্ভ্রমে করিলা গুপ্ত চরণ বন্দন॥
'শূকর শূকর' বলি প্রভু চলি যায়।
স্তম্ভিত মুরারি গুপ্ত চারিদিকে চায়॥
বিষ্ণু-গৃহে প্রবিষ্ট হইলা বিশ্বম্ভর।
সম্মুখে দেখেন জল-ভাজন সুন্দর॥ ৭॥
'বরাহ-আকার' প্রভু হৈলা সেই ক্ষণে।
স্বানুভাবে গাড়ু প্রভু তুলিলা দশনে॥
গর্জ্জে যজ্ঞ-বরাহ, প্রকাশে খুর চারি।
প্রভু বলে "মোর স্তুতি করহ মুরারি॥"

৩। "যখন....হয়"=যখন যে ভাবের কথা শুনেন, তখন সেই ভাবাপন্ন হন।

"গঙ্গা-আগমন"=অশ্রুধারায় যেন নদী বহিয়া যাইতে লাগিল।

৪। "ক্ষণে .... বৈসে"=কখনও বা নিজের স্বরূপ-ভাবাপন্ন হন অর্থাৎ তিনি নিজে যে ঈশ্বর সেই ঈশ্বর-ভাবেই বিভাবিত হন এবং তখন সেই ঐশ্বর্য্য-ভাবে মহারাজাধিরাজের ন্যায় বসিয়া 'মুই সেই, মুই সেই' অর্থাৎ 'আমিই সেই ভগবান্, আমিই সেই ভগবান্' বলিয়া বলিয়া হাসিতে থাকেন।

"নাড়া বুড়া"=শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু।

৫। "অক্রূর........পড়িয়া"=শ্রীঅক্রূর-মহাশয় কৃষ্ণকে স্বীয় রথে করিয়া মথুরায় লইয়া যাইবার জন্য নন্দ-মহারাজকে যাহা বলিয়াছিলেন অর্থাৎ "হে নন্দ! রামকৃষ্ণকে লইয়া মথুরায় চল; সেখানে গিয়া আমরা ধনুর্যজ্ঞ-মহোৎসব দর্শন করি' ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্লোকগুলি বলিয়া বলিয়া; (ভাঃ ১০ম স্কন্ধ ৩৯ অধ্যায়)।

"ধনুর্ম্মখ রাজ-মহোৎসব"=রাজারাজড়াদিগের ধনুক-ক্রীড়া প্রদর্শনোৎসব; ইহা হইল কংস মহারাজের ধনুর্যজ্ঞ (ভাঃ ১০ম-৪২ অঃ)।

৭। "জল-ভাজন"=জলপাত্র।

৮। "বরাহ-আকার"=বরাহ-অবতার-স্বরূপ।

স্তব্ধ হৈলা মুরারি অপূর্ব্ব-দরশনে।
কি বলিবে মুরারি—না আইসে বদনে॥ ৮॥
প্রভু বলে "বোল বোল কিছু ভয় নাই।
এতদিন না জানিস্ মুই এই ঠাঁই॥"
কম্পিত মুরারি কহে করিয়া মিনতি।
"তুমি সে জানহ প্রভু! তোমার যে স্তুতি॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড যার এক ফণে ধরে।
সহস্র-বদন হই যারে স্তুতি করে॥
তবু নাহি পায় অন্ত—সেই প্রভু কয়।
তোমার স্তবেতে আর কে সমর্থ হয়॥ ৯॥
যে বেদের মত করে সকল সংসার।
সেই বেদে সর্ব্ব তত্ত্ব না জানে তোমার॥
যত দেখি শুনি প্রভু! অনন্ত ভুবন।
তোমার লোমকূপে গিয়া মিলায় যখন॥১০॥
হেন সদানন্দ তুমি যে কর যখনে।
বল দেখি বেদে তাহা জানিবে কেমনে॥
অতএব তুমি সে তোমারে জান মাত্র।
তুমি জানাইলে জানে তোমার কৃপাপাত্র॥
তোমার স্তুতিয়ে মোর কোন্ অধিকার।"
এত বলি কান্দে গুপ্ত, করে নমস্কার॥ ১১॥
গুপ্ত-বাক্যে তুষ্ট হৈলা বরাহ-ঈশ্বর।
বেদ প্রতি ক্রোধ করি বলয়ে উত্তর॥
"হস্ত পদ মুখ মোর নাহিক লোচন।
বেদে মোরে এইমত করে বিড়ম্বন॥
কাশীতে পড়ায় বেটা পরকাশানন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥ ১২॥
বাখানয়ে বেদ, মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব্ব অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ, তবু নাহি জানে॥
সর্ব্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অজ ভব আদি গায় যাহার চরিত্র॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ-পরশে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে॥"

"স্বানুভাবে"=নিজের স্বরূপ অর্থাৎ ঈশ্বর-ভাবে।

৯। "অনন্ত......হয়"=যাঁহার একটীমাত্র ফণা কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া রহিয়াছে, সেই প্রভু শ্রীঅনন্তদেব যে সহস্র মুখে স্তুতি করিয়াও যে তোমার অন্ত পান না, এ কথা তিনি নিজ-মুখেই বলিয়া থাকেন, সে তোমার স্তুতি কিরূপে করিতে হয় তাহা তুমিই জান, অন্যে কি জানিবে?

১০। "যে...... সংসার"=সমস্ত জগৎ যে বেদের মত মান্য করিয়া চলে।

১২। "হস্ত......বিড়ম্বন"='আমার হাত, পা, মুখ, চোক নাই অর্থাৎ আমি যেন নিরাকার' বেদে বাহ্যিক-ভাবে এইরূপ বলিয়া আমার লাঞ্ছনা করে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলিয়াছেন 'অপাণি-পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্য-কর্ণঃ।' বস্তুতঃ শ্রীভগবানের প্রাকৃত হস্ত-পদাদি নাই, তাঁহার হস্ত-পদাদি সমস্তই চিন্ময় এবং সচ্চিদানন্দময় তিনি যে সেই চিন্ময় হস্তপদাদিতে বিভূষিত, ইহাই হইল বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য্য। যাহারা বেদের নিগূঢ় অর্থ না বুঝিয়া বাহ্যিক অর্থ লইয়া শ্রীভগবান্‌কে নিরাকার বলে, তাহাদিগের প্রতি কৃপা কটাক্ষপাত করিবার জন্যই মহাপ্রভু এইরূপ বলিলেন। মূলগ্রন্থে ইহার দৃষ্টান্ত পরেই দিয়া বলিতেছেন—'কাশীতে পড়ায় বেটা' ইত্যাদি।

"পরকাশানন্দ"=প্রকাশানন্দ। ইনি অন্য কোন প্রকাশানন্দ বলিয়াই মনে হয়, যেহেতু শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীপাদের শ্রীঅঙ্গে কদাচ কুষ্ঠ-ব্যাধি হয় নাই।

"করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড"=আমার হস্ত-পদাদি বা দেহ আছে বলিয়া মানে না—আমাকে নিরাকার বলে।

"শুন রে মুরারি গুপ্ত" কহয়ে শূকর।
"বেদ-গুহ্য কহি এই তোমার গোচর ॥ ১৩ ॥
আমি যজ্ঞ-বরাহ—সকল-বেদ-সার।
আমি সে করিনু পূর্ব্বে পৃথিবী-উদ্ধার ॥
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে মোহার অবতার।
ভক্ত-জন রাখি, দুষ্ট করিমু সংহার ॥
সেবকের দ্রোহ মুই সহিতে না পারোঁ।
পুত্র যদি হয় মোর, তথাপি সংহারোঁ ॥১৪॥
পুত্র কাটোঁ আপনার সেবক লাগিয়া।
মিথ্যা নাহি কহোঁ গুপ্ত শুন মন দিয়া ॥
যে কালে করিনু মুই পৃথিবী-উদ্ধার।
হইল ক্ষিতির গর্ভ পরশে আমার ॥
হইল নরক নামে পুত্র মহাবল।
আপনে পুত্রেরে ধর্ম্ম কহিনু সকল ॥ ১৫ ॥
মহারাজা হইলেন আমার নন্দন।
দেব, দ্বিজ, গুরু, ভক্ত করেন পালন ॥
দৈবদোষে তাহার হইল দুষ্ট-সঙ্গ।
বাণের সংসর্গে হৈল ভক্তদ্রোহ-রঙ্গ ॥
সেবকের হিংসা মুই না পারোঁ সহিতে।
কাটিনু আপন-পুত্র সেবক রাখিতে ॥ ১৬ ॥
জনমে জনমে তুমি সেবিয়াছ মোরে।
এতেকে সকল তত্ত্ব কহিল তোমারে ॥"
শুনিয়া মুরারি গুপ্ত প্রভুর বচন।
বিহ্বল হইয়া গুপ্ত করেন ক্রন্দন ॥
মুরারি-সহিত গৌরচন্দ্র জয় জয়।
জয় যজ্ঞ-বরাহ—সেবক-রক্ষাময় ॥ ১৭ ॥
এইমত সর্ব্ব সেবকের ঘরে ঘরে।
কৃপায় ঠাকুর জানায়েন আপনারে ॥
চিনিয়া সকল ভৃত্য প্রভু আপনার।
পরানন্দময় চিত্ত হইল সবার ॥
পাষণ্ডীরে আর কেহো ভয় নাহি করে।
হাটে ঘাটে সবে 'কৃষ্ণ' গায় উচ্চস্বরে ॥ ১৮ ॥
প্রভু-সঙ্গে মিলিয়া সকল ভক্তগণ।
মহানন্দে অহর্নিশ করয়ে কীর্ত্তন ॥
মিলিলা সকল ভক্ত, বহি নিত্যানন্দ।
ভাই না দেখিয়া বড় দুঃখী গৌরচন্দ্র ॥
নিরন্তর নিত্যানন্দ স্মরে বিশ্বম্ভর।
জানিলেন নিত্যানন্দ অনন্ত-ঈশ্বর ॥ ১৯ ॥
প্রসঙ্গে শুনহ নিত্যানন্দের আখ্যান।
সূত্ররূপে জন্ম কর্ম্ম কহি কিছু তান ॥

১৩। "চরিত্র" = কার্য্য-কলাপ ; লীলা।

"পুণ্য...... পরশে" = যে অঙ্গের স্পর্শ পাইবা মাত্র সমস্তই পরম পবিত্র, পরম নির্ম্মল হইয়া যায়।

"শূকর" = বরাহাবতার-রূপী শ্রীগৌরচন্দ্র।

১৪। "আমি ...... উদ্ধার" = আমি নিখিল বেদের সার-স্বরূপ। আমিই পূর্ব্বে বরাহাবতার রূপে প্রলয়-কালীন জলমগ্ন পৃথিবীকে দন্তাগ্রে ধারণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলাম।

"সঙ্কীর্ত্তন.........অবতার" = সর্ব্বত্রই যাহাতে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন হয়, তাহার সূত্রপাত করিবার জন্য আমি অবতীর্ণ হইয়াছি।

"সেবকের দ্রোহ" = ভক্তের প্রতি অত্যাচার।

১৫। "পুত্র .... লাগিয়া" – আমি আমার দাসকে এত ভালবাসি যে, তাহার জন্য আমি সবই করিতে পারি—এমন কি পুত্রকে পর্য্যন্তও কাটিতে কুণ্ঠিত হই না। মূলগ্রন্থে ইহার দৃষ্টান্ত পরেই দিয়াছেন।

"হইল...............আমার" = আমার অর্থাৎ বরাহাবতার-রূপী আমার স্পর্শে পৃথিবীর গর্ভ-সঞ্চার হইল।

১৯। "বহি নিত্যানন্দ" = নিত্যানন্দ ছাড়া।

রাঢ়দেশে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
যঁহি জন্মিলেন নিত্যানন্দ-ভগবান্॥
'মৌড়েশ্বর' নামে দেব আছে কত দূরে।
যাঁরে পুজিয়াছে নিত্যানন্দ-হলধরে॥ ২০॥
সেই গ্রামে বৈসে বিপ্র হাড়াই-পণ্ডিত।
মহা-বিরক্তের প্রায় দয়ালু-চরিত॥
তান পত্নী পদ্মাবতী-নাম পতিব্রতা।
পরম-বৈষ্ণবীশক্তি সেই জগন্মাতা॥
পরম উদার দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
তাঁর ঘরে নিত্যানন্দ জন্মিলা আপনি॥ ২১॥
সকল পুত্রের জ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দ-রায়।
সর্ব্ব সুলক্ষণ দেখি নয়ন জুড়ায়॥
তান বাল্যলীলা আদিখণ্ডেতে বিস্তর।
এথায় কহিলে হয় গ্রন্থ বহুতর॥
এইমত কতদিন নিত্যানন্দ-রায়।
হাড়ো পণ্ডিতের ঘরে আছেন লীলায় ২২॥
গৃহ ছাড়িবারে প্রভু করিলেন মন।
না ছাড়ে জননী-তাত-দুঃখের কারণ॥
তিলমাত্র নিত্যানন্দে না দেখিলে মাতা।
যুগ-প্রায় হেন বাসে ততোধিক পিতা॥
তিলমাত্র নিত্যানন্দ-পুত্রেরে ছাড়িয়া।
কোথাও হাড়াই ওঝা না যায় চলিয়া॥২৩॥
কিবা কৃষি-কর্ম্মে কিবা যজমান-ঘরে।
কিবা হাটে কিবা ঘাটে যত কর্ম্ম করে॥
পাছে যদি নিত্যানন্দ-চন্দ্র চলি যায়।
তিলার্দ্ধে শতেকবার উলটিয়া চায়॥
ধরিয়া ধরিয়া পুন আলিঙ্গন করে।
ননীর পুতলী যেন মিলায় শরীরে॥ ২৪॥
এইমত পুত্র-সঙ্গে বুলে সর্ব্ব ঠাঁই।
প্রাণ হৈলা নিত্যানন্দ, শরীর হাড়াই॥
অন্তর্যামী নিত্যানন্দ ইহা সব জানে।
পিতৃসুখ-ধর্ম্ম পালি আছে পিতা-সনে॥
দৈব একদিন এক সন্ন্যাসী সুন্দর।
আইলেন নিত্যানন্দ-জনকের ঘর॥ ২৫॥
নিত্যানন্দ-পিতা তানে ভিক্ষা করাইয়া।
রাখিলেন পরম-আনন্দযুক্ত হৈয়া॥
সর্ব্ব রাত্রি নিত্যানন্দ-পিতা তাঁর সঙ্গে।
আছিলেন কৃষ্ণকথা-কথন-আনন্দে॥
গন্তুকাম সন্ন্যাসী হইলা উষাকালে।
নিত্যানন্দ-পিতা প্রতি ন্যাসিবর বলে॥ ২৬॥

"নিরন্তর..... বিশ্বম্ভর" — শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু যে সর্ব্বদাই শ্রীনিত্যানন্দকে স্মরণ করিতেছেন, অনন্তরূপী ভগবান্ সেই নিত্যানন্দ তাহা জানিতে পারিলেন।

২৩। "জননী.........কারণ" — মাতা-পিতার দুঃখ হইবে বলিয়া।

২৫। "প্রাণ............হাড়াই" — শ্রীহাড়াই পণ্ডিতের দেহটা তাঁহার নিজের বটে, কিন্তু সেই দেহের প্রাণ হইলেন নিত্যানন্দ। লোকের নিকট প্রাণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু। সুতরাং নিত্যানন্দ শ্রীহাড়াই-পণ্ডিতের নিকট সব চেয়ে বেশী ভালবাসার জিনিস বলিয়া তিনি হইলেন তাঁহার প্রাণ। এইরূপ করিয়া ভালবাসিতে না পারিলে, এইরূপ তদ্গত-চিত্ত হইতে না পারিলে, শ্রীভগবান্কে লাভ করা যায় না।

"নিত্যানন্দ-জনকের ঘর" — নিত্যানন্দের পিতা শ্রীহাড়াই-পণ্ডিতের বাড়ীতে।

২৬। "গন্তুকাম" — যাইতে ইচ্ছুক।

ন্যাসী বলে "এক ভিক্ষা আছয়ে আমার।"
নিত্যানন্দ-পিতা বলে "যে ইচ্ছা তোমার॥"
ন্যাসী বলে "করিবাও তীর্থ-পর্য্যটন।
সংহতি আমার ভাল নাহিক ব্রাহ্মণ॥
এই যে সকল-জ্যেষ্ঠ নন্দন তোমার।
কতদিন লাগি দেহ সংহতি আমার॥ ২৭॥
প্রাণ-অতিরিক্ত আমি দেখিব উহানে।
সর্ব্ব তীর্থ দেখিবেন বিবিধ-বিধানে॥"
শুনিয়া ন্যাসীর বাক্য শুদ্ধ বিপ্রবর।
মনে মনে চিন্তে বড় হইয়া কাতর॥
"প্রাণ-ভিক্ষা করিলেন আমার সন্ন্যাসী।
না দিলেও সর্ব্বনাশ হয় হেন বাসি॥ ২৮॥
ভিক্ষুকেরে পূর্ব্বে মহাপুরুষ-সকল।
প্রাণ-দান দিয়াছেন করিয়া মঙ্গল॥
রামচন্দ্র পুত্র—দশরথের জীবন।
পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র তানে করিলা যাচন॥২৯॥
যদ্যপিহ রাম বিনে রাজা নাহি জীয়ে।
তথাপি দিলেন—এই পুরাণেতে কহে॥
সেই ত বৃত্তান্ত আজি হইল আমারে।
এ ধর্ম্ম-সঙ্কটে কৃষ্ণ! রক্ষা কর মোরে"॥
দৈবে সেই বস্তু—কেনে নহিব সে মতি।
অন্যথা লক্ষ্মণ কেনে গৃহেতে উৎপত্তি॥৩০॥

ভাবিয়া চলিলা বিপ্র ব্রাহ্মণীর স্থানে।
আনুপূর্ব্ব কহিলেন সব বিবরণে॥
শুনিয়া বলিলা পতিব্রতা জগন্মাতা।
"যে তোমার ইচ্ছা প্রভু! সেই মোর কথা॥"
আইলা সন্ন্যাসি-স্থানে নিত্যানন্দ-পিতা।
ন্যাসীরে দিলেন পুত্র নোয়াইয়া মাথা॥
নিত্যানন্দ-সঙ্গে চলিলেন ন্যাসিবর।
হেন মতে নিত্যানন্দ ছাড়িলেন ঘর॥ ৩১॥
নিত্যানন্দ গেলে মাত্র হাড়াই পণ্ডিত।
ভূমিতে পড়িলা বিপ্র হইয়া মূর্চ্ছিত॥
সে বিলাপ ক্রন্দন কহিব কোন্ জনে।
বিদরে পাষাণ কাষ্ঠ তাহার শ্রবণে॥
ভক্তিরসে জড়-প্রায় হইলা বিহ্বল।
লোকে বলে "হাড়ো ওঝা হইল পাগল॥"
তিন মাস না করিলা অন্নের গ্রহণ।
চৈতন্য-প্রভাবে সবে রহিল জীবন॥ ৩২॥
প্রভু কেনে ছাড়ে, যাঁর হেন অনুরাগ।
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের এই অচিন্ত্য প্রভাব॥
স্বামিহীনা দেবহূতি-জননী ছাড়িয়া।
চলিলা কপিল-প্রভু নিরপেক্ষ হৈয়া॥
ব্যাস-হেন বৈষ্ণব-জনক ছাড়ি শুক।
চলিলা, উলটি নাহি চাহিলেন মুখ॥ ৩৩॥

৩০। "দৈবে...... উৎপত্তি"=স্বয়ং দশরথই যখন শ্রীহাড়াইপণ্ডিত-রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন অর্থাৎ মূলে সেই একই বস্তু, তখন তাঁহার সেইরূপ মতি না হইবে কেন অর্থাৎ দশরথ যেমন বিশ্বামিত্র ঋষির হস্তে শ্রীরামচন্দ্রকে দিয়াছিলেন, সেইরূপ সন্ন্যাসীর হস্তে শ্রীনিত্যানন্দকে দিবার মতি হাড়াই-পণ্ডিতের না হইবে কেন? আর শ্রীহাড়াই-পণ্ডিত যদি দশরথই না হইবেন, তাহা হইলে বা তাঁহার ঘরে লক্ষ্মণ-রূপী নিত্যানন্দ জন্মিবেন কেন? লক্ষ্মণ ও নিত্যানন্দ একই তত্ত্ব। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু হইলেন মূল সঙ্কর্ষণ; তিনিই আবার লীলা-ভেদে বলরাম ও লক্ষ্মণ; ইঁহারা সকলে একই বস্তু।

৩১। "আনুপূর্ব্ব"=আগাগোড়া সব।

"ভাবিয়া...মাথা"=শ্রীভগবান্ যাঁহাদের ঔরসে বা গর্ভে অবতীর্ণ হন, এত বড় ত্যাগ-স্বীকার তাঁহাদের পক্ষেই সম্ভবে, সাধারণ মানবের পক্ষে নহে।

শচী-হেন জননী ছাড়িয়া একাকিনী।
চলিলেন নিরপেক্ষ হই ন্যাসিমণি॥
পরমার্থে এই ত্যাগ—ত্যাগ কভু নহে।
এ সকল কথা বুঝে কোনো মহাশয়ে॥
এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার-কারণে।
মহাকাষ্ঠ দ্রবে যেন ইহার শ্রবণে॥ ৩৪॥
যেন পিতা হারাইয়া শ্রীরঘুনন্দনে।
নির্ভরে শুনিলে তাহা কান্দয়ে যবনে॥
হেনমতে গৃহ ছাড়ি নিত্যানন্দ-রায়।
স্বানুভাবানন্দে তীর্থ করিয়া বেড়ায়॥
গয়া কাশী প্রয়াগ মথুরা দ্বারাবতী।
নর-নারায়ণাশ্রম গেলা মহামতি॥ ৩৫॥

বৌদ্ধালয় গিয়া গেলা ব্যাসের আলয়।
রঙ্গনাথ সেতুবন্ধ গেলেন মলয়॥
তবে অনন্তের পুর গেলা মহাশয়।
ভ্রমেন নির্জ্জন বনে পরম-নির্ভয়॥
গোমতী গণ্ডকী গেলা সরযূ কাবেরী।
অযোধ্যা দণ্ডকারণ্য বুলেন বিহরি॥ ৩৬॥
ত্রিমল্ল বেঙ্কটনাথ সপ্তগোদাবরী।
মহেশের স্থান গেলা কন্যকা-নগরী॥
রেবা মাহিষ্মতী মল্লতীর্থ হরিদ্বার।
যঁহি পূর্ব্বে অবতার হইল গঙ্গার॥
এইমত যত তীর্থ নিত্যানন্দ-রায়।
সব দেখি পুন আইলেন মথুরায়॥ ৩৭॥

৩৩। "স্বামিহীনা......হৈয়া" = শ্রীকপিল-দেবের মাতা দেবহূতি যদিও পতিহীনা নিরাশ্রয়া, তথাপি সেই মাতাকে ছাড়িয়া তিনি অনায়াসে গৃহত্যাগ করিলেন। এতদ্দ্বারা ইহাই দেখাইতেছেন যে, শ্রীভগবান্ একেবারেই স্বতন্ত্র, তিনি কাহারও অপেক্ষা রাখেন না। শ্রীকপিলদেব হইলেন শ্রীভগবানেরই অবতার-বিশেষ।

৩৪। "পরমার্থে......নহে" = মায়িক জীবগণের পরস্পরের সঙ্গে যে সম্বন্ধ, তাহা ঐহিক সম্বন্ধ—ইহা অনিত্য। কিন্তু শ্রীভগবানের সঙ্গে জীবের যে সম্বন্ধ, তাহা পরমার্থ সম্বন্ধ—ইহা নিত্য। সুতরাং পরমার্থ হিসাবে ধরিতে গেলে, এই ত্যাগকে ত্যাগ বলা যায় না, কারণ ইহা ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বলিয়া, এতদ্দ্বারা সম্বন্ধ ত্যাগ ত হয়ই না, বরঞ্চ শ্রীভগবানের প্রতি আর্ত্তি ও অনুরাগ প্রবলই হইতে থাকে; সেই প্রিয় বস্তু দূরে থাকায়, নিরন্তরই তাঁহার কথা স্মরণ হইতে থাকে, তাঁহার রূপ, গুণ, ক্রিয়া-কলাপের বিষয় সর্ব্বদা ভাবিতে ভাবিতে হৃদয় তন্ময় হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, স্ত্রী-পুত্রাদি মায়িক প্রিয়-বস্তুর বিরহে জীবের হৃদয় কাতর হইলে, তদ্দ্বারা তাহার কোনও মঙ্গল সাধিত হয় না কিন্তু শ্রীভগবানের বিরহে যদি হৃদয় কাতর হইয়া উঠে, তবে তদপেক্ষা মঙ্গলের বিষয় আর কি হইতে পারে, কেননা তখন জীবের পক্ষে শ্রীভগবানের দেবদুর্ল্লভ শ্রীপাদপদ্ম-লাভের ভাগ্য নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে।

"কোনো মহাশয়ে" = বিশিষ্ট ভক্ত-মহাত্মাগণ।

"মহাকাষ্ঠ·········শ্রবণে" = পাষাণ-সদৃশ হৃদয় হইলেও যেন গলিয়া যায়।

৩৫। "যেন······যবনে" = মহারাজ শ্রীদশরথ রামচন্দ্রকে বনে দিয়া যেরূপ কাতর হইয়াছিলেন তাহা শুনিলে যবন পর্য্যন্তও কাঁদিয়া আকুল হয়।

"স্বানুভাবানন্দে" = স্বীয় স্বাভাবিক প্রেমানন্দে।

৩৬। "বুলেন বিহরি" = বেড়াইয়া বেড়ান।

৩৭। "অবতার" = উৎপত্তি।

চিনিতে না পারে কেহো অনন্তের ধাম।
হুঙ্কার করয়ে দেখি পূর্ব্ব-জন্মস্থান॥
নিরবধি বাল্যভাব—আন নাহি স্ফুরে।
ধূলাখেলা খেলে বৃন্দাবনের ভিতরে॥
আহারের চেষ্টা নাহি করয়ে কোথায়।
বাল্যভাবে বৃন্দাবনে গড়াগড়ি যায়॥ ৩৮॥
কেহো নাহি বুঝে তান চরিত্র উদার।
কৃষ্ণ-রস বিনে আর না করে আহার॥
কদাচিৎ কোনো দিন করে দুগ্ধ পান।
সেহো যদি অযাচিত—কেহো করে দান॥
এইমত বৃন্দাবনে বৈসে নিত্যানন্দ।
নবদ্বীপে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র॥ ৩৯॥
নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তন— পরম-আনন্দ।
দুঃখ পায় প্রভু না দেখিয়া নিত্যানন্দ॥
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর প্রকাশ।
যে অবধি লাগি করে বৃন্দাবনে বাস॥
জানিয়া আইলা ঝাট নবদ্বীপ-পুরে।
আসিয়া রহিলা নন্দন-আচার্য্যের ঘরে॥৪০॥
নন্দন-আচার্য্য মহাভাগবতোত্তম।
দেখি মহাতেজোরাশি যেন সূর্য্য-সম॥
মহা-অবধূত-বেশ প্রকাণ্ড শরীর।
নিরবধি গতি স্খলে দেখি মহাধীর॥
অহর্নিশ বদনে বোলয়ে 'কৃষ্ণ-নাম'।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় চৈতন্যের ধাম॥ ৪১॥
নিজানন্দে ক্ষণে ক্ষণে করয়ে হুঙ্কার।
মহামত্ত যেন বলরাম-অবতার॥
কোটি চন্দ্র জিনিয়া বদন মনোহর।
জগত-জীবন হাস্য সুরঙ্গ অধর॥
মুকুতা জিনিয়া শ্রীদশনের জ্যোতি।
আয়ত অরুণ দুই লোচন সুভাতি॥ ৪২॥
আজানুলম্বিত ভুজ সুপীবর বক্ষ।
চলিতে কোমল বড় পদযুগ দক্ষ॥
পরম কৃপায় করে সবারে সম্ভাষ।
শুনিলে শ্রীমুখ-বাক্য কর্ম্মবন্ধ-নাশ॥
আইলা নদীয়া-পুরে নিত্যানন্দ-রায়।
সকল ভুবনে জয়-জয়-ধ্বনি গায়॥ ৪৩॥
সে মহিমা বলে হেন কে আছে প্রচণ্ড।
যে প্রভু ভাঙ্গিল গৌরসুন্দরের দণ্ড॥
বণিক্ অধম মূর্খ যে করিলা পার।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় নাম লৈলে যার॥

৩৮। "চিনিতে ....ধাম" = তিনি যে অনন্তরূপী শ্রীবলদেবেরই স্বরূপ—কেবল মূর্ত্তি মাত্র পৃথক্, একথা কেহ বুঝিতে পারে না।

৩৯। "নিরবধি .. স্ফুরে" = শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সর্ব্বদাই যেন শিশুর মত—সদাই সেইরূপ চঞ্চল, সেইরূপই খেলাধূলা করিতেছেন, তাঁহার আর অন্য কোন ভাব নাই অর্থাৎ কৈশোর বা যৌবনাবস্থার চেষ্টাদি কিছুই নাই।

৪০। "যে ...বাস" – মহাপ্রভুর যে প্রকাশের জন্য পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন।

৪১। "গতি স্খলে" = গতি চ্যুত হয়, পদ স্খলিত হয়, যেহেতু তিনি সর্ব্বদাই প্রেমানন্দে বিভোর।

"মহাধীর" – মহাধৈর্য্যশালী ও গম্ভীর প্রকৃতি।

৪২। "আয়ত..... সুভাতি" – বিস্তৃত ও রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটী পরম মনোহররূপে দীপ্তি পাইতেছে।

৪৩। "সুপীবর" বিশাল [illegible]।

'চলিতে ... দক্ষ" = তাঁহার শ্রীচরণ দুইখানি অতিশয় কোমল বটে, কিন্তু চলিতে বিশেষ দক্ষ অর্থাৎ তাঁহার সেই সুকোমল চরণে খুবই চলিতে পারেন।

পাইয়া নন্দনাচার্য্য হরষিত হৈয়া।
রাখিলেন নিজ-গৃহে ভিক্ষা করাইয়া॥ ৪৪॥
নবদ্বীপে নিত্যানন্দচন্দ্র-আগমন।
ইহা যেই শুনে তারে মিলে প্রেমধন॥
নিত্যানন্দ-আগমন জানি বিশ্বম্ভর।
অনন্ত-হরিষ প্রভু হইলা অন্তর॥
পূর্ব্বে ব্যপদেশে সর্ব্ব বৈষ্ণবের স্থানে।
থাকিয়া আছেন—কেহো মর্ম্ম নাহি জানে॥৪৫
"আরে ভাই দিন দুই তিনের ভিতরে।
কোনো মহাপুরুষ এক আসিব এথারে॥"
দৈবে সেই দিন বিষ্ণু পূজি গৌরচন্দ্র।
সত্বরে মিলিলা যথা বৈষ্ণবের বৃন্দ॥
সবাকার স্থানে প্রভু কহেন আপনে।
"আজি আমি অপরূপ দেখিল স্বপনে॥৪৬॥
তালধ্বজ এক রথ সংসারের সার।
আসিয়া রহিল রথ আমার দুয়ার॥
তার মাঝে দেখি এক প্রকাণ্ড শরীর।
মহা এক স্তম্ভ স্কন্ধে—গতি নহে স্থির॥
বেত্র-বান্ধা এক কানা কুম্ভ বাম হাতে।
নীল-বস্ত্র পরিধান, নীল-বস্ত্র মাথে॥ ৪৭॥
বাম-শ্রুতিমূলে এক কুণ্ডল বিচিত্র।
হলধর-ভাব তান বুঝিয়ে চরিত্র॥
'এই বাড়ী নিমাই-পণ্ডিতের হয় হয়।'
দশ বার বিশ বার এই কথা কয়॥
মহা-অবধূত-বেশ পরম প্রচণ্ড।
আর কভু নাহি দেখি এমন উদ্দণ্ড॥ ৪৮॥
দেখিয়া সম্ভ্রম বড় পাইলাম আমি।
জিজ্ঞাসিল আমি—'কোন্ মহাজন তুমি॥'

৪৪। "বলে"=বর্ণনা করিতে পারে।

"হেন কে আছে প্রচণ্ড"=এমন ক্ষমতা কার আছে?

"যে .....দণ্ড"=যে নিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসাশ্রমের দণ্ড অর্থাৎ যষ্টি ভাঙ্গিয়াছিলেন।

"বণিক.........পার"=শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু কর্তৃক বণিকগণের উদ্ধারের কথা অন্ত্যখণ্ডে ৫ম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

৪৫। "অনন্ত.........অন্তর"=মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

"পূর্ব্বে .....জানে"=শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ ইতিপূর্ব্বে সকল বৈষ্ণবের কাছে এ কথা কৌশলে বলিয়াছিলেন, কিন্তু তখন কেহই তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। তিনি কৌশলে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা "আরে ভাই" ইত্যাদি হইতে ৪৯ দাগে "যেন সেই সম" পর্য্যন্ত পরের পয়ারগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে।

৪৭। "তালধ্বজ......সার"=বলরামের একখানি রথ, যাহার উপরিভাগে ফলযুক্ত একটী তালবৃক্ষ পতাকা-রূপে শোভা পাইতেছিল। এই রথকে আবার সংসারের সার বলিতেছেন, কেননা এই রথের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, জীব অনায়াসে ভব-সংসার পার হইয়া যায়।

"মহা এক স্তম্ভ"=স্থূল ও বিশাল একটী যষ্টি।

"গতি নহে স্থির"=সর্ব্বদাই চঞ্চল।

"কানা কুম্ভ বাম হাতে"='কানা কুম্ভ' অর্থাৎ ভাঙ্গা কলসী। এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছেন যে, জগতের সকলেই যাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু তাহাকেও আশ্রয় দিয়াছেন অর্থাৎ মহাপাপী অধম দুরাচার পর্য্যন্ত সকলকেই—যাহাদিগকে অন্য লোকে ঘৃণা করে, তাহাদিগকেও তিনি উদ্ধার করিয়াছেন।

হাসিয়া আমারে বলে 'এই ভাই হয়।
তোমার আমার কালি হবে পরিচয়॥'
হরিষ বাড়িল শুনি তাঁহার বচন।
আপনারে বাসোঁ মুই যেন সেই সম॥"
কহিতে প্রভুর বাহ্য সব গেল দূর।
হলধর-ভাবে প্রভু গর্জ্জয়ে প্রচুর॥ ৪৯॥
"মদ আন, মদ আন" বলি প্রভু ডাকে।
হুঙ্কার শুনিতে যেন দুই কর্ণ ফাটে॥
শ্রীবাস পণ্ডিত বলে "শুনহ গোসাঁই।
যে মদিরা চাহ তুমি, সে তোমার ঠাঁই॥
তুমি যারে বিলাও সেই সে তাহা পায়।"
কম্পিত সকল গণ দূরে রহি চায়॥ ৫০॥
মনে মনে চিন্তে সব বৈষ্ণবের গণ।
"অবশ্য ইহার কিছু আছয়ে কারণ।"
আর্য্যা-তর্জ্জা পড়ে প্রভু অরুণ নয়ন।
হাসিয়া দোলায় অঙ্গ যেন সঙ্কর্ষণ॥
ক্ষণেকে হইয়া প্রভু স্বভাব-চরিত্র।
স্বপ্ন-অর্থ সবারে বাখানে রাম-মিত্র॥ ৫১॥
"হেন বুঝি মোর চিত্তে লয় এক কথা।
কোনো মহাপুরুষেক আসিযাছে এথা॥
পূর্ব্বে আমি বলিয়াছোঁ তোমা-সবার স্থানে।
কোনো মহাজন-সঙ্গে হৈব দরশনে॥
চল হরিদাস, চল শ্রীবাস-পণ্ডিত।
চাহ গিয়া দেখি কে আইসে কোন্ ভিত॥"
দুই মহাভাগবত প্রভুর আদেশে।
সর্ব্ব নবদ্বীপে চাহি বুলয়ে হরিষে॥ ৫২॥
চাহিতে চাহিতে কথা কহে দুই জন।
"এ বুঝি আইলা কিবা প্রভু সঙ্কর্ষণ॥"
আনন্দে বিহ্বল দোঁহে চাহিয়া বেড়ায়।
তিলার্দ্ধেকো উদ্দেশ কোথাও নাহি পায়॥
সকল নদীয়া তিন প্রহর চাহিয়া।
আইলা প্রভুর স্থানে কাঁহো না দেখিয়া॥৫৩
নিবেদিল আসি দোঁহে প্রভুর চরণে।
"উপাধিক কোথাও নহিল দরশনে॥
কি বৈষ্ণব কি সন্ন্যাসী কি গৃহস্থ-স্থল।
পাষণ্ডীর ঘর আদি দেখিল সকল॥
চাহিলাম সর্ব্ব নবদ্বীপ যার নাম।
সবে না চাহিল প্রভু গিয়া অন্য গ্রাম॥"
দোঁহার বচন শুনি হাসে গৌরচন্দ্র।
ছলে বুঝাইল—"বড় গূঢ় নিত্যানন্দ"॥ ৫৪॥

৫০। "যে মদিরা"=যে কৃষ্ণপ্রেম মদিরা; যে কৃষ্ণপ্রেম সুধা।

৫১। "আর্য্যা তর্জ্জা"=হেঁয়ালী; ছড়া।

"ক্ষণেকে... রাম মিত্র"='স্বভাব চরিত্র' অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ; 'রাম মিত্র' অর্থাৎ বলরাম রূপী শ্রীনিত্যানন্দের বন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গ। অল্পক্ষণের মধ্যে শ্রীগৌরচন্দ্র প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ সহজ লোকের ন্যায় হইয়া প্রকাশ্য-ভাবে স্বপ্নের অর্থ বলিতে লাগিলেন।

৫২। "মহাপুরুষেক"=একজন মহাপুরুষ।

"চাহ গিয়া দেখি"=খুঁজে দেখগে।

৫৩। "তিলার্দ্ধেকো"=বিন্দুমাত্রও; একটুও।

৫৪। "উপাধিক ....দরশনে"=তুমি যেরূপ লোকের কথা বর্ণনা করিলে সেরূপ ভাবের কোনও লোক অর্থাৎ অপরিচিত কোনও 'মহাপুরুষ' ত খুঁজিয়া খুঁজিয়া কোথাও দেখিতে পাইলাম না।

'উপাধিক"=উপাধি অর্থাৎ পদবী যেমন মানুষকে পরস্পর পৃথক্ পৃথক করিয়া চিনাইয়া দেয়, তদ্রূপ 'মহাপুরুষ' এই শব্দ দ্বারাও তাঁহাকে অন্য সমস্ত লোক হইতে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

এই অবতারে কেহো গৌরচন্দ্র গায়।
নিত্যানন্দ-নাম শুনি উঠিয়া পলায়॥
পূজয়ে গোবিন্দ যেন, না মানে শঙ্কর।
এই পাপে অনেকে যাইব যম-ঘর॥
বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য দেখায় যারে সে দেখিতে পারে॥
না বুঝি যে নিন্দে তান চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণু-ভক্তি হয় তার বাধ॥ ৫৫॥
সর্ব্বথা শ্রীবাস আদি তাঁর তত্ত্ব জানে।
না হইল দেখা কোনো কৌতুক-কারণে॥
ক্ষণেকে ঠাকুর বলে ঈষত হাসিয়া।
"আইস আমার সঙ্গে সবে দেখি গিয়া॥"
উল্লাসে প্রভুর সঙ্গে সর্ব্ব ভক্তগণ।
'জয় কৃষ্ণ' বলি সবে করিলা গমন॥ ৫৬॥
সবা লৈয়া প্রভু নন্দন-আচার্য্যের ঘরে।
জানিয়া উঠিল গিয়া শ্রীগৌরসুন্দরে॥
বসি আছে এক মহাপুরুষ রতন।
সবে দেখিলেন যেন কোটি-সূর্য্য-সম॥
অলক্ষিত-আবেশ বুঝন নাহি যায়।
ধ্যান-সুখে পরিপূর্ণ হাসয়ে সদায়॥ ৫৭॥
মহা-ভক্তিযোগ প্রভু বুঝিয়া তাঁহার।
গণ সহ বিশ্বম্ভর কৈলা নমস্কার॥
সম্ভ্রমে রহিলা সর্ব্ব গণ দাণ্ডাইয়া।
কেহো কিছু না বোলয়ে—রহিল চাহিয়া॥
সম্মুখে রহিলা মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ প্রাণের ঈশ্বর॥ ৫৮॥

কেদার রাগ।

"বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তি যেন মদন-সমান।
দিব্য গন্ধমাল্য দিব্য বাস পরিধান॥
কি হয় কনক-দ্যুতি সে দেহের আগে।
সে বদন দেখিতে চান্দের সাধ লাগে॥
সে দন্ত দেখিতে কোথা মুকুতার দাম।
সে কেশ-বন্ধন দেখি না রহে গেয়ান॥
দেখিতে আয়ত দুই অরুণ নয়ান।
'আর কি কমল আছে' হেন হয় জ্ঞান॥৫৯॥
সে আজানু দুই ভুজ, হৃদয় সুপীন।
তাহে শোভে সূক্ষ্ম যজ্ঞসূত্র অতি ক্ষীণ॥
ললাটে বিচিত্র ঊর্দ্ধ তিলক সুন্দর।
আভরণ বিনা সর্ব্ব অঙ্গ মনোহর॥
কিবা হয় কোটি মণি সে নখ চাহিতে।
সে হাস্য দেখিতে কিবা করিব অমৃতে॥"
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ৬০॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ-মিলন-বর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

৫৫। "না বুঝি... বাধ" —যে ব্যক্তি শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার নিন্দা করে, বিষ্ণুভক্তি পাইয়াও তাহার তাহা বিফল হয় অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি অশ্রদ্ধা বশতঃ তাহার সেই বিষ্ণুভক্তি কোনও কার্য্যকরী হয় না, তাহার কোনও মঙ্গলই করে না।

৫৭। "অলক্ষিত...... যায়" =তৎকালে তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমাবেশ বাহিরে কিছু পরিলক্ষিত না হওয়ায়, উহা বুঝা যাইতেছিল না।

৬০। "সুপীন" =বিশাল ও স্থূল।

চতুর্থ অধ্যায়।

নিত্যানন্দ-সম্মুখে রহিলা বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ আপন-ঈশ্বর ॥
হরিষে স্তম্ভিত হৈলা নিত্যানন্দ-রায়।
এক-দৃষ্টি হই বিশ্বম্ভর-রূপ চায় ॥
রসনায় লিহে যেন, দরশনে পান।
ভুজে যেন আলিঙ্গন, নাসিকায়ে ঘ্রাণ ॥
এইমত নিত্যানন্দ হইয়া স্তম্ভিত।
না বলে না করে কিছু—সবেই বিস্মিত ॥ ১ ॥
বুঝিলেন সর্ব্ব-প্রাণনাথ গৌররায়।
নিত্যানন্দে জানাইতে সৃজিল উপায় ॥
ইঙ্গিতে শ্রীবাস প্রতি বলিলা ঠাকুরে।
ভাগবতের এক শ্লোক পাঠ করিবারে ॥
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝি শ্রীবাস-পণ্ডিত।
কৃষ্ণ-ধ্যান এক শ্লোক পড়িলা ত্বরিত ॥ ২ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (১০।২১।৫)—

বর্হাপীড়ং নটবর-বপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনক-কপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাং।
রন্ধ্রান্ বেণোরধর-সুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদ-রমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ ॥ ৩ ॥

শুনিমাত্র নিত্যানন্দ শ্লোক-উচ্চারণ।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হৈয়া নাহিক চেতন ॥
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা নিত্যানন্দ-রায়।
"পড় পড়" শ্রীবাসেরে গৌরাঙ্গ শিখায় ॥
শ্লোক শুনি কতক্ষণে হইলা চেতন।
তবে প্রভু লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥ ৪ ॥
পুনঃপুনঃ শ্লোক শুনি বাড়য়ে উন্মাদ।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে হেন শুনি সিংহনাদ ॥
অলক্ষিতে অন্তরীক্ষে পড়য়ে আছাড়।
সবে মনে ভাবে কিবা চূর্ণ হৈল হাড় ॥
অন্যের কি দায়, বৈষ্ণবের লাগে ভয়।
"রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ" সবে সঙরয় ॥ ৫ ॥
গড়াগড়ি যায় প্রভু পৃথিবীর তলে।
কলেবর পূর্ণ হৈল নয়নের জলে ॥
বিশ্বম্ভর-মুখ চাহি ছাড়ে ঘন-শ্বাস।
অন্তরে আনন্দ ক্ষণে ক্ষণে মহা-হাস ॥

১। "হরিষে ……… ঘ্রাণ" = শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু আনন্দ-ভরে জড়প্রায় হইয়া গেলেন এবং একদৃষ্টিতে শ্রীগৌরাঙ্গের রূপের দিকে চাহিয়া রহিলেন—সে কিরূপ ভাবে, না জিহ্বা দ্বারা যেন সেই রূপামৃত লেহন পূর্ব্বক আস্বাদন ও নেত্র দ্বারা দর্শন পূর্ব্বক পান করিতে লাগিলেন, এবং বাহু দ্বারা সেই সুকোমল সুমনোহর শ্রীঅঙ্গ আলিঙ্গন ও নাসিকা দ্বারা তাহার অপূর্ব্ব সুসৌরভ আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন।

২। "ঠাকুরে" = শ্রীগৌরাঙ্গ।

৩। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ শিরে শিখিপুচ্ছ-বিরচিত চূড়া, কর্ণযুগলে কর্ণিকার পুষ্প, অঙ্গে সুবর্ণ-সদৃশ সমুজ্জ্বল পীত-বসন ও গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিয়া নটবর-বেশে সুমধুর বংশীবাদন করিতে করিতে, যে বৃন্দাবনে তিনি ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া অপূর্ব্ব লীলা করেন, সেই বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন; আর গোপগণ তখন তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

৫। "ব্রহ্মাণ্ড ……সিংহনাদ" = সিংহের মত এরূপ ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিলেন যে, সেই ধ্বনি যেন পৃথিবী বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল।

"অলক্ষিতে……আছাড়" = হঠাৎ লাফ দিয়া শূন্যে উঠিয়া আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিলেন

৬। "পৃথিবীর তলে" = মাটীতে।

ক্ষণে নৃত্য, ক্ষণে গান, ক্ষণে বাহুতাল।
ক্ষণে জোড়ে জোড়ে লম্ফ দেই দেখি ভাল॥
দেখিয়া অদ্ভুত কৃষ্ণ-উন্মাদ-আনন্দ।
সকল-বৈষ্ণব-সঙ্গে কান্দে গৌরচন্দ্র॥ ৬॥
পুনঃপুনঃ বাঢ়ে সুখ অতি অনিবার।
ধরয়ে সবাই কেহো নারে ধরিবার॥
ধরিতে নারিলা যদি বৈষ্ণব-সকলে।
বিশ্বম্ভর লইলেন আপনার কোলে॥
বিশ্বম্ভর-কোলে মাত্র গেলা নিত্যানন্দ।
সমর্পিয়া প্রাণ তানে হইলা নিস্পন্দ॥ ৭॥
যার প্রাণ তানে নিত্যানন্দ সমর্পিয়া।
আছেন প্রভুর কোলে অচেষ্ট হইয়া॥
ভাসে নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রেম-জলে।
শক্তিহত লক্ষ্মণ যে-হেন রাম-কোলে॥
প্রেমভক্তি-বাণে মূর্চ্ছা গেলা নিত্যানন্দ।
নিত্যানন্দ কোলে করি কাঁদে গৌরচন্দ্র॥৮॥
কি আনন্দ-বিরহ হইল দুই জনে।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥
গৌরচন্দ্রে নিত্যানন্দে স্নেহের যে সীমা।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বহি নাহিক উপমা॥
বাহ্য পাইলেন নিত্যানন্দ কতক্ষণে।
'হরি-ধ্বনি, জয়-ধ্বনি' করে সর্ব্ব গণে॥ ৯॥
নিত্যানন্দ কোলে করি আছে বিশ্বম্ভর।
বিপরীত দেখি মনে হাসে গদাধর॥
যে অনন্ত নিরবধি ধরে বিশ্বম্ভর।
আজি তাঁর গর্ব্ব চূর্ণ কোলের ভিতর॥
নিত্যানন্দ-প্রভাবের জ্ঞাতা গদাধর।
নিত্যানন্দ জ্ঞাতা গদাধরের অন্তর॥ ১০॥
নিত্যানন্দ দেখিয়া সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দময় হৈল সবাকার মন॥
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দোঁহে দোঁহা দেখি।
কেহো কিছু না বোলয়ে ঝরে মাত্র আঁখি॥
দোঁহে দোঁহা দেখি বড় বিবশ হইলা।
দোঁহার নয়ন-জলে পৃথিবী ভাসিলা॥ ১১॥
বিশ্বম্ভর বলে "শুভ দিবস আমার।
দেখিলাঙ ভক্তিযোগ—চারিবেদ-সার॥

"বাহুতাল" = কক্ষতালি; বগল বাজান।

"অনিবার" = অনিবার্য্য; অপরিসীম।

৮। "যার প্রাণ তানে" = নিত্যানন্দের যা কিছু, সবই গৌরাঙ্গের, সুতরাং তাঁহার প্রাণও গৌরাঙ্গের।

"চৈতন্যের প্রেম জলে" = গৌরপ্রেমাশ্রুধারায়।

"শক্তিহত........কোলে" = শক্তিশেলে আহত শ্রীলক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়া যেরূপে শ্রীরামচন্দ্রের কোলে অবস্থিত ছিলেন।

৯। "আনন্দ-বিরহ" = যে বিরহে দুঃখ না হইয়া আনন্দ হয়। শ্রীনিত্যানন্দের মূর্চ্ছায় পরস্পরের বিরহ বা বিচ্ছেদ হইল বটে, কিন্তু এই বিচ্ছেদ কৃষ্ণপ্রেম-জনিত মূর্চ্ছা হওয়ায়, ইহা দুঃখের না হইয়া আনন্দের হইল।

১০। "নিত্যানন্দ-কোলে .. .. গদাধর" = গৌরের কোলে নিতাইকে দেখিয়া গদাধর একটু হাসিলেন, কেননা কোথায় গৌরকে লইয়া নিতাই সেবা করিবেন, তা না হইয়া নিতাইকে লইয়া গৌর সেবা করিতেছেন।

"নিত্যানন্দ-প্রভাবের .. ...অন্তর" = গদাধর শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-শক্তি বলিয়া তিনি নিত্যানন্দ-প্রভুর মহিমা বুঝিতে সমর্থ; আর সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীনিত্যানন্দ ত সকলেরই অন্তর জানেন, সুতরাং গদাধরেরও হৃদয়ের ভাব তিনি বুঝেন।

এ কম্প, এ অশ্রু, এ গর্জ্জন, হুহুঙ্কার।
এহো কি ঈশ্বর-শক্তি বহি হয় আর॥
সকৃৎ এ ভক্তিযোগ নয়নে দেখিলে।
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়েন কোনো কালে॥১২
বুঝিলাম ঈশ্বরের তুমি পূর্ণ শক্তি।
তোমা ভজিলে সে জীব পায় কৃষ্ণ-ভক্তি॥
তুমি কর চতুর্দ্দশ ভুবন পবিত্র।
অচিন্ত্য অগম্য গূঢ় তোমার চরিত্র॥
তোমা লখিবেক হেন আছে কোন্ জন।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি-ধন॥
তিলার্দ্ধ তোমার সঙ্গ যে জনার হয়।
কোটি পাপ থাকিলেও তার মন্দ নয়॥ ১৩॥
বুঝিলাম কৃষ্ণ মোরে করিব উদ্ধার।
তোমা হেন সঙ্গ আনি দিলেন আমার॥
মহাভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণ।
তোমা ভজিলে সে পাই কৃষ্ণপ্রেম-ধন॥"
আবিষ্ট হইয়া প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
নিত্যানন্দে স্তুতি করে, নাহি অবসর॥
নিত্যানন্দ-চৈতন্যের অনেক আলাপ।
সব কথা ঠারেঠোরে, নাহিক প্রকাশ॥ ১৪॥
প্রভু বলে "জিজ্ঞাসা করিতে করি ভয়।
কোন দিক হইতে শুভ করিলে বিজয়॥"
শিশুমতি নিত্যানন্দ পরম-বিহ্বল।
বালকের প্রায় যেন বচন চঞ্চল॥
'এই প্রভু অবতীর্ণ'—জানিলেন মর্ম্ম।
করযোড় করি বলে হই বড় নম্র॥ ১৫॥
প্রভু করে স্তুতি, শুনি লজ্জিত হইয়া।
ব্যপদেশে সর্ব্ব কথা কহেন ভাঙ্গিয়া॥
নিত্যানন্দ বলে "তীর্থ করিল অনেক।
দেখিল কৃষ্ণের স্থান যতেক যতেক॥
স্থানমাত্র দেখি—কৃষ্ণ দেখিতে না পাই।
জিজ্ঞাসা করিল তবে ভাল-লোক-ঠাঁই॥১৬॥
সিংহাসন সব কেনে দেখি আচ্ছাদিত।
কহ ভাই-সব! কৃষ্ণ গেলা কোন্ ভিত॥
তারা বলে 'কৃষ্ণ গিয়াছেন গৌড়দেশে।
গয়া করি গিয়াছেন কতোক দিবসে॥'
নদীয়ায় শুনি বড় হরি-সঙ্কীর্ত্তন।
কেহো বলে 'তথায় জন্মিলা নারায়ণ'॥১৭॥
পতিতের ত্রাণ বড় শুনি নদীয়ায়।
শুনিয়া আইল মুই পাতকী এথায়॥"
প্রভু বলে "আমরা-সকল ভাগ্যবান্।
তুমি-হেন ভক্তের হইল উপস্থান॥ ১৮॥
আজি কৃতকৃত্য হেন মানিল আমরা।
দেখিল যে তোমার আনন্দ-বারি-ধারা॥"

১৩। "অচিন্ত্য .... চরিত্র" = তোমার লীলা পরম নিগূঢ়—ইহা চিন্তা দ্বারাও ধারণা করা যায় না বা জ্ঞান দ্বারাও কেহ বুঝিতে সমর্থ হয় না।

"লখিবেক" = চিনিতে পারিবে; মহিমা বুঝিতে পারিবে।

১৪। "নাহি অবসর" = বিরাম নাই, থামেন না।

"ঠারেঠোরে" = ইসারায়।

"নাহিক প্রকাশ" = গূঢ়ভাবে।

১৫। "কোন্ বিজয়" = কোথা হইতে শুভাগমন হইল।

"এই . মর্ম্ম" = 'এই আমার প্রভু কৃষ্ণ আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন—এ গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারিলেন।

১৬। "ব্যপদেশে" = ছলে; কৌশলে।

হাসিয়া মুরারি বলে "তোমরা তোমরা।
উহা ত না বুঝি কিছু আমরা-সবারা॥
শ্রীবাস বলেন "উহা আমরা কি বুঝি।
মাধব শঙ্কর যেন দোঁহে দোঁহা পূজি॥"
গদাধর বলে "ভাল বলিলা পণ্ডিত।
সেই বুঝি যেন রাম-লক্ষ্মণ-চরিত"॥ ১৯॥
কেহো বলে "দুই জন যেন দুই কাম।"
কেহো বলে "দুই জন যেন কৃষ্ণ রাম॥"
কেহো বলে "আমি কিছু বিশেষ না জানি।
কৃষ্ণ-কোলে যেন শেষ আইলা আপনি॥"
কেহো বলে "দুই সখা যেন কৃষ্ণার্জ্জুন।
সেইমত দেখিলাম স্নেহ-পরিপূর্ণ"॥ ২০॥
কেহো বলে "দুই জনে বড় পরিচয়।
কিছুই না বুঝি সব ঠারেঠোরে কয়॥"
এইমত হরিষে সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ-দরশনে করেন কথন॥
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দোঁহ-দরশন।
ইহার শ্রবণে হয় বন্ধ-বিমোচন॥ ২১॥
সঙ্গী সখা ভাই ছত্র শয়ন বাহন।
নিত্যানন্দ বহি অন্য নহে কোনো জন॥
নানারূপে সেবে প্রভু আপন-ইচ্ছায়।
যারে দেন অধিকার সেই জন পায়॥
আদিদেব, মহাযোগী, ঈশ্বর, বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত—ইহা না জানয়ে সব॥ ২২॥
না জানিয়া নিন্দে তান চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও কৃষ্ণভক্তি হয় তার বাধ॥
চৈতন্যের প্রিয়-দেহ নিত্যানন্দ-রাম।
হউ মোর প্রাণনাথ—এই মনস্কাম॥
তাঁহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে মতি।
তাহান আজ্ঞায় লিখি চৈতন্যের স্তুতি॥
'রঘুনাথ' 'যদুনাথ' যেন নাম-ভেদ।
এইমত ভেদ 'নিত্যানন্দ' 'বলদেব'॥ ২৩॥
সংসারের পার হৈয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই-চাঁদেরে॥
যেবা গায় এই কথা হৈয়া তৎপর।
সগোষ্ঠীরে বর-দাতা তারে বিশ্বম্ভর॥
জগতে দুর্ল্লভ বড় বিশ্বম্ভর-নাম।
সেই প্রভু চৈতন্য—সবার ধন প্রাণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ২৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ-মিলনানন্দ-বর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

১৯। "হাসিয়া......সবারা" = মুরারি হাসিয়া হাসিয়া বলিতে লাগিলেন যে, তোমরা ঈশ্বরে ঈশ্বরে কি বলিতেছ তোমরাই জান, আমরা মানুষে আর তার কি বুঝিব? লোকে যেমন একটা কথায় বলে, মানুষে মানুষে কথা কয়, গরুর বাবাও তা বুঝতে পারে না; ইহাও কতকটা সেইরূপ আর কি।

"মাধব......পূজি" = শ্রীকৃষ্ণ ও মহাদেব অর্থাৎ হরি ও হর দুজনেই পরস্পর যেন ইনি উঁহার পূজা করিতেছেন, উনি ইঁহার পূজা করিতেছেন।

২৩। "রঘুনাথ......বলদেব" = 'রঘুনাথ' অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র এবং 'যদুনাথ' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র—এ দুইয়েতে শুধু যেমন নামে তফাৎ মাত্র, কিন্তু দুইই এক বস্তু, সেইরূপ শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীবলদেব এ দুই জন নামে ভেদ হইলেও, দুইই এক বস্তু।

পঞ্চম অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীগৌরচন্দ্র মহেশ্বর।
জয় জয় নিত্যানন্দ অনন্ত-ঈশ্বর॥
হেন মতে নিত্যানন্দ-সঙ্গে কুতূহলে।
কৃষ্ণকথা-রসে সবে হইলা বিহ্বলে॥
সবে মহা-ভাগবত পরম-উদার।
কৃষ্ণ-রসে মত্ত সবে করেন হুঙ্কার॥ ১॥
হাসে প্রভু নিত্যানন্দ চারিদিকে দেখি।
বহয়ে আনন্দ-ধারা সবাকার আঁখি॥
দেখিয়া আনন্দ মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
নিত্যানন্দ প্রতি কিছু কহিলা উত্তর॥
"শুন শুন নিত্যানন্দ! শ্রীপাদ-গোসাঁই।
ব্যাস-পূজা তোমার হইব কোন্ ঠাঁই॥ ২॥
কালি হৈব পৌর্ণমাসী ব্যাসের পূজন।
আপনে বুঝিয়া বল যাবে লয় মন॥"
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর ইঙ্গিত।
হাতে ধরি আনিলেন শ্রীবাস-পণ্ডিত॥
হাসি বলে নিত্যানন্দ "শুন বিশ্বম্ভর।
ব্যাস-পূজা মোর এই বামনার ঘর"॥ ৩॥
শ্রীবাসের প্রতি বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"বড় ভার লাগিল যে তোমার উপর॥"
পণ্ডিত বলেন "প্রভু! কিছু নহে ভার।
তোমার প্রসাদে সব ঘরেই আমার॥
বস্ত্র মুদ্গ যজ্ঞসূত্র ঘৃত গুয়া পাণ।
বিধিযোগ্য যত সজ্জ সব বিদ্যমান॥ ৪॥
পদ্ধতি-পুস্তক মাত্র মাগিয়া আনিব।
কালি মহাভাগ্য ব্যাস-পূজন দেখিব॥"
প্রীত হৈলা মহাপ্রভু শ্রীবাসের বোলে।
'হরি হরি' ধ্বনি করে বৈষ্ণব-সকলে॥
বিশ্বম্ভর বলে "শুন শ্রীপাদ-গোসাঁই।
শুভ কর সবে পণ্ডিতের ঘরে যাই"॥ ৫॥
আনন্দিত নিত্যানন্দ প্রভুর বচনে।
সেই ক্ষণে আজ্ঞা লই করিলা গমনে॥
সর্ব্ব-গণে চলিলা ঠাকুর-বিশ্বম্ভর।
রাম-কৃষ্ণ বেঢ়ি যেন গোকুল-কিঙ্কর॥
প্রবিষ্ট হইলা মাত্র শ্রীবাস-মন্দিরে।
বড় কৃষ্ণানন্দ হৈল সবার শরীরে॥ ৬॥
কপাট পড়িল তবে প্রভুর আজ্ঞায়।
আপ্তগণ বিনা আর যাইতে না পায়॥
কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা করিলা ঠাকুর।
উঠিল কীর্ত্তন-ধ্বনি বাহ্য গেল দূর॥
ব্যাস পূজা-অধিবাস-উল্লাস-কীর্ত্তন।
দুই প্রভু নাচে—বেঢ়ি গায় ভক্তগণ॥ ৭॥
চির দিবসের প্রেমে চৈতন্য নিতাই।
দোঁহে দোঁহা ধ্যান করি নাচে এক ঠাঁই॥
হুঙ্কার করয়ে কেহো, কেহো বা গর্জ্জন।
কেহো মূর্চ্ছা যায, কেহো করয়ে ক্রন্দন॥
কম্প স্বেদ পুলক আনন্দ-মূর্চ্ছা যত।
ঈশ্বরের বিকার কহিতে জানি কত॥ ৮॥
স্বানুভাবানন্দে নাচে প্রভু দুই জন।
ক্ষণে কোলাকুলি করি করয়ে ক্রন্দন॥

৩। "বামনার ঘর" = শ্রীবাসের বাড়ী।
৫। "শুভ কর" = চলুন।
৮। "চির... ... . নিতাই" = অনাদি-কাল হইতে পরস্পর প্রগাঢ় প্রেমে আবদ্ধ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ।
৯। "স্বানুভাবানন্দে" = স্বীয় স্বাভাবিক প্রেমানন্দে।

দোঁহার চরণ দোঁহে ধরিবারে চায়।
পরম চতুর দোঁহে—কেহো নাহি পায়॥
পরম-আনন্দে দোঁহে গড়াগড়ি যায়।
আপনা না জানে দোঁহে আপন-লীলায়॥ ৯॥
বাহ্য দূর হইল—বসন নাহি রয়।
ধরয়ে বৈষ্ণবগণ—ধরণ না যায়॥
যে ধরয়ে ত্রিভুবন, কে ধরিবে তারে।
মহামত্ত দুই প্রভু কীর্ত্তনে বিহরে॥
'বোল বোল' বলি ডাকে শ্রীগৌরসুন্দর।
সিঞ্চিত আনন্দ-জলে সর্ব্ব কলেবর॥ ১০॥
চির-দিনে নিত্যানন্দ পাই অভিলাষে।
বাহ্য নাহি—আনন্দ-সাগর-মাঝে ভাসে॥
বিশ্বম্ভর নৃত্য করে অতি মনোহর।
নিজ-শির লাগে গিয়া চরণ-উপর॥
টলমল ভূমি নিত্যানন্দ-পদতলে।
ভূমিকম্প হেন মানে বৈষ্ণব-সকলে॥ ১১॥
এইমত আনন্দে নাচেন দুই নাথ।
সে উল্লাস কহিবারে শক্তি আছে কা'ত॥
নিত্যানন্দ প্রকাশিতে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বলরাম-ভাবে উঠে খট্টার উপর॥
মহামত্ত হৈলা প্রভু বলরাম-ভাবে।
'মদ আন, মদ আন' বলি ঘন ডাকে॥ ১২॥
নিত্যানন্দ প্রতি বলে শ্রীগৌরসুন্দর।
"ঝাট দেহ মোরে হল মুষল সত্বর॥"
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা প্রভু-নিত্যানন্দ।
করে দিলা—কর পাতি নিলা গৌরচন্দ্র॥
কর দেখে কেহো আর কিছুই না দেখে।
কেহো বা দেখিল হল মুষল প্রত্যক্ষে॥ ১৩॥
যারে কৃপা করে সেই ঠাকুরে সে জানে।
দেখিলেও শক্তি নাহি কহিতে কথনে॥
এ বড় নিগূঢ় কথা কেহো মাত্র জানে।
নিত্যানন্দ ব্যক্ত সেই সব-জন-স্থানে॥
নিত্যানন্দ-স্থানে হল মুষল লইয়া।
'বারুণী বারুণী' প্রভু ডাকে মত্ত হৈয়া॥১৪॥
কারো বুদ্ধি নাহি স্ফুরে, না বুঝে উপায়।
অন্যোন্যে সবার বদন সবে চায়॥
যুকতি করয়ে সবে মনেতে ভাবিয়া।
ঘট ভরি গঙ্গা-জল সবে দিল লৈয়া॥
সর্ব্ব জনে দেই জল, প্রভু করে পান।
সত্য যেন কাদম্বরী পিয়ে হেন জ্ঞান॥ ১৫॥
চতুর্দ্দিকে রাম-স্তুতি পঢ়ে ভক্তগণ।
'নাড়া নাড়া নাড়া' প্রভু বলে অনুক্ষণ॥
সঘনে ঢুলায় শির 'নাড়া নাড়া' বলে।
নাড়ার সন্দর্ভ কেহো না বুঝে সকলে॥

১০। "বাহ্য......রয়"=বাহ্যজ্ঞান রহিত হইল, তাহাতে তিনি একেবারে উলঙ্গ হইয়া পড়িলেন।

"যে ধরয়ে........তারে"=যিনি শ্রীঅনন্ত-রূপে ত্রিভুবন ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে কে সমর্থ হইবে?

১১। "চিরদিনে......ভাসে"=বহু দিন পরে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু বাঞ্ছিত-ধন শ্রীগৌরাঙ্গ-চাঁদকে প্রাপ্ত হইয়া, বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। ১২। "নাথ"=প্রভু। "কা'ত"=কার। ১৩। "প্রভুর"=শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর।

১৪। "শক্তি......কথনে"=বলিতে পারে না।

"এ বড়......স্থানে"=এ সমস্ত অত্যন্ত গুহ্য কথা—এ সব কথা কেবল কোন কোন বিশেষ অন্তরঙ্গ ভক্ত মাত্র জানেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু সেই সব লোকের নিকটই প্রকট রহিয়াছেন।

"বারুণী"=মদ। ১৫। "কাদম্বরী"=মদ।

সবে বলিলেন "প্রভু! 'নাড়া' বল কারে।"
প্রভু বলে "আইলুঁ মুই যাহার হুঙ্কারে ॥১৬॥
'অদ্বৈত আচার্য্য' বলি কথা কহ যার।
সেই নাড়া লাগি মোর এই অবতার॥
মোহারে আনিলা নাড়া বৈকুণ্ঠ থাকিয়া।
নিশ্চিন্তে রহিল গিয়া হরিদাস লৈয়া॥
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে মোহার অবতার।
ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন-পরচার ॥ ১৭ ॥
বিদ্যা ধন কুল জ্ঞান তপস্যার মদে।
মোর ভক্ত-স্থানে যার আছে অপরাধে॥
সে অধম-সবারে না দিব প্রেমযোগ।
নাগরিক প্রতি দিমু ব্রহ্মাদির ভোগ॥"
শুনিয়া আনন্দে ভাসে সর্ব্ব ভক্তগণ।
ক্ষণেকে সুস্থির হৈলা শ্রীশচীনন্দন ॥ ১৮ ॥
"কি চাঞ্চল্য করিলাঙ" প্রভু জিজ্ঞাসয়।
ভক্ত-সব বলে "কিছু উপাধিক নয়॥"
সবারে করেন প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন।
অপরাধ মোর না লইবা সর্ব্বক্ষণ॥
হাসে সব ভক্তগণ প্রভুর কথায়।
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু গড়াগড়ি যায় ॥ ১৯ ॥

সম্বরণ নহে নিত্যানন্দের আবেশ।
প্রেম-রসে বিহ্বল হইলা প্রভু 'শেষ'॥
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে দিগম্বর।
বাল্য-ভাবে পূর্ণ হৈল সর্ব্ব কলেবর॥
কোথা বা থাকিল দণ্ড, কোথা কমণ্ডলু।
কোথা বা বসন গেল, নাহি আদি মূল ॥২০॥
চঞ্চল হইলা নিত্যানন্দ মহাধীর।
আপনে ধরিয়া প্রভু করিলেন স্থির॥
চৈতন্যের বচন-অঙ্কুশ সবে মানে।
নিত্যানন্দ মত্ত-সিংহ আর নাহি জানে॥
"স্থির হও, কালি পূজিবাবে চাহ ব্যাস।
স্থির করাইয়া প্রভু গেলা নিজ-বাস॥ ২১॥
ভক্তগণ চলিলেন আপনার ঘরে।
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাস-মন্দিরে॥
কত রাত্রে নিত্যানন্দ হুঙ্কার করিয়া।
নিজ-দণ্ড-কমণ্ডলু ফেলিলা ভাঙ্গিয়া॥
কে বুঝয়ে ঈশ্বরের চরিত্র অখণ্ড।
কেনে ভাঙ্গিলেন নিজ-কমণ্ডলু-দণ্ড ॥ ২২॥
প্রভাতে উঠিয়া দেখে রামাই-পণ্ডিত।
ভাঙ্গা দণ্ড কমণ্ডলু দেখিয়া বিস্মিত॥

১৬। "রাম-স্তুতি" = শ্রীবলরামের স্তব।
"নাড়ার সন্দর্ভ" = শ্রী অদ্বৈত প্রভুর মাথায় চুল না থাকায় মহাপ্রভু তাঁহাকে "নাড়া" বলিতেন, কিন্তু এই নাড়া বলিবার রহস্য কেহ বুঝিতে পারিতেন না।

১৮। "নাগরিক প্রতি" = নগরবাসী অর্থাৎ নবদ্বীপবাসিগণকে।
"ব্রহ্মাদির ভোগ" = দেবভোগ্য সুদুর্লভ পরম-সুখময় শ্রীকৃষ্ণপ্রেম।

১৯। "কিছু উপাধিক নয়" = না, তেমন কিছু না।

২০। "নাহি আদি মূল" = কিছু ঠিকানা নাই।

২১। "বচন অঙ্কুশ" — শাসন বাক্য।
"নিত্যানন্দ . ... জানে" = শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের বাক্য ছাড়া অন্য আর কিছু গ্রাহ্য করেন না।

২২। "কে .. .. . দণ্ড" = শ্রীনিত্যানন্দ ভগবান্ কেন যে দণ্ড কমণ্ডলু ভঙ্গ করিলেন, তাহা কে বুঝিতে সমর্থ হইবে। ইহার কারণ সম্বন্ধে এক এক জন এক এক রূপ বলেন। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভজনে কোনও রূপ উপাধি না রাখাই ভাল বলিয়াই, বোধ

পণ্ডিতের স্থানে কহিলেন ততক্ষণে।
শ্রীবাস বলেন "যাও ঠাকুরের স্থানে॥"
রামাইর মুখে শুনি আইলা ঠাকুর।
বাহ্য নাহি নিত্যানন্দ হাসেন প্রচুর॥ ২৩॥
দণ্ড লইলেন প্রভু শ্রীহস্তে তুলিয়া।
চলিলেন গঙ্গা-স্নানে নিত্যানন্দ লৈয়া॥
শ্রীবাসাদি সবাই চলিলা গঙ্গা-স্নানে।
দণ্ড থুইলেন প্রভু গঙ্গায় আপনে॥
চঞ্চল সে নিত্যানন্দ না মানে বচন।
তবে একবার প্রভু করয়ে তর্জ্জন॥ ২৪॥
কুম্ভীর দেখিয়া তাঁরে ধরিবারে যায়।
গদাধর শ্রীনিবাস করে 'হায় হায়'॥
সাঁতারে গঙ্গার মাঝে নির্ভয়-শরীর।
চৈতন্যের বাক্যে মাত্র কিছু হয় স্থির॥
নিত্যানন্দ প্রতি ডাকি বলে বিশ্বম্ভর।
"ব্যাস-পূজা আসি ঝাট করহ সত্বর॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য উঠিলা তখনে।
স্নান করি গৃহে আইলেন প্রভু-সনে॥ ২৫॥
আসিয়া মিলিলা সব ভাগবতগণ।
নিরবধি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করিছে কীর্ত্তন॥
শ্রীবাস-পণ্ডিত ব্যাস-পূজার আচার্য্য।
চৈতন্যের আজ্ঞায় করেন সর্ব্ব কার্য্য॥
মধুর মধুর সবে করেন কীর্ত্তন।
শ্রীবাস-মন্দির হৈল বৈকুণ্ঠ-ভুবন॥ ২৬॥

সর্ব্ব-শাস্ত্র-জ্ঞাতা সেই ঠাকুর-পণ্ডিত।
করিলা সকল কার্য্য বিধি যে বোধিত॥
দিব্য গন্ধ সহিত সুন্দর বনমালা।
নিত্যানন্দ-হাতে দিয়া কহিতে লাগিলা॥
"শুন শুন নিত্যানন্দ! এই মালা ধর।
বচন পড়িয়া ব্যাসদেবে নমস্কর॥ ২৭॥
শাস্ত্র-বিধি আছে মালা আপনে সে দিবা।
ব্যাস তুষ্ট হৈলে সর্ব্ব অভীষ্ট পাইবা॥"
যত শুনে নিত্যানন্দ করে 'হয় হয়'।
কিসের বচন-পাঠ—প্রবোধ না লয়॥
কিবা বলে ধীরে ধীরে বুঝন না যায়।
মালা হাতে করি পুনঃ চারিদিকে চায়॥ ২৮॥
প্রভুরে ডাকিয়া বলে শ্রীবাস উদার।
"না পূজেন ব্যাস এই শ্রীপাদ তোমার॥"
শ্রীবাসের বাক্য শুনি শ্রীগৌরসুন্দর।
ধাইয়া সম্মুখে প্রভু আইলা সত্বর॥
প্রভু বলে "নিত্যানন্দ! শুনহ বচন।
মালা দিয়া কর ঝাট ব্যাসের পূজন॥"
দেখিলেন নিত্যানন্দ প্রভু-বিশ্বম্ভর।
মালা তুলি দিলা তাঁর মস্তক-উপর॥ ২৯॥
চাঁচর চিকুরে মালা শোভে অতি ভাল।
ছয়-ভুজ বিশ্বম্ভর হইলা তৎকাল॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীহল মুষল।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈলা নিতাই বিহ্বল॥

হয় শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু, সন্ন্যাসীর পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিহার্য্য যে দণ্ড-কমণ্ডলু, তাহা ভাঙ্গিয়া উহাও ত্যাগ করিতে শিক্ষা দিলেন।

২৩। "রামাই-পণ্ডিত" = শ্রীবাসের ভ্রাতা।

২৫। "কুম্ভীর... ...যায়" = এতদ্দ্বারা এই দেখাইতেছেন যে, প্রেমমত্ত কৃষ্ণভক্ত-মহাত্মা যমকেও ভয় করেন না। ২৬। "আচার্য্য" = পুরোহিত।

২৭। "বিধি যে বোধিত" = শাস্ত্র-বিধানানুসারে।

২৮। "যত........চায়" = এতদ্দ্বারা ইঁহাই দেখাইতেছেন যে, কৃষ্ণপ্রেমমত্ত ভক্তের বাহ্যজ্ঞান না থাকায়, তাঁহার আর কৃষ্ণ-স্মরণাদি ব্যতীত অন্য কিছু করিবার প্রবৃত্তি বা সামর্থ্য থাকে না।

ষড়্‌ভুজ দেখি মূর্চ্ছা পাইলা নিতাই।
পড়িলা পৃথিবী-তলে— ধাতুমাত্র নাই॥
ভয় পাইলেন সব বৈষ্ণবের গণ।
"রক্ষ কৃষ্ণ! রক্ষ কৃষ্ণ!" করেন স্মরণ॥ ৩০॥
হুঙ্কার করেন জগন্নাথের নন্দন।
কক্ষে তালি দিয়া ঘন বিশাল গর্জ্জন॥
মূর্চ্ছা গেলা নিত্যানন্দ ষড়্‌ভুজ দেখিয়া।
আপনে চৈতন্য তোলে গায়ে হাত দিয়া॥
"উঠ উঠ নিত্যানন্দ! স্থির কর চিত।
সঙ্কীর্ত্তন শুন—যে তোমার সমীহিত॥ ৩১॥
যে কীর্ত্তন-নিমিত্ত করিলা অবতার।
সে তোমার সিদ্ধ হৈল, কিবা চাহ আর॥
তোমার সে প্রেম-ভক্তি—তুমি ভক্তিময়।
বিনা তুমি দিলে কারো ভক্তি নাহি হয়॥
আপনা সম্বরি উঠ, নিজ-জন চাহ।
যাহারে তোমার ইচ্ছা, তাহারে বিলাহ॥৩২॥
তিলার্দ্ধেকো তোমারে যাহার দ্বেষ রহে।
ভজিলেও সে আমার প্রিয় কভু নহে॥"
পাইলা চৈতন্য প্রভু প্রভুর বচনে।
হইলা আনন্দময় ষড়্‌ভুজ-দর্শনে॥

যে অনন্ত-হৃদয়ে বৈসেন গৌরচন্দ্র।
সেই প্রভু অবিস্ময় জান নিত্যানন্দ॥ ৩৩॥
ছয়-ভুজ-দৃষ্টি তানে কোন্ অদভুত।
অবতার-অনুরূপ এ সব কৌতুক॥
রঘুনাথ-প্রভু যেন পিণ্ড-দান কৈল।
প্রত্যক্ষ হইয়া তাহা দশরথ লৈল॥
সে যদি অদ্ভুত হয়ে, এ তবে অদ্ভুত।
নিশ্চয় সে এ সকল কৃষ্ণের কৌতুক॥ ৩৪॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের স্বভাব সর্ব্বথা।
তিলার্দ্ধেকো দাস্য-ভাব না হয় অন্যথা॥
লক্ষ্মণের স্বভাব যে-হেন অনুক্ষণ।
সীতা-বল্লভের দাস্যে মন প্রাণ ধন॥
এইমত নিত্যানন্দ-স্বরূপের মন।
চৈতন্যচন্দ্রের দাস্যে প্রীত অনুক্ষণ॥
যদ্যপিহ অনন্ত ঈশ্বর নিরাশ্রয়।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতু জগন্ময়॥ ৩৫॥
সর্ব্ব-সৃষ্টি-তিরোভাব যে সময়ে হয়।
তখনো অনন্তরূপ সত্য—বেদে কয়॥
তথাপিহ শ্রীঅনন্ত-দেবের স্বভাব।
নিরবধি প্রেম-দাস্য-ভাবে অনুরাগ॥

৩০। "ধাতু"=জীবনী শক্তি; ধা'ত।

৩১। "সমীহিত"=অভিপ্রেত; বাঞ্ছিত।

৩২। "সম্বরি"=সামলাইয়া; প্রকৃতিস্থ হইয়া।

৩৩। "পাইলা... ..বচনে"=মহাপ্রভুর বচনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু চৈতন্য অর্থাৎ বাহ্যজ্ঞান পাইলেন।

"যে অনন্ত. ......নিত্যানন্দ"—যে অনন্তদেবের হৃদয়ে শ্রীগৌরচন্দ্র বসতি করেন, সেই অনন্তদেবই হইতেছেন যে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই—ইহা অতি নিশ্চিত।

৩৫। "নিত্যানন্দ ·····অন্যথা"=শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীবলরামের যেমন, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি শ্রীনিত্যানন্দেরও তেমনই স্বীয় স্বাভাবিক ভাবই হইতেছে সর্ব্বতোভাবে দাস্যভাব, তাঁহার আর অন্য কোনও ভাব নাই।

"যদ্যপিহ..... ....নিরাশ্রয়"=শ্রীঅনন্তদেব হইতেছেন ঈশ্বর, এবং তিনি সকলেরই আশ্রয় বটেন, কিন্তু নিজে কাহারও আশ্রিত নহেন।

৩৬। "সত্য"=নিত্য; অবিনশ্বর।

যুগে যুগে প্রতি অবতারে অবতারে।
'স্বভাবে তাঁহার দাস্য' বুঝহ বিচারে॥ ৩৬॥
শ্রীলক্ষ্মণ-অবতারে অনুজ হইয়া।
নিরবধি সেবেন অনন্ত—দাস হৈয়া॥
অন্ন পানি নিদ্রা ছাড়ি' শ্রীরাম-চরণ।
সেবিয়াও আকাঙ্ক্ষা না পূরে অনুক্ষণ॥
জ্যেষ্ঠ হইয়াও বলরাম-অবতারে।
দাস্য-যোগ কভু না ছাড়িলেন অন্তরে॥
'স্বামী' করি শব্দ সে বলেন কৃষ্ণ প্রতি।
ভক্তি বিনা কখনো না হয় অন্য মতি॥ ৩৭॥

তথাহি বৎসহরণে বলদেব-বাক্যং (ভাঃ ১০।১৩।১৪)—

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী নার্য্যুত বাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী॥৩৮

সেই প্রভু আপনে অনন্ত-মহাশয়।
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু জানিহ নিশ্চয়॥
ইহাতে যে নিত্যানন্দ-বলরাম প্রতি।
ভেদ-দৃষ্টি হেন করে, সেই মূঢ়মতি॥
সেবা-বিগ্রহের প্রতি অনাদর যার।
বিষ্ণু-স্থানে অপরাধ সর্ব্বথা তাহার॥ ৩৯॥

তথাহি—

অজপ্ত্বা লাক্ষ্মণং মন্ত্রং রামচন্দ্রং জপেৎ তু যঃ।
তস্য কার্য্যং ন সিধ্যেত কল্পকোটিশতৈরপি॥ ৪০॥

ব্রহ্মা-মহেশ্বর-বন্দ্য যদ্যপি কমলা।
তবু তাঁর স্বভাব—চরণ-সেবা খেলা॥
সর্ব্ব-শক্তি-সমন্বিত 'শেষ'-ভগবান্।
তথাপি স্বভাব-ধর্ম্ম—সেবা সে তাহান॥
অতএব তাঁহার সে স্বভাব কহিতে।
সন্তোষ পায়েন প্রভু সকল হইতে॥ ৪১॥
ঈশ্বরের স্বভাব সে—কেবল ভক্তি-বশ।
বিশেষে প্রভুর সুখ শুনিতে এ যশ॥

"প্রেম-দাস্য-ভাবে" = পরম-প্রীতিময় দাস্য-ভাবে।

৩৭। "সেবেন অনন্ত" = শ্রীঅনন্তদেব শ্রীলক্ষ্মণ-রূপে সেবা করেন।

৩৮। শ্রীবলদেব বলিলেন, তাই ত! ইনি আবার কে? কোথা হইতেই বা আসিলেন? ইনি কি দেবগণের, না দৈত্যগণের, না মানবগণের—ইনি কাহার? হাঁ এইবার বুঝিয়াছি, ইনি নিশ্চয়ই আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই মায়া, কেননা ইনি যে আমাকেও অভিভূত করিতেছেন।

৩৯। "সেবা-বিগ্রহের প্রতি" = শ্রীকৃষ্ণের সেবক-মূর্ত্তিধারী শ্রীঅনন্তদেবের প্রতি ও তৎস্বরূপ শ্রীলক্ষ্মণ, শ্রীবলদেব ও শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি।

৪০। যে ব্যক্তি অগ্রে লক্ষ্মণ-মন্ত্র জপ না করিয়া অগ্রে রাম-মন্ত্র জপ করে, কোটী কোটী কল্পেও তাহার সিদ্ধি-লাভ হয় না।

৪১। "সর্ব্ব-শক্তি……যশ" = ভগবান্ শ্রীঅনন্ত-দেব যদিও সর্ব্বশক্তিমান্, তথাপি তাঁহার প্রভু শ্রীবিষ্ণুর সেবা করাই হইল তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অতএব তাঁহার সেই সেবা-ধর্ম্মের গুণ ব্যাখ্যা করিলে, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হন। অনন্ত-রূপী শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুরও এই স্বভাব। ঈশ্বরের স্বভাব হইতেছে তিনি কেবল ভক্তির বশ। কিন্তু শ্রীঅনন্তদেব ও অনন্তরূপী শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ঈশ্বর হইলেও, তাঁহারা ভক্তগণের নিকট হইতে তাঁহাদের নিজ-যশোবাদ শ্রবণ করা অপেক্ষা তাঁহাদের প্রভু শ্রীবিষ্ণু ও বিষ্ণু-রূপী শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রতি তাঁহাদের স্ব স্ব সেবা-কার্য্যের প্রশংসাবাদ শুনিতে অধিকতর সুখানুভব করেন।

স্বভাব কহিতে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের প্রীত।
অতএব বেদে কহে স্বভাব-চরিত॥
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের তত্ত্ব যে কহে পুরাণে।
সেই মত লিখি আমি পুরাণ-প্রমাণে॥ ৪২॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের এই বাক্য মন।
"চৈতন্য ঈশ্বর—মুই তাঁর এক জন॥"
অহর্নিশ শ্রীমুখে নাহিক অন্য কথা।
মুই তাঁর, সেহো মোর ঈশ্বর সর্ব্বথা॥
চৈতন্যের সঙ্গে যে মোহারে স্তুতি করে।
'সেই সে মোহার ভৃত্য পাইবেক মোরে॥৪৩॥
আপনে কহিয়া আছেন ষড়্ভুজ-দর্শনে।
তান প্রীতে কহি তান এ সব কথনে॥

পরমার্থে নিত্যানন্দ তাহান হৃদয়।
দোঁহে দোঁহা দেখিতে আছেন সুনিশ্চয়॥
তথাপিহ অবতার-অনুরূপ খেলা।
করেন ঈশ্বর-সেবা—কে বুঝে তান লীলা॥
সেহো যে স্বীকার প্রভু করয়ে আপনে।
তাহা গায় বর্ণে বেদে ভারতে পুরাণে॥ ৪৪॥
যে কর্ম্ম করয়ে প্রভু সেই হয় বেদ।
তাহি গায় সর্ব্ব বেদে ছাড়ি সর্ব্ব ভেদ॥
ভক্তিযোগ বিনা ইহা বুঝন না যায়।
জানে জন কত গৌরচন্দ্রের কৃপায়॥
নিত্য-শুদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণব-সকল।
তবে যে কলহ দেখ—সব কুতূহল॥

৪২। "স্বভাব কহিতে...চরিত" = বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের নিজ নিজ যে ভাব, সেই ভাব কীর্ত্তন করিলে, তাঁহারা উভয়েই প্রীত হন। তন্নিমিত্ত বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রে তাঁহাদিগের স্ব স্ব ভাবানুযায়ী চরিত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকে। বিষ্ণুর স্ব-ভাব হইতেছে ঐশ্বরিক ভাব অর্থাৎ তিনি ঈশ্বর এই ভাব এবং বৈষ্ণবের স্ব-ভাব হইতেছে সেই বিষ্ণুর প্রতি দাস্য-ভাব অর্থাৎ তাঁহারা সেই শ্রীবিষ্ণুরই দাস এই ভাব। সুতরাং বিষ্ণুকে ঈশ্বর-রূপে এবং বৈষ্ণবকে তদীয় দাস-রূপে কীর্ত্তন করিলে, উভয়েই প্রীত হন।

৪৩। "মুই তাঁর একজন" = আমি তাঁহারই একজন ক্ষুদ্র দাস মাত্র।

"চৈতন্যের...........মোরে" = এতদ্দ্বারা ইহাই বলিতেছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গকে ছাড়িয়া কেবল শ্রীনিত্যানন্দের পূজা করিলে কোনও ফল লাভ হয় না। আবার অন্যত্রও বলিয়াছেন শ্রীনিত্যানন্দকে ছাড়িয়া কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের পূজা করিলেও কোনও ফল লাভ হয় না। সুতরাং দু'জনেরই পূজা ও ভজন করা আবশ্যক ও অবশ্য কর্ত্তব্য।

৪৪। "তান.........কথনে" = তাঁর সন্তোষের জন্যই তাঁর এ সমস্ত কথা বলিতেছি।

"পরমার্থে.........পুরাণে" = শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু মূলে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাণ-স্বরূপ অর্থাৎ অত্যন্ত প্রিয় হইলেও, দুই জনেই পরস্পরকে পরস্পরের প্রাণ-স্বরূপ জ্ঞান করেন; তথাপি যখন যে ভাবের অবতার হয়, শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু তখন সেই ভাবে শ্রীগৌর-ভগবানের সেবা করেন; যেমন রামাবতারে অনুজ লক্ষ্মণ-রূপে সেবা করিলেন এবং তৎকালে যেরূপ সেবার প্রয়োজন, সেইরূপ সেবা করিলেন; কৃষ্ণাবতারে অগ্রজ বলরাম-রূপে সেবা করিলেন এবং তৎকালে যেরূপ সেবার প্রয়োজন, সেইরূপ সেবা করিলেন; গৌরাবতারে শ্রীনিত্যানন্দ জ্যেষ্ঠভ্রাতৃ-তুল্য হইয়া সেবা করিলেন এবং যেরূপ সেবার প্রয়োজন সেইরূপ সেবা করিলেন। তাঁহার লীলার মর্ম্ম বুঝিতে কে সক্ষম হইবে? তিনি নিজে যে দাস্য-ভাবে এই ঈশ্বর-সেবা অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা এবং তাঁহার এই সেবা মহিমা বেদ-পুরাণাদি সর্ব্ব শাস্ত্রে কীর্ত্তন করে।

ইহা না বুঝিয়া কোনো কোনো বুদ্ধি-নাশ।
একে বন্দে, আরে নিন্দে—যাইবেক নাশ ॥৪৫

তথাহি নারদীয়ে।

অভ্যর্চ্চয়িত্বা প্রতিমাসু বিষ্ণুং
নিন্দন্ জনে সর্ব্বগতং তমেব।
অভ্যর্চ্চ্য পাদৌ দ্বিজস্য মূর্দ্ধ্নি,
দ্রুহন্নিবাজ্ঞো নরকং প্রযাতি ॥ ৪৬ ॥

বৈষ্ণব-হিংসার কথা সে থাকুক দূরে।
সহজ জীবেরে যে অধম পীড়া করে ॥
বিষ্ণু পূজিয়াও যে প্রজার দ্রোহ করে।
পূজাও নিষ্ফল হয়, আরো দুঃখে মরে ॥
'সর্ব্বভূতে আছেন শ্রীবিষ্ণু'—না জানিয়া।
বিষ্ণু-পূজা করে অতি প্রাকৃত হইয়া ॥ ৪৭ ॥
এক হস্তে যেন বিপ্র-চরণ পাখালে।
আর হস্তে ঢেলা মারে মাথায় কপালে ॥
এ সব লোকের কি কুশল কোনো ক্ষণে।
হইয়াছে, হইবেক বুঝ ভাবি মনে ॥

৪৫। "যে কর্ম্ম………ভেদ" = শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীঅনন্তদেব-রূপে যাহা কিছু কার্য্য করেন, তাহা শাস্ত্র-স্বরূপ বা শাস্ত্র-মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে এবং বেদাদি শাস্ত্রগণ ভাল-মন্দ, শুভাশুভ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বিচার-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিবাদে সেই সেই কর্ম্মের গুণ-কীর্ত্তন করিয়া থাকে। "বুদ্ধি-নাশ" = মূঢ়লোক।

"ভক্তিযোগ……কৃপায়" = ভক্তি না থাকিলে এ সব কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝা যায় না; তবে শ্রীগৌরাঙ্গ-কৃপায় কতিপয় ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ইহা বুঝিতে সমর্থ হন।

"নিত্য-শুদ্ধ …..যাইবেক নাশ" = শ্রীবৈষ্ণবগণ হইতেছেন নিত্য-পবিত্র, পরম নির্ম্মল, দোষলেশশূন্য; তাঁহারা বিশুদ্ধ-ভক্তি-বিষয়ে বিশেষরূপ জ্ঞানবান্; তবে যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা ভক্তি-বিষয় লইয়া বাদানুবাদ বা তর্ক-বিতর্ক করেন, সেটা কিছুই নহে, সেটা একটা কৌতুকমাত্র, সেটা একটা আনন্দ করেন মাত্র। ইহা না বুঝিতে পারিয়া, তাঁহারা পরস্পর বিবাদ করিতেছেন ভাবিয়া, যদি কোনও নির্ব্বোধ ব্যক্তি একজনকে ভাল বলে ও আর এক জনের নিন্দা করে, তাহা হইলে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে—তাহার আর রক্ষা নাই।

৪৬। যথাবিধি ব্রাহ্মণের চরণ পূজা করিয়াও, তৎক্ষণে আবার তাঁহার মস্তকে প্রহার করিলে, তাহাতে যেমন নিরয়-গামী হইতে হয়, তদ্রূপ যদি কোনও অজ্ঞ ব্যক্তি শ্রীবিগ্রহে যথাবিধি বিষ্ণুর পূজা করিয়াও, লোকের নিন্দা করা কার্য্য হইতে বিরত না হয়, তাহা হইলে তাহার সে নিন্দাচরণ সর্ব্বব্যাপী ভগবানের প্রতিই করা হয় বলিয়া, তাহাকে নরকে যাইতে হইবে।

৪৭। "সহজ জীবেরে" = সামান্য যে কোন জীবকেই, তা সে যতই নিকৃষ্ট জীব হউক না কেন।

"পীড়া করে" = কষ্ট দেয়।

"প্রজার দ্রোহ করে" = তাঁহার জীবগণের উপর অত্যাচার করে। "সর্ব্বভূতে" = সর্ব্বজীবে।

"বিষ্ণু-পূজা……হইয়া" = অতি নিকৃষ্ট-ভাবাপন্ন হইয়া বিষ্ণু-পূজা করে অর্থাৎ বিষ্ণু-পূজা করিতে হইলে যে জীবে দয়া, বৈষ্ণব-সেবা প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের আনুষঙ্গিক বিবিধ আচার-সমূহ প্রতিপালন করিতে হয়, তাহা না করিয়া এবং মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চুরি, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, পরানিষ্ট, দুর্ব্বাক্য-প্রয়োগ, কলহ, অহঙ্কার, দ্বেষ, হিংসা, মাদকদ্রব্য-সেবন, পরদারাভিগমন, জীবহিংসা, প্রতিষ্ঠা, লোভ, ক্রোধ প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তি ও আচরণ-সমূহ পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা না করিয়া, কেবল নামমাত্রই বিষ্ণু-পূজা করে।

যত পাপ হয় প্রজা-জনের হিংসনে।
তার শতগুণ হয় বৈষ্ণব-নিন্দনে ॥ ৪৮ ॥
শ্রদ্ধা করি মূর্ত্তি পূজে, ভক্তে না আদরে।
মূর্খ নীচ পতিতেরে দয়া নাহি করে ॥
এক অবতার ভজে, না ভজয়ে আর।
কৃষ্ণ-রঘুনাথে করে ভেদ-ব্যবহার ॥
বলরাম-শিব প্রতি প্রীত নাহি করে।
ভক্তাধম শাস্ত্রে কহে এ সব জনেরে ॥ ৪৯ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (১১।২।৪৭)—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥৫০॥

প্রসঙ্গে কহলি ভক্তাধমের লক্ষণে।
পূর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ ষড়্ভুজ-দর্শনে ॥
এই নিত্যানন্দের ষড়্ভুজ-দরশন।
ইহা যে শুনয়ে তার বন্ধ-বিমোচন ॥ ৫১ ॥
বাহ্য পাই নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দন।
মহানদী বহে দুই কমল-নয়ন ॥
সবা প্রতি মহাপ্রভু বলিলা বচন।
"পূর্ণ হৈল ব্যাসপূজা—করহ কীর্ত্তন" ॥ ৫২ ॥

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সবে আনন্দিত।
চৌদিকে উঠিল কৃষ্ণ-ধ্বনি আচম্বিত ॥
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র নাচে এক ঠাঁই।
মহামত্ত দুই ভাই—কারো বাহ্য নাই ॥ ৫৩ ॥
সকল বৈষ্ণব হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
ব্যাসপূজা-মহোৎসব মহা-কুতূহল ॥
কেহো নাচে কেহো গায় কেহো গড়ি যায়।
সবাই চরণ ধরে যে যাহারে পায় ॥
চৈতন্য-প্রভুর মাতা—জগতের আই।
নিভৃতে বসিয়া রঙ্গ দেখেন তথাই ॥ ৫৪ ॥
বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ দেখেন যখনে।
দুই জন মোর পুত্র—হেন বাসে মনে ॥
ব্যাসপূজা-মহোৎসব পরম উদার।
'অনন্ত'-প্রভু সে পারে ইহা বর্ণিবার ॥
সূত্র করি কহি কিছু চৈতন্য-চরিত।
যে-তে মতে 'কৃষ্ণ' গাইলেই হয় হিত ॥ ৫৫ ॥
দিন অবশেষ হৈল ব্যাসপূজা-রঙ্গে।
নাচেন বৈষ্ণবগণ বিশ্বম্ভর-সঙ্গে ॥
পরম আনন্দে মত্ত ভাগবতগণ।
'হা কৃষ্ণ' বলিয়া সবে করেন ক্রন্দন ॥

৪৮। "পাখালে" = ধৌত করে।
"প্রজা-জনেরে হিংসিলে" = জীব-সকলের অনিষ্টাদি করিলে।

৪৯। "শ্রদ্ধা……আদরে" = খুব ভক্তি করিয়া কৃষ্ণ-পূজা করে, কিন্তু বৈষ্ণবের যত্ন করে না।
"কৃষ্ণ-রঘুনাথে" = শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীরামচন্দ্রে।

৫০। যিনি ভক্তি সহকারে শ্রীবিগ্রহে বিষ্ণু-পূজা করেন, কিন্তু তাঁহার ভক্তগণের বা অন্য কাহারও সমাদর করেন না, তাদৃশ ভক্ত প্রাকৃত বা কনিষ্ঠ বা অধম ভক্ত বলিয়া কথিত হন।

৫১। "প্রসঙ্গে" = কথাচ্ছলে; কথাক্রমে; কথায় কথায়; কথার সুযোগে।
"পূর্ণ হৈলা" = প্রেমানন্দে বিভোর হইলেন; পরমানন্দে পরিপূর্ণ হইলেন।
"তার……বিমোচন" = তার ভব-বন্ধন ছিন্ন হয়।

৫২। "পূর্ণ হৈল" = সফল ও সমাপ্ত হইল।

৫৪। "আই" = আর্য্যা; পূজ্যা; মাতৃ-স্বরূপিণী।

৫৫। "পরম উদার" = অত্যন্ত মহৎ।

এইমতে নিজ-ভক্তিযোগ প্রকাশিয়া।
স্থির হৈলা বিশ্বম্ভর সর্ব্ব গণ লৈয়া॥ ৫৬॥
ঠাকুর-পণ্ডিত প্রতি বলে বিশ্বম্ভর।
"ব্যাসের নৈবেদ্য সব আনহ সত্বর॥"
ততক্ষণে আনিলেন সর্ব্ব উপহার।
আপনেই প্রভু হস্তে দিলেন সবার॥
প্রভুর হস্তের দ্রব্য পাই ততক্ষণ।
আনন্দে ভোজন করে ভাগবতগণ॥ ৫৭॥
যতেক আছিলা সেই বাড়ীর ভিতরে।
সবারে ডাকিয়া প্রভু দিলা নিজ-করে॥
ব্রহ্মাদি পাইয়া যাহা ভাগ্য হেন মানে।
তাহা পায় বৈষ্ণবের দাস-দাসীগণে॥
এ সব কৌতুক যত শ্রীবাসের ঘরে।
এতেকে শ্রীবাস-ভাগ্য কে বলিতে পারে॥৫৮॥
এইমত নানা দিনে নানা সে কৌতুক।
নবদ্বীপে হয়, নাহি জানে সর্ব্ব লোক॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ৫৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে ব্যাসপূজা-
বর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

জয় জয় জগত-জীবন গৌরচন্দ্র।
দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব॥
জয় জয় জগত-মঙ্গল বিশ্বম্ভর।
জয় জয় যত গৌরচন্দ্রের কিঙ্কর॥
জয় শ্রীপরমানন্দ-পুরীর জীবন।
জয় দামোদর-স্বরূপের প্রাণধন॥ ১॥
জয় রূপ-সনাতন-প্রিয় মহাশয়।
জয় জগদীশ-গোপীনাথের হৃদয়॥
জয় জয় দ্বারপাল-গোবিন্দের নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু! শুভ-দৃষ্টিপাত॥
হেনমতে নিত্যানন্দ-সঙ্গে গৌরচন্দ্র।
ভক্তগণ লৈয়া করে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গ॥ ২॥
এখনে শুনহ অদ্বৈতের আগমন।
মধ্যখণ্ডে যেমতে হইল দরশন॥
একদিন মহাপ্রভু ঈশ্বর-আবেশে।
রামাইরে আজ্ঞা করিলেন পূর্ণ-রসে॥
"চলহ রামাই! তুমি অদ্বৈতের বাস।
তার স্থানে কহ গিয়া আমার প্রকাশ॥ ৩॥
'যাঁর লাগি করিলা বিস্তর আরাধন।
যাঁর লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন॥
যাঁর লাগি করিলা বিস্তর উপবাস।
সে প্রভু তোমার আসি হইলা প্রকাশ॥
ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁর আগমন।
আপনে আসিয়া ঝাট কর বিবর্ত্তন'॥ ৪॥
নির্জ্জনে কহিও নিত্যানন্দ-আগমন।
যে কিছু দেখিলা তাঁরে কহিও কথন॥
আমার পূজার সব উপহার লৈয়া।
ঝাট আসিবারে বোল সস্ত্রীক হইয়া॥"
শ্রীবাস-অনুজ রাম আজ্ঞা শিরে করি।
সেই ক্ষণে চলিলা সঙরি 'হরি হরি'॥ ৫॥
আনন্দে বিহ্বল—পথ না জানে রামাই।
শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা লই গেলা সেই ঠাই॥

১। "স্বরূপ" = ইহা এক শ্রেণীর ব্রহ্মচারিগণের উপাধি বিশেষ।

৩। "পূর্ণরসে" = পরমানন্দ-ভরে।

৪। 'কর বিবর্ত্তন" = সাক্ষাৎ কর; মিলিত হও।

আচার্য্যেরে নমস্করি রামাই-পণ্ডিত।
কহিতে না পারে কথা—আনন্দে পূর্ণিত॥
সর্ব্বজ্ঞ অদ্বৈত ভক্তিযোগের প্রভাবে।
'আইল প্রভুর আজ্ঞা' জানিয়াছে আগে॥ ৬॥
রামাই দেখিয়া হাসি বলেন বচন।
"বুঝি আজ্ঞা হৈল আমা নিবার কারণ।।"
করযোড় করি বলে রামাই-পণ্ডিত।
"সকল জানিয়া আছ—চলহ ত্বরিত॥"
আনন্দে বিহ্বল হৈলা আচার্য্য-গোসাঁই।
হেন নাহি জানে দেহ আছে কোন্ ঠাঁই॥ ৭॥
কে বুঝয়ে অদ্বৈতের চরিত্র গহন।
জানিয়াও নানামত করয়ে কথন॥
"কোথা বা গোসাঁই আইল মানুষ-ভিতরে।
কোন্ শাস্ত্রে বলে নদীয়ায় অবতারে॥
মোর ভক্তি, বৈরাগ্য, অধ্যাত্ম-জ্ঞান মোর।
সকল জানয়ে শ্রীনিবাস ভাই তোর"॥ ৮॥
অদ্বৈতের চরিত্র রামাই ভাল জানে।
উত্তর না করে কিছু, হাসে মনে মনে॥
এইমত অদ্বৈতের চরিত্র অগাধ।
সুকৃতীর ভাল, দুষ্কৃতীর বাদ্য-বাধ॥
পুনঃ বলে "কহ কহ রামাই পণ্ডিত।
কি কারণে তোমার গমন আচম্বিত"॥ ৯॥
বুঝিলেন আচার্য্য হইলা শান্ত-চিত।
তখন কান্দিয়া কহে রামাই-পণ্ডিত॥
যাঁর লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন।
"যাঁর লাগি করিলা বিস্তর আরাধন॥
যাঁর লাগি করিলা বিস্তর উপবাস।
সে প্রভু তোমার আসি হইলা প্রকাশ॥ ১০॥
ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁর আগমন।
তোমারে সে আজ্ঞা করিবারে বিবর্ত্তন॥
ষড়ঙ্গ-পূজার বিধি-যোগ্য সজ্জ লৈয়া।
প্রভুর আজ্ঞায় চল সস্ত্রীক হইয়া॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের হৈল আগমন।
প্রভুর দ্বিতীয় দেহ—তোমার জীবন॥ ১১॥
তুমি সে জানহ তাঁরে, মুই কি কহিমু।
ভাগ্যে থাকে মোর—তবে একত্র দেখিমু॥"

৬। "সর্ব্বজ্ঞ ... প্রভাবে" = ভক্তি বলে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু সবই জানেন। ৮। "গহন" – গভীর।

"কোথা...... অবতারে" = মানুষের মধ্যে আবার ঈশ্বর এলেন কোথায়? নদীয়ায় যে ঈশ্বর অবতার হইবে, ইহা কোন্ শাস্ত্রে আছে? শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও রহস্য করিয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন।

"বৈরাগ্য" = অনাসক্তি; বিষয় বিতৃষ্ণা, বিরক্তি।

"অধ্যাত্ম জ্ঞান" – পারমার্থিক জ্ঞান।

৯। "এইমত......গাধ" শ্রীঅদ্বৈতের চরিত্র হইল স্বভাবতঃই এইরূপ পরম গভীর অর্থাৎ তাঁহার ক্রিয়া কলাপ সহজে কাহারও বোধগম্য হইবার নহে। পুণ্যবান্ লোকে উহা বুঝিতে পারেন বলিয়া, তাঁহারা তাঁহার যশ কীর্ত্তন করেন, সুতরাং তাহাতে তাঁহাদের মঙ্গল হয়। কিন্তু দুরাচার পাপিষ্ঠেরা উহা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার নিন্দা করে, পরে সেই অপরাধে তাহাদের পুণ্য ধ্বংস ও পাপ সঞ্চিত হইয়া, তাহাদের সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে।

"তোমার আচম্বিত" = তুমি হঠাৎ কেন এলে?

১১। "ষড়ঙ্গ যোগ্য" শাস্ত্রবিহিত ষড়ঙ্গ পূজার উপচারাদি লইয়া। আসন, গন্ধ দীপ, ধূপ, জল ও [illegible]—এই ছয়টী ষড়ঙ্গ পূজার উপচার।

"প্রভুর দ্বিতীয় দেহ" = মহাপ্রভুরই স্বরূপ; শ্রীগৌরাঙ্গও যা, তিনিও তাই।

রামাইর মুখে যবে এতেক শুনিলা।
তখনে তুলিয়া বাহু কান্দিতে লাগিলা॥
কান্দিয়া হইলা মূর্চ্ছা আনন্দ-সহিত।
দেখিয়া সকল গণ হইলা বিস্মিত॥ ১২॥
ক্ষণেকে পাইয়া বাহ্য করয়ে হুঙ্কার।
"আনিলুঁ আনিলুঁ" বলে "প্রভু আপনার॥
মোর লাগি প্রভু আইলা বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া।"
এত বলি কান্দে পুনঃ ভূমিতে পড়িয়া॥
অদ্বৈত-গৃহিণী পতিব্রতা জগন্মাতা।
প্রভুর প্রকাশ শুনি কান্দে আনন্দিতা॥১৩॥
অদ্বৈতের তনয়—'অচ্যুতানন্দ' নাম।
পরম বালক সেহো কান্দে অবিরাম॥
কান্দেন অদ্বৈত পত্নী-পুত্রের সহিতে।
অনুচর-সব বেঢ়ি কান্দে চারি ভিতে॥
কেবা কোন্ দিকে কান্দে নাহি পরাপর।
কৃষ্ণপ্রেমময় হৈল অদ্বৈতের ঘর॥ ১৪॥
স্থির হয় অদ্বৈত—হইতে নারে স্থির!
ভাবাবেশে নিরবধি দোলায় শরীর॥
রামাইরে বলে "প্রভু কি বলিলা মোরে।"
রামাই বলেন "ঝাট চলিবার তরে॥"
অদ্বৈত বলয়ে "শুন রামাই-পণ্ডিত।
মোর প্রভু হয় তবে মোহার প্রতীত॥১৫॥
'আপন-ঐশ্বর্য্য যদি মোহারে দেখায়।
শ্রীচরণ তুলি দেই মোহার মাথায়॥
তবে সে জানিমু মোর হয় প্রাণনাথ।
সত্য সত্য সত্য'—এই কহিল তোমাত॥"
রামাই বলেন "প্রভু মুই কি বলিমু।
যদি মোর ভাগ্যে থাকে নয়নে দেখিমু॥১৬॥
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু! সেই সে তাঁহার।
তোমার নিমিত্ত প্রভুর এই অবতার॥"
হইলা অদ্বৈত তুষ্ট রামের বচনে।
শুভ-যাত্রা-উদ্যোগ করিলা ততক্ষণে॥
পত্নীরে বলিলা "ঝাট হও সাবধান।
লইয়া পূজার সজ্জ চল আগুয়ান"॥ ১৭॥
পতিব্রতা সেই চৈতন্যের তত্ত্ব জানে।
গন্ধ মাল্য ধূপ বস্ত্র অশেষ-বিধানে॥
ক্ষীর দধি সর ননী কর্পূর তাম্বূল।
লইয়া চলিলা যত সব অনুকূল॥
সপত্নীকে চলিলা অদ্বৈত-মহাপ্রভু।
রামেরে নিষেধে "ইহা না কহিবা কভু॥১৮॥
'না আইলা আচার্য্য'—তুমি বলিবা বচন।
দেখি প্রভু মোরে তবে কি বলে তখন॥
গুপ্তে থাকোঁ মুই নন্দন-আচার্য্যের ঘরে।
'না আইলা' বলি তুমি করিবা গোচরে॥"

"তোমার জীবন" = তোমার প্রাণ-স্বরূপ।

১২। "তুমি .....তাঁরে" = তুমিই তাঁর মহিমা ভালরূপ জান।

"একত্র দেখিমু" = তোমাদের তিন জনকে এক-সঙ্গে দেখিব। "আনন্দ-সহিত" = পরমানন্দ-ভরে।

১৫। "স্থির হয়" = স্থির হইতে যায়।

"মোর .....প্রতীত" = তিনি যদি যথার্থই আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণ হন, তাহা হইলে তিনি এইগুলি করিলে, তবে আমার উহা বিশ্বাস হইবে অর্থাৎ

আপন ঐশ্বর্য্য যদি মোহারে দেখায়।
শ্রীচরণ তুলি দেই মোহার মাথায়॥

১৭। "চল আগুয়ান" = অগ্রসর হও।

১৮। "অশেষ-বিধানে" = ইত্যাদি বহুবিধ উপচার। "অনুকূল" = সাহায্যকারী।

১৯। "করিবা গোচরে" = বলিও; নিবেদন করিও।

সবার হৃদয়ে বৈসে প্রভু-বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈত-সঙ্কল্প চিত্তে হইল গোচর॥ ১৯॥
আচার্য্যের আগমন জানিয়া আপনে।
ঠাকুরপণ্ডিত-গৃহে চলিলা তখনে॥
প্রিয় যত চৈতন্যের নিজ-ভক্তগণ।
প্রভুর ইচ্ছায় সবে মিলিলা তখন॥
আবেশিত-চিত্ত প্রভু—সবাই বুঝিয়া।
সশঙ্কে আছেন সবে নীরব হইয়া॥ ২০॥
হুঙ্কার করিয়া তবে ত্রিদশের রায়।
উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টায়॥
"নাড়া আইসে নাড়া আইসে" বলে বারবার।
"নাড়া চাহে মোর ঠাকুরালি দেখিবার॥"
নিত্যানন্দ জানে সব প্রভুর ইঙ্গিত।
বুঝিয়া মস্তকে ছত্র ধরিলা ত্বরিত॥ ২১॥
গদাধর বুঝি দেয় কর্পূর তাম্বূল।
সর্ব্ব জনে করে সেবা যেন অনুকূল॥
কেহো পড়ে স্তুতি, কেহো কোনো সেবা করে।
হেনই সময়ে আসি রামাই গোচরে॥
নাহি কহিতেই, প্রভু বলে রামাইরে।
"মোরে পরীক্ষিতে নাড়া পাঠাইল তোরে"॥২২
"নাড়া আইসে" বলি প্রভু মস্তক ঢুলায়।
"জানিয়াও মোরে নাড়া চালয়ে সদায়॥
এথাই রহিলা নন্দনাচার্য্যের ঘরে।
মোরে পরীক্ষিতে নাড়া পাঠাইল তোরে॥
আন গিয়া শীঘ্র তুমি এথাই তাহানে।
প্রসন্ন শ্রীমুখে আমি বলিল আপনে" ॥ ২৩॥
আনন্দে চলিলা পুনঃ রামাই-পণ্ডিত।
সকল অদ্বৈত-স্থানে করিলা বিদিত॥
শুনিয়া আনন্দে ভাসে অদ্বৈত-আচার্য্য।
আইলা প্রভুর স্থানে—সিদ্ধ হৈল কার্য্য॥
দূরে থাকি দণ্ডবৎ করিতে করিতে।
সস্ত্রীকে আইসে স্তব পড়িতে পড়িতে॥
পাইযা নির্ভয় পদ আইলা সম্মুখে।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে অপরূপ বেশ দেখে॥ ২৪॥

শ্রীরাগ।

জিনিযা কন্দর্প-কোটি লাবণ্য সুন্দর।
জ্যোতির্ম্ময় কনক-সুন্দর কলেবর॥
প্রসন্ন বদন কোটি-চন্দ্রের ঠাকুর।
অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর॥
দুই বাহু দিব্য কনকের স্তম্ভ জিনি।
তঁহি দিব্য আভরণ রত্নের খিচনি॥ ২৫॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভ-মহামণি শোভে বক্ষে।
মকর-কুণ্ডল বৈজয়ন্তী-মালা দেখে॥

২০। "ঠাকুরপণ্ডিত গৃহে"—শ্রীবাস-পণ্ডিতের বাড়ীতে। "সশঙ্কে"=ভয়ে ভয়ে।
"আবেশিত-চিত্ত"=ভাবাবিষ্ট।
২১। "বিষ্ণুর খট্টায"=ঠাকুরের সিংহাসনে।
"ঠাকুরালি"=ঈশ্বরত্ব; ভগবত্তা-সূচক ঐশ্বর্য্য; ভগবদৈশ্বর্য্য।
২২। "আসি রামাই গোচরে"=রামাই আসিযা দেখা দিলেন।
২৩। "চালযে"=পরীক্ষা করিবার জন্য নাড়া-চাড়া দেয; পরীক্ষা করিয়া দেখে।
"প্রসন্ন শ্রীমুখে"=প্রফুল্ল বদনে।
২৪। "নির্ভয পদ"=অভয চরণারবিন্দ।
"নিখিল ·· ·· দেখে"=দেখিলেন—তিনি যেন অপূর্ব্ব সজ্জায সজ্জিত হইযা কোটী কোটী ভুবন ব্যাপিয়া রহিয়াছেন।
২৫। "প্রসন্ন .... ঠাকুর"=ঠাকুরের

কোটি মহাসূর্য্য জিনি তেজে নাহি অন্ত।
পাদপদ্মে রমা, ছত্র ধরয়ে অনন্ত ॥
কিবা নখ কিবা মণি না পারে চিনিতে।
ত্রিভঙ্গ, বাজায় বাঁশী হাসিতে হাসিতে।২৬॥
কিবা প্রভু, কিবা গণ, কিবা অলঙ্কার।
জ্যোতির্ম্ময় বহি কিছু নাহি দেখে আর ॥
দেখে পড়ি আছে চারি-পঞ্চ-ছয়-মুখ।
মহাভয়ে স্তুতি করে নারদাদি শুক ॥
মকর-বাহন-রথে এক বরাঙ্গনা।
দণ্ড-পরণামে আছে যেন গঙ্গা-সমা ॥ ২৭ ॥
তবে দেখে স্তুতি করে সহস্র-বদন।
চারিদিকে দেখে জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ ॥
উলটি চাহিয়া দেখে চরণের তলে।
সহস্র সহস্র দেব পড়ি 'কৃষ্ণ' বলে ॥
যে পূজার সময়ে যে দেব ধ্যান করে।
তাহি দেখে চারিদিকে চরণের তলে ॥২৮॥
দেখিয়া সম্ভ্রমে দণ্ড-পরণাম ছাড়ি।
উঠিলা অদ্বৈত অদ্ভুত দেখি বড়ি ॥
দেখে শত-ফণাধর মহা-নাগগণ।
উর্দ্ধবাহু স্তুতি করে তুলি সব ফণ ॥
অন্তরীক্ষে পরিপূর্ণ দেখে দিব্য রথ।
গজ হংস অশ্বে নিরোধিল বায়ু-পথ ॥ ২৯ ॥
কোটি কোটি নাগ-বধূ সজল-নয়নে।
'কৃষ্ণ' বলি স্তুতি করে—দেখে বিদ্যমানে ॥
ক্ষিতি অন্তরীক্ষে স্থান নাহি অবকাশে।
দেখে পড়ি আছে মহা-ঋষিগণ পাশে ॥
মহা-ঠাকুরাল দেখি পাইলা সংভ্রম।
পতি পত্নী কিছু বলিবারে নাহি ক্ষম ॥ ৩০
পরম-সদয়-মতি প্রভু বিশ্বম্ভর।
চাহিয়া অদ্বৈত প্রতি করিলা উত্তর ॥
"তোমার সঙ্কল্প লাগি অবতীর্ণ আমি।
বিস্তর আমার আরাধনা কৈলে তুমি ॥
শুতিয়া আছিনু ক্ষীরসাগর-ভিতরে।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল মোর তোমার হুঙ্কারে ॥ ৩১
দেখিয়া জীবের দুঃখ না পারি সহিতে।
আমারে আনিলে সব জীব উদ্ধারিতে ॥

চাঁদমুখখানি কোটী চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোতিকেও তিরস্কার করিয়া মধুর হাস্যে পরিপূর্ণ।

"রত্নের খিচনি" = বিবিধ বহুমূল্য রত্ন-খচিত; হীরা-মুক্তা-মরকতাদি-রত্ন-শোভিত।

২৬। "পাদপদ্মে রমা" = লক্ষ্মীদেবী চরণ-সেবা করিতেছেন।

"কিবা নখ...... চিনিতে" = তাঁহার নখগুলি এরূপ মনোহর ও সমুজ্জ্বল যে, তাহা নখ, কি মণি, তাহা বুঝিতে পারিতেছে না।

"ত্রিভঙ্গ, বাজায় বাঁশী" = ত্রিভঙ্গ হইয়া বাঁশী বাজাইতেছেন।

২৭। "চারি-পঞ্চ-ছয়-মুখ" = ব্রহ্মা, শিব, কার্ত্তিকাদি দেবগণ।

"মকর-বাহন.... গঙ্গা-সমা" = যে রথের বাহন হইতেছে মকর, সেই রথে আরোহণ পূর্ব্বক গঙ্গাদেবীর ন্যায় এক শ্রেষ্ঠা নারী অর্থাৎ স্বয়ং শ্রীগঙ্গাদেবী দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া রহিয়াছেন।

২৮। "চরণের তলে" = মহাপ্রভুর পদতলে।

২৯। "অন্তরীক্ষে . বায়ু পথ" = দেখিতে পাইলেন যে, দেবগণের কোটী কোটী রথ ও অশ্ব-গজাদি বাহনে আকাশ পূর্ণ হইয়া গেল। ইঁহাদের সংখ্যা এত অধিক যে, তখন যেন বায়ু চলাচলের পথ পর্য্যন্তও বন্ধ হইয়া গেল।

৩০। "ক্ষিতি .....অবকাশে" = মাটীতেই কি আর আকাশেই কি, কোথাও আর একটুও জায়গা নাই "মহা-ঠাকুরাল" = মহৈশ্বর্য্য।

যতেক দেখিলে চতুর্দ্দিকে মোর গণ।
সবার হইল জন্ম তোমার কারণ॥
যে বৈষ্ণব দেখিতে ব্রহ্মাদি ভাবে মনে।
তোমা হৈতে তাহা দেখিবেক সর্ব্ব জনে" ॥৩২

নাটকিরি রাগ।

এতেক প্রশ্রয়-বাক্য প্রভুর শুনিয়া।
উর্দ্ধবাহু করি কান্দে সস্ত্রীক হইয়া॥
"আজি সে সফল মোর দিন-পরকাশ।
আজি সে সফল হৈল যত অভিলাষ॥
আজি মোর জন্ম দেহ সকল সফল।
সাক্ষাতে দেখিনু তোর চরণ-যুগল ॥ ৩৩॥
ঘোষে মাত্র চারি বেদে, যারে নাহি দেখে।
হেন তুমি মোর লাগি হৈলা পরতেকে॥
মোর কিছু শক্তি নাহি—তোমার করুণা।
তোমা বহি জীব উদ্ধারিবে কোন্ জনা॥"
বলিতে বলিতে প্রেমে ভাসেন আচার্য্য।
প্রভু বলে "আমার পূজার কর কার্য্য" ॥৩৪॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা পরম হরিষে।
চৈতন্য-চরণ পূজে অশেষ-বিশেষে॥
প্রথমে চরণ ধুই সুবাসিত জলে।
শেষে গন্ধে পরিপূর্ণ পাদপদ্মে ঢালে॥

চন্দনে ডুবাই দিলা তুলসী-মঞ্জরী।
অর্ঘ্যের সহিত দিলা চরণ-উপরি ॥ ৩৫ ॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ পঞ্চ উপচার।
পূজা করে প্রেম-জলে, বহে মহা-ধার॥
পঞ্চশিখা জ্বালি পুনঃ করে বন্দাপনা।
শেষে 'জয় জয়'-ধ্বনি করয়ে ঘোষণা॥
করিয়া চরণ-পূজা ষোড়শোপচারে।
আরবার দিল বস্ত্র মাল্য অলঙ্কারে॥
শাস্ত্র-দৃষ্ট্যে পূজা করি পটল-বিধানে।
এই শ্লোক পড়ি করে দণ্ড-পরণামে॥ ৩৬॥

তথাহি—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৩৭ ॥

এই শ্লোক পড়ি আগে নমস্কার করি।
শেষে স্তুতি করে নানা-শাস্ত্র-অনুসারি॥
"জয় জয় সর্ব্ব-প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণা-সাগর॥
জয় জয় ভকত-বচন-সত্যকারী।
জয় জয় মহাপ্রভু মহা-অবতারী॥ ৩৮ ॥
জয় জয় সিন্ধুসুতা-রূপ-মনোরম।
জয় জয় শ্রীবৎস-কৌস্তুভ-বিভূষণ॥

৩৩। "প্রশ্রয়-বাক্য"—আশ্বাস-বাণী, স্নেহময় সাদর-বচন।

"আজি ... পরকাশ"=আজি আমার সুপ্রভাত; আজি আমার কি শুভক্ষণেই রাত্রি পোহাইয়াছিল।

৩৪। "ঘোষে ... ... দেখে"=চারি বেদে তোমার রূপ, গুণ, মহিমাদি বর্ণনা করে, কিন্তু তোমাকে দেখিতে পায় না।

"পূজার কর কার্য্য"=যথাবিধি উপচারাদি দ্বারা পূজা কর।

৩৬। "পঞ্চ উপচার" ও "ষোড়শোপচার"=এ দাসের প্রণীত "শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তি-তত্ত্বসার" ৫ম সংস্করণ ৩য় খণ্ডে ১৬৯৭-৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

"পঞ্চশিখা... .....বন্দাপনা"=পাঁচটা অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া বন্দনা করিতে লাগিলেন।

"পটল বিধানে"=পঞ্চরাত্র-বিহিত বিধি-অনুসারে।

৩৭। এই শ্রীকৃষ্ণ-প্রণাম মন্ত্রটী দ্বারা শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রণাম করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিতেছেন যে, তিনি হইলেন শ্রীকৃষ্ণ।

জয় জয় 'হরে কৃষ্ণ'-মন্ত্রের প্রকাশ।
জয় জয় নিজ-ভক্তি-গ্রহণ-বিলাস॥
জয় জয় মহাপ্রভু অনন্ত-শয়ন।
জয় জয় জয় সর্ব্ব-জীবের শরণ॥ ৩৯॥
তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি নারায়ণ।
তুমি মৎস্য, তুমি কূর্ম্ম, তুমি সনাতন॥
তুমি সে বরাহ প্রভু! তুমি সে বামন।
তুমি কর যুগে যুগে দেবের পালন॥
তুমি রক্ষকুল-হন্তা—জানকী-জীবন।
তুমি গুহ-বরদাতা, অহল্যা-মোচন॥ ৪০॥
তুমি সে প্রহ্লাদ লাগি কৈলে অবতার।
হিরণ্য বধিয়া 'নরসিংহ' নাম যাঁর॥
সর্ব্বদেব-চূড়ামণি তুমি দ্বিজরাজ।
তুমি সে ভোজন কর নীলাচল-মাঝ॥
তোমারে সে চারি-বেদে বুলে অন্বেষিয়া।
তুমি এথা আসি রহিয়াছ লুকাইয়া॥ ৪১॥
লুকাইতে বড় প্রভু! তুমি মহাধীর।
ভক্তজনে ধরি তোমা করয়ে বাহির॥
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে তোমার অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তোমা বহি নাহি আর॥
এই তোর দুইখানি চরণ-কমল।
ইহার সে রসে গৌরী-শঙ্কর বিহ্বল॥ ৪২॥
এই সে চরণ রমা সেবে এক-মনে।
ইহার সে যশ গায় সহস্র-বদনে॥

৩৮। "ভকত বচন-সত্যকারী" = যিনি ভক্তের বাক্য কখনও মিথ্যা হইতে দেন না।

"মহা-অবতারী" = অবতার-শিরোমণি; স্বয়ং ভগবান্।

৩৯। "সিন্ধুসুতা-রূপ-মনোরম" = শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সৌন্দর্য্য যাঁহার মনোরঞ্জন করে, যাঁহার চিত্তকে প্রফুল্লিত করে।

"হরে কৃষ্ণ-মন্ত্রের প্রকাশ" =

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥'

এই মহামন্ত্র প্রকট করতঃ জগতে প্রচারকারী। ১২৫ পৃষ্ঠায় ৪১ দাগের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, এই "হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্র সংখ্যা না রাখিয়াও অর্থাৎ অসংখ্যাত কীর্ত্তন করিতেও কোনও বাধা নাই।

"নিজ-ভক্তি-গ্রহণ-বিলাস" = জগজ্জনকে নিজ-ভক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি গ্রহণ করাইবার জন্য যিনি লীলাকারী। "অনন্ত-শয়ন" = মহাপ্রলয়-কালে যিনি অনন্ত শয্যায় শয়নকারী; অথবা শ্রীঅনন্তদেব হইতেছেন যাঁহার শয্যা।

৪০। "সনাতন" = নিত্য; অবিনশ্বর।

"রক্ষকুল-হন্তা" = রাম-অবতারে রাবণাদি রাক্ষস-বংশ-ধ্বংসকারী।

"গুহ-বরদাতা" = রাম-অবতারে ভক্তরাজ শ্রীগুহক চণ্ডালের মনোবাঞ্ছা-পূর্ণকারী।

"অহল্যা-মোচন" = রাম-অবতারে গৌতমপত্নী পাষাণরূপিণী অহল্যার উদ্ধার-কর্ত্তা।

৪১। "হিরণ্য...............যাঁর" = শ্রীনৃসিংহ-অবতারে শ্রীপ্রহ্লাদ-মহাশয়ের পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া যাঁহার নাম নৃসিংহ বা নরসিংহ হইয়াছে।

"তুমি সে ভোজন......মাঝ" = তুমিই হইতেছ শ্রীজগন্নাথ-দেব।

৪২। "মহাধীর" = পরম নিপুণ; খুব পটু।

"ধরি" = খুঁজিয়া; ধরিয়া ফেলিয়া; টানিয়া।

"রসে" = মাধুর্য্যে।

এই সে চরণ ব্রহ্মা পূজয়ে সদায়।
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণে ইহার যশ গায়॥
সত্যলোক আক্রমিল এই সে চরণে।
বলি-শিব ধন্য হৈল ইহার অর্পণে॥ ৪৩॥
এই সে চরণ হৈতে গঙ্গা-অবতার।
শঙ্কর ধরিল শিরে মহাবেগ যার॥"
কোটি বৃহস্পতি জিনি অদ্বৈতের বুদ্ধি।
ভালমতে জানে সেই চৈতন্যের শুদ্ধি॥
বর্ণিতে চরণ—ভাসে নয়নের জলে।
পড়িলা দীঘল হই চরণের তলে॥ ৪৪॥
সর্ব্বভূত-অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।
চরণ তুলিয়া দিলা অদ্বৈত-মাথায়॥
চরণ অর্পণ শিরে করিলা যখন।
'জয় জয়' মহাধ্বনি হইল তখন॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সবে হইলা বিহ্বল।
'হরি হরি' বলি সবে করে কোলাহল॥ ৪৫॥
গড়াগড়ি যায় কেহো মালসাট্ মারে।
কারো গলা ধরি কেহো কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥

সস্ত্রীকে অদ্বৈত হৈলা পূর্ণ-মনোরথ।
পাইয়া চরণ শিরে পূর্ব্ব-অভিমত॥
অদ্বৈতেরে আজ্ঞা কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
"আরে নাড়া আমার কীর্ত্তনে নৃত্য কর" ॥৪৬॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা আচার্য্য-গোসাঁই।
নানা ভক্তিযোগে নৃত্য করে সেই ঠাঁই॥
উঠিল কীর্ত্তন-ধ্বনি অতি মনোহর।
নাচেন অদ্বৈত গৌরচন্দ্রের গোচর॥
ক্ষণে বা বিশাল নাচে, ক্ষণে বা মধুর।
ক্ষণে বা দশনে তৃণ ধরয়ে প্রচুর॥ ৪৭॥
ক্ষণে পড়ে, ক্ষণে উঠে, ক্ষণে গড়ি যায়।
ক্ষণে ঘনশ্বাস বহে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়॥
যে কীর্ত্তন যখন শুনয়ে সেই হয়।
এক-ভাবে স্থির নহে, আনন্দে নাচয়॥
অবশেষে আসি সবে রহে দাস্যভাব।
বুঝন না যায় সেই অচিন্ত্য প্রভাব॥ ৪৮॥
ধাইয়া ধাইয়া যায় ঠাকুরের পাশে।
নিত্যানন্দ দেখিয়া ভ্রূকুটি করি হাসে॥

৪৩। "সত্যলোক......অর্পণে" = 'সত্যলোক'—সপ্ত ভুবনের উপরিস্থিত লোক অর্থাৎ ব্রহ্মলোক। শ্রীবামন অবতারে তদীয় যাচ্ঞা-অনুসারে শ্রীবলি-মহারাজের দানে যখন বামনদেবের একখানি চরণে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল ত্রিভুবন ভরিয়া গেল এবং দ্বিতীয় চরণ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত অধিকার করিল, তখন নাভিস্থল হইতে নূতন নির্গত তৃতীয় চরণ রাখিবার আর স্থান নাই দেখিয়া, বলি মহারাজ নিজের মস্তক পাতিয়া দিলেন; প্রভুও সেই বলি-শিরে তৃতীয় চরণ অর্পণ করিয়া, তাঁহাকে কৃতকৃতার্থ করিলেন।

৪৪। "বৃহস্পতি" = ইনি হইলেন দেবগুরু; ইঁহার অসাধারণ বুদ্ধি সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ।

"চৈতন্যের শুদ্ধি" = মহাপ্রভুর তত্ত্ব বা মাহাত্ম্য।

"দীঘল" = দীর্ঘ; লম্বা; সটান।

৪৬। "পূর্ব্ব-অভিমত" = আগে মনে মনে যেরূপ অভিপ্রায় করিয়াছিলেন।

৪৭। "বিশাল" = উদ্দণ্ড; উদ্ভট।

"ক্ষণে · প্রচুর" = কখনও বা দন্তে কতকগুলি তৃণ ধারণ করেন। দন্তে তৃণ ধারণ করা অত্যন্ত দৈন্যের কাজ, কারণ পশুরাই দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া থাকে; সুতরাং দন্তে তৃণ ধারণ করিলে এই দেখান হয় যে, আমি পশুর ন্যায় বা পশু অপেক্ষাও হীন।

৪৮। "যে হয়" = যখন যে ভাবের কীর্ত্তন শুনেন, তখন সেই ভাবে অভিভূত হন।

"অবশেষে · · দাস্যভাব" = অন্য সব ভাব চলিয়া গিয়া শেষে কেবল দাস্যভাবই থাকিয়া যায়।

হাসি বলে "ভাল হৈল আইলা নিতাই।
এতদিন তোমার নাগালি নাহি পাই ॥
যাইবে কোথায় আজি রাখিমু বান্ধিয়া।"
ক্ষণে বলে প্রভু, ক্ষণে বলে মাতালিয়া ॥ ৪৯ ॥
অদ্বৈত-চরিত্রে হাসে নিত্যানন্দ-রায়।
এক মূর্ত্তি দুই ভাগ কৃষ্ণের লীলায় ॥
পূর্ব্বে বলিয়াছি নিত্যানন্দ নানারূপে।
চৈতন্যের সেবা করে অশেষ কৌতুকে ॥ ৫০ ॥
কোনো রূপে কহে, কোনো রূপে করে ধ্যান।
কোনো রূপে ছত্র শয্যা, কোনো রূপে গান ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত অভেদ করি জান।
এই অবতারে জানে যত ভাগ্যবান ॥
যে কিছু কলহ-লীলা দেখহ দোঁহার।
সে সব অচিন্ত্য রঙ্গ—ঈশ্বর-ব্যভার ॥

এ দুইর প্রীতি যেন অনন্ত শঙ্কর
দুই কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয় কলেবর ॥ ৫১ ॥
যে না বুঝি দোঁহার কলহ—পক্ষ ধরে।
একে বন্দে, আরে নিন্দে—সেই জন মরে ॥
অদ্বৈতের নৃত্য দেখি বৈষ্ণব-সকল।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলা কেবল ॥
হইল প্রভুর আজ্ঞা রহিবার তরে।
ততক্ষণে রহিলেন আজ্ঞা করি শিরে ॥ ৫২ ॥
আপন-গলার মালা অদ্বৈতেরে দিয়া।
"বর মাগ, বর মাগ"—বলেন হাসিয়া ॥
শুনিয়া অদ্বৈত কিছু না করে উত্তর।
"মাগ মাগ"—পুনঃপুনঃ বলে বিশ্বম্ভর ॥
অদ্বৈত বলয়ে—"আর কি মাগিমু বর।
যে বর চাহিনু তাহা পাইনু সকল ॥ ৫৩ ॥

৪৯। "ঠাকুরের" = শ্রীগৌরাঙ্গের।

৫০। "এক……লীলায়" = শ্রীগৌর-ভগবানের লীলা-সাধনের নিমিত্ত কৃষ্ণের একই স্বরূপ-মূর্ত্তি দুই ভাগ হইয়া নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত হইয়াছেন। এতদ্দ্বারা নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত যে একই বস্তু, তাহাই বুঝাইয়া দিতেছেন।

"পূর্ব্বে" = আদিখণ্ড ১ম অধ্যায়ে; (৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

৫১। "কোনো রূপে কহে……গান" = শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু নানা রূপ ধারণ করিয়া বিবিধ-প্রকারে পরম রঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা করিয়া থাকেন—কোন রূপে বা তাঁহার স্তবাদি করেন, কোন রূপে বা তাঁহার ধ্যান করেন এবং কোন রূপে ছত্র, কোন রূপে শয্যা ইত্যাদি নানা সেবা-সামগ্রীর রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সেবা করেন, আবার কোন রূপে বা তাঁহার যশ-কীর্ত্তন করেন।

"নিত্যানন্দ…………ব্যভার" = শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুতে কিছুমাত্র ভেদ নাই জানিতে হইবে। এই অবতারে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য-অবতারে যাঁহারা সুকৃতী পুরুষ, তাঁহারা তাহা বিশেষরূপে অবগত আছেন। তবে যে সজ্জন-গণের পরস্পর কলহ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা প্রকৃতপক্ষে কলহ নহে—উহা কৌতুক মাত্র। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু দু'জনেই হইলেন ঈশ্বর; সুতরাং তাঁহাদের এই সমস্ত আচরণ ঈশ্বরের লীলামাত্র। এ সমস্ত কৌতুকময় লীলা চিন্তার অতীত অর্থাৎ তাঁহাদের কৃপা ব্যতীত কেবল চিন্তা দ্বারা ইহার মর্ম্ম অবগত হওয়া যায় না।

"অনন্ত শঙ্কর" = অনন্ত হইতেছেন শ্রীনিত্যানন্দ এবং শঙ্কর হইতেছেন শ্রীঅদ্বৈত।

৫২। "পক্ষ ধরে" = একজনের দিকে হয়।

"রহিবার তরে" = নৃত্য থামাইবার জন্য।

"ততক্ষণে রহিলেন" = তখনই থামিলেন।

তোমারে সাক্ষাৎ করি আপনে নাচিনু।
চিত্তের অভীষ্ট যত সকল পাইনু॥
কি চাহিমু প্রভু! কিবা শেষ আছে আর।
সাক্ষাতে দেখিনু প্রভু! তোর অবতার॥
কি চাহিমু, কিবা নাহি জানহ আপনে।
কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্য-দরশনে" ॥৫৪॥
মাথা ঢুলাইয়া বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"তোমার নিমিত্তে আমি হইনু গোচর॥
ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন পরচার।
মোর যশে নাচে যেন সকল সংসার॥
ব্রহ্মা-শিব-নারদাদি যারে তপ করে।
হেন ভক্তি বিলাইমু বলিনু তোমারে" ॥৫৫॥
অদ্বৈত বলয়ে "যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা॥
বিদ্যা ধন কুল আদি তপস্যার মদে।
তোর ভক্ত তোর ভক্তি যে যে জন বাধে॥
সে পাপিষ্ঠ-সব দেখি মরুক পুড়িয়া।
চণ্ডালো নাচুক তোর নাম গুণ গাইয়া" ॥৫৬॥
অদ্বৈতের বাক্য শুনি করিলা হুঙ্কার।
প্রভু বলে "সত্য সে তোমার অঙ্গীকার॥"
এই সব বাক্যে সাক্ষী সকল সংসার।
মূর্খ নীচ প্রতি কৃপা হইল তাঁহার॥
চণ্ডালাদি নাচয়ে প্রভুর গুণ-গানে।
ভট্ট মিশ্র চক্রবর্ত্তী সবে নিন্দা জানে॥ ৫৭॥
গ্রন্থ পড়ি, মুণ্ড মুড়ি, কারো বুদ্ধি-নাশ।
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে যাইবেক নাশ॥
অদ্বৈতের বোলে প্রেম পাইল জগতে।
এ সকল কথা কহি মধ্যখণ্ড হৈতে॥
চৈতন্যে অদ্বৈতে যত হৈল প্রেম-কথা।
সকল জানেন সরস্বতী জগন্মাতা॥ ৫৮॥
সেই ভগবতী সর্ব্ব জনের জিহ্বায়।
অনন্ত হইয়া চৈতন্যের যশ গায়॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥
সস্ত্রীকে আনন্দ হৈলা আচার্য্য-গোসাঁই।
অভিমত পাই রহিলেন সেই ঠাঁই॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ৫৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে
শ্রীঅদ্বৈত-মিলন-বর্ণনং নাম
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

৫৪। "কিবা ..আর" = চাহিবার আর কি থাকিতে পারে? ৫৫। "গোচর" = সাক্ষাৎ; অবতীর্ণ। "যারে তপ করে" = যে প্রেমভক্তি লাভ করিবার জন্য তপস্যা করে।

৫৬। "বাধে" = বাধা দেয়; বিঘ্ন করে।

৫৭। "সত্য সে তোমার অঙ্গীকার" = তোমার এই সমস্ত বাক্য ও প্রার্থনা আমি সবই সত্য অর্থাৎ সফল করিব।

"এই সব .....তাঁহার" = সমস্ত জগৎ এই সমস্ত বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, যেহেতু দেখা যাইতেছে, জগতে তিনি মূর্খ ও অধমগণের প্রতিই সমধিক কৃপা করিয়াছেন।

৫৮। "মুণ্ড মুড়ি" = মাথা মুড়াইয়া অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া।

৫৯। "অনন্ত হইয়া" = অশেষ-রূপে। "অভিমত পাই" = ইষ্ট লাভ করিয়া।

সপ্তম অধ্যায়।

নাচে রে চৈতন্য গুণনিধি।
অসাধনে চিন্তামণি হাতে দিল বিধি॥ ধ্রু॥

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্ব-প্রাণ।
জয় জয় নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের প্রেমধাম॥
জয় শ্রীজগদানন্দ-শ্রীগর্ভ-জীবন।
জয় পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি-প্রাণধন॥
জয় জগদীশ-গোপীনাথের ঈশ্বর।
জয় হৌক যত গৌরচন্দ্র-অনুচর॥ ১॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে রঙ্গ করয়ে সদায়॥
অদ্বৈত লইয়া সব বৈষ্ণব-মণ্ডল।
মহা নৃত্য গীত করে কৃষ্ণ-কোলাহল॥
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে।
নিরন্তর বাল্যভাব, আন নাহি স্ফুরে॥ ২॥
আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।
পুত্র-প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায়॥
এবে শুন শ্রীবিদ্যানিধির আগমন।
পুণ্ডরীক নাম—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম॥
প্রাচ্য-ভূমি চাটিগ্রাম ধন্য করিবারে।
তথা তানে অবতীর্ণ করিলা ঈশ্বরে॥ ৩॥
নবদ্বীপে করিলেন ঈশ্বর প্রকাশ।
বিদ্যানিধি না দেখিয়া ছাড়ে প্রভু শ্বাস॥
নৃত্য করি উঠিয়া বসিলা গৌররায়।
"পুণ্ডরীক বাপ" বলি কান্দে উচ্চরায়॥
"পুণ্ডরীক আরে মোর বাপ রে বন্ধু রে।
কবে তোমা দেখিব আরে রে বাপ রে" ॥৪॥
হেন চৈতন্যের প্রিয়পাত্র বিদ্যানিধি।
হেন সব ভক্ত প্রকাশিলা গৌরনিধি॥
প্রভু যে ক্রন্দন করে তান নাম লৈয়া।
ভক্ত-সব কেহো কিছু না বুঝেন ইহা॥
সবে বলে "পুণ্ডরীক বলেন কৃষ্ণেরে।"
'বিদ্যানিধি-নাম' শুনি সবেই বিচারে॥ ৫॥
'কোনো প্রিয় ভক্ত'—ইহা সবে বুঝিলেন।
বাহ্য হৈলে প্রভু-স্থানে সবে বলিলেন॥
"কোন্ ভক্ত লাগি প্রভু! করহ ক্রন্দন।
সত্য আমা-সবা প্রতি করহ কথন॥
আমা-সবার ভাগ্য হউক তানে জানি।
তাঁর জন্ম কর্ম্ম কোথা কহ প্রভু শুনি" ॥৬॥
প্রভু বলে "তোমরা-সকল ভাগ্যবান্।
শুনিতে হইল ইচ্ছা তাঁহার আখ্যান॥
পরম অদ্ভুত তাঁর সকল চরিত্র।
তাঁর নাম-শ্রবণেও সংসার পবিত্র॥

১। "প্রেমধাম" = প্রীতির পাত্র।
"কৃষ্ণ-কোলাহল" = কৃষ্ণ-বিষয়ে তুমুল আন্দোলন বা মহা হৈ চৈ।
৩। "মালিনী" = শ্রীবাসের পত্নী।
"প্রাচ্য-ভূমি" = পূর্ব্বদেশ।
৫। "সবে⋯বিচারে" = সকলে বলিতে লাগিলেন যে, পুণ্ডরীকাক্ষ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝি ভাবাবেশে পুণ্ডরীক বলিয়া ডাকিতেছেন, কিন্তু আবার ভাবিতেছেন যে, তাই বা কি করিয়া হয়, তাহা হইলে আবার ঐ সঙ্গে সঙ্গে 'বিদ্যানিধি' বলিতেছেন কেন? সুতরাং 'কৃষ্ণকে ডাকিতেছেন'—ইহা ত হইতে পারে না, তাহা হইলে অনুমান হয় আর কাহাকেও ডাকিতেছেন-কোন ভক্তকে হইবে।
৬। "জন্ম কর্ম্ম কোথা" = কোথায় বা জন্ম, করেনই বা কি।

বিষয়ীর প্রায় তাঁর পরিচ্ছদ সব।
চিনিতে না পারে কেহো তিঁহো যে বৈষ্ণব ॥৭॥
চাটিগ্রামে জন্ম, বিপ্র, পরম-পণ্ডিত।
পরম সাচার, সর্ব্ব লোকে অপেক্ষিত ॥
কৃষ্ণভক্তি-সিন্ধু-মাঝে ভাসে নিরন্তর।
অশ্রু-কম্প-পুলক-বেষ্টিত কলেবর ॥
গঙ্গাস্নান না করেন পাদস্পর্শ-ভয়ে।
গঙ্গা দরশন করে নিশার সময়ে ॥ ৮ ॥
গঙ্গায় যে সব লোক করে অনাচার।
কুল্লোল, দন্ত-ধাবন, কেশ-সংস্কার ॥
এ সকল দেখিয়া পায়েন মনে ব্যথা।
এতেকে দেখেন গঙ্গা নিশায় সর্ব্বথা ॥
বিচিত্র বিশ্বাস আর এক শুন তান।
দেবার্চ্চন-পূর্ব্বে করে গঙ্গাজল পান ॥ ৯ ॥
তবে সে করেন পূজা-আদি নিত্য-কর্ম্ম।
ইহা সর্ব্ব পণ্ডিতেরে বুঝায়েন ধর্ম্ম ॥
চাটিগ্রামে আছেন, এথাও বাড়ী আছে।
আসিবেন সংপ্রতি, দেখিবা কিছু পাছে ॥
তাঁরে ঝাট কেহো ত চিনিতে না পারিবা।
দেখিলে 'বিষয়ী' মাত্র জ্ঞান সে করিবা ॥১০॥
তাঁরে না দেখিয়া আমি স্বাস্থ্য নাহি পাই।
সবে তাঁরে আকর্ষিয়া আনহ এথাই ॥"
কহি তাঁর কথা প্রভু আবিষ্ট হইলা।
'পুণ্ডরীক বাপ' বলি কান্দিতে লাগিলা ॥

মহা উচ্চৈঃস্বরে প্রভু রোদন করেন।
তাঁহার ভক্তের তত্ত্ব তিনি সে জানেন ॥ ১১ ॥
ভক্ত-তত্ত্ব চৈতন্য-গোসাঁই মাত্র জানে।
সেই ভক্ত জানে যারে কহেন আপনে ॥
ঈশ্বরের আকর্ষণ হৈল তাঁর প্রতি।
নবদ্বীপে আসিতে তাঁহার হৈল মতি ॥
অনেক সেবক সঙ্গে অনেক সম্ভার।
অনেক ব্রাহ্মণ সঙ্গে—শিষ্য-ভক্ত তাঁর ॥ ১২ ॥
আসিয়া রহিলা নবদ্বীপে গূঢ়রূপে।
পরম ভোগীর প্রায় সর্ব্বলোকে দেখে ॥
বৈষ্ণব-সমাজে ইহা কেহো নাহি জানে।
সবে মাত্র মুকুন্দ জানিলা সেই ক্ষণে ॥
শ্রীমুকুন্দ বেজ ওঝা তাঁর তত্ত্ব জানে।
এক সঙ্গে মুকুন্দের জন্ম চাটিগ্রামে ॥ ১৩ ॥
বিদ্যানিধি-আগমন জানিয়া গোসাঁই।
যে হইল আনন্দ তাহার অন্ত নাই ॥
কোনো বৈষ্ণবেরে প্রভু না কহে ভাঙ্গিয়া।
পুণ্ডরীক আছেন বিষয়ি-প্রায় হৈয়া ॥
যত কিছু তাঁর প্রেম-ভক্তির মহত্ত্ব।
মুকুন্দ জানেন আর বাসুদেব দত্ত ॥ ১৪ ॥
মুকুন্দের বড় প্রিয় হয় গদাধর।
একান্ত মুকুন্দ তাঁর সঙ্গে অনুচর ॥
যথাকার যে বার্ত্তা —কহেন আসি সব।
"আজি এথা আইলা এক অদ্ভুত বৈষ্ণব ॥

৮। "সাচার" = সদাচার-সম্পন্ন।

"সর্ব্ব লোকে অপেক্ষিত" = সমস্ত লোক তাঁহাব উপর নির্ভর করেন ; সকলেই তাঁহাকে বিশেষ মান্য করেন।

৯। "দেবার্চ্চন……পান" = গঙ্গাজলের উপর তাঁহার এতদূর বিশ্বাস যে, তাঁহার দৃঢ় ধারণা— 'গঙ্গাজল পান করিলে চিত্তের মালিন্য বিদূরিত হয়', এবং তাহা হইলে তখন সুচারুরূপে ইষ্টদেবের পূজা করিতে পাবা যায় বলিয়া, তিনি পূজাব পূর্ব্বে গঙ্গাজল পান করিতেন।

১২। "সম্ভার" = জিনিস-পত্র।

১৩। "বেজ" – বৈদ্য। "ওঝা" — উপাধ্যায়।

গদাধর পণ্ডিত! শুনহ সাবধানে।
বৈষ্ণব দেখিতে যে বাঞ্ছহ তুমি মনে॥ ১৫॥
অদ্ভুত বৈষ্ণব আজি দেখাব তোমারে।
সেবক করিয়া যেন সঙরে আমারে॥"
শুনি গদাধর বড় হরিষ হইলা।
সেইক্ষণে 'কৃষ্ণ' বলি দেখিতে চলিলা॥
বসিয়া আছেন বিদ্যানিধি-মহাশয়।
সম্মুখে হইল গদাধরের বিজয়॥ ১৬॥
গদাধর-পণ্ডিত করিলা নমস্কার।
বসাইলা আসনে তাঁরে করি পুরস্কার॥
জিজ্ঞাসিলা বিদ্যানিধি মুকুন্দের স্থানে।
কিবা নাম ইঁহার, থাকেন কোন্ গ্রামে॥
বিষ্ণুভক্তি-তেজোময় দেখি কলেবর।
আকৃতি প্রকৃতি—দুই পরম সুন্দর॥ ১৭॥
মুকুন্দ বলেন—'শ্রীগদাধর' নাম।
শিশু হৈতে সংসারে বিরক্ত ভাগ্যবান্॥
'মাধব মিশ্রের পুত্র' কহি ব্যবহারে।
সকল বৈষ্ণব প্রীত বাসেন ইঁহারে॥
ভক্তি-পথে রত, সঙ্গ ভক্তের সহিতে।
শুনিয়া তোমার নাম আইলা দেখিতে॥১৮॥
শুনি বিদ্যানিধি বড় সন্তোষিত হৈলা।
পরম গৌরবে সম্ভাষিবারে লাগিলা॥
বসিয়া আছেন পুণ্ডরীক-মহাশয়।
রাজপুত্র যেন করিয়াছেন বিজয়॥
দিব্য খট্টা হিঙ্গুল-পিত্তলে শোভা করে।
দিব্য চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে॥ ১৯॥
তঁহি দিব্য শয্যা শোভে অতি সূক্ষ্ম বাসে।
পট্ট-নেত বালিস শোভয়ে চারি পাশে॥
বড় ঝারি ছোট ঝারি গুটি পাঁচ সাত।
দিব্য পিত্তলের বাটা, পাকা পাণ তাত॥
দিব্য আলবাটি দুই শোভে দুই পাশে।
পাণ খায়, গদাধর দেখি দেখি হাসে॥ ২০॥
দিব্য ময়ূরের পাখা লই দুইজনে।
বাতাস করিতে আছে দেহে সর্ব্বক্ষণে॥
চন্দনের ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-তিলক কপালে।
গন্ধের সহিত তথি ফাগু-বিন্দু মিলে॥
কি কহিব সে বা কেশ-ভারের সংস্কার।
দিব্য-গন্ধ আমলকী বহি নাহি আর॥ ২১॥
ভক্তির প্রভাবে দেহ মদন-সমান।
যে না চিনে, তার হয় রাজপুত্র-জ্ঞান॥
সম্মুখে বিচিত্র এক দোলা সাহেবান্।
বিষয়ীর প্রায় যেন ব্যভার-সংস্থান॥
দেখিয়া বিষয়ি-রূপ দেব গদাধর।
সন্দেহ বিশেষ কিছু জন্মিল অন্তর॥ ২২॥

১৬। "অদ্ভুত......আমারে" = তোমাকে আজি এমন একজন অসাধারণ বৈষ্ণব দেখাইব, যেন তুমি চিরদিন আমাকে ভৃত্য বলিয়া মনে রাখ।

১৭। "বসাইলা......পুরস্কার" = আদর করিয়া নিজের সামনে বসাইলেন।

১৮। "ব্যবহারে" = লৌকিক হিসাবে।

১৯। "রাজপুত্র.........বিজয়" = দেখিলে মনে হইবে যেন রাজপুত্র বসিয়া রহিয়াছেন। "দিব্য...করে" = উজ্জ্বল পীতবর্ণ পিত্তলে নির্ম্মিত সুন্দর খাট শোভা পাইতেছে। "চন্দ্রাতপ" = চাঁদোয়া।

২০। "পট্ট নেত" = রেশমীবস্ত্র-নির্ম্মিত।

"আলবাটি" = পিকদানি।

২১। "ফাগু বিন্দু" = লাল আবিরের ফোঁটা।

২২। "দোলা সাহেবান্" = জাঁক-জমকের সহিত সুসজ্জিত চতুর্দ্দোলা।

"ব্যভার-সংস্থান" = চাল-চলন।

আজন্ম-বিরক্ত গদাধর-মহাশয়।
বিদ্যানিধি প্রতি কিছু জন্মিল সংশয় ॥
"ভাল ত বৈষ্ণব—সব বিষয়ীর বেশ।
দিব্য ভোগ, দিব্য বাস, দিব্য গন্ধ-কেশ ॥
শুনিয়া ত ভাল ভক্তি আছিল ইহানে।
আছিল যে ভক্তি সেহ গেল দরশনে" ॥ ২৩ ॥
বুঝি গদাধর-চিত্ত শ্রীমুকুন্দানন্দ।
বিদ্যানিধি প্রকাশিতে করিলা আরম্ভ ॥
কৃষ্ণের প্রসাদে গদাধর-অগোচর।
কিছু নাহি, অবেদ্য কৃষ্ণ সে মায়াধর ॥
মুকুন্দ সুস্বর বড়—কৃষ্ণের গায়ন।
পড়িলেন শ্লোক—ভক্তি-মহিমা-বর্ণন ॥ ২৪ ॥
রাক্ষসী পূতনা শিশু খাইতে নির্দ্দয়া।
ঈশ্বরে বধিতে গেলা কালকূট লৈয়া ॥
তাহারেও মাতৃ-পদ দিলেন ঈশ্বরে।
না ভজে অবোধ জীব হেন দয়ালুরে ॥ ২৫ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (৩।২।২৩)—
অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াহপায়যদপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোহন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ ২৬ ॥

দশম-স্কন্ধে চ (ভাঃ ১০।৬।৩৫)—
পূতনা লোক-বালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিং ॥ ২৭ ॥

শুনিলেন মাত্র ভক্তিযোগের বর্ণন।
বিদ্যানিধি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥
নয়নে অপূর্ব্ব বহে শ্রীআনন্দ-ধার।
যেন গঙ্গাদেবীর হইল অবতার ॥
অশ্রু কম্প স্বেদ মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার।
এককালে হইল সবার অবতার ॥ ২৮ ॥
'বোল বোল' বলি মহা লাগিলা গর্জ্জিতে।
স্থির হইতে না পারিলা—পড়িলা ভূমিতে ॥
লাথি আছাড়ের ঘায়ে যতেক সম্ভার।
ভাঙ্গিল সকল—রক্ষা নাহি কারো আর ॥
কোথা গেল দিব্য বাটা, দিব্য গুয়া পাণ।
কোথা গেল ঝারি যাতে করে জল-পান ॥ ২৯ ॥
কোথায় পড়িল গিয়া শয্যা পদাঘাতে।
প্রেমাবেশে দিব্য বস্ত্র চিরে দুই হাতে ॥

২৪। "প্রকাশিতে"—মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য।

"কৃষ্ণের ... .মায়াধর"—কৃষ্ণের কৃপায় গদাধরের অবিদিত কিছুই নাই, কিন্তু তথাপি তিনি বিদ্যানিধিকে দেখিয়া বৈষ্ণব বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না, যেহেতু ইহাও সেই জ্ঞানাতীত কৃষ্ণেরই কার্য্য —তিনি যে অত্যন্ত মায়াবী, তিনি গদাধরকে মোহে অভিভূত করিলেন বলিয়া, গদাধরের শক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি বৈষ্ণব চিনিতে পারিলেন না। এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, সংসারী ভক্তকে বিষয়ী বলিয়া ঘৃণা করা কোনক্রমে উচিত নহে, যেহেতু তাঁহাদের ব্যবহার বিষয়ীর মত হইলেও, তাঁহাদের মধ্যে এরূপ সাধুপুরুষ বিদ্যমান রহিয়াছেন, যাঁহারা সংসার-ত্যাগী বৈষ্ণবেরই তুল্য। এইজন্যই মহাজনেরা বলিয়াছেন :—

'বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।'

২৫। "কালকূট"=মহাতীব্র বিষ।

২৬। আহা মরি, কি আশ্চর্য্য! বকাসুরের ভগিনী পূতনা যে কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত স্তনে তীব্র বিষ মাখাইয়া তাঁহাকে পান করাইয়াছিল, কিন্তু তথাপি যিনি সেই পাপীয়সীকে ধাত্রীর প্রাপ্য গতি প্রদান করিয়াছিলেন, বল দেখি, সেই কৃষ্ণ ভিন্ন এমন দয়ালু আর কে আছে, যে তাহার শরণ লইব ?

২৭। শিশু-হত্যাকারিণী রুধির-লোলুপা পূতনা রাক্ষসী শ্রীহরিকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়েও স্তন দান করিয়া পরমগতি লাভ করিল।

২৮। "অবতার"—আবির্ভাব; উদয়।

কোথা গেল সে বা দিব্য কেশের সংস্কার।
ধূলায় লোটায়, করে ক্রন্দন অপার॥
"কৃষ্ণ রে ঠাকুর মোর, কৃষ্ণ মোর প্রাণ।
মোরে সে করিলে কাষ্ঠ-পাষাণ-সমান" ॥৩০॥
অনুতাপ করিয়া কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে।
"মুই সে বঞ্চিত হৈনু হেন অবতারে॥"
মহা গড়াগড়ি দিয়া যে পাড়ে আছাড়।
সবে মনে ভাবে যেন চূর্ণ হৈল হাড়॥
হেন সে হইল কম্প ভাবের বিকারে।
দশ জনে ধরিলেও ধরিতে না পারে॥ ৩১ ॥
বস্ত্র, শয্যা, ঝারি, বাটা—সকল সম্ভার।
পদাঘাতে সব গেল—কিছু নাহি আর॥
সেবক-সকল যে করিল সম্বরণ।
সকল রহিল সেই ব্যবহার-ধন॥
এইমত কতক্ষণ প্রেম প্রকাশিয়া।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হই থাকিলা পড়িয়া॥ ৩২ ॥
তিলমাত্র ধাতু নাহি সকল শরীরে।
ডুবিলেন 'বিদ্যানিধি' আনন্দ-সাগরে॥
দেখি গদাধর মহা হইলা বিস্মিত।
তখন সে মনে বড় হইলা চিন্তিত॥
"হেন মহাশয়ে আমি অবজ্ঞা করিনু।
কোন্ বা অশুভ ক্ষণে দেখিতে আইনু" ॥৩৩॥
মুকুন্দেরে পরম সন্তোষে করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তাঁর প্রেমানন্দ-জলে॥
"মুকুন্দ! আমার তুমি কৈলে বন্ধু-কার্য্য।
দেখাইলে ভক্ত—বিদ্যানিধি-ভট্টাচার্য্য॥
এমত বৈষ্ণব কি আছেন ত্রিভুবনে।
ত্রিলোক পবিত্র হয় ভক্তি-দরশনে॥ ৩৪ ॥
আজি আমি এড়াইনু পরম সঙ্কট।
সেহো যে কারণ—তুমি আছিলা নিকট॥
বিষয়ীর পরিচ্ছদ দেখিয়া উহান।
'বিষয়ি-বৈষ্ণব'—মোর চিত্তে হৈল জ্ঞান॥
বুঝিয়া আমার চিত্ত তুমি মহাশয়।
প্রকাশিলা পুণ্ডরীক-ভক্তির উদয়॥ ৩৫ ॥
যত খানি আমি করিয়াছি অপরাধ।
ততখানি করাইবা চিত্তের প্রসাদ॥
এ পথে প্রবিষ্ট যত সব ভক্তগণ।
উপদেষ্টা অবশ্য করেন এক জন॥
এ পথেতে আমি উপদেষ্টা নাহি করি।
ইহানেই স্থানে মন্ত্র-উপদেশ ধরি॥ ৩৬ ॥
ইহানে অবজ্ঞা যত করিয়াছি মনে।
শিষ্য হৈলে সব দোষ ক্ষমিবে আপনে॥"
এত ভাবি গদাধর মুকুন্দের স্থানে।
দীক্ষা করিবার কথা কহিলেন তানে॥
শুনিয়া মুকুন্দ বড় সন্তোষ হইলা।
"ভাল ভাল" বলি বড় শ্লাঘিতে লাগিলা ॥৩৭॥
প্রহর দু'য়েতে বিদ্যানিধি মহাধীর।
বাহ্য পাই বসিলেন হইয়া সুস্থির॥
গদাধর-পণ্ডিতের নয়নের জল।
অন্ত নাহি ধারা—অঙ্গ তিতিল সকল॥
দেখিয়া সন্তোষ বিদ্যানিধি-মহাশয়।
কোলে করি থুইলেন আপন-হৃদয়॥ ৩৮ ॥

৩২। "যে করিল সম্বরণ"=যেগুলি সাম্‌লাইল। "ব্যবহার-ধন"=সাংসারিক জিনিস-পত্র।
৩৫। "উদয়"=আবির্ভাব; প্রভাব।
৩৬। "এ পথে"—ভক্তি-পথে। "উপদেষ্টা"—গুরু।
৩৭। "শ্লাঘিতে"=প্রশংসা করিতে।
৩৮। "প্রহর দু'য়েতে"=১৫ দণ্ড বা ৬ ঘণ্টা পরে। "আপন-হৃদয়"=নিজ-বক্ষে।

পরম সম্ভ্রমে রহিলেন গদাধর।
মুকুন্দ কহেন তাঁর মনের উত্তর॥
"ব্যবহারে ঠাকুরাল দেখিয়া তোমার।
পূর্ব্বে কিছু চিত্ত দূষিয়াছিল উঁহার॥
এবে তার প্রায়শ্চিত্ত চিন্তিল আপনে।
মন্ত্র-দীক্ষা করিবেন তোমারই স্থানে॥ ৩৯॥
বিষ্ণু-ভক্ত বিরক্ত শৈশবে বিজ্ঞ-রীত।
মাধব মিশ্রের কুল-নন্দন উচিত॥
শিশু হৈতে ঈশ্বরের সঙ্গে অনুচর।
গুরু-শিষ্য যোগ্য—পুণ্ডরীক-গদাধর॥
আপনে বুঝিয়া চিত্তে এক শুভ দিনে।
নিজ-ইষ্টমন্ত্র-দীক্ষা করাহ ইহানে"॥ ৪০॥
শুনিয়া হাসেন পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি।
"আমারে ত মহারত্ন মিলাইলা বিধি॥
করাইমু ইহাতে সন্দেহ কিছু নাই।
বহু-জন্ম-ভাগ্যে সে এমত শিষ্য পাই॥
এই যে আইসে শুক্ল-পক্ষের দ্বাদশী।
সর্ব্ব শুভ লগ্ন ইথি মিলিবেক আসি॥ ৪১॥
ইহাতে সঙ্কল্প-সিদ্ধি হইবে তোমার।"
শুনি গদাধর হর্ষে কৈলা নমস্কার॥
সে দিন মুকুন্দ-সঙ্গে হইয়া বিদায়।
আইলেন গদাধর যথা গৌররায়॥
বিদ্যানিধি-আগমন শুনি বিশ্বম্ভর।
অনন্ত-হরিষ প্রভু হইলা অন্তর॥ ৪২॥

বিদ্যানিধি-মহাশয় অলক্ষিত-রূপে।
রাত্রি করি আইলেন প্রভুর সমীপে॥
সর্ব্ব সঙ্গ ছাড়ি একেশ্বর-মাত্র হৈয়া।
প্রভু দেখি মাত্র পড়িলেন মূর্চ্ছা হৈয়া॥
দণ্ডবৎ প্রভুরে না পারিলা করিতে।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িলা ভূমিতে॥৪৩॥
ক্ষণেকে চৈতন্য পাই করিলা হুঙ্কার।
কান্দে পুনঃ আপনাকে করিয়া ধিক্কার॥
"কৃষ্ণ রে! পরাণ মোর, কৃষ্ণ মোর বাপ।
মুই অপরাধীরে কতেক দেহ তাপ॥
সর্ব্ব জগতেরে বাপ উদ্ধার করিলে।
সবে মাত্র মোরে তুমি একেলা বঞ্চিলে"॥৪৪॥
'বিদ্যানিধি'-হেন কোনো বৈষ্ণব না চিনে।
সবেই কান্দেন মাত্র তাঁহার ক্রন্দনে॥
নিজ-প্রিয়তম জানি শ্রীভক্তবৎসল।
সম্ভ্রমে উঠিয়া কোলে কৈলা বিশ্বম্ভর॥
"পুণ্ডরীক বাপ!" বলি কান্দেন ঈশ্বর।
"বাপ দেখিলাম আজি নয়ন-গোচর"॥ ৪৫॥
তখনে সে জানিলেন সর্ব্ব ভক্তগণ।
বিদ্যানিধি-গোসাঁইর হৈল আগমন॥
তখনে সে হৈল সর্ব্ব-বৈষ্ণব-ক্রন্দন।
পরম অদ্ভুত—তাহা না যায় বর্ণন॥
বিদ্যানিধি বক্ষে করি শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রেম-জলে সিঞ্চিলেন তাঁর কলেবর॥ ৪৬॥

৩৯। "মনের উত্তর"=মনের কথা।
৪০। "ব্যবহারে ....তোমার"=লৌকিক আচরণ হিসাবে অর্থাৎ বিষয়ি-লোকের মত তোমার ভোগ-বিলাসাদি দেখিয়া।
৪০। "বিষ্ণু-ভক্ত......উচিত"=এই গদাধর পরম ভক্তিমান্, শিশুকাল হইতেই সংসারে অনাসক্ত এ জ্ঞানবান্। ইনি মাধব মিশ্রের পুত্র—বংশের সুযোগ্য পুত্র বটে। ৪৫। "বিদ্যানিধি......চিনে" ভক্তগণ বিদ্যানিধি বলিয়া তাঁহাকে বা অন্য কাহাকে জানেন না। "নয়ন-গোচর"=সাক্ষাৎ

'প্রিয়তম প্রভুর'—জানিয়া ভক্তগণে।
প্রীতি, ভয়, আত্মতা সবার হৈল তানে॥
বক্ষ হৈতে বিদ্যানিধি না ছাড়ে ঈশ্বরে।
লীন হৈলা প্রভু যেন তাঁহার শরীরে॥
প্রহরেক গৌরচন্দ্র আছেন নিশ্চলে।
তবে প্রভু বাহ্য পাই ডাকি 'হরি' বলে ॥৪৭॥
আজি কৃষ্ণ বাঞ্ছা-সিদ্ধি করিলা আমার।
আজি পাইলাঙ সর্ব্ব-মনোরথ-পার॥
সকল বৈষ্ণব-সঙ্গে করিলা মিলন।
পুণ্ডরীক লই সবে করেন কীর্ত্তন॥
"ইহার পদবী 'পুণ্ডরীক—প্রেমনিধি'।
প্রেম-ভক্তি বিলাইতে গড়িলেন বিধি" ॥৪৮॥
এইমত তাঁর গুণ বর্ণিয়া বর্ণিয়া।
উচ্চৈঃস্বরে 'হরি' বলে শ্রীভুজ তুলিয়া॥
প্রভু বলে "আজি শুভ প্রভাত আমার।
আজি মহামঙ্গল সে বাসি আপনার॥
নিদ্রা হৈতে আজি উঠিলাম শুভক্ষণে।
দেখিলাম প্রেমনিধি সাক্ষাৎ নয়নে" ॥ ৪৯ ॥
শ্রীপ্রেমনিধির আসি হৈল বাহ্যজ্ঞান।
তখনে সে প্রভু চিনি করিলা প্রণাম॥

অদ্বৈত-দেবেরে আগে করি নমস্কার।
যথাযোগ্য প্রেম-ভক্তি কৈলেন সবার॥
পরম সন্তোষ হৈলা সর্ব্ব ভক্তগণে।
হেন প্রেমনিধি-পুণ্ডরীক-দরশনে ॥ ৫০ ॥
ক্ষণেকে যে হৈল প্রেমভক্তি-আবির্ভাব।
তাহা বর্ণিবার পাত্র ব্যাস মহাভাগ॥
গদাধর আজ্ঞা মাগিলেন প্রভু-স্থানে।
পুণ্ডরীক-মুখে মন্ত্র-গ্রহণ-কারণে॥
"না জানিয়া উহান অগম্য ব্যবহার।
চিত্তে অবজ্ঞান হইয়াছিল আমার ॥ ৫১ ॥
এতেকে উহান আমি হইবাঙ শিষ্য।
শিষ্য-অপরাধ গুরু ক্ষমিবে অবশ্য॥"
গদাধর-বাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা।
"শীঘ্র কর, শীঘ্র কর" বলিতে লাগিলা॥
তবে গদাধর-দেব 'প্রেমনিধি'-স্থানে।
মন্ত্র-দীক্ষা করিলেন সন্তোষে আপনে ॥ ৫২
কি কহিব আর পুণ্ডরীকের মহিমা।
গদাধর শিষ্য—তাঁর ভক্তির এই সীমা॥
কহিলাম কিছু বিদ্যানিধির আখ্যান।
এই মোর কাম্য—যেন দেখা পাই তান॥

৪৭। "প্রীতি……তানে" = সকলেরই তাঁহার প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা জন্মিল, তাঁহার প্রতি যেন কোনরূপ অসম্মান না হয়, সকলের হৃদয়েই এরূপ সাবধানতা-সূচক ভয় জন্মিল এবং তাঁহাকে পরমাত্মীয় বলিয়া সকলের জ্ঞান হইল। ভক্তের প্রতি ভক্তের এই সমস্ত ভাব না হইলে পদে পদে অপরাধী হইতে হয় এবং তন্নিমিত্ত কৃষ্ণ-ভজন বিফল হইয়া যায়।

"লীন হৈলা" = মিশাইয়া গেলেন।

"নিশ্চলে" = জড়প্রায় হইয়া।

৪৮। "পাইলাঙ সর্ব্ব-মনোরথ-পার" = স মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

"ইঁহার……প্রেমনিধি" = মহাপ্রভু বড় আ করিয়া বলিলেন—ইনি 'বিদ্যানিধি' নহেন, ই 'প্রেমনিধি'।

৫০। "তখন সে প্রভু চিনি" = তখন তি মহাপ্রভুকে আপনার প্রভু বলিয়া চিনিতে পারি অর্থাৎ ইনিই আমার প্রভু কৃষ্ণ আসিয়া অবর্ত হইয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া।

৫১। "অবজ্ঞান" = অশ্রদ্ধা; তাচ্ছীল্য-জ্ঞান।

যোগ্য গুরু-শিষ্য— পুণ্ডরীক-গদাধর।
দুই—কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়-কলেবর॥ ৫৩ ॥
পুণ্ডরীক গদাধর দুইর মিলন।
যে পড়ে যে শুনে তারে মিলে প্রেমধন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি-মিলন-বর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টম অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্ব-প্রাণ।
জয় নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের প্রেম-ধাম॥
জয় শ্রীজগদানন্দ-শ্রীগর্ভ-জীবন।
জয় পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি-প্রাণধন॥
জয় জগদীশ-গোপীনাথের ঈশ্বর।
জয় হউ যত গৌরচন্দ্র-অনুচর॥ ১ ॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে রঙ্গ করয়ে সদায়॥
অদ্বৈত লইয়া সর্ব্ব বৈষ্ণব-মণ্ডল।
মহা নৃত্য গীত করে কৃষ্ণ-কোলাহল॥
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে।
নিরন্তর বাল্যভাব, আর নাহি স্ফুরে॥ ২ ॥
আপনে তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।
পুত্র-প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায়॥
নিত্যানন্দ-অনুভাব জানে পতিব্রতা।
নিত্যানন্দ-সেবা করে যেন পুত্র মাতা॥
একদিন প্রভু শ্রীনিবাসের সহিত।
বসিয়া কহেন কথা—কৃষ্ণের চরিত॥ ৩ ॥
পণ্ডিতেরে পরীক্ষয়ে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"এই অবধূতে কেনে রাখ নিরন্তর॥
কোন্ জাতি কোন্ কুল কিছুই না জানি।
পরম উদার তুমি—বলিলাম আমি॥
আপনার জাতি-কুল যদি রক্ষা চাও।
তবে ঝাট এই অবধূতেরে ঘুচাও" ॥ ৪ ॥
ঈষত হাসিয়া বলে শ্রীবাস-পণ্ডিত।
"আমারে পরীক্ষা প্রভু!—এ নহে উচিত॥
দিনেকো যে তোমা ভজে সে আমার প্রাণ।
নিত্যানন্দ তোর দেহ—মো হ'তে প্রমাণ॥

৫৩। "গদাধব........সীমা"=গদাধরের ন্যায় এরূপ পরম ভক্ত যাঁর শিষ্য হইলেন, তাঁর ভক্তি যে কত দূর. তাহা ত ইহা হইতেই অনায়াসে বুঝা যায়।

২। "রঙ্গ"=কৌতুক ও আনন্দময় লীলা।

৩। "নিত্যানন্দ-অনুভাব......মাতা"=শ্রীবাস-পত্নী পরম-পতিব্রতা শ্রীমালিনী-দেবী নিত্যানন্দ-প্রভুর মহিমা বিশেষরূপ অবগত আছেন। মাতা যেমন পুত্রের সেবা করেন, তিনিও সেইরূপ পুত্র-স্নেহে নিত্যানন্দের সেবা করিতে লাগিলেন।

৪। "পরম......আমি"=তুমি অত্যন্ত সরল-প্রকৃতির লোক, সামাজিকতা ত কিছু বুঝ না, পাছে তোমার সামাজিক কিছু অনিষ্ট হয়, সেই জন্যই তোমাকে এই বলিতেছি যে।

"অবধূতেরে ঘুচাও"=সন্ন্যাসীরে দূর কর।

৫। "নিত্যানন্দ........ ..... প্রমাণ"=তুমি ও নিত্যানন্দ যে অভিন্ন, তাহা আমা হইতেই বুঝিতে পারিতেছি, যেহেতু আমি তোমাকেও যেমন ভগবান্-রূপে দেখি ও ভালবাসি, নিত্যানন্দের প্রতিও আমার ঠিক সেইরূপ ভাবই হইয়াছে;

মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
জাতি প্রাণ ধন যদি মোর নাশ করে॥
তথাপি মোহার চিত্তে নহিব অন্যথা।
সত্য সত্য তোমারে কহিনু এই কথা" ॥ ৫ ॥
এতেক শুনিল যদি শ্রীবাসের মুখে।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু উঠে তার বুকে॥
প্রভু বলে "কি বলিলা পণ্ডিত শ্রীবাস।
নিত্যানন্দ প্রতি তোর এতেক বিশ্বাস॥ ৬॥
মোর গোপ্য নিত্যানন্দ জানিলা সে তুমি।
তোমারে সন্তুষ্ট হৈয়া বর দিয়ে আমি॥
'যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে নগরে নগরে।
তথাপি দারিদ্র্য তোর নহিবেক ঘরে॥
বিড়াল-কুক্কুর-আদি তোমার বাড়ীর।
সবার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির' ॥ ৭ ॥
নিত্যানন্দে সমর্পিল আমি তোমা-স্থানে।
সর্ব্বমতে সম্বরণ করিবা আপনে॥"
শ্রীবাসেরে বর দিয়া প্রভু গেলা ঘর।
নিত্যানন্দ ভ্রমে সব নদীয়া-নগর॥
ক্ষণেক গঙ্গার মাঝে এড়েন সাঁতার।
মহাস্রোতে লৈয়া যায়—সন্তোষ অপার॥ ৮॥
বালক-সবার সঙ্গে ক্ষণে ক্রীড়া করে।
ক্ষণে যায় গঙ্গাদাস-মুরারির ঘরে॥
প্রভুর বাড়ীতে ক্ষণে যায়েন ধাইয়া।
বড় স্নেহ করে আই তাহানে দেখিয়া॥
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ।
ধরিবারে যায়—আই করে পলায়ন॥ ৯॥
একদিন আই কিছু দেখিলা স্বপনে।
নিভৃতে কহিলা পুত্র-বিশ্বম্ভর-স্থানে॥
"নিশি-অবশেষে মুই দেখিনু স্বপন।
তুমি আর নিত্যানন্দ এই দুই জন॥
বৎসর পাঁচের দুই ছাওয়াল হৈয়া।
মারামারি করি দোঁহে বেড়াও ধাইয়া॥ ১০॥
দুই জনে সান্ধাইলা গোসাঁইর ঘরে।
রাম কৃষ্ণ লই দোঁহে হইলা বাহিরে॥
তার হাতে কৃষ্ণ, তুমি লই বলরাম।
চারি জনে মারামারি মোর বিদ্যমান॥
রাম-কৃষ্ণ ঠাকুর বলয়ে ক্রুদ্ধ হৈয়া।
'কে তোরা ঢাঙ্গাতি দুই বাহিরাও গিয়া॥ ১১
এ বাড়ী এ ঘর সব আমা-দোঁহাকার।
এ সন্দেশ দধি দুগ্ধ যত উপহার॥'
নিত্যানন্দ বলয়ে 'সে কাল গেল বৈয়া।
যে কালে খাইলে দধি নবনী লুটিয়া॥
ঘুচিল গোয়ালা—হৈল বিপ্র-অধিকার।
আপনা চিনিয়া ছাড় সব উপহার॥ ১২॥

সুতরাং আমি বুঝিতে পারিতেছি, তোমাতে ও নিত্যানন্দে কোনও ভেদ নাই অর্থাৎ নিত্যানন্দ তোমারই দ্বিতীয় কলেবর, এবং সেই জন্যই তোমাদের দু'জনের প্রতি আমার সমান ভালবাসা হইয়াছে।

"মদিরা…… ..কথা" = এতদ্দ্বারা শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর প্রতি শ্রীবাস-মহাশয়ের চূড়ান্ত বিশ্বাস ও ভক্তি ব্যঞ্জিত হইতেছে।

৮। "সম্বরণ" = আদর-যত্ন ও পরিপালন; সেবা-শুশ্রূষা।

১১। "সান্ধাইলা গোসাঁইর ঘরে" = ঠাকুর-ঘরে সাঁধাইলেন—ঢুকিলেন।

"মোর বিদ্যমান" = আমার সাক্ষাতেই।

১২। "যে কালে………মারণ" = যখন ব্রজে ব্রজগোপেশ্বরী মা যশোদার ঘরে কৃষ্ণ বলরাম হইয়া ক্ষীর, সর, ননী চুরি করিয়া খেয়েছ, সে কাল চলে গেছে, এখন এখানে গোয়ালা তোমরা—

প্রীতে যদি না ছাড়িবা খাইবা মারণ।
লুটিয়া খাইলে বা রাখিবে কোন্ জন'॥
রাম কৃষ্ণ বলে 'আজি মোর দোষ নাই।
বান্ধিয়া এড়িমু দুই ঢঙ্গ এই ঠাঁই॥
দোহাই কৃষ্ণের যদি করোঁ আজি আন'।
নিত্যানন্দ প্রতি তর্জ্জ-গর্জ্জ করে রাম॥ ১৩॥
নিত্যানন্দ বলে 'তোর কৃষ্ণেরে কি ডর।
গৌরচন্দ্র বিশ্বম্ভর—আমার ঈশ্বর'॥
এইমত কলহ করহ চারি জন।
কাড়াকাড়ি করি সব করহ ভোজন॥ ১৪॥
কাহারো হাতের কেহো কাড়ি লই যায়।
কাহারো মুখের কেহো মুখ দিয়া খায়॥
'জননি!' বলিয়া নিত্যানন্দ ডাকে মোরে।
'অন্ন দেহ মাতা! মোরে, ক্ষুধা বড় করে'॥
এতেক বলিতে মুই চেতন পাইনু।
কিছু না বুঝিনু মুই তোমারে কহিনু"॥ ১৫॥
হাসে প্রভু বিশ্বম্ভর শুনিয়া স্বপন।
জননীর প্রতি বলে মধুর বচন॥
"বড়ই সুস্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ মাতা।
আর কারো ঠাঁই পাছে কহ এই কথা॥
আমার ঘরের মূর্ত্তি পরতেক বড়।
মোর চিত্তে তোমার স্বপ্নেতে হৈল দঢ়॥১৬॥
মুই দেখোঁ বারেবারে নৈবেদ্যের সাজে।
আধাআধি না থাকে, না কহোঁ কারে লাজে॥
তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল।
আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল॥"
হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা—স্বামীর বচনে।
অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্ন-কথা শুনে॥ ১৭॥
বিশ্বম্ভর বলে "মাতা! শুনহ বচন।
নিত্যানন্দে আনি শীঘ্র করাহ ভোজন॥"
পুত্রের বচনে শচী হরিষ হইলা।
ভিক্ষার সামগ্রী যত করিতে লাগিলা॥
নিত্যানন্দ-স্থানে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
নিমন্ত্রণ গিয়া তানে করিলা সত্বর॥ ১৮॥
"আমার বাড়ীতে আজি গোসাঁইর ভিক্ষা।
চঞ্চলতা না করিবা—করাইল শিক্ষা॥"
কর্ণ ধরি নিত্যানন্দ "বিষ্ণু বিষ্ণু" বলে।
"চঞ্চলতা করে যত পাগল-সকলে॥
এ বুঝিয়ে মোরে তুমি বাসহ চঞ্চল।
আপনার মত তুমি দেখহ সকল"॥ ১৯॥
এত বলি দুই জনে হাসিতে হাসিতে।
কৃষ্ণ-কথা কহি কহি আইলা বাড়ীতে॥
হাসিয়া বসিলা এক ঠাঁই দুই জন।
গদাধর-আদি আর পরমাপ্তগণ॥
ঈশান দিলেন জল ধুইতে চরণ।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে গেলা করিতে ভোজন॥২০॥
বসিলেন দুই প্রভু করিতে ভোজন।
কৌশল্যার ঘরে যেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥

তোমাদের কোনও অধিকার নাই, এখানে এখন ব্রাহ্মণ আমরা—আমাদেরই অধিকার, তোমরা মানে মানে পালাও, নতুবা তোমাদের আর রক্ষা নাই।

১৩। "দোহাই .....আন" = এ যদি আজি না করি ত কৃষ্ণের দিব্যি অর্থাৎ নিশ্চয়ই করিব।

১৬। "আমার... .....বড়" = আমাদের গৃহে যে ঠাকুর অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ রহিয়াছেন, ইনি বড়ই প্রত্যক্ষ অর্থাৎ বড়ই জাগ্রত।

১৯। "এ বুঝিয়ে...সকল" = ইহা হইল ব্যাজস্তুতি অর্থাৎ পরিহাসচ্ছলে প্রশংসা। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরচন্দ্রকে বলিলেন, তুমি নিজে যেমন কৃষ্ণপ্রেমে পাগল

এইমত দুই প্রভু করয়ে ভোজন।
সেই ভাব, সেই প্রেম, সেই দুই জন॥
পরিবেশন করে আই মনের সন্তোষে।
ত্রিভাগ হইল ভিক্ষা—দুই জন হাসে॥ ২১॥
আরবার আসি আই দুই জন দেখে।
বৎসর পাঁচের শিশু দেখে পরতেকে॥
কৃষ্ণ শুক্ল বর্ণ দেখে দুই মনোহর।
দুই জন চতুর্ভুজ, দুই দিগম্বর॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীহল মুষল।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ দেখে মকর-কুণ্ডল॥ ২২॥
আপনার বধূ দেখে পুত্রের হৃদয়ে।
সকৃৎ দেখিয়া আর দেখিতে না পায়ে॥
পড়িলা মূর্চ্ছিত হৈয়া পৃথিবীর তলে।
তিতিল বসন সব নয়নের জলে॥
অন্নময় সর্ব্ব ঘর হইল তখনে।
অপূর্ব্ব দেখিয়া শচী বাহ্য নাহি জানে॥ ২৩॥
আথে-ব্যথে মহাপ্রভু আচমন করি।
গায়ে হাত দিয়া জননীরে তোলে ধরি॥
"উঠ উঠ মাতা! তুমি স্থির কর চিত।
কেনে বা পড়িলা পৃথিবীতে আচম্বিত'॥"
বাহ্য পাই আই আথে-ব্যথে কেশ বান্ধে।
না বলয়ে কিছু আই গৃহ-মধ্যে কান্দে॥ ২৪॥

মহা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে কম্প সর্ব্ব গায়।
প্রেমে পরিপূর্ণ হৈলা, কিছু নাহি ভায়॥
ঈশান করিলা সব গৃহ উপস্কার।
যত ছিল অবশেষ সকল তাঁহার॥
সেবিলেন সর্ব্বকাল আইরে ঈশান।
চতুর্দ্দশ-লোক-মধ্যে মহা-ভাগ্যবান্॥ ২৫॥
এইমত অনেক কৌতুক প্রতিদিনে।
মর্ম্মী ভৃত্য বহি ইহা কেহো নাহি জানে॥
মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর পাষণ্ড॥
এইমত গৌরচন্দ্র নবদ্বীপ-মাঝে।
কীর্ত্তন করেন সব-ভকত-সমাজে॥ ২৬॥
যত যত স্থানে সব পার্ষদ জন্মিলা।
অল্পে অল্পে সবে নবদ্বীপেরে আইলা॥
সবে জানিলেন ঈশ্বরের অবতার।
আনন্দ-স্বরূপ চিত্ত হইল সবার॥
প্রভুর প্রকাশ দেখি বৈষ্ণব-সকল।
অভয় পরমানন্দে হইলা বিহ্বল॥ ২৭॥
প্রভুও সবারে দেখে প্রাণের সমান।
সবেই প্রভুর পারিষদের প্রধান॥
বেদে যাঁরে নিরবধি করে অন্বেষণ।
সে প্রভু সবারে করে প্রেম-আলিঙ্গন॥

হইয়া কতরূপ চঞ্চলতা কর, লোককেও বুঝি সেই রকমই মনে কর।

২০। "ঈশান" = মহাপ্রভুর বাড়ীর ভৃত্য।

২১। "ত্রিভাগ...... .. ..হাসে" = শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ দুই জনে ভোজনে বসিয়াছেন, আই কিন্তু তিন খানি পাতা করিয়া যেন তিন জনের পরিবেশন করিতেছেন; সুতরাং এক খানি খালি পাতায় পরিবেশন করিতেছেন দেখিয়া, আইর ভুল হইয়াছে মনে করিয়া, দুই জনে হাসিতে লাগিলেন; আইর কিন্তু তখন হয় ত বিশ্বরূপের কথা মনে পড়িয়া স্নেহভরে তাঁহার জন্যই একখান পাতা করিয়াছেন।

২৩। "অন্নময় ...তখনে" = শচীমাতার হস্ত হইতে অন্নের থালা পড়িয়া যাওয়ায় উহা ছড়াইয়া সব ঘরময় হইল।

২৫। "কিছু নাহি ভায়" = কিছুই ভাল লাগে না।

নিরন্তর সবার মন্দিরে প্রভু যায়।
চতুর্ভুজ-ষড়্ ভুজাদি বিগ্রহ দেখায়॥ ২৮॥
ক্ষণে যায় গঙ্গাদাস-মুরারির ঘরে।
ক্ষণে চলেন আচার্য্যরত্নের মন্দিরে॥
নিরবধি নিত্যানন্দ থাকেন সংহতি।
প্রভু-নিত্যানন্দের বিচ্ছেদ নাহি কতি॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের বাল্য নিরন্তর।
সর্ব্বভাবে আবেশিত প্রভু-বিশ্বম্ভর॥ ২৯॥
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ বামন নরসিংহ।
ভাগ্য-অনুরূপ দেখে চরণের ভৃঙ্গ॥
কোনো দিন গোপী-ভাবে করেন রোদন।
কারে বলে রাত্রি দিন নাহিক স্মরণ॥
কোনো দিন উদ্ধব-অক্রূর-ভাব হয়।
কোনো দিন রাম-ভাবে মদিরা যাচয়॥৩০॥
কোনো দিন চতুর্ম্মুখ-ভাবে বিশ্বম্ভর।
ব্রহ্ম-স্তব পঢ়ি পড়ে পৃথিবী-উপর॥
কোনো দিন প্রহ্লাদ-ভাবেতে স্তুতি করে।
এইমত প্রভু ভক্তি-সাগরে বিহরে॥
দেখিয়া আনন্দে ভাসে শচী জগন্মাতা।
'বাহিরায় পুত্র পাছে' এই মনঃকথা॥ ৩১॥
আই বলে "বাপ! গিয়া কর গঙ্গাস্নান।"
প্রভু বলে "বল মাতা! জয় কৃষ্ণ রাম॥"
যত কিছু করে শচী পুত্রেরে উত্তর।
কৃষ্ণ বহি কিছু নাহি বলে বিশ্বম্ভর॥
অচিন্ত্য আবেশ সেই বুঝন না যায়।
যখন যে হয় সেই অপূর্ব্ব দেখায়॥ ৩২॥
একদিন আসি এক শিবের গায়ন।
ডমরু বাজায়—গায় শিবের কথন॥
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।
গাইয়ে শিবের গীত বেঢ়ি নৃত্য করে॥
শঙ্করের গুণ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
হইলা শঙ্কর-মূর্ত্তি দিব্য-জটাধর॥ ৩৩॥
এক লম্ফে উঠি তার স্কন্ধের উপর।
হুঙ্কার করিয়া বলে—"মুই সে শঙ্কর॥"
কেহো দেখে জটা শিঙ্গা ডমরু বাজায়।
'বোল বোল' মহাপ্রভু বোলয়ে সদায়॥
সে মহাপুরুষে যত শিব-গীত গাইল।
পরিপূর্ণ ফল তার একত্র পাইল॥ ৩৪॥
সেই সে গাইল শিব নির্অপরাধে।
গৌরচন্দ্র আরোহণ কৈলা যার কান্ধে॥

"যত......তাঁহার" = শচীমাতার বাকী কার্য্য যাহা কিছু ছিল।

২৯। "নিত্যানন্দ-স্বরূপের.........বিশ্বম্ভর" = শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর ভাব হইতেছে সর্ব্বদাই বাল্যভাব —তাঁহার আর অন্য ভাব নাই, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুতে সর্ব্ব ভাবই বিরাজিত, তিনি সর্ব্ব ভাবেই আবিষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা যে কিরূপ, তাহা মূলগ্রন্থে পরেই বর্ণনা করিয়াছেন।

৩০। "রাম-ভাবে" = বলরাম-ভাবে।

৩১। "ব্রহ্মস্তব" = শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ব্রহ্মমোহ-উপাখ্যানে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

"প্রহ্লাদ.........করে" = শ্রীপ্রহ্লাদ-মহাশয়-কৃত শ্রীনৃসিংহদেবের স্তব।

"বাহিরায় ....মনঃকথা" = কিন্তু শচীমাতার মনে সর্ব্বদাই এই ভয় হয়, পাছে বিশ্বম্ভর বাটী হইতে বাহির হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে।

৩২। "উত্তর" = আদেশ বা অনুরোধ।

৩৩। "ডমরু" = ডুগ্ ডুগি।

"বেঢ়ি নৃত্য করে" = ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচে।

৩৪। "সে.........পাইল" = সেই মহাপুরুষ যে

বাহ্য পাই নামিলেন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আপনে দিলেন ভিক্ষা ঝুলির ভিতর॥
কৃতার্থ হইয়া সেই পুরুষ চলিল।
হরিধ্বনি সর্ব্ব গণে মঙ্গল উঠিল॥ ৩৫॥
জয় পাই উঠে কৃষ্ণভক্তির প্রকাশ।
ঈশ্বর-সহিত সর্ব্ব দাসের বিলাস॥
প্রভু বলে "ভাই-সব! শুন মন্ত্র-সার।
রাত্রি কেনে মিথ্যা যায় আমা-সবাকার॥
আজি হৈতে নির্ব্বন্ধিত করহ সকল।
নিশায় করিব-সবে কীর্ত্তন-মঙ্গল॥ ৩৬॥
সঙ্কীর্ত্তন করিয়া সকল-গণ-সনে।
ভক্তি-স্বরূপিণী গঙ্গা করিব মজ্জনে॥
জগত উদ্ধার হউ শুনি কৃষ্ণনাম।
পরমার্থে তোমরা সবার ধন প্রাণ॥"
সর্ব্ব বৈষ্ণবের হৈল শুনিয়া উল্লাস।
আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন-বিলাস॥ ৩৭॥
শ্রীবাস-মন্দিরে প্রতি নিশায় কীর্ত্তন।
কোনো দিন হয় চন্দ্রশেখর-ভবন॥

নিত্যানন্দ, গদাধর, অদ্বৈত, শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি, মুরারি, হিরণ্য, হরিদাস॥
গঙ্গাদাস, বনমালী, বিজয়, নন্দন।
জগদানন্দ, বুদ্ধিমন্ত-খান, নারায়ণ॥ ৩৮॥
কাশীশ্বর, বাসুদেব, রাম, গরুড়াই।
গোবিন্দ, গোবিন্দানন্দ সকলে তথাই॥
গোপীনাথ, জগদীশ, শ্রীমান্, শ্রীধর।
সদাশিব, বক্রেশ্বর, শ্রীগর্ভ, শুক্লাম্বর॥
ব্রহ্মানন্দ, পুরুষোত্তম-সঞ্জয়াদি যত।
অনন্ত চৈতন্য-ভৃত্য—নাম জানি কত॥ ৩৯॥
সবাই প্রভুর নৃত্যে থাকেন সংহতি।
পারিষদ বহি আর কেহো নাহি তথি॥
প্রভুর হুঙ্কার আর নিশা-হরিধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি॥
শুনিয়া পাষণ্ডী-সব মরয়ে বল্গিয়া।
নিশায় এ গুলা খায় মদিরা আনিয়া॥ ৪০॥
এ গুলা সকলে মধুমতী-সিদ্ধি জানে।
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে॥

এতকাল ধরিয়া শিবের গুণ-কীর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিয়া তিনি সেই শিব-কীর্ত্তনের পূর্ণ-ফল প্রাপ্ত হইলেন। সমস্ত নদীই যেমন সাগরে গিয়া পতিত হয়, সর্ব্বদেবোপাসকগণই তদ্রূপ পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণ-মনোরথ হন।

৩৬। "জয়........বিলাস"=হরিনামের সেই জয়-কীর্ত্তন ও জয়ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভক্তগণের হৃদয়ে ভক্তিভাব উচ্ছলিত হইয়া উঠিল এবং ঈশ্বরের অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত তদীয় দাস অর্থাৎ ভক্তগণ পরমানন্দে বিলাস করিতে লাগিলেন।

"শুন মন্ত্র-সার"=সার কথা শ্রবণ কর।

"নির্ব্বন্ধিত করহ সকল"=সকলে এই বাঁধাবাঁধি অর্থাৎ দৃঢ় নিয়ম কর যে।

৩৭। "পরমার্থে........প্রাণ"=লোকে যেমন ধন ও প্রাণ মঙ্গলের বিষয় মনে করে, তোমরাও তদ্রূপ পরমার্থ হিসাবে সকলের ধন-প্রাণ-সদৃশ হও অর্থাৎ পরম মঙ্গলের বিষয় হও। শ্রীকৃষ্ণভক্তি-লাভই অবশ্য জীবের পরম মঙ্গল, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মঙ্গল জীবের পক্ষে আর হইতে পারে না। তোমরা কৃষ্ণ-নাম কীর্ত্তন করিয়া, অকাতরে কৃষ্ণ-ভক্তি বিতরণ পূর্ব্বক, জীবের পরম মঙ্গল সাধন কর।

৪১। "মধুমতী-সিদ্ধি"=মধুমতী—দেবী-বিশেষ। তাঁহার সাধনা দ্বারা সিদ্ধি লাভ হইলে শত শত

চারি প্রহর নিশা নিদ্রা যাইতে না পাই।
'বোল বোল' হুহুঙ্কার শুনিয়ে সদাই॥"
বলিয়া মরয়ে যত পাষণ্ডীর গণ।
আনন্দে কীর্ত্তন করে শ্রীশচীনন্দন॥ ৪১॥
শুনিলে কীর্ত্তন মাত্র প্রভুর শরীরে।
বাহ্য নাহি থাকে, পড়ে পৃথিবী-উপরে॥
হেন সে আছাড় প্রভু পড়েন নির্ভর।
পৃথ্বী হয় খণ্ড খণ্ড সবে পায় ডর॥
সে কোমল শরীরে আছাড় বড় দেখি।
'গোবিন্দ' স্মরয়ে আই বুজি দুই আঁখি॥৪২॥
প্রভু সে আছাড় খায় বৈষ্ণব-আবেশে।
তথাপিহ আই দুঃখ পায় স্নেহ-বশে॥
আছাড়ের আই না জানেন প্রতিকার।
এই বোল বলে কাকু করিয়া অপার॥
"কৃপা করি কৃষ্ণ! মোরে দেহ এই বর।
যে সময়ে আছাড় খায়েন বিশ্বম্ভর॥ ৪৩॥
মুই যেন তাহা নাহি জানোঁ সে সময়।
হেন কৃপা কর মোরে কৃষ্ণ মহাশয়॥

যদ্যপিহ পরানন্দে তার নাহি দুখ।
তথাপিহ না জানিলে মোর বড় সুখ॥"
আইর চিত্তের ইচ্ছা জানি গৌরচন্দ্র।
সেইমত তাঁহারে দিলেন পরানন্দ॥ ৪৪॥
যতক্ষণ প্রভু করে হরি-সঙ্কীর্ত্তন।
আইর না থাকে কিছু বাহ্য ততক্ষণ॥
প্রভুর আনন্দে নৃত্যে নাহি অবসর।
রাত্রি-দিনে বেড়ি গায় সব অনুচর॥
কোনো দিন প্রভুর মন্দিরে ভক্তগণ।
সবেই গায়েন—নাচে শ্রীশচীনন্দন॥ ৪৫॥
কখনো ঈশ্বর-ভাবে প্রভুর প্রকাশ।
কখনো রোদন করি বলে—'মুই দাস'॥
চিত্ত দিয়া শুন ভাই! প্রভুর বিকার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সম নাহিক যাহার॥
যেমতে করেন নৃত্য প্রভু গৌরচন্দ্র।
তেমতে সে মহানন্দে গায় ভক্তবৃন্দ॥ ৪৬॥
শ্রীহরি-বাসরে হরি-কীর্ত্তন-বিধান।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ॥

দেবদাসী বশীভূত হয় এবং স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল যেখানে ইচ্ছা করা যায়, সেইখানে লইয়া যায়।

"পঞ্চ কন্যা আনে" = বিহার করিবার জন্য নিজের ইচ্ছামত স্ত্রীলোক আনে।

৪২। "পড়েন নির্ভর" = সটান হইয়া পড়েন।

৪৩। "প্রভু ....বশে" = মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া যে আছাড় খান, তাহাতে তাঁহার অঙ্গে বিন্দুমাত্র আঘাত বা ব্যথা লাগিবার কোনও সম্ভাবনা নাই; কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, মায়ের প্রাণ কি তাই বুঝে?—বিশেষ শচীমাতার স্নেহের ত অবধি নাই; তাঁহার নয়ন-পুতলী নিমাই আছাড় খাইতেছেন দেখিলে, তাঁহার মন-প্রাণ কি আর স্থির থাকিতে পারে?

"আছাড়ের......অপার" = এই আছাড় হইতে রক্ষা করিবার যে কি উপায় করিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, তিনি শ্রীকৃষ্ণ-চরণে শরণাগত হইয়া, অতি কাকুতি-মিনতি-সহকারে, এই প্রার্থনা করেন যে,

কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দেহ এই বর।

ইত্যাদি মূল গ্রন্থে পরের ৬ পঙ্‌ক্তি (Line) দ্রষ্টব্য।

৪৫। "আনন্দে" = সঙ্কীর্ত্তন-জনিত প্রেমানন্দে। "অবসর" = বিরাম। "বেড়ি" = প্রভুকে ঘিরিয়া। "অনুচর" = দাস; ভক্ত।

৪৬। "বিকার" = স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ,

পুণ্যবন্ত শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল কীর্ত্তন-ধ্বনি—'গোপাল গোবিন্দ'॥
উষাকাল হইতে নৃত্য করে বিশ্বম্ভর।
যূথ যূথ হৈল যত গায়ন সুন্দর॥ ৪৭॥
শ্রীবাস-পণ্ডিত লৈয়া এক সম্প্রদায়।
মুকুন্দ লইয়া আর জন কত গায়॥
লইয়া গোবিন্দ ঘোষ আর কত জন।
গৌরচন্দ্র-নৃত্যে সবে করেন কীর্ত্তন॥
ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী।
অলক্ষিতে অদ্বৈত লয়েন পদধূলি॥ ৪৮॥
গদাধর-আদি যত সজল-নয়নে।
আনন্দে বিহ্বল হৈল প্রভুর কীর্ত্তনে॥
শুনহ চল্লিশ পদ প্রভুর কীর্ত্তন।
যে বিকারে নাচে প্রভু জগত-জীবন॥ ৪৯॥

ভাটিয়ারি রাগ

চৌদিকে গোবিন্দ-ধ্বনি শচীর নন্দন নাচে রঙ্গে।
(বিহ্বল হইলা সব-পারিষদ-সঙ্গে॥
হরি ও রাম রাম॥ ধ্রু॥

যখন কান্দয়ে প্রভু প্রহরেক কান্দে।
লোটায় ভূমিতে কেশ, তাহা নাহি বান্ধে॥
সে ক্রন্দন দেখি, হেন কোন্ কাষ্ঠ আছে।
না পড়ে বিহ্বল হৈয়া সে প্রভুর কাছে॥
যখন হাসয়ে প্রভু মহা অট্টহাস।
সেই হয় প্রহরেক আনন্দ-বিলাস॥
দাস্যভাবে প্রভু নিজ-মহিমা না জানে।
জিনিলুঁ জিনিলুঁ বলি উঠে ঘনে ঘনে॥ ৫০।

তথাহি—

জিতং জিতমিতি অতিহর্ষেণ কদাচিদ্ মুক্তো
বদতি তদনুকরণং করোতি জিতং জিতমিতি॥ ৫১

ক্ষণে ক্ষণে আপনে যে গায় উচ্চধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি॥
ক্ষণে ক্ষণে হয় অঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডের ভর।
ধরিতে সমর্থ কেহো নহে অনুচর॥
ক্ষণে হয় তুলা হৈতে অত্যন্ত পাতল।
হরিষে করিয়া কান্ধে বুলয়ে সকল॥ ৫২॥
প্রভুরে করিয়া কান্ধে ভাগবতগণ।
পূর্ণানন্দ হই করে অঙ্গনে ভ্রমণ॥
যখনে বা হয় প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত।
কর্ণমূলে সবে 'হরি' বলে অতি ভীত॥
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গে হয় মহাকম্প।
মহা-শীতে বাজে যেন বালকের দন্ত॥ ৫৩॥

কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও মূর্চ্ছা, এই সাত্ত্বিক বিকার বা ভাব বা প্রেমের বিকার। "সম" = তুল্য।

৪৭। "শ্রীহরি-বাসরে" = শ্রীএকাদশীতে। "যূথ যূথ" = দলে দলে; এক একটী সম্প্রদায়।

৪৮। "ধরিয়া" = মহাপ্রভুকে ধরিয়া অর্থাৎ তাঁহাকে আছাড় হইতে রক্ষা করিবার জন্য আগলাইয়া। "পদধূলি" = মহাপ্রভুর পদধূলি।

৫০। "কাষ্ঠ" = কঠিন জন।

৫১। মহাপ্রভু কখনও কখনও অত্যন্ত হর্ষযুক্ত হইয়া 'জিত জিত' বলিতে লাগিলেন, তখন ভক্তগণও তাঁহার অনুকরণ করিয়া, ঐরূপ 'জিতং জিতং' বলিতে লাগিলেন।

৫২। "ক্ষণে ক্ষণে হয় .....ভর" = তাঁহার দেহ কখনও কখনও সমগ্র পৃথিবীর ন্যায় ভারী হয়। "ধরিতে" = তুলিতে; উঠাইতে; চাগাইতে; নাড়িতে। "ক্ষণে হয় .....পাতল" = কখনও বা তুলার মত হাল্কা হন।

৫৩। "ক্ষণে ক্ষণে.........দন্ত" = প্রবল শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে বালকের যেমন দন্তে দন্তে ঘর্ষণ

ক্ষণে ক্ষণে মহা-স্বেদ হয় কলেবরে।
মূর্ত্তিমতী গঙ্গা যেন আইলা শরীরে॥
কখনো বা হয় অঙ্গ জ্বলন্ত অনল।
দিতে মাত্র মলয়জ শুকায় সকল॥
ক্ষণে ক্ষণে অদভুত বহে মহাশ্বাস।
সম্মুখ ছাড়িয়া সবে হয় একপাশ॥ ৫৪ ॥
ক্ষণে যায় সবার চরণ ধরিবারে।
পলায় বৈষ্ণবগণ চারিদিকে ডরে॥
ক্ষণে নিত্যানন্দ-অঙ্গে পৃষ্ঠ দিয়া বসে।
চরণ তুলিয়া সবাকারে চাহি হাসে॥
বুঝিয়া ইঙ্গিত সব ভাগবতগণ।
লুটয়ে চরণ-ধূলি—অপূর্ব্ব-রতন॥ ৫৫ ॥
আচার্য্য-গোসাঁই বলে "আরে আরে চোরা
ভাঙ্গিল সকল তোর ভারি-ভুরি মোরা॥"
মহানন্দে বিশ্বম্ভর গড়াগড়ি যায়।
চারিদিকে ভক্তগণ কৃষ্ণ-গুণ গায়॥
যখন উদ্দণ্ড নাচে প্রভু বিশ্বম্ভর।
পৃথিবী কম্পিত হয়, সবে পায় ডর॥ ৫৬॥

কখনো বা মধুর নাচয়ে বিশ্বম্ভর।
যেন দেখি নন্দের নন্দন নটবর॥
কখনো বা করে কোটি-সিংহের হুঙ্কার।
কর্ণ-রক্ষা-হেতু—সবে অনুগ্রহ তাঁর॥ ৫৭ ॥
পৃথিবীর আলগ হইয়া ক্ষণে যায়।
কেহো বা দেখয়ে, কেহো দেখিতে না পায়॥
ভাবাবেশে পাকল-লোচনে যারে চায়।
মহাত্রাস পায় সেই—হাসিয়া পলায়॥
কৃষ্ণাবেশে চঞ্চল হইয়া বিশ্বম্ভর।
নাচেন বিহ্বল হৈয়া নাহি পরাপর॥
ভাবাবেশে একবার ধরে যার পাঁয়।
আরবার পুনঃ তার উঠয়ে মাথায়॥ ৫৮ ॥
ক্ষণে যার গলা ধরি করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণেকে তাহার কান্ধে করে আরোহণ॥
ক্ষণে হয় বাল্যভাবে পরম চঞ্চল।
মুখ-বাদ্য বায় যেন ছাওয়াল-সকল॥
চরণ নাচায় ক্ষণে খল খল হাসে।
জানুগতি চলে ক্ষণে বালক-আবেশে॥ ৫৯ ॥

পূর্ব্বক মহাকম্প উপস্থিত হয়, সেইরূপ ক্ষণে ক্ষণে কৃষ্ণপ্রেম-বিকার বশতঃ মহাপ্রভুর মহাকম্প হইতে লাগিল। ৫৪। "মলয়জ"=চন্দন।

৫৫। "লুটয়ে·· ···রতন"—তাঁহার শ্রীচরণধূলি-রূপ অমূল্য ধন সকলে লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন অর্থাৎ যিনি যত পারেন, মাথায় ও গায়ে মাখিতে লাগিলেন।

৫৬। "আচার্য্য ·······মোরা"=যশোদানন্দনই যে শচীনন্দন হইয়া আসিয়াছেন, তাহা ধরা দিতেছেন না বলিয়া, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু বলিলেন, 'ওরে চোরা! আর লুকাইয়া থাকিতে হইবে না, এইবার তোমায় ধরিয়া ফেলিয়াছি, তোমার সমস্ত লুকোচুরি জারিজুরি এইবার ভাঙ্গিয়া দিলাম, তুমি যে কে, তাহা কি আর ঢাকিয়া রাখিতে পার?'

৫৭। "কখনো বা করে... ...তাঁর"=কখনও বা এমন জোরে গর্জ্জন করেন যে, তাহাতে মনে হয়, যেন কোটী সিংহ একেবারে গর্জ্জন করিতেছে; কিন্তু এরূপ বিশাল গর্জ্জন শুনিয়াও যে কর্ণ বধির হয় না, তার একমাত্র কারণ "তাঁহারই কৃপা" ব্যতীত আর কিছুই নহে।

৫৮। "পৃথিবীর আলগ হইয়া"—মাটী হইতে উঁচু হইয়া অর্থাৎ শূন্যে।

"পাকল লোচনে"=চোক ঘুরাইয়া; চোক্ রাঙ্গাইয়া; ঘূর্ণিত নেত্রে।

৫৯। মুখ-বাদ্য বায়"=মুখ বাজায়।

ক্ষণে ক্ষণে হয় ভাব—ত্রিভঙ্গ-সুন্দর।
প্রহরেক সেইমত থাকে বিশ্বম্ভর॥
ক্ষণে ধ্যান করে কর-মুরলীর ছন্দ।
সাক্ষাৎ দেখিয়ে যেন বৃন্দাবনচন্দ্র॥
বাহ্য পাই দাস্যভাবে করয়ে ক্রন্দন।
দন্তে তৃণ করি চাহে চরণ-সেবন॥ ৬০॥
চক্রাকৃতি হই ক্ষণে প্রহরেক ফিরে।
আপন-চরণ গিয়া লাগে নিজ-শিরে॥
যখন যে ভাব হয়, সেই অদভুত।
নিজ-নামানন্দে নাচে জগন্নাথ-সুত॥
ঘন ঘন হিক্কা হয় সর্ব্ব-অঙ্গ নড়ে।
না পারে হইতে স্থির, পৃথিবীতে পড়ে॥ ৬১॥
গৌরবর্ণ দেহ ক্ষণে নানাবর্ণ দেখি।
ক্ষণে ক্ষণে দুইগুণ হয় দুটী আঁখি॥
অলৌকিক হৈয়া প্রভু বৈষ্ণব-আবেশে।
যে বলিতে যোগ্য নহে, তাহা প্রভু ভাষে॥
পূর্ব্বে যে বৈষ্ণব দেখি 'প্রভু' করি বলে।
'এ বেটা আমার দাস'—ধরে তার চুলে॥৬২॥
পূর্ব্বে যে বৈষ্ণব দেখি ধরয়ে চরণ।
তার বক্ষে উঠি করে চরণ অর্পণ॥
প্রভুর আনন্দ দেখি ভাগবতগণ।
অন্যোন্যে গলা ধরি করয়ে ক্রন্দন॥
সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন মালা।
আনন্দে গায়েন 'কৃষ্ণ' সবে হই ভোলা॥৬৩॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল।
সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্গে সব হইল মিশাল॥
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ধ্বনি পূরিয়া আকাশ।
চৌদিগের অমঙ্গল যায় সব নাশ॥
এ কোন্ অদ্ভুত—যাঁর সেবকের নৃত্য।
সর্ব্ব-বিঘ্ন নাশ করে জগৎ পবিত্র॥ ৬৪॥
সে প্রভু আপনে নাচে আপনার নামে।
ইহার কি ফল—কিবা বলিব পুরাণে॥
চতুর্দ্দিকে শ্রীহরি-মঙ্গল-সঙ্কীর্ত্তন।
মাঝে নাচে জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন॥
যার নামানন্দে শিব বসন না জানে।
যার রসে নাচে শিব, সে নাচে আপনে॥৬৫॥
যার নামে বাল্মীকি হইলা তপোধন।
যার নামে অজামিল পাইল মোচন॥
যার নাম-শ্রবণে সংসার-বন্ধ ঘুচে।
হেন প্রভু অবতরি কলিযুগে নাচে॥

'ছাওয়াল-সকল" = ছেলেপিলেরা।

"জানুগতি..........আবেশে" = বাল্যভাবাবিষ্ট হইয়া বালকের ন্যায় হামাগুড়ি দিয়া যান।

৬০। "ক্ষণে .....ছন্দ" = যদিও তাঁহার হাতে বাঁশী নাই, তথাপি দখনও বা হাতের এমনই ভঙ্গী করেন যে, ঠিক যেন বাঁশী ধরিয়া রহিয়াছেন বা উহা বাজাইতেছেন।

"সাক্ষাৎ ....বৃন্দাবনচন্দ্র" = তাঁহাকে তখন দেখিলে মনে হইবে, ঠিক যেন কৃষ্ণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

৬২। "দুইগুণ" = দ্বিগুণ (Double); খুব বড়; গোল্লা গোল্লা।

"যে বলিতে যোগ্য নহে" = যাহাকে যাহা বলা উচিত নয়।

৬৫। "ইহার .....পুরাণে" = এই নৃত্যের যে কি মহিমা, ইহার দর্শনেই বা কি ফল হয়, তাহা কি শাস্ত্রে বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারে?

"রসে" = ভক্তি-রসে; প্রেম-রসে।

যার নাম লই শুক নারদ বেড়ায়।
সহস্র-বদন প্রভু যার গুণ গায় ॥ ৬৬ ॥
সর্ব্ব-মহাপ্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম।
সে প্রভু নাচয়ে—দেখে যত ভাগ্যবান্ ॥
হৈল পাপিষ্ঠ—জন্ম তখন না হইল।
হেন মহামহোৎসব দেখিতে না পাইল ॥
কলিযুগ প্রশংসিল শ্রীভাগবতে।
এই অভিপ্রায় তার জানি ব্যাস-সুতে ॥ ৬৭ ।
নিত্যানন্দে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণের তাল শুনি অতি মনোহর ॥
ভাবাবেশে মালা নাহি রহয়ে গলায়।
ছিণ্ডিয়া পড়য়ে গিয়া ভকতের গায় ॥
কতি গেলা গরুড়ের আরোহণ-সুখ।
কতি গেলা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-রূপ ॥ ৬৮ ॥
কোথায় রহিল সুখ অনন্ত-শয়ন।
[illegible]

কোথায় রহিল বৈকুণ্ঠের সুখভার।
দাস্য-সুখে সব সুখ পাসরিল আর ॥
কতি গেল রমার বদন-দৃষ্টি-সুখ।
বিরহী হইয়া কান্দে তুলি বাহু মুখ ॥ ৬৯ ॥
শঙ্কর-নারদ-আদি যাঁর দাস্য পাইয়া।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য তিরস্করি ভ্রমে দাস হৈয়া ॥
সেই প্রভু আপনার দন্তে তৃণ করি।
দাস্য-যোগ মাগে সব সুখ পরিহরি ॥
হেন দাস্য-যোগ ছাড়ি যেবা আর চায়।
অমৃত ছাড়িয়া যেন বিষ লাগি ধায় ॥ ৭০
সে বা কেনে ভাগবত পড়ে বা পড়ায়।
ভক্তির প্রভাব নাহি যাহার জিহ্বায় ॥
শাস্ত্রের না জানি মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি মরে ॥
এইমত শাস্ত্র বহে, অর্থ নাহি জানে।
অধম-সভায় অর্থ অধম বাখানে ॥ ৭১ ॥

৬৭। "হৈল.........পাইল" = গ্রন্থকর্ত্তা বড় আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—'হায় হায়! আ[illegible] অত্যন্ত মহাপাপী, সেই জন্য তখন আমার জন্ম হ[illegible] নাই; হায়, আমার কি দুর্ভাগ্য! আমি সেই সম[illegible] আনন্দ-নৃত্যাদি দেখিতে পাইলাম না।

"কলিযুগ........ ......ব্যাস-সুতে" = কলিকা[illegible]য় শ্রীগৌরাঙ্গের এইরূপ অপূর্ব্ব কীর্ত্তন-মহোৎ[illegible] হইবে, তাহা শ্রীশুকদেব বুঝিতে পারিয়াই শ্রীম[illegible]ভাগবতে কলিযুগের এত প্রশংসাবাদ করিয়াছেন।

৬৮। "কতি" = কোথায়।

"গরুড়ের আরোহণ-সুখ" = বৈকুণ্ঠের সুখ।

৬৮। "সুখ অনন্ত শয়ন" — মহাপ্রলয়ক[illegible]

[illegible]

'বিরহী......মুখ" = কৃষ্ণ-বিরহে আকুল হইয়া বাহু তুলিয়া উদ্ধমুখে কাতরে কাঁদিতে লাগিলেন।

৭১। "সে......জিহ্বায়" = যে ব্যক্তি ভক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনা করে না, তাহার শ্রীমদ্ভাগবত পড়িয়া বা পড়াইয়া কি ফল?

"অধম......বাখানে" = মূর্খ ও নীচ লোকের কাছে পণ্ডিতাভিমানী মূর্খ ও নীচ লোকে যেরূপ অযথা অর্থ ব্যাখ্যা করে অর্থাৎ এইরূপ লোকে যেমন প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করিতে পারে না, সেইরূপ যাহারা শাস্ত্র জানে না, তাহারাও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত অর্থ অর্থাৎ ভক্তি-প্রতিপাদক অর্থ অবগত নহে বলিয়া, ঐরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

বেদে ভাগবতে কহে—'দাস্য বড় ধন'।
দাস্য লাগি রমা-অজ-ভবের যতন ॥
চৈতন্যের বাক্যে যার নাহিক প্রমাণ।
চৈতন্য নাহিক তার, কি বলিব আন ॥
দাস্য-ভাবে নাচে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
চৌদিকে কীর্ত্তন-ধ্বনি অতি মনোহর ॥ ৭২
শুনিতে শুনিতে ক্ষণে হয় মূরছিত।
তৃণ-করে তখনে অদ্বৈত উপনীত ॥
আপাদ-মস্তক তৃণে নিছিয়া লইয়া।
নিজ-শিরে থুই, নাচে ভ্রুকুটি করিয়া ॥
অদ্বৈতের ভক্তি দেখি সবার তরাস।
নিত্যানন্দ গদাধর—দুই জনে হাস ৭৩ ॥
নাচে প্রভু গৌরচন্দ্র জগত-জীবন।
আবেশের অন্ত নাহি—হয় ঘনেঘন ॥
যাহা নাহি দেখি শুনি শ্রীভাগবতে।
হেন সব বিকার প্রকাশে শচী-সুতে ॥
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গ হয় স্তম্ভাকৃতি।
তিলার্দ্ধেকো নোঙাইতে নাহিক শকতি ॥ ৭
সেই অঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে হেনমত হয়।
অস্থিমাত্র নাহি—যেন নবনীতময় ॥
কখনো দেখিয়ে অঙ্গ গুণ দুই তিন।
কখনো স্বভাব হৈতে অতিশয় ক্ষীণ ॥
কখনো বা মত্ত যেন ঢুলি ঢুলি যায়।
হাসিয়া দোলায় অঙ্গ, আনন্দ সদায় ॥ ৭৫ ॥
সকল বৈষ্ণবে প্রভু দেখি একে একে।
ভাবাবেশে পূর্ব্ব নাম ধরি ধরি ডাকে ॥
হলধর, শিব, শুক, নারদ, প্রহ্লাদ।
রমা, অজ, উদ্ধব বলিয়া করে নাদ ॥
এইমত সবা দেখি নানামত বলে।
যেবা যেই বস্তু তাহা প্রকাশয়ে ছলে ॥ ৭৬
অপরূপ কৃষ্ণাবেশ, অপরূপ নৃত্য।
আনন্দে নয়ন ভরি দেখে সব ভৃত্য ॥

৭২। "চৈতন্যের............আন" = মহাপ্রভুর বাক্যে যার বিশ্বাস নাই, তার জ্ঞান বুদ্ধি কিছুই নাই,—অধিক আর কি বলিব, সে যেন মরিয়াই রহিয়াছে।

৭৩। "আপাদ-মস্তক......করিয়া" = শ্রীঅদ্বৈত-চাঁদ হস্তে তৃণ লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গে স্পর্শ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা যেন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের আপদ-বালাই তুলিয়া লইলেন এবং উহা মাথায় লইয়া কত অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া কত রঙ্গে নাচিতে লাগিলেন। শ্রীগৌর-চন্দ্রের আপদ-বালাই দূর করিতে পারিলেন ভাবিয়া, শ্রীঅদ্বৈতের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

"অদ্বৈতের........হাস" = শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি শ্রীঅদ্বৈতের এতাদৃশ অদ্ভুত ভক্তি দেখিয়া অন্য সকলে ভীত হইলেন, পাছে ইহাতে তাঁহাদের প্রাণ-গৌরাঙ্গের কোনও অনিষ্ট হয়, কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগদাধর ইঁহারা দুই জনে অদ্বৈতের ভাব বুঝিতে বলিয়া, তাঁহারা হাসিতে লাগিলেন।

৭৪। "আবেশের......ঘনেঘন" = নিরন্তর কত ভাবাবেশ হইতেছে।

"অঙ্গ হয় স্তম্ভাকৃতি" = দেহটা এমন হয়, যেন একটা থাম দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

৭৫। "অস্থিমাত্র........নবনীতময়" = শরীরে কোথাও যেন একখানিও হাড় নাই এবং সমস্ত শরীর যেন মাখন দিয়া গঠিত, এরূপ কোমল হইয়া যায়।

"কখনো দেখিয়ে...ক্ষীণ" = কখনও বা ভাবাবেশে অঙ্গ দ্বিগুণ তিন-গুণ মোটা হইয়া যায়, আবার কখনও বা সহজ অবস্থা হইতেও সরু হইয়া যায়।

পূর্ব্বে যেই সান্ধাইল বাড়ীর ভিতরে।
সেই মাত্র দেখে, অন্যে প্রবেশিতে নারে॥
প্রভুর আজ্ঞায় দৃঢ় লাগিয়াছে দ্বার।
প্রবেশিতে নারে অন্য লোক নদীয়ার॥ ৭৭॥
ধাইয়া আইসে লোক কীর্ত্তন শুনিয়া।
প্রবেশিতে নারে—সবে দ্বারে রহে গিয়া॥
সহস্র সহস্র লোক কলরব করে।
"কীর্ত্তন দেখিব—ঝাট ঘুচাহ দুয়ারে॥"
যতেক বৈষ্ণব সব কীর্ত্তনের রসে।
না জানে আপন-দেহ—অন্য বোল কিসে॥ ৭৮
যতেক পাষণ্ডী সব না পাইয়া দ্বার।
বাহিরে থাকিয়া মন্দ বলয়ে অপার॥
কেহো বলে "এ-গুলা সকল নাকি খায়।
চিনিলে পাইবে লাজ—দ্বার না ঘুচায়॥"
কেহো বলে "সত্য সত্য এই সে উত্তর।
নহিলে কেমতে ডাকে এ অষ্ট প্রহর"॥ ৭৯॥
কেহো বলে "আরে ভাই মদিরা আনিয়া।
সবে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া॥"
কেহো বলে "ভাল ছিল নিমাই-পণ্ডিত।
তার কেন নারায়ণ কৈল হেন চিত॥"
কেহো বলে "হেন বুঝি পূর্ব্ব-সংস্কার।"
কেহো বলে "সঙ্গদোষ হইল তাহার॥ ৮০॥
নিয়ামক বাপ নাহি, তাতে আছে বাই।
এতদিনে সঙ্গদোষে ঠেকিল নিমাই॥"
কেহো বলে "পাসরিল সব অধ্যয়ন।
মাসেক না চাহিলে হয় অবৈয়াকরণ॥"
কেহো বলে "আরে ভাই! সব হেতু পাইল।
দ্বার দিয়া কীর্ত্তনের সন্দর্ভ জানিল॥ ৮১॥
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা-সবার সনে॥
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধ মাল্য বিবিধ বসন।
খাইয়া তা-সবা-সঙ্গে বিবিধ রমণ॥
ভিন্ন লোক দেখিলে না হয় তার সঙ্গ।
এতেকে দুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ"॥ ৮২॥
কেহো বলে "কালি হউ যাইব দেয়ানে।
কাঁকালি বান্ধিয়া সব নিব জনে জনে॥

৭৬। "পূর্ব্ব-নাম" = পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে যে পার্ষদের যে নাম ছিল, তাহা।

৭৮। "যতেক.......কিসে" = যত বৈষ্ণবগণ সকলেই কীর্ত্তনের আনন্দে আপন আপন দেহের কথাই ভুলিয়া গিয়াছেন, তা অন্য কথা শুনিতে পাইবেন কিরূপে?

৭৯। "কেহো বলে এ-গুলা......ঘুচায়" = কেহ কেহ বলিতে লাগিল, এরা সব নাকি মদ্য-মাংসাদি সবই খায়, কিন্তু লোকে দেখিলে জানিতে ও চিনিতে পারিবে বলিয়া, লজ্জায় দরজা খুলিয়া দেয় না।

"সত্য......উত্তর" = হাঁ, এই কথাই ঠিক বটে।

৮০। "রাত্রি করি" = অনেক রাত্রে।

"পূর্ব্ব-সংস্কার" = পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার।

৮১। "নিয়ামক......নিমাই" = বাপ নাই যে, শাসন বা পরিচালন করিবে, তাহাতে আবার বাই গরম অর্থাৎ বায়ুরোগ আছে; এইবার দেখিতেছি নিমাই সঙ্গ-দোষে একেবারে উৎসন্ন গেল।

"মাসেক......অবৈয়াকরণ" = মাসখানেক পড়াশুনা না করিলেই ত ব্যাকরণ সব ভুলিয়া যাইতে হয়।

"দ্বার......জানিল" = দরজা বন্ধ করিয়া কীর্ত্তন করার আসল কথা বুঝিতে পারিয়াছি, বলছি শোন।

৮২। "নানাবিধ দ্রব্য" = মদ্য-মাংসাদি এবং

যে না ছিল রাজ্য-দেশে আনিয়া কীর্ত্তন।
দুর্ভিক্ষ করিল—সব গেল চিরন্তন ॥
দেবে হরিলেক বৃষ্টি—জানিল নিশ্চয়।
ধান্য মরি গেল, কড়ি উৎপন্ন না হয় ॥ ৮৩ ॥
থলিয়াতি শ্রীবাসের কালি করোঁ কার্য্য।
কালি বা কি করোঁ দেখ অদ্বৈত-আচার্য্য ॥
কোথা হৈতে আসি নিত্যানন্দ-অবধূত।
শ্রীবাসের ঘরে থাকি করে এতরূপ ॥"
এইমত নানারূপে দেখায়েন ভয়।
আনন্দে বৈষ্ণব-সব কিছু না শুনয় ॥ ৮৪ ॥
কেহো বলে "ব্রাহ্মণের নহে নৃত্য ধর্ম্ম।
পড়িয়াও এ-গুলা করয়ে হেন কর্ম্ম ॥"
কেহো বলে "এ-গুলা দেখিতে না জুয়ায়।
এ-গুলার সম্ভাষে সকল কীর্ত্তি যায় ॥
ও নৃত্য কীর্ত্তন যদি ভাল লোকে দেখে।
সেহো এইমত হয়, দেখ পরতেকে ॥ ৮৫ ॥

পরম সুবুদ্ধি ছিল নিমাই-পণ্ডিত।
এ-গুলার সঙ্গে তার হেন হৈল চিত ॥"
কেহো বলে "আত্মা বিনা সাক্ষাৎ করিয়া।
ডাকিলে কি কার্য্য হয়, না জানিল ইহা ॥
আপন-শরীর-মাঝে আছে নিরঞ্জন।
ঘরে হারাইয়া ধন, চাহে গিয়া বন" ॥ ৮৬ ॥
কেহো বলে "কোন্ কার্য্য পরেরে চর্চ্চিয়া।
চল সবে ঘরে যাই, কি কার্য্য দেখিয়া ॥"
কেহো বলে "না দেখিল নিজ-কর্ম্ম-দোষে।
যে সব, সুকৃতী তা-সবারে বলি কিসে ॥"
সকল পাষণ্ডী তারা এক-চাপ হৈয়া।
'এহো সেই গণ' হেন বুঝি যায় ধাইয়া ॥৮৭॥
"ও কীর্ত্তন না দেখিলে কি হইবে মন্দ।
জন শত বেড়ি যেন করে মহাদ্বন্দ্ব ॥
কোন্ জপ, কোন্ তপ, কোন্ তত্ত্বজ্ঞান।
তাহা না দেখিয়ে করি নিজ-কর্ম্ম-ধ্যান ॥

মাল্য-বস্ত্রাদি বিবিধ ভোগ-বিলাসের দ্রব্য।

৮৩। "কেহো……জনে"=কেহ বলে রাত্রি পোহাইলেই রাজ-দরবারে গিয়া বলিয়া আসিব, তখন রাজার পাইক আসিয়া সকলকে কোমোরে দড়ি বাঁধিয়া লইয়া যাইবে।

"সব গেল চিরন্তন"=চিরকালের প্রথা সব লোপ পাইতে বসিল।

"কড়ি উৎপন্ন না হয়"=টাকা পয়সা হবে কিরূপে?

৮৪। "থলিয়াতি……কার্য্য"=যত নষ্টের গোড়া হইতেছে ঐ শ্রীবাসটা; এই দেখ কালি তাহার শ্রাদ্ধ করিতেছি।

"কালি……আচার্য্য"=কাল অদ্বৈতের যে কি অবস্থাটা করবো, তাও দেখ্‌তে পাবে।

৮৬। "কেহো ইহা"=কেহ বলে, পরমাত্মার দর্শন লাভ না করিয়া, কেবল উদ্দেশে তাঁহাকে ডাকিলে, কি ফল হইবে তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না। "নিরঞ্জন"=পরমাত্মা; পরং ব্রহ্ম।

"ঘরে …. ……বন"=নিজের দেহের মধ্যেই পরমাত্মা বাস করিতেছেন; কিন্তু সে সন্ধান না জানিয়া কেবল এদিকে ওদিকে খুঁজিয়া মরিতেছে।

৮৭। "কোন্……চর্চ্চিয়া"=পরের কথা লইয়া আন্দোলন আলোচনা করিয়া কি ফল?

"কেহো বলে না………ধাইয়া"=ইহার মধ্যে আবার যাঁহারা একটু ভাল লোক, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, নিজের দুষ্কৃতির জন্য যাহাদের ভাগ্যে এ কীর্ত্তনানন্দ দেখা ঘটিল না, তাহাদিগকে কি করিয়া পুণ্যবান্ লোক বলিতে পারি? এ কথা শুনিয়া তখন পাষণ্ডীরা একযোগে হইয়া বলিতে

চা'ল কলা দুগ্ধ দধি একত্র করিয়া।
জাতি নাশ করি খায় একত্র হইয়া ॥ ৮৮ ॥
পরিহাসে আসি সবে দেখিবার তরে।
দেখি ও পাগলগুলা কোন্ কর্ম্ম করে ॥"
এতেক বলিয়া সবে চলিলেন ঘরে।
এক যায়, আর আসি বাজায় দুয়ারে ॥
পাষণ্ডী পাষণ্ডী যেই দুই দেখা হয়।
গলাগলি করি সব হাসিয়া পড়য় ॥ ৮৯ ॥
পুনঃ ধরি লই যায় যেবা নাহি দেখে।
কেহো বা নিবৃত্ত হয় কারো অনুরোধে ॥
কেহো বলে "ভাল এই দেখিল শুনিল।
নিমাই লইয়া সব পাগল হইল ॥
দুর্দ্দুরি উঠিয়া আছে শ্রীবাসের বাড়ী।
দুর্গোৎসবে যেন সারি দেই হুড়াহুড়ি ॥ ৯০ ॥
'হই হই হায় হায়' এই মাত্র শুনি।
ইহা সবা হৈতে হৈল অপযশ-বাণী ॥
মহা মহা ভট্টাচার্য্য সহস্র যেথায়।
হেন ঢাঙ্গাইত-গুলা বসে নদীয়ায় ॥
শ্রীবাস বামনার এই নদীয়া হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি কালি নিয়া ফেলাইমু স্রোতে ॥৯১॥
ও বামনে ঘুচাইলে গ্রামের কুশল।
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল ॥"
এইমত পাষণ্ডী করয়ে কোলাহল।
তথাপিহ মহাভাগ্যবন্ত সে সকল ॥
প্রভু-সঙ্গে একত্র জন্মিলা এক গ্রামে।
দেখিলেক শুনিলেক সে সব বিধানে ॥ ৯২ ॥
চৈতন্যের গণ সব মত্ত কৃষ্ণ-রসে।
বহির্ম্মুখ-বাক্য কিছু কর্ণে না প্রবেশে ॥
'জয় কৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী।'
অহর্নিশ গায় সবে হই কুতুহলী ॥ ৯৩ ॥
অহর্নিশ ভক্ত-সঙ্গে নাচে বিশ্বম্ভর।
শ্রান্তি নাহি কারো, সব সত্ত্ব-কলেবর ॥

লাগিল—এরাও যে দেখ্ছি ঐ দলের লোক; এই বলিয়া তাঁহাদিগকে তাড়া করিল এবং বলিতে লাগিল।

৮৮। "জন শত......মহাদ্বন্দ্ব"—উহা ত কীর্ত্তন নহে, যেন শতখানেক লোক জড় হইয়া হৈ হৈ রৈ রৈ করিয়া মহা ঝগড়া লাগাইয়া দিয়াছে। যাহারা কীর্ত্তনের মর্ম্ম জানে না, কীর্ত্তন যে কি মধুর জিনিস তাহা অনুভব করিবার শক্তি যাহাদের নাই, কীর্ত্তনের আনন্দ উপভোগ করিবার ভাগ্য যাহাদের [illegible] নাই, সেই হতভাগাগণ দেব-দুর্লভ শ্রীকৃষ্ণ-[illegible] কোলাহল ব্যতীত আর কি বলিয়া [illegible]বে?

"কোন্ জপ...... ......ধ্যান"—ইহাতে জপের [illegible] কিছু দেখিতে পাইতেছি না, বা তপস্যারও কিছু চিহ্ন দেখিতেছি না, বা ইহা হইতে পরমার্থ-তত্ত্বও কিছু অবগত হওয়া যাইবে না, যে তদ্দ্বারা লাভবান্ হইব। চল চল, উহা আর দেখিতে হইবে না, নিজের নিজের কাজ করি গিয়ে চল, যাহাতে ফল হইবে।

৮৯। "পরিহাসে"—রগড় বা মজা দেখ্‌বার জন্য। "বাজায়"—ধাক্কা দেয়।

৯০। "দুর্দ্দুরি............হুড়াহুড়ি"—শ্রীবাসের বাড়ীতে যেন দুন্দুমারি বেধে গেছে, কেবল হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ হচ্ছে, দেখে শুনে মনে হচ্ছে, যেন দুর্গোৎসবে "সারি" গানের হুড়াহুড়ি পড়ে গেছে।

৯১। "হৈল অপযশ-বাণী"—দেশের একটা অখ্যাতি হইল দেখ্‌ছি।

বৎসরেক নামমাত্র, কত যুগ গেল।
চৈতন্য-আনন্দে কেহো কিছু না জানিল॥
যেন মহা-রাসক্রীড়া—কত যুগ গেল।
তিলার্দ্ধেক-হেন সব গোপিকা মানিল॥
এইমত অচিন্ত্য কৃষ্ণের পরকাশ।
ইহা জানে ভাগ্যবন্ত চৈতন্যের দাস॥ ৯৪॥
এইমতে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
নিশি-অবশেষ—মাত্র সে এক প্রহর॥
শালগ্রামশিলা-সব নিজ-কোলে করি।
উঠিল চৈতন্যচন্দ্র খট্টার উপরি॥
মড় মড় করে খট্টা বিশ্বম্ভর-ভরে।
আথে-ব্যথে নিত্যানন্দ খট্টা স্পর্শ করে॥৯৫॥
অনন্তের অধিষ্ঠান হইল খট্টায়।
না ভাঙ্গিল খট্টা, দোলে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়॥
চৈতন্য-আজ্ঞায় স্থির হইল কীর্ত্তন।
কহে আপনার তত্ত্ব করিয়া গর্জ্জন॥
"কলিযুগে মুই কৃষ্ণ, মুই নারায়ণ।
মুই সেই ভগবান্ দেবকী-নন্দন॥ ৯৬॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কোটি-মাঝে মুই নাথ।
যত গাও সেই মুই, তোরা মোর দাস॥

তো-সবার লাগিয়া আমার অবতার।
তোরা যেই দেহ, সেই আমার আহার॥
আমারে সে দিয়া আছ সব উপহার।"
শ্রীবাস বলেন "প্রভু! সকল তোমার" ॥৯৭॥
প্রভু বলে "মুই ইহা খাইমু সকল।"
অদ্বৈত বলয়ে—"প্রভু! বড়ই মঙ্গল॥"
করে করে প্রভুরে যোগায় সব দাসে।
আনন্দে ভোজন করে প্রভু নিজাবেশে॥
দধি খায়, দুগ্ধ খায়, নবনীত খায়।
"আর কি আছয়ে আন" বলয়ে সদায়॥ ৯৮
বিবিধ সন্দেশ খায় শর্করা-ম্রক্ষিত।
মুদ্গ নারিকেল-জল শস্যের সহিত॥
কদলক চিপিটক ভর্জ্জিত-তণ্ডুল।
"আরবার আন" বলে, খাইয়া বহুল॥
ব্যবহারে দুই শত জনের আহার।
নিমিষে খাইয়া বলে "কি আছয়ে আর" ॥৯৯॥
প্রভু বলে "আন আন এথা কিছু নাই।"
ভক্ত-সব ত্রাস পাই সঙরে গোসাঁই॥
করযোড় করি সভে কয় ভয়-বাণী।
"তোমার মহিমা প্রভু! আমরা কি জানি॥

৯৪। "অহর্নিশ..........মানিল"=রাত্রিদিন কীর্ত্তনানন্দে মহাপ্রভু নাচিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণও নাচিতেছেন, কিন্তু তথাপি কাহারও কোনও কষ্টবোধ নাই, কারণ সকলেরই সাত্ত্বিক দেহ; সাত্ত্বিক দেহে কোনও রূপ ক্লেশ অনুভব হয় না। এইরূপ নৃত্য কীর্ত্তন যে কেবল এক বৎসর কি দুই চারি বৎসর ধরিয়া হইতেছে তাহা নহে, ইহা কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া চলিতেছে, কিন্তু কীর্ত্তনানন্দে কেহ তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। কিন্তু গোপীগণ তাহা মুহূর্ত্তকাল বলিয়া মনে করিতেছেন, ইহাও ঠিক তদ্রূপ।

৯৫। "নিশি .....প্রহর"=রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর কেবলমাত্র এক প্রহর (৩ ঘণ্টা) রাত্রি আছে। "খট্টা"=ঠাকুরের সিংহাসন।

৯৬। "অনন্তের"=অনন্ত-রূপী শ্রীনিত্যানন্দের। "কহে......গর্জ্জন"=মহাপ্রভু স্বীয় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন।

৯৯। "শর্করা ম্রক্ষিত"=চিনি মিশাইয়া তৈয়ারী। [illegible] "চিপিটক"=চিঁড়ে।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে যাহার উদরে।
তারে কি করিব এই ক্ষুদ্র উপহারে" ॥ ১০০ ॥
প্রভু বলে "ক্ষুদ্র নহে ভক্ত-উপহার।
ঝাট আন, ঝাট আন কি আছয়ে আর॥"
"কর্পূর তাম্বূল আছে—শুনহ গোসাঁই।"
প্রভু বলে "তাই দেহ কিছু চিন্তা নাই॥"
আনন্দ হইল, ভয় গেল সবাকার।
যোগায় তাম্বূল সবে যার অধিকার॥ ১০১ ॥
হরিষে তাম্বূল যোগায়েন সর্ব্ব দাসে।
হস্ত পাতি লয় প্রভু, সবা প্রতি হাসে॥
"নাড়া নাড়া নাড়া" প্রভু বলে বারবার।
দুই চক্ষু পাকাইয়া করয়ে হুঙ্কার॥
অন্তর-গম্ভীর প্রভু ক্ষণে ক্ষণে হাসে।
সকল ভক্তের চিত্তে লাগয়ে তরাসে॥ ১০২ ॥
মহা-শাস্তিকর্ত্তা-হেন ভক্ত-সব দেখে।
হেন শক্তি নাহি কারো হইব সম্মুখে॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু শিরে ধরে ছাতি।
যোড়-করে অদ্বৈত সম্মুখে করে স্তুতি॥
মহা-ভয়ে যোড়হাতে সব ভক্তগণ।
হেঁট-মাথা করি চিন্তে চৈতন্য-চরণ॥ ১০৩ ॥
এ ঐশ্বর্য্য শুনিতে যাহার হয় সুখ।
অবশ্য দেখিব সেই চৈতন্য-শ্রীমুখ॥
যেখানে যে আছে, সে আছয়ে সেইখানে।
তদূর্দ্ধ হইতে কেহো নারে আজ্ঞা বিনে॥
"বর মাগ" বলে অদ্বৈতের মুখ চাই।
"তোর লাগি অবতার মোর এই ঠাঁই" ॥১০৪॥
এইমত সব ভক্ত দেখিয়া দেখিয়া।
"মাগ মাগ" বলে প্রভু হাসিয়া হাসিয়া॥
এইমত প্রভু নিজ-ঐশ্বর্য্য প্রকাশে।
দেখি ভক্তগণ সুখ-সিন্ধু-মাঝে ভাসে॥
অচিন্ত্য চৈতন্য-রঙ্গ বুঝন না যায়।
ক্ষণেকে ঐশ্বর্য্য করি পুনঃ মূর্চ্ছা পায়॥ ১০৫ ॥
বাহ্য প্রকাশিয়া পুনঃ করয়ে ক্রন্দন।
দাস্য-ভাব প্রকাশ করয়ে অনুক্ষণ॥
গলা ধরি কান্দে সব বৈষ্ণব দেখিয়া।
সবারে সম্ভাষে 'ভাই' 'বান্ধব' বলিয়া॥
লখিতে না পারে কেহো হেন মায়া করে।
ভৃত্য বিনু তাঁর তত্ত্ব কে বুঝিতে পারে ॥১০৬॥
প্রভুর চরিত্র দেখি হাসে ভক্তগণ।
সবেই বলেন—"অবতীর্ণ নারায়ণ॥"
কতক্ষণ থাকি প্রভু খট্টার উপর।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা শ্রীগৌরসুন্দর॥
ধাতুমাত্র নাহি, পড়িলেন পৃথিবীতে।
দেখি সব পারিষদ কান্দে চারিভিতে॥ ১০৭ ॥
সর্ব্ব ভক্তগণে যুক্তি করিতে লাগিলা।
আমা-সবা ছাড়িয়া বা ঠাকুর চলিলা॥
যদি প্রভু এমত নিষ্ঠুর ভাব করে।
আমরাহ এইক্ষণে ছাড়িব শরীরে॥

"ভর্জ্জিত তণ্ডুল" = চা'ল ভাজা। "আরবার" = আবার। ১০০। "কয় ভয়-বাণী" = ভয়ে ভয়ে বলিতে লাগিলেন।

১০৪। "তদূর্দ্ধ হইতে" = তাহার একটু এদিক্ ওদিক্ হইতে।

১০৫। "ঐশ্বর্য্য করি" = ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া।

১০৬। "লখিতে না পারে……পারে" = প্রভু এমন মায়া বিস্তার করেন যে, তিনি যে 'ঈশ্বর', তাহা ভক্তগণ ব্যতীত অন্য কেহ বুঝিতে পারে না।

১০৭। "ধাতুমাত্র নাহি" = নাড়ী নাই।

এতেক চিন্তিতে সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি।
বাহ্য প্রকাশিয়া করে মহা হরিধ্বনি॥ ১০৮॥
সর্ব্ব গণে উঠিল আনন্দ-কোলাহল।
না জানি কে কোন্ দিকে হইলা বিহ্বল॥
এইমত আনন্দ হয় নবদ্বীপ-পুরে।
প্রেমরসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে॥
এ সকল পুণ্য-কথা যে করে শ্রবণ।
ভক্ত-সঙ্গে গৌরচন্দ্রে রহে তার মন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ১০৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে ঐশ্বর্য্য-
প্রকাশাদি-বর্ণনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নবম অধ্যায়।

গৌরনিধি সন্ন্যাসি-বেশ-ধারী।
অখিল-ভুবন-অধিকারী॥ ধ্রু॥

জয় জগন্নাথ-শচী-নন্দন চৈতন্য।
জয় গৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তন ধন্য॥
জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের জীবন।
জয় জয় অদ্বৈত-শ্রীবাস-প্রাণধন॥
জয় শ্রীজগদানন্দ-হরিদাস-প্রাণ।
জয় বক্রেশ্বর-পুণ্ডরীক-প্রেমধাম॥ ১॥
জয় বাসুদেব-শ্রীগর্ভের প্রাণনাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ-দৃষ্টিপাত॥
ভক্ত-গোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়॥
মধ্যখণ্ড-কথা ভাই! শুন এক-চিত্তে।
মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র বিহরে যেমতে॥ ২॥
এবে শুন চৈতন্যের মহা-পরকাশ।
যঁহি সর্ব্ব বৈষ্ণবের সিদ্ধি অভিলাষ॥
'সাত-প্রহরিয়া-ভাব' লোকে খ্যাতি যার।
যঁহি প্রভু হইলেন সর্ব্ব অবতার॥
অদ্ভুত ভোজন যঁহি, অদ্ভুত প্রকাশ।
জনে জনে বিষ্ণুভক্তি-দানের বিলাস॥ ৩॥
রাজরাজেশ্বর-অভিষেক সেই দিনে।
করিলেন প্রভুরে সকল ভক্তগণে॥
একদিন মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
আইলেন শ্রীনিবাস-পণ্ডিতের ঘর॥
সঙ্গে নিত্যানন্দ-চন্দ্র পরম-বিহ্বল।
অল্পে অল্পে ভক্তগণ মিলিলা সকল॥ ৪॥
আবেশিত-চিত্ত মহাপ্রভু গৌররায়।
পরম ঐশ্বর্য্য করি চতুর্দ্দিকে চায়॥
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিলেন ভক্তগণ।
উচ্চস্বরে চতুর্দ্দিকে করেন কীর্ত্তন॥
অন্য অন্য দিন প্রভু নাচে দাস্য-ভাবে।
ক্ষণেক ঐশ্বর্য্য প্রকাশিয়া পুনঃ ভাঙ্গে॥ ৫॥
সকল ভক্তের ভাগ্যে এ দিন নাচিতে।
উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টাতে॥
আর সব দিনে প্রভু ভাব প্রকাশিয়া।
বৈসেন বিষ্ণুর খাটে যেন না জানিয়া॥
সাত-প্রহরিয়া-ভাবে ছাড়ি সর্ব্ব মায়া।
বসিলা প্রহর সাত প্রভু ব্যক্ত হৈয়া॥ ৬॥

৪। "রাজরাজেশ্বর-অভিষেক" = মহা-অভিষেক; মহা-স্নান।

৬। "না জানিয়া" = ভুলক্রমে।
"মায়া" = ছলনা; কপটতা।

যোড়হস্তে সম্মুখে সকল ভক্তগণ।
রহিলেন পরম-আনন্দযুক্ত-মন॥
কি অদ্ভুত সন্তোষের হইল প্রকাশ।
সবেই বাসেন যেন বৈকুণ্ঠ-বিলাস॥
প্রভুও বসিলা যেন বৈকুণ্ঠের নাথ।
তিলার্দ্ধেকো মায়া মাত্র নাহিক কোথাত॥৭॥
আজ্ঞা হৈল—"বল মোর অভিষেক-গীত।"
শুনি গায় ভক্তগণ হই হরষিত॥
অভিষেক শুনি প্রভু মস্তক ঢুলায়।
সবারে করেন কৃপা-দৃষ্টি অমায়ায়॥
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিলেন ভক্তগণ।
অভিষেক করিতে সবার হৈল মন॥ ৮॥
সর্ব্ব ভক্তগণে বহি আনে গঙ্গাজল।
আগে ছাঁকিলেন দিব্য বসনে সকল॥
শেষে শ্রীকর্পূর চতুঃসম আদি দিয়া।
সজ্জ করিলেন সবে প্রেমযুক্ত হৈয়া॥
মহা জয়-জয়-ধ্বনি শুনি চারিভিতে।
অভিষেক-মন্ত্র সবে লাগিলা পড়িতে॥ ৯॥
সর্ব্বাদ্যে শ্রীনিত্যানন্দ 'জয় জয়' বলি।
প্রভুর শ্রীশিরে জল দিলা কুতূহলী॥
অদ্বৈত শ্রীবাস আদি যতেক প্রধান।
পড়িয়া পুরুষ-সূক্ত করায়েন স্নান॥
গৌরাঙ্গের ভক্ত সব মহা-মন্ত্রবিৎ।
মন্ত্র পড়ি জল ঢালে হই হরষিত॥ ১০॥
মুকুন্দাদি গায় অভিষেক-সুমঙ্গল।
কেহো কান্দে, কেহো নাচে—আনন্দে বিহ্বল॥
পতিব্রতাগণ করে জয়জয়কার।
আনন্দ-স্বরূপ দেহ হইল সবার॥
বসিয়া আছেন বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
ভৃত্যগণে জল ঢালে শিরের উপর॥ ১১॥
নামমাত্র অষ্টোত্তর-শত ঘট জল।
সহস্র ঘটেও অন্ত না পাই সকল॥
দেবতা-সকলে ধরি নরের আকৃতি।
গুপ্তে অভিষেক করে যে হয় সুকৃতী॥
যাঁর পাদপদ্মে জলবিন্দু দিলে মাত্র।
সেহো ধ্যানে, সাক্ষাতে কে দিতে আছে পাত্র॥
তথাপিহ তারে নাহি যমদণ্ড হয়।
হেন প্রভু সাক্ষাতে সবার জল লয়॥ ১২॥
শ্রীবাসের দাস-দাসীগণে আনে জল।
প্রভু স্নান করে—ভক্ত-সেবার এই ফল॥
জল আনে এক ভাগ্যবতী 'দুঃখী' নাম।
আপনে ঠাকুর দেখি বলে 'আন আন'॥
আপনে ঠাকুর তার ভক্তিযোগ দেখি।
'দুঃখী' নাম ঘুচাইয়া থুইলেন 'সুখী'॥ ১৩॥

৮। "অভিষেক শুনি"=ঐ অভিষেক-গীত শুনিয়া।

"অমায়ায়"=নিষ্কপটে; প্রাণ খুলিয়া।

৯। "চতুঃসম"=গন্ধ-বিশেষ।

১০। "পুরুষ-সূক্ত"='ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ইত্যাদি বেদোক্ত যোড়শ মন্ত্র।

"মন্ত্রবিৎ"=মন্ত্রজ্ঞ।

১১। "অভিষেক-সুমঙ্গল"=মঙ্গলময় অভিষেক-গীত।

১২। "যাঁর......লয়"=যাঁর পাদপদ্মে বিন্দু-মাত্র জল অর্পণ করিলে—তাহাও ধ্যানের দ্বারা, পরন্তু প্রত্যক্ষভাবে নহে—শমন-ভয় বিদূরিত হয়, সেই প্রভু, যাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে জল দিবার ভাগ্য কাহারও হয় না, তিনি সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে সকলের জল গ্রহণ করিলেন; ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

নানা-বেদ-মন্ত্র পড়ি সর্ব্ব ভক্তগণ।
স্নান করাইয়া অঙ্গ করিলা মার্জ্জন॥
পরিধান করাইলা নূতন বসন।
শ্রীঅঙ্গে লেপিলা দিব্য সুগন্ধি চন্দন॥
বিষ্ণু-খট্টা পাতিলেন উপস্কার করি।
বসিলেন প্রভু নিজ-খট্টার উপরি॥ ১৪॥
ছত্র ধরিলেন শিরে নিত্যানন্দ-রায়।
কোনো ভাগ্যবন্ত রহি চামর ঢুলায়॥
পূজার সামগ্রী লই সর্ব্ব ভক্তগণ।
পূজিতে লাগিলা নিজ-প্রভুর চরণ॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী গন্ধ পুষ্প ধূপ।
প্রদীপ নৈবেদ্য বস্ত্র যথা অনুরূপ॥ ১৫॥
যজ্ঞসূত্র যথাশক্তি বস্ত্র অলঙ্কারে।
পূজিলেন করিয়া ষোড়শ-উপচারে॥
চন্দনে করিয়া লিপ্ত তুলসী-মঞ্জরী।
পুনঃপুনঃ দেন সবে চরণ-উপরি॥
দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রের বিধিমতে।
পূজা করি সবে স্তব লাগিলা পঢ়িতে॥ ১৬॥
অদ্বৈতাদি করি যত পার্ষদ-প্রধান।
পড়িলা চরণে করি দণ্ড-পরণাম॥
প্রেমনদী বহে সর্ব্ব গণের নয়নে।
স্তুতি করে সবে, প্রভু আমায়ায় শুনে॥
"জয় জয় জয় সর্ব্ব-জগতের নাথ।
তপ্ত জগতেরে কর শুভ-দৃষ্টিপাত॥ ১৭॥
জয় আদি-হেতু, জয় জনক সবার।
জয় জয় সঙ্কীর্ত্তনারম্ভ-অবতার॥
জয় জয় বেদধর্ম্ম-সাধুজন-ত্রাণ।
জয় জয় আব্রহ্ম-স্তম্বের মূল-প্রাণ॥
জয় জয় পতিত-পাবন গুণসিন্ধু।
জয় জয় পরম-শরণ দীন-বন্ধু॥ ১৮॥
জয় জয় ক্ষীরসিন্ধু-মধ্যে গোপবাসী।
জয় জয় ভক্ত-হেতু প্রকট-বিলাসী॥
জয় জয় অচিন্ত্য অগম্য আদি-তত্ত্ব।
জয় জয় পরম-কোমল শুদ্ধ-সত্ত্ব॥
জয় জয় বিপ্রকুল-পাবন-ভূষণ।
জয় বেদধর্ম্ম-আদি সবার জীবন॥ ১৯॥
জয় জয় অজামিল-পতিত-পাবন।
জয় জয় পূতনা-দুষ্কৃতি-বিমোচন॥
জয় জয় অদোষ-দরশী রমাকান্ত।"
এইমত স্তুতি করে সকল মহান্ত॥

১৩। "ভক্ত-সেবার এই ফল" = ভক্তগণের সেবা করিলে এই ফল হয় যে, তদ্দ্বারা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ভগবানের সেবা লাভ হইয়া থাকে।

"দুঃখী" = ইনি হইলেন শ্রীবাসের দাসী।

১৫। "যথা অনুরূপ" = যথাযোগ্য।

১৬। "দশাক্ষর............পঢ়িতে" = দশাক্ষর-গোপালমন্ত্রের দ্বারা যেরূপ বিধিতে কৃষ্ণ-পূজা করিতে হয়, সেইরূপ বিধি-অনুসারে গৌরপূজা করিয়া সকলে স্তব করিতে লাগিলেন। প্রকট লীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন আত্ম-প্রকাশ করিতেন, তখন ভক্তগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ জানিয়া কৃষ্ণ-মন্ত্র দ্বারা কৃষ্ণ-রূপেই তাঁহার পূজা করিতেন; তাই বলিয়া তাঁহার সেবা-পূজার পৃথক্ মন্ত্রাদি নাই এরূপ কল্পনা করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। এতদ্বিষয়ক বিচার ও মীমাংসা ৪২ পৃষ্ঠায় ৬৭ দাগের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৭। "তপ্ত" = ত্রিতাপ-দগ্ধ।

১৮। "আব্রহ্ম-স্তম্বের" = তৃণ হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সকলেরই।

১৯। "জয় জয় ক্ষীরসিন্ধু......বিলাসী" = ক্ষীরোদ-সাগরে তুমি সঙ্গোপনে বাস কর বটে, তথাপি ভক্ত-

পরম-প্রকট-রূপ প্রভুর প্রকাশ।
দেখি পরানন্দে ডুবিলেন সর্ব্ব দাস॥ ২০॥
সর্ব্ব মায়া ঘুচাইয়া প্রভু গৌরচন্দ্র।
শ্রীচরণ দিলেন—পূজয়ে ভক্তবৃন্দ॥
দিব্য গন্ধ আনি কেহো লেপে শ্রীচরণে।
তুলসী-কমলে মেলি পূজে কোনো জনে॥
কেহো রত্ন-সুবর্ণ রজত-অলঙ্কার।
পাদপদ্মে দিয়া দিয়া করে নমস্কার॥ ২১॥
পট্ট-নেত শুক্ল নীল সুপীত বসন।
পাদপদ্মে দিয়া নমস্করে সর্ব্বজন॥
নানাবিধ ধাতুপাত্র দেই সর্ব্বজনে।
না জানি কতেক আসি পড়ে শ্রীচরণে॥
যে চরণ পূজিবারে সবার ভাবনা।
অজ রমা শিব করে যে লাগি কামনা॥ ২২॥
বৈষ্ণবের দাস-দাসীগণে তাহা পূজে।
এইমত ফল হয় বৈষ্ণবে যে ভজে॥
দূর্ব্বা ধান্য তুলসী লইয়া সর্ব্ব জনে।
পাইয়া অভয়—সবে দেন শ্রীচরণে॥
নানাবিধ ফল আনি দেন পদ-তলে।
গন্ধ পুষ্প চন্দন চরণে কেহো ঢালে॥ ২৩॥
কেহো পূজে করিয়া ষোড়শ-উপচার।
কেহো বা ষড়ঙ্গ-মতে—যেন স্ফুরে যার॥
কস্তুরী কুঙ্কুম শ্রীকর্পূর ফাগু-ধূলী।
সবে শ্রীচরণে দেই হই কুতূহলী॥
চম্পক মল্লিকা কুন্দ কদম্ব মালতী।
নানা পুষ্পে শোভে শ্রীচরণ-নখ-পাঁতি॥ ২৪॥

পরম প্রকাশ—বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি।
"কিছু দেহ খাই"—প্রভু চাহেন আপনি॥
হস্ত পাতে প্রভু সব দেখি ভক্তগণ।
যে যেমত দেই, সব করেন ভোজন॥
কেহো দেই কদলক, কেহো দিব্য মুদ্গ।
কেহো দধি, ক্ষীর বা নবনী, কেহো দুগ্ধ॥২৫॥
প্রভুর শ্রীহস্তে সব দেই ভক্তগণ।
অমায়ায় মহাপ্রভু করেন ভোজন॥
ধাইলা সকল গণ নগরে নগরে।
কিনিয়া উত্তম দ্রব্য আনেন সত্বরে॥
কেহো দিব্য নারিকেল উপস্কার করি।
শর্করা-সহিত দেই শ্রীহস্ত-উপরি॥২৬॥
নানাবিধ প্রচুর সন্দেশ দেই আনি।
শ্রীহস্তে লইয়া প্রভু খায়েন আপনি॥
কেহো দেই মেওয়া, ক্ষিরা, কর্কটিকা ফল।
কেহো দেই ইক্ষু, কেহো দেই গঙ্গাজল॥
দেখিয়া প্রভুর অতি-আনন্দ-প্রকাশ।
পাঁচবার দশবার দেই একো দাস॥ ২৭॥
শত শত জনে বা কতেক দেই জল।
মহাযোগেশ্বর পান করেন সকল॥
সহস্র সহস্র ভাণ্ডে দধি ক্ষীর দুগ্ধ।
সহস্র সহস্র কান্দি কলা, কত মুদ্গ॥
কতেক বা সন্দেশ, কতেক ফল মূল।
কতেক সহস্র বাটা কর্পূর তাম্বূল॥ ২৮॥
কি অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশিলা গৌরচন্দ্র।
'কেমতে খায়েন'—নাহি জানে ভক্তবৃন্দ॥

গণের চিত্ত-বিনোদনের জন্য তুমি কিন্তু আবার প্রকটরূপেও বিলাস করিয়া থাক।

২০। "পূতনা-দুষ্কৃতি-বিমোচন" = পূতনা রাক্ষসীর পাপ-রাশি ধ্বংস করিয়া তাহার উদ্ধারকারী।

২৪। "ফাগু-ধূলী" = ফাগের গুড়া।

২৬। "অমায়ায়" = পরম তৃপ্তির সহিত; নিঃশেষে।

ভক্তের পদার্থ প্রভু খায়েন সন্তোষে।
খাইয়া সবার জন্ম-কর্ম্ম কহে শেষে॥
ততক্ষণে সে ভক্তের হয় সঙরণ।
সন্তোষে আছাড় খায় করিয়া ক্রন্দন॥ ২৯॥
শ্রীবাসেরে বলে "আরে পড়ে তোর মনে।
ভাগবত শুনিলা যে দেবানন্দ-স্থানে॥
পদে পদে ভাগবত প্রেমরসময়।
শুনিয়া দ্রবিল অতি তোমার হৃদয়॥
উচ্চস্বর করি তুমি লাগিলা কান্দিতে।
বিহ্বল হইয়া তুমি পড়িলা ভূমিতে॥ ৩০॥
অবোধ পড়ুয়া ভক্তিযোগ না বুঝিয়া।
বল্লয়ে—কান্দয়ে কেনে না বুঝিল ইহা॥
বাহ্য নাহি জান তুমি প্রেমের বিকারে।
পড়ুয়া তোমারে নিল বাহির দুয়ারে॥
দেবানন্দ ইথে না করিল নিবারণ।
গুরু যথা অজ্ঞ—সেইমত শিষ্যগণ॥ ৩১॥
বাহির দুয়ারে তোমা এড়িল টানিয়া।
তবে তুমি আইলা পরম দুঃখ পাইয়া॥
দুঃখ পাই মনে, তুমি বিরলে বসিলা।
আরবার ভাগবত চাহিতে লাগিলা॥
দেখিয়া তোমার দুঃখ শ্রীবৈকুণ্ঠ হৈতে।
আবির্ভাব হইলাম তোমার দেহেতে॥ ৩২॥
তবে আমি এই তোর হৃদয়ে বসিয়া।
কান্দাইনু আপনার প্রেমযোগ দিয়া॥
আনন্দ হইল দেহ শুনি ভাগবত।
সব তিতি—স্থান হৈল বরিষার মত॥"

অনুভব পাইয়া বিহ্বল শ্রীনিবাস।
গড়াগড়ি যায়, কান্দে, বহে ঘনশ্বাস॥ ৩৩॥
এইমত অদ্বৈতাদি যতেক বৈষ্ণব।
সবারে দেখিয়া করায়েন অনুভব॥
আনন্দ-সাগরে মগ্ন সব ভক্তগণ।
বসিয়া করেন প্রভু তাম্বুল চর্ব্বণ॥
কোনো ভক্ত নাচে, কেহো করে সঙ্কীর্ত্তন।
কেহো বলে "জয় জয় শ্রীশচীনন্দন"॥ ৩৪॥
কদাচিৎ যে ভক্ত না থাকে সেই স্থানে।
আজ্ঞা করি প্রভু তারে আনান আপনে॥
'কিছু দেহ খাই' বলি পাতেন শ্রীহস্ত।
যেই যাহা দেন, তাহা খায়েন সমস্ত॥
খাইয়া বলেন প্রভু "তোর মনে আছে।
অমুক নিশায় আমি বসি তোর কাছে॥৩৫॥
বৈদ্য-রূপে তোর জ্বর করিলাম নাশ।"
শুনিয়া বিহ্বল হৈয়া পড়ে সেই দাস॥
গঙ্গাদাসে দেখি বলে—"তোর মনে জাগে।
রাজ-ভয়ে পলাইস্ যবে নিশাভাগে॥
সর্ব্ব-পরিকর-সনে আসি খেয়াঘাটে।
কোথাও নাহিক নৌকা—পড়িলা সঙ্কটে॥৩৬॥
রাত্রি শেষ হৈল, তুমি নৌকা না পাইয়া।
কান্দিতে লাগিলা অতি দুঃখিত হইয়া॥
মোর আগে যবনে স্পর্শিবে পরিবার।
গাঙ্গে প্রবেশিতে মন হইল তোমার॥
তবে আমি নৌকা নিয়া খেয়ারির রূপে।
গঙ্গায় বাহিয়া যাই তোমার সমীপে॥ ৩৭॥

২৭। "কর্কটিকা"=কাঁকুড়; ফুটা।

৩১। "বল্লয়ে......ইহা"=বগ্‌বগ্ করিয়া বলিতে লাগিল—'এ বেটা আবার কাঁদে কেন, তা ত বুঝতে পাচ্ছি না। অপবা বগ্‌বগ্ করিতে লাগিল, কিন্তু কেন কাঁদছে তাহা বুঝিতে পারিল না।

৩৩। "অনুভব"=শ্রীগৌরাঙ্গ-মহিমার অনুভূতি।

তবে তুমি নৌকা দেখি সন্তোষ হইলা।
অতিশয় প্রীত করি কহিতে লাগিলা॥
'আরে ভাই! আমারে রাখহ এইবার।
জাতি প্রাণ ধন যত সকল তোমার॥
রক্ষা কর—পরিকর-সঙ্গে কর পার।
এক তঙ্কা, এক জোড় বস্ত্র সে তোমার' ॥৩৮॥
তবে তোমা-সঙ্গে পরিকর করি পার।
তবে নিজ-বৈকুণ্ঠে গেলাম আরবার॥"
শুনি ভাসে গঙ্গাদাস আনন্দ-সাগরে।
হেন লীলা করে প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দরে॥
"গঙ্গায় হইতে পার চিন্তিলে আমারে।
মনে পড়ে পার আমি করিল তোমারে" ॥৩৯॥
শুনিয়া মূর্চ্ছিত গঙ্গাদাস গড়ি যায়।
এইমত কহে প্রভু অতি অমায়ায়॥
বসিয়া আছেন বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
চন্দনে মালায় পরিপূর্ণ কলেবর॥
কোনো প্রিয়তম করে শ্রীঅঙ্গে ব্যজন।
শ্রীকেশ সংস্কার করে অতি প্রিয়তম॥ ৪০॥
তাম্বূল যোগায় কোনো অতি প্রিয় ভৃত্য।
কেহো গায়, কেহো বা সম্মুখে করে নৃত্য॥
এইমত সকল দিবস পূর্ণ হৈল।
সন্ধ্যা আসি পরম কৌতুকে প্রবেশিল॥
ধূপ দীপ লইয়া সকল ভক্তগণ।
অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন শ্রীচরণ॥ ৪১॥
শঙ্খ ঘণ্টা করতাল মন্দিরা মৃদঙ্গ।
বাজায়েন বহুবিধ—উঠিল আনন্দ॥
অমায়ায় বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র।
কিছু নাহি বলে যত করে ভক্তবৃন্দ॥

নানাবিধ পুষ্প সবে পাদপদ্মে দিয়া।
'ত্রাহি প্রভু' বলি পড়ে দণ্ডবত হৈয়া॥ ৪২॥
কেহো কাকু করে, কেহো করে জয়ধ্বনি।
চতুর্দ্দিকে আনন্দ-ক্রন্দন মাত্র শুনি॥
কি অদ্ভুত সুখ হৈল নিশার প্রবেশে।
যে আইসে, সেই যেন বৈকুণ্ঠে প্রবেশে॥
প্রভুর হইল মহা-ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ।
যোড়হস্তে সম্মুখে রহিলা সর্ব্ব দাস॥ ৪৩॥
ভক্ত-অঙ্গে অঙ্গ দিয়া পাদপদ্ম মেলি।
লীলায় আছেন গৌর-সিংহ কুতূহলী॥
বরোন্মুখ হইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
যোড়হস্তে রহিলেন সব অনুচর॥
সাত-প্রহরিয়া-ভাবে সর্ব্ব জনে জনে।
অমায়ায় প্রভু কৃপা করেন আপনে॥ ৪৪॥
আজ্ঞা হৈল "শ্রীধরেরে ঝাট গিয়া আন।
আসিয়া দেখুক মোর প্রকাশ-বিধান॥
নিরবধি ভাবে মোরে বড় দুঃখ পাইয়া।
আসিয়া দেখুক মোরে—ঝাট আন গিয়া॥
নগরের অন্তে গিয়া থাকহ বসিয়া।
যে মোরে ডাকয়ে তারে আনহ ধরিয়া" ॥৪৫॥
ধাইল বৈষ্ণবগণ প্রভুর বচনে।
আজ্ঞা পাই গেলা তারা শ্রীধর-ভবনে॥
সেই শ্রীধরের কিছু শুনহ আখ্যান।
খোলার পসার করি রাখে নিজ-প্রাণ॥
একবার খোলা-গাছি কিনিয়া আনয়।
খানি খানি করি তাহা কাটিয়া বেচয়॥ ৪৬॥
তাহাতে যে কিছু হয় দিবসে উপায়।
তার অর্দ্ধ গঙ্গার নৈবেদ্য লাগি যায়॥

৪০। "অতি আমায়ায়" =খোলাখুলি-ভাবে।
৪২। "অমায়ায়" =প্রকাশ্যরূপে।

৪৪। "পাদপদ্ম মেলি" =শ্রীচরণ ছড়াইয়া।
"বরোন্মুখ" =বর দিতে উদ্যত।

অর্দ্ধেক সওদায় হয় নিজ-প্রাণ-রক্ষা।
এইমত হয় বিষ্ণু-ভক্তির পরীক্ষা॥
মহা-সত্যবাদী তেঁহো যেন যুধিষ্ঠির।
যার যেই মূল্য বলে, না হয় বাহির॥ ৪৭॥
মধ্যে মধ্যে যেবা জন তাঁর তত্ত্ব জানে।
তাঁহার বচনে মাত্র দ্রব্যখানি কিনে॥
এইমত নবদ্বীপে আছে মহাশয়।
'খোলাবেচা' জ্ঞান করি কেহো না চিনয়॥
চারি প্রহর রাত্রি নিদ্রা নাহি কৃষ্ণনামে।
সর্ব্ব রাত্রি 'হরি' বলে দীঘল আহ্বানে॥৪৮॥
যতেক পাষণ্ডী বলে "শ্রীধরের ডাকে।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, দুই কর্ণ ফাটে॥
মহা-চাষা বেটা, ভাতে পেট নাহি ভরে।
ক্ষুধায় ব্যাকুল হৈয়া রাত্রি জাগি মরে॥"
এইমত পাষণ্ডী মরয়ে মন্দ বলি।
নিজ-কার্য্য করয়ে শ্রীধর কুতূহলী॥ ৪৯॥
'হরি' বলি ডাকিতে সে আছয়ে শ্রীধরে।
নিশাভাগে প্রেমযোগে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
অর্দ্ধ-পথ ভক্তগণ গেলা মাত্র ধাইয়া।
শ্রীধরের ডাক শুনে তথাই থাকিয়া॥
ডাক-অনুসারে গেলা ভাগবতগণ।
শ্রীধরেরে ধরিয়া লইলা ততক্ষণ॥ ৫০॥
"চল চল মহাশয়! প্রভু দেখ সিয়া।
আমরা কৃতার্থ হই তোমা পরশিয়া॥"
শুনিয়া প্রভুর নাম শ্রীধর মূর্চ্ছিত।
আনন্দে বিহ্বল হই পড়িলা ভূমিত॥
আথে-ব্যথে ভক্তগণ লইলা তুলিয়া।
বিশ্বম্ভর-আগে নিল আলগ করিয়া॥ ৫১॥

৪৭। "এইমত.......... .. ..পরীক্ষা" = শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে নিষ্কপট গাঢ় ভক্তি হইয়াছে কি না, এইরূপ দারিদ্র্য-দশা দ্বারাই তাহার পরীক্ষা হইয়া থাকে। প্রকৃত ঐকান্তিক ভক্তের যতই দারিদ্র্য-দশা, যতই দুঃখ-কষ্ট, যতই রোগ-শোকাদি-ভোগ হউক না কেন, তিনি কদাচ কোনরূপ প্রলোভনের বশীভূত হন না; চৌর্য্য, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা আচরণ প্রভৃতি কোনও প্রকার দুষ্কর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন না; কৃষ্ণ-সেবা-পূজা, কৃষ্ণগুণানুবাদ-কীর্ত্তন হইতে কদাচ বিচলিত হন না; দুঃখ-কষ্ট-বশতঃ তাঁহার চিত্ত কদাচ বিক্ষুব্ধ হয় না; পরন্তু তিনি নিজের অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া, পরমানন্দে হরিগুণ গান করিতে থাকেন। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে নিষ্কপট ভক্তি থাকিলে, দুঃখ-কষ্ট ভক্তের মঙ্গলের কারণই হইয়া উঠে, যেহেতু দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে ঐ ভক্তি ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উত্তরোত্তর গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতেই থাকে। শ্রীকুন্তীদেবী প্রার্থনা করিয়াছিলেন, হে কৃষ্ণ! আমাদিগকে জন্ম জন্ম এইরূপ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে রাখিও, কেননা তাহা হইলে তোমাকে কদাচ বিস্মৃত হইব না।

"যার..................বাহির" = যে জিনিসের যে দাম বলেন, ঠিক তাহাই লন, তার আর একটুও এদিক ওদিক নাই, কম-বেশী নাই; তাঁহার কাছে ঠকানে কাজ নাই; তিনি ছোট বড় কাহাকেও ঠকান না—সকলকেই এক কথায় বিক্রয় করেন।

৪৮। "কেহো না চিনয়" = তিনি যে কি বস্তু, তাহা কেহ বুঝিতে পারে না।

"দীঘল আহ্বানে" = উচ্চৈঃস্বরে।

৫১। "বিশ্বম্ভর-আগে" = মহাপ্রভুর সম্মুখে।

"আলগ করিয়া" = উঁচু করিয়া ধরিয়া।

শ্রীধরে দেখিয়া প্রভু প্রসন্ন হইলা।
"আয় আয় শ্রীধর" বলি ডাকিতে লাগিলা॥
"বিস্তর করিয়া আছ মোর আরাধন।
বহু জন্ম মোর প্রেমে ত্যজিলা জীবন॥
এহো জন্মে মোর সেবা করিলা বিস্তর।
তোমার খোলায় অন্ন খাইনু নিরন্তর॥ ৫২॥
তোমার হস্তের দ্রব্য খাইনু বিস্তর।
পাসরিলা আমা-সঙ্গে যে কৈলা উত্তর॥"
যখনে করিলা প্রভু বিদ্যার বিলাস।
পরম উদ্ধত-হেন যখনে প্রকাশ॥
সেহ কালে গূঢ়রূপে শ্রীধরের সঙ্গে।
খোলা-কেনা-বেচা-ছলে কৈল বহু রঙ্গে॥৫৩॥
প্রতিদিন শ্রীধরের পসারেতে গিয়া।
থোড় কলা মূলা খোলা আনেন কিনিয়া॥
প্রতিদিন চারি দণ্ড কলহ করিয়া।
তবে সে কিনয়ে দ্রব্য অর্দ্ধ-মূল্য দিয়া॥
সত্যবাদী শ্রীধর—যা লৈব তাহা বলে।
অর্দ্ধ-মূল্য দিয়া প্রভু নিজ-হস্তে তোলে॥ ৫৪॥
উঠিয়া শ্রীধর দাস করে কাড়াকাড়ি।
এইমত শ্রীধর-ঠাকুরে হুড়াহুড়ি॥
প্রভু বলে "কেনে ভাই শ্রীধর-তপস্বি।
অনেক তোমার অর্থ আছে হেন বাসি॥
আমার হাতের দ্রব্য লহ যে কাড়িয়া।
এতদিন 'কে আমি' না জানিস্ ইহা" ॥ ৫৫ ॥

পরম-ব্রহ্মণ্য শ্রীধর—ক্রুদ্ধ নাহি হয়।
বদন দেখিয়া সর্ব্ব দ্রব্য কাড়ি লয়॥
মদনমোহন-রূপ গৌরাঙ্গসুন্দর।
ললাটে তিলক শোভে উর্দ্ধ মনোহর॥
ত্রিকচ্ছ-বসন শোভে কুটিল কুন্তল।
প্রকৃতি নয়ন দুই পরম চঞ্চল॥ ৫৬॥
শুক্ল যজ্ঞসূত্র শোভে বেড়িয়া শরীরে।
সূক্ষ্মরূপে অনন্ত যে-হেন কলেবরে॥
অধরে তাম্বূল—হাসে শ্রীধরে চাহিয়া।
আরবার খোলা লয় আপনে তুলিয়া॥
শ্রীধর বলেন "শুন ব্রাহ্মণ-ঠাকুর।
ক্ষমা কর মোরে—মুই তোমার কুকুর" ॥৫৭॥
প্রভু বলে "জানি তুমি পরম চতুর।
খোলা-বেচা অর্থ তোমার আছয়ে প্রচুর॥"
"আর কি পসার নাহি"—শ্রীধর সে বলে।
"অল্প কড়ি দিয়া তথা কিন পাত-খোলে।"
প্রভু বলে "যোগানিয়া আমি নাহি ছাড়ি।
থোড় কলা দিয়া মোরে তুমি লহ কড়ি" ॥৫৮
রূপ দেখি মুগ্ধ হই শ্রীধর সে হাসে।
গালি পাড়ে বিশ্বম্ভর পরম সন্তোষে॥
"প্রত্যহ গঙ্গারে দ্রব্য দেহ ত কিনিয়া।
আমারে বা কিছু দিলে মূল্যেতে ছাড়িয়া॥
যে গঙ্গা পূজহ তুমি, আমি তার পিতা।
সত্য সত্য তোমারে কহিল এই কথা" ॥৫৯॥

৫৬ "পরম-ব্রহ্মণ্য" = মহাভাগবত
"প্রকৃতি ......চঞ্চল" = তাঁহার নয়ন দুইটি স্বভাবতঃই অত্যন্ত চঞ্চল। অথবা, স্বভাব ও নয়ন দুইই খুব চঞ্চল।

৫৭। "শুক্ল.........কলেবরে" = শুভ্র যজ্ঞসূত্র অর্থাৎ সাদা পৈতা তাঁহার শ্রীঅঙ্গ বেড়িয়া মনোহর শোভা পাইতেছে; তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে, ঠিক যেন মহানাগ শ্রীঅনন্তদেব অতি ক্ষীণ রূপ ধারণ করিয়া অর্থাৎ খুব সরু হইয়া, তাঁহার শরীর বেড়িয়া রহিয়াছেন। ৫৮। "পাত-খোলে" = কলার পাতা ও খোলা। ৫৯। "বা কিছু......ছাড়িয়া" = না হয় দাম কিছু কম করিয়াই বা নিলে।

কর্ণ ধরি শ্রীধর 'শ্রীবিষ্ণু বিষ্ণু' বলে।
উদ্ধত দেখিয়া, তাঁরে দেই পাত-খোলে॥
এইমত প্রতিদিন করেন কন্দল।
শ্রীধরের জ্ঞানে—'বিপ্র পরম চঞ্চল'॥
শ্রীধর বলেন "মুই হারিনু তোমারে।
কড়ি বিনু কিছু দিমু, ক্ষমা কর মোরে॥৬০॥
একখণ্ড খোলা দিমু, একখণ্ড থোড়।
একখণ্ড কলা মূলা—আরো দোষ মোর॥"
প্রভু বলে—"ভাল ভাল, আর নাহি দায়।"
শ্রীধরের খোলে প্রভু প্রত্যহ অন্ন খায়॥
ভক্তের পদার্থ প্রভু হেনমতে খায়।
কোটি হৈলেও অভক্তের উলটি না চায়॥৬১॥
'এই লীলা করিব চৈতন্য' হেন আছে।
ইহার কারণে সে শ্রীধরে খোলা বেচে॥
এই লীলা লাগিয়া শ্রীধরে বেচে খোলা।
কে বুঝিতে পারে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের লীলা॥
বিনি প্রভু জানাইলে কেহো নাহি জানে।
সেই কথা প্রভু করাইলা সঙরণে॥ ৬২॥
প্রভু বলে "শ্রীধর! দেখহ রূপ মোর।
অষ্টসিদ্ধি দাস আজি করি দেঙ তোর॥"
মাথা তুলি চাহে মহাপুরুষ শ্রীধর।
তমাল-শ্যামল দেখে সেই বিশ্বম্ভর॥
হাতেতে মোহন বংশী, দক্ষিণে বলরাম।
মহাজ্যোতির্ম্ময় সব দেখে বিদ্যমান॥ ৬৩॥
কমলা তাম্বূল দেই হস্তের উপরে।
পঞ্চমুখ চতুর্ম্মুখ আগে স্তুতি করে॥
মহাফণি-ছত্র দেখে শিরের উপরে।
সনক নারদ শুক দেখে স্তুতি করে॥
প্রকৃতি-স্বরূপা সব যোড়হস্ত করি।
স্তুতি করে চতুর্দ্দিকে পরমা সুন্দরী॥ ৬৪॥
দেখি মাত্র শ্রীধর হইলা মূরছিত।
সেইমত ঢলিয়া পড়িলা পৃথিবীত॥
'উঠ উঠ শ্রীধর' প্রভুর আজ্ঞা হৈল।
প্রভুর বোলেতে শ্রীধর চৈতন্য পাইল॥
প্রভু বলে—"শ্রীধর আমারে কর স্তুতি"।
শ্রীধর বলয়ে—"নাথ! মুই মূঢ়মতি॥ ৬৫॥
কোন্ স্তুতি জানোঁ মুই ছারের শকতি।"
প্রভু বলে—"তোর বাক্যমাত্র মোর স্তুতি॥"
প্রভুর আজ্ঞায় জগন্মাতা সরস্বতী।
প্রবেশিলা জিহ্বায়—শ্রীধর করে স্তুতি॥
"জয় জয় মহাপ্রভু, জয় বিশ্বম্ভর।
জয় জয় জয় নবদ্বীপ-পুরন্দর॥ ৬৬॥
জয় জয় অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কোটি-নাথ!
জয় জয় শচী-পুণ্যবতী-গর্ভজাত॥
জয় জয় বেদগোপ্য জয় দ্বিজরাজ।
যুগে যুগে ধর্ম্ম পাল' করি নানা সাজ॥
গূঢ়রূপে বেড়াইলা নগরে নগরে।
বিনা তুমি জানাইলে কে জানিতে পারে॥৬৭॥
তুমি ধর্ম্ম, তুমি কর্ম্ম, তুমি ভক্তি, জ্ঞান।
তুমি শাস্ত্র, তুমি বেদ, তুমি সর্ব্বধ্যান॥
তুমি ঋদ্ধি, তুমি সিদ্ধি, তুমি যোগ, ভোগ।
তুমি শ্রদ্ধা, তুমি দয়া, তুমি মোহ, লোভ॥

"আমি তার পিতা" = কেননা বিষ্ণু-রূপ আমার পাদপদ্ম হইতে গঙ্গার উৎপত্তি বা জন্ম।

৬০। "বিপ্র" = নিমাই-পণ্ডিত।

৬৩। "অষ্টসিদ্ধি" = অণিমা, লঘিমাদি অষ্ট-সিদ্ধির নাম 'শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার' ৫ম সংস্করণ গ্রন্থের ১ম খণ্ডে ১৩৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। অষ্টসিদ্ধি পাইলে লোকের আর কোনও অভাব থাকে না।

৬৪। "প্রকৃতি-স্বরূপা" = দেবনারীগণ।

তুমি ইন্দ্র, তুমি চন্দ্র, তুমি অগ্নি, জল।
তুমি সূর্য্য, তুমি বায়ু, তুমি ধন, বল ॥ ৬৮
তুমি ভক্তি, তুমি মুক্তি, তুমি অজ, ভব।
তুমি বা হইবে কেনে—তোমার এ সব ॥
পূর্ব্বে মোর স্থানে তুমি আপনে বলিলা।
'তোর গঙ্গা দেখ মোর চরণ-সলিলা' ॥
তবু মোর পাপ-চিত্তে নহিল স্মরণ।
না জানিনু তোর দুই অমূল্য চরণ ॥ ৬৯ ॥
যে তুমি করিলা ধন্য গোকুল-নগর।
এখনে হইলা নবদ্বীপ-পুরন্দর ॥

রাখিয়া বেড়াও ভক্তি শরীর-ভিতরে।
হেন ভক্তি নবদ্বীপে হইল বাহিরে ॥ ৭০ ॥
ভক্তিযোগে ভীষ্ম তোমা জিনিল সমরে।
ভক্তিযোগে যশোদায় বান্ধিল তোমারে ॥
ভক্তিযোগে তোমারে বেচিল সত্যভামা।
ভক্তিবশে তুমি কান্ধে কৈলে গোপ-রামা ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-কোটি বহে যারে মনে।
সে তুমি শ্রীদাম-গোপ বহিলা আপনে ॥ ৭১ ॥
যাহা হৈতে আপনার পরাভব হয়।
সেই বড় গোপ্য, লোক কাহারে না কয় ॥

৬৯। "তুমি বা……সব"=অলৌকিক ভক্তির আবেগ-ভরে 'তুমিই সব' বলিয়া স্তব করিয়াই পরক্ষণে আবার বলিতেছেন, না না, তুমি এ সব হইতে যাবে কেন?—এ সব ত তোমার দাস-স্বরূপ, তোমারই অধীন।

৭০। "রাখিয়া……বাহিরে"=যে ভক্তি তুমি অতি সাবধানে লুকাইয়া রাখ—সহজে কাহাকেও দাও না, তাহা এখন অকাতরে সকলকে বিতরণ করিলে, অতি গোপ্য অমূল্য-নিধি হাটে বাজারে ছড়াইলে।

৭১। "ভক্তিযোগে……সমরে"=কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্র ধরিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাইবার জন্য, ভীষ্ম এরূপ ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে, পাণ্ডবগণের আর রক্ষা নাই দেখিয়া, কৃষ্ণকে অবশেষে সুদর্শন-চক্র ধারণ করিতে হইল—পরম ভক্ত ভীষ্মের নিকট তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল, তিনি ভক্তের কাছে হারি মানিলেন।

"ভক্তিযোগে........ তোমারে"=যে তোমাকে জগতে কেহ বান্ধিতে অর্থাৎ বশীভূত করিতে পারে না, সেই তোমাকে মা যশোদা স্নেহ-বলে অবশেষে রজ্জু দিয়া বন্ধন করিতে সমর্থ হইলেন। এ উপাখ্যান শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে।

"ভক্তিযোগে......সত্যভামা"=একদা শ্রীনারদ-মহাশয় ইন্দ্র-প্রদত্ত একটী পারিজাত-পুষ্প হস্তে লইয়া দ্বারকাধামে শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে উহা প্রদান করিলে, শ্রীকৃষ্ণ ঐ পুষ্পটী লইয়া শ্রীরুক্মিণীদেবীকে অর্পণ করেন। অনন্তর শ্রীসত্যভামার প্রিয়-সখীগণ নারদের মুখে 'রুক্মিণী-দেবী শ্রীকৃষ্ণের অধিকতর প্রিয়' এই সংবাদ শুনিয়া, তাঁহারা তাহা সত্যভামাদেবীকে জ্ঞাপন করিলেন। তাহাতে তিনি অভিমানিনী হইলে, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আচ্ছা, শুধু পুষ্প কেন, আমি সমগ্র পারিজাত-বৃক্ষ তোমাকে আনিয়া দিতেছি। অতঃপর তিনি উহা আনিয়া দিলে, সত্যভামা-দেবী পুণ্যকব্রত-সমাপনান্তে কৃষ্ণ-গলে পুষ্পমালা প্রদান করিয়া, তাঁহাকে পারিজাত-বৃক্ষে বন্ধন পূর্ব্বক, নারদের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন।

"ভক্তিবশে……গোপ-রামা"=রাসলীলার সময়ে গোপীগণ কৃষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে একস্থানে

ভক্তি লাগি সর্ব্ব-স্থানে পরাভব পাইয়া।
জিনিয়া বেড়াও তুমি ভক্তি লুকাইয়া॥
সে মায়া হইল চূর্ণ—আর নাহি লাগে।
হের দেখ সকল ভুবনে ভক্তি মাগে॥
সে কালে হারিলা জন-দুই-চারি-স্থানে।
এ কালে বান্ধিব তোমা সর্ব্ব জনে জনে" ॥৭২॥

মহাশুদ্ধা সরস্বতী শ্রীধরের শুনি।
বিস্ময় পাইলা সর্ব্ব বৈষ্ণবাগ্রগণি॥
প্রভু বলে "শ্রীধর বাছিয়া মাগ' বর।
অষ্টসিদ্ধি দিমু আজি তোমার গোচর॥"
শ্রীধর বলেন "প্রভু! আরো ভাঁড়াইবা।
নিশ্চিন্তে থাকহ তুমি—আর না পারিবা॥৭৩

আসিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে প্রিয়তমা শ্রীরাধিকাকে স্কন্ধে আরোহণ করাইয়াছিলেন।

"অনন্ত............আপনে" = অনন্তকোটী-ব্রহ্মাণ্ড-বাসিগণ যে তোমাকে ধ্যান দ্বারা হৃদয়ে বহন করে, সেই তুমি খেলায় হারিয়া গোপ-নন্দন শ্রীদাম-সখাকে স্কন্ধে বহন করিয়াছ।

৭২। "যাহা................জনে" = যে জিনিস কাহাকেও দিলে বা বলিলে নিজের পরাজয় হয়, সে জিনিস লোকে গোপন করিয়াই রাখে—কাহাকেও দেয় না বা বলে না। তুমি দেখিলে যে, ভক্তি দিলে ভক্ত তোমাকে একেবারে বশ করিয়া ফেলে, তোমাকে বাঁধিয়া ফেলে; সেই জন্য তুমি ভক্তি গোপন করিয়া অর্থাৎ কাহাকেও উহা না দিয়া বুক ফুলাইয়া বেড়াও, কারণ ভক্তি ব্যতীত কেহ তোমাকে বশ করিতে পারে না। কিন্তু এ অবতারে তোমার সে চতুরতা যে ভাঙ্গিয়া গেল—চালাকি করা আর ত চলিবে না, চালাকি করিয়া আর ভক্তি লুকাইয়া রাখিতে পারিবে না—ঐ দেখ এখন জগৎময় সকলেই তোমার ভক্তি চাহিতেছে, তুমি আর ভক্তি লুকাইয়া রাখিবে কিরূপে? এখন তোমাকে ভক্তি দিতেই হইবে। অন্যান্য যুগে মাত্র দু' পাঁচ জন তোমার ভক্ত ছিল, তুমি কেবল তাহাদেরই বশীভূত হইয়া ছিলে, এখন কিন্তু তুমি অকাতরে ভক্তি বিলি করিবে বলিয়া, সব লোকে উহা পাইয়া, সকলে তোমাকে ভক্তি-ডোরে বান্ধিয়া ফেলিবে, তোমাকে সমস্ত লোকের বশ হইয়া থাকিতে হইবে।

৭৩। "মহাশুদ্ধা.....বৈষ্ণবাগ্রগণি" = শ্রীধরের মুখে পরম মনোহর বিশুদ্ধ স্তব শুনিয়া মহা মহা বৈষ্ণবগণ সকলে বিস্মিত হইলেন, তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা ভাবিতেছেন, শ্রীধর তাদৃশ বিদ্যাবান্ না হইয়াও কিরূপে এমন সুন্দর স্তব করিতে সমর্থ হইলেন! বলা বাহুল্য, কৃষ্ণভক্তের পক্ষে সকলই সম্ভবে, যেহেতু ভক্তগণ হইলেন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ কৃপাপাত্র; আর তাঁহার কৃপার ফলে কি হয়?—না

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবং॥

"বাছিয়া মাগ' বর" = তোমার যাহা ইচ্ছা, বর চাও।

"আরো ভাঁড়াইবা" = তুমি এখনও আমাকে তুচ্ছ ধন দিয়া ভুলাইতে চাও? না, তাহা আর পারিবে না, নিশ্চয় জানিও; আমি যে তোমার পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছু চাই না, আমি ত আর কচি ছেলেটী নই যে, আমাকে মোয়া দিয়া ভুলাইবে; আমি এখন তোমারই কৃপা-বলে তোমাকে চিনিয়াছি; তাই এখন তোমার চরণ ছাড়া আর কিছু চাই না।

প্রভু বলে "দরশন মোর ব্যর্থ নয়।
অবশ্য পাইবা বর, যেই চিত্তে লয়॥"
'মাগ মাগ' পুনঃপুনঃ বলে বিশ্বম্ভর।
শ্রীধর বলয়ে "প্রভু! দেহ এই বর॥
যে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোলা পাত।
সে ব্রাহ্মণ হউ মোর জন্ম জন্ম নাথ॥ ৭৪॥
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কন্দল।
মোর প্রভু হউ তাঁর চরণ-যুগল॥"
বলিতে বলিতে প্রেম বাড়য়ে শ্রীধরে।
দুই বাহু তুলি কান্দে মহা উচ্চৈঃস্বরে॥
শ্রীধরের ভক্তি দেখি বৈষ্ণব-সকল।
অন্যোন্যে কান্দেন সবে হইয়া বিহ্বল॥ ৭৫॥
হাসি বলে বিশ্বম্ভর "শুনহ শ্রীধর।
এক মহারাজ্যে করোঁ তোমারে ঈশ্বর॥"
শ্রীধর বলয়ে "মুই কিছুই না চাঙ।
হেন কর প্রভু যেন তোর নাম গাঙ॥"
প্রভু বলে "শ্রীধর! আমার তুমি দাস।
এতেকে দেখিলে তুমি আমার প্রকাশ॥৭৬॥

এতেকে তোমার মতি-ভেদ না হইল।
বেদগোপ্য ভক্তিযোগ তোরে আমি দিল॥"
জয়-জয়-ধ্বনি হৈল বৈষ্ণব-মণ্ডলে।
'শ্রীধর পাইল বর'—শুনিল সকলে॥
ধন নাহি, জন নাহি, নাহিক পাণ্ডিত্য।
কে চিনিবে এ সকল চৈতন্যের ভৃত্য॥ ৭৭॥
কি করিবে বিদ্যা ধনে রূপে যশে কুলে।
অহঙ্কার বাড়ি সব পড়য়ে নির্ম্মূলে॥
কলা মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা।
কোটিকল্পে কোটীশ্বরে না পাইবে তাহা॥
অহঙ্কার-দ্রোহ-মাত্র বিষয়েতে আছে।
অধঃপাত ফল তার না জানয়ে পাছে॥ ৭৮॥
দেখি মূর্খ দরিদ্র যে সুজনেরে হাসে।
কুম্ভীপাকে যায় সেই নিজ-কর্ম্ম-দোষে॥
বৈষ্ণব চিনিতে পারে কাহার শকতি।
আছয়ে সকল সিদ্ধি দেখিতে দুর্গতি॥
খোলাবেচা শ্রীধর তাহার এই সাক্ষী।
ভক্তিমাত্র নিল অষ্টসিদ্ধিকে উপেক্ষি॥ ৭৯॥

৭৭। "এতেকে............হইল" — এ কারণে তোমার অন্য-মন হইল না; তোমার মন টলিল না; কৃষ্ণ-পাদপদ্ম হইতে তোমার মন বিচলিত হইল না।

৭৮। "কোটী কল্পে......তাহা" = কোটীপতিও কোনও কালে তাহা পাইবে না।

"অহঙ্কার......আছে" — বিষয়ের ধর্ম্মই হইতেছে, কেবল দম্ভ বা অহঙ্কার জন্মাইয়া দেয় এবং পরের অনিষ্টাচরণ করাইয়া থাকে; কিন্তু তাহার ফলে পশ্চাতে যে ধ্বংস ও নরক-ভোগ হইবে, তাহা বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারে না।

৭৯। "দেখি.........হাসে" — মূর্খ এবং দরিদ্র বলিয়া সাধু ব্যক্তিকে যে উপহাস করে।

"বৈষ্ণব......দুর্গতি" — কার সাধ্য আছে যে, বৈষ্ণবকে চিনিতে পারে, যেহেতু কার্য্য-কলাপ দেখিয়া ইনি প্রকৃত বৈষ্ণব কি না, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। মহাজনগণ বলিয়াছেন—"বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়"; "বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি"। অণিমা লঘিমা প্রভৃতি যে অষ্টসিদ্ধি আছে, তাহারা নিজেদের যে কি দুর্দ্দশা তাহা বৈষ্ণবের নিকটেই ভালরূপ বুঝিতে পারে, কেননা প্রভু স্বয়ংই এই অষ্ট-সিদ্ধি ভক্তগণকে দিতে চাহিলেও, তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না—ঘৃণার সহিত উহা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহারা ত

যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ॥
বিষয়-মদান্ধ-সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা-মদে ধন-মদে বৈষ্ণব না চিনে॥
ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধি-নাশ।
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে—যাইবেক নাশ॥৮০॥
শ্রীধর পাইলা বর করিয়া স্তবন।
ইহা যেই শুনে, তারে মিলে প্রেমধন॥
প্রেম-ভক্তি হয় কৃষ্ণ-চরণারবিন্দে।
সেই কৃষ্ণ পায়—যে বৈষ্ণবে নাহি নিন্দে॥
নিন্দায় নাহিক কার্য্য, সবে পাপ-লাভ।
এতেকে না করে নিন্দা মহা-মহাভাগ॥৮১॥
অনিন্দুক হই যে সকৃৎ 'কৃষ্ণ' বলে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে॥
বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই মনস্কাম।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ হউ মোর প্রাণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ৮২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীধর-বর-লাভ-বর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

দশম অধ্যায়।

মোর মোর বঁধুয়া।
গৌর গুণনিধিয়া॥ ধ্রু॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌর-সুন্দর।
জয় জয় নিত্যানন্দ অনাদি ঈশ্বর॥
হেনমতে প্রভু শ্রীধরেরে বর দিয়া।
'নাড়া নাড়া নাড়া' বলে মস্তক ঢুলাইয়া॥
প্রভু বলে "আচার্য্য! মাগহ নিজ-কার্য্য।"
"যে মাগিনু তাহা পাইনু" বলয়ে আচার্য্য॥১॥
হুঙ্কার করয়ে জগন্নাথের নন্দন।
হেন শক্তি নাহি কারো বলিতে বচন॥
মহা-পরকাশ প্রভু বিশ্বম্ভর-রায়।
গদাধর যোগায় তাম্বূল—প্রভু খায়॥
ধরণী-ধরেন্দ্র নিত্যানন্দ ধরে ছত্র।
সম্মুখে অদ্বৈত আদি সব মহাপাত্র॥ ২॥
মুরারিরে আজ্ঞা হৈল—"মোর রূপ দেখ।"
মুরারি দেখয়ে রঘুনাথ পরতেক॥
দূর্ব্বাদল-শ্যাম দেখে সেই বিশ্বম্ভর।
বীরাসনে বসি আছে মহা-ধনুর্দ্ধর॥

অষ্টসিদ্ধির মাথায় পদাঘাত করিয়াছেন! অষ্টসিদ্ধি ত দূরের কথা, মুক্তিও তাঁহাদের নিকট অতীব তুচ্ছ পদার্থ। "উপেক্ষি"=তাচ্ছীল্য করিয়া।

৮০। "যত……সুখ"=বৈষ্ণবের দুঃখ লোকের কাছে বাহ্যতঃ দুঃখ বলিয়া বোধ হইলেও, উহা তাঁহাদের পক্ষে পরম সুখের, যেহেতু তাঁহারা যখন সর্ব্বদাই কৃষ্ণপ্রেম-সুখ-জনিত পরমানন্দে ডুবিয়া রহিয়াছেন, তখন দুঃখের অনুভূতি কি তাঁহাদের কিছুমাত্র হইতে পারে? লোকে যাহা দুঃখ বলিয়া বোধ করে, তাঁহারা তাহা গ্রাহ্যই করেন না।

"বিষয়-মদান্ধ"=ধনগর্ব্বোন্মত্ত।

"না জানে"=বুঝিতে পারে না।

১। "মাগহ নিজ-কার্য্য"=নিজের অভীষ্ট প্রার্থনা কর।

"যে মাগিনু তাহা পাইনু"=আমি কৃষ্ণকে আনিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহা ত পাইয়াছি।

জানকী লক্ষ্মণ দেখে বামেতে দক্ষিণে।
চৌদিকে করয়ে স্তুতি বানরেন্দ্রগণে ॥ ৩ ॥
আপন-প্রকৃতি বাসে যে-হেন বানর।
সকৃৎ দেখিয়া মূর্চ্ছা পাইল বৈদ্যবর ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে মুরারি পড়িলা।
চৈতন্যের কাঁদে পড়ি জড়-প্রায় হৈলা ॥ ৪ ॥
ডাকি বলে বিশ্বম্ভর "আরে রে বানরা।
পাসরিলি তোরে পোড়াইল সীতা-চোরা ॥
তুই তার পুরী পুড়ি কৈলি বংশ-ক্ষয়।
সেই প্রভু আমি—তোরে দিল পরিচয় ॥
উঠ উঠ মুরারি! আমার তুমি প্রাণ।
আমি সেই রাঘবেন্দ্র, তুমি হনুমান্ ॥ ৫ ॥
সুমিত্রা-নন্দন দেখ—তোমার জীবন।
যারে জীয়াইলে আনি সে গন্ধমাদন ॥
জানকীর চরণে করহ নমস্কার।
যার দুঃখ দেখি তুমি কান্দিলা অপার" ॥ ৬ ॥
চৈতন্যের বাক্যে গুপ্ত চৈতন্য পাইলা।
দেখিয়া সকলে প্রেমে কান্দিতে লাগিলা ॥

শুষ্ক কাষ্ঠ দ্রবে শুনি গুপ্তের ক্রন্দন।
বিশেষে দ্রবিলা সব ভাগবতগণ ॥
পুনরপি মুরারিরে বলে বিশ্বম্ভর।
"যে তোমার অভিমত মাগি লহ বর" ॥ ৭ ॥
মুরারি বলয়ে "প্রভু! আর নাহি চাও।
হেন কর প্রভু! যেন তোর গুণ গাও ॥
যে যে ঠাঁই প্রভু কেনে জন্ম নহে মোর।
তথাই তথাই যেন স্মৃতি হয় তোর ॥
জন্ম জন্ম তোমার যে-সব প্রভু! দাস।
তা-সবার সঙ্গে যেন হয় মোর বাস ॥ ৮ ॥
'তুমি প্রভু, মুই দাস'—ইহা নাহি যথা।
হেন সত্য কর প্রভু! না ফেলিহ তথা ॥
সপার্ষদে তুমি যথা কর অবতার।
তথাই তথাই দাস হইব তোমার ॥"
প্রভু বলে "সত্য সত্য এই বর দিল।"
মহা মহা জয়ধ্বনি ততক্ষণে হৈল ॥ ৯ ॥
মুরারির প্রতি সব বৈষ্ণবের প্রীত।
সর্ব্ব-ভূতে কৃপালুতা মুরারি-চরিত ॥

২। "মহাপরকাশ..... রায়" = শ্রীমন্মহাপ্রভু বিপুল বৈভব প্রকাশ করতঃ রাজরাজেশ্বরের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

"সম্মুখে......মহাপাত্র" = ঈশ্বরের অর্থাৎ মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ হইয়াছে—তিনি রাজ-রাজেশ্বরের ন্যায় পরমোজ্জ্বল-রূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সম্মুখে শ্রীঅদ্বৈতাদি মহা মহা ভক্তগণ মহাপাত্র-রূপে অর্থাৎ যেন বড় বড় রাজকর্ম্মচারীর ন্যায় আজ্ঞাকারী ভৃত্য-রূপে পরম শোভা পাইতে লাগিলেন।

৩। "বানরেন্দ্রগণে" = সব প্রধান প্রধান বানরেরা।

৪। "আপন.........বানর" = নিজেকেও যেন একটা ভক্ত-বানরের মত ভাবিতে লাগিলেন।

৫। "ডাকি..... চোরা" = এতদ্বারা মুরারি গুপ্ত যে পূর্ব্বাবতারে হনুমান্ ছিলেন, তাহাই মহাপ্রভু বলিয়া দিলেন। "সীতা-চোরা" = সীতাহরণকারী লঙ্কাধিপতি রাবণ।

"সেই প্রভু আমি" = আমি তোর সেই প্রভু শ্রীরামচন্দ্র।

৭। "চৈতন্য" = বাহ্যজ্ঞান।

৮। "তোমার......দাস" = হে প্রভো! যাঁহারা তোমার ভক্ত।

৯। "তুমি.........যথা" = শ্রীগৌরাঙ্গ হইলেন আমার প্রভু—আর আমি তাঁহার দাস, শ্রীকৃষ্ণ হইলেন প্রভু—আর আমি তাঁহার দাস, এ সম্বন্ধ

যে-তে স্থানে মুরারির যদি সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্ব-তীর্থ-শ্রীবৈকুণ্ঠময়॥
মুরারির প্রভাব বলিতে শক্তি কার।
মুরারি-বল্লভ প্রভু—সর্ব্ব-অবতার॥ ১০॥
ঠাকুর-চৈতন্য বলে "শুন সর্ব্ব-জন।
সকৃৎ মুরারি-নিন্দা করে যেই জন॥
কোটি-গঙ্গাস্নানে তার নাহিক নিস্তার।
গঙ্গা-হরি-নামে তার করিবে সংহার॥ ১১॥
'মুরারি' বসয়ে গুপ্তে ইহার হৃদয়ে।
এতেকে 'মুরারি-গুপ্ত' নাম যোগ্য হয়ে॥"
মুরারিরে কৃপা দেখি ভাগবতগণ।
প্রেমযোগে 'কৃষ্ণ' বলি করয়ে রোদন॥
মুরারিরে কৃপা কৈল শ্রীচৈতন্য-রায়।
ইহা যেই শুনে সেই প্রেমভক্তি পায়॥
মুরারি শ্রীধর কান্দে সম্মুখে পড়িয়া।
প্রভুও তাম্বূল খায় গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া॥ ১২॥
হরিদাস প্রতি প্রভু সদয় হইয়া।
"মোরে দেখ হরিদাস!" বলে ডাক দিয়া॥

"এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়।
তোমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দঢ়॥
পাপিষ্ঠ যবনে তোমা দিল বড় দুখ।
তাহা সঙরিতে মোর বিদরয়ে বুক॥ ১৩॥
শুন শুন হরিদাস! তোমারে যখনে।
নগরে নগরে মারি বেড়ায় যবনে॥
দেখিয়া তোমার দুঃখ চক্র ধরি করে।
নামিনু বৈকুণ্ঠ হৈতে সবা কাটিবারে॥
প্রাণান্ত করিয়া তোমা মারয়ে সকলে।
তুমি মনে চিন্ত তাহা সবার কুশলে॥ ১৪॥
আপনে মারণ খাও, তাহা নাহি লেখ।
তখনেহ তা-সবারে মনে ভাল দেখ॥
তুমি ভাল চিন্তিলে—না করোঁ মুই বল।
তোলোঁ চক্র তোমা লাগি—সে হয় বিফল॥
কাটিতে না পারোঁ তোর সঙ্কল্প লাগিয়া।
তোর পৃষ্ঠে পড়োঁ, তোর মারণ দেখিয়া॥১৫॥
তোমার মারণ নিজ-অঙ্গে করি লও।
এই তার চিহ্ন আছে, মিছা নাহি কও॥

যেখানে নাই অর্থাৎ যেখানে ভক্তের অধিষ্ঠান নাই।

"সত্য"—অঙ্গীকার।

১০। "মুরারি-বল্লভ ......অবতার"=মুরারির প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ হইলেন সর্ব্ব-অবতারময়।

১১। "গঙ্গা .....সংহার"=তাদৃশ ব্যক্তি শত-সহস্রবার গঙ্গাস্নান এবং লক্ষ লক্ষ হরিনাম করিলেও, তথাপি তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য, যেহেতু শ্রীগঙ্গাদেবী ও শ্রীহরিনাম ঐ বৈষ্ণব-নিন্দকের ইষ্ট না করিয়া অনিষ্টই করিবেন।

১২। "মুরারি বসয়ে...... ..হৃদয়ে"=মুররিপু শ্রীকৃষ্ণ অতি গোপনে মুরারির হৃদয়ে বাস করেন।

১৩। "এই.....বড়"=ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড়, তাহাই প্রকারান্তরে বলিলেন।

"তোমার......দঢ়"=তুমি যে জাতিই হও না কেন, তাহাই এখন উচ্চ জাতি, যেহেতু তুমি আমার ভক্ত। শাস্ত্রে বলিয়াছেন, কৃষ্ণভক্ত চণ্ডাল হইলেও, তিনি ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

১৫। "তাহা নাহি লেখ"=তাহা একেবারেই গ্রাহ্য কর না; তাহাতে কষ্ট-বোধই কর না।

"তা-সবারে...........দেখ"=পরন্তু মনে মনে তাহাদের মঙ্গল চিন্তাই কর।

"তুমি.........বল"=তুমি যখন তাহাদের মঙ্গল চিন্তা করিলে, তখন আর আমি নিজ-শক্তি প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

যেবা গৌণ ছিল মোর প্রকাশ করিতে।
শীঘ্র আইনু, তোর দুঃখ না পারোঁ সহিতে॥
তোমারে চিনিল মোর নাড়া ভালমতে।
সর্ব্বভাবে মোরে বন্দী করিলা অদ্বৈতে" ॥১৬॥
ভক্তে বাড়াইতে সে ঠাকুর ভাল জানে।
কি না বলে, কি না করে ভক্তের কারণে॥
জ্বলন্ত অনল কৃষ্ণ ভক্ত লাগি খায়।
ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন-ইচ্ছায়॥
ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।
ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে॥ ১৭॥
হেন কৃষ্ণভক্ত-নামে না পায় সন্তোষ।
সেই সব পাপীরে লাগিল দৈব-দোষ॥
ভক্তের মহিমা ভাই! দেখ চক্ষু ভরি।
কি বলিলা হরিদাস প্রতি গৌরহরি॥

প্রভু-মুখে শুনি মহা-কারুণ্য-বচন।
মূর্চ্ছিত পড়িলা হরিদাস ততক্ষণ॥ ১৮॥
বাহ্য দূরে গেল—ভুমিতলে হরিদাস।
আনন্দে ডুবিল—তিলার্দ্ধেকো নাহি শ্বাস॥
প্রভু বলে "উঠ উঠ মোর হরিদাস।
মনোরথ ভরি দেখ আমার প্রকাশ॥"
বাহ্য পাই হরিদাস প্রভুর বচনে।
কোথা রূপ-দরশন—করয়ে ক্রন্দনে॥ ১৯॥
সকল অঙ্গনে পড়ি গড়াগড়ি যায়।
মহাশ্বাস বহে ক্ষণে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়॥
মহাবেশ হৈল হরিদাসের শরীরে।
চৈতন্য করয়ে স্থির—তবু নহে স্থিরে॥
"বাপ বিশ্বম্ভর! প্রভু! জগতের নাথ।
পাতকীরে কর কৃপা পড়িনু তোমাত॥

"তোলোঁ........বিফল"=তাহাদিগকে কাটিয়া ফেলিয়া, তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য সুদর্শন-চক্র উঠাইলাম, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইল।

"তোর সঙ্কল্প লাগিয়া"=তুমি তাহাদের ভাল চিন্তা কর বলিয়া।

"তোর পৃষ্ঠে পড়োঁ"=তখন তোমার রক্ষার আর কোন উপায় নাই দেখিয়া আমি অলক্ষিতে আমার দেহ দিয়া তোমার পিঠ আগুলাইলাম (আবরণ করিলাম)। ১৬। "যেবা......করিতে"=আমার অবতীর্ণ হইতে যাহা বা একটু দেরি ছিল।

১৭। "জ্বলন্ত .....খায়"=ইহার একটী দৃষ্টান্ত হইতেছে—শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজবাসিগণের রক্ষার নিমিত্ত দাবানল-ভক্ষণ।

"ভক্তের কিঙ্কর হয়"—অর্জ্জুনের রথে সারথি হইলেন; শ্রীজয়দেবের ঘর সারিবার সময় বাঁধন তুলিয়া দিলেন। লোকে কথায় বলে, 'ভক্তের বোঝা ভগবান্ বয়'। কৃষ্ণ স্বয়ংই বলেন :—

যে করে আমার আশ, তার করি সর্ব্বনাশ।
তাতেও যদি না ছাড়ে আশ, হই তার দাসের দাস॥

১৮। "হেন...........সন্তোষ"=এমন যে সব কৃষ্ণভক্ত, তাঁহাদের নাম ও গুণ শুনিয়া বা শুনিতে বা তাহা কীর্ত্তন করিতে যাহাদের আনন্দ হয় না।

"সেই.........দোষ"=সে দুরাত্মাগণের মহা দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

১৯। "বাহ্য.........শ্বাস"=হরিদাসের বাহ্যজ্ঞান রহিত হইল, তিনি মহানন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিলেন; একেবারেই তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া গেল।

"মনোরথ ভরি"=প্রাণ ভরিয়া।

"কোথা........ক্রন্দনে"=প্রভুর রূপ দেখিবে কি, তিনি কান্দিয়াই আকুল।

২০। "মহাবেশ হইল"—প্রবল ভাবাবেশ হইল।

নির্গুণ অধম সর্ব্ব-জাতি-বহিষ্কৃত।
মুই কি বলিব প্রভু! তোমার চরিত॥ ২০॥
দেখিলে পাতক মোরে, পরশিলে স্নান।
মুই কি বলিব প্রভু! তোমার আখ্যান॥
এক সত্য করিয়াছ আপন-বদনে।
যে জন তোমার করে চরণ-স্মরণে॥ ২১॥
কীট-তুল্য হয় যদি, তারে নাহি ছাড়।
ইহাতে অন্যথা হৈলে, নরেন্দ্রেরে পাড়॥
এহো বল নাহি মোর—স্মরণ-বিহীন।
স্মরণ করিলে মাত্র—রাখ তুমি দীন॥
সভা-মধ্যে দ্রৌপদী, করিতে বিবসন।
আনিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন দুঃশাসন॥ ২২॥
সঙ্কটে পড়িয়া কৃষ্ণা তোমা সঙরিলা।
স্মরণ-প্রভাবে তুমি বস্ত্রে প্রবেশিলা॥
স্মরণ-প্রভাবে বস্ত্র হইল অনন্ত।
তথাপিহ না জানিল সে সব দুরন্ত॥
কোনো কালে পার্ব্বতীরে ডাকিনীর গণে।
বেড়িয়া খাইতে—কৈল তোমার স্মরণে॥২৩॥
স্মরণ-প্রভাবে তুমি আবির্ভূত হৈয়া।
করিলা সবার শাস্তি বৈষ্ণবী তারিয়া॥
হেন তোমা-স্মরণ-বিহীন মুই পাপ।
মোরে তোর চরণে শরণ দেহ বাপ॥
বিষ সর্প অগ্নি জলে পাথরে বান্ধিয়া।
ফেলিল প্রহ্লাদে দুষ্ট হিরণ্য ধরিয়া॥ ২৪॥
প্রহ্লাদ করিল তোমার চরণ স্মরণ।
স্মরণ-প্রভাবে সর্ব্ব-দুঃখ-বিমোচন॥
কারো বা ভাঙ্গিল দন্ত, কারো তেজ-নাশ।
স্মরণ-প্রভাবে তুমি হইলা প্রকাশ॥
পাণ্ডু-পুত্র সঙরিল দুর্ব্বাসার ভয়ে।
অরণ্যে প্রত্যক্ষ হৈলা হইয়া সদয়ে॥ ২৫॥
চিন্তা নাহি যুধিষ্ঠির! হের দেখ আমি।
আমি দিব মুনি-ভিক্ষা, বসি থাক তুমি॥

"পড়িনু তোমাত" = তোমার চরণে শরণ লইলাম।

"সর্ব্ব-জাতি-বহিষ্কৃত" = আমি কোনও জাতির মধ্যেই নহি অর্থাৎ অতি নীচ জাতিরও তবু যা হউক একটা জাতি আছে, সুতরাং আমি নীচ-জাতির চেয়েও নীচ।

"মুই.........চরিত" = তোমার চরিত্র বা লীলা বর্ণনা করিবার শক্তি আমার কোথায়?

২১। "দেখিলে......স্নান" = আমি এত ঘৃণিত মহাপাপী যে, আমাকে দেখিলে পাপ হয়, আমাকে ছুঁইলে স্নান করিয়া পবিত্র হইতে হয়।

"কীট-তুল্য........পাড়" = যে তোমার চরণ স্মরণ করে, সে যদি কীটের ন্যায় নীচও হয়, তথাপি তাহাকে তুমি পরিত্যাগ কর না; কিন্তু যে তোমার চরণ ভুলিয়া যায়, সে যদি রাজা-মহারাজাও হয়, তথাপি তাহাকে নিপাত কর।

২২। "এহো...........বিহীন" = কিন্তু আমি তোমার স্মরণ করি না বলিয়া, আমার সে ভরসাও নাই, তোমার কৃপা পাইবার আশাও নাই।

"বিবসন" = বিবস্ত্রা; উলঙ্গা।

২৩। "কৃষ্ণা" = দ্রৌপদী।

২৪। "হিরণ্য" = তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপু।

২৫। "পাণ্ডুপুত্র..... ...ভয়ে" = পাণ্ডবদিগের প্রতি এইরূপ বর ছিল যে, যতক্ষণ দ্রৌপদীদেবীর ভোজন না হইবে, ততক্ষণ যত লোক আসুন না কেন, তাঁহাদের আহার দিতে কোন চিন্তা হইবে না। কিন্তু পাণ্ডবগণের বনবাস-কালে একদা দুর্ব্বাসা ঋষি ষষ্টিসহস্র শিষ্য-সমভিব্যাহারে তাঁহাদের অতিথি হইলেন। তৎকালে দ্রৌপদীদেবীর ভোজন

অবশেষ এক শাক আছিল হাঁড়িতে।
সন্তোষে খাইলে নিজ-সেবক রাখিতে॥
স্নানে সব ঋষির উদর মহা ফুলে।
সেইমত সব ঋষি পলাইলা ডরে॥ ২৬॥
স্মরণ-প্রভাবে পাণ্ডুপুত্রের মোচন।
এ সব কৌতুক তোর স্মরণ-কারণ॥
অখণ্ড-স্মরণ-ধর্ম্ম এই-সবাকার।
তেঁই চিত্র নহে—ইহা-সবার উদ্ধার॥
অজামিল—স্মরণের মহিমা অপার।
সর্ব্ব-ধর্ম্ম-হীন তাহা বহি নাহি আর॥ ২৭॥
দূত-ভয়ে পুত্র-স্নেহে দেখি পুত্র-মুখ।
সঙরিল পুত্র-নাম 'নারায়ণ'-রূপ॥
সেই সঙরণে সব খণ্ডিল আপদ।
তেঁই চিত্র নহে—ভক্ত স্মরণ সম্পদ॥

হেন তোর চরণ-স্মরণহীন মুই।
তথাপিহ প্রভু মোরে না ছাড়িবি তুই॥ ২৮॥
তোমা দেখিবারে মোর কোন্ অধিকার।
এক বহি প্রভু! কিছু না চাহিমু আর॥"
প্রভু বলে "বল বল, সকল তোমার।
তোমারে অদেয় কিছু নাহিক আমার॥"
করযোড় করি বলে প্রভু-হরিদাস।
"মুই অল্প-ভাগ্য প্রভু! করোঁ বড় আশ॥২৯
তোমার চরণ ভজে যে সকল দাস।
তার অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস॥
সেই সে ভোজন মোর হউ জন্ম জন্ম।
সেই অবশেষ মোর ক্রিয়া কুল ধর্ম্ম॥
তোমার স্মরণ-হীন পাপ-জন্ম মোর।
সফল করহ দাসোচ্ছিষ্ট দিয়া তোর॥ ৩০॥

সমাপ্ত হওয়ায়, অতিথি-সংকারের আর কোনও উপায় ছিল না বলিয়া, মহারাজ যুধিষ্ঠির দুর্ব্বাসা মুনির অভিসম্পাতের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-রূপী তোমাকেই স্মরণ করিলেন। অবশিষ্ট উপাখ্যান মূল গ্রন্থে ইহার পরেই বর্ণিত হইয়াছে।

২৭। "অখণ্ড............ সবাকার" = নিষ্কপটে নিরবচ্ছিন্ন শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ করাই হইতেছে এবম্বিধ ভক্ত-মহাত্মাগণের ধর্ম্ম। "সর্ব্ব-ধর্ম্ম-হীন" = যাহার পুণ্যের লেশ-মাত্রও নাই, এরূপ ব্যক্তি।

২৮। "দূত-ভয়ে" = মৃত্যুকালে যমদূতের ভয়ে।

"সঙরিল... .....রূপ" = নারায়ণ-নামে পুত্রকে 'নারায়ণ' বলিয়া ডাকিল।

"সেই সঙরণে" = পুত্ররূপে ডাকিলেও, তাহা বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীনারায়ণের স্মরণ-রূপে পরিণত হওয়ায়, তাহার সকল পাপ দূরীভূত হইয়া বৈকুণ্ঠ লাভ হইল। এখানে অনেকেই বলিতে পারেন, কই আমরা ত কতই ডাকিতেছি, তা আমাদের সদগতির বা চিত্ত-বিশুদ্ধির ত কোনও লক্ষণ দেখি না। ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, অজামিল মৃত্যু-ভয়ে ভীত হইয়া একাগ্রচিত্তে ডাকিয়াছিলেন বলিয়া, মহাপাপী হইয়াও পরিত্রাণ লাভ করিলেন। শ্রীভগবান্‌কে একান্তচিত্তে পুত্রচ্ছলে ডাকিয়াও যখন পরমগতি লাভ হইল, তখন ভক্তি-ভরে একান্তমনে কেবল তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ডাকিলে যে কি ফল হয়, তাহা আর কি বলিব?

"তেঁই······সম্পদ" = সে কারণে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-স্মরণই যে ভক্তের একমাত্র পরম ধন, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

২৯। "অল্প-ভাগ্য" = ভাগ্যহীন; নীচ।

৩০। "অবশেষ" = উচ্ছিষ্ট; এঁটো; প্রসাদ।

"মোর গ্রাস" = আমার ভোজন।

"সেই অবশেষ·········ধর্ম্ম" = বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-ভোজনই হইল আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম জাতি কুল বিদ্যা ধন মান সবই।

এই মোর অপরাধ হেন চিত্তে লয়।
মহা-পদ চাহোঁ যে মোহার যোগ্য নয়॥
প্রভু রে! নাথ রে! মোর বাপ বিশ্বম্ভর।
মৃত মুই, মোর অপরাধ ক্ষমা কর॥
শচীর নন্দন বাপ! কৃপা কর মোরে।
কুক্কুর করিয়া মোরে রাখ ভক্ত-ঘরে"॥ ৩১॥
প্রেমভক্তিময় হৈলা প্রভু-হরিদাস।
পুনঃপুনঃ করে কাকু, না পূরয়ে আশ॥
প্রভু বলে "শুন শুন মোর হরিদাস।
দিবসেকো যে তোমার সঙ্গে কৈল বাস॥
তিলার্দ্ধেকো তুমি যার সঙ্গে কহ কথা।
সে অবশ্য আমা পাবে—নাহিক অন্যথা॥৩২॥
তোমারে যে করে শ্রদ্ধা—সে করে আমারে।
নিরবধি আছি আমি তোমার শরীরে॥
তুমি-হেন সেবকে আমার ঠাকুরাল।
তুমি মোরে হৃদয়ে বান্ধিলা সর্ব্বকাল॥
মোর স্থানে, মোর সর্ব্ব-বৈষ্ণবের স্থানে।
বিনি অপরাধে ভক্তি দিল তোরে দানে" ॥৩৩॥
হরিদাস প্রতি বর দিলেন যখন।
জয় জয় মহাধ্বনি উঠিল তখন॥
জাতি কুল ক্রিয়া ধনে কিছু নাহি করে।
প্রেমধন আর্ত্তি বিনে না পাই কৃষ্ণেরে॥
যে-তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম—সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে॥৩৪॥
এই তার প্রমাণ—যবন হরিদাস।
ব্রহ্মাদিরো দুর্ল্লভ দেখিল পরকাশ॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি-বুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম-যোনিতে ডুবি মরে॥
হরিদাস-স্তুতি-বর শুনে যেই জন।
অবশ্য মিলিব তারে কৃষ্ণপ্রেম-ধন॥ ৩৫॥
এ বচন মোর নহে—সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
ভক্ত্যাখ্যান শুনিলে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়॥

৩১। "এই……নয়"—তবে প্রভো! আমার ভয় হইতেছে, আমি যাহা পাবার যোগ্য নই, এরূপ উচ্চ জিনিস চাওয়াতে আমার অপরাধই হইতেছে। "মৃত মুই"—তোমার স্মরণ-হীন হইয়া ত মরিয়াই রহিয়াছি।

"কুক্কুর……ঘরে"=তাহা হইলে ভক্তের উচ্ছিষ্ট-ভোজনের সৌভাগ্য আমার হইবে।

৩৩। "তুমি-হেন……ঠাকুরাল"=তোমার ন্যায় ভক্তগণকে আমি ভগবান্-রূপে দেখা দিয়া থাকি।

"বিনি………দানে"=যেন বিনা অপরাধে বা নিরপরাধে আমার ভজন করিতে পার, এরূপ ভক্তিভাব, এরূপ অধিকার তোমাকে দিতেছি—বিষ্ণু-বৈষ্ণবের স্থানে তোমার কদাচ অপরাধ হইবে না।

৩৪। "যে-তে……কহে"=এতৎ-সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলিতেছেন, যথা :—

সঙ্কীর্ণ-যোনয়ঃ পূতা যে ভক্তা মধুসূদনে।
ম্লেচ্ছ-তুল্যাঃ কুলীনাস্তে যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥
দ্বারকামাহাত্ম্য।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তি-সমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ॥
কাশীখণ্ড।

৩৫। "যে পাপিষ্ঠ………মরে"=এতৎ-সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলিতেছেন, যথা :—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু
নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলি-মল-
মথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।

মহাভক্ত হরিদাস জয় জয় জয়।
হরিদাস-স্মরণে সকল-পাপ-ক্ষয়॥
কেহো বলে চতুর্ম্মুখ যেন হরিদাস।
কেহো বলে প্রহ্লাদের যেন পরকাশ॥ ৩৬॥
সর্ব্ব-মতে মহাভাগবত হরিদাস।
চৈতন্য-গোষ্ঠীর সঙ্গে যাঁহার বিলাস॥
ব্রহ্মা-শিবো হরিদাস-হেন ভক্ত-সঙ্গ।
নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ॥
হরিদাস-স্পর্শ-বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন॥ ৩৭॥
স্পর্শের কি দায়, দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্ব-জীবের অনাদি-কর্ম্ম-পাশ॥
প্রহ্লাদ যে-হেন দৈত্য, কপি হনূমান্।
এইমত হরিদাস নীচজাতি-নাম॥
হরিদাস কান্দে, কান্দে মুরারি শ্রীধর।
হাসিয়া তাম্বুল খায় প্রভু বিশ্বম্ভর॥ ৩৮॥
বসি আছে মহাজ্যোতি খট্টার উপরে।
মহাজ্যোতি নিত্যানন্দ ছত্র ধরে শিরে॥
অদ্বৈতের ভিতে চাহি হাসিয়া হাসিয়া।
মনের বৃত্তান্ত তাঁর কহে প্রকাশিয়া॥
"শুন শুন আচার্য্য! তোমারে নিশাভাগে।
ভোজন করাইল আমি, তাহা মনে জাগে॥৩৯
যখন আমার নাহি হয় অবতার।
আমারে আনিতে শ্রম করিলা অপার॥
গীতা-শাস্ত্র পড়াও—বাখানো ভক্তিমাত্র।
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র॥
যে শ্লোকের অর্থে নাহি পাও ভক্তিযোগ।
শ্লোকেরে না দেহ দোষ, ছাড় সর্ব্ব ভোগ॥৪০
দুঃখ পাই শুতি থাক করি উপবাস।
তবে আমি তোমা-স্থানে হই পরকাশ॥
তোমার উপাসে হয় মোর উপবাস।
তুমি মোরে যেই দেহ, সেই মোর গ্রাস॥
তিলার্দ্ধ তোমার দুঃখ আমি নাহি সহি।
স্বপ্নে আমি তোমার সহিত কথা কহি॥ ৪১॥
'উঠ উঠ আচার্য্য! শ্লোকের অর্থ শুন।
এই অর্থ এই পাঠ—নিঃসন্দেহ জান॥

বিষ্ণোর্নির্ম্মাল্য-নাম্নোঃ কলুষ-
দহনয়োরন্যসামান্য-বুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর-
সমধীর্যস্তু বা নারকী সঃ॥
বিষ্ণুপুরাণ।

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতি-সামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবং॥
ইতিহাস-সমুচ্চয়।

"হরিদাস-স্তুতি-বর" = হরিদাস-ঠাকুরের স্তব ও তাঁহাকে বর-দান।

৩৬। "এ বচন……হয়" = শ্রীদ্বারকা-মাহাত্ম্যে বলিয়াছেন:—

"নিত্যং যে প্রাতরুত্থায় বৈষ্ণবানান্তু কীর্ত্তনং।
কুর্ব্বন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণ-তুল্যাঃ কলৌ বলে॥
মহাজনগণ বলিয়াছেন:—
প্রভাতে উঠিয়া পড়ে বৈষ্ণব-বন্দনা।
কোনো কালে নাহি পায় কোনহ যন্ত্রণা॥
দেবের দুর্ল্লভ সেই প্রেমভক্তি লভে।

৩৮। "অনাদি-কর্ম্ম-পাশ" = অনাদি-কাল-সঞ্চিত-কর্ম্ম-বন্ধন; গ্রন্থি-পাপ।

"নীচজাতি-নাম" = নামে মাত্র নীচ জাতি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ জাতি হইতেও শ্রেষ্ঠ।

৩৯। "মহাজ্যোতি খট্টার" = অপূর্ব্ব-জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনের। "ভিতে" = দিকে।

উঠিয়া ভোজন কর, না কর উপাস।
তোমার লাগিয়া আমি করিব প্রকাশ'॥
সন্তোষে উঠিয়া তুমি করহ ভোজন।
আমি বলি—তুমি যেন মানহ স্বপন"॥ ৪২॥
এইমত যেই যেই পাঠে দ্বিধা হয়।
আসিয়া চৈতন্যচন্দ্র আপনে কহয়॥
যত রাত্রি হয় স্বপ্ন, যে দিনে যে ক্ষণে।
যত শ্লোক—সব প্রভু কহিলা আপনে॥
ধন্য ধন্য অদ্বৈতের ভক্তির মহিমা।
ভক্তি-শক্তি কি বলিব—এই তার সীমা॥৪৩॥
প্রভু বলে "সর্ব্ব-পাঠ কহিল তোমারে।
এক পাঠ নাহি কহি, আজি কহি তোরে॥
সম্প্রদায়-অনুরোধে সবে মন্দ পড়ে।
'সর্ব্বতঃ পাণিপাদস্তৎ'—এই পাঠ নড়ে॥
আজি তোরে সত্য কহি ছাড়িয়া কপট।
'সর্ব্বত্র পাণিপাদস্তৎ'—এই সত্য পাঠ॥৪৪॥

তথাহি শ্রীগীতায়াং (১৩।১৩)

সর্ব্বতঃ পাণিপাদস্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ৪৫॥

অতি গুপ্ত পাঠ আমি কহিল তোমারে।
তোমা বহি পাত্র কেবা আছে কহিবারে॥"
চৈতন্যের গুপ্ত শিষ্য আচার্য্য-গোসাঁই।
চৈতন্যের সর্ব্ব ব্যাখ্যা আচার্য্যের ঠাঁই॥
শুনিয়া আচার্য্য প্রেমে কান্দিতে লাগিলা।
পাইয়া মনের কথা মহানন্দে ভোলা॥ ৪৬॥
অদ্বৈত বলয়ে আর কি বলিব মুই।
এই মোর মহত্ত্ব যে মোর নাথ তুই॥
আনন্দে বিহ্বল হৈলা আচার্য্য-গোসাঁই।
প্রভুর প্রকাশ দেখি বাহ্য কিছু নাই॥
এ সব কথায় যার নাহিক প্রতীত।
অধঃপাত হয় তার—জানিহ নিশ্চিত॥ ৪৭॥

৪৪। "সম্প্রদায়……সত্য পাঠ" = নিরাকারবাদী আচার্য্যগণ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের খাতিরে পড়িয়া "সর্ব্বতঃ পাণিপাদস্তৎ" এই হীন পাঠই গ্রহণ করেন, কারণ এই পাঠে তাঁহাদের নিরাকার-বাদ প্রতিপন্ন করিবার সুবিধা হয়। এই পাঠ দ্বারা সাকার-বাদ স্থাপন অতি কষ্টে করা যায় বটে, কিন্তু নিরাকার-বাদ স্থাপন করাই সহজ। তবে এ পাঠ ঠিক নহে; পরন্তু "সর্ব্বত্র পাণিপাদস্তৎ" এই পাঠই যে ঠিক তাহা আমি খুলিয়াই বলিতেছি; কিন্তু এই পাঠ দ্বারা নিরাকার-বাদ স্থাপন করা যাইতে পারে না, কেবল সাকার-বাদই স্থাপিত হইতে পারে, যেহেতু এই পাঠের অর্থ হইতেছে, "হস্ত, পদ, চক্ষু, মস্তক প্রভৃতি অবয়ব-সংযুক্ত হইয়া যে ব্রহ্ম সকল স্থানেই অবস্থিত রহিয়াছেন এবং জগতের সমস্ত বস্তুই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন।" এই অর্থ দ্বারা ব্রহ্মের যখন হস্ত-পদাদি অবয়ব-সকল রহিয়াছে প্রতিপন্ন হইতেছে তখন তিনি আর কি প্রকারে নিরাকার হইতে পারেন? সুতরাং অবয়ব-বিশিষ্ট হওয়ায় তিনি সাকারই প্রতিপন্ন হন।

৪৫। "যাঁহার হস্ত ও পদ সব দিকেই রহিয়াছে যাঁহার নেত্র, মস্তক ও মুখ সব দিকেই রহিয়াছে এবং যাঁহার কর্ণ সব দিকেই রহিয়াছে, সেই ব্রহ্ম-স্বরূপ পরমাত্ম-বস্তু নিখিল জগতে সমস্ত পদার্থ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন।

৪৭। "এই……তুই" = 'তুমি যে আমার প্রভু, আর আমি যে তোমার দাস'—তোমার সহিত এই সম্বন্ধ অপেক্ষা আমার আর অধিক মহিমা, অধিক সৌভাগ্য কি হইতে পারে?

মহাভাগবতে বুঝে অদ্বৈতের ব্যাখ্যা।
আপনে চৈতন্য যাঁরে করাইল শিক্ষা ॥
বেদে যেন নানামত করয়ে কথন।
এইমত আচার্য্যের দুর্জ্ঞেয় বচন ॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কার।
জানিহ—ঈশ্বর-সঙ্গে ভেদ নাহি যার ॥
শরতের মেঘ যেন পর-ভাগ্যে বর্ষে।
সর্ব্বত্র না করে বৃষ্টি—নাহি তার দোষে ॥৪৮॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (১০।২০।৩৬)—

গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং কচিন্ন মুমুচুঃ শিবং।
যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে ন বা ॥৪৯॥

এইমত অদ্বৈতের কিছু দোষ নাই।
ভাগ্যাভাগ্য বুঝি ব্যাখ্যা করে সেই ঠাঁই ॥
চৈতন্য-চরণ-সেবা অদ্বৈতের কাজ।
ইহাতে প্রমাণ সব বৈষ্ণব-সমাজ ॥
সর্ব্ব ভাগবতের বচন অনাদরি।
অদ্বৈতের সেবা করে—নহে প্রিয়ঙ্করী ॥৫০॥
চৈতন্যেতে মহামহেশ্বর-বুদ্ধি যার।
সেই সে অদ্বৈত-ভক্ত—অদ্বৈত তাহার ॥
"সর্ব্ব-প্রভু গৌরচন্দ্র"—ইহা যে না লয়।
অক্ষয়-অদ্বৈতসেবা ব্যর্থ তার হয় ॥ ৫১ ॥
শিরচ্ছেদে ভক্তি যেন করে দশানন।
না মানয়ে রঘুনাথ—শিবের কারণ ॥

৪৮। "বেদে……বচন"=বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রে কখনও ভক্তির পথ ভাল বলিতেছেন বলিয়া, আবার কখনও বা জ্ঞানের পথ, কখনও বা আবার কর্ম্মের পথ ভাল বলিতেছেন বলিয়া যেমন শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করা দুরূহ হয়, সেইরূপ অদ্বৈত-প্রভুও কখনও বা বলিতেছেন ভক্তি বড়, আবার কখনও বা বলিতেছেন জ্ঞান বড়; সুতরাং তাঁহারও প্রকৃত মনের ভাব কেহ সহজে বুঝিতে পারে না অর্থাৎ তিনি ভক্তিপথের পথিক হইলেও, কেন যে কখনও কখনও আবার জ্ঞানেরও ব্যাখ্যা করেন, ইহা বুঝা লোকের পক্ষে সহজ হয় না।

৪৮-৫০। "শরতের……ঠাঁই"=শরৎকালের মেঘ যেমন কোথাও বর্ষণ করে, আবার কোথাও বা করে না, ইহা মেঘের দোষ নহে, কিন্তু লোকের ভাগ্যানুসারেই বর্ষণ হয়, সেইরূপ শ্রীঅদ্বৈতের কোনও দোষ নাই, তিনি লোকের ভাগ্যানুসারেই ব্যাখ্যা করেন অর্থাৎ কখনও বলেন "জ্ঞান বড়", কখনও বা বলেন "ভক্তি বড়", তা যার যে রকম ভাগ্য, সে সেইটাই ধরিয়া লয় ও সেই পথেই চলে। ভক্তির পথ যে তাঁহার অন্তর-গত অভিপ্রায়, ইহা ভাগ্যে না থাকিলে বুঝা যায় না, ভক্তগণের ভাগ্যেই সে বোধ ঘটিয়া থাকে।

৪৯। শ্রীরাম-কৃষ্ণের ব্রজলীলা-কালীন বর্ষা ও শরৎ বর্ণনা করিতে করিতে শ্রীশুকদেব গোস্বামিপাদ বলিতেছেন :—সুপণ্ডিতগণ যেমন উপযুক্ত শিষ্যকে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানামৃত প্রদান করেন, অযোগ্য শিষ্যকে দেন না, তদ্রূপ পর্ব্বতগণও কোথাও বা মঙ্গলকর জলধারা বর্ষণ করিয়াছিল, কোথাও বা করে নাই।

৫০। "ইহাতে………সমাজ"=সমস্ত বৈষ্ণব-গণই হইতেছেন এ কথার প্রমাণ-স্বরূপ, কারণ তাঁহারা এই কথাই বলিয়া থাকেন এবং এই কথাই মানিয়া চলেন।

"সর্ব্ব……প্রিয়ঙ্করী"='শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু শ্রীচৈতন্য-দেবেরই চরণ-সেবা-পরায়ণ অর্থাৎ তাঁহারই ভক্ত' এই যে কথা ভক্তগণ বলিয়া থাকেন, ইহাতে আদর না করিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে 'ঈশ্বর' বলিয়া সেবা করা তাঁহার প্রিয় কার্য্য নহে; সুতরাং যাহারা শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে 'ভক্ত-রূপে' সেবা না করিয়া

অন্তরে ছাড়িল শিব, সে না জানে ইহা।
সেবা ব্যর্থ হৈল, মৈল সবংশে পুড়িয়া ॥
ভাল মন্দ শিবে ঝাট ভাঙ্গিয়া না কয়।
যার বুদ্ধি থাকে, সেই চিত্তে বুঝি লয় ॥ ৫২ ॥
এইমত অদ্বৈতের চিত্ত না বুঝিয়া।
বোলায় 'অদ্বৈত-ভক্ত'—চৈতন্য নিন্দিয়া ॥
মা বলে অদ্বৈত কিছু স্বভাব-কারণে।
মা ধরে বৈষ্ণব-বাক্য, মরে ভাল-মনে ॥
'যাঁহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্ব্ব-সিদ্ধি।
হেন চৈতন্যের কিছু না জানয়ে শুদ্ধি ॥'
ইহা বলিতেই আইসে ধাইয়া মারিবারে।
অহো মায়া বলবতী—কি বলিব তারে ॥ ৫৩॥
প্রভুর যে অলঙ্কার—ইহা নাহি জানে।
'অদ্বৈতের প্রভু গৌরচন্দ্র'—নাহি মানে ॥
পূর্ব্বে যে আখ্যান হৈল, সেই সত্য হয়।
তাহাতে প্রতীত যার, নাহি তার ক্ষয় ॥
যত যত শুন যার মহত্ত্ব-বড়াই।
চৈতন্যের সেবা হৈতে আর কিছু নাই ॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু যারে কৃপা করে।
যার যেন যোগ্য ভক্তি সেই সে আদরে ॥৫৪॥

'ঈশ্বর-রূপে' সেবা করে, তাহাদের কখনও মঙ্গল হয় না, তাহাদের সর্ব্বনাশই হইয়া থাকে।

৫১। "সর্ব্ব............হয়" = শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ যে সকলেরই প্রভু, এই কথা যে জন না মানে, সে সারা জীবন ধরিয়া অদ্বৈতের সেবা করিলেও, তাহা বিফল হইয়া থাকে।

৫২। "শিরচ্ছেদে......পুড়িয়া" = সে কেমন ?—না, রাবণ যেমন নিজের মস্তক ছেদন করিয়া শিবের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং শিবকেই পরমেশ্বর বলিয়া জ্ঞান হওয়ায় শ্রীরামচন্দ্রকে মানেন নাই। শিব অবশ্য তজ্জন্য যে মনে মনে রাবণকে পরিত্যাগ করিলেন, রাবণ তাহা বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহার শিব-সেবা বিফল হইল—তিনি সবংশে ধ্বংস প্রাপ্ত হইলেন।

৫৩। "এইমত.........মনে" = এইরূপ যাহারা শ্রীঅদ্বৈতের প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে না পারিয়া শ্রীচৈতন্যের নিন্দা করতঃ আপনাদিগকে 'অদ্বৈত-ভক্ত' বলিয়া বেড়ায়, শ্রীঅদ্বৈত তাহাদিগকে কিছু বলেন না বটে, কেননা তিনি ভাবেন যে, উহাদের স্বভাবই হইল যখন ঐরূপ, বলিলে কথা শোনে না, তখন বলিয়াই বা কি করিব ? কিন্তু এই সমস্ত লোক বৈষ্ণব-বাক্য অর্থাৎ 'শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু হইলেন শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুরই ভক্ত' বৈষ্ণবগণের এই যে বাক্য তাহা গ্রাহ্য করে না বলিয়া ভালরূপেই তাহাদের সর্ব্বনাশ হয়। "শুদ্ধি" = তত্ত্ব বা মাহাত্ম্য। "ইহা" = পূর্ব্বের দু' লাইনে যাহা বলিয়াছেন, তাহা। "অহো মায়া বলবতী" = হায়, হায় ! মায়ার কি আশ্চর্য্য প্রভাব—মায়া তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখে—প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে দেয় না।

৫৪। "প্রভুর......নাই" = শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু যে শ্রীচৈতন্যের ভূষণ-স্বরূপ অর্থাৎ তাঁহার অতীব প্রিয়, ইহা তাহারা জানে না এবং শ্রীগৌরচন্দ্র যে শ্রীঅদ্বৈতের প্রভু ইহাও তাহারা মানে না। 'শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গেরই ভক্ত, শ্রীগৌরাঙ্গেরই দাস, শ্রীগৌরাঙ্গের সেবাই তাঁহার কার্য্য' ইত্যাদি সমস্ত কথা যাহা পূর্ব্বে পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সবই সত্য ; এই সমস্ত কথায় যাহার বিশ্বাস না হয়, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। লোকের যত মহা মহা মাহাত্ম্যের কথা শোনা যাউক না কেন, কাহারও পক্ষে "শ্রীচৈতন্যের ভক্ত" বলিয়া খ্যাতি হওয়ার অপেক্ষা অধিকতর মহিমার কথা আর কিছুই হইতে পারে না।

অহর্নিশ লওয়ায় ঠাকুর-নিত্যানন্দ।
"বল ভাই-সব!—মোর প্রভু গৌরচন্দ্র॥"
চৈতন্য-স্মরণ করি আচার্য্য-গোসাঁই।
নিরবধি কান্দে, আর কিছু স্মৃতি নাই॥
ইহা দেখি চৈতন্যেতে যার ভক্তি নয়।
তাহার আলাপে হয় সুকৃতির ক্ষয়॥
বৈষ্ণবাগ্রগণ্য-বুদ্ধ্যে যে অদ্বৈত গায়।
সেই সে বৈষ্ণব—জন্ম জন্ম কৃষ্ণ পায়॥ ৫৫॥
অদ্বৈতের সেই সে একান্ত প্রিয়তর।
এ মর্ম্ম না জানে যত অধম কিঙ্কর॥
সবার ঈশ্বর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এ কথায় অদ্বৈতের প্রীতি বহুতর॥
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু না কর সর্ব্বথা॥ ৫৬॥
মধ্যখণ্ড-কথা বড় অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে সর্ব্ব খণ্ডয়ে পাষণ্ড॥
অদ্বৈতেরে বলিয়া গীতার সত্য পাঠ।
বিশ্বম্ভর লুকাইল ভক্তির কপাট॥
শ্রীভুজ তুলিয়া বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"সবে মোরে দেখ, মাগ' যার যেই বর" ॥৫৭॥
আনন্দ হইলা সবে প্রভুর বচনে।
যার যেই ইচ্ছা মাগে তাহার কারণে॥
অদ্বৈত বলয়ে "প্রভু মোর এই বর।
মূর্খ নীচ দরিদ্রেরে অনুগ্রহ কর" ॥ ৫৮॥
কেহো বলে "মোর বাপে না দেয় আসিবারে।
তার চিত্ত ভাল হউ—এই দেহ বরে"॥
কেহো বলে শিষ্য প্রতি, কেহো পুত্র প্রতি।
কেহো ভার্য্যা, কেহো ভৃত্য, যার যথা রতি॥
কেহো বলে "আমার হউক গুরু-ভক্তি।"
এইমত বর মাগে যার যেই শক্তি॥ ৫৯॥
ভক্তবাক্য-সত্যকারী প্রভু বিশ্বম্ভর।
হাসিয়া হাসিয়া সবাকারে দেন বর॥
মুকুন্দ আছেন অন্তঃপটের বাহিরে।
সম্মুখ হইতে শক্তি মুকুন্দ না ধরে॥ ৬০॥
মুকুন্দ সবার প্রিয়—পরম মহান্ত।
ভালমতে জানে সেই সবার বৃত্তান্ত॥

৫৫। "বৈষ্ণবাগ্রগণ্য.........পায়"—যে বৈষ্ণব শ্রীঅদ্বৈতকে 'ঈশ্বর' বলিয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন না করিয়া 'ভক্তশ্রেষ্ঠ' বলিয়া গুণ-কীর্ত্তন করেন, সেই বৈষ্ণব জন্ম জন্ম কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবা লাভ করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন।

৫৭। "অদ্বৈতেরে......কপাট" = শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে গীতার প্রকৃত পাঠ অর্থাৎ "সর্ব্বত্র পাণি-পাদস্তৎ" এই পাঠ (মূল-গ্রন্থে ২৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) বলিয়া দিয়া মহাপ্রভু ভক্তির দ্বার বা দরজা লুকাইলেন অর্থাৎ ভক্তিপথে প্রবেশের বন্ধ দরজা সরাইয়া ফেলিলেন; ঐ বন্ধ দরজা সরাইয়া ফেলিলেন বলিয়া ভক্তির পথ একেবারে উন্মুক্ত হইয়া গেল—লোকে অবাধে ভক্তিপথে প্রবেশ করিতে লাগিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "সর্ব্বত্র পাণি-পাদস্তৎ" এই পাঠ দ্বারা "ঈশ্বর সাকার" ইহাই প্রতিপন্ন হয়; ইহাই ভক্তিপথের প্রধান অবলম্বন। সুতরাং এইরূপ পাঠ দ্বারা 'ঈশ্বর সাকার' এই কথা প্রমাণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তির পথ একেবারে উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। "সর্ব্বতঃ পাণিপাদস্তৎ" এই পাঠ দ্বারা "ঈশ্বর নিরাকার" প্রমাণ করা সহজ হয়; কিন্তু এরূপ প্রমাণ ভক্তি-পথের একেবারেই বিরোধী বলিয়া এই পাঠ দ্বারা ভক্তির পথ বন্ধই থাকিয়া যায়।

৬০। "অন্তঃপট" = পর্দ্দা (Screen),

নিরবধি কীর্ত্তন করয়ে—প্রভু শুনে।
কোনো জন না বুঝে—তথাপি দণ্ড কেনে ॥৬১
ঠাকুরেহ নাহি ডাকে, আসিতে না পারে।
দেখিয়া জন্মিল দুঃখ সবার অন্তরে ॥
শ্রীবাস বলেন "শুন জগতের নাথ।
মুকুন্দ কি অপরাধ করিল তোমাত ॥ ৬২ ॥
মুকুন্দ তোমার প্রিয়—মো-সবার প্রাণ।
কেবা নাহি দ্রবে শুনি মুকুন্দের গান ॥
ভক্তি-পরায়ণ সর্ব্বদিকে সাবধান।
অপরাধ না দেখিয়া কর অপমান ॥ ৬৩ ॥
যদি অপরাধ থাকে, তার শাস্তি কর।
আপনার দাসে কেনে দূরে পরিহর ॥
তুমি না ডাকিলে নারে সম্মুখ হইতে।
দেখুক তোমারে প্রভু! বল ভাল-মতে" ॥৬৪॥
প্রভু বলে "হেন বাক্য কভু না বলিবা।
ও বেটার লাগি মোরে কভু না সাধিবা॥
'খড় লয়, জাঠি লয়' পূর্ব্বে যে শুনিলা।
এই বেটা সেই হয়—কেহো না চিনিলা ॥৬৫॥
ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
ও খড়-জাঠিয়া বেটা না দেখিব মোরে ॥"
মহাবক্তা শ্রীনিবাস বলে আরবার।
"বুঝিতে তোমার বাক্য কার অধিকার ॥৬৬॥
আমরা ত মুকুন্দের দোষ নাহি দেখি।
তোমার অভয়-পাদপদ্ম তার সাক্ষী ॥"
প্রভু বলে "ও বেটা যখন যথা যায়।
সেইমত কথা কহি তথাই মিশায় ॥ ৬৭ ॥
বাশিষ্ঠ পড়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে।
ভক্তিযোগে নাচে গায়, তৃণ করি দন্তে ॥
অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সান্তায়।
নাহি মানে ভক্তি, জাঠি মারয়ে সদায় ॥৬৮॥
'ভক্তি:হইতে বড় আছে' যে ইহা বাখানে।
নিরন্তর জাঠি মোরে মারে সেই জনে ॥

৬৫। "খড়……চিনিলা" = "খড় লয়'—দন্তে তৃণ লয় অর্থাৎ অত্যন্ত দৈন্য করে, কাকুতি-মিনতি করে, পায়ে ধরে। 'জাঠি লয়'—লাঠি লয়, লাঠি ধরে। পূর্ব্বে যে শুনিতাম—যাহারা দুষ্ট লোক, তাহারা বেগতিক দেখিলেই পায়ে ধরে, আর সুযোগ পাইলেই অমনই মাথায় লাঠি বসাইয়া দেয়, এ বেটাও ঠিক সেই প্রকৃতির লোক; তোমরা কেহ উহাকে চিনিতে পার নাই। ভক্তের প্রতি এইরূপ শাসন-বাক্য শ্রীভগবানের কৃপারই পরিচায়ক, কারণ তদ্দ্বারা ভক্তের পরম মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের দণ্ড-লাভ মহাভাগ্যের বিষয় বলিয়া, ভক্তগণ উহা আনন্দে মাথা পাতিয়া লন। ভগবানের দণ্ড ত দণ্ড নহে, উহা যে তাঁহার কৃপা।

৬৭। "তোমার ··· সাক্ষী" = যে জন তোমার অভয় চরণারবিন্দ আশ্রয় করে, তাহার কি আর কোনও দোষ থাকিতে পারে? সুতরাং আমি তোমার পাদপদ্মের সম্মুখে এই যে বলিতেছি, তোমার শ্রীচরণাশ্রিত মুকুন্দের কোনও দোষ নাই, এ বিষয়ে তোমার পাদপদ্মই সাক্ষী রহিল—তোমার পাদপদ্মকে সাক্ষী করিয়াই এই কথা বলিতেছি।

৬৮। "বাশিষ্ঠ……দন্তে" = 'বাশিষ্ঠ' অর্থাৎ বশিষ্ঠমুনি-প্রণীত যোগশাস্ত্র; যোগবাশিষ্ঠ। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু যোগবাশিষ্ঠের ভিতরেও ভক্তি-যোগের ব্যাখ্যা করেন বলিয়া, মুকুন্দ যখন অদ্বৈতের নিকট ঐ শাস্ত্র পড়ে, তখন সে ভক্তি-ভরে অত্যন্ত দৈন্য সহকারে কৃষ্ণগুণ-কীর্ত্তন ও নৃত্য করে।

"অন্য সম্প্রদায়ে" = অভক্তের দলে।

"সান্তায়" = প্রবেশ করে।

ভক্তি-স্থানে উহার হইল অপরাধ।
এতেকে উহার হৈল দরশন-বাধ" ॥ ৬৯ ॥
মুকুন্দ শুনয়ে সব বাহিরে থাকিয়া।
'না পাইব দরশন' শুনিলেন ইহা ॥
গুরু-উপরোধে পূর্ব্বে না মানিমু ভক্তি।
সব জানে মহাপ্রভু-চৈতন্যের শক্তি ॥ ৭০ ॥
মনে চিন্তে মুকুন্দ পরম-ভাগবত।
"এ দেহ রাখিতে মোর না হয় যুকত ॥
অপরাধী শরীর ছাড়িব আজি আমি।
দেখিব কতেক কালে—ইহা নাহি জানি" ॥৭১॥
মুকুন্দ বলেন "শুন ঠাকুর-শ্রীবাস।
'কভু নি দেখিমু মুই'—বল প্রভু-পাশ ॥"
কান্দয়ে মুকুন্দ দুই অঝোর-নয়নে।
মুকুন্দের দুঃখে কান্দে ভাগবতগণে ॥ ৭২ ॥
প্রভু বলে "আর যদি কোটি জন্ম হয়।
তবে মোর দরশন পাইব নিশ্চয় ॥"
শুনিল 'নিশ্চয়-প্রাপ্তি' প্রভুর শ্রীমুখে।
মুকুন্দ সিঞ্চিত হৈলা পরানন্দ-সুখে ॥ ৭৩ ॥
'পাইব পাইব' বলি করে মহা-নৃত্য।
প্রেমেতে বিহ্বল হৈলা চৈতন্যের ভৃত্য ॥
মহানন্দে মুকুন্দ নাচয়ে সেইখানে।
'দেখিবেন' হেন বাক্য শুনিয়া শ্রবণে ॥ ৭৪
মুকুন্দে দেখিয়া প্রভু হাসে বিশ্বম্ভর।
আজ্ঞা হৈল "মুকুন্দেরে আনহ সত্বর ॥"

সকল বৈষ্ণব ডাকে "আইসহ মুকুন্দ।"
না জানে মুকুন্দ কিছু, পাইয়া আনন্দ ॥৭৫॥
প্রভু বলে "মুকুন্দ ঘুচিল অপরাধ।
আইস—আমারে দেখ, ধরহ প্রসাদ ॥"
প্রভুর আজ্ঞাতে সবে আনিল ধরিয়া।
পড়িল মুকুন্দ মহাপুরুষ দেখিয়া ॥ ৭৬ ॥
প্রভু বলে "উঠ উঠ মুকুন্দ আমার।
তিলার্দ্ধেকো অপরাধ নাহিক তোমার ॥
সঙ্গদোষ তোমার সকল হইল ক্ষয়।
তোর স্থানে আমার হইল পরাজয় ॥ ৭৭ ॥
'কোটি জন্মে পাবে' হেন বলিলাম আমি।
তিলার্দ্ধেকে সব তাহা ঘুচাইলে তুমি ॥
'অব্যর্থ আমার বাক্য' তুমি সে জানিলা।
তুমি আমা সর্ব্বকাল হৃদয়ে বান্ধিলা ॥ ৭৮ ॥
আমার গায়ন তুমি, থাক আমা-সঙ্গে।
পরিহাসপাত্র-সঙ্গে আমি কৈল রঙ্গে ॥
সত্য যদি তুমি কোটি অপরাধ কর।
সে সকল মিথ্যা, তুমি মোর প্রিয় দঢ় ॥৭৯॥
ভক্তিময় তোমার শরীর মোর দাস।
তোমার জিহ্বায় মোর নিরন্তর বাস ॥"
প্রভুর আশ্বাস শুনি কান্দয়ে মুকুন্দ।
ধিক্কার করিয়া আপনারে বলে মন্দ ॥ ৮০ ॥
"ভক্তি না মানিমু মুই এই ছার মুখে।
দেখিলেও ভক্তিশূন্য কি পাইব সুখে ॥

৭০। "গুরু-উপরোধে" = অধ্যাপকের খাতিরে; অধ্যাপকের কথা শুনিয়া।

৭১। "যুকত" = যুক্ত; উচিত।

"দেখিব... জানি" = কবে যে আবার প্রভুর শ্রীচরণ দেখিতে পাইব, তাহা জানি না।

৭২। "অঝোর-নয়নে" = কাঁদিতে কাঁদিতে।

৭৪। "পাইব......নৃত্য" = কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-প্রাপ্তির আশা ভক্তকে আনন্দে আত্মহারা করিয়া তোলে।

৭৯। "রঙ্গে" = বিদ্রূপ; কৌতুক।

"সে সকল মিথ্যা" = সে সমস্ত অপরাধের কোন ফল-ভোগ করিতে হয় না।

৮১। "ভক্তি......সুখে"—আমার এই তুচ্ছ মুখে

'বিশ্বরূপ' তোমার দেখিল দুর্য্যোধন।
যাহা দেখিবারে বেদে করে অন্বেষণ ॥ ৮১ ॥
দেখিয়াও সবংশে মরিল দুর্য্যোধন।
না পাইল সুখ—ভক্তিশূন্যের কারণ ॥
হেন ভক্তি না মানিল আমি ছার মুখে।
দেখিলে কি হৈব আর মোর প্রেম-সুখে ॥৮২
যখনে চলিলা তুমি রুক্মিণী-হরণে।
দেখিল নরেন্দ্র তোমা গরুড়-বাহনে ॥
মহা-অভিষেক—'রাজরাজেশ্বর'-নাম।
দেখিল নরেন্দ্র তোমা মহা-জ্যোতির্ধাম ॥৮৩॥
ব্রহ্মাদি দেখিতে যাহা করে অভিলাষ।
বিদর্ভ-নগরে তাহা করিলা প্রকাশ ॥
তাহা দেখি মরে সব নরেন্দ্রের গণ।
না পাইল সুখ—ভক্তিশূন্যের কারণ ॥ ৮৪ ॥
সর্ব্ব-যজ্ঞময় রূপ—কারণ-শূকর।
আবির্ভাব হৈলা তুমি জলের ভিতর ॥
অনন্ত পৃথিবী লাগি আছয়ে দশনে।
যে প্রকাশ দেখিতে দেবের অন্বেষণে ॥
দেখিলেক হিরণ্য অপূর্ব্ব দরশন।
না পাইল সুখ—ভক্তি-শূন্যের কারণ ॥ ৮৫ ॥
আর মহাপ্রকাশ দেখিল তার ভাই।
মহাগোপ্য হৃদয়েতে কমলার ঠাঁই ॥
অপূর্ব্ব নৃসিংহ-রূপ কহে ত্রিভুবনে।
তাহা দেখি মরে—ভক্তি-শূন্যের কারণে ॥৮৬॥

ভক্তির ব্যাখ্যা করি নাই, আমি ভক্তি মানি নাই; সুতরাং হে প্রভো! তোমাকে সাক্ষাৎ দেখিলেও আমার এই ভক্তিহীন হৃদয়ে কি প্রকারে সুখ-লাভ হইবে? শ্রীভগবানকে ভক্তির চক্ষে না দেখিলে, তদ্দর্শন-জনিত আনন্দানুভব হয় না।

৮৩-৮৪। "যখনে…কারণ"—তুমি যখন রুক্মিণী-হরণ করিবার জন্য গমন করিয়াছিলে, তখন রাজা-মহারাজাগণ তোমাকে গরুড়-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আসিতে দেখিয়াছিলেন। যাঁহারা সপ্ত-সমুদ্রের বারি দ্বারা মহাড়ম্বরে অভিষিক্ত হইয়া 'রাজরাজেশ্বর'-উপাধি ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা তোমাকে মহা-জোতির্ম্ময়-রূপে দেখিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ তোমার যে মহামহিমা, যে মহৈশ্বর্য্য-বিলাস দর্শন করিতে বাঞ্ছা করেন, তুমি বিদর্ভ-নগরে তাহা দেখাইলে; কিন্তু তাহা দেখিয়া ঐ রাজরাজেশ্বর-গণের কি ফল হইল?—না, তাহারা হিংসায় মরিল; তোমাকে দেখিয়া তাহারা কোনও সুখ পাইল না, যেহেতু তাহারা ভক্তিশূন্য; তাহাদের হৃদয়ে যখন ভক্তির লেশমাত্র নাই, তখন তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখিলেও তাহাদের কি প্রকারে সুখ হইবে?

৮৫। "সর্ব্ব………শূকর"=সর্ব্ব-যজ্ঞময় বিগ্রহ শ্রীবরাহ-অবতার।

"সর্ব্ব……কারণ"—প্রলয়াবসানে যখন তুমি বরাহাবতার-রূপে জলমগ্না পৃথিবীকে দন্তে করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলে, তৎকালে দেবতাগণ তোমার সেই রূপ দেখিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হন; কিন্তু শ্রীপ্রহ্লাদ-মহাশয়ের পিতৃব্য হিরণ্যাক্ষ-দৈত্য ভক্তিহীন বলিয়া, তোমার সেই রূপ দেখিয়াও কোন সুখ পাইল না এবং গদাহস্তে তোমার ঐ কার্য্যে বাধা দেওয়ায়, তুমি তাহার বিনাশ সাধন করিলে।

৮৬। "আর……..কারণে"—আর তার ভাই অর্থাৎ হিরণ্যকশিপু (প্রহ্লাদের পিতা) তোমার মহাপ্রকাশ দেখিলেন। তোমার যে শ্রীঅঙ্গের হৃদয়-রূপ পরম গোপনীয় স্থলে লক্ষ্মীদেবী স্থান পাইয়াছেন, সেই শ্রীঅঙ্গের অদ্ভুত রূপ—ত্রিভুবনে যাঁহাকে শ্রীনৃসিংহদেব বলিয়া থাকে ও ভক্তি-সহকারে

হেন ভক্তি মোর ছার মুখে না মানিল।
এ বড় অদ্ভুত—মুখ খসি না পড়িল ॥
কুব্জা, যজ্ঞপত্নী, পুরনারী, মালাকার।
কোথায় দেখিল তারা প্রকাশ তোমার ॥ ৮৭ ॥
ভক্তিযোগে তোমারে পাইল সেই সব।
সেইখানে মরে কংস দেখি অনুভব ॥
হেন ভক্তি মোর ছার মুখে না মানিল।
এই বড় কৃপা তোর—তথাপি রহিল ॥ ৮৮ ॥
যে ভক্তি-প্রভাবে শ্রীঅনন্ত মহাবলী।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধরে হই কুতূহলী ॥
সহস্র ফণার একফণে বিন্দু যেন।
যশে মত্ত প্রভু—নাহি জানে আছে হেন ।৮৯॥

নিরাশ্রয়ে পালন করেন সবাকার।
ভক্তিযোগ-প্রভাবে এ সব অধিকার ॥
হেন ভক্তি না মানিনু মুই পাপ-মতি।
অশেষ জন্মেও মোর নাহি ভাল গতি ॥ ৯০ ॥
ভক্তিযোগে গৌরী-পতি হইলা শঙ্কর।
ভক্তিযোগে নারদ হইলা মুনিবর ॥
বেদধর্ম্ম-যোগে নানা শাস্ত্র করি ব্যাস।
তিলার্দ্ধেকো চিত্তে নাহি বাসয়ে প্রকাশ ॥৯১॥
মহাগোপ্য ভক্তিযোগ —বলিলা সংক্ষেপে।
সবে এই অপরাধ—চিত্তের বিক্ষেপে ॥
নারদের বাক্যে ভক্তি করিলা বিস্তার।
তবে মনোদুঃখ গেল, তারিলা সংসার ॥ ৯২ ॥

যাহার পূজা করে, সেই নৃসিংহ-অবতারের রূপ দেখিয়াও হিরণ্যকশিপু সুখ পাইলেন না, অপিচ বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন, কেননা তিনি ভক্তি-শূন্য।

৮৭। "কুব্জা" = কংস-সভায় যাইবার পথে ইনি শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব-রূপ-দর্শনে মুগ্ধা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ ইঁহার কুব্জো-ভাব অর্থাৎ বক্রতা ও কুরূপ ঘুচাইয়া, ইঁহাকে পরমা-সুন্দরী করতঃ, স্বীয় প্রেয়সীত্বে স্বীকার করেন।

"যজ্ঞপত্নী" = যজ্ঞপত্নীগণের অন্ন ভোজন করিয়া তাঁহাদিগকে ধন্যা করিলেন—তাঁহাদের কৃষ্ণপাদ-পদ্ম লাভ হইল।

"পুরনারী" = মথুরানগরের রমণীগণ। অক্রূর-মহাশয় যখন কৃষ্ণকে রথে করিয়া মথুরায় আনয়ন করেন, তখন ইঁহারা কৃষ্ণ-দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

"মালাকার" = সুদামা নামক মালাকার। শ্রীকৃষ্ণ কংস-সভায় প্রবেশের পূর্ব্বে ইঁহার নিকট গন্ধ-মাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত হন।

৮৭-৮৮। "কোথায়...সব" = কই, তাহারা ত তোমার ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ কোথাও কখনও দেখে নাই, তবে তোমাকে কিরূপে পাইল? না—ভক্তির জোরে।

৯০। "নিরাশ্রয়ে......... ..সবাকার" = তিনি সকলকেই পালন করেন, সুতরাং তিনি সকলেরই আশ্রয়, পরন্তু তিনি কাহারও আশ্রিত নহেন।

৯১। "ভক্তিযোগে গৌরী .....মুনিবর" = হরি-ভক্তির প্রভাবেই শ্রীমহাদেব মহাশক্তি-স্বরূপিণী মহা-যোগেশ্বরী জগজ্জননী মহাদেবী শ্রীদুর্গার পতি হইলেন। ভক্তি-বলেই শ্রীনারদ-মহাশয় মুনি-শ্রেষ্ঠ হইলেন।

৯১-৯২। "তিলার্দ্ধেকো......বিক্ষেপে" = তাঁহার কিছুমাত্র চিত্ত-প্রসাদ জন্মিতেছে না অর্থাৎ তিনি মনে একটুও সুখ পাইতেছেন না। ইহার কারণ কি? না, তিনি পরম নিগূঢ় ভক্তিযোগ অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছিলেন; কেবলমাত্র এই অপরাধই তাঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্যের হেতু হইল।

"নারদের·········...বিস্তার" = তখন শ্রীনারদ-

কীট হ'য়ে না মানিমু মুই হেন ভক্তি।
আরো তোমা দেখিবারে আছে মোর শক্তি॥"
বাহু তুলি কান্দয়ে মুকুন্দ মহাদাস।
চলয়ে শরীর যেন, হেন বহে শ্বাস॥ ৯৩॥
সহজে একান্ত-ভক্ত—কি কহিব সীমা।
চৈতন্য-প্রিয়ের মাঝে যাঁহার গণনা॥
মুকুন্দের খেদ দেখি প্রভু বিশ্বম্ভর।
লজ্জিত হইয়া কিছু করেন উত্তর॥ ৯৪॥
"মুকুন্দের ভক্তি মোর বড় প্রিয়ঙ্করী।
যথা গাও তুমি, তথা আমি অবতরি॥
তুমি যত কহিলে, সকল সত্য হয়।
ভক্তি বিনা আমারে দেখিলেও কিছু নয়॥ ৯৫
এই তোরে সত্য কহোঁ—বড় প্রিয় তুমি।
বেদ-মুখে বলিয়াছি যত কিছু আমি॥
যে যে কর্ম্ম কৈলে হয় যে যে দিব্য-গতি।
তাহা ঘুচাইতে পারে কাহার শকতি॥
মুই পারোঁ সকল অন্যথা করিবারে।
সর্ব্ববিধি-উপরে মোহার অধিকারে॥ ৯৬॥
মুই সত্য করিয়াছোঁ আপনার মুখে।
মোর ভক্তি বিনা কোনো কর্ম্মে নহে সুখে॥

ভক্তি না মানিলে হয় মোর মর্ম্ম-দুখ।
মোর দুখে ঘুচে তার দরশন-সুখ॥ ৯৭॥
রজকেও দেখিল, মাগিল তার ঠাঁই।
তথাপি বঞ্চিত হৈল, যাতে প্রেম নাই॥
আমা দেখিবারে সেই কত তপ কৈল।
কত কোটি দেহ সেই রজক ছাড়িল॥ ৯৮॥
পাইলেক মহাভাগ্যে মোর দরশন।
না পাইল সুখ—ভক্তি-শূন্যের কারণ॥
মোর সেবকের ঠাঁই যার অপরাধ।
মোর দরশন-সুখ তার হয় বাধ॥ ৯৯॥
ভক্ত-স্থানে অপরাধ কৈলে ঘুচে ভক্তি।
ভক্তির অভাবে ঘুচে দরশন-শক্তি॥
যতেক কহিলা তুমি—সব মোর কথা।
তোমার মুখে বা কেনে আসিব অন্যথা॥১০০॥
'ভক্তি বিলাইমু মুই' বলিল তোমারে।
আগে প্রেম-ভক্তি দিল তোর কণ্ঠ-স্বরে॥
যত দেখ আছে মোর বৈষ্ণব-মণ্ডল।
শুনিলে তোমার গান দ্রবয়ে সকল॥ ১০১॥
আমার যেমন তুমি বল্লভ একান্ত।
এইমত হউ তোরে সকল মহান্ত॥

মহাশয়ের কথানুসারে ভক্তি-মাহাত্ম্য সর্ব্বোপরি স্থাপন করিয়া উহা বিশেষ বিস্তৃত-রূপে বর্ণনা পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ রচনা করিলেন।

৯৫। "বড় প্রিয়ঙ্করী" = অত্যন্ত আনন্দ-দায়িনী।

"গাও" = গুণ-কীর্ত্তন কর।

"অবতরি" = আবির্ভূত হই।

"কিছু নয়" = কোনও ফল হয় না; আমাকে ভগবান্ বলিয়া বুঝিতে পারে না।

৯৬। "বেদ মুখে" = বেদাদি শাস্ত্রে।

"ঘুচাইতে" = অন্যথা করিতে; নাড়িতে।

৯৭। "মুই……সুখে" = আমি নিজ-মুখে সত্য বলিয়া এই বিধি স্থাপন করিয়াছি যে, আমার ভক্তিকে উপেক্ষা করিয়া বা আমার ভক্তকে পরিত্যাগ করিয়া কোনও কর্ম্ম করিলে, তাহা বিফল হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সুখ হইবে না।

৯৮। "রজকেও…………নাই" = কংস-রাজার রজকও শ্রীকৃষ্ণ-রূপী আমাকে দেখিল, আমিও তার নিকট কাপড় চাহিলাম, কিন্তু তথাপি সে আমাকে পাইল না, যেহেতু তাহার ভক্তি নাই।

১০০। "ঘুচে" = দূরে যায়।

যেখানে যেখানে হয় মোর অবতার।
তথায় গায়ন তুমি হইও আমার" ॥ ১০২ ॥
মুকুন্দের প্রতি যদি বর দান কৈল।
মহা-জয়-জয়ধ্বনি তখনে হইল ॥
'হরি বোল, হরি বোল, জয় জগন্নাথ।'
'হরি' বলি নিবেদয়ে সবে তুলি হাত ॥১০৩॥
মুকুন্দের স্তুতি বর শুনে যেই জন।
সেহো মুকুন্দের সঙ্গে হইব গায়ন ॥
এ সব চৈতন্য-কথা বেদের নিগূঢ়।
সুবুদ্ধি মানয়ে ইহা, না মানয়ে মূঢ় ॥ ১০৪ ॥
শুনিলে এ সব কথা যার হয় সুখ।
অবশ্য দেখিব সেই চৈতন্যের মুখ ॥
এইমত যত যত ভক্তের মণ্ডল।
যেই কৈল স্তুতি—বর পাইল সকল ॥ ১০৫ ॥
শ্রীবাস-পণ্ডিত অতি-মহা-মহোদার।
অতএব তান গৃহে এ সব বিহার ॥
যার যেন-মত ইষ্ট-প্রভু আপনার।
সেই দেখে বিশ্বম্ভর সেই অবতার ॥ ১০৬ ॥

মহা-মহা-পরকাশ ইহারে সে বলি।
এইমত করে গৌরচন্দ্র কুতূহলী ॥
এইমত দিনে দিনে প্রভুর প্রকাশ।
সপত্নীকে চৈতন্যের দেখে যত দাস ॥ ১০৭ ॥
বৈষ্ণবের কৃপা হয়, হয় তাঁর দাস।
সেই সে দেখিতে পায় এ সব বিলাস ॥
সেই নবদ্বীপে আরো কত কত আছে।
তপস্বী সন্ন্যাসী জ্ঞানী যোগী মাঝে মাঝে ॥
যাবৎকাল গীতা ভাগবত কেহো পড়ে।
কেহো বা পড়ায়—স্বধর্ম্মেতে নাহি নড়ে ॥১০৮
কেহো কেহো পরিগ্রহ কিছু নাহি লয়।
বৃথা আকুমার-ধর্ম্মে শরীর শোষয় ॥
সেইখানে হেন বৈকুণ্ঠের সুখ হৈল।
বৃথা-অভিমানী একো জন না দেখিল ॥ ১০৯ ॥
শ্রীবাসের দাস দাসী যাহা সে দেখিল।
শাস্ত্র পড়িয়াও কেহো তাহা না জানিল ॥
মুরারি গুপ্তের দাসে যে প্রসাদ পাইল।
মাথা মুণ্ডাইয়া কেহো তাহা না দেখিল ॥১১০॥

১০২। "আমার........মহান্ত" =তুমি যেমন আমার অত্যন্ত প্রিয়, সেইরূপ সমস্ত মহা-মহা-ভক্তগণেরও প্রিয় হও।

১০৮। "বৈষ্ণবের...... দাস" =যাঁর প্রতি বৈষ্ণবের কৃপা হয়, অথবা যিনি বৈষ্ণবের দাস অর্থাৎ বৈষ্ণবের সেবা-পরায়ণ।

"স্বধর্ম্মেতে নাহি নড়ে" = স্বীয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মেই দৃঢ়রূপে লাগিয়া থাকে।

১০৯। "পরিগ্রহ" = দান ও সেবাদি।

"কেহো কেহো............শোষয়" =কেহ কেহ বা বিবাহাদি করে না, আকুমার কঠোর ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রয় করিয়া বৃথা শরীর শুষ্ক করে। এখানে তাৎপর্য্য এই যে, তাহারা ভক্তির পথ অবলম্বন না করিয়া অন্য কঠোর পথ আশ্রয় পূর্ব্বক শরীরকে মিছামিছি কষ্ট দেয় অর্থাৎ তাহাদের এইরূপ কষ্ট-ভোগ করা কোন কাজেরই হয় না।

"সেইখানে......দেখিল" =এহেন যে নবদ্বীপ, সেই নবদ্বীপে এমন মহানন্দ-প্রকাশ হইল, কিন্তু তপস্বী, জ্ঞানী, সন্ন্যাসী প্রভৃতি বৃথাভিমানী একজনেরও ভাগ্যে তাহার উপভোগ বা দর্শন-লাভ ঘটিল না। শ্রীবাসের চাকর-চাকরাণীরা পর্য্যন্ত যে অদ্ভুত প্রকাশ ও লীলা-বিলাসাদি দেখিতে পাইল, পণ্ডিত-লোকেরও তাহা জানিবার বা দেখিবার ভাগ্য হইল না।

ধনে কুলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঁই॥
বড় কীর্ত্তি হইলে চৈতন্য নাহি পাই।
'ভক্তি-বশ সবে প্রভু'—চারি বেদে গাই॥১১১
সেই নবদ্বীপে হেন প্রকাশ হইল।
যত ভট্টাচার্য্য একো জনে না দেখিল॥
দুষ্কৃতীর সরোবরে কভু জল নহে।
এমন প্রকাশে কি বঞ্চিত জীব হয়ে॥ ১১২॥
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' এই কহে বেদ॥
অদ্যাপিহ চৈতন্য এ সব লীলা করে।
যখনে যাহারে করে দৃষ্টি-অধিকারে॥ ১১৩॥
সেই দেখে, আর দেখিবার শক্তি নাই।
নিরন্তর ক্রীড়া করে চৈতন্য-গোসাঁই॥
যে মন্ত্রেতে যে বৈষ্ণব ইষ্ট-ধ্যান করে।
সেই মূর্ত্তি দেখায় ঠাকুর-বিশ্বম্ভরে॥ ১১৪॥
দেখাইয়া আপনে শিখায় সবাকারে।
"এ সকল কথা ভাই! শুনে পাছে আরে॥১১৫॥
জন্ম জন্ম তোমরা পাইবা মোর সঙ্গ।
তোমা-সবার ভৃত্যেও দেখিবে মোর রঙ্গ॥"
আপন-গলার মালা দিলা সবাকারে।
চর্ব্বিত তাম্বূল আজ্ঞা হইল সবারে॥
মহানন্দে খায় সবে হরষিত হৈয়া।
কোটিচন্দ্র-শারদ-মুখের দ্রব্য পাইয়া॥১১৬॥

১১০। "মাথা মুণ্ডাইয়া"—সন্ন্যাসী হইয়াও।

১১২। "সেই……হয়ে"=যদি কোন পুষ্করিণীতে জল না হয়, তাহা হইলে যেমন বুঝিতে হইবে যে, সেটী অতি বড় মহা পাপিষ্ঠের পুষ্করিণী, নতুবা পুষ্করিণীতে জল হইবে না, এরূপ কি কভু হইতে পারে? সেইরূপ এহেন প্রেমময় অবতারে প্রভুর প্রেমবন্যায় যখন সমস্ত জগৎ ভাসিয়া গেল, যখন সেই প্রেমসুধায় কোনও জীব বঞ্চিত হইল না, তখন কেবলমাত্র ভট্টাচার্য্যগণের হৃদয় শুষ্ক রহিয়া গেল, কারণ তাঁহারা যে কেবল শুষ্ক জ্ঞান, শুষ্ক তর্ক লইয়াই খাঁটিয়া মরিতেছেন, তাঁহাদের হৃদয় ভক্তি-শূন্য, ভক্তগণকে তাঁহারা সমাদর করা দূরে থাকুক, বরং অবজ্ঞাই করিয়া থাকেন; সুতরাং সেই অপরাধে তাঁহারা তাঁহাদের ভক্তিশূন্য হৃদয়ে প্রেম-রসের অধিকারী হইতে পারিলেন না, আর সেই প্রেমরসের অভাবে তাঁহাদের হৃদয়-ক্ষেত্র স্বতঃই শুষ্ক হইয়াই রহিল।

১১৩। "করে দৃষ্টি-অধিকারে"=দেখিবার শক্তি দেন।

১১৪। "যে…বিশ্বম্ভরে"=যে ভক্ত যে মন্ত্রে যে ইষ্টদেবতার ধ্যান করেন, মহাপ্রভু স্বয়ং সেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, তাঁহাকে তাহা দেখাইয়া দেন। যে ভক্ত রাম-মন্ত্রের উপাসক, মহাপ্রভু নিজে নবজলধরশ্যাম-রাম-রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে সেই রূপ দেখান; এইরূপ নৃসিংহ-মন্ত্রের উপাসককে নৃসিংহ-রূপ, গোপালমন্ত্রের উপাসককে গোপাল-রূপ ইত্যাদি প্রকার রূপ দেখাইয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে যে, তিনি সর্ব্বাবতারময়, সর্ব্ব অবতারের আশ্রয়।

১১৫। "শুনে পাছে আরে"=আর যেন কেউ শোনে না।

১১৬। "চর্ব্বিত……সবারে"=শ্রীমুখের চর্ব্বিত পাণ-প্রসাদ লইবার জন্য সকলকে কৃপাদেশ করিলেন।

"কোটি………পাইয়া"=শরৎ-কালীন কোটি কোটি চন্দ্র অপেক্ষাও পরম রমণীয় যে মুখ, সেই মুখের উচ্ছিষ্ট পাইয়া।

ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল।
নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল॥
শ্রীবাসের ভ্রাতৃ-সুতা—বালিকা অজ্ঞান।
তাহারে ভোজন-শেষ প্রভু করে দান॥১১৭॥
পরম আনন্দে খায় প্রভুর প্রসাদ।
সকল বৈষ্ণব তারে করে আশীর্ব্বাদ॥
"ধন্য ধন্য এই সে সেবিল নারায়ণ।
বালিকা-স্বভাবে ধন্য ইহার জীবন"॥ ১১৮॥
খাইলে প্রভুর আজ্ঞা হয়ে "নারায়ণি।
কৃষ্ণের পরমানন্দে কান্দ দেখি শুনি॥"
হেন প্রভু চৈতন্যের আজ্ঞার প্রভাব।
'কৃষ্ণ' বলি কান্দে অতি বালিকা-স্বভাব॥১১৯
অদ্যাপিহ বৈষ্ণব-মণ্ডলে যার ধ্বনি।
"গৌরাঙ্গের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী"॥
যারে যেন আজ্ঞা করে ঠাকুর-চৈতন্য।
সে আসিয়া অবিলম্বে হয় উপসন্ন॥ ১২০॥
এ সব বচনে যার নাহিক প্রতীত।
সদ্য অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত॥
অদ্বৈতের প্রিয়-প্রভু চৈতন্য-ঠাকুর।
এ সে অদ্বৈতের বড় মহিমা প্রচুর॥ ১২১॥
চৈতন্যের প্রিয়-দেহ ঠাকুর-নিতাই।
এই সে মহিমা তান চারি বেদে গাই॥
'চৈতন্যের ভক্ত'-হেন নাহি যার নাম।
যদি সে বা বস্তু, তবু তৃণের সমান॥ ১২২॥
নিত্যানন্দ কহে—"মুই চৈতন্যের দাস।"
অহর্নিশ আর প্রভু না করে প্রকাশ॥
তাহান কৃপায় হয় চৈতন্যেতে রতি।
নিত্যানন্দ ভজিলে আপদ নাহি কতি॥১২৩॥
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥
ধরণীধরেন্দ্র-নিত্যানন্দের চরণ।
দেহ প্রভু গৌরচন্দ্র! আমারে শরণ॥ ১২৪॥
বলরাম-প্রীতে গাই চৈতন্য-চরিত।
কর বলরাম-প্রভু! জগতের হিত॥
'চৈতন্যের দাস' বই নিতাই না জানে।
চৈতন্যের দাস্য নিত্যানন্দ করে দানে॥ ১২৫॥

১১৭। "নারায়ণী"=শ্রীবাস-পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী পরম-ভাগ্যবতী এই শ্রীনারায়ণী-দেবীই আমাদের পরমারাধ্যপাদ শ্রীগ্রন্থকার-মহোদয়ের গর্ভধারিণী।

১১৮। "ধন্য............জীবন"=এই বালিকা জন্মজন্মান্তরে সার্থক নারায়ণ-সেবা করিয়াছে। শিশুগণের স্বভাবই এই যে, তাহাদিগকে কিছু খাবার দ্রব্য দিলে তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করে; সুতরাং শ্রীনারায়ণীদেবীও যে সেইরূপ শিশু-স্বভাব বশতঃই মহাপ্রভুর প্রসাদ ভোজন করিলেন, তাহাতেও তাঁহার জীবন ধন্য হইল, জন্ম সার্থক হইল; তাঁহার ন্যায় এরূপ ভাগ্যবতী আর কে হইতে পারে?

১২২। "চৈতন্যের ভক্ত......সমান"='চৈতন্যের ভক্ত' বলিয়া যাঁহার খ্যাতি নাই অর্থাৎ যিনি চৈতন্য-ভক্ত নহেন, তিনি যত বড় লোকই হউন না কেন, যত বড় পণ্ডিতই হউন, বা ধনশালীই হউন, বা রাজা-মহারাজাই হউন, তথাপি তাঁহাকে তৃণ-তুল্য অর্থাৎ অতি তুচ্ছ জ্ঞান করি। এতদ্দ্বারা গৌর-ভক্তের প্রতি অসাধারণ সম্মান ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইতেছে।

১২৩। "নিত্যানন্দ... ..প্রকাশ"=শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু হইতে অভিন্ন হইলেও, তিনি নিরন্তর আপনাকে 'চৈতন্যের দাস' বলিয়াই প্রচার করিতেন, ইহা বই কখনও আর কিছু বলিতেন না।

১২৫। "চৈতন্যের দাস......জানে"=আমার

নিত্যানন্দ-কৃপায় সে গৌরচন্দ্র চিনি।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে ভক্তি-তত্ত্ব জানি॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রিয় নিত্যানন্দ-রায়।
সবে নিত্যানন্দ-স্থানে ভক্ত-পদ পায়॥ ১২৬॥
কোনো মতে যদি করে নিত্যানন্দে হেলা।
আপনে চৈতন্য বলে—"সেই জন গেলা॥"
আদিদেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত—ইহা না জানয়ে সব॥১২৭॥
কাহারে না করে নিন্দা—'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে।
অজয় চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে॥
'নিন্দায় নাহিক লভ্য'—সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
'সবার সম্মান'—ভাগবত-ধর্ম্ম হয়॥ ১২৮॥
মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
মহা-নিম্ব-হেন বাসে যতেক পাষণ্ড॥
কেহো যেন শর্করায় নিম্ব-স্বাদু পায়।
তার দৈব—শর্করার স্বাদু নাহি যায়॥১২৯॥
এইমত চৈতন্যের পরানন্দ-যশ।
শুনিতে না পায় সুখ হই দৈব-বশ॥
সন্ন্যাসীও যদি নাহি মানে গৌরচন্দ্র।
জানিহ সে খল-জন জন্ম জন্ম অন্ধ॥ ১৩০॥
পক্ষি-মাত্র যদি বলে চৈতন্যের নাম।
সেহো সত্য যাইবেক চৈতন্যের ধাম॥
জয় গৌরচন্দ্র—নিত্যানন্দের জীবন।
তোর নিত্যানন্দ মোর হউ প্রাণ ধন॥১৩১
যার যার সঙ্গে তুমি করিলা বিহার।
সে সব গোষ্ঠীর পায়ে মোর নমস্কার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ১৩২॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে মহা-মহ-
প্রকাশ-বর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥

একাদশ অধ্যায়।

রাগ মল্লার।

নিধি গৌরাঙ্গ কোথা হৈতে আইলা প্রেমসিন্ধু
অনাথের নাথ প্রভু, পতিত-জনের বন্ধু॥ ধ্রু॥

জয় জয় বিশ্বম্ভর দ্বিজকুল-সিংহ।
জয় হউ তোর যত চরণের ভৃঙ্গ॥
জয় শ্রীপরমানন্দ-পুরীর জীবন।
জয় দামোদর-স্বরূপের প্রাণ ধন॥ ১॥

নিতাইচাঁদ কেবল এই জানেন যে, 'তিনি চৈতন্যের দাস'—ইহা বই তিনি আর কিছু জানেন না। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু সকলকে শ্রীগৌরাঙ্গের দাস্য-পদ দান করিয়া থাকেন অর্থাৎ সকলকে তিনি ভক্তি দান করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণের দাস করিয়া লন।

১২৭। "সেই জন গেলা" = সে মরিল; তাহার সর্ব্বনাশ হইল।

১২৯। "মহা-নিম্ব-হেন বাসে" = অত্যন্ত তিক্ত বোধ করে অর্থাৎ তাহাদের আদৌ ভাল লাগে না।

"কেহো যেন" = পিত্তরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তি যেরূপ।

"তার ......যায়" = ইহা তাহারই দুর্ভাগ্যের পরিচয়; ইহাতে যে চিনি তিক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে, তাহা নহে।

১৩০। "হই দৈব-বশ" = দুর্ভাগ্যবশতঃ।

১৩১। "পক্ষিমাত্র.......... নাম" = এতদ্দ্বারা শ্রীচৈতন্য-নাম-মাহাত্ম্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে।

১। "দ্বিজকুল-সিংহ" = ব্রাহ্মণকুলের শিরোভূষণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ।

"দামোদর-স্বরূপের" = শ্রীস্বরূপ-দামোদরের।

জয় রূপ-সনাতন-প্রিয় মহাশয়।
জয় জগদীশ-গোপীনাথের হৃদয়॥
হেন-মতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে, নহে সর্ব্ব-জনের গোচর॥ ২॥
নবদ্বীপে মধ্যখণ্ডে কৌতুক অনন্ত।
ঘরে বসি দেখয়ে শ্রীবাস ভাগ্যবন্ত॥
নিষ্কপটে প্রভুরে সেবিলা শ্রীনিবাস।
গোষ্ঠী-সঙ্গে দেখয়ে প্রভুর পরকাশ॥ ৩॥
শ্রীবাসের ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।
'বাপ' বলি শ্রীবাসেরে করয়ে পিরীতি॥
অহর্নিশ বাল্য-ভাবে বাহ্য নাহি জানে।
নিরবধি মালিনীর করে স্তন-পানে॥ ৪॥
কভু নাহি দুগ্ধ—পরশিলে মাত্র হয়।
এ সব অচিন্ত্য-শক্তি মালিনী দেখয়॥
চৈতন্যের নিবারণে কারে নাহি কহে।
নিরবধি শিশু-রূপ মালিনী দেখয়ে॥ ৫॥
প্রভু বিশ্বম্ভর বলে "শুন নিত্যানন্দ।
কাহারো সহিত পাছে কর তুমি দ্বন্দ্ব॥
চঞ্চলতা না করিবা শ্রীবাসের ঘরে।"
শুনি নিত্যানন্দ 'বিষ্ণু' সঙরণ করে॥ ৬॥
"আমার চাঞ্চল্য তুমি কভু না পাইবা।
আপনার মত তুমি কারে না বাসিবা॥"
বিশ্বম্ভর বলে—"আমি তোমা ভালে জানি।"
নিত্যানন্দ বলে—"দোষ কহ দেখি শুনি॥"
হাসি বলে গৌরচন্দ্র "কি দোষ তোমার।
সব ঘরে অন্ন-বৃষ্টি কর অবতার" ॥ ৭॥
নিত্যানন্দ বলে "ইহা পাগলে সে করে।
এ ছলায় ঘরে ভাত না দিবে আমারে॥

২। "নহে... ...গোচর" = দুর্ভাগ্যক্রমে সকলে দেখিতে পায় না।

৫। "চৈতন্যের নিবারণে" = মহাপ্রভু পূর্ব্বেই নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া।

'কাহারো· ·...দ্বন্দ্ব" = আমার ভয় হইতেছে, পাছে তুমি কাহারও সঙ্গে বিবাদ কর। ইহা হইল ব্যাজস্তুতি। মহাপ্রভু ইঙ্গিতে ইহাই বলিয়া স্তুতি করিতেছেন যে, কলহ অর্থাৎ প্রেম-কলহ করা ত তোমার স্বভাব।

৭। "আমার... বাসিবা" = শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভাবান্তরে ইহাই বলিয়া স্তুতি করিতেছেন যে, তুমি যেরূপ কৃষ্ণ-প্রেমে বিভোর হইয়া চঞ্চল হইয়া থাক, আমাকে সেরূপ মনে করিও না—আমার সে ভাগ্য কোথায়, আমি সে প্রেম কোথায় পাইব? অতএব আমার চঞ্চলতা তুমি কখনও দেখিতে পাইবে না।

"বিশ্বম্ভর......জানি" = ইহার উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু ইঙ্গিতে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে স্তুতি করিয়া এই বলিতেছেন, যথা:—"তুমি অত্যন্ত নিগূঢ়—তুমি বেদ-গুহ্য, সুতরাং অন্য কেহ তোমাকে সহজে চিনিতে পারে না বটে, তবে আমি তোমাকে ভালরূপ চিনি—তোমার তত্ত্ব জানা অন্যের পক্ষে দুষ্কর হইলেও, তাহা আমার অবিদিত নাই।"

"সব·········অবতার" = তুমি সমস্ত ঘরে ভাত ছড়াও। এখানেও মহাপ্রভু ইঙ্গিতে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন। অন্ন যেমন জীবের জীবন, প্রেমও তেমনই ভক্তের জীবন। শ্রীঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,

জল বিনু যেন মীন, দুঃখ পায় আয়ুহীন,
প্রেম বিনু সেইমত ভক্ত"।

সুতরাং এখানেও মহাপ্রভু ইঙ্গিতে দোষচ্ছলে নিত্যানন্দ-প্রভুর গুণই কীর্ত্তন করিতেছেন অর্থাৎ

আমারে না দিয়া ভাত সুখে তুমি খাও।
অপকীর্ত্তি আর কেনে বলিয়া বেড়াও" ॥ ৮ ॥
প্রভু বলে "তোমার অপকীর্ত্ত্যে লাজ পাই।
সেই সে কারণে আমি তোমারে শিখাই ॥"
হাসি বলে নিত্যানন্দ "বড় ভাল ভাল।
চাঞ্চল্য দেখিলে শিখাইবা সর্ব্বকাল ॥ ৯ ॥
নিশ্চয় বলিলা তুমি—আমি সে চঞ্চল।"
এত বলি প্রভু চাহি হাসে খল খল ॥
আনন্দে না জানে বাহ্য, কোন্ কর্ম্ম করে।
দিগম্বর হই বস্ত্র বান্ধিলেন শিরে ॥ ১০ ॥
যোড়ে যোড়ে লম্ফ দেই হাসিয়া হাসিয়া।
সকল অঙ্গনে বুলে ঢুলিয়া ঢুলিয়া ॥
গদাধর শ্রীনিবাস হাসে হরিদাস।
শিক্ষার প্রসাদে সবে দেখে দিগ্‌বাস ॥ ১১ ॥
ডাকি বলে বিশ্বম্ভর "এ কি কর কর্ম্ম।
গৃহস্থের ঘরেতে এমত নহে ধর্ম্ম ॥

বলিতেছেন যে, ভক্তগণের জীবন-স্বরূপ যে প্রেম, যাহা দেবতাগণেরও দুর্লভ, তাহা তুমি সকলের ঘরে ঘরে গিয়া আচণ্ডালে বিতরণ করিতেছ—সর্ব্বত্রই সেই প্রেমসুধা বর্ষণ করিতেছ, তাহাতে তাপিত জীবের হৃদয় শীতল হইয়া যাইতেছে। অথবা এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে যে, তুমি দেব-দুর্লভ মহা-প্রসাদ যাহাকে তাহাকে বিতরণ করিয়া তাহাদিগের উদ্ধার-সাধন করিতছে।

৮। "এ........আমারে" = শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু বলিতেছেন যে, এ ত পাগলেরই কার্য্য ; সুতরাং আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, তুমি এই ছলা করিয়া আমাকে ঘরে ভাত দিবে না অর্থাৎ নিজের জন করিবে না। লোকে নিজের জনকে বা অন্তরঙ্গ লোককেই ঘরে ভাত দিয়া থাকে, ভিন্ন লোককে বাহিরে দেয়।

"আমারে......খাও" = এতদ্দ্বারা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রকারান্তরে এই বলিতেছেন যে, আমাকে যদি নিজের জন না করিয়া তুমি সুখী হও তাহাই ভাল, তোমার যাহাতে সুখ হয়, আমি তাহাতেই সুখী। তবে লোকের নিকট যে আমার অপযশ করিয়া বেড়াও, তাহাতে আমি বড় দুঃখী, কারণ কাহারও নিন্দা করা ঘৃণিত কাজ বলিয়া, আমার নিন্দা করার জন্য লোকে যে তোমাকে মন্দ বলিবে, তাহা আমার সহ্য হইবে না।

"অপকীর্ত্তি" = অপযশ ; অখ্যাতি ; দুর্নাম।

৯। "প্রভু..............পাই" = শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে বলিলেন যে, তোমার অপযশের কথা শুনিলে আমার বড় লজ্জা ও কষ্ট বোধ হয়। পুত্রাদি একান্ত আপনার জনকে কেহ নিন্দা করিলে লোকের যেমন লজ্জা ও কষ্ট বোধ হয়, ইহাও সেইরূপ, কারণ নিত্যানন্দ-প্রভুর ন্যায় মহাপ্রভুর এরূপ 'আপনার জন' আর কে আছে ?

১০। "এত.....খল" = এই কথা বলিয়া মহাপ্রভুর মুখের দিকে তাকাইয়া হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্তের ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

"দিগম্বর......শিরে" = লোকে যখন কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়, তখন তাহার বাহ্যজ্ঞান লোপ হইয়া যায়, সুতরাং তখন তাহার লজ্জা-সরম কিছুই থাকে না, তখন তাহার উলঙ্গ হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

১১। "শিক্ষার .... দিগ্‌বাস" = মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে উপরোক্ত শিক্ষা দিলেন বলিয়াই তিনি প্রেমোন্মত্ত হইয়া উলঙ্গ হইয়া পড়িলেন, তাই সকলে তাহাকে দিগম্বর দেখিতে পাইলেন অর্থাৎ সকলের পক্ষে তাহার এই প্রেমোন্মত্ত ভাব দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিল।

এখনি বলিলা তুমি—আমি কি পাগল।
এইক্ষণে নিজ-বাক্য ঘুচিল সকল" ॥ ১২ ॥
যার বাহ্য নাহি, তার বচনে কি লাজ।
নিত্যানন্দ ভাসয়ে আনন্দ-সিন্ধু-মাঝ ॥
আপনে ধরিয়া প্রভু পরায় বসন।
এমত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের কথন ॥ ১৩ ॥
চৈতন্যের বচন-অঙ্কুশ মাত্র মানে।
নিত্যানন্দ মত্ত-সিংহ আর নাহি জানে ॥
আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।
পুত্র-প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায় ॥১৪॥
নিত্যানন্দ-অনুভাব জানে পতিব্রতা।
নিত্যানন্দ-সেবা করে যেন পুত্রে মাতা ॥
একদিন পিতলের বাটি নিল কাকে।
উড়িয়া চলিল কাক যে বনেতে থাকে ॥১৫॥
অদৃশ্য হইয়া কাক কোন্ রাজ্যে গেল।
মহা-চিন্তা মালিনীর চিত্তেতে জন্মিল ॥
বাটি থুই সেই কাক আইল আরবার।
মালিনী দেখয়ে শূন্য বদন তাহার ॥ ১৬ ॥
"মহা-তীব্র ঠাকুর-পণ্ডিত-ব্যবহার।
শ্রীকৃষ্ণের ঘৃত-পাত্র হৈল অপহার ॥
শুনিলে প্রমাদ হৈব" হেন মনে গণি।
নাহিক উপায় কিছু, কান্দয়ে মালিনী ॥১৭॥
হেনকালে নিত্যানন্দ আইলা সেই স্থানে।
দেখয়ে মালিনী কান্দে অঝোর-নয়নে ॥
হাসি বলে নিত্যানন্দ "কান্দ কি কারণ।
কোন্ দুঃখ বল – সব করিব খণ্ডন" ॥ ১৮ ॥
মালিনী বলয়ে "শুন শ্রীপাদ-গোসাঁই।
ঘৃত-পাত্র কাকে লই গেল কোন্ ঠাঁই ॥"
নিত্যানন্দ বলে "মাতা! চিন্তা পরিহর।
আমি দিব বাটি, তুমি ক্রন্দন সম্বর" ॥ ১৯ ॥
কাক প্রতি হাসি প্রভু বোলয়ে বচন।
"অহে কাক! বাটি ঝাট আনহ এখন ॥"
সবার হৃদয়ে নিত্যানন্দের বসতি।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক কাহার শকতি ॥ ২০ ॥
শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা কাক উড়ি যায়।
শোকাকুলী মালিনী কাকের দিকে চায় ॥
ক্ষণেকে উড়িয়া কাক অদৃশ্য হইল।
বাটী মুখে করি পুনঃ সেইখানে আইল ॥২১॥
আনিয়া থুইল বাটি মালিনীর স্থানে।
নিত্যানন্দ-প্রভাব মালিনী ভাল জানে ॥
আনন্দে মূর্চ্ছিতা হৈলা অপূর্ব্ব দেখিয়া।
নিত্যানন্দ প্রতি স্তুতি করে দাণ্ডাইয়া ॥ ২২ ॥
"যে জন আনিল মৃত গুরুর নন্দন।
যে জন পালন করে সকল ভুবন ॥
যমের ঘরেতে হৈতে যে আনিতে পারে।
কাক-স্থানে বাটি আনে কি মহত্ত্ব তাঁরে ॥২৩॥
যাঁহার মস্তকোপরি অনন্ত ভুবন।
লীলায় না জানে ভর, করয়ে পালন ॥

১২। "গৃহস্থের……ধর্ম্ম" = হায়, হায়! গৃহস্থের বাড়ীতে কি এমন করিয়া ন্যাংটো হইতে আছে, লোকে পাগল বল্‌বে যে? পরন্তু যে জন কৃষ্ণপ্রেমের পাগল, তাঁর কি আর বাহ্যজ্ঞান থাকে, না লোকাপেক্ষা থাকে? ১৫। "অনুভাব" = প্রভাব; মহিমা।

১৭। "হৈল অপহার" = খোয়া গিয়াছে।

২৩। "যে… …..নন্দন" = বিদ্যাগুরু সান্দীপনি মুনির মৃত পুত্রকে যিনি শ্রীবলরাম-রূপে যমালয় হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই উপাখ্যান সকলেই অবগত আছেন।

অনাদি-অবিদ্যা-ধ্বংস হয় যাঁর নামে।
কি মহত্ত্ব তাঁর—বাটি আনে কাক-স্থানে ॥২৪॥
যে তুমি লক্ষ্মণ-রূপে পূর্ব্বে বনবাসে।
নিরন্তর রক্ষক আছিলা সীতা-পাশে ॥
তথাপিহ মাত্র তুমি সীতার চরণ।
ইহা বহি সীতা নাহি দেখিলে কেমন ॥ ২৫ ॥
তোমার সে বাণে রাবণের বংশ-নাশ।
সে তুমি যে বাটি আন—এ কোন্ প্রকাশ ॥
যাঁহার চরণে পূর্ব্বে কালিন্দী আসিয়া
স্তবন করিলা মহা প্রভাব জানিয়া ॥ ২৬ ॥
চতুর্দ্দশ-ভুবন-পালন-শক্তি যাঁর।
কাক-স্থানে বাটি আনে—কি মহত্ত্ব তাঁর ॥
তথাপি তোমার কার্য্য অল্প নাহি হয়।
যেই কর সেই সত্য—চারি বেদে কয়" ॥ ২৭ ॥
হাসে নিত্যানন্দ তান শুনিয়া স্তবন।
বাল্য-ভাবে বলে "মুই করিব ভোজন।"

নিত্যানন্দ দেখিলে তাঁহার স্তন ঝরে।
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ স্তন-পান করে ॥ ২৮ ॥
এইমত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের চরিত।
আমি কি বলিব—সব জগতে বিদিত ॥
করয়ে দুর্জ্ঞেয় কর্ম্ম—অলৌকিক যেন।
যে জানয়ে তত্ত্ব, সে বাসয়ে সত্য হেন ॥ ২৯ ॥
অহর্নিশ ভাবাবেশে পরম উদ্দাম।
সর্ব্ব নদীয়ায় বুলে জ্যোতির্ম্ময়-ধাম ॥
কিবা যোগী নিত্যানন্দ কিবা তত্ত্বজ্ঞানী।
যাহার যেমত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি ॥৩০॥
যে সে কেনে নিত্যানন্দ চৈতন্যের নহে।
তবু সে চরণ-ধন রহুক হৃদয়ে ॥
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে ॥৩১॥
এইমত আছে প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
নিরবধি আপনে গৌরাঙ্গ রক্ষা করে ॥

২৪। "যাঁহার……ভুবন"=যিনি শ্রীঅনন্তদেব-রূপে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড মাথায় ধরিয়া রহিয়াছেন।

"লীলায়………ভর"=ক্রীড়াচ্ছলে যেন একটুও ভার-বোধ হয় না। "অনাদি….. নামে"=অনাদি-কাল হইতে যে মায়া জীবগণকে অধিকার করিয়া তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেই দুর্লঙ্ঘ্য মায়া যাঁহার নাম-প্রভাবে বিদূরিত হয়।

২৬। "এ কোন্ প্রকাশ"=এ আর তোমার বেশী মাহাত্ম্য কি? তুমি যে সমস্ত অদ্ভুত অদ্ভুত অলৌকিক কার্য্য করিয়াছ, ইহা ত তার কাছে কিছু না।

"যাঁহার…………জানিয়া"=একদা কুন্তী-নন্দন শ্রীঅর্জ্জুন নিজ-সখা শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া মৃগয়ার্থ গভীর বনে প্রবেশ করেন। মৃগয়ান্তে তথায় তাঁহারা এক পরমা-সুন্দরী কন্যাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার তত্ত্ব জানিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জ্জুনকে প্রেরণ করিলেন। অর্জ্জুন সেই কন্যার নিকটে গিয়া তাঁহাকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমি দেবদেব সূর্য্যের দুহিতা, আমি শ্রীবিষ্ণুকে পতিরূপে পাইবার জন্য তপাচরণ করিতেছি—অন্য কাহাকেও পতিরূপে বরণ করিব না; আমার নাম কালিন্দী।" অর্জ্জুন আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে এই বৃত্তান্ত বলিলে, তিনি কালিন্দীকে রথে তুলিয়া লইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে দ্বারকায় আনিয়া যথাকালে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন।

২৭। "তোমার………হয়"=তুমি যে কার্য্যই কর না কেন, তাহা ক্ষুদ্র নহে।

৩২। "আপনে গৌরাঙ্গ"=শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ংই।

একদিন নিজ-গৃহে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বসি আছে লক্ষ্মী-সঙ্গে পরম সুন্দর ॥ ৩২ ॥
যোগায় তাম্বূল লক্ষ্মী পরম-হরিষে।
প্রভুর আনন্দে না জানয়ে রাত্রি-দিশে ॥
যখন থাকয়ে লক্ষ্মী-সঙ্গে বিশ্বম্ভর।
শচীর চিত্তেতে হয় আনন্দ বিস্তর ॥ ৩৩ ॥
মায়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া।
লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকেন বসিয়া ॥
হেনকালে নিত্যানন্দ আনন্দ-বিহ্বল।
আইলা প্রভুর বাড়ী পরম চঞ্চল ॥ ৩৪ ॥
বাল্যভাবে দিগম্বর রহিলা দাণ্ডাইয়া।
কাহারে না করে লাজ পরানন্দ পাইয়া ॥
প্রভু বলে—"নিত্যানন্দ! কেনে দিগম্বর।"
নিত্যানন্দ "হয় হয়" করয়ে উত্তর ॥ ৩৫ ॥
প্রভু বলে—"নিত্যানন্দ! পরহ বসন।"
নিত্যানন্দ বলে—"আজি আমার গমন ॥"
প্রভু বলে—"নিত্যানন্দ! ইহা কেনে করি।"
নিত্যানন্দ বলে—"আর খাইতে না পারি ॥"
প্রভু বলে—"এক কহি, কহ কেনে আর।"
নিত্যানন্দ বলে—"আমি গেনু দশবার" ॥৩৬
ক্রুদ্ধ হৈয়া বলে প্রভু—"মোর দোষ নাই।"
নিত্যানন্দ বলে "প্রভু! এথা নাহি আই" ॥৩৭
প্রভু কহে—"কৃপা করি পরহ বসন।"
নিত্যানন্দ বলে—"আমি করিব ভোজন।"
চৈতন্য-আবেশে মত্ত নিত্যানন্দ-রায়।
এক শুনে, আর বলে, হাসিয়া বেড়ায় ॥ ৩৮॥
আপনে উঠিয়া প্রভু পরায় বসন।
বাহ্য নাহি, হাসে পদ্মাবতীর নন্দন ॥
নিত্যানন্দ-চরিত দেখিয়া আই হাসে।
বিশ্বরূপ-পুত্র-হেন মনে মনে বাসে ॥ ৩৯ ॥
সেইমত বচন শুনয়ে সব মুখে।
মাঝে মাঝে সেই রূপ আই মাত্র দেখে ॥
কাহারে না কহে আই, পুত্র-স্নেহ করে।
সম স্নেহ করে নিত্যানন্দ-বিশ্বম্ভরে ॥ ৪০ ॥
বাহ্য পাই নিত্যানন্দ পরিলা বসন।
সন্দেশ দিলেন আই করিতে ভোজন ॥

৩৩। "প্রভুর আনন্দে"=পতি-সুখে।
"রাত্রি-দিশে"=রাত কি দিন।

৩৬। "ইহা কেনে করি"=কেন, যাবে কেন?

৩৫-৩৮। "প্রভু বলে……ভোজন"=এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছেন যে, ভক্ত যখন কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হন, তখন তাঁহার আর কিছুমাত্র বাহ্যজ্ঞান থাকে না, তখন তিনি যে কি করেন, কি বলেন, তাহা কেহ বুঝিতে পারে না; সুতরাং লোকে তখন তাঁহাকে বলে পাগল; কিন্তু এরূপ পাগল হওয়া কয় জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? এতদ্দ্বারা শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু জীবকে এই শিক্ষা দিতেছেন যে, তোমরা কৃষ্ণপ্রেমে এমনই পাগল হও, যেন তোমাদের আর কিছুমাত্র বাহ্যজ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে তখন বুঝিতে পারিবে যে, কৃষ্ণপ্রেমের কি অপরিসীম শক্তি, ইহা কি অপরিসীম অদ্ভুত আনন্দ প্রদান করে, যদ্দ্বারা বিশ্বসংসার সবই ভুলিয়া যাইতে হয়। শ্রীনিতাইচাঁদ বলিতেছেন—রে অবোধ জীবগণ! কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণপ্রেমে আমার মত পাগল হও, পরমানন্দ লাভ করিয়া ধন্য হও, তাহা হইলে আর তোমাদের কোনও দুঃখ থাকিবে না।

৩৯। "বিশ্বরূপ………বাসে"=নিত্যানন্দ যেন আমার সেই পুত্র বিশ্বরূপ আসিয়াছে, শচীমাতা মনে মনে এইরূপ চিন্তা করেন—নিত্যানন্দকে তিনি সেই বিশ্বরূপ-রূপেই দেখেন।

আই-স্থানে পঞ্চ ক্ষীর-সন্দেশ পাইয়া।
এক খায়, আর চারি ফেলে ছড়াইয়া ॥ ৪১ ॥
"হায় হায়" বলে আই "কেনে ফেলাইলা।"
নিত্যানন্দ বলে—"কেনে এক ঠাঁই দিলা।।"
আই বলে—"ঘরে আর নাহি, কি খাইবা।"
নিত্যানন্দ বলে—"চাহ, অবশ্য পাইবা" ॥৪২॥
ঘরের ভিতরে আই অপরূপ দেখে।
সেই চারি সন্দেশ দেখয়ে পরতেকে ॥
আই বলে "সে সন্দেশ কোথায় পড়িল।
ঘরের ভিতরে কোন্ প্রকারে আইল" ॥৪৩॥
ধুলা ঘুচাইয়া সেই সন্দেশ লইয়া।
হরিষে আইলা আই অপূর্ব্ব দেখিয়া ॥
আসি দেখে নিত্যানন্দ সেই লাড়ু খায়।
আই বলে—"বাপ! ইহা পাইলা কোথায় ॥"
নিত্যানন্দ বলে "যাহা ছড়া'য়ে ফেলিনু।
তোর দুঃখ দেখি তাই চাহিয়া আনিনু" ।।৪৪
অদ্ভুত দেখিয়া আই মনে মনে গণে।
"নিত্যানন্দ-মহিমা না জানে কোনো জনে ॥"
আই বলে "নিত্যানন্দ কেনে মোরে ভাঁড়।
জানিল ঈশ্বর তুমি, মোরে মায়া ছাড়" ॥৪৫॥
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ।
ধরিবারে যায়, আই করে পলায়ন ॥
এইমত নিত্যানন্দ-চরিত্র অগাধ।
সুকৃতীর ভাল, দুষ্কৃতীর কার্য্য-বাধ ॥ ৪৬ ॥
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন।
গঙ্গাও তাহারে দেখি করে পলায়ন ॥
বৈষ্ণবের অধিরাজ 'অনন্ত'-ঈশ্বর।
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু 'শেষ' মহীধর ॥ ৪৭ ॥
যে সে কেনে নিত্যানন্দ চৈতন্যের নহে।
তবু সে চরণ-ধন রহুক হৃদয়ে ॥
বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই মনস্কাম।
মোর প্রভু হউ নিত্যানন্দ-বলরাম ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ-চরিত্র-বর্ণনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

হেন লীলা নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভর-সঙ্গে।
নবদ্বীপে দুই জনে করে বহু রঙ্গে ॥
কৃষ্ণানন্দে অলৌকিক নিত্যানন্দ-রায়।
নিরবধি বালকের প্রায় ব্যবসায় ॥ ১ ॥
সবারে দেখিয়া প্রীত, মধুর সম্ভাষ।
আপনা-আপনি নৃত্য, বাদ্য, গীত, হাস ॥
স্বানুভাবানন্দে ক্ষণে করেন হুঙ্কার।
শুনিলে অপূর্ব্ব বুদ্ধি জন্ময়ে সবার ॥ ২ ॥

৪০। "সেই রূপ"=বিশ্বরূপের মত সেই রকম আকৃতি, চেহারা।
"সম"=এক রকম ; সমান।
৪১। "ক্ষীর-সন্দেশ"=ক্ষীরের লাড্ডু।
৪২। "চাহ"=খুঁজিয়া দেখ।

৪৭। "গঙ্গাও ....পলায়ন"=তাহার এই ভীষণ মহাপাপ মহাপরাধ ক্ষালন করিবার অযোগ্য-বোধে, সে আসিতেছে দেখিয়া, শ্রীগঙ্গাদেবী দূরে চলিয়া যান অর্থাৎ গঙ্গাদেবীও তাহার পাপ ধ্বংস করেন না বা করিতেও সমর্থা হন না।

বর্ষাতে গঙ্গায় ঢেউ, কুম্ভীরে বেষ্টিত।
তাহাতে ভাসয়ে তিলার্দ্ধেকো নাহি ভীত॥
সর্ব্বলোক দেখি তবে করে 'হায় হায়'।
তথাপি ভাসেন হাসি নিত্যানন্দ-রায়॥ ৩॥
অনন্তের ভাবে প্রভু ভাসেন গঙ্গায়।
না বুঝিয়া সর্ব্বলোক করে 'হায় হায়'॥
আনন্দে মূর্চ্ছিত বা হয়েন কোনো ক্ষণ।
তিন চারি দিবসেও না হয় চেতন॥ ৪॥
এইমত আরো কত অচিন্ত্য কথন।
অনন্ত মুখেও নারি করিতে বর্ণন॥
দৈবে একদিন যথা প্রভু বসি আছে।
আইলেন নিত্যানন্দ ঈশ্বরের কাছে॥ ৫॥
বাল্যভাবে দিগম্বর হাস্য শ্রীবদনে।
সর্ব্বদা আনন্দ-ধারা বহে শ্রীনয়নে॥
নিরবধি এই বলি করেন হুঙ্কার।
"মোর প্রভু 'নিমাই-পণ্ডিত' নদীয়ার"॥৬॥
হাসে প্রভু দেখি তান মূর্ত্তি দিগম্বর।
মহা-জ্যোতির্ম্ময় তনু দেখিতে সুন্দর॥
আথে-ব্যথে প্রভু নিজ-মস্তকের বাস।
পরাইয়া থুইলেন, তথাপিহ হাস॥ ৭॥
আপনে লেপিয়া তান অঙ্গ দিব্য গন্ধে।
শেষে মাল্য পরিপূর্ণ দিলেন শ্রীঅঙ্গে॥
বসিতে দিলেন নিজ-সম্মুখে আসন।
স্তুতি করে প্রভু, শুনে সর্ব্ব ভক্তগণ॥ ৮॥
"নামে নিত্যানন্দ তুমি, রূপে নিত্যানন্দ।
এই তুমি নিত্যানন্দ—রাম মূর্ত্তিমন্ত॥
নিত্যানন্দ—পর্য্যটন, ভোজন, ব্যভার।
নিত্যানন্দ বিনা কিছু নাহিক তোমার॥ ৯॥
তোমারে বুঝিতে শক্তি মনুষ্যের কোথা।
পরম সুসত্য—তুমি যথা, কৃষ্ণ তথা॥"
চৈতন্যের রসে নিত্যানন্দ মহামতি।
যে বলেন, যে করেন—সর্ব্বত্র সম্মতি॥ ১০॥
প্রভু বলে "এক খানি কৌপীন তোমার।
দেহ—ইহা বড় ইচ্ছা আছয়ে আমার॥"
এত বলি প্রভু তাঁর কৌপীন আনিয়া।
ছোট করি চিরিলেন অনেক করিয়া॥ ১১॥
সকল বৈষ্ণব-মণ্ডলীরে জনে জনে।
খানি খানি করি প্রভু দিলেন আপনে॥
প্রভু বলে "এ বস্ত্র বান্ধহ সবে শিরে।
অন্যের কি দায়, ইহা বাঞ্ছে যোগেশ্বরে॥ ১২
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে হয় বিষ্ণু ভক্তি।
জানিহ—কৃষ্ণের 'নিত্যানন্দ' পূর্ণ-শক্তি॥
কৃষ্ণের দ্বিতীয় 'নিত্যানন্দ' বহি নাই।
সঙ্গী, সখা, শয়ন, ভূষণ, বন্ধু, ভাই॥ ১৩॥

৯। "রাম মূর্ত্তিমন্ত"=সাক্ষাৎ শ্রীবলরাম।

"নিত্যানন্দ—পর্য্যটন·········তোমার"=তোমার আহার-বিহারাদি যত কিছু কার্য্য, সবই অবিচ্ছিন্ন পরমানন্দময়—আনন্দ ছাড়া তোমার আর কিছুই নাই।

১০। "পরম .....তথা"=ইহা অতি সত্য কথা যে, তুমি যেখানে থাক, কৃষ্ণও সেইখানে থাকেন, কৃষ্ণ একটুও তোমার কাছ ছাড়া নহেন।

"চৈতন্যের······সম্মতি"=মহানুভব শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু সর্ব্বদাই চৈতন্যের প্রেমে উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছেন; সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেব যা করেন, যা বলেন, তাহাতে নিত্যানন্দ-প্রভুর বিন্দুমাত্রও ভিন্ন মত নাই।

১২। "খানি খানি করি"=এক এক টুক্‌রা করিয়া।

"অন্যের·········যোগেশ্বরে"=অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং মহাদেবও ইহা পাইতে ইচ্ছা করেন।

বেদের অগম্য নিত্যানন্দের চরিত্র।
সর্ব্বজীব-জনক, রক্ষক, সর্ব্ব-মিত্র ॥
ইহান ব্যভার সব কৃষ্ণরসময়।
ইহানে সেবিলে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি হয় ১৪ ॥
ভক্তি করি ইহান কৌপীন বান্ধ শিরে।
মহা-যত্নে ইহা পূজা কর গিয়া ঘরে ॥"
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সর্ব্ব ভক্তগণ।
পরম-আদরে শিরে করিলা বন্ধন ॥ ১৫ ॥
প্রভু বলে "শুনহ সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ-পাদোদক করহ গ্রহণ ॥
করিলে ইহান পাদোদক-রস-পান।
কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি হয়, ইথে নাহি আন" ॥১৬॥
আজ্ঞা পাই সবে নিত্যানন্দের চরণ।
পাখালিয়া পাদোদক করয়ে গ্রহণ ॥
পাঁচবার সাতবার একো জনে খায়।
বাহ্য নাহি—নিত্যানন্দ হাসয়ে সদায় ॥ ১৭ ॥
আপনে বসিয়া মহাপ্রভু গৌররায়।
নিত্যানন্দ-পাদোদক কৌতুকে লোটায় ॥
সবে নিত্যানন্দ-পাদোদক করি পান।
মত্ত-প্রায় 'হরি' বলি করয়ে আহ্বান ॥ ১৮ ॥
কেহো বলে—"আজি ধন্য হইল জীবন।"
কেহো বলে—"আজি সব খণ্ডিল বন্ধন ॥"
কেহো বলে—"আজি হইলাম কৃষ্ণদাস।"
কেহো বলে "আজি ধন্য দিবস-প্রকাশ ॥১৯।
কেহো বলে "পাদোদক বড় স্বাদু লাগে।
এখনও মুখের মিষ্টতা নাহি ভাগে ॥"
কি সে নিত্যানন্দ-পাদোদকের প্রভাব।
পান-মাত্র সবে হৈলা চঞ্চল-স্বভাব ॥ ২০ ॥
কেহো নাচে কেহো গায় কেহো গড়ি যায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন কেহো করয়ে সদায় ॥
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
বিহ্বল হইয়া নৃত্য করে ভক্তগণ ॥ ২১ ॥
ক্ষণেকে শ্রীগৌরচন্দ্র করিয়া হুঙ্কার।
উঠিয়া লাগিল নৃত্য করিতে অপার ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপ উঠিলা ততক্ষণ।
নৃত্য করে দুই প্রভু বেড়ি ভক্তগণ ॥ ২২ ॥
কার গায়ে কেবা পড়ে, কেবা কারে ধরে।
কেবা কার চরণের ধূলি লয় শিরে ॥
কেবা কার গলা ধরি করয়ে ক্রন্দন।
কেবা কোন্ রূপ করে—না যায় বর্ণন ॥ ২৩ ॥
প্রভু করিয়াও কারো কিছু ভয় নাই।
প্রভু ভৃত্য সকলে নাচয়ে এক ঠাঁই ॥
নিত্যানন্দ-চৈতন্যে করিয়া কোলাকুলি।
আনন্দে নাচেন দুই প্রভু কুতূহলী ॥ ২৪ ॥

১৩। "জানিহ......পূর্ণ-শক্তি" = শ্রীনিত্যানন্দকে কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি বলিয়া জানিও।

"কৃষ্ণের...... ...নাই" = একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দই হইতেছেন কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন।

১৪। "ব্যভার" = কার্য্য, আচরণ।

"কৃষ্ণরসময়" = কৃষ্ণপ্রেম-মাখান; কৃষ্ণপ্রেমে ডোবান।

১৭। "পাখালিয়া" = ধৌত করিয়া; ধুইয়া।

১৯। "কেহো বলে আজি ধন্য দিবস-প্রকাশ" = কেহ বলিতে লাগিল, আজি কি শুভক্ষণেই রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল।

২৩। "কেবা কোন্......বর্ণন" = কেহ বা কি যে এক অদ্ভুত রকম ভাব করিতে লাগিলেন, তাহা বর্ণনা করিতে কেহ সক্ষম নহে।

পৃথিবী কম্পিতা নিত্যানন্দ-পদতালে।
দেখিয়া আনন্দে সর্ব্ব গণে 'হরি' বলে ॥
প্রেমরসে মত্ত হই বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
নাচেন লইয়া সব প্রেম-অনুচর ॥ ২৫ ॥
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' এই কহে বেদ ॥
এইমত সর্ব্ব দিন প্রভু নৃত্য করি।
বসিলেন সর্ব্ব-গণ-সঙ্গে গৌরহরি ॥ ২৬ ॥
হাতে তিন তালি দিয়া শ্রীগৌরসুন্দর।
সবারে কহেন অতি অমায়া-উত্তর ॥
প্রভু বলে "এই নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে।
যে করয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা, সে করে আমারে ॥ ২৭
ইহান চরণ ব্রহ্মা-শিবেরো বন্দিত।
অতএব ইহানে করিহ সবে প্রীত ॥
তিলার্দ্ধেকো ইহানে যাহার দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে ॥ ২৮ ॥
ইহান বাতাস লাগিবেক যার গায়।
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়িবে সর্ব্বথায় ॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্ব ভক্তগণ।
মহা-জয়-জয়-ধ্বনি করিলা তখন ॥ ২৯ ॥
ভক্তি করি যে শুনয়ে এ সব আখ্যান।
তার স্বামী হয় গৌরচন্দ্র ভগবান্ ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের এ সকল কথা।
যে দেখিল সে তাঁহারে জানয়ে সর্ব্বথা ॥ ৩০ ॥
এইমত কত নিত্যানন্দের প্রভাব।
জানে যত চৈতন্যের প্রিয় মহাভাগ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ-প্রভাব-বর্ণনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

২৫। "পৃথিবী............পদতালে" = শ্রীনিত্যানন্দের পদাঘাতে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল।

২৭। "হাতে............উত্তর" = শ্রীগৌরাঙ্গ-চাঁদ অতি অকপটে সকলকে বলিতে লাগিলেন, আমি খুব নিশ্চয় করিয়া ইহা বলিতেছি। কি যে বলিতেছেন তাহা মূল-গ্রন্থে পরের ৮ পঙ্‌ক্তিতে ব্যক্ত হইয়াছে। লোকে কোনও বিষয় দৃঢ়-নিশ্চয় করিয়া বলিতে হইলে, হাতে তিন তালি দিয়া বলে।

২৮। "দ্বেষ" = অভক্তি; অশ্রদ্ধা।

৩১। "মহাভাগ" = পরম ভাগ্যবান্ মহাত্মাগণ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ সর্ব্ব-সেব্য-কলেবর ॥
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে, নহে সর্ব্ব-নয়ন-গোচর ॥
লোকে দেখে—পূর্ব্বে যেন নিমাই-পণ্ডিত।
অতিরিক্ত আর কিছু না দেখে চরিত ॥ ১ ॥
যখন প্রবিষ্ট হয় সেবকের মেলে।
তখন ভাসেন সেইমত কুতূহলে ॥
যার যেন ভাগ্য, তেন তাহারে দেখায়।
বাহির হইলে সব আপনা লুকায় ॥ ২ ॥

১। "লোকে" = সাধারণ লোকে; ভক্ত ভিন্ন অন্য লোকে। "দেখে......চরিত" = অধ্যয়ন বা অধ্যাপনার সময় অর্থাৎ ভক্তি-প্রকাশের আগে যেমন ছিলেন, তেমনই দেখে, তার চেয়ে বেশী মহিমা আর কিছু দেখিতে পায় না।

২। "যখন......লুকায়" = তবে শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ

একদিন আচম্বিতে হৈল হেন মতি।
আজ্ঞা কৈল নিত্যানন্দ-হরিদাস-প্রতি॥
"শুন শুন নিত্যনন্দ! শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥ ৩॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥
ইহা বহি আর না বলিবা, বলাইবা।
দিন-অবসানে আসি আমারে কহিবা॥ ৪॥
তোমরা করিলে ভিক্ষা, যেই না লইব।
তবে আমি চক্রহস্তে সবারে কাটিব॥"
আজ্ঞা শুনি হাসে সব বৈষ্ণব-মণ্ডল।
অন্যথা করিতে আজ্ঞা কার আছে বল॥ ৫॥
হেন আজ্ঞা যাহা নিত্যানন্দ শিরে বহে।
ইহাতে অপ্রীত যার, সে সুবুদ্ধি নহে॥
করয়ে অদ্বৈত-সেবা, চৈতন্য না মানে।
অদ্বৈত তাহারে সংহারিব ভাল-মনে॥ ৬॥
আজ্ঞা শিরে করি নিত্যানন্দ হরিদাস।
সেইক্ষণে চলিলা, পথেতে আসি হাস॥

আজ্ঞা পাই দুই জনে বলে ঘরে ঘরে।
"বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে॥ ৭॥
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই! হই এক-মন॥"
এইমত নদীয়ায় প্রতি ঘরে ঘরে।
বলিয়া বেড়ান দুই জগত-ঈশ্বরে॥ ৮॥
দোহান সন্ন্যাসি-বেশ—যান যার ঘরে।
আথে-ব্যথে আসি ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ করে॥
নিত্যানন্দ হরিদাস বলে "এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা"॥ ৯॥
এই বোল বলি দুই জন চলি যায়।
যে হয় সুজন, সেই বড় সুখ পায়॥
অপরূপ শুনি লোক দু'জনার মুখে।
নানা জনে নানা কথা কহে নানা সুখে॥ ১০॥
"করিব করিব" কেহো বলয়ে সন্তোষে।
কেহো বলে "দুইজন ক্ষিপ্ত মন্ত্র-দোষে॥
তোমরা পাগল হৈলা দুষ্ট-সঙ্গ-দোষে।
আমা-সবা পাগল করিতে আইস কিসে॥ ১১॥

যখন ভক্তের দলে মিশেন, তখন সেইরূপ আনন্দ করেন; আবার যেই ভক্তের দল হইতে বাহিরে আসেন, তখন সে ভাব গোপন করিয়া ফেলেন; সুতরাং যার যেরূপ সুকৃতি, সে সেইরূপই দেখিতে পায় বা ততটাই আনন্দ পায়, তার বেশী আর কিছু না। ৪। "দিন-অবসানে"=সন্ধ্যাবেলা।

৫। "তোমরা……… লইব"=তোমরা কাতর-ভাবে বলিলেও, যদি কেহ তাহা না শোনে।

৬। "অপ্রীত"=অশ্রদ্ধা। "ভাল-মনে"=ভালরূপে।

৭। "পথেতে আসি হাস"=রাস্তায় আসিয়া হাসিতে লাগিলেন, কেননা তাঁহারা ভাবিতেছেন, প্রভুর আবার এ কি বাতুলের মত আদেশ, লোককে বলিলেই লোকে অমনই কৃষ্ণ-ভজন করিতে যাইতেছে আর কি।

৮। "জগত-ঈশ্বরে"=সকলের প্রভু।

১০। "নানা সুখে"=কেহ বা 'বেশ ভাল কথা ত বলিতেছে' ভাবিয়া সুখী হচ্চেন, আবার কেহ বা তাঁহাদিগকে উপহাস করিয়া সুখী হচ্চেন—বল্‌ছেন 'দেখ দেখ, এরা আবার বলে কি, এরা কি পাগল না কি হ্যাঁ'।

১১। "কেহো…… …. দোষে"=কেহ কেহ বলিতে লাগিল, এ দুই জনকে মন্ত্র দ্বারা কেহ পাগল করিয়াছে।

"তোমরা……কিসে"=লোকে নিত্যানন্দ-প্রভু

সভ্য ভব্য লোক-সব হইল পাগল।
নিমাই-পণ্ডিত নষ্ট করিল সকল॥"
যে গুলা চৈতন্য-নৃত্যে না পাইল দ্বার।
তার বাড়ী গেলে মাত্র বলে "মার মার" ॥১২॥
কেহো বলে "দুইজন কিবা চোর-চর।
ছলা করি চর্চ্চিয়া বুলয়ে ঘরে-ঘর॥
এমত প্রকট কেনে করিবে সুজনে।
আরবার আইলে ধরি লইব দেয়ানে" ॥ ১৩ ॥
শুনি শুনি নিত্যানন্দ হরিদাস হাসে।
চৈতন্যের আজ্ঞা-বলে না পায় তরাসে॥
এইমত ঘরে ঘরে বুলিয়া বুলিয়া।
প্রতিদিন বিশ্বম্ভর-স্থানে কহে গিয়া॥ ১৪ ॥
একদিন পথে দেখে দুই মাতোয়াল।
মহাদস্যু-প্রায় দুই মদ্যপ বিশাল॥
সে দুই জনার কথা কহিতে অপার।
তারা নাহি করে হেন পাপ নাহি আর॥ ১৫ ॥

ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য-গোমাংস-ভক্ষণ।
ডাকা, চুরি, পর-গৃহ দাহে সর্ব্বক্ষণ॥
দেয়ানে নাহিক দেখা, বোলায় কোটাল।
মদ্য মাংস বিনা আর নাহি যায় কাল॥ ১৬॥
দুই জন পথে পড়ি গড়াগড়ি যায়।
যে যাহারে পায়, সেই তাহারে কিলায়॥
দূরে থাকি পথে লোক-সব দেখে রঙ্গ।
সেইখানে নিত্যানন্দ-হরিদাস-সঙ্গ॥ ১৭ ॥
ক্ষণে দুই জনে প্রীত, ক্ষণে ধরে চুলে।
'চকার বকার'-শব্দ উচ্চ করি বলে॥
নদীয়ার বিপ্রের করিব জাতি নাশ।
মদ্যের বিক্ষেপে কারে করয়ে আশ্বাস॥ ১৮ ॥
সর্ব্ব পাপ সেই দুইর শরীরে জন্মিল।
বৈষ্ণবের নিন্দা-পাপ সবে না হইল॥
অহর্নিশ মদ্যপের সঙ্গে রঙ্গে থাকে।
নহিল বৈষ্ণব-নিন্দা এই সব পাকে।। ১৯।।

ও হরিদাস-ঠাকুরকে বলিতে লাগিল, তোমরা দুষ্ট নিমাইর সঙ্গে পড়িয়া নিজে ত পাগল হইয়াছ, আবার আমাদিগকেও কি পাগল করিবার জন্য আসিয়াছ?

১২। "সভ্য……সব"=ভদ্র ভদ্র লোক-সকল।

১৩। "কেহো………ঘর"=কেহ বা বলিতে লাগিল, এরা দুইজন চোরের দলের লোক—এরা হরিনাম-বিতরণের ছল করিয়া ঘর সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে অর্থাৎ কাহার ঘরে কি ধন আছে, তাহার খোঁজ লইয়া লইয়া বেড়াইতেছে।

"এমত……দেয়ানে"=ভাল লোকে নিজেকে এরূপ জাহির করিয়া বেড়াইবে কেন? ফের যদি আবার আসে, তাহা হইলে রাজ-দরবারে ধরিয়া লইয়া যাইব।

১৫। "মদ্যপ বিশাল"=ভীষণ মাতাল; ভয়ঙ্কর মদখোর; (Dead drunkard).

১৬। "দেয়ানে………কোটাল"=নগর-রক্ষক (Head Policeman) তাহাদিগকে থানায় হাজির হইতে বলে, কিন্তু তাহারা সে হুকুম মান্য করে না, থানায় যায় না।

১৭। "সেইখানে…………সঙ্গ"=সেইখানে নিত্যানন্দ ও হরিদাসের সঙ্গে তাহাদের দেখা হইল।

১৮। "চকার বকার শব্দ"=অশ্লীল ভাষা; অকথ্য অশ্রাব্য কথা; (Vulgar languge).

"নদীয়ার……আশ্বাস"=নেশার বশে (Under the influence of liquor) কখনও বা খুব গালিমন্দ করিত, আবার কখনও বা হাতজোড়

যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দামাত্র হয়।
সর্ব্ব ধর্ম্ম থাকিলেও তার হয় ক্ষয়॥
সন্ন্যাসি-সভায় যদি হয় নিন্দা-কর্ম্ম।
মদ্যপের সভা হৈতে সে সভা অধর্ম্ম॥ ২০॥
মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোনো কালে।
পর-চর্চ্চকের গতি নহে কভু ভালে॥
শাস্ত্র পড়িয়াও কারো কারো বুদ্ধি-নাশ।
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে—যাইবেক নাশ॥২১॥
দুই জনে কিলাকিলি গালাগালি করে।
নিত্যানন্দ-হরিদাস দেখে থাকি দূরে॥
লোক-স্থানে নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসে আপনে।
কোন্ জাতি দুই জন, এ মতি বা কেনে॥২২।
লোকে বলে "গোসাঁই ব্রাহ্মণ দুই জন।
দিব্য পিতা মাতা, মহাকুলেতে উৎপন্ন॥
সর্ব্বকাল নদীয়ায় পুরুষে পুরুষে।
তিলার্দ্ধেকো দোষ নাহি এ দোঁহার বংশে॥২৩॥

এই দুই গুণবন্ত পাসরিল ধর্ম্ম।
জন্ম হইতে করয়ে এমত অপকর্ম্ম॥
ছাড়িল গোষ্ঠীয়ে বড় দুর্জ্জন দেখিয়া।
মদ্যপের সঙ্গে বুলে স্বতন্ত্র হইয়া॥ ২৪॥
এ দুই দেখিয়া সব নদীয়া ডরায়।
'পাছে কারো কোনো দিন বসতি পোড়ায়'॥
হেন পাপ নাহি, যাহা না করে দুই জন।
ডাকা, চুরি, মদ্য-মাংস করয়ে ভোজন" ॥২৫॥
শুনি নিত্যানন্দ বড় কারণ্য-হৃদয়।
দুইর উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়॥
"পাতকী তারিতে প্রভু কৈলা অবতার।
এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর ॥২৬॥
লুকাইয়া করে প্রভু আপনা প্রকাশ।
প্রভাব না দেখে লোক—করে উপহাস॥
এ দু'য়েরে প্রভু যদি অনুগ্রহ করে।
তবে সে প্রভাব দেখে সকল সংসারে॥ ২৭॥

করিয়া কত যেন ভাল মানুষের মত কথা বলিত।

১৯। "অহর্নিশ…………পাকে"=রা'তদিন মাতালের সঙ্গে নেশার ঘোরেই আছে, সেই সব কথা লইয়াই আছে; সুতরাং মদের চক্রে পড়িয়া বৈষ্ণবের সঙ্গে দেখাও নাই বা বৈষ্ণবের কথা লইয়া আন্দোলন-আলোচনাও করিতে হয় না, সেজন্য বৈষ্ণব-নিন্দাপরাধ জন্মিবার সুযোগও (Occasion) হয় নাই।

২০। "সে সভা অধর্ম্ম"=সে সভা অতি নিকৃষ্ট ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ সভা।

২১। "পর-চর্চ্চকের"=যে পরের কথা, পরের নিন্দা লইয়াই থাকে, তাহার; পর-নিন্দকের।

২৩। "পুরুষে পুরুষে"=কোনও পুরুষে, পুরুষানুক্রমে; পূর্ব্ব পুরুষে।

২৪। "ছাড়িল গোষ্ঠীয়ে"=আত্মীয়-স্বজন ইহা-দিগকে ত্যাগ করিল।

"স্বতন্ত্র"=স্বেচ্ছাচারী।

২৫। "ডরায়"=ভয় করে।

২৬। "বড় কারুণ্য-হৃদয়"=পরম দয়ালু।

২৭। "লুকাইয়া ....উপহাস"=অপর লোক যেন কেহ না ঢুকিতে পারে, তজ্জন্য মহাপ্রভু বাড়ীর সদর দরজা বন্ধ করাইয়া দিয়া বাড়ীর মধ্যে কেবল নিজ-গণ অর্থাৎ ভক্তবৃন্দ লইয়া পরমানন্দময় কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীরামচন্দ্রাদি সমস্ত অবতারের রূপ ধারণ পূর্ব্বক কখনও বা অতুল বৈভব প্রদর্শন করিয়া নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন; কিন্তু সেই সমস্ত প্রকাশ সেই অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ব্যতীত বাহিরের লোক কেহই দেখিতে পায় না; সুতরাং তাহারা

তবে হঙ নিত্যানন্দ চৈতন্যের দাস।
এ দু'য়েরে করোঁ যদি চৈতন্য-প্রকাশ॥
এখন যেমন মত্ত, আপনা না জানে।
এইমত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে॥ ২৮॥
'মোর প্রভু' বলি যদি কান্দে দুই জন।
তবে সে সার্থক মোর যত পর্য্যটন॥
যে যে জন এ দুইর ছায়া পরশিয়া।
বস্ত্রের সহিত গঙ্গাস্নান করে গিয়া॥ ২৯॥
সেই সব জন যদি এ দোঁহারে দেখি।
গঙ্গাস্নান-হেন মানে, তবে মোরে লেখি॥'
নিত্যানন্দ-প্রভুর সে মহিমা অপার।
পতিতের ত্রাণ লাগি যাঁর অবতার॥ ৩০॥
এতেক চিন্তিয়া মনে, হরিদাস প্রতি।
বলে "হরিদাস! দেখ দোঁহার দুর্গতি॥
ব্রাহ্মণ হইয়া হেন দুষ্ট ব্যবহার।
এ দোঁহার যম-ঘরে নাহি প্রতীকার॥ ৩১॥
প্রাণান্তে মারিল তোমা যে যবন-গণে।
তাহারো করিলে তুমি ভাল মনে মনে॥
যদি তুমি শুভানুসন্ধান কর মনে।
তবে সে উদ্ধার পায় এই দুই জনে॥ ৩২॥
তোমার সঙ্কল্প প্রভু না করে অন্যথা।
আপনে কহিলা প্রভু এই তত্ত্ব-কথা॥
প্রভুর প্রভাব সব দেখুক সংসার।
চৈতন্য করিল হেন দুইর উদ্ধার॥ ৩৩॥
যেন গায় অজামিল-উদ্ধার পুরাণে।
সাক্ষাতে দেখুক এবে এ তিন ভুবনে॥"
নিত্যানন্দ-তত্ত্ব হরিদাস ভাল জানে।
'পাইল উদ্ধার দুই' জানিলেন মনে॥ ৩৪॥

সে আনন্দ, সে ঐশ্বর্য্য, সে মাধুর্য্য কিছুই অনুভব করিতে পায় না বলিয়া, মহাপ্রভুর মহিমাও কিছুই বুঝিতে পারে না; কাজেকাজেই তাহারা নানারূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।

২৮। "এ......প্রকাশ"=যদি এ দুই জনের অন্তরে শ্রীচৈতন্যের মহিমা, শ্রীচৈতন্যের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ইহাদের উদ্ধার-সাধন করিতে পারি।

৩০। "গঙ্গাস্নান......লেখি"=লোকে গঙ্গাস্নান যেমন পুণ্যজনক কার্য্য বলিয়া জানে, গঙ্গাস্নান করিয়া পবিত্র হইলাম, ধন্য হইলাম বলিয়া মনে করে, সেইরূপ যদি এ দু'জনকে এমন ভক্ত, এমন বৈষ্ণব করিতে পারি যে, ইহাদিগকে দেখিয়া লোকে মনে করিবে—আমরা পবিত্র হইলাম, ধন্য হইলাম, তাহা হইলে তখন আমি আমাকে মনুষ্য-মধ্যে গণ্য করিব অর্থাৎ আমি যে একজন মানুষ তাহা বুঝিতে পারিব। পূজ্যপাদ শ্রীঠাকুর-মহাশয় শ্রীবৈষ্ণবের যে কি মহিমা, তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এ তোমার গুণ॥"

৩১। "এ......প্রতীকার"=যমের শাস্তিতেও অর্থাৎ নরক-ভোগ করিয়াও, এ দু'জনের দুষ্কর্ম্মের খণ্ডন হইবে না।

৩২। "তাহারো......মনে মনে"=তুমি মনে মনে তাহাদেরও মঙ্গল চিন্তা করিলে; তুমি শ্রীভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা করিলে যে, 'হে প্রভো! ইহাদের ভাল হউক, ইহারা আমাকে মারিতেছে বলিয়া, ইহাদের যেন কোনও অনিষ্ট না হয়'।

"শুভানুসন্ধান"=মঙ্গল-কামনা।

৩৩। "তোমার.........অন্যথা"=প্রভু তোমার মনোভিলাষ কখনও অপূর্ণ রাখেন না, তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা সর্ব্বদাই পূর্ণ করেন।

হরিদাস-প্রভু বলে "শুন মহাশয়।
তোমার যে ইচ্ছা সেই প্রভুর নিশ্চয়॥
আমারে ভাণ্ডাও, যেন পশুরে ভাণ্ডাও।
আমারে সে তুমি পুনঃপুনঃ যে শিখাও" ॥৩৫
হাসি নিত্যানন্দ তানে করি আলিঙ্গন।
অত্যন্ত কোমল হই বলেন বচন॥
"প্রভুর যে আজ্ঞা লই আমরা বেড়াই।
তাহা কহি এই দুই মদ্যপের ঠাঁই॥ ৩৬॥
সবারে 'ভজিতে কৃষ্ণ' প্রভুর আদেশ।
তার মধ্যে অতিশয় পাপীরে বিশেষ॥
বলিবার ভার মাত্র আমা-দোঁহাকার।
বলিলে না লয়, তবে সেই ভার তাঁর" ॥৩৭॥
বলিতে প্রভুর আজ্ঞা, সে দুইর স্থানে।
নিত্যানন্দ হরিদাস করিলা গমনে॥
সাধু লোকে মানা করে "নিকটে না যাও।
নাগালি পাইলে পাছে পরাণ হারাও ॥৩৮॥
আমরা অন্তরে থাকি পরম তরাসে।
তোমরা নিকটে যাও কেমন সাহসে॥
কিসের সন্ন্যাসি-জ্ঞান ও দু'য়ের ঠাঁই।
ব্রহ্ম বধে গো বধে, যাহার অন্ত নাই" ॥ ৩৯॥
তথাপিহ দুই জন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি।
নিকটে চলিলা দোঁহে মহা-কুতূহলী॥
শুনিবারে পায়, হেন নিকটে থাকিয়া।
কহেন প্রভুর আজ্ঞা ডাকিয়া ডাকিয়া॥ ৪০॥
"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ-নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥
তোমা-সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার" ॥ ৪১॥
ডাক্ শুনি মাথা তুলি চাহে দুই জন।
মহাক্রোধে দুই জন অরুণ-লোচন॥
সন্ন্যাসি-আকার দেখি মাথা তুলি চায়।
'ধর্ ধর্' বলি দোঁহে ধরিবারে যায়॥ ৪২॥
আথে-ব্যথে নিত্যানন্দ হরিদাস ধায়।
'রহ রহ' বলি দুই দস্যু পাছে যায়॥ ৪৩॥
ধাইয়া আইসে পাছে তর্জ্জ-গর্জ্জ করে।
মহা-ভয় পাই দুই প্রভু ধায় ডরে॥

"আপনে.........কথা"=প্রভু নিজ-শ্রীমুখেই এ তত্ত্বকথা বলিয়াছেন। মূল-গ্রন্থের ২৭৪ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভে (Column) দ্রষ্টব্য।

৩৪। "যেন.........ভুবনে"=অজামিল মহা-পাপীর উদ্ধার শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে, তাই সকলে শুনিয়াছে মাত্র, কিন্তু চোকে ত কেহ কখনও দেখে নাই; এখন প্রভু জগাই মাধাই মহাপাপী উদ্ধার করুন, আর লোকে নিজের চোকে তাহা সাক্ষাৎ দেখুক, দেখিয়া শ্রীহরিনামের প্রতি লোকের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা হউক ও তাহাতে তাহারা পরিত্রাণ লাভ করুক।

"নিত্যানন্দ .....মনে"=নিত্যানন্দ-প্রভুর মহিমা শ্রীহরিদাস-ঠাকুর বিশেষরূপে অবগত আছেন। তিনি বুঝিলেন, যখন এ দুই মহাপাপীর উদ্ধারের জন্য নিত্যানন্দের ইচ্ছা হইয়াছে, তখন আর ইহাদের ভাবনা নাই।

৩৫। "আমারে ভাণ্ডাও .....শিখাও"=পশু যেমন তোমার মহিমা কিছুই বুঝিতে পারে না, তুমি মনে করিতেছ, আমিও সেইরূপ তোমার মহিমা কিছুই বুঝিতে পারি না। কিন্তু তুমি যে বারবার তোমার মহিমা প্রকাশ পূর্ব্বক, তুমি যে কি বস্তু, তাহা যে আমাকে শিখাইয়াছ, বুঝাইয়া দিয়াছ।

৩৮। "নাগালি......হারাও"=হাতে পাইলে তোমাদিগকে মারিয়া ফেলিবে।

লোকে বলে "তখনেই নিষেধ করিল।
দুই সন্ন্যাসীর আজি সঙ্কট পড়িল" ॥ ৪৪ ॥
যতেক পাষণ্ডী সব হাসে মনে মনে।
"ভণ্ডের উচিত শাস্তি কৈল নারায়ণে॥"
'রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ' সুব্রাহ্মণে বলে।
সে স্থান ছাড়িয়া ভয়ে চলিলা সকলে ॥ ৪৫ ॥
দুই দস্যু ধায়, দুই ঠাকুর পলায়।
'ধরিমু ধরিমু' বলে, নাগালি না পায় ॥
নিত্যানন্দ বলে "ভাল হইল বৈষ্ণব।
আজি যদি প্রাণ বাঁচে, তবে পাই সব" ॥৪৬॥
হরিদাস বলে "ঠাকুর! আর কেনে বল।
তোমার বুদ্ধিতে অপমৃত্যে প্রাণ গেল ॥
মদ্যপেরে কৈলে যেন কৃষ্ণ-উপদেশ।
উচিত তাহার শাস্তি—প্রাণ-অবশেষ" ॥ ৪৭ ॥
এত বলি ধায় প্রভু হাসিয়া হাসিয়া।
দুই দস্যু পাছে ধায় তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া ॥
দোঁহার শরীর স্থূল—না পারে ধাইতে।
তথাপিহ ধায় দুই মদ্যপ ত্বরিতে ॥ ৪৮ ॥
দুই দস্যু বলে "ভাই! কোথারে যাইবা।
জগা-মাধার ঠাঁই আজি কেমতে এড়াইবা ॥
তোমরা না জান—এথা জগা মাধা আছে।
খানি রহ উলটিয়া হের দেখ পাছে" ॥ ৪৯ ॥
ত্রাসে ধায় দুই প্রভু বচন শুনিয়া।
'রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ গোবিন্দ' বলিয়া ॥
হরিদাস বলে "আমি না পারি চলিতে।
জানিয়াও আসি আমি চঞ্চল-সহিতে ॥ ৫০ ॥
রাখিলেন কৃষ্ণ কাল-যবনের ঠাঁই।
চঞ্চলের বুদ্ধ্যে আজি পরাণ হারাই ॥"
নিত্যানন্দ বলে "আমি নহিয়ে চঞ্চল।
মনে ভাবি দেখ—তোমার প্রভু সে বিহ্বল ॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যেন রাজ-আজ্ঞা করে।
তান বোলে বুলি সব প্রতি ঘরে ঘরে ॥ ৫১ ॥
কোথাও যে নাহি শুনি—সেই আজ্ঞা তাঁর।
'চোর, ঢঙ্গ' বহি লোক নাহি বলে আর ॥
না করিলে আজ্ঞা তান, সর্ব্বনাশ করে।
করিলেও আজ্ঞা তান, এই ফল ধরে ॥ ৫২ ॥

৪৬। "ভাল হইল বৈষ্ণব"=উহাদিগকে বৈষ্ণব করিতে গিয়াছিলাম, তা খুব ত বৈষ্ণব করিলাম দেখিতেছি।

৪৭। "অপমৃত্যে"=অপমৃত্যুতে অর্থাৎ অপঘাত মৃত্যুতে। রোগ ব্যতীত কোন আকস্মিক কারণে মৃত্যুর নাম অপমৃত্যু; যেমন বিষপান, অস্ত্রাঘাত, জলমজ্জন প্রভৃতি; (Accidental death).

"প্রাণ-অবশেষ"=কেবলমাত্র প্রাণটা যাইতে বাকী রহিয়াছে; কেবল প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছি।

৪৯। "জগা......এড়াইবা"=জগাই মাধাইর হাত থেকে আজ কেমন করে বাচ্‌বে?—আজ আর তোমাদের রক্ষা নাই।

"খানি .....পাছে"=একটুখানি থেমে একবার পিছন দিকে চেয়ে দেখ না, এই যে তোমাদের যম জগাই মাধাই যাচ্ছে।

৫১। "কাল-যবনের"=যম-সদৃশ দুর্দ্দান্ত ম্লেচ্ছগণের।

"রাজ-আজ্ঞা করে"=রাজা-মহারাজার ন্যায় আজ্ঞা করেন।

৫২। "না করিলে... ......করে"=ঈশ্বরের আদেশ প্রতিপালন না করিলে ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে। ঈশ্বর অবশ্য নিজ-মুখে আমাদিগকে আদেশ করিতেছেন না বটে, তবে

আপন-প্রভুর দোষ না জানহ তুমি।
দুই জনে বলিলাম—দোষ-ভাগী আমি ॥”
হেনমতে দুই জনে আনন্দ-কন্দল।
দুই দস্যু ধায় পাছে, দেখিয়া বিকল ॥ ৫৩ ॥
ধাইয়া আইলা নিজ-ঠাকুরের বাড়ী।
মদ্যের বিক্ষেপে দস্যু পাড়ে রড়ারড়ি ॥
দেখা না পাইয়া দুই মদ্যপ রহিল।
শেষে হুড়াহুড়ি দুই জনেই বাজিল ॥ ৫৪ ॥
মদ্যের বিক্ষেপে দুই কিছু না জানিল।
আছিল বা কোন্ স্থানে, কোথা বা রহিল ॥
কত ক্ষণে দুই প্রভু উলটিয়া চায়।
কোথা গেল দুই দস্যু দেখিতে না পায় ॥৫৫॥
স্থির হই দুই জনে কোলাকুলি করে।
হাসিয়া চলিলা যথা প্রভু বিশ্বম্ভরে ॥
বসি আছে মহাপ্রভু কমল-লোচন।
সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর রূপ মদন-মোহন ॥ ৫৬ ॥
চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে বৈষ্ণব-মণ্ডল।
অন্যোন্যে কৃষ্ণ-কথা কহেন সকল ॥

কহেন আপন-তত্ত্ব সভা-মধ্যে রঙ্গে।
শ্বেতদ্বীপ-পতি যেন সনকাদি সঙ্গে ॥ ৫৭ ॥
নিত্যানন্দ হরিদাস হেনই সময়।
দিবস-বৃত্তান্ত যত সম্মুখে কহয় ॥
“অপরূপ দেখিলাম আজি দুই জন।
পরম মদ্যপ, পুনঃ বোলায় ‘ব্রাহ্মণ’ ॥ ৫৮ ॥
ভাল রে বলিল তারে—‘বল কৃষ্ণ-নাম’।
খেদাড়িয়া আইল, ভাগ্যে রহিল পরাণ ॥”
প্রভু বলে “কে সে দুই, কিবা তার নাম।
ব্রাহ্মণ হইয়া কেনে করে হেন কাম” ॥ ৫৯ ॥
সম্মুখে আছিল গঙ্গাদাস শ্রীনিবাস।
কহয়ে যতেক তার বিকর্ম্ম-প্রকাশ ॥
“সে দুইর নাম প্রভু !—‘জগাই’ ‘মাধাই’।
সুব্রাহ্মণ-পুত্র দুই, জন্ম এই ঠাঁই ॥ ৬০ ॥
সঙ্গ-দোষে সে দোঁহার হেন হৈল মতি।
আজন্ম মদিরা বহি আর নাহি গতি ॥
সে দুইর ভয়ে নদীয়ার লোক ডরে।
হেন নাহি যার ঘরে চুরি নাহি করে ॥ ৬১ ॥

তিনি শাস্ত্র-মুখে আদেশ করিয়াছেন; সুতরাং সেই সমস্ত শাস্ত্রাদেশ পালন না করিলে, আমাদের সর্ব্বনাশই হইয়া থাকে। এখানে অবশ্য শ্রীচৈতন্য-ঈশ্বর সাক্ষাৎই আদেশ করিয়াছিলেন, কারণ তিনি তখন অবতার বলিয়া সাক্ষাৎ সকলের নয়ন-গোচর রহিয়াছেন ও সাক্ষাৎ আদেশ করিতেছেন।

৫৪। “পাড়ে রড়ারড়ি”—গালিমন্দ করিতে লাগিল। “রহিল”—থামিল।

“হুড়াহুড়ি”—ঝগড়া-ঝগড়ি; মারামারি।

“বাজিল”—বাধিল।

৫৭। “কহেন......সঙ্গে”—সেই বৈষ্ণব-সভার মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু পরম রঙ্গে আপন-তত্ত্বকথা অর্থাৎ কৃষ্ণ-কথা বলিতেছেন, তাহাতে কিরূপ শোভা হইয়াছে?—না, ঠিক যেন বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীনারায়ণ সনকাদি ঋষিগণের সমীপে তত্ত্বকথা কহিতেছেন।

৫৮। “পুনঃ বোলায় ব্রাহ্মণ”—তারা কিন্তু আবার নিজেদের ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়।

৫৯। “ভাল রে বলিল তারে”—হ্যাঁ, খুব তাদের বল্‌তে গেছি বটে।

৬০। “কহয়ে......প্রকাশ”—তাহারা প্রকাশ্য-ভাবে যে সমস্ত দুষ্কর্ম্ম করেন, তাহা বলিতে লাগিলেন।

“সুব্রাহ্মণ-পুত্র দুই”—এ দুই জন বেশ ভাল ব্রাহ্মণের ছেলে।

সে দুইর পাতক কহিতে নাহি ঠাঁই।
আপনে সকল দেখ, জানহ গোসাঁই॥"
প্রভু বলে "জানোঁ জানোঁ, সেই দুই বেটা।
খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা" ॥ ৬২ ॥
নিত্যানন্দ বলে "খণ্ড খণ্ড ক'রো তুমি।
সে দুই থাকিতে কোথা না যাইব আমি॥
কিসের বা এত তুমি করহ বড়াই।
আগে সে দু'য়েরে প্রভু! 'গোবিন্দ' বোলাই॥
স্বভাবেই ধার্ম্মিকে বলয়ে 'কৃষ্ণনাম'।
এ দুই বিকর্ম্ম বহি নাহি জানে আন॥ ৬৩ ॥
এ দুই উদ্ধারো যদি দিয়া ভক্তি-দান।
তবে জানি 'পাতকি-পাবন'-হেন নাম॥
আমারে তারিয়া যত তোমার মহিমা।
ততোধিক এ দুইর উদ্ধারের সীমা" ॥ ৬৪ ॥
হাসি বলে বিশ্বম্ভর "হইল উদ্ধার।
যেই ক্ষণে দরশন পাইল তোমার॥
বিশেষে চিন্তহ তুমি এতেক মঙ্গল।
অচিরাতে কৃষ্ণ তার করিব কুশল" ॥ ৬৫ ॥
শ্রীমুখের বাক্য শুনি ভাগবতগণ।
'জয় জয় হরি-ধ্বনি' করিলা তখন॥
'হইল উদ্ধার'—সবে মানিলা হৃদয়ে।
অদ্বৈতের স্থানে হরিদাস কথা কহে॥ ৬৬ ॥
"চঞ্চলের সঙ্গে প্রভু আমারে পাঠায়।
আমি থাকি কোথা, সে বা কোন্ দিকে যায়॥
বর্ষাতে জাহ্নবী-জলে কুম্ভীর বেড়ায়।
সাঁতার এড়িয়া তারে ধরিবারে যায়॥ ৬৭ ॥
কূলে থাকি ডাক পাড়ি, করি 'হায় হায়'।
সকল গঙ্গার মাঝে ভাসিয়া বেড়ায়॥
যদি বা কূলেতে উঠে, ছাওয়াল দেখিয়া।
মারিবার তরে যায় শিশু খেদাড়িয়া॥ ৬৮ ॥
তার পিতা মাতা আইসে হাতে ঠেঙ্গা লৈয়া।
তা-সবা পাঠাই আমি চরণে ধরিয়া॥
গোয়ালার ঘৃত দধি লইয়া পলায়।
আমারে ধরিয়া তারা মারিবারে চায়॥ ৬৯ ॥
সেই সে করয়ে কর্ম্ম, যেই যুক্ত নহে।
কুমারী দেখিয়া বলে 'করিব বিবাহে'॥
চড়িয়া ষাঁড়ের পিঠে 'মহেশ' বোলায়।
পরের গাভীর দুগ্ধ—তাহা দুহি খায়॥ ৭০ ॥
আমি শিখাইলে গালি পাড়য়ে তোমারে।
'কি করিতে পারে তোর অদ্বৈত আমারে॥
চৈতন্য বলিস্ যারে ঠাকুর করিয়া।
সে বা করিতে পারে আমারে আসিয়া' ॥৭১॥
কিছুই না কহি আমি ঠাকুরের স্থানে।
দৈব-যোগে আজি রক্ষা পাইল পরাণে॥
মহা মাতোয়াল দুই পথে পড়ি আছে।
কৃষ্ণ-উপদেশ গিয়া কহে তার কাছে॥ ৭২ ॥
মহা-ক্রোধে ধাইয়া আইসে মারিবার।
জীবন-রক্ষার হেতু—প্রসাদ তোমার॥"

৬৩। "নিত্যানন্দ.........আমি"=নিত্যানন্দ-প্রভু বলিলেন—আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি যখন তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড কর্ব্বে তখন ক'রো, কিন্তু তারা বেঁচে থাকিতে, বাপ রে বাপ! আর সে মুখো হ'ব না।

"কিসের......বোলাই"=আঃ! তুমি যে কিসের এত বড়াই (গোমোর) কর, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না। আগে যদি এ দু'জনকে "গোবিন্দ" বলাইতে পার, তবে তখন বড়াই করিও।

৬৫। "বিশেষে"=বিশেষতঃ।

৭০। "যুক্ত"=কর্ত্তব্য; ভাল; সঙ্গত।

"মহেশ বোলায়"=আবার বলে, আমি মহাদেব

হাসিয়া অদ্বৈত বলে "কোনো চিত্র নহে।
মদ্যপের উচিত—মদ্যপ-সঙ্গ হয়ে॥ ৭৩॥
তিন-মাতোয়াল-সঙ্গ একত্র উচিত।
নৈষ্ঠিক হইয়া কেনে তুমি তার ভিত॥
নিত্যানন্দ করিব সকল মাতোয়াল।
উহান চরিত্র মুই জানি ভালে ভাল॥ ৭৪॥
এই দেখ তুমি—দিন দুই তিন ব্যাজে।
সেই দুই মদ্যপে আনিব গোষ্ঠী-মাঝে॥"
বলিতে অদ্বৈত হইলেন ক্রোধাবেশ।
দিগম্বর হই বলে অশেষ বিশেষ॥ ৭৫॥
"শুষিব সকল চৈতন্যের কৃষ্ণভক্তি।
কেমনে নাচয়ে গায়, দেখোঁ তান শক্তি॥
দেখ কালি সেই দুই মদ্যপ আনিয়া।
নিমাই নিতাই দুই নাচিব মিলিয়া॥ ৭৬॥
একাকার করিবেক এই দুই জনে।
জাতি লৈয়া তুমি আমি পলাই যতনে॥"
অদ্বৈতের ক্রোধাবেশে হাসে হরিদাস।
"মদ্যপ-উদ্ধার চিত্তে হইল প্রকাশ"॥ ৭৭॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝে কাহার শকতি।
বুঝে হরিদাস-প্রভু, যার যেন মতি॥
এবে পাপি-সব অদ্বৈতের পক্ষ হৈয়া।
গদাধর-নিন্দা করে মরয়ে পুড়িয়া॥ ৭৮॥
যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে সেই যায় ক্ষয়॥

৭৩। "হাসিয়া........হয়ে"=অদ্বৈত একটু হাসিয়া বলিলেন, তা এ আর আশ্চর্য্য কি, এ ত ঠিকই হইয়াছে—নিত্যানন্দও যেমন মাতাল, জুটিয়াছেও সেইরূপ মাতালের সঙ্গে—ঠিক উচিত সঙ্গই ত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু যে কৃষ্ণ-প্রেমের মাতাল, তাহাই শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু ব্যঙ্গ্য করিয়া প্রকাশ করিলেন।

৭৪। "তিন-মাতোয়াল"=নিত্যানন্দ, জগাই ও মাধাই।

"নৈষ্ঠিক"=নিষ্ঠাবান্; সদাচার-পরায়ণ; ভগবন্নিষ্ঠ; স্বধর্ম্মনিষ্ঠ।

৭৫। "এই... . মাঝে"=এতদ্দ্বারা শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু ব্যঙ্গ্যচ্ছলে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর অদ্ভুত শক্তির কথা প্রকাশ করিলেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, এই দেখ না কেন, দু' তিন দিন পরেই ঐ মাতাল দুটোকে নিজের দলে অর্থাৎ নিজে যে কৃষ্ণপ্রেমের মাতাল সেই মাতাল-দলে টানিয়া আনিবে অর্থাৎ তাহা-দিগকে দেবদুর্ল্লভ কৃষ্ণ-প্রেম প্রদান পূর্ব্বক কৃষ্ণ-প্রেমের মাতাল করিয়া অর্থাৎ পরম বৈষ্ণব করিয়া ফেলিবে।

৭৬-৭৭। "দেখ...........যতনে"=এতদ্দ্বারা শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু ব্যঙ্গ্যচ্ছলে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের অদ্ভুত মহিমা ও অপার করুণা-শক্তির কথা প্রকাশ করিতেছেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, সেই দুই মহাপাপী দুরাচারকে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়া তাহাদিগকে লইয়া নৃত্য করিবে। এই দেখ না, ক্রমেই ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকেই এক করিয়া তুলিবে অর্থাৎ আচণ্ডাল সকলকেই কৃষ্ণপ্রেম দিয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় পবিত্র করিয়া তুলিবে, তখন আর ব্রাহ্মণ চণ্ডালে ভেদাভেদ কিছুই থাকিবে না, সুতরাং সবই একাকার হইয়া যাইবে অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া, কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইয়া সকলেই এক হইয়া যাইবে। শাস্ত্রে বলিতেছেন—

বিষ্ণুভক্তি-বিহীনা যে চাণ্ডালাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
চাণ্ডালা অপি বৈ শ্রেষ্ঠা হরিভক্তি-পরায়ণাঃ॥
বৃহন্নারদীয়-পুরাণ।

সেই দুই মদ্যপ বেড়ায় স্থানে স্থানে।
আইল যে ঘাটে প্রভু করে গঙ্গাস্নানে ॥৭৯॥
দৈবযোগে সেই স্থানে করিলেক থানা।
বেড়াইয়া বুলে সর্ব্ব ঠাঁই দেই হানা ॥
সকল লোকের চিত্ত হইল সশঙ্ক।
কিবা বড়, কিবা ধনী, কিবা মহারঙ্ক ॥ ৮০ ॥
নিশা হৈলে কেহো নাহি যায় গঙ্গা-স্নানে।
যদি যায় তবে দশ-বিশের গমনে ॥
প্রভুর বাড়ীর কাছে থাকে নিশাভাগে।
সর্ব্ব রাত্রি প্রভুর কীর্ত্তন শুনি জাগে ॥ ৮১ ॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে কীর্ত্তনের সঙ্গে।
মদ্যের বিক্ষেপে তারা শুনি নাচে রঙ্গে ॥
দূরে থাকি সব ধ্বনি শুনিবারে পায়।
শুনিলেই নাচিয়া অধিক মদ্য খায় ॥ ৮২ ॥
যখন কীর্ত্তন রহে, সেহো দুই রহে।
শুনিয়া কীর্ত্তন পুনঃ উঠিয়া নাচয়ে ॥
মদ্যপানে বিহ্বল, কিছুই নাহি জানে।
আছিল বা কোথায়, আছয়ে কোন্ স্থানে ॥
প্রভুরে দেখিয়া বলে "নিমাই-পণ্ডিত।
করাইলা পূর্ণ মঙ্গল-চণ্ডীর গীত ॥ ৮৩ ॥
গায়েন সব ভাল, মুই দেখিবারে চাও।
সকল আনিয়া দিব—যথা যেই পাও ॥"

দুর্জ্জন দেখিয়া প্রভু দূরে দূরে যায়।
আর পথ দিয়া লোক সবাই পলায় ॥ ৮৪ ॥
একদিন নিত্যানন্দ নগর ভ্রমিয়া।
নিশায় আইসে—দোঁহে ধরিলেক গিয়া ॥
"কে রে কে রে" বলি ডাকে জগাই মাধাই।
নিত্যানন্দ বলেন—"প্রভুর বাড়ী যাই" ॥৮৫॥
মদ্যের বিক্ষেপে বলে—"কিবা নাম তোর।"
নিত্যানন্দ বলে—"অবধূত নাম মোর ॥"
বাল্যভাবে মহামত্ত নিত্যানন্দ-রায়।
মদ্যপের সঙ্গে কথা কহেন লীলায় ॥ ৮৬ ॥
'উদ্ধারিব দুই জন' হেন আছে মনে।
অতএব নিশাভাগে আইলা সে স্থানে ॥
'অবধূত' নাম শুনি মাধাই কুপিয়া।
মারিল প্রভুর শিরে মুটকী তুলিয়া ॥ ৮৭ ॥
ফুটিল মুটকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে।
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু 'গোবিন্দ' সঙরে ॥
দয়া হৈল জগাইর রক্ত দেখি মাথে।
আরবার মারিতে ধরিল তার হাতে ॥ ৮৮ ॥
কেনে হেন করিলে নির্দ্দয় তুমি দঢ়।
দেশান্তরী মারিয়া কি হৈবা তুমি বড় ॥
এড় এড় অবধৌত, না মারিহ আর।
সন্ন্যাসী মারিয়া কোন্ ভালাই তোমার ॥৮৯॥

সঙ্কীর্ণ-যোনয়ঃ পূতা যে ভক্তা মধুসূদনে।
ম্লেচ্ছতুল্যাঃ কুলীনাস্তে যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে ॥
দ্বারকা-মাহাত্ম্য।

৭৮। "যার যেন মতি"=আর অন্য সকলের যার যেমন বুদ্ধি সে সেইরূপ বোঝে।

৭৯। "যে.........ক্ষয়"=যে দুরাত্মা এক জন বৈষ্ণবের দিকে হইয়া অন্য বৈষ্ণবের নিন্দা করে, সে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

৮০। "করিলেক থানা"=আড্ডা গাড়িল।
"দেই হানা"=দৌরাত্ম্য করিয়া।
"মহারঙ্ক"=অত্যন্ত দরিদ্র; অতি নীচ।

৮১। "দশ-বিশের গমনে"=দশ পনর কুড়ি জনে দল বাঁধিয়া বাঁধিয়া।

৮৭। "মুটকী"=কলসীর কানা।

৮৯। "দেশান্তরী"=দেশত্যাগী; বিদেশী; সন্ন্যাসী। "ভালাই"=মঙ্গল; ভাল।

আথে-ব্যথে লোক গিয়া প্রভুরে কহিলা।
সাঙ্গোপাঙ্গে ততক্ষণে ঠাকুর আইলা॥
নিত্যানন্দ-অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে।
হাসে নিত্যানন্দ সেই দুইর ভিতরে॥ ৯০ ॥
রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি জানে।
'চক্র চক্র চক্র' প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে॥
আথে-ব্যথে চক্র আসি উপসন্ন হৈল।
জগাই মাধাই তাহা নয়নে দেখিল॥ ৯১ ॥
প্রমাদ গণিলা সব ভাগবতগণ।
আথে-ব্যথে নিত্যানন্দ করে নিবেদন॥
মাধাই মারিতে প্রভু! রাখিল জগাই।
দৈবে সে পড়িল রক্ত, দুঃখ নাহি পাই॥ ৯২ ॥
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু! এ দুই শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর, তুমি হও স্থির॥
'জগাই রাখিল'—হেন বচন শুনিয়া।
জগাইরে আলিঙ্গন কৈল সুখী হৈয়া॥ ৯৩ ॥
জগাইরে বলে "কৃষ্ণ কৃপা করু তোরে।
নিত্যানন্দ রাখিয়া কিনিলি তুই মোরে॥
যে অভীষ্ট চিত্তে দেখ—তাহা তুমি মাগ।
আজি হৈতে হউ তোর প্রেমভক্তি-লাভ" ॥৯৪
জগাইরে বর শুনি বৈষ্ণব-মণ্ডল।
'জয় জয় হরিধ্বনি' করিলা সকল॥
'প্রেমভক্তি হউ' বলি যখন বলিলা।
তখন জগাই প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা॥ ৯৫ ॥
প্রভু বলে "জগাই! উঠিয়া দেখ মোরে।
সত্য আমি প্রেমভক্তি দান দিল তোরে॥"
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর।
জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বম্ভর॥ ৯৬ ॥
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়িল জগাই।
বক্ষে শ্রীচরণ দিলা চৈতন্য-গোসাঁই॥
পাইয়া চরণ-ধন—লক্ষ্মীর জীবন।
ধরিল জগাই সেই অমূল্য রতন॥ ৯৭ ॥
চরণে ধরিয়া কান্দে সুকৃতী জগাই।
এমন অপূর্ব্ব করে চৈতন্য-গোসাঁই॥
এক জীব, দুই দেহ—জগাই মাধাই।
এক পুণ্য, এক পাপ, বৈসে এক ঠাঁই॥ ৯৮ ॥
জগাইরে প্রভু যবে অনুগ্রহ কৈল।
মাধাইর চিত্ত ততক্ষণে ভাল হৈল॥
আথে-ব্যথে নিত্যানন্দ-বসন এড়িয়া।
পড়িল চরণ ধরি দণ্ডবত হৈয়া॥ ৯৯ ॥
"দুইজনে এক ঠাঁই কৈল প্রভু! পাপ।
অনুগ্রহ কেনে প্রভু! দেখি দুই ভাগ॥
মোরে অনুগ্রহ কর, লও তোর নাম।
আমারে উদ্ধার করিবারে নারে আন" ॥১০০॥
প্রভু বলে "তোর ত্রাণ নাহি দেখি মুই।
নিত্যানন্দ-অঙ্গে রক্তপাত কৈলি তুই॥"
মাধাই বলয়ে "ইহা বলিতে না পার।
আপনার ধর্ম্ম সে আপনি কেনে ছাড়॥১০১॥
বাণে বিন্ধিলেক তোমা অসুরের গণে।
নিজ-পদ তা সবারে তবে দিলে কেনে॥"
প্রভু বলে "তাহা হৈতে তোর অপরাধ।
নিত্যানন্দ-অঙ্গে তুই কৈলি রক্তপাত॥১০২॥

৯১। "চক্র" = সুদর্শন-চক্র।

৯৯। "নিত্যানন্দ-বসন এড়িয়া" = নিত্যানন্দের কাপড় ছাড়িয়া দিয়া।

১০২। "বাণে............কেনে" = পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে অসুর অর্থাৎ দৈত্যগণ শক্রতা করিয়া তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু তুমি যখন তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া নিজ-পাদপদ্মে স্থান দিয়াছ, তখন আমাকেই বা দিবে না কেন?

মোর হৈতে মোর নিত্যানন্দ-দেহ বড়।
তোর স্থানে এই সত্য কহিলাম দঢ়॥"
"সত্য যদি কহিলা ঠাকুর মোর স্থানে।
বলহ নিষ্কৃতি মুই পাইব কেমনে॥ ১০৩॥
সর্ব্ব রোগ নাশ' বৈদ্য-চূড়ামণি তুমি।
তুমি রোগ চিকিৎসিলে সুস্থ হই আমি॥
না কর কপট প্রভু! সংসারের নাথ।
বিদিত হইলা—আর লুকাইবা কাত" ॥১০৪॥
প্রভু বলে "অপরাধ কৈলে তুমি বড়।
নিত্যানন্দ-চরণ ধরিয়া তুমি পড়॥"
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা মাধাই তখন।
ধরিল অমূল্য-ধন—নিতাই-চরণ॥ ১০৫॥
যে চরণ ধরিলে না যাই কভু নাশ।
রেবতী জানেন সেই চরণ-প্রকাশ॥
বিশ্বম্ভর বলে "শুন নিত্যানন্দ-রায়।
পড়িল চরণে, কৃপা করিতে জুয়ায়॥ ১০৬॥
তোমার অঙ্গেতে যেন কৈল রক্তপাত।
তুমি সে ক্ষমিতে পার, পড়িল তোমাত॥"
নিত্যানন্দ বলে "প্রভু কি বলিব মুই।
বৃক্ষ-দ্বারে কৃপা কর—সেহ শক্তি তুই॥ ১০৭॥
কোনো জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত।
সব দিল মাধাইরে—শুনহ নিশ্চিত॥
মোর যত অপরাধ—কিছু দায় নাই।
মায়া ছাড় কৃপা কর—তোমার মাধাই॥"
বিশ্বম্ভর বলে "যদি ক্ষমিলা সকল।
মাধাইরে কোল দেহ—হউক সফল" ॥ ১০৮॥
প্রভুর আজ্ঞায় কৈলা দৃঢ় আলিঙ্গন।
মাধাইর হৈল সব-বন্ধ-বিমোচন॥
মাধাইর দেহে নিত্যানন্দ প্রবেশিলা।
সর্ব্ব-শক্তি-সমন্বিত মাধাই হইলা॥ ১০৯॥
হেনমতে দুই জনে পাইল মোচন।
দুই জনে স্তুতি করে দুইর চরণ॥

"তাহা হৈতে তোর অপরাধ" —সেই অসুরগণের চেয়েও তুমি বেশী অপরাধী, যেহেতু।

১০৬। "রেবতী.........প্রকাশ" = নিত্যানন্দ হইতেছেন শ্রীবলরাম, রেবতী হইতেছেন শ্রীবলরাম-পত্নী। শ্রীনিত্যানন্দ-চরণের যে কি মহিমা, তাহা রেবতীই জানেন, যেহেতু শ্রীবলরাম ও শ্রীনিত্যানন্দ একই বস্তু।

১০৭। "পড়িল তোমাত" = এই আমি তোমার শ্রীচরণে শরণাগত হইলাম।

"নিত্যানন্দ......তুই" = শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, প্রভো! আমি আর কি বলিব, আমি ত একটী বৃক্ষের ন্যায় জড় পদার্থ বই আর কিছুই নই, আমার কি শক্তি আছে যে, আমি উদ্ধার করিতে পারি; তবে যে আমা দ্বারা কৃপা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, ইহাও তোমারই শক্তি; সেই শক্তি-বলেই মাধাই আমা হইতে উদ্ধার লাভ করিতেছে—আমার পৃথক্ শক্তি কিছুই নাই। এতদ্দ্বারা নিত্যানন্দ-প্রভু ইহাই বলিয়া দিলেন যে, শ্রীভগবান্ই একমাত্র পূর্ণশক্তিমান্ মহাপুরুষ, আর অন্য সকলে তাঁহার শক্তিতেই শক্তিমান্।

১০৮। "মোর............নাই" —মাধাইর যত অপরাধ, সব আমি নিলাম, তাহার আর কোন দায়িত্ব রহিল না—তাহার অপরাধের ফলভোগ করিতে হয়, আমিই করিব, তাহাকে করিতে হইবে না।

"মায়া ছাড় কৃপা কর" = নিষ্কপটে অর্থাৎ প্রাণ খুলিয়া দয়া কর। "কোল......সফল" = আলিঙ্গন কর, তাহা হইলে সে প্রেমভক্তি লাভ করিবে, তাহাতে সমস্তই সার্থক হইবে।

প্রভু বলে—"তোরা আর না করিস্ পাপ।"
জগাই মাধাই বলে—"আর না রে বাপ॥"
প্রভু বলে "শুন শুন তুমি দুই জন।
সত্য আমি এই তোরে করিল মোচন॥১১০॥
কোটি কোটি জন্মে যত আছে পাপ তোর।
আর যদি না করিস্—সব দায় মোর॥
তো-দোঁহার মুখে মুই করিব আহার।
তোর দেহে হইবেক মোর অবতার" ॥১১১॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য জগাই মাধাই।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হই পড়িলা তথাই॥
'মোহ গেল দুই বিপ্র আনন্দ-সাগরে'।
বুঝি আজ্ঞা করিলেন প্রভু বিশ্বম্ভরে॥ ১১২॥
"দুই জনে তুলি লহ আমার বাড়ীতে।
কীর্ত্তন করিব দুই জনের সহিতে॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ আজি এ দোঁহারে দিব।
এ দুইরে জগতের উত্তম করিব॥ ১১৩॥
এ-দুই-পরশে যে করিল গঙ্গাস্নান।
এ দুইরে বলিবেক গঙ্গার সমান॥
নিত্যানন্দ-প্রতিজ্ঞা অন্যথা নাহি হয়।
নিত্যানন্দ-ইচ্ছা এই—জানিহ নিশ্চয়" ॥১১৪॥
জগাই মাধাই সব বৈষ্ণবে ধরিয়া।
প্রভুর বাড়ীর অভ্যন্তরে গেলা লৈয়া॥
আপ্তগণ সান্ভাইলা প্রভুর সহিতে।
পড়িল কপাট—কারো শক্তি নাহি যাইতে॥
বসিলা আসিয়া মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
দুই পাশে শোভে নিত্যানন্দ গদাধর॥১১৫॥
সম্মুখে অদ্বৈত বৈসে মহাপাত্র-রাজ।
চারিদিকে বৈসে সব বৈষ্ণব-সমাজ॥
পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি, প্রভু-হরিদাস।
গরুড়াই, রামাই, শ্রীবাস, গঙ্গাদাস॥১১৬॥
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর-আচার্য্য।
এ সব জানয়ে চৈতন্যের সর্ব্ব কার্য্য॥
অনেক মহান্ত আরো চৈতন্যে বেড়িয়া।
আনন্দে বসিলা জগাই মাধাই লইয়া॥১১৭॥
লোমহর্ষ, মহা-অশ্রু, কম্প সর্ব্ব গায়।
জগাই মাধাই দুই গড়াগড়ি যায়॥
কার শক্তি বুঝে চৈতন্যের অভিমত।
দুই দস্যু কৈল দুই মহা-ভাগবত॥ ১১৮॥
তপস্বী সন্ন্যাসী করে পরম পাষণ্ড।
এইমত লীলা তান অমৃতের খণ্ড॥
ইহাতে বিশ্বাস যার, সেই কৃষ্ণ পায়।
ইথে যার সন্দেহ, সে অধঃপাতে যায়॥১১৯
জগাই মাধাই দুই জনে স্তুতি করে।
সবার সহিত শুনে গৌরাঙ্গসুন্দরে॥

১১০। "দুইর" = শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ দুই প্রভুর।

১১১। "তো......আহার" = তোদের দু'জনের মুখে আমি খাইব অর্থাৎ তোরা খাইলে সে আমারই খাওয়া হইবে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন—
ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ!—(ব্রহ্মপুরাণ)

"তোর......অবতার" = তোদের দু'জনের দেহে প্রত্যক্ষরূপে আমার আবির্ভাব হইবে অর্থাৎ আমি সর্ব্বদা তথায় বিরাজমান থাকিব।

১১২। "মোহ........বুঝি" = দুই বিপ্র অর্থাৎ জগাই ও মাধাই মহানন্দে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া।

১১৩। "ব্রহ্মার দুর্ল্লভ" = ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও দুর্ল্লভ যে ধন অর্থাৎ কৃষ্ণ-প্রেম।

১১৬। "বৈসে মহাপাত্র-রাজ" = সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পার্ষদ-রূপে শোভা পাইতে লাগিলেন। 'মহাপাত্র' অর্থে খুব বড় রাজকর্ম্মচারী।

শুদ্ধা সরস্বতী দুই জনের জিহ্বায়।
বসিলা চৈতন্যচন্দ্র-প্রভুর আজ্ঞায়॥ ১২০॥
নিত্যানন্দ-চৈতন্যের প্রকাশ একত্র।
দেখিলেন দুই জনে যাঁর যেই তত্ত্ব॥
সেই মতে স্তুতি করে দুই মহাশয়।
যে স্তুতি শুনিলে কৃষ্ণ-ভক্তি লভ্য হয়॥১২১॥
"জয় জয় মহাপ্রভু, জয় বিশ্বম্ভর।
জয় জয় নিত্যানন্দ—বিশ্বম্ভর-ধর॥
জয় জয় নিজ-নাম-বিনোদ-আচার্য্য।
জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের সর্ব্ব-কার্য্য॥ ১২২॥
জয় জয় জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য-শরণ॥
জয় জয় শচী-পুত্র করুণার সিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ—চৈতন্যের বন্ধু॥ ১২৩॥
জয় রাজপণ্ডিত-দুহিতা-প্রাণেশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ কৃপাময়-কলেবর॥
জয় জয় প্রভু তুমি যত কর কাজ।
জয় নিত্যানন্দ-চন্দ্র বৈষ্ণবাধিরাজ॥ ১২৪॥
জয় জয় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর।
প্রভুর বিগ্রহ জয় অবধূত-বর॥
জয় জয় অদ্বৈত-জীবন গৌরচন্দ্র।
জয় জয় সহস্র-বদন নিত্যানন্দ॥ ১২৫॥
জয় গদাধর-প্রাণ মুরারি-ঈশ্বর।
জয় হরিদাস-বাসুদেব-প্রিয়কর॥
পাপী উদ্ধারিলে যত নানা অবতারে।
পরম অদ্ভুত যাহা ঘোষয়ে সংসারে॥ ১২৬॥
আমি-দুই-পাতকীর দেখিয়া উদ্ধার।
অল্পত্ব পাইল পূর্ব্ব-মহিমা তোমার॥
অজামিল-উদ্ধারের যতেক মহত্ত্ব।
আমার উদ্ধারে সেহো পাইল অল্পত্ব॥ ১২৭॥
সত্য কহি, আমি কিছু স্তুতি নাহি করি।
উচিতেই অজামিল মুক্তি-অধিকারী॥
কোটি ব্রহ্ম বধি যদি তোর নাম লয়।
সদ্য মোক্ষ-পদ তার—বেদে সত্য কয়॥ ১২৮॥
হেন নাম অজামিল কৈল উচ্চারণ।
তেঁই চিত্র নহে অজামিলের মোচন॥

১২২। "বিশ্বম্ভর-ধর"=যিনি বিশ্বম্ভরকে অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ধরিয়া রহিয়াছেন অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে আগ্‌লাইয়া রাখিয়াছেন।

"নিজ-নাম-বিনোদ-আচার্য্য"=যিনি নিজ-নাম অর্থাৎ হরিনাম-গানে আনন্দ লাভ করেন এবং যিনি সেই নিজ-নাম-প্রচারের আচার্য্য অর্থাৎ গুরুস্বরূপ। অথবা যিনি সকলকে পরমানন্দময় নিজ-নামের আনন্দ-সুখ প্রদান করিবার মূল-স্বরূপ।

"চৈতন্যের সর্ব্ব-কার্য্য"=শ্রীগৌরাঙ্গের সেবাদি সর্ব্ববিধ-কার্য্য-সম্পাদনকারী।

১২৩। "চৈতন্য-শরণ"=একমাত্র শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুকে যিনি আশ্রয় করিয়াছেন।

১২৫। "প্রভুর বিগ্রহ"=মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-কলেবর-স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু। "অবধূত-বর"=সন্ন্যাসি-শিরোমণি। "সহস্র-বদন"=শ্রীঅনন্তদেব-রূপী।

১২৬। "প্রিয়কর"=মঙ্গলকারী।

১২৭। "অল্পত্ব.........তোমার"=পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সমস্ত পাপী উদ্ধার করিয়া তোমাদের মহিমা দেখাইয়াছিলে, এক্ষণে আমাদিগকে উদ্ধার করায় সে মহিমার সুযশ কমিয়া আসিল, যেহেতু আমরা ঐ সমস্ত পাপীদের চেয়ে অনেকগুণে বেশী মহাপাপী বলিয়া আমাদের উদ্ধারে তোমাদের মহিমা এক্ষণে অনেকগুণে বাড়িয়া গেল, সুতরাং পূর্ব্ব-মহিমার সুযশ স্বতঃই কম হইয়া আসিল।

'বেদ সত্য' পালিতে তোমার অবতার।
মিথ্যা হয় বেদ তবে—না কৈলে উদ্ধার ॥১২৯
আমি দ্রোহ কৈল প্রিয়-শরীরে তোমার।
তথাপিহ আমা-দুই করিলে উদ্ধার ॥
এবে বুঝি দেখ প্রভু আপনার মনে।
কত কোটি অন্তর আমরা দুই জনে ॥ ১৩০ ॥
'নারায়ণ' নাম শুনি অজামিল-মুখে।
চারি মহাজন আইল সেই জন দেখে ॥
আমি দেখিলাম তোমা রক্ত পাড়ি অঙ্গে।
সাঙ্গোপাঙ্গ, অস্ত্র, পারিষদ সব সঙ্গে ॥১৩১॥
গোপ্য করি রাখি ছিলা এ সব মহিমা।
এবে ব্যক্ত হৈল প্রভু! মহিমার সীমা॥
এবে সে হইল বেদ মহাবলবন্ত।
এবে সে বড়াই করি গাইব অনন্ত ॥ ১৩২ ॥
এবে সে বিদিত হৈল গোপ্য গুণগ্রাম।
নির্লক্ষ্য-উদ্ধার—প্রভু! ইহার সে নাম॥
যদি বল—কংস আদি যত দৈত্যগণ।
তাহারাও দ্রোহ করি পাইল মোচন ॥১৩৩॥
কত লক্ষ্য আছে তথি দেখ নিজ-মনে।
নিরন্তর দেখিলেক সে নরেন্দ্রগণে॥
তোমা সনে যুঝিলেক ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মে।
ভয়ে তোমা নিরন্তর চিন্তিলেক মর্ম্মে॥ ১৩৪ ॥
তথাপি নারিল দ্রোহ-পাপ এড়াইতে।
পড়িল নরেন্দ্র সব বংশের সহিতে॥
তোমারে দেখিয়া নিজ-জীবন ছাড়িল।
তবে কোন্ মহাজনে তারে পরশিল ॥ ১৩৫ ॥
আমারে পরশে এবে ভাগবতগণে।
ছায়া ছুঁই যে জন করিলা গঙ্গাস্নানে॥

১২৯। "চিত্র"=আশ্চর্য্য। "মোচন"=উদ্ধার।

১৩০। "কত......জনে"=অজামিলের পাপে এবং আমাদের দু'জনের পাপেই বা কত তফাৎ এবং তাহার প্রতি ও আমাদের দু'জনের প্রতি তোমার কৃপারই বা কত তফাৎ।

১৩১। "চারি মহাজন"=চারিজন বিষ্ণুদূত।

১৩২। "এবে সে হইল বেদ মহাবলবন্ত"=বেদে যে বর্ণিত আছে, শ্রীভগবান্ মহা কৃপাময় এবং মহা মহাপাপীর ত্রাণকর্ত্তা, এখন আমাদের ন্যায় মহা-পাপীর উদ্ধারে সেই বাক্যে খুব জোর দাঁড়াইয়া গেল, উহা খুব দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইল।

"এবে সে বড়াই...অনন্ত"=এখন অনন্তদেব আরও বুক ফুলাইয়া তোমাদের মহিমা কীর্ত্তন করিবেন।

১৩৩। "এবে সে বিদিত.........গুণগ্রাম"= তোমাদের এতাদৃশ কৃপা ও মহিমার কথা, যাহা এতদিন কেহ জানিত না, তাহা এক্ষণে সকলে ভালরূপে জানিতে পারিল; এখন সকলে ঐ কথা কীর্ত্তন করিয়া পরম মঙ্গল লাভ করিবে।

"নির্লক্ষ্য-উদ্ধার"=অহৈতুক উদ্ধার অর্থাৎ কারণ ব্যতীত উদ্ধার। ইহা হইল নিরুপাধি বা পরম কৃপা।

১৩৪। "কত ....নরেন্দ্রগণে"=কংস আদি দৈত্যগণের উদ্ধারের কত কারণ আছে তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। সেই সমস্ত রাজগণ শত্রুভাবে কেহ ভয়ে, কেহ ক্রোধে, কেহ বা হিংসায় নিরন্তর তোমার চিন্তা করিয়াই নিজ-নিজ সম্মুখে নিয়ত যেন তোমাকেই দেখিতে লাগিলেন। পরন্তু শত্রুভাবেই হউক, আর যে ভাবেই হউক, যে ব্যক্তি সতত তোমার চিন্তা করে, সে যে তোমাকে পাইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?—তাহার পাইবার ত যথেষ্ট কারণই রহিয়াছে। কিন্তু আমরা যে তোমাকে পাইলাম, ইহাতে তোমার কৃপা ব্যতীত আর দ্বিতীয় কারণ ত কিছুই দেখিতে পাই না।

সর্ব্ব-মতে প্রভু! তোর এ মহিমা বড়।
কাহারে ভাণ্ডিবে—সবে জানিলেক দঢ়॥১৩৬॥
মহাভক্ত গজরাজ করিল স্তবন।
একান্ত-শরণ দেখি করিলা মোচন॥
দৈবে সে উপমা নহে অসুরা পূতনা।
অঘ বক আদি যত কেহো নহে সীমা॥১৩৭॥
ছাড়িয়া সে দেহ তারা গেল দিব্য-গতি।
বেদে বিনে তাহা দেখে কাহার শকতি॥
যে করিলা এই দুই পাতকি-শরীরে।
সাক্ষাতে দেখিল ইহা সকল সংসারে॥১৩৮॥
যতেক করিলা তুমি পাতকি-উদ্ধার।
কারো কোনোরূপ লক্ষ্য আছে সবাকার॥
নির্লক্ষ্যে তারিলা ব্রহ্মদৈত্য দুই জন।
তোমার কারুণ্য সবে ইহার কারণ"॥ ১৩৯॥
বলিয়া বলিয়া কান্দে জগাই মাধাই।
এমত অপূর্ব্ব করে চৈতন্য-গোসাঁই॥
যতেক বৈষ্ণবগণ অপূর্ব্ব দেখিয়া।
যোড়-হস্তে সবে স্তুতি করে দাণ্ডাইয়া॥১৪০॥
"যে স্তুতি করিল প্রভু! এ দুই মদ্যপে।
তোর কৃপা বিনা ইহা জানে কার বাপে॥
তোমার অচিন্ত্য-শক্তি কে বুঝিতে পারে।
যখন যেরূপে কৃপা করহ যাহারে"॥ ১৪১॥
প্রভু বলে "এ দুই মদ্যপ নহে আর।
আজি হৈতে এই দুই সেবক আমার॥
সবে মিলি অনুগ্রহ কর এ দু'য়েরে।
জন্মে জন্মে আর যেন আমা না পাসরে॥১৪২॥
যেরূপে যাহার ঠাঁই আছে অপরাধ।
ক্ষমিয়া এ দুই প্রতি করহ প্রসাদ॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য জগাই মাধাই।
সবার চরণ ধরি পড়িলা তথাই॥ ১৪৩॥
সর্ব্ব মহাভাগবতে কৈলা আশীর্ব্বাদ।
জগাই মাধাই হৈল নির্-অপরাধ॥
প্রভু বলে "উঠ উঠ জগাই মাধাই।
হইলা আমার দাস—আর চিন্তা নাই॥১৪৪॥
তুমি দুই যত কিছু করিলে স্তবন।
পরম সুসত্য—কিছু না হয় খণ্ডন॥
এ শরীরে কভু কারো হেন নাহি হয়।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে জানিহ নিশ্চয়॥১৪৫॥
তো-সবার যত পাপ মুই নিল সব।
সাক্ষাতে দেখহ ভাই! এই অনুভব॥"

১৩৭। "মহাভক্ত…………মোচন" = একদা বরুণদেবের একটী প্রকাণ্ড মনোহর সরোবরে একটী গজরাজ (হস্তি-যূথপতি) হস্তিনীগণ সহ জলক্রীড়ায় মত্ত হইলে, ভীষণ একটা কুম্ভীর আসিয়া ঐ গজেন্দ্রের পায়ে কামড়াইয়া ধরিল। কিন্তু গজেন্দ্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ঐ কুম্ভীরের সহিত যুদ্ধ করিয়াও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিল না। তখন সে ক্রমশঃ নিস্তেজ ও নিরুপায় হইয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন-কৃত স্তোত্রে ভগবান্ শ্রীহরির স্তব করিতে লাগিল। তাহাতে তিনি তথায় আবির্ভূত হইয়া চক্র দ্বারা ঐ কুম্ভীরের মুখচ্ছেদন পূর্ব্বক গজরাজকে উদ্ধার করিলেন (ভাঃ ৮।২-৩ অঃ)।

১৩৭-৩৮। "দৈবে.. সংসারে" = অঘাসুর, বকাসুর, পূতনা প্রভৃতিকে বধ করিয়া তাহাদিগকে সদ্গতি দিয়াছ বটে, কিন্তু আমাদের এই পরম সৌভাগ্যের সঙ্গে তাহাদের সৌভাগ্যের তুলনাই হইতে পারে না, যেহেতু তাহারা এ দেহ ছাড়িয়া তবে উত্তমা গতি লাভ করিয়াছে এবং তাহাদের এই উদ্ধারের কথা কেবল শাস্ত্রেই বর্ণিত আছে মাত্র, চক্ষে কেহ দেখে নাই; পরন্তু তুমি আমাদিগকে এই জীবিত দেহেই উদ্ধার করিলে এবং আমাদের এই উদ্ধার

দুই জনার শরীরে পাতক নাহি আর।
ইহা বুঝাইতে হৈলা কালিয়া-আকার ॥১৪৬॥
প্রভু বলে—"তোমরা আমারে দেখ কেন।"
অদ্বৈত বলয়ে—"শ্রীগোকুলচন্দ্র যেন॥"
অদ্বৈত-প্রতিভা শুনি হাসে বিশ্বম্ভর।
'হরি' বলি ধ্বনি করে সব অনুচর॥ ১৪৭॥
প্রভু বলে "কালা দেখ এ দুইর পাপে।
কীর্ত্তন করহ সব যাউক নিন্দকে॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সবার উল্লাস।
মহানন্দে হইল কীর্ত্তন-পরকাশ॥ ১৪৮॥
নাচে প্রভু বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
বেড়িয়া বৈষ্ণব-সব যশ গায় রঙ্গে॥
নাচয়ে অদ্বৈত—যার লাগি অবতার।
যাহার কারণে হৈল জগত-উদ্ধার॥ ১৪৯॥
কীর্ত্তন করয়ে সবে দিয়া করতালী।
সবেই করেন নৃত্য হয়ে কুতূহলী॥
প্রভু প্রতি মহানন্দে কারো নাহি ভয়।
প্রভু-সঙ্গে কত লক্ষ ঠেলাঠেলি হয়॥ ১৫০॥

বধূ-সঙ্গে দেখে আই ঘরের ভিতরে।
বসিয়া ভাসয়ে আই আনন্দ-সাগরে॥
সবেই পরমানন্দ দেখিয়া প্রকাশ।
কাহারো না ঘুচে কৃষ্ণাবেশের উল্লাস ॥১৫১॥
যার অঙ্গ পরশিতে রমা ভয় পায়।
সে প্রভুর অঙ্গ-সঙ্গে মদ্যপ নাচয়॥
মদ্যপেরে উদ্ধারিলা চৈতন্য-গোসাঁই।
বৈষ্ণব-নিন্দকে কুম্ভীপাকে দিলা ঠাঁই ॥১৫২॥
নিন্দায় না বাড়ে ধর্ম্ম, সবে পাপ-লাভ।
এতেকে না করে নিন্দা সব মহাভাগ॥
দুই দস্যু দুই মহা-ভাগবত করি।
গণের সহিত নাচে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥ ১৫৩॥
নৃত্যাবেশে বসিলা ঠাকুর-বিশ্বম্ভর।
বসিলা চৌদিকে বেড়ি বৈষ্ণব-মণ্ডল॥
সর্ব্ব-অঙ্গে ধূলা চারি-অঙ্গুলি-প্রমাণ।
তথাপি সবার অঙ্গ নির্ম্মল-গেয়ান॥ ১৫৪॥
পূর্ব্ববৎ হৈলা প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
হাসিয়া সবারে বলে প্রভু বিশ্বম্ভর॥

লোকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাইল।

১৩৯। "লক্ষ্য"=কারণ।

"ব্রহ্মদৈত্য"=ব্রাহ্মণ-রূপ অসুর।

১৪৬। "কালিয়া-আকার"=কৃষ্ণবর্ণ; কাল।

১৪৭। "কেন"=কিরূপ। "প্রতিভা"=তীক্ষ্ণবুদ্ধি।

১৪৮। "প্রভু......নিন্দকে"=প্রভু বলিলেন, এই দেখ ইহাদের পাপের ভার লইয়া আমার দেহ কাল হইয়া গেল, কিন্তু তোমরা এখন খুব কীর্ত্তন কর, ইহাদের সব পাপ নিন্দকে চলিয়া যাউক। মহাপ্রভু স্বয়ং যদিও তাহাদের সমস্ত পাপ-ভার গ্রহণ করিলেন, তথাপি নিন্দক যে কি ঘৃণিত জীব, নিন্দা করা যে কি মহাদোষ, তাহা বুঝাইবার জন্যই বলিলেন, ইহাদের সব পাপ নিন্দকে যাউক। শাস্ত্রে বলে, যে ব্যক্তি যাহার নিন্দা করে, সে ব্যক্তি এইরূপ নিন্দা দ্বারা তাহার পাপের ভাগই গ্রহণ করিয়া থাকে, এবং যাহার নিন্দা করা হয়, তাহার পাপের ভার এইরূপে অপসারিত হইয়া, তাহার চিত্ত ক্রমশঃ নির্ম্মল হইতে থাকে। এইজন্যই ভাল ভাল লোকে কাহারও নিন্দা করেন না এবং তাঁহাদিগকে কেহ নিন্দা করিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্টও হন না, কারণ তাঁহারা জানেন যে, এইরূপ নিন্দা দ্বারা তাঁহাদের পাপ দূরীভূত হইয়া তাঁহাদের মঙ্গলই সাধিত হইবে।

১৫৩। "সব মহাভাগ"=যত যত মহাত্মাগণ।

"এ দু'য়েরে পাপী-হেন না করিহ মনে।
এ দুইর পাপ মুই লইনু আপনে॥ ১৫৫॥
সর্ব্ব দেহে মুই করোঁ বলোঁ চলোঁ খাঙ।
তবে দেহ-পাত—যবে মুই চলি যাঙ॥
যে দেহেতে অল্প দুঃখে জীব ডাক ছাড়ে।
মুই বিনা সেই দেহ পুড়িলে না নড়ে॥১৫৬॥
তবে যে জীবের দুঃখ—করে অহঙ্কার।
'মুই করোঁ, বলোঁ' বলি পায় মহা-মা'র॥
এতেকে যতেক কৈল এই দুই জনে।
করিলাম আমি, ঘুচাইলাম আপনে॥ ১৫৭॥
ইহা জানি এ দু'য়েরে সকল বৈষ্ণব।
দেখিবা অভেদ-দৃষ্ট্যে যেন তুমি-সব॥
শুন এই আজ্ঞা মোর—যে হও আমার।
এ দু'য়েরে শ্রদ্ধা করি যে দিব আহার॥১৫৮॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-মাঝে যত মধু আছে।
সে হয় কৃষ্ণের মুখে দিলে প্রেমরসে॥
এ দু'য়েরে বট-মাত্র দিবে যেই জন।
তার সে কৃষ্ণের মুখে মধু-সমর্পণ॥ ১৫৯॥
এ দুই জনেরে যে করিবে পরিহাস।
এ দুইর অপরাধে তার সর্ব্বনাশ॥"

১৫৪। "তথাপি......গেয়ান" = তবু সকলের অঙ্গ যেন পরিষ্কার দেখাইতে লাগিল—অঙ্গে যেন ধূলা-ময়লা কিছুই নাই।

১৫৬-১৫৮। "সর্ব্ব.........তুমি-সব" = সকলের দেহে আমিই আত্মারূপে অবস্থিত থাকিয়া করিতেছি, বলিতেছি, চলিতেছি, খাইতেছি ইত্যাদি সমস্ত কার্য্যই আমি করিতেছি এবং সেই আত্মারূপী আমি যখন চলিয়া যাই, তখন তাহার দেহের বিনাশ হয় অর্থাৎ আত্মা ছাড়িয়া গেলেই মৃত্যু হয়। যে দেহে সামান্যমাত্র দুঃখ পাইলেই জীব 'মলুম গেলুম' করে, আত্মারূপী আমি চলিয়া গেলে, সেই দেহকে পোড়াইলেও নড়ে চড়ে না। যদিও আমি আত্মারূপে জীব-দেহে অবস্থিত থাকিয়া কর্ত্তা হইয়া রহিয়াছি, তবুও জীবের দুঃখ হয়, কেননা জীব সেই আত্মারূপী আমাকে কর্ত্তা বলিয়া না মানিয়া, তাহারা নিজেই কর্ত্তা সাজিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া "আমি করিতেছি, আমি বলিতেছি" এইরূপ মনে করে এবং তাহার ফলেই অশেষবিধ দুঃখ কষ্ট ভোগ করে। অতএব আমি বলিতেছি, হে বৈষ্ণবগণ! এ দুই জনে যাহা কিছু দুষ্কর্ম্ম অর্থাৎ পাপ করিয়াছে, তাহা উহারা করে নাই, উহাদের দেহে থাকিয়া আমিই করিয়াছি এবং আমিই তাহা দূর করিলাম, ইহা বুঝিয়া তোমরা সকলে উহাদিগকে তোমাদের নিজেদের মতই দেখিও অর্থাৎ বৈষ্ণব-রূপেই দেখিও।

১৫৯। "অনন্ত......সমর্পণ" = কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে যত উৎকৃষ্ট দ্রব্য আছে, তাহা কৃষ্ণের মুখে দিলে অর্থাৎ কৃষ্ণে নিবেদন করিলে, তখন উহা আর সেই তুচ্ছ জড় পদার্থ থাকে না, উহা তখন চিন্ময় প্রেমরসামৃত হইয়া যায়—যে প্রেমরস-সুধার অতি ক্ষুদ্র এক কণিকামাত্র প্রাপ্ত হইলে জীব কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি বলিতেছি, এ দুই জনকে যে ব্যক্তি সামান্য একটুমাত্র খাদ্য প্রদান করিবে, তাহা তাহার যেন কৃষ্ণকেই মধু খাওয়ান হইবে। শ্রীভগবান্ ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া স্বয়ংই বলিয়াছেন, যথাঃ—

ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ!

ব্রহ্মপুরাণ।

তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহং

ইতিহাস-সমুচ্চয়।

১৬০। "এ দুইর......সর্ব্বনাশ" = এ দুই জনের নিকট অপরাধী হইয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে।

শুনিয়া বৈষ্ণবগণ কান্দে মহাপ্রেমে।
জগাই মাধাই প্রতি করে পরণামে ॥ ১৬০ ॥
প্রভু বলে "শুন সব ভাগবতগণে।
চল সবে যাই ভাগীরথীর চরণে ॥"
সর্ব্ব-গণ-সহিত ঠাকুর-বিশ্বম্ভর।
পড়িলা জাহ্নবী-জলে বনমালা-ধর ॥ ১৬১ ॥
কীর্ত্তন-আনন্দে যত ভাগবতগণ।
শিশু-প্রায় চঞ্চল-চরিত্র সর্ব্বক্ষণ ॥
মহা-ভব্য বৃদ্ধ সব সেহো শিশুমতি।
এইমত হয় বিষ্ণুভক্তির শকতি ॥ ১৬২ ॥
গঙ্গাস্নান-মহোৎসবে কীর্ত্তনের শেষে।
প্রভু-ভৃত্য-বুদ্ধি গেল আনন্দ-আবেশে ॥
জল দেয় প্রভু সর্ব্ব বৈষ্ণবের গায়।
কেহো নাহি পারে—সবে হাসিয়া পলায়॥১৬৩
জল-যুদ্ধ করে প্রভু যার যার সঙ্গে।
কতক্ষণ যুদ্ধ করি সবে দেয় ভঙ্গে ॥
ক্ষণে কেলি অদ্বৈত-গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দে।
ক্ষণে কেলি হরিদাস-শ্রীবাস-মুকুন্দে ॥১৬৪॥
শ্রীগর্ভ শ্রীসদাশিব মুরারি শ্রীমান্।
পুরুষোত্তম-সঞ্জয় বুদ্ধিমন্ত-খান ॥
বিদ্যানিধি গঙ্গাদাস জগদীশ নাম।
গোপীনাথ হরিদাস গরুড় শ্রীরাম ॥ ১৬৫ ॥
গোবিন্দ শ্রীধর কৃষ্ণানন্দ কাশীশ্বর।
জগদানন্দ গোবিন্দানন্দ শ্রীশুক্লাম্বর ॥
অনন্ত চৈতন্য-ভৃত্য—কত জানি নাম।
বেদব্যাস হৈতে ব্যক্ত হইব পুরাণ ॥ ১৬৬ ॥
অন্যোন্যে সর্ব্বজন জলকেলি করে।
পরানন্দ-রসে কেহো জিনে, কেহো হারে ॥
গদাধর-গৌরাঙ্গে মিলিয়া জলকেলি।
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে খেলয়ে দোঁহে মেলি ॥১৬৭
অদ্বৈত-নয়নে নিত্যানন্দ কুতূহলী।
নির্ঘাতে মারিল জল দিয়া মহাবলী ॥
দুই চক্ষু অদ্বৈত মেলিতে নাহি পারে।
মহা-ক্রোধাবেশে প্রভু গালাগালি পাড়ে ॥১৬৮
"নিত্যানন্দ-মদ্যপে করিল চক্ষু কাণ।
কোথা হৈতে মদ্যপের হৈল উপস্থান ॥
শ্রীনিবাস-পণ্ডিতের মূলে জাতি নাই।
কোথাকার অবধূতে আনি দিল ঠাঁই ॥
শচীর নন্দন চোরা এত কর্ম্ম করে।
নিরবধি অবধূত-সংহতি বিহরে" ॥ ১৬৯॥

১৬১। "বনমালা-ধর" = শ্রীকৃষ্ণ। এখানে মহাপ্রভুকে প্রকারান্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলা হইতেছে।

১৬৩। "প্রভু······আবেশে" = শ্রীগৌরাঙ্গ যে তাঁহাদের প্রভু, আর তাঁহারা যে শ্রীগৌরাঙ্গের দাস, আনন্দ-আবেশে তাঁহাদের সকলের এই প্রভু-ভৃত্য-জ্ঞান (মনিব-চাকর-সম্বন্ধ-বোধ) ও তজ্জনিত ভয় তখন দূরীভূত হইল।

১৬৮। "নির্ঘাতে······দিয়া" = যেন মায়া-দয়া না করিয়া খুব জোরে জল ছুড়িয়া মারিল।

১৬৯। "করিল চক্ষু কাণ" = চোক্ কাণা করিয়া দিল।

"শ্রীনিবাস......নাই" = ইহা নিন্দাচ্ছলে অপূর্ব্ব স্তুতিবাদ; এতদ্দ্বারা ইহাই ব্যক্ত করা হইল যে, শ্রীবাস-পণ্ডিত মূলে হচ্ছেন শ্রীভগবৎ-পরিকর; সুতরাং তাঁহার আবার জাতি কি ?—তিনি হইলেন ত সর্ব্ব-জাতির শিরোমণি।

"কোথাকার...... ঠাঁই" = ইহাও নিন্দাচ্ছলে অপূর্ব্ব স্তুতি। বলিতেছেন যে, কোথাকার কে এক সন্ন্যাসী, যাকে কেহ জানে না, চিনে না, যার কথা কেহ শুনে নাই, তাকে আনিয়া আপার স্থান

নিত্যানন্দ বলে "মুখে নাহি বাস' লাজ।
হারিলে আপনে—আর কন্দলে কি কাজ॥"
গৌরচন্দ্র বলে "একবারে নাহি জানি।
তিনবার হইলে সে হারি জিত মানি॥"
আরবার জলযুদ্ধ অদ্বৈত-নিতাই।
কৌতুক লাগিয়া এক দেহ দুই ঠাঁই॥ ১৭০॥
দুই জনে জলযুদ্ধ—কেহো নাহি পারে।
একবার জিনে কেহো, আরবার হারে॥
আরবার নিত্যানন্দ সম্ভ্রম পাইয়া।
দিলেন নয়নে জল নির্ঘাত করিয়া॥ ১৭১॥
অদ্বৈত পাইয়া দুঃখ বলে "মাতালিয়া।
সন্ন্যাসী না হয় কভু ব্রাহ্মণ বধিয়া॥
পশ্চিমার ঘরে ঘরে খাইয়াছে ভাত।
কুল জন্ম জাতি কেহো না জানে কোথাত॥
পিতা মাতা গুরু আদি না জানি কিরূপ।
খায় পরে সকল, বোলায় অবধূত"॥ ১৭২॥
নিত্যানন্দ প্রতি স্তব করে ব্যপদেশে।
শুনি নিত্যানন্দ-প্রভু গণ সহ হাসে॥
"সংহারিমু সকল মোহার দোষ নাই।"
এত বলি জল ঝাঁপে আচার্য্য-গোসাঁই॥

দিয়াছে! ভাবার্থ এই যে, এই নিত্যানন্দ হইতেছেন ভগবান্। ভগবান্‌কে জানা বা চেনা কাহার সাধ্য? তিনি হইলেন জ্ঞানের অতীত, বুদ্ধির অতীত; সুতরাং তাঁকে জানা কম সৌভাগ্যের কথা নহে; আর তাঁহার কথা শুনিতে কেই বা যায় অর্থাৎ ভগবৎ-কথা শুনিতে প্রবৃত্তিই বা কয় জনের হয়? কম সৌভাগ্যে ভগবৎ-কথা-শ্রবণে রতি হয় না। অতএব, এতাদৃশ ভগবান্ যে নিত্যানন্দ, তাঁহাকে যে শ্রীবাস-পণ্ডিত স্থান দিতে পারিয়াছেন, ইহা শ্রীবাস-পণ্ডিতের পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা নহে।

১৭০। "কৌতুক.........ঠাঁই" = শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপতঃ একই, তবে কেবল লীলা-বিলাসের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন।

১৭১। "সম্ভ্রম পাইয়া" = অসাবধানতা-হেতু ফাঁক পাইয়া; সুযোগ পাইয়া।

১৭২। "অদ্বৈত......অবধূত" = এই কথাগুলি বলিয়া নিন্দাচ্ছলে অপূর্ব্ব স্তুতি দ্বারা শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন। মাতালিয়া—কৃষ্ণ-প্রেমোন্মত্ত। ব্রাহ্মণ বধিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যা করিয়া কি কখন সন্ন্যাসী হইতে পারে? কিন্তু ইনি তাহা হইয়াছেন; সে কিরূপ? না—ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদের সৃষ্টিকর্ত্তাকে ইনি হত্যা করিয়াছেন, যেহেতু ইনি বেদবিধির কোনও ধার ধারেন না, ইনি সমস্ত বেদবিধির অতীত—সমস্ত বিধি-নিষেধের পারে অবস্থিত; সুতরাং ইনিই যথার্থ সন্ন্যাসী। তার পর বলিতেছেন, 'পশ্চিমার ঘরে ঘরে খাইয়াছে ভাত'; ইহার অর্থ এই যে, পশ্চিমদেশীয় লোকের অর্থাৎ শ্রীব্রজবাসিগণের ঘরে ঘরে (শ্রীবলরাম-রূপে ভাত খাইয়াছেন; সুতরাং তিনি যে "বলরাম", তাহাই ভাবান্তরে ব্যক্ত করিয়া দিলেন। তার পর বলিতেছেন, ইহার ত জাতি, কুল, জন্ম, পিতা, মাতা, গুরু আদি কেহই কিছু জানে না। শ্রীভগবানের ত জাতি, কুলাদি কিছুই নাই, সুতরাং লোকে জাতি, কুলাদি জানিবে কিরূপে? তিনি এ সকলেরই অতীত—তিনি হইলেন অনাদি, সর্ব্ব-গুরু। এতদ্দ্বারা নিত্যানন্দ যে শ্রীভগবান্, তাহাই ভাবান্তরে ব্যক্ত করিলেন। তার পর বলিতেছেন যে, সে নিজেকে সন্ন্যাসী বলে, কিন্তু আবার এ দিকে সব খায়, পরে। এতদ্দ্বারা ইহাই বলা হইল যে, তিনি সমস্ত বিধি-নিষেধের অতীত—মহাযোগেশ্বরেশ্বর।

১৭৩। "ব্যপদেশে" = ছলে অর্থাৎ নিন্দাচ্ছলে।

"সংহারিমু......নাই" = এতদ্দ্বারা শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু

আচার্য্যের ক্রোধে হাসে ভাগবতগণ।
ক্রোধে তত্ত্ব কহে—যেন শুনি কুবচন ॥১৭৩॥
হেন রস-কলহের মর্ম্ম না বুঝিয়া।
ভিন্ন-জ্ঞানে নিন্দে, বন্দে—সে মরে পুড়িয়া ॥
নিশ্চয় শ্রীগৌরচন্দ্র যারে কৃপা করে।
সেই সে বৈষ্ণব-বাক্য বুঝিবারে পারে ॥১৭৪॥
সেই কতক্ষণে দুই মহাকুতূহলী।
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে হইল কোলাকুলী ॥
মহামত্ত দুই প্রভু গৌরচন্দ্র-রসে।
সকল গঙ্গার মাঝে নিত্যানন্দ ভাসে ॥ ১৭৫ ॥
হেনমতে জলকেলি কীর্ত্তনের শেষে।
প্রতিরাত্রি সবা লৈয়া করে প্রভু রসে ॥
এ লীলা দেখিতে মনুষ্যের শক্তি নাই।
সবে দেখে দেবগণ সঙ্গোপে তথাই ॥ ১৭৬ ॥
সর্ব্ব-গণে গৌরচন্দ্র গঙ্গা-স্নান করি।
কূলে উঠি উচ্চ করি বলে 'হরি হরি' ॥
সবারে দিলেন মালা প্রসাদ চন্দন।
বিদায় হইলা সবে করিতে ভোজন ॥ ১৭৭ ॥
জগাই মাধাই সমর্পিল সবা-স্থানে।
আপন-গলার মালা দিলা দুই জনে ॥
এ সব লীলার কভু অবধি না হয়।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' মাত্র বেদে কয় ॥১৭৮
গৃহে আসি প্রভু ধুইলেন শ্রীচরণ।
তুলসীর করিলেন চরণ-বন্দন ॥
ভোজন করিতে বসিলেন বিশ্বম্ভর।
নৈবেদ্যান্ন আনি মায়ে করিলা গোচর ॥১৭৯॥
সর্ব্ব ভাগবতেরে করিয়া নিবেদন।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ করেন ভোজন ॥
পরম-সন্তোষে মহাপ্রসাদ পাইয়া।
মুখ-শুদ্ধি করি দ্বারে বসিলা আসিয়া ॥১৮০॥
বধূ-সঙ্গে দেখে আই নয়ন ভরিয়া।
মহানন্দ-সাগরে শরীর ডুবাইয়া ॥
আইর ভাগ্যের সীমা কে বলিতে পারে।
সহস্র-বদন প্রভু যদি শক্তি ধরে ॥ ১৮১ ॥
প্রাকৃত-শব্দেও যেই বলিবেক 'আই'।
'আই'-শব্দপ্রভাবেও তার দুঃখ নাই ॥

যে ধ্বংস অর্থাৎ প্রলয়-কর্ত্তা মহারুদ্র, তাহাই তিনি ছলে প্রকাশ করিলেন।

১৭৪। "হেন·········পুড়িয়া"=এরূপ প্রেম-কলহের ভাব বুঝিতে না পারিয়া, যে ব্যক্তি শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু একই বস্তু না ভাবিয়া, দুইজনকে পরস্পর পৃথক্ জ্ঞান করতঃ একজনের নিন্দা করে এবং আর একজনের প্রশংসা করে, সে অপরাধাগ্নিতে পুড়িয়া মরে। এতদ্দ্বারা ভক্তগণকে এই সাবধান করিয়া দিলেন যে, কেহ যেন শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুতে কদাচ ভেদ-জ্ঞান না করেন—করিলে মহা অপরাধ হইবে।

১৭৫। "সেই কতক্ষণে দুই মহাকুতূহলী"= এইরূপ দু'জনে কিছুক্ষণ কৌতুক-কলহ করিবার পর মহানন্দে। ১৭৬। "রসে"=পরমানন্দে।

১৭৮। "অবধি"=শেষ।

১৮০। "সর্ব্ব······নিবেদন"=শাস্ত্রাদেশানুসারে প্রসাদান্ন প্রথমে শ্রীবৈষ্ণবগণকে নিবেদন করিয়া দিয়া। মহাপ্রসাদ প্রথমে শ্রীবৈষ্ণবগণকে এই বলিয়া নিবেদন পূর্ব্বক পরে ভক্ষণ করিতে হয়, যথা :—

বলির্বিভীষণো ভীষ্মঃ কপিলো নারদোঽর্জ্জুনঃ।
প্রহ্লাদশ্চাম্বরীষশ্চ বসুর্বায়ুসুতঃ শিবঃ ॥
বিষ্বক্সেনোদ্ধবাক্রূরাঃ সনকাদ্যাঃ শুকাদয়ঃ।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদোঽয়ং সর্ব্বে গৃহ্ণন্তু বৈষ্ণবাঃ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

পুত্রের শ্রীমুখ দেখি আই জগন্মাতা।
নিজ-দেহ আই নাহি জানে আছে কোথা॥
বিশ্বম্ভর চলিলেন করিতে শয়ন।
তখন বিদায় হয় গুপ্ত-দেবগণ॥ ১৮২॥
চতুর্ম্মুখ-পঞ্চমুখ-আদি দেবগণ।
নিতি আসি চৈতন্যের করয়ে সেবন॥
দেখিতে না পায় ইহা কেহো আজ্ঞা বিনে।
সেই প্রভু অনুগ্রহে বলে কারো স্থানে॥১৮৩॥
কোনো দিন বসিয়া থাকয়ে বিশ্বম্ভর।
সম্মুখে আইলা মাত্র কোনো অনুচর॥
"অইখানে থাক"—প্রভু বলয়ে আপনে।
চারি-পাঁচ-মুখগুলা লোটায় অঙ্গনে॥ ১৮৪॥
পড়িয়া আছয়ে যত—নাহি লেখা-জোখা।
"তোমরা-সবেরা কি এ গুলা পাও দেখা॥"
করযোড় করি বলে সব ভক্তগণ।
"ত্রিভুবন করে প্রভু! তোমার সেবন॥১৮৫॥
আমরা-সবার কোন্ শক্তি দেখিবার।
বিনে প্রভু! তুমি দিলে দৃষ্টি-অধিকার॥"
এ সব অদ্ভুত চৈতন্যের গুপ্ত কথা।
সর্ব্ব-সিদ্ধি হয় ইহা শুনিলে সর্ব্বথা॥ ১৮৬॥
ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ মনে।
অজ ভব নিতি আইসে গৌরাঙ্গের স্থানে॥
হেনমতে জগাই-মাধাই-পরিত্রাণ।
করিল শ্রীগৌরচন্দ্র জগতের প্রাণ॥ ১৮৭॥
সবার করিব গৌরসুন্দর উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণব-নিন্দুক দুরাচার॥
শূলপাণি-সম যদি ভক্ত-নিন্দা করে।
ভাগবত-প্রমাণ—তথাপি শীঘ্র মরে॥১৮৮॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (৫।১০।২৫)—

মহদ্বিমানাৎ স্বকৃতাদ্ধি মাদৃক্
নঙ্ক্ষ্যত্যদূরাদপি শূলপাণিঃ॥ ১৮৯॥

"মুখ-শুদ্ধি করি" = প্রসাদ পাওয়ার পর হাত-মুখ ধুইয়া হরীতকী বা পান খাইলে মুখ-শুদ্ধি হয়।

১৮২। "প্রাকৃত-শব্দেও" = কোনও রূপ শ্রদ্ধা ভক্তি না করিয়াও কেবল এমনই সাধারণ-ভাবেই।

"আই……নাই" = কেবলমাত্র 'আই' এই শব্দের উচ্চারণ-মাহাত্ম্যে তাহার আর দুঃখ থাকিবে না।

১৮৪। "কোনো……অঙ্গনে" = অনুচর অর্থাৎ দাস। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া কীট-পতঙ্গাদি পর্য্যন্ত সকলেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দাস। সেই শ্রীকৃষ্ণই আবার শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; সুতরাং সকলেই ঐরূপ শ্রীগৌরাঙ্গেরও দাস। শ্রীগৌরাঙ্গ হয় ত কোন দিন বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দেবতাগণ ছদ্মবেশে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তৎকালে আদেশ হইল—'ঐখানে থাক, আর অগ্রসর হইও না'; তখন চতুর্ম্মুখ, পঞ্চমুখাদি দেবতাগণ প্রণত হইয়া তাঁহার অঙ্গনে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। চারিমুখ অর্থাৎ চতুর্ম্মুখ শ্রীব্রহ্মা; পাঁচমুখ অর্থাৎ পঞ্চানন শ্রীমহাদেব। অনন্ত-কোটী ব্রহ্মাণ্ডে এইরূপ কত কত চতুর্ম্মুখ, কত কত পঞ্চমুখ রহিয়াছেন; তাঁহারা সকলেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সামান্য এক একটী দাস-মাত্র; সুতরাং সকলেই সেই শ্রীকৃষ্ণ-রূপী মহা-প্রভুরও ঐরূপই দাস-মাত্র।

১৮৫। "নাহি লেখা-জোখা" = তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। "সবেরা" = সকলে।

১৮৬। "আমরা-সবার" = আমাদের সকলের।

১৮৮। "শূলপাণি-সম" = শিবের তুল্য শক্তিমান্ পুরুষও।

হেন বৈষ্ণব নিন্দে যদি সর্ব্বজ্ঞ হই।
সে জনের অধঃপাত সর্ব্ব শাস্ত্রে কই॥
সর্ব্ব-মহাপ্রায়শ্চিত্ত যে কৃষ্ণের নাম।
বৈষ্ণবাপরাধে সেহো না মিলায় ত্রাণ॥
পদ্ম-পুরাণের এই পরম বচন।
প্রেমভক্তি হয় ইহা করিলে পালন॥ ১৯০॥

তথাহি পাদ্মে—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগরিহাং॥১৯১॥

যেই শুনে দুই মহাদস্যুর উদ্ধার।
তারে উদ্ধারিব গৌরচন্দ্র-অবতার॥
ব্রহ্মদৈত্য-তারণ গৌরাঙ্গ জয় জয়।
করুণা-সাগর প্রভু—পরম সদয়॥ ১৯২॥
সহজ-করুণাসিন্ধু—মহা-কৃপাময়।
দোষ নাহি দেখে প্রভু, গুণমাত্র লয়॥
হেন প্রভু-বিরহে যে পাপীর প্রাণ রহে।
সবে পরমায়ু-গুণ—আর কিছু নহে॥ ১৯৩॥
তথাপিহ এই কৃপা কর মহাশয়।
শ্রবণে বদনে যেন তোর যশ লয়॥
আমার প্রভুর সঙ্গে গৌরাঙ্গসুন্দর।
যথা বৈসে তথা যেন হঙ অনুচর॥ ১৯৪॥
চৈতন্য-কথার আদি অন্ত নাহি জানি।
যে-তে মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি॥
গণ সহ প্রভু-পাদপদ্মে নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ১৯৫॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে জগাই-মাধাই-উদ্ধার-বর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ আদি দেবগণ।
নিতি আসি চৈতন্যের করয়ে সেবন॥
আজ্ঞা বিনা কেহো ইহা দেখিতে না পারে
তাঁরা পুনি ঠাকুরের সবে সেবা করে॥ ১॥

১৮৯। রাজা রহূগণ শ্রীভরত-মহাশয়কে বলিলেন, মহতের মর্য্যাদা লঙ্ঘন অর্থাৎ অপমান করিলে, সেই নিজ-কৃত-কর্ম্ম-ফলে আমার মত লোক, শিবের ন্যায় সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও, শীঘ্রই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। ১৯০। "সর্ব্বজ্ঞ হই"=সর্ব্ব বিষয়ে সুপণ্ডিত হইয়াও।

১৯১। সাধুগণের নিন্দা করিলে নামের অর্থাৎ হরিনামের নিকট মহা অপরাধ হয়। আহা! নাম যাঁহাদিগের দ্বারা খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিন্দা তিনি কেমন করিয়া সহ্য করিবেন? এইরূপ নিন্দা একটী নামাপরাধের মধ্যে পরিগণিত। যে কোনও রূপ নামাপরাধে সর্ব্বনাশ সাধিত হয়; সুতরাং এতদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া অত্যাবশ্যক।

১৯৩। "সহজ-করুণাসিন্ধু"=স্বভাবতঃই দয়ার সাগর। "দোষ নাহি দেখে"=অদোষদর্শী।

"সবে .....গুণ"=শুধু পরমায়ু আছে বলিয়াই।

১৯৪। "শ্রবণে...... ......লয়"=কেবলই যেন তোমার গুণ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করি।

"আমার প্রভুর"=শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর।

১। "পুনি"=কিন্তু। ২। "সবে"=সমস্ত দেবগণ।

"তাই......বিচার"=সেই কথা আলোচনা করিতে করিতে। ৩। "পায়"=শ্রীচরণ।

সর্ব্ব দিন দেখে—প্রভু যত লীলা করে।
শয়ন করিলে প্রভু—সবে চলে ঘরে॥
ব্রহ্মদৈত্য দুইর সে দেখিয়া উদ্ধার।
আনন্দে চলিলা তাই করিয়া বিচার॥ ২॥
"এমত কারুণ্য আছে চৈতন্যের ঘরে।
এমত জনেরে প্রভু করয়ে উদ্ধারে॥
আজি বড় চিত্তে প্রভু দিলেন ভরসা।
'অবশ্য পাইব পায়'—ধরিলাম আশা" ॥ ৩॥
এইমত অন্যোন্যে করি সঙ্কথন।
মহানন্দে চলিলা সকল দেবগণ॥
প্রভু-স্থানে নিত্য আইসে যম ধর্ম্মরাজ।
আপনে দেখিল প্রভু চৈতন্যের কাজ॥ ৪॥
চিত্রগুপ্ত-স্থানে জিজ্ঞাসয়ে প্রভু যম।
"কিবা এ দুইর পাপ, কিবা উপশম॥"
চিত্রগুপ্ত বলে "শুন প্রভু যমরাজ।
এ বিফল পরিশ্রমে আর কিবা কাজ॥ ৫॥
লক্ষেক কায়স্থ যদি এক মাস পড়ি।
তথাপি পাইতে অন্ত শীঘ্র নয় বড়ি॥
তুমি যদি শুন লক্ষ করিয়া শ্রবণ।
তথাপি সে শুনিবারে তুমি সে ভাজন॥ ৬॥
এ দুইর পাপ নিরন্তর দূতে কয়।
লিখিতে কায়স্থ সব উৎপাত গণয়॥
এ দুইর পাপ দূত কহে অনুক্ষণ।
তাহা লাগি দূতে কত খাইল মারণ॥ ৭॥
দূত বলে 'পাপ করে সেই দুই জনে।
লেখাইতে ভার মোর, মোরে মার কেনে॥
না লিখিলে হয় শাস্তি, হেন লাগি লিখি।
পর্ব্বত-প্রমাণ গড়া আছে তার সাক্ষী॥ ৮॥
আমরাও কন্দিয়াছি ও দুই লাগিয়া।
কেমতে বা এ যাতনা সহিব আসিয়া'॥
তিল-মাত্রে মহাপ্রভু সব কৈলা দূর।
এবে আজ্ঞা কর—গড়া ডুবাই প্রচুর॥ ৯॥
কভু নাহি দেখে যম এমত মহিমা।
পাতকি-উদ্ধার যত তার এই সীমা॥"
স্বভাবে বৈষ্ণব যম—মূর্ত্তিমন্ত ধর্ম্ম।
ভাগবত-ধর্ম্মের জানয়ে সব মর্ম্ম॥ ১০॥
যখন শুনিলা চিত্রগুপ্তের বচন।
কৃষ্ণাবেশে দেহ পাসরিলা ততক্ষণ॥
পড়িলা মূর্চ্ছিত হৈয়া রথের উপরে।
কোথাও নাহিক ধাতু সকল শরীরে॥ ১১॥
আথে-ব্যথে চিত্রগুপ্ত আদি যত গণ।
ধরিয়া লাগিলা সবে করিতে ক্রন্দন॥
সর্ব্ব দেব রথে যান কীর্ত্তন করিয়া।
রহিল যমের রথ শোকাকুল হৈয়া॥ ১২॥

৫। "কিবা উপশম" = কিরূপ শাস্তিতে তাহাদের পাপের প্রতীকার হইবে।

৬। "পাইতে......বড়ি" = পড়িয়া শেষ করা কঠিন।

৭। "এ দুইর.......... মারণ" = দূতগণ এই দু'জনের পাপের কথা নিয়ত বলে বলিয়া তাহারা মা'র খাইল; তার কারণ কি?—না, মুহুরীরা বলে, তোরা বেটারা মিছা কথা বলছিস্, মানুষে কি এত পাপ কখনও করিতে পারে?

৮। "পর্ব্বত.........সাক্ষী" = ঐ যে পাপরাশি পর্ব্বতের ন্যায় ভীষণ উচ্চ স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে, উহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

৯। "এ যাতনা" = ঘোর নরক-যন্ত্রণা।

"গড়া ডুবাই প্রচুর" = পাপরাশির ঐ ভীষণ স্তূপ এক্ষণে একবারে ভাঙ্গিয়া চুরমার করি।

১০। "পাতকি......সীমা" = এত সুন্দর ও সহজ-ভাবে পাপীর উদ্ধার আর কখনও হয় নাই।

দুই ব্রহ্ম-অসুরের মোচন দেখিয়া।
সেই গুণ কর্ম্ম সবে চলিলা গাইয়া॥
শঙ্কর, বিরিঞ্চি, শেষ আদি দেবগণ।
নারদাদি গায় সেই দুইর মোচন॥ ১৩॥
কেহো কাহো না জানয়ে আনন্দ-কীর্ত্তনে।
কারুণ্য দেখিয়া কেহো করয়ে ক্রন্দনে॥
রহিয়াছে যম-রথ দেখে দেবগণে।
রহিল সকল রথ যম-রথ-স্থানে॥ ১৪॥
শেষ, অজ, ভব, নারদাদি ঋষিগণে।
দেখে পড়ি আছে যমদেব অচেতনে॥
বিস্মিত হইলা সবে না জানি কারণ।
চিত্রগুপ্ত কহিলেন সব বিবরণ॥ ১৫॥
'কৃষ্ণাবেশ' হেন জানি অজ পঞ্চানন।
কর্ণমূলে সবে মিলি করয়ে কীর্ত্তন॥
উঠিলেন যমদেব কীর্ত্তন শুনিয়া।
চৈতন্য পাইয়া নাচে মহামত্ত হৈয়া॥ ১৬॥
উঠিল পরমানন্দ দেব-সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণের আবেশে নাচে সূর্য্যের নন্দন॥
যম-নৃত্য দেখি নাচে সর্ব্ব দেবগণ।
নারদাদি-সঙ্গে নাচে অজ পঞ্চানন॥
দেবগণ-নৃত্য শুন সাবধান হৈয়া।
অতি গুহ্য—বেদে ব্যক্ত করিবেন ইহা॥ ১৭॥

শ্রীরাগ।

নাচই ধর্ম্মরাজ, ছাড়িয়া সকল কাজ,
কৃষ্ণাবেশে না জানে আপনা।
সঙরিয়া শ্রীচৈতন্য, বলে অতি ধন্য ধন্য,
পতিত-পাবন ধন্য বানা॥ ১৮॥
হুহুঙ্কার গরজন, সপুলক মহাপ্রেম,
যমের ভাবের অন্ত নাই।
বিহ্বল হইয়া যম, করে বহু ক্রন্দন,
সঙরিয়া জগাই মাধাই॥ ১৯॥
যমের যতেক গণ, দেখিয়া যমের প্রেম,
আনন্দে পড়িয়া গড়ি যায়।
চিত্রগুপ্ত মহাভাগ, কৃষ্ণে বড় অনুরাগ,
মালসাট্ পূরি পূরি ধায়॥ ২০॥
নাচে প্রভু শঙ্কর, হইয়া দিগম্বর,
কৃষ্ণাবেশে বসন না জানে।
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য, জগৎ করয়ে ধন্য,
কহিয়া তারক-রামনামে॥ ২১॥
নাচে মহেশ আনন্দে, জটাও নাহিক বান্ধে,
দেখি নিজ-প্রভুর মহিমা।
কার্ত্তিক গণেশ নাচে, মহেশের পাছে পাছে,
সঙরিয়া কারুণ্যের সীমা॥ ২২॥
নাচয়ে চতুরানন, ভক্তি যার প্রাণ ধন,
লইয়া সকল পরিবার।
কশ্যপ কর্দ্দম দক্ষ, মনু ভৃগু মহামুখ্য,
পাছে নাচে সকল ব্রহ্মার॥ ২৩॥
সবে মহা-ভাগবত, কৃষ্ণরসে মহামত্ত,
সবে করে ভক্তি-অধ্যাপনা।
বেঢ়িয়া ব্রহ্মার পাশে, কান্দে ছাড়ি দীর্ঘশ্বাসে,
সঙরিয়া প্রভুর করুণা॥ ২৪॥

১৪। "কেহো কাহো না জানয়ে"=কেউ কারো খোঁজ রাখিতেছেন না।

১৭। "সূর্য্যের নন্দন"=যম-মহারাজ।

১৮। "পতিত-পাবন ধন্য বানা"=অধম পতিত মহাপাপীর পরিত্রাণের জন্য শ্রীহরিনামের যে জয়-পতাকা তুলিয়াছেন, তাহা ধন্য অর্থাৎ শ্রীহরিনাম প্রচার করিয়া যেরূপ পাতকী উদ্ধার করিতেছেন, কুত্রাপি এ কার্য্যের আর তুলনা নাই।

দেবর্ষি নারদ নাচে, রহিয়া ব্রহ্মার পাছে,
নয়নে বহয়ে প্রেমজল।
পাইয়া যশের সীমা, কোথা বা রহিল বীণা,
না জানয়ে—আনন্দে বিহ্বল ॥ ২৫ ॥
চৈতন্যের প্রিয় ভৃত্য, শুকদেব করে নৃত্য,
ভক্তির মহিমা শুক জানে।
লোটাইয়া পড়ে ধূলি, 'জগাই মাধাই' বলি,
করে বহু দণ্ড-পরণামে ॥ ২৬ ॥
নাচে ইন্দ্র সুরেশ্বর, মহাবীর বজ্রধর,
আপনারে করে অনুতাপ।
সহস্র-নয়নে ধার, অবিরত বহে যাঁর,
সফল হইল ব্রহ্মশাপ ॥ ২৭ ॥
প্রভুর মহিমা দেখি, ইন্দ্রদেব বড় সুখী,
গড়াগড়ি যায় পরবশ।
কোথা গেল বজ্রসার, কোথায় কিরীট হার,
ইহারে সে বলি কৃষ্ণ-রস ॥ ২৮ ॥
চন্দ্র সূর্য্য পবন, কুবের বহ্নি বরুণ,
নাচে সব যত লোকপাল।
সবেই কৃষ্ণের ভৃত্য, কৃষ্ণরসে করে নৃত্য,
দেখিয়া কৃষ্ণের ঠাকুরাল ॥ ২৯ ॥

২০। "গালসাট্ পূরি পূরি" = লম্ফ ঝম্ফ করিতে করিতে। ২১। "তারক" = পরিত্রাণকারী। ২৩। "মহামুখ্য" = খুব শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ দেব ও ঋষিগণ। "পাছে···ব্রহ্মার" = সকলে ব্রহ্মার পিছনে নাচিতে লাগিলেন। ২৪। "সবে মহা-ভাগবত" = সকলেই পরম বৈষ্ণব। "ভক্তি-অধ্যাপনা" = ভক্তি-বিষয়ক আন্দোলন বা চর্চ্চা।

"বেড়িয়া ব্রহ্মার পাশে" = ব্রহ্মার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া।

২৫। "পাইয়া·········বিহ্বল" = 'আহা! কি অপার করুণা, এমন করুণা ত আর কখনও দেখি নাই, এর চেয়ে বেশী করুণা আর হইতে পারে না' এইরূপ অনুভব করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন, তখন তাঁহার বীণা যে কোথায় পড়িয়া রহিল, তার আর ঠিকানা নাই।

২৬। "করে·········পরণামে" = জগাই মাধাই পরম বৈষ্ণব হইয়াছেন জানিয়া, মহাভাগবত শ্রীশুকদেব তাঁহাদিগকে পুনঃপুনঃ দণ্ডবৎ করিতে লাগিলেন।

২৭। "আপনারে করে অনুতাপ" = হায়, হায়! আমার প্রতি কেন এরূপ করুণা হইল না, কেন আমি এরূপ কৃপালাভে বঞ্চিত হইলাম ইত্যাদি রূপে খেদ করিতে লাগিলেন।

"সফল হইল ব্রহ্মশাপ" = দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি গৌতমের পত্নী পরমা সতী শ্রীঅহল্যাদেবীর সতীত্ব ছল পূর্ব্বক হরণ করায়, গৌতমের অভিশাপে তিনি সহস্র যোনি প্রাপ্ত হইয়া ভীষণ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পড়েন। অনন্তর দেবরাজ শ্রীগৌতমের চরণে পড়িয়া বিশেষরূপ কাকুতি মিনতি করিলে, তিনি বলিলেন ঐ সহস্র যোনি সহস্র নয়নে পরিণত হউক; তাই ইন্দ্র হইলেন সহস্র-লোচন। ইন্দ্রদেব সেই সহস্র নয়নে মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া আনন্দাশ্রুধারায় প্লাবিত হইতে লাগিলেন ও তখন তাঁহার সেই সহস্র নয়ন সার্থক বোধ হইতে লাগিল।

২৮। "পরবশ" = প্রেমের বশীভূত হইয়া।

"বজ্রসার" = প্রবল-পরাক্রমশালী সুকঠিন বজ্র। "ইহারে······কৃষ্ণরস" = হাঁ, ইহারই নাম কৃষ্ণপ্রেম বটে; কৃষ্ণপ্রেমের এইরূপ অত্যদ্ভুত ক্ষমতাই বটে।

২৯। "চন্দ্র·········লোকপাল" = চন্দ্র ও সূর্য্য নাচিতে লাগিলেন এবং বায়ু, কুবের, অগ্নি প্রভৃতি অষ্ট দিক্‌পাল নাচিতে লাগিলেন।

"কৃষ্ণের ঠাকুরাল" = কৃষ্ণরূপী শ্রীগৌরাঙ্গের মহা-প্রভাব।

নাচে সব দেবর্ষে, উল্লসিত-মন হর্ষে,
ছোট বড় না জানে হরিষে।
বড় হয় ঠেলাঠেলি তবু সবে কুতূহলী,
সত্য-সুখ কৃষ্ণের আবেশে ॥ ৩০ ॥
নাচে প্রভু ভগবান্, 'অনন্ত' যাঁহার নাম,
বিনতা-নন্দন করি সঙ্গে।
সকল-বৈষ্ণব-রাজ, পালন যাঁহার কাজ,
আদিদেব—সেহো নাচে রঙ্গে ॥৩১॥
অজ ভব নারদ, শুক আদি যত দেব,
অনন্ত বেড়িয়া সবে নাচে।
গৌরচন্দ্র অবতার, ব্রহ্মদৈত্য-উদ্ধার,
সহস্র-বদন গায় মাঝে ॥ ৩২ ॥
কেহ কান্দে কেহ হাসে, দেখি মহা-পরকাশে,
কেহো মূর্চ্ছা পায় সেই ঠাঁই রে।
কেহো বলে ভাল ভাল, গৌরচন্দ্র-ঠাকুরাল,
ধন্য ধন্য জগাই মাধাই রে ॥ ৩৩ ॥
নৃত্য-গীত-কোলাহলে, কৃষ্ণ-যশ-সুমঙ্গলে,
পূর্ণ হৈল সকল আকাশ রে।
মহা জয়-জয়-ধ্বনি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে শুনি,
অমঙ্গল সব গেল নাশ রে ॥ ৩৪ ॥
সত্যলোক আদি জিনি, উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি,
স্বর্গ মর্ত্ত্য পূরিল পাতাল রে।
ব্রহ্মদৈত্য-উদ্ধার, বহি নাহি শুনি আর,
প্রকট গৌরাঙ্গ-ঠাকুরাল রে ॥ ৩৫ ॥

৩০। "সত্য সুখ"—নিত্য সুখ অর্থাৎ কৃষ্ণ-প্রেমানন্দ-জনিত নিরবচ্ছিন্ন পরম সুখ।

৩১। "বিনতা-নন্দন"—বিষ্ণুর বাহন শ্রীগরুড়-মহাশয়।

"সকল........রঙ্গে"—যিনি নিখিল বৈষ্ণবের শিরোমণি, পালন করাই যাঁহার কার্য্য এবং যিনি

হেন মহাভাগবত, সব দেবগণ যত,
কৃষ্ণাবেশে চলিলেন পুরে রে।
গৌরাঙ্গচাঁদের যশ, বিনে আর কোনো রস,
কাহারো বদনে নাহি স্ফুরে রে ॥৩৬॥
জয় জয় জগত-, মঙ্গল গৌরচন্দ্র,
জয় সর্ব্ব-জীব-লোক-নাথ রে।
উদ্ধারিলা করুণাতে, ব্রহ্মদৈত্য যেন-মতে,
সবা প্রতি কর দৃষ্টিপাত রে ॥ ৩৭ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য, সংসার-তারক ধন্য,
পতিত-পাবন ধন্য বানা রে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ-চান্দ প্রভু,
বৃন্দাবন দাস গুণ গানা রে ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে জগাই-মাধাই-উদ্ধারাদ্দেব-নর্ত্তনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর-রায়।
অনন্ত অচিন্ত্য লীলা করয়ে সদায় ॥
এত সব প্রকাশেও কেহো নাহি চিনে।
সিন্ধু-মধ্যে চন্দ্র যেন না জানিল মীনে ॥ ১ ॥

সকল দেবতার মূল, সেই শ্রীঅনন্ত-মহাশয় কত ভঙ্গী করিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

৩৪। "কৃষ্ণ-যশ-সুমঙ্গলে"—পরম মঙ্গলময় কৃষ্ণ-গুণ-কীর্ত্তনে।

৩৫। "প্রকট······রে"—শ্রীগৌরাঙ্গ যে পরমেশ্বর, তাহা সকলের নিকট প্রকাশ পাইল।

জগাই মাধাই দুই চৈতন্য-কৃপায়।
পরম-ধার্ম্মিক-রূপে বসে নদীয়ায়॥
উষাকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জ্জনে।
দুই লক্ষ 'কৃষ্ণনাম' লয় প্রতিদিনে॥ ২॥
আপনারে ধিক্কার করয়ে অনুক্ষণ।
নিরবধি 'কৃষ্ণ' বলি করয়ে ক্রন্দন॥
পাইয়া কৃষ্ণের রস পরম উদার।
কৃষ্ণের দয়িত দেখে সকল সংসার॥ ৩॥
পূর্ব্বে যে করিল হিংসা তাহা সঙরিয়া।
কান্দিয়া ভূমিতে পড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া॥
'গৌরচন্দ্র! আরে বাপ! পতিত-পাবন।'
সঙরিয়া পুনঃপুনঃ করয়ে ক্রন্দন॥ ৪॥
আহারের চিন্তা গেল কৃষ্ণের আনন্দে।
সঙরি চৈতন্য-কৃপা দুই জন কান্দে॥
সর্ব্ব-গণ-সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
অনুগ্রহ-আশ্বাস করয়ে নিরন্তর॥ ৫॥
আপনে আসিয়া প্রভু ভোজন করায়।
তথাপিহ দোঁহে চিত্তে সোয়াথ না পায়॥
বিশেষে মাধাই নিত্যানন্দেরে লঙ্ঘিয়া।
পুনঃপুনঃ কান্দে বিপ্র তাহা সঙরিয়া॥ ৬॥

নিত্যানন্দ ছাড়িল সকল অপরাধ।
তথাপি মাধাই চিত্তে না পায় প্রসাদ॥
"নিত্যানন্দ-অঙ্গে মুই কৈনু রক্তপাত।"
ইহা বলি নিরন্তর করে আত্মঘাত॥ ৭॥
"যে অঙ্গে চৈতন্যচন্দ্র করয়ে বিহার।
হেন অঙ্গে মুই পাপী করিনু প্রহার॥"
মূর্চ্ছাগত হয় ইহা সঙরি মাধাই।
অহর্নিশ কান্দে, আর কিছু চিন্তা নাই॥ ৮॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু বালক-আবেশে।
অহর্নিশ নদীয়ায় বুলেন হরিষে॥
সহজে পরমানন্দ নিত্যানন্দ-রায়।
অভিমান নাহি—সর্ব্ব নগরে বেড়ায়॥ ৯॥
একদিন নিত্যানন্দে নিভৃতে পাইয়া।
পড়িলা মাধাই দুই চরণে ধরিয়া॥
প্রেম-জলে ধোয়াইল প্রভুর চরণ।
দন্তে তৃণ ধরি করে প্রভুর স্তবন॥ ১০॥
"বিষ্ণুরূপে তুমি প্রভু! করহ পালন।
তুমি সে ফণায় ধর অনন্ত ভুবন॥
ভক্তির স্বরূপ প্রভু! তোর কলেবর।
তোমারে চিন্তয়ে মনে পার্ব্বতী-শঙ্কর॥ ১১॥

১। "এত·········মীনে" = সমুদ্র-মন্থনে চন্দ্রের উৎপত্তি। তাহা হইলে চন্দ্র ত সমুদ্রের মধ্যেই ছিলেন, কিন্তু তথাপি যেমন মৎস্যগণ কাছে থাকিয়াও তাহা বুঝিতে পারে নাই, সেইরূপ শ্রীগৌর-চন্দ্র এই সংসার-সমুদ্রের মধ্যে থাকিয়া এত রূপে নিজ-প্রকাশ অর্থাৎ স্বীয় ভগবত্তা দেখাইলেও, অভক্ত-রূপ মীনগণ তাঁহাকে চিনিতে পারিল না।

৩। "কৃষ্ণের······সংসার" = তাঁহারা দেখিতেছেন সমস্ত সংসারই কৃষ্ণের প্রিয়; ইহা হইতে এই বুঝা যাইতেছে যে, সমস্ত জগৎই তখন তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণের বলিয়া যথার্থ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

৫। "অনুগ্রহ... ..নিরন্তর" = কৃপা করিয়া সদাই এই ভরসা দেন যে, এখন তোমরা যখন হরিনাম আশ্রয় করিয়াছ, আর তোমাদের কোনও ভয় নাই।

৭। "করে আত্মঘাত" = মুখ বুক চাপড়ায়।

৯। "বুলেন হরিষে" = আনন্দে বেড়ান।

"সহজে" = স্বভাবতঃই।

১১। "চিন্তয়ে মনে" = ধ্যান করে।

তোমার সে ভক্তিযোগ তুমি কর দান।
তোমা বই চৈতন্যের প্রিয় নাহি আন ॥
তোমার সে প্রসাদে গরুড় মহাবলী।
লীলায় বহয়ে কৃষ্ণ হই কুতূহলী ॥ ১২ ॥
তুমি সে অনন্ত-মুখে কৃষ্ণ-গুণ গাও।
'সর্ব্ব-ধর্ম্ম-শ্রেষ্ঠ—ভক্তি' তুমি সে বুঝাও ॥
তোমার সে গুণ গায় ঠাকুর-নারদ।
তোমার সে যত কিছু চৈতন্য-সম্পদ ॥ ১৩ ॥
তোমার সে 'কালিন্দী-ভেদনকারী' নাম।
তোমা সেবি জনক পাইল দিব্যজ্ঞান ॥
সর্ব্ব-ধর্ম্মময় তুমি পুরুষ পুরাণ।
তোমারে সে বেদে বলে 'আদিদেব' নাম ॥
তুমি সে জগৎ-পিতা মহাযোগেশ্বর।
তুমি সে লক্ষ্মণচন্দ্র মহা-ধনুর্দ্ধর ॥ ১৪ ॥
তুমি সে পাষণ্ড-ক্ষয় রসিক-আচার্য্য।
তুমি সে জানহ চৈতন্যের সর্ব্ব কার্য্য ॥ ১৫ ॥
তোমারে সেবিয়া পূজ্য হৈলা মহামায়া।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চাহে তোমা পদছায়া ॥

তুমি চৈতন্যের ভক্ত, তুমি মহাভক্তি।
যত কিছু চৈতন্যের—তুমি সর্ব্ব-শক্তি ॥
তুমি সঙ্গী, তুমি সখা, তুমি সে শয়ন।
তুমি চৈতন্যের ছত্র, তুমি প্রাণ ধন ॥ ১৬ ॥
তোমা বহি কৃষ্ণের দ্বিতীয় নাহি আর।
তুমি গৌরচন্দ্রের সকল অবতার ॥ ১৭ ॥
তুমি সে করহ প্রভু! পতিতের ত্রাণ।
তুমি সে সংহার' সর্ব্ব পাষণ্ডীর প্রাণ ॥
তুমি সে করহ সর্ব্ব বৈষ্ণবের রক্ষা।
তুমি সে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম করাহ যে শিক্ষা ॥ ১৮
তোমার কৃপায় সৃষ্টি করে অজ-দেবে।
তোমারে সে রেবতী বারুণী সদা সেবে ॥
তোমার সে ক্রোধে মহারুদ্র-অবতার।
সেই দ্বারে কর সর্ব্ব সৃষ্টির সংহার ॥ ১৯ ॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

সঙ্কর্ষণাত্মকো রুদ্রো নিষ্ক্রম্যাত্তি জগত্ত্রয়ং ॥ ২০ ॥

সকল করিয়া তুমি কিছু নাহি কর।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ! তুমি বক্ষে ধর ॥

১২। "গরুড় মহাবলী"=শ্রীগরুড়-মহাশয় বিপুল বলশালী হইয়াছেন।

"লীলায়"=অবলীলাক্রমে; অনায়াসে।

১৩। "অনন্ত-মুখে"=কোটী কোটী মুখে।

"সর্ব্ব……বুঝাও"=ভক্তি যে দান, ধ্যান, যোগ, যাগ, তপস্যাদি সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা তুমি জগতে বুঝাইয়া দাও।

১৪। "কালিন্দী-ভেদনকারী নাম" = একদা শ্রীবলরাম রাসক্রীড়া করিবার মানসে কালিন্দী অর্থাৎ শ্রীযমুনাকে আহ্বান করেন; কিন্তু যমুনা তাঁহাকে মদমত্ত-বোধে অবজ্ঞা করিলে, তিনি হল দ্বারা যমুনাকে আকর্ষণ করেন; তাই তাঁহার নাম হইল 'কালিন্দী-ভেদনকারী'।

"পুরুষ পুরাণ"=আদি-পুরুষ।

১৫। "রসিক-আচার্য্য=রসিক-চূড়ামণি।

১৬। "মহামায়া"=মহাদেবী; শ্রীদুর্গা।

"তোমা পদছায়া"=তোমার চরণাশ্রয়।

"তুমি মহাভক্তি"=তুমি মূর্ত্তিমতী ভক্তি-স্বরূপ।

"যত……শক্তি"=চৈতন্যের যাহা কিছু দেখি পাই, এ সমস্তই তোমার শক্তির প্রকাশ ব্যতীত কিছুই নয়।

১৭। "তোমা……আর"=তুমি ভিন্ন কৃষ্ণে স্বরূপ আর কেহ নাই; কৃষ্ণের সঙ্গে একই অন্য আর কেহই নহে।

পরম-কোমল সুখ-বিগ্রহ তোমার।
যে বিগ্রহে করে কৃষ্ণ শয়ন বিহার॥ ২১॥
সে-হেন শ্রীঅঙ্গে মুই করিনু প্রহার।
মো অধিক দারুণ পাতকী নাহি আর॥
পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লৈয়া।
যে অঙ্গ পূজয়ে শিব জীবন করিয়া॥ ২২॥
যে অঙ্গ-স্মরণে সর্ব্ব-বন্ধ-বিমোচন।
হেন অঙ্গে রক্ত পড়ে আমার কারণ॥
চিত্রকেতু মহারাজা যে অঙ্গ সেবিয়া।
সুখে বিহরয়ে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হৈয়া॥ ২৩॥
যে অঙ্গ সেবিয়া শৌনকাদি ঋষিগণ।
পাইল নৈমিষারণ্যে বন্ধ-বিমোচন॥

১৯। "তোমার ....অবতার" = তোমারই ক্রোধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া 'মহারুদ্র' হইয়াছেন।

২০। মহাপ্রলয়ারম্ভে সঙ্কর্ষণের বদন হইতে সঙ্কর্ষণাত্মক রুদ্র নির্গত হইয়া ত্রিভুবন গ্রাস করেন।

২১। "সকল······কর" = তুমি সবই করিতেছ, অথচ কিছুই কর না। এতদ্দ্বারা বলা হইতেছে যে, তুমি পরম নির্লিপ্ত।

২২। "পার্ব্বতী.........করিয়া" = ইলাবৃত-বর্ষে ভগবান্ শ্রীমহাদেব পার্ব্বতী ও তদধীনস্থ কোটী [illegible] স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক সেবিত এবং ঐ স্ত্রীগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া পরম-পুরুষ শ্রীভগবানের সঙ্কর্ষণ-মূর্ত্তির আরাধনা ও স্তব করেন। স্তব যথা:—ভগবান্ [illegible] বলিলেন, "আমি সেই ভগবান্ মহাপুরুষকে নমস্কার করি যাঁহা হইতে গুণ সকল প্রকাশ হয়, অথচ যিনি স্বয়ং অব্যক্ত ও অপ্রমেয়; তাঁহাকে নমস্কার করি" ইত্যাদি প্রকারে স্তব করেন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে:—

"ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় সর্ব্বগুণসংখ্যা-নায়ানন্তায়াব্যক্তায় নমঃ॥" ইত্যাদি ভাঃ ৫।১৭।

২৩। "চিত্রকেতু... .... হৈয়া" = মহারাজ চিত্রকেতুর অন্যতম মহিষী কৃতদ্যুতির গর্ভে একটী পুত্রসন্তান জন্মে। একমাত্র রাজকুমারের উপর রাজার অত্যন্ত মমতা জন্মিল। কিন্তু বন্ধ্যাত্ব প্রযুক্ত অন্যান্য রাজমহিষীদিগের সন্তান না হওয়ায়, তাঁহারা হিংসা-বশে বিষ প্রদান করিয়া উক্ত রাজকুমারের প্রাণ নাশ করিলেন। মহারাজ চিত্রকেতু ও রাজমহিষী কৃতদ্যুতি প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, কুমার ঘুমাইতেছেন। 'পরে অকস্মাৎ মৃত্যু হইয়াছে দেখিয়া, তাঁহারা শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন এবং রাজপুরীতে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। তখন মহর্ষি অঙ্গিরা দেবর্ষি নারদ সমভি-ব্যাহারে তথায় আগমন করিলেন। অনন্তর শ্রীনারদ-মহাশয় মৃত পুত্রের মুখে পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ মায়িক ও অনিত্য ইত্যাদি তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। উহা শুনিয়া সপত্নীগণের জ্ঞানোদয় হইল এবং তাঁহারা অনুতপ্ত হইয়া ব্রত ও তপাচরণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ চিত্রকেতুরও মোহাপনোদন হইল। তখন দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিলে, তিনি শ্রীভগবচ্চরণে একান্ত শরণাগত হইয়া তাঁহার আরাধনা করিতে লাগিলেন এবং মন দ্বারা ভগবান্ শেষদেবের চরণ-সমীপে গমন করিলেন ও অতুল ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যময় ভগবান্ সঙ্কর্ষণকে দর্শন পূর্ব্বক স্তম্ভিত হইয়া পরম-হর্ষ-ভরে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। (ভাঃ ৬।১৬)।

২৪। "যে অঙ্গ······বিমোচন" = প্রথমে ২৬ দাগে 'দীর্ঘ···ভস্মীভূত' ব্যাখ্যা দেখুন। উগ্রশ্রবাঃ ঋষিকে শৌনক মুনির যজ্ঞে পুরাণ-বক্তা নিযুক্ত করিয়া ভগবান্ শ্রীবলদেব ঋষিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা আমার নিকট কি কামনা কর?" তাঁহারা বলিলেন, ইল্বলের পুত্র বল্কল নামে এক ঘোর দানব

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড করে যে অঙ্গ স্মরণ।
হেন অঙ্গ মুই পাপী করিনু লঙ্ঘন॥ ২৪ ॥
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া ইন্দ্রজিত গেল ক্ষয়।
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া দ্বিবিদের নাশ হয়॥
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া জরাসন্ধ নাশ গেল।
আর মোর কুশল নাহি—সে অঙ্গ লঙ্ঘিল॥২৫
লঙ্ঘনের কি দায়—যাহার অপমানে।
কৃষ্ণের শ্যালক 'রুক্মী' ত্যজিল জীবনে॥

প্রতি পর্ব্ব-দিবসে আসিয়া মহা অত্যাচার পূর্ব্বক আমাদিগের যজ্ঞ দূষিত করে। সেই পাপাত্মাকে বধ করিলে আমাদের বিশেষ উপকার হয়। অনন্তর পর্ব্বদিন উপস্থিত হইলে, সেই দৈত্য আসিয়া যজ্ঞস্থলে বিষ্ঠা, মূত্র, সুরা, মাংস, শোণিতাদি বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বলদেব হল ও মুষল স্মরণ করিলেন। অনন্তর হলাগ্র দ্বারা বল্কলের মস্তকে হনন করিলেন; তখন সেই দৈত্য ভীষণ শব্দে ভূপতিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এইরূপে মুনিগণ অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। (ভাঃ ১০।৭৯)।

২৫। "যে অঙ্গ... ক্ষয়" = রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিত শ্রীলক্ষ্মণকে শক্তিশেলে বিদ্ধ করিলে তিনি মূর্চ্ছা-প্রাপ্ত হন। পরে তাঁহার ঐ শক্তিশেল খণ্ডিত হইলে তিনি উত্থিত হইয়া ইন্দ্রজিতকে বধ করেন।

"যে অঙ্গ...... হয়" = দ্বিবিদ নামে এক বানর ভূমিপুত্র নরকাসুরের সখা ও সুগ্রীবের মন্ত্রী ছিলেন। এই বানর স্বীয় সখা নরকাসুরের বৈর-নির্যাতন-মানসে নগর ও গ্রাম সমূহে নানাবিধ অত্যাচার আরম্ভ করিল। পরে সে দূর হইতে সুললিত গান শ্রবণ করিয়া রৈবতক পর্ব্বতে গমন করিল। তথায় পরমাসুন্দরী ললনাগণ-পরিবৃত শ্রীবলরামকে দেখিতে পাইল এবং বৃক্ষের উপরে উঠিয়া অবজ্ঞা-ভরে বলদেবের প্রতি বানর-স্বভাব-সুলভ কদর্য্য মুখভঙ্গী করিতে লাগিল। তাহাতে শ্রীবলদেব তাহার প্রতি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলেন। তখন সে ক্রুদ্ধ হইয়া সুন্দরীগণকে আক্রমণ করিল। ইহাতে মদোদ্ধত শ্রীবলদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহার সঙ্গে নানারূপে তুমুল যুদ্ধ করিয়া, অবশেষে তাহার কণ্ঠ ও বাহুমূলে প্রবল করাঘাত পূর্ব্বক তাহাকে বধ করিলেন। (ভাঃ ১০।৬৭)।

"যে অঙ্গ......গেল" = জরাসন্ধ মগধের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী রাজা। কংস-মহারাজ ইঁহার জামাতা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কংস-বধ করিলে, ইনি জামাতৃ-বধে অত্যন্ত কুপিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের নিধন-মানসে বহু প্রকার চেষ্টা করেন। অনন্তর জরাসন্ধকে বধ করিতে না পারিলে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞ পূর্ণ হয় না বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ স্নাতক-ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ পূর্ব্বক ভীমার্জ্জুন সহকারে মগধে গমন করিলেন ও ভীমের দ্বারা জরাসন্ধকে বধ করিলেন।

২৬। "লঙ্ঘনের......অপমানে" = অঙ্গে আঘাত করা দূরে থাকুক, তোমাকে মাত্র অপমান করিয়াই।

"কৃষ্ণের........জীবনে" = কৃষ্ণের সহিত শত্রুতা থাকিলেও, মহারাজ রুক্মী স্বীয় ভগিনী রুক্মিণীদেবীর প্রীতি-সাধনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র ও স্বীয় দৌহিত্র অনিরুদ্ধকে রোচনা-নাম্নী স্বীয় পৌত্রী প্রদান করিলেন। এই বিবাহের পর রুক্মী, অন্যান্য রাজগণের পরামর্শে, শ্রীবলরামকে অক্ষক্রীড়ার নিমিত্ত আহ্বান করেন। কিন্তু রুক্মী ইহাতে পরাজিত হইয়াও, অবশেষে কপটতা পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন 'আমি জয়ী হইয়াছি' এবং তৎপক্ষীয় রাজগণও তাঁহার সমর্থন করিতে লাগিলেন। তখন দৈববাণী হইল 'বলরাম জয়ী হইয়াছেন, রুক্মী কপটতা করিতেছে'। তথাপি রুক্মী, ঐ দুষ্ট রাজাদিগের

দীর্ঘ-আয়ু ব্রহ্মা-সম পাইয়াও সূত।
তোমা দেখি না উঠিল—হৈল ভস্মীভূত॥২৬॥
যাঁর অপমান করি রাজা দুর্য্যোধন।
সবান্ধবে প্রাণ যায়—না হয় রক্ষণ॥
দৈবযোগে ছিল তথা মহাভক্তগণ।
তাঁহারা জানিলা—'সব তোমার কারণ' ॥২৭॥
কুন্তী ভীষ্ম যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন বিদুর।
তাঁ-সবার বাক্যে পুনঃ পাইলেক পুর॥

পরামর্শে, দৈববাণীকে উপেক্ষা করিয়া, বলরামকে উপহাস বাক্য দ্বারা নানারূপে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ শ্রীবলদেব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বধ করিলেন। (ভাঃ ১০।৬১)।

"দীর্ঘ......ভস্মীভূত"=ভগবান্ শ্রীবলরাম কুরু-পাণ্ডবগণের যুদ্ধের উদ্যোগে, তদ্বিষয়ে উদাসীন থাকিবার মানসে, প্রভাস-তীর্থে যাত্রা করিলেন। তীর্থভ্রমণের পর নৈমিষারণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎকালে তথায় শৌনক ঋষির দ্বাদশ-বার্ষিক যজ্ঞ হইতেছিল। শ্রীবলদেব তথায় উপস্থিত হইবামাত্র সমস্ত মুনিগণ পরমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, কেবলমাত্র বেদব্যাসের শিষ্য লোমহর্ষণ তাঁহার কোনরূপ অভ্যর্থনা না করিয়া স্বীয় উচ্চাসনেই বসিয়া রহিলেন। বলদেব তাঁহার এই দুর্ব্বিনীত ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, করস্থিত কুশাগ্র দ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন। তখন মুনিগণ বলিলেন, হে যদুনন্দন! তুমি ইহাকে বধ করিয়া অধর্ম্ম করিলে, কেননা যজ্ঞ-সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ইঁহাকে সূত-রূপে ব্রহ্মাসন ও আয়ু প্রদান করিয়াছিলাম। তুমি যে না জানিয়া এই ব্রহ্মবধ করিয়াছ, তাহাতে যদিও তুমি যোগেশ্বর বলিয়া, তোমার কোনও পাপস্পর্শ হইতে পারে না, তথাপি ব্রহ্মবধের প্রায়শ্চিত্ত করা তোমার কর্ত্তব্য। তখন বলদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, কি প্রায়শ্চিত্ত করিব? তাহাতে ঋষিগণ বলিলেন, এরূপ বিহিত কর, যাহাতে তোমার এই অস্ত্রগুলির সত্যতা রক্ষা হয়, অথচ আমাদের বাক্যও সত্য হয়। তখন বলরাম বলিলেন, আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে, অতএব লোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবাঃকেই তোমাদের পুরাণ-বক্তা-রূপে নিযুক্ত করিলাম। (ভাঃ ১০।৭৮১)।

২৭। "যাঁর.......... রক্ষণ"= শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী জাম্ববতীর নন্দন সাম্ব স্বয়ম্বর-সভা হইতে দুর্য্যোধন-কন্যা লক্ষ্মণাকে হরণ করিলে, কৌরবেরা অত্যন্ত কুপিত হইয়া, তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন পূর্ব্বক, মহাযুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করতঃ বন্ধন করিয়া আনিলেন। নারদের মুখে এই সংবাদ অবগত হইয়া, ইহার মীমাংসার জন্য শ্রীবলদেব হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধনাদি তাঁহাকে অত্যন্ত অবমানিত করায়, তিনি পৃথিবীকে নিষ্কৌরবা করিবার উদ্দেশ্যে, লাঙ্গল দ্বারা হস্তিনাপুর আকর্ষণ পূর্ব্বক গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন। তখন কৌরবগণ প্রাণ-ভয়ে ব্যাকুল হইয়া, ভীষ্ম, বিদুর, যুধিষ্ঠিরাদি পরম ভক্তগণের উপদেশানুসারে, লক্ষ্মণার সহিত সাম্বকে অগ্রে করিয়া, শ্রীবলরামের শরণাগত হইলেন এবং তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ শ্রীবলদেব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান করিলেন। (ভাঃ ১৬।৮৮)।

২৭-২৮। "দৈবযোগে......পুর" = ভাগ্যক্রমে তথায় তখন ভীষ্ম প্রভৃতি পরম ভক্তগণ জানিতে পারিলেন যে, শ্রীবলদেবের অবমাননা করাতেই (উপরে ২৭ দাগের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) রাজা দুর্য্যোধনের এইরূপ বিপদ হইয়াছে; তখন তাঁহারা দুর্য্যোধনকে উপদেশ প্রদান করিলে, তদনুসারে কার্য্য করিয়া তাঁহার সমস্ত রক্ষা হইল।

যাঁর অপমান-মাত্র জীবনের নাশ।
মুই দারুণের কোন্ লোকে হৈব বাস॥ ২৮॥
বলিতে বলিতে প্রেমে ভাসয়ে মাধাই।
বক্ষে দিয়া শ্রীচরণ পড়িলা তথাই॥
যে চরণ ধরিলে না যাই কভু নাশ।
পতিতের ত্রাণ লাগি যাহার প্রকাশ॥ ২৯॥
শরণাগতেরে বাপ! কর পরিত্রাণ।
মাধাইর তুমি সে জীবন-ধন প্রাণ॥
জয় জয় জয় পদ্মাবতীর নন্দন।
জয় নিত্যানন্দ—সর্ব্ব বৈষ্ণবের ধন॥ ৩০॥
জয় জয় অক্রোধ পরমানন্দ রায়।
শরণাগতের দোষ ক্ষমিতে জুয়ায়॥
দারুণ চণ্ডাল মুই কৃতঘ্ন গো খর।
সব অপরাধ প্রভু! মোর ক্ষমা কর"॥ ৩১॥
মাধাইর কাকু প্রেম শুনিয়া স্তবন।
হাসি নিত্যানন্দ-রায় বলিলা বচন॥
"উঠ উঠ মাধাই! আমার তুমি দাস।
তোমার শরীরে হৈল আমার প্রকাশ॥ ৩২॥
শিশু-পুত্র মারিলে কি বাপে দুঃখ পায়।
এইমত তোমার প্রহার মোর গায়॥
তুমি যে করিলা স্তুতি ইহা যেই শুনে।
সেহো ভক্ত হইবেক আমার চরণে॥ ৩৩॥
আমার প্রভুর তুমি অনুগ্রহ-পাত্র।
আমাতে তোমার দোষ নাহি তিল-মাত্র॥
যে জন চৈতন্য ভজে, সে আমার প্রাণ।
যুগে যুগে তার আমি করি পরিত্রাণ॥ ৩৪॥
না ভজে চৈতন্য—যবে মোরে ভজে গায়।
মোর দুঃখে সেহো জন্ম জন্ম দুঃখ পায়॥"
এত বলি তুষ্ট হৈয়া কৈলা আলিঙ্গন।
সর্ব্ব দুঃখ মাধাইর হৈল বিমোচন॥ ৩৫॥
পুনঃ বলে মাধাই ধরিয়া শ্রীচরণ।
"আর এক প্রভু! মোর আছে নিবেদন॥
সর্ব্ব-জীব-হৃদয়ে বসহ প্রভু! তুমি।
হেন জীব বহু হিংসা করিয়াছি আমি॥ ৩৬॥
কারে বা করিনু হিংসা কাহো নাহি চিনি।
চিনিলে বা অপরাধ মাগিয়ে আপনি॥
যা-সবার স্থানে করিলাম অপরাধ।
কোন্‌রূপে তারা মোরে করিব প্রসাদ॥ ৩৭॥
যদি মোরে প্রভু! তুমি হইলা সদয়।
ইথে উপদেশ মোরে কর মহাশয়॥"
প্রভু বলে "শুন কহি তোমারে উপায়।
গঙ্গাঘাট তুমি সজ্জ করহ সদায়॥ ৩৮॥
সুখে লোক যখনে করিব গঙ্গাস্নান।
তখনে তোমারে সবে করিবে কল্যাণ॥

২৯। "বক্ষে দিয়া শ্রীচরণ" = শ্রীনিত্যানন্দ-পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া।

৩১। "কৃতঘ্ন" = অকৃতজ্ঞ। "গো খর" = গরু ও গাধা অর্থাৎ পশু। "কাকু……স্তবন" = দৈন্যপূর্ণ ও প্রেমময় স্তব শুনিয়া।

৩৫। "না ভজে……পায়" = যে জন আমাকে ভজে, কিন্তু গৌরাঙ্গ ভজে না, সে আমার দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে এবং আমার সেই দুঃখের কারণে সে জন্ম জন্ম দুঃখ ভোগ করে।

৩৭। "চিনিলে………আপনি" = তাঁহাদিগকে যদি বা চিনিতাম, তাহা হইলে না হয় তাঁহাদের নিকট অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করিতাম।

৩৮। "সজ্জ করহ" = ঝাড়ু দিয়া ও ধুইয়া পরিষ্কার কর।

অপরাধ-ভঞ্জনী গঙ্গার সেবা-কার্য্য।
ইহাতে অধিক বা তোমার কোন্ ভাগ্য ॥৩৯॥
কাকু করি সবারে করিহ নমস্কার।
তবে সবে অপরাধ ক্ষমিব তোমার ॥”
উপদেশ পাইয়া মাধাই তৎক্ষণে।
চলিলা প্রভুরে করি বহু প্রদক্ষিণে ॥ ৪০ ॥
‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলিতে নয়নে পড়ে জল।
গঙ্গাঘাট সজ্জ করে—দেখয়ে সকল ॥
লোকে দেখি করে বড় অপূর্ব্ব-গেয়ান।
সবারে মাধাই করে দণ্ড-পরণাম ॥ ৪১ ॥
“জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত কৈনু অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ ॥”
মাধাইর ক্রন্দনে কান্দয়ে সর্ব্বজন।
আনন্দে ‘গোবিন্দ’ সবে করেন স্মরণ ॥ ৪২ ॥
শুনিল সকল লোকে—“নিমাই-পণ্ডিত।
জগাই-মাধাইর কৈল উত্তম চরিত ॥”
শুনিয়া সকল লোক হইলা বিস্মিত।
সবে বলে—“নর নহে নিমাই-পণ্ডিত ॥ ৪৩ ॥
না বুঝি নিন্দয়ে যত সকল দুর্জ্জন।
নিমাই-পণ্ডিত সত্য করয়ে কীর্ত্তন ॥
নিমাই-পণ্ডিত সত্য গোবিন্দের দাস।
নষ্ট হৈব যে তারে করিবে পরিহাস ॥ ৪৪ ॥
এ দুইর বুদ্ধি ভাল যে করিতে পারে।
সেই বা ঈশ্বর, কি ঈশ্বর-শক্তি ধরে ॥
প্রাকৃত-মনুষ্য নহে নিমাই-পণ্ডিত।
এবে সে মহিমা তান হইল বিদিত” ॥ ৪৫ ॥
এইমত নদীয়ার লোকে কহে কথা।
আর লোক না মিশয়ে নিন্দা হয় যথা ॥
পরম কঠোর তপ করয়ে মাধাই।
‘ব্রহ্মচারী’-হেন খ্যাতি হইল তথাই ॥ ৪৬ ॥
নিরবধি গঙ্গা দেখি থাকে গঙ্গাঘাটে।
স্বহস্তে কোদালি লৈয়া আপনেই খাটে ॥
অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে চৈতন্য-কৃপায়।
‘মাধাইর ঘাট’ বলি সর্ব্ব-লোকে গায় ॥৪৭॥
এইমত সৎকীর্ত্তি হৈল দোঁহাকার।
চৈতন্য-প্রসাদে দুই দস্যুর উদ্ধার ॥
মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যাহাতে উদ্ধার দুই পরম-পাষণ্ড ॥ ৪৮ ॥
মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র সবার কারণ।
ইহা শুনি পায় দুঃখ—খল সেই জন ॥
চারিবেদ-গুপ্ত-ধন চৈতন্যের কথা।
মন দিয়া শুন যে করিল যথা যথা ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীমাধাই-কৃত-নিত্যানন্দ-স্তুতি-বর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

৩৯। “অপরাধ.........কার্য্য” = শ্রীগঙ্গাদেবীর সেবা-কাজ করিলে অপরাধ ধ্বংস হয়।

“ইহাতে অধিক” = এর চেয়ে বেশী।

৪১। “সকল” = সব লোকে।

৪৬। “আর.........যথা” = যেখানে কীর্ত্তনের নিন্দা বা শ্রীগৌরাঙ্গের নিন্দা বা তাঁহার ভক্তগণের নিন্দা হয়, সেখানে লোক আর যায় না।

৪৭। “স্বহস্তে ....খাটে” = কোদালি দ্বারা নিজ-হাতেই কাদা পরিষ্কার করে।

৪৯। “সবার কারণ” = সমস্তেরই মূল।

ষোড়শ অধ্যায়।

হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর-রায়।
ভক্ত-সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন করয়ে সদায়॥
দ্বার দিয়া নিশাভাগে করেন কীর্ত্তন।
প্রবেশিতে নারে কেহো ভিন্ন-লোকজন॥১॥
একদিন নাচে প্রভু শ্রীবাসের বাড়ী।
ঘরে ছিল লুকাইয়া শ্রীবাস-শাশুড়ী॥
ঠাকুর-পণ্ডিত আদি কেহো নাহি জানে।
ডোল মুড়ি দিয়া আছে ঘরের এক কোণে॥২
লুকাইলে কি হয়, অন্তরে ভাগ্য নাই।
অল্প ভাগ্যে সেই নৃত্য দেখিতে না পাই॥
নাচিতে নাচিতে প্রভু বলে ঘনে ঘনে।
"উল্লাস আমার আজি নহে কি কারণে"॥৩॥
সর্ব্বভূত-অন্তর্যামী জানেন সকল।
জানিয়াও না কহেন, করে কুতূহল॥ ॥ ৪ ॥
পুনঃপুনঃ নাচি বলে "সুখ নাহি পাই।
কেহো বা কি লুকাইয়া আছে কোনো ঠাঁই॥"
সর্ব্ব বাড়ী বিচার করিলা জনে জনে।
শ্রীবাস চাহিল ঘর-সকল আপনে॥
'ভিন্ন কেহো নাহি' বলি, করয়ে কীর্ত্তন।
উল্লাসে নাচয়ে প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥ ৫ ॥
আরবার রহি বলে—"সুখ নাহি পাই।
আজি বা আমারে কৃষ্ণ-অনুগ্রহ নাই॥"
মহাত্রাসে চিন্তে সব ভাগবতগণ।
"আমা-সবা বিনা আর নাহি কোনো জন॥৬
আমরাই কোনো বা করিল অপরাধ।
অতএব প্রভু চিত্তে না পায় প্রসাদ॥"
আরবার ঠাকুর-পণ্ডিত ঘরে গিয়া।
দেখে নিজ-শাশুড়ী আছয়ে লুকাইয়া॥ ৭ ॥
কৃষ্ণাবেশে মহামত্ত ঠাকুর-পণ্ডিত।
যার বাহ্য নাহি, তার কিসের গর্ব্বিত॥
বিশেষে প্রভুর বাক্যে কম্পিত-শরীর।
আজ্ঞা দিয়া চুলে ধরি করিলা বাহির॥ ৮॥
কেহো নাহি জানে ইহা, আপনে সে জানে।
উল্লাসিত বিশ্বম্ভর নাচে ততক্ষণে॥

১। "ভিন্ন-লোকজন" = ভক্ত ভিন্ন অন্য লোক; অভক্ত লোক।

৩। "অন্তরে ভাগ্য নাই" = মূলে যে তাহার সুকৃতি নাই, তাই তাহার আদৌ ভাগ্যেও নাই।

৪। "করে কুতূহল" = একটু কৌতুক অর্থাৎ রগড় কচ্ছেন। এরূপ করিবার কারণ এই যে, এতদ্দ্বারা তিনি বুঝাইয়া দিলেন, অভক্তের সঙ্গে কৃষ্ণ-কার্য্য কিছু করিলে, তাহাতে তাদৃশ আনন্দ-লাভ বা ভক্তির বিকাশ হয় না; তজ্জন্য অভক্ত-সঙ্গ যথাসাধ্য সর্ব্বথা নিষিদ্ধ; তবে নাম-সঙ্কীর্ত্তনে অবশ্য অভক্ত লোক থাকিলেও হানি হয় না, কারণ তদ্দ্বারা আনন্দের ব্যাঘাত না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে; কিন্তু অভক্ত-সঙ্গে রস-কীর্ত্তন বা রসালাপ কদাচ কর্ত্তব্য নহে, কারণ তাহাতে আস্বাদন ও আনন্দের বিশেষ হানি হয়, সেইজন্যই মহাজনগণ বলিয়াছেন—

বহিরঙ্গ-সঙ্গে কর নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
অন্তরঙ্গ-সঙ্গে কর রস-আস্বাদন॥

৫। "বিচার করিলা" = তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল।
"চাহিল" = খুঁজিলেন।
"ভিন্ন কেহো" = ভক্ত ছাড়া অন্য কোন বাজে লোক।

৬। "আরবার রহি" = আবার থামিয়া।

৮। "যার......গর্ব্বিত" = যার যখন বাহ্যজ্ঞান থাকে না, তার তখন আর গুরুজন বলিয়া সম্মান-

প্রভু বলে—"এবে চিত্তে বাসিয়ে উল্লাস।"
হাসিয়া কীর্ত্তন করে পণ্ডিত শ্রীবাস॥ ৯॥
মহানন্দে হইল কীর্ত্তন-কোলাহল।
হাসিয়া পড়য়ে সব বৈষ্ণব-মণ্ডল॥
নৃত্য করে গৌর-সিংহ মহা-কুতূহলী।
ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী॥ ১০॥
চৈতন্যের লীলা কেবা দেখিবারে পারে।
সেই দেখে—যারে প্রভু দেন অধিকারে॥
এইমত প্রতিদিন হরি-সঙ্কীর্ত্তন।
গৌরচন্দ্র করে, নাহি দেখে সর্ব্ব জন॥ ১১॥
আর একদিন প্রভু নাচিতে নাচিতে।
না পায় উল্লাস প্রভু, চাহে চারি-ভিতে॥
প্রভু বলে "আজি কেনে সুখ নাহি পাই।
কিবা অপরাধ হইয়াছে কারো ঠাঁই"॥ ১২॥
স্বভাবে চৈতন্যভক্ত আচার্য্য-গোসাঁই।
চৈতন্যের দাস্য বই মনে আর নাই॥

যখন খট্টায় উঠে প্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণ অর্পয়ে সর্ব্ব-শিরের উপর॥ ১৩॥
যখন ঠাকুর নিজ-ঐশ্বর্য্য প্রকাশে।
তখন অদ্বৈত সুখ-সিন্ধু-মাঝে ভাসে॥
প্রভু বলে—"আরে নাড়া! তুই মোর দাস।"
তখন অদ্বৈত পায় অনন্ত উল্লাস॥ ১৪॥
অচিন্ত্য গৌরাঙ্গ-তত্ত্ব বুঝন না যায়।
সেই ক্ষণে ধরে সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়॥
দশনে ধরিয়া তৃণ করয়ে ক্রন্দন।
"কৃষ্ণ রে! বাপ বে! তুই মোহাঁর জীবন"॥১৫
এমন ক্রন্দন করে—পাষাণ বিদরে।
নিরন্তর দাস্য-ভাবে প্রভু কেলি করে॥
খণ্ডিলে ঈশ্বর-ভাব, সবাকার স্থানে।
অসর্ব্বজ্ঞ-হেন প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে॥ ১৬॥
"কিছুনি চাঞ্চল্য মুই উপাধিক করোঁ।
বলিহ মোহারে যেন, সেইক্ষণে মরোঁ॥

বোধ থাকিবে কি প্রকারে?

"বিশেষে......বাহির" = এরূপ কার্য্য শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার সঙ্কীর্ত্তনের প্রতি প্রবল অনুরাগের অসাধারণ দৃষ্টান্ত। গৌর-অনুরাগের প্রভাবে যাঁহারা আত্মহারা হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের প্রীতির নিমিত্ত বিধি-বিগর্হিত কার্য্য করিতে সক্ষম হন—গৌর-অনুরাগ বিধি-নিষেধের ধার ধারে না। যাঁহারা গৌরগত-প্রাণ, যাঁহারা কৃষ্ণ বই আর কিছুই জানেন না, তাঁহারা প্রভুর সন্তোষ-বিধানের নিমিত্ত কোন কার্য্য করিতে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় কিছুই বিচার করেন না; কৃষ্ণের সন্তোষ-বিধানই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। যদি বা তাঁহারা কৃষ্ণের প্রতি নিষ্কপট ও অনিবার্য্য আকর্ষণের বশবর্ত্তী হইয়া, কৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত, কদাচিৎ কোনও অন্যায় কার্য্যও করেন অর্থাৎ যেরূপ কার্য্য সাধারণের চক্ষে অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, তত্রাচ কৃষ্ণের সন্তোষ হয় বলিয়া, কোনও অমঙ্গল তাঁহাদের নিকট আসিতেই পারে না।

"আজ্ঞা দিয়া.........বাহির" = এতদ্দ্বারা ইহাও দেখান হইল যে, অধিকারী না হইলে মহাপ্রভুর লীলা-বিলাস দেখিবার ভাগ্য কাহারও হয় না।

৯। "কেহো...... ......সে জানে" = শ্রীবাসের শাশুড়ী যে লুকাইয়া রহিয়াছেন, তাহা অন্য কোনও ভক্ত ত জানেন না; তাহা কেবল মহাপ্রভু নিজেই জানেন, যেহেতু তিনি হইলেন যে ঈশ্বর, সুতরাং তিনি যে সর্ব্বজ্ঞ।

১৩। "স্বভাবে" = স্বভাবতঃই।

"সর্ব্ব-শিরের উপর" - সকলের মাথায়।

কৃষ্ণ মোর প্রাণ ধন, কৃষ্ণ মোর ধর্ম্ম।
তোমরা মোহার ভাই-বন্ধু জন্ম-জন্ম ॥ ১৭ ॥
কৃষ্ণ-দাস্য বহি মোর নাহি অন্য গতি।
বুঝাহ, মোহার পাছে হয় আর মতি ॥"
ভয়ে সব বৈষ্ণব করেন সঙ্কোচন।
হেন প্রাণ নাহি কারো, করিব কথন ॥ ১৮ ॥
এইমত যখন আপনে আজ্ঞা করে।
তখন সে চরণ স্পর্শিতে সবে পারে ॥
নিরন্তর দাস্যভাবে বৈষ্ণব দেখিয়া।
চরণের ধূলি লয় সম্ভ্রমে উঠিয়া ॥ ১৯ ॥
ইহাতে বৈষ্ণব-সব দুঃখ পায় মনে।
অতএব সবারে করয়ে আলিঙ্গনে ॥
'গুরু'-বুদ্ধি অদ্বৈতেরে করে নিরন্তর।
এতেকে অদ্বৈত দুঃখ পায় বহুতর ॥ ২০ ॥
আপনেহ সেবিতে সাক্ষাতে নাহি পায়।
উলটিয়া আরো প্রভু ধরে দুই পায় ॥
যে চরণ মনে চিন্তে, সে হৈল সাক্ষাৎ।
অদ্বৈতের ইচ্ছা—থাকি সদাই তাহাত ॥২১॥
সাক্ষাতে না পারে, প্রভু করিয়াছে রাগ
তথাপিহ চুরি করে চরণ-পরাগ ॥
ভাবাবেশে প্রভু যে সময়ে মূর্চ্ছা পায়।
তখনে অদ্বৈত চরণের পাছে যায় ॥ ২২।
দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে চরণের তলে।
পাখালে চরণ দুই নয়নের জলে ॥
কখনো বা নিছিয়া পুঁছিয়া লয় শিরে।
কখন বা ষড়ঙ্গ-বিহিত পূজা করে ॥ ২৩॥
এহো কর্ম্ম অদ্বৈত করিতে পারে মাত্র।
প্রভু করিয়াছে যাঁরে মহামহাপাত্র ॥
অতএব অদ্বৈত সবার অগ্রগণ্য।
সকল বৈষ্ণব বলে 'অদ্বৈত সে ধন্য' ॥ ২৪ ॥
অদ্বৈত-সিংহের এই একান্ত মহিমা।
এ রহস্য নাহি জানে দুষ্ট যত জনা ॥
একদিন মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর নাচে।
আনন্দে অদ্বৈত ভান বুলে পাছে পাছে ॥২৫॥
'হইল প্রভুর মূর্চ্ছা'—অদ্বৈত দেখিয়া।
লেপিল চরণ-ধূলা অঙ্গে লুকাইয়া ॥

১৬। "অসর্ব্বজ্ঞ-হেন" = কি করিয়াছেন যেন কিছুই জানেন না, এই ভাবে। "খণ্ডিলে" = দূরে গেলে।

১৭। "কিছুনি...............মরোঁ" = যাহাকে প্রকৃতপক্ষে চাঞ্চল্য বলা যায়, এরূপ চাঞ্চল্য কি আমি কিছু করি? যদি করি ত বলিও, তাহা হইলে আমি তোমাদের নিকট আমার এই ধৃষ্টতার জন্য তখনই প্রাণত্যাগ করিব।

১৮। "বুঝাহ" = তোমরা আমাকে যেন বুঝাইও।

"করেন সঙ্কোচন" = সঙ্কুচিত হন; জড়সড় হন।

"প্রাণ" = সাহস।

২১। "থাকি সদাই তাহাত" = সর্ব্বদাই সেই চরণে পড়িয়া থাকি। ২২। "চরণ-পরাগ" = পদ-ধূলি।

২৩। "কখনো .....শিরে" = কখনও বা সেই জল মুছিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সমস্ত আপদ-বালাই পুঁছিয়া লইয়া নিজ-মস্তকে গ্রহণ করেন।

"ষড়ঙ্গ-বিহিত পূজা" = ২২৭ পৃষ্ঠায় ১১ দাগের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৪। "এহো...... .....মহাপাত্র" = এ কার্য্য করিবার অধিকার একমাত্র শ্রীঅদ্বৈতেরই আছে, যেহেতু শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদে স্থাপন করিয়াছেন।

২৫। "দুষ্ট যত জনা" = যত পাপিষ্ঠ পাষণ্ডী।

২৬। "হইল..... দেখিয়া" = মহাপ্রভু মূর্চ্ছিত হইলেন, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু তাহা দেখিয়া।

অশেষ কৌতুক জানে প্রভু গৌররায়।
নাচিতে নাচিতে প্রভু সুখ নাহি পায়॥ ২৬॥
প্রভু কহে "চিত্তে কেনে না বাসোঁ প্রকাশ।
কার অপরাধে মোর না হয় উল্লাস॥
কোনো চোরে আমারে বা করিয়াছে চুরি।
সেই অপরাধে আমি নাচিতে না পারি॥২৭॥
কেহো জানি লইয়াছে মোর পদ-ধূলি।
'সবে সত্য কহ, চিন্তা নাহি—আমি বলি॥"
অন্তর্যামি-বচন শুনিয়া ভক্তগণ।
ভয়ে মৌন সবে—কিছু না বলে বচন॥ ২৮॥
বলিলে অদ্বৈত-ভয়, না বলিলে মরি।
বুঝিয়া অদ্বৈত বলে যোড়হস্ত করি॥
"শুন বাপ! চোরে যদি সাক্ষাতে না পায়।
তবে তার অগোচরে লইতে জুয়ায়॥ ২৯॥
মুই চুরি করিয়াছোঁ, মোরে ক্ষম দোষ।
আর না করিব যদি তোর অসন্তোষ॥"

অদ্বৈতের বাক্যে মহা-ক্রুদ্ধ বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈত-মহিমা:ক্রোধে বলয়ে বিস্তর॥ ৩০॥
"সকল সংসার তুমি করিয়া সংহার।
তথাপিহ চিত্তে নাহি বাস' প্রতিকার॥
সংহারের অবশেষ সবে আছি আমি।
মোরে সংহারিয়া তবে সুখে থাক তুমি॥ ৩১॥
তপস্বী সন্ন্যাসী যোগী জ্ঞানী খ্যাতি যার।
কাহারে তুমি না কর শূলেতে সংহার॥
কৃতার্থ হইতে যে আইসে তোমা-স্থানে।
তাহারে সংহার কর ধরিয়া চরণে॥ ৩২॥
মথুরা-নিবাসী এক পরম বৈষ্ণব।
তোমার দেখিতে আইল চরণ-বৈভব॥
তোমা দেখি কোথা সে পাইব বিষ্ণু-ভক্তি।
আরো সংহারিলে তার চিরন্তন-শক্তি॥ ৩৩॥
লইয়া চরণ-ধূলি তারে কৈলে ক্ষয়।
সংহার করিতে তুমি পরম নির্দ্দয়॥

২৭। "কেনে...প্রকাশ" = আনন্দ পাচ্ছি না কেন?

"কার অপরাধে" = কার কাছে অপরাধের জন্য।

২৯। "বলিলে.........মরি" = বলিলে অদ্বৈত রাগ করিবেন, না বলিলে মহাপ্রভু রাগ করিবেন।

৩১। "সকল .....প্রতিকার" = সমস্ত সংসার ধ্বংস করিয়াও তোমার সাধ মিটে না। এতদ্দ্বারা নিন্দাচ্ছলে স্তুতি করিয়া তাঁহাকে সংহার-কর্ত্তা 'মহারুদ্র' বলা হইতেছে।

৩২ "তপস্বী· ·সংহার" = এতদ্দ্বারা নিন্দাচ্ছলে এইরূপ স্তুতিবাদ করা হইতেছে যে, তপস্বী, সন্ন্যাসী প্রভৃতি মহৎ ব্যক্তিগণ, তোমার ত্রিশূলের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তুমি তাঁহাদিগকে মারিয়া ফেল, যেহেতু 'মহারুদ্র'. তুমি—তোমার ধ্যানমগ্ন হইয়া তাঁহারা যেন মরিয়াই থাকেন।

"শূলেতে" = ত্রিশূল দ্বারা।

"কৃতার্থ ....চরণে" = মহাপ্রভু বলিতেছেন, আমি তোমার দর্শনাদি করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য তোমার কাছে আসিলাম, আর তুমি আমাকে কৃপা না করিয়া উল্টা আমার পদধূলি লইয়া ভক্তি-বিষয়ে আমার সর্ব্বনাশ করিতেছ।

৩৩। "মথুরা......বৈষ্ণব" = পরম বৈষ্ণব অর্থে যে জন একান্ত বিষ্ণু-ভক্ত, যিনি কৃষ্ণ বই আর কিছুই জানেন না, কৃষ্ণই যাঁহার যথাসর্ব্বস্ব। "পরম বৈষ্ণব" কথা দ্বারা মহাপ্রভু নিজেকেই বুঝাইতেছেন। কিন্তু তিনি মথুরা-নিবাসী কি প্রকারে হইলেন?— না, তিনি যে হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ; আর কৃষ্ণ হচ্ছেন ত মথুরাবাসী, সুতরাং তিনিও মথুরাবাসী হইলেন।

"চরণ-বৈভব" = পাদপদ্ম-প্রভাব।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে ভক্তিযোগ।
সকল তোমারে কৃষ্ণ দিল উপভোগ ॥ ৩৪ ॥
তথাপিহ তুমি চুরি কর ক্ষুদ্র-স্থানে।
ক্ষুদ্র সংহারিতে কৃপা নাহি বাস' মনে ॥
মহা-ডাকাইত তুমি, চোরে মহা-চোর।
তুমি সে করিলা চুরি প্রেম-সুখ মোর" ॥৩৫॥
এইমত ছলে কহে সুসত্য বচন।
শুনিয়া আনন্দে ভাসে ভাগবতগণ ॥
"তুমি সে করিলা চুরি, আমি কি না পারি।
হের দেখ চোরের উপরে করোঁ চুরি" ॥৩৬॥
এত বলি অদ্বৈতেরে আপনে ধরিয়া।
লুটয়ে চরণ-ধূলী হাসিয়া হাসিয়া ॥

"সংহারিলে·········শক্তি"=তাহার বিষ্ণুভক্তি-জনিত চিরদিনের যে শক্তি, তাহা ধ্বংস করিলে। এতদ্দ্বারা ইহা বুঝাইতেছেন যে, অন্য কেহ পদধূলি লইলে ভক্তের ভক্তি-শক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে। তন্নিমিত্তই বৈষ্ণবেরা তাহাকেও পদধূলি দিতে চান না।

৩৪। "তারে কৈলে ক্ষয়"=ভক্তি-বিষয়ে তার সর্ব্বনাশ করিলে। "সকল······উপভোগ"=কৃষ্ণ তোমাকে সর্ব্ববিধ ভক্তি-সুখ দিয়াছেন।

৩৪-৩৫। "সকল······স্থানে"=কৃষ্ণ তোমাকে ভক্তিযোগ-জনিত সুখ-ভোগের সমস্ত উপকরণই দিয়াছেন, তথাপি তুমি তোমার ছোটদের নিকট চুরি কর অর্থাৎ অগোচরে তাহাদের পদধূলি গ্রহণ কর; ইহাতে তাহাদের সর্ব্বনাশ হইয়া যায়।

৩৫। "মহা ডাকাইত······মোর"=শ্রীভগবান্ প্রেমানন্দময়, নিত্যানন্দ-স্বরূপ। তাঁহার সে আনন্দের কণামাত্র চুরি করিয়া তাহাকে বিচলিত করা, কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। সুতরাং তিনি বিচলিত হন, এরূপ ভাবে চুরি যিনি করিতে পারেন, তিনি সাধারণ চোর নহেন—মহাচোর, মহা-ডাকাইত। এখানে ইহা দেখান হইল যে, ভক্ত ব্যতীত শ্রীভগবান্‌কে কেহই চঞ্চল করিতে পারে না, ভক্তের ডাকে গোলোকের সিংহাসন পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠে, শ্রীভগবান্ অস্থির হইয়া পড়েন। সুতরাং ভক্তই হইলেন মহা-ডাকাইত, মহাচোর। আর ইহাও দেখান হইল যে, কাহাকেও পদধূলি দেওয়া বৈষ্ণবের পক্ষে উচিত কার্য্য নহে, কারণ তাহাতে ক্রমশঃই ভক্তির লাঘবতা হইতে থাকে; কিন্তু যিনি ঐ পদধূলি গ্রহণ করেন, তাঁহার ভক্তিধন ক্রমশঃই পরিবর্দ্ধিত হয়। এই নিমিত্তই বৈষ্ণবের পদধূলি লইবার জন্য সকলে আগ্রহ করেন। কিন্তু কোনও বৈষ্ণবই সহজে পদধূলি দিতে চান না। পরমারাধ্য-পাদ শ্রীকবিরাজ-গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলিয়াছেন:—

ভক্তপদ-রজ আর ভক্তপদ-জল।
ভক্তভুক্ত-অবশেষ—তিন সাধনের বল ॥

পূজ্যপাদ শ্রীল-ঠাকুর-মহাশয়ও বলিয়াছেন—

বৈষ্ণবের পদধূলি তাহে মোর স্নান-কেলি
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—

রহূগণৈতৎ তপসা না যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
নচ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎ-পদরজোঽভিষেকং।

৩৬। "এইমত·····বচন"=শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু যে সাক্ষাৎ শঙ্কর ইত্যাদি-রূপ অতি সত্য বচনগুলি নানা ছলে ব্যক্ত করিলেন; সেগুলি মূল গ্রন্থে ইহার উপরেই বর্ণিত হইয়াছে।

মহাবলী গৌরসিংহ—অদ্বৈত না পারে।
অদ্বৈত-চরণ প্রভু ঘষে নিজ-শিরে ॥ ৩৭ ॥
চরণ ধরিয়া বক্ষে অদ্বৈতেরে বলে।
"হের দেখ—চোর বান্ধিলাম নিজ-কোলে ॥
করিতে থাকয়ে চুরি চোর শতবার।
বারেকে গৃহস্থ সব করয়ে উদ্ধার" ॥ ৩৮ ॥
অদ্বৈত বলয়ে "সত্য কহিলা আপনি।
তুমি সে গৃহস্থ, আমি কিছুই না জানি ॥
প্রাণ বুদ্ধি মন দেহ—সকল তোমার।
কে রাখিবে প্রভু! তুমি করিলে সংহার॥৩৯॥
হরিষের দাতা তুমি, তুমি দেহ তাপ।
তুমি শাস্তি করিলে—রাখিবে কার বাপ ॥
নারদাদি যায় প্রভু দ্বারকা-নগরে।
তোমার চরণ-ধন-প্রাণ দেখিবারে ॥ ৪০ ॥
তুমি তা-সবার লও চরণের ধূলি।
সে সব কি করে প্রভু! সেই আমি বলি ॥
আপনার সেবক আপনে যবে খাও।
কি করিব সেবকে, আপনে ভাবি চাও ॥৪১॥
কি দায় চরণ-ধূলি, সে রহুক পাছে।
কাটিতে তোমার আজ্ঞা কোন্ জন আছে ॥
তবে যে এমত কর, নহে ঠাকুরালি।
আমার সংহার হয়—তুমি কুতূহলী ॥ ৪২॥
তোমার সে দেহ, তুমি রাখ বা সংহর।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু! তাই তুমি কর ॥"

৩৮। "করিতে......উদ্ধার" = ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তজন স্বীয় ভক্তি দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে ক্রমশঃ অল্পে অল্পে চুরি অর্থাৎ বশ করিতে থাকেন; ক্রমশঃ ভক্তিলতা যতই পরিবর্দ্ধিত হন, ভগবান্ ততই ভক্তের প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ হন; অবশেষে ঐ ভক্তি যখন প্রগাঢ় হইয়া উত্তমা ভক্তিতে পরিণত হয়, তখন শ্রীভগবান্ সম্পূর্ণরূপে ভক্তের বশীভূত হইয়া পড়েন; কিন্তু ওদিকে শ্রীভগবান্ তখন কি করেন—না, তিনি ভক্তের মন, প্রাণ, ধন, কুল, মান, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি যথাসর্ব্বস্ব হরণ করেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, ভক্ত তখন তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব কৃষ্ণে সমর্পণ করেন, তখন তাঁহার আর নিজের বলিতে কিছুই থাকে না; সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভক্ত একটু একটু করিয়া ভগবান্‌কে চুরি করেন, কিন্তু ভগবান্ একবারেই ভক্তের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করেন। এই যথাসর্ব্বস্ব কৃষ্ণে সমর্পণ করিতে পারিলেই, ভক্ত তখন পূর্ণ-মনোরথ হইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া যান—তখন তিনি দেবদুর্ল্লভ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভ করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন।

৩৯। "সত্য.........জানি" = হাঁ, তুমি ঠিকই বলিয়াছ—তুমি দেহরূপ গৃহে অবস্থিত রহিয়াছ, কিন্তু আমার এমনই দুর্ভাগ্য, আমি তাহা বুঝিতেই পারিলাম না, তোমাকে চিনিতেই পারিলাম না।

৪০। "হরিষের" = হর্ষের; আনন্দের।

"রাখিবে কার বাপ" = কার সাধ্য আছে রক্ষা করে?

"তোমার চরণ-ধন-প্রাণ" = তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়-সম্পৎ তোমার শ্রীপাদপদ্ম।

৪১। "সে সব... ...বলি" = তখন তাহারা আর কি করিবে, তোমার সঙ্গে ত আর জোরে পারে না, কাজেকাজেই চুপ করিয়া থাকে।

৪১-৪২। "আপনার........আছে" = এইরূপে দাসের পদধূলি লইয়া, যদি তাহার সর্ব্বনাশ কর, যদি তাহাকে নিপাত কর, তাহা হইলে সে তখন তোমার কি করিতে পারে তাহা একবার ভাবিয়া দেখদেখি, তাহা হইলে আর তুমি এরূপ করিতে

বিশ্বম্ভর বলে "তুমি ভক্তির ভাণ্ডারী।
এতেকে তোমার চরণের সেবা করি। ৪৩॥
তোমার চরণ-ধূলী সর্ব্বাঙ্গে লেপিলে।
ভাসয়ে পুরুষ কৃষ্ণ-প্রেমরস-জলে॥
বিনা তুমি দিলে ভক্তি কেহো নাহি পায়।
'তোমার সে আমি' হেন জান সর্ব্বথায়॥৪৪॥
তুমি আমা যথা বেচ, তথাই বিকাই।
এই সত্য কহিলাম তোমার সে ঠাঁই॥"
অদ্বৈতের প্রতি দেখি কৃপার বৈভব।
অপূর্ব্ব চিন্তয়ে মনে সকল বৈষ্ণব॥ ৪৫॥
"সত্য সেবিলেন প্রভু! এ মহাপুরুষে।
কোটি মোক্ষ তুল্য নহে এ কৃপার লেশে॥
কদাচিৎ এ প্রসাদ শঙ্করে সে পায়।
যাহা করে অদ্বৈতেরে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়॥৪৬॥
আমরাও ভাগ্যবন্ত হেন ভক্ত-সঙ্গে।
এ ভক্তের পদধূলী লই সর্ব্ব অঙ্গে॥"
হেন 'ভক্ত' অদ্বৈতেরে বলিতে হরিষে।
পাপি-সব দুঃখ পায় নিজকর্ম্ম-দোষে॥ ৪৭॥
সে কালে যে হৈল কথা, সেই সত্য হয়।
না মানে বৈষ্ণব-বাক্য, সেই যায় ক্ষয়॥
'হরি বোল' বলি উঠে প্রভু বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি সব গায় অনুচর॥ ৪৮॥
অদ্বৈত-আচার্য্য মহা আনন্দে বিহ্বল।
মহামত্ত হই নাচে পাসরি সকল॥

পারিবে না। তোমাকে চরণ-ধূলি দেওয়া ত বহু দূরের কথা, তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এমন কেহ আছে কি?

৪২। "তবে.........কুতূহলী" = তবে যে তুমি এমন করিতেছ, এ ত তোমার ঈশ্বরের মত কাজ করা হইতেছে না; আমার যাহাতে বিনাশ হয়, তোমার তাহাতে কৌতুক, তুমি রঙ্গ করিয়া তাহাই করিতেছ; শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তরূপ অবতার হইয়াছেন, তন্নিমিত্ত তিনি মহাভক্ত শ্রীঅদ্বৈতের পদধূলি লইয়া জগৎকে এই শিক্ষা দিতেছেন যে, ভক্ত-পদধূলি ব্যতীত কৃষ্ণভক্তি-লাভের আর কোনও উপায় নাই। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু তাঁহাকে ঈশ্বর-ভাবেই দেখিতেছেন এবং সেইরূপ ভাবেই উক্তি করিতেছেন।

৪৪। "বিনা তুমি দিলে" = তুমি না দিলে।

৪৪-৪৫। "তোমার.........বিকাই" = এতদ্দ্বারা শ্রীভগবান্ যে কীদৃশ ভক্তাধীন, তাহা তিনি স্বয়ংই ব্যক্ত করিলেন।

৪৬। "সত্য.........মহাপুরুষে" = এ মহাপুরুষ যথার্থই নিষ্কপটে প্রভুর সেবা করিয়াছেন—ইঁহারই সেবা সার্থক।

"কোটি......লেশে" = এই কৃপা-জনিত সুখরাশির কণামাত্রের নিকট কোটী কোটী মোক্ষ-সুখও কিছুই নহে।

৪৭। "হেন ভক্ত-সঙ্গে" = শ্রীঅদ্বৈতের ন্যায় এহেন পরম ভক্তের সঙ্গে থাকিয়া।

"এ ভক্তের" = এরূপ যে পরম ভক্ত, ইঁহার।

"হেন......হরিষে" = এহেন ভক্ত যে অদ্বৈত, তাঁহাকে 'ভক্ত' বলিয়া কোথায় আনন্দ লাভ করিবে, তাহা না হইয়া তাঁহাকে 'ভক্ত' বলিলে দুরাত্মাগণের মনে কষ্ট হয়; এরূপ কষ্ট ভোগ করা তাহাদের কর্ম্ম-দোষেই হইয়া থাকে। এখানে ইহাই বলিতেছেন যে, যে পাপিষ্ঠেরা শ্রীচৈতন্যকে 'ঈশ্বর' বলিয়া মানে না, পরন্তু শ্রীঅদ্বৈতকে 'ভক্ত' না বলিয়া 'ঈশ্বর' বলে, সেই পাপিষ্ঠগণ তাহাদের এতাদৃশ কর্ম্মফলে মহা ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে।

৪৮। "সে কালে......ক্ষয়" = তৎকালে যে কথা হইল অর্থাৎ তখন যে সমস্ত কথা দ্বারা শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র

তর্জ্জে গর্জ্জে আচার্য্য দাড়িতে দিয়া হাত।
ভ্রুকুটি করিয়া নাচে শান্তিপুর-নাথ ॥ ৪৯ ॥
'জয় কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ বনমালী'।
অহর্নিশ গায় সবে হই কুতূহলী ॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু পরম বিহ্বল।
তথাপি চৈতন্য-নৃত্যে সকল কুশল ॥ ৫০ ॥
সাবধানে চতুর্দ্দিকে দুই হস্ত তুলি।
পড়িতে চৈতন্য ধরি রহে মহাবলী ॥
অশেষ আবেশে নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।
তাহা বর্ণিবার শক্তি কোন্ বা জিহ্বায় ॥৫১॥
সরস্বতী সহিত আপনে বলরাম।
সেই সে ঠাকুর গায় পুরি মনস্কাম ॥
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হয়, ক্ষণে মহাকম্প।
ক্ষণে তৃণ লয় করে, ক্ষণে মহা-দম্ভ ॥ ৫২ ॥
ক্ষণে হাস, ক্ষণে শ্বাস, ক্ষণে বা বিবশ।
এইমত প্রভুর আবেশ-পরকাশ ॥
বীরাসন করিয়া ঠাকুর ক্ষণে বৈসে।
মহা অট্ট অট্ট করি মাঝে মাঝে হাসে ॥ ৫৩ ॥
ভাগ্য-অনুরূপ কৃপা করয়ে সবারে।
ডুবিল বৈষ্ণব-সব আনন্দ-সাগরে ॥
সম্মুখে দেখয়ে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী।
অনুগ্রহ করে তারে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥ ৫৪ ॥
সেই শুক্লাম্বরের শুনহ কিছু কথা।
নবদ্বীপে বসতি—প্রভুর জন্ম যথা ॥
পরম স্বধর্ম্ম-রত, পরম সুশান্ত।
চিনিতে না পারে কেহো—পরম মহান্ত ॥৫৫॥
নবদ্বীপে ঘরে ঘরে ঝুলি লই কান্ধে।
ভিক্ষা করি অহর্নিশ 'কৃষ্ণ' বলি কান্দে ॥
'ভিখারী' করিয়া জ্ঞান, লোকে নাহি চিনে।
দরিদ্রের অবধি—করয়ে ভিক্ষাটনে ॥ ৫৬ ॥
ভিক্ষা করি দিবসে যে কিছু বিপ্র পায়।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি, তবে শেষ খায় ॥
কৃষ্ণানন্দ-প্রসাদে দারিদ্র্য নাহি জানে।
বেড়ায় বলিয়া 'কৃষ্ণ' সকল ভবনে ॥ ৫৭ ॥
চৈতন্যের কৃপাপাত্র—কে চিনিতে পারে।
যখনে চৈতন্য অনুগ্রহ করে যারে

শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুকে 'ঈশ্বর' বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই সত্য, পরম বৈষ্ণব শ্রীঅদ্বৈতের এ কথা যে না মানে, সে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

৫০। "নিত্যানন্দ……কুশল" = শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু যদিও সর্ব্বদাই প্রেমোন্মত্ত ও অত্যন্ত চঞ্চল, তথাপি শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তনে নৃত্য করিবার সময় তিনি খুব দক্ষ, তখন তিনি আর চঞ্চল নহেন, তখন তিনি ঠিকই আছেন।

৫২। "সরস্বতী………… ……মনস্কাম" = স্বয়ং শ্রীবলরাম-রূপী নিত্যানন্দ, সরস্বতীদেবীকে কৃপা করিয়া জিহ্বায় স্থাপন পূর্ব্বক, মনের সাধে সেই ঠাকুরের অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের যশোগান করেন।

৫৫। "চিনিতে ….. কেহো" = বৈষ্ণব চেনা অল্প ভাগ্যের কথা নহে। মহাজনগণ বলিয়াছেন—'বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি'।

৫৬। "ভিখারী……চিনে" = সাধারণ লোকে তাঁহাকে ভিখারী বলিয়াই জ্ঞান করে, তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া কেহ বুঝিতে পারে না।

"দরিদ্রের অবধি" = যতদূর দরিদ্র হইতে পারে অর্থাৎ অত্যন্ত দরিদ্র।

"করয়ে ভিক্ষাটনে" = ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়।

৫৭। "কৃষ্ণের ….. ..খায়" = আগে কৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া তবে সেই প্রসাদ পান—নিবেদিত ভিন্ন খান না।

পূর্ব্বে যেন আছিল দরিদ্র দামোদর।
সেইমত শুক্লাম্বর বিষ্ণুভক্তি-ধর ॥ ৫৮ ॥
সেইমত কৃপাও করিলা বিশ্বম্ভর।
যে রহে চৈতন্য-নৃত্যে বাড়ীর ভিতর ॥
ঝুলি কান্ধে করি বিপ্র নাচে মহারঙ্গে।
দেখি হাসে প্রভু সর্ব্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে ॥ ৫৯ ॥
বসিয়া আছয়ে প্রভু ঈশ্বর-আবেশে।
ঝুলি কান্ধে শুক্লাম্বর নাচে কান্দে হাসে ॥
শুক্লাম্বর দেখিয়া গৌরাঙ্গ কৃপাময়।
"আইস আইস" করি প্রভু বলয়ে সদয় ॥ ৬০ ॥
"দরিদ্র সেবক মোর তুমি জন্ম-জন্ম।
আমারে সকল দিয়া তুমি ভিক্ষু-ধর্ম্ম ॥
আমিহ তোমার দ্রব্য অনুক্ষণ চাই।
তুমি না দিলেও আমি বল করি খাই ॥ ৬১ ॥
দ্বারকার মাঝে খুদ কাড়ি খাইনু তোর।
পাসরিলা—কমলা ধরিল হস্ত মোর ॥"
এত বলি হস্ত দিয়া ঝুলির ভিতর।
মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল চিবায় বিশ্বম্ভর ॥ ৬২ ॥
শুক্লাম্বর বলে "প্রভু! কৈলা সর্ব্বনাশ।
এ তণ্ডুলে খুদ-কণ বহুত প্রকাশ ॥"
প্রভু বলে "তোর খুদ-কণ মুই খাঙ।
অভক্তের অমৃত উলটি নাহি চাঙ" ॥ ৬৩ ॥
স্বতন্ত্র পরমানন্দ ভক্তের জীবন।
চিবায় তণ্ডুল, কে করিবে নিবারণ ॥

"কৃষ্ণানন্দ.........জানে" = যাঁহারা কৃষ্ণপ্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন, দারিদ্র্য-কষ্ট তাঁহাদের কি করিতে পারে? কেবল দারিদ্র্য-দুঃখ কেন, কোন দুঃখকেই তাঁহারা দুঃখ বলিয়া গ্রাহ্য করেন না—দুঃখের অনুভবই তাঁহারা করিতে পারেন না; যে হৃদয় সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেমানন্দে পরিপূর্ণ, সেখানে আবার দুঃখের স্থান কোথায়? লোকে যাহাকে দুঃখ-কষ্ট বলে, তাহা দুঃখ-কষ্ট বলিয়া অনুভূতি হইলে, তবে ত তাহা দুঃখ-কষ্ট; কিন্তু কৃষ্ণ-ভক্তের তাহা দুঃখ-কষ্ট বলিয়া অনুভবই হয় না; সুতরাং দুঃখ-কষ্ট তাঁহাদের নিকট দুঃখ-কষ্ট নহে।

৫৮। "চৈতন্যের...........পারে" = চৈতন্যের কৃপাপাত্র অর্থাৎ বৈষ্ণব। পূজ্যপাদ শ্রীদেবকীনন্দন দাস-মহোদয় বলিয়াছেন—

বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।

"যখনে.........যারে" — তবে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু যখন যাঁহাকে কৃপা করেন, তখন তিনি বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন, বৈষ্ণব যে কি বস্তু তাহা অনুভব করিতে পারেন, বৈষ্ণব দেখিলে তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া চিনিতে পারেন।

"দামোদর" = সুদামা বিপ্র।

"বিষ্ণুভক্তি-ধর" = কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ।

৬১। "আমারে...... ..ভিক্ষু-ধর্ম্ম" = তোমার যথাসর্ব্বস্ব আমাকে অর্পণ করিয়া তুমি ভিখারী হইয়া ভিক্ষার ঝুলি ঘাড়ে করিয়াছ। "বল" = জোর।

৬২। "দ্বারকার...........তোর" = এতদ্দ্বারা এই শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীই যে কৃষ্ণ-অবতারে সুদামা বিপ্র ছিলেন, মহাপ্রভু তাহাই ব্যক্ত করিলেন।

"পাসরিলা ..... মোর" = আমি যখন তোমার খুদ কাড়িয়া খাই, তখন লক্ষ্মী-স্বরূপিণী শ্রীরুক্মিণী-দেবী যে আমার হাত ধরিয়া ফেলিলেন, সে কথা তুমি ভুলে গেছ।

৬৩। "এ .....প্রকাশ" = এ চাউলে বিস্তর খুদ-কণা রহিয়াছে।

"প্রভু......চাঙ" = এতদ্দ্বারা শ্রীভগবান্ যে ভক্তকে কত ভালবাসেন, তাহাই তিনি ব্যক্ত করিলেন।

প্রভুর কারুণ্য দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ।
শিরে হাত দিয়া সবে করেন ক্রন্দন ॥ ৬৪ ॥
না জানি কে কোন্ দিকে পড়য়ে কান্দিয়া।
সবেই বিহ্বল হৈলা কারুণ্য দেখিয়া ॥
উঠিল পরমানন্দ—কৃষ্ণের ক্রন্দন।
শিশু বৃদ্ধ আদি করি কান্দে সর্ব্বজন ॥ ৬৫॥
দন্তে তৃণ করে কেহো, কেহো নমস্করে।
কেহো বলে "প্রভু কভু না ছাড়িবা মোরে ॥"
গড়াগড়ি যায়েন সুকৃতী শুক্লাম্বর।
তণ্ডুল খায়েন সুখে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ॥ ৬৬ ॥
প্রভু বলে "শুন শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারি।
তোমার হৃদয়ে আমি সর্ব্বদা বিহরি ॥
তোমার ভোজনে হয় আমার ভোজন।
তুমি ভিক্ষায় চলিলে—আমার পর্য্যটন ॥ ৬৭ ॥
প্রেমভক্তি বিলাইতে মোর অবতার।
জন্ম-জন্ম তুমি প্রেম-সেবক আমার ॥
তোমারে দিলাম আমি প্রেমভক্তি-দান।
নিশ্চয় জানিহ প্রেমভক্তি মোর প্রাণ" ॥ ৬৮ ॥
শুক্লাম্বরে বর শুনি বৈষ্ণব-মণ্ডল।
জয় জয় হরিধ্বনি করিল সকল ॥
কমলানাথের ভৃত্য ঘরে ঘরে মাগে।
এ রসের মর্ম্ম জানে কোনো মহাভাগে ॥ ৬৯ ॥
দশ ঘরে মাগিয়া তণ্ডুল বিপ্র পায়।
লক্ষ্মীপতি গৌরচন্দ্র তাহা কাড়ি খায় ॥

৬৪। "স্বতন্ত্র........জীবন" = তিনি হইলেন স্বেচ্ছাধীন, পরমানন্দময় ও ভক্তের প্রাণধন।

৬৫। "কৃষ্ণের ক্রন্দন" = কৃষ্ণরূপী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অলৌকিক কৃপা-দর্শনে তজ্জনিত প্রেমময় ক্রন্দন।

৬৭। "তোমার ভোজনে........ভোজন" = এতদ্বিষয়ে শাস্ত্র-বাক্য, যথা শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

'ভক্তস্তু রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ!'

ব্রহ্মপুরাণ।

"তুমি......পর্য্যটন" = এতদ্বিষয়ে শাস্ত্র-বাক্য, যথা শ্রীভগবান্ বলিতেছেন :—

মদ্ভক্তা যত্র গচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামি পার্থিব! ॥

আদিপুরাণ।

৬৯। "কমলানাথের............মাগে" = যিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনী শ্রীলক্ষ্মীদেবীর পতি, তাঁহার ভক্ত কি কখনও দরিদ্র হইতে পারে? তবে যে লোকচক্ষে তাঁহাদিগকে দরিদ্র দেখা যায়, ইহার কারণ কি? ইহা কৃষ্ণেরই কৃপা, ইহা ভক্তের নিজেরই প্রার্থনা। মানবগণ বিষয়-ভোগে লিপ্ত হইলে, তাহারা কৃষ্ণকে একেবারেই বিস্মৃত হইয়া যায়; ভক্তগণও জানেন, বিষয় পাইলেই কৃষ্ণকে ভুলিতে হইবে; সুতরাং তাঁহারা এই নশ্বর অতি তুচ্ছ বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভক্তি-ধন লাভ করিবার জন্যই প্রার্থনা করেন। শ্রীকুন্তী-দেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—'হে কৃষ্ণ! আমরা জন্মে জন্মে যেন এইরূপ দুঃখ-কষ্টের মধ্যেই থাকি, তাহা হইলে আর তোমাকে ভুলিব না।' ভক্তকে দুঃখ-ক্লেশের মধ্যে ফেলিয়া রাখাও শ্রীভগবানের এক বিষম পরীক্ষা। এতদ্দ্বারা ভক্ত যে তাঁহাকে কতদূর পর্য্যন্ত ভালবাসে, তাহা তিনি পরীক্ষা করিয়া লন। দুঃখ-ক্লেশের মধ্যে পড়িয়াও, যাঁহারা সে সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া, একমাত্র শ্রীভগবান্‌কেই কায়মনোবাক্যে ডাকিতে থাকেন, তাঁহাদের দৃঢ় ভক্তি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবান্ যে কি দুর্ল্লভ ধন, কত কষ্ট করিয়া তবে যে সে অমূল্য রত্ন লাভ করা যায়, তাহাও দেখাইবার জন্য ভক্তকে এত দুঃখ-কষ্ট

মুদ্রার সহিত নৈবেদ্যের যেন বিধি।
বেদরূপে আপনে বলেন গুণনিধি ॥ ৭০ ॥
বিনি সেই বিধি, কিছু স্বীকার না করে।
সকল প্রতিজ্ঞা চূর্ণ ভক্তের দুয়ারে ॥
শুক্লাম্বর-তণ্ডুল তাহার পরমাণ।
অতএব সকল বিধি ভক্তির প্রমাণ ॥ ৭১ ॥
যত বিধি নিষেধ—সব ভক্তি-দাস।
ইহাতে যাহার দুঃখ, সেহ যায় নাশ ॥
'ভক্তি—বিধি-মূল' কহিলেন বেদব্যাস।
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ তাহা করিলা প্রকাশ ॥৭২॥
মুদ্রা নাহি করে বিপ্র, না দিল আপনে।
তথাপি তণ্ডুল প্রভু খাইল যতনে ॥

বিষয়-মদান্ধ-সব এ মর্ম্ম না জানে।
সুত-ধন-কুল-মদে বৈষ্ণব না চিনে ॥
দেখি মূর্খ দরিদ্র যে বৈষ্ণবেরে হাসে।
তার পূজা বিত্ত কভু কৃষ্ণেরে না বাসে ॥ ৭৩ ॥

তথাহি (ভাঃ ৪।৩১।২১)—

ন ভজতি কুমনীষিণাং স ইজ্যাং
হরিরধনাত্মধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ।
শ্রুত-ধন-কুল-কর্ম্মণাং মদৈর্যে
বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসু ॥ ৭৪ ॥

'অকিঞ্চন-প্রাণ কৃষ্ণ'-সর্ব্ব বেদে গায়।
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ এই তাহা ত দেখায় ॥

ভোগ করিতে হয়। এই দেখুন না কেন, এ জগতে সামান্য দু'পয়সা রোজগার করিতে হইলে তাই কত কষ্ট করিতে হয়, আর সেই দেবদুর্ল্লভ অবিনশ্বর অমূল্য ধন লাভ করিতে হইলে যে অসীম কষ্ট করিতে হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি ? তবে এই নশ্বর পার্থিব ধন উপার্জ্জন করিতে যে কষ্ট, সে কষ্ট কষ্ট বলিয়া অনুভূত হয়, পরন্তু সেই অপার্থিব বস্তু কৃষ্ণ-ধন লাভ করিতে হইলে, কষ্টকে কষ্ট বলিয়াই গ্রাহ্য হয় না।

৭০-৭১। "মুদ্রার ....প্রমাণ"=বেদ শ্রীভগবানেরই মুখের বাক্য। শ্রীভগবান্‌কে নৈবেদ্য অর্পণের জন্য বেদে মুদ্রা-প্রদর্শনাদি কতরূপ বিধিই বিহিত হইয়াছে; সেই সমস্ত বিধি অনুসারে নিবেদন না করিলে, তিনি কিছুই গ্রহণ করেন না। কিন্তু ভক্তের কাছে তাঁহার এ সব নিয়ম কিছুই খাটে না; এ বিষয়ে শুক্লাম্বরের তণ্ডুল তাহার সাক্ষী দিতেছে—শুক্লাম্বর তাঁহাকে নিবেদন পর্য্যন্তও করেন নাই, কিন্তু তিনি জোর করিয়া ভক্তের দ্রব্য নিজেই কাড়িয়া খাইলেন। অতএব 'ভক্তিই হইল যে পরম পদার্থ' সকল বিধি তাহাই প্রদর্শন করিতেছে—ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতেছে।

৭২। "ইহাতে"=এ কথা শুনিয়া। "ভক্তি......বেদব্যাস"=বিধি-সমূহের মূল বা কারণ হইতেছে ভক্তি অর্থাৎ সকলকে ভক্তি-লাভ করাইবার উদ্দেশেই শাস্ত্রে এই সমস্ত বিধি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভক্তি-লাভ করিতে হইলেই এই সমস্ত বিধি পালন করিয়া চলিতে হয়। কিন্তু যাঁহাদের ভক্তি-লাভ হইয়াছে, তাঁহাদের আর বিধির কি প্রয়োজন ? তাঁহারা তখন সমস্ত বিধির অতীত।

৭৩। "দেখি .....বাসে"=বৈষ্ণবকে মূর্খ বা দরিদ্র দেখিয়া যে ব্যক্তি উপহাস করে, কৃষ্ণ কখনও তাহার পূজা বা ধন গ্রহণ করেন না।

৭৪। যাহারা বিদ্যা, অর্থ, কুল ও কর্ম্মের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অকিঞ্চন সাধুগণের নিন্দাদি করে বা তৎপ্রতি কোনরূপ অত্যাচার করে, শ্রীহরি সেই দুর্ম্মতিগণের পূজা কদাচ গ্রহণ করেন না,

শুক্লাম্বর-তণ্ডুল-ভোজন যেই শুনে।
সেই প্রেমভক্তি পায় চৈতন্য-চরণে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ-যুগে গান॥ ৭৫॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে শুক্লাম্বর-তণ্ডুল-ভোজনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তদশ অধ্যায়।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ সর্ব্বসেব্য-কলেবর॥
মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড॥
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
গূঢ়রূপে সঙ্কীর্ত্তন করে নিরন্তর॥ ১॥

যখন করয়ে প্রভু নগর-ভ্রমণ।
সর্ব্ব লোক দেখে যেন সাক্ষাৎ মদন॥
ব্যবহারে দেখি প্রভু যেন দম্ভময়।
বিদ্যা-বল দেখি পাষণ্ডীও করে ভয়॥
ব্যাকরণ-শাস্ত্রে সব বিদ্যার আদান।
ভট্টাচার্য্য প্রতিও নাহিক তৃণ-জ্ঞান॥ ২॥
নগর-ভ্রমণ করে প্রভু নিজ-রঙ্গে।
গূঢ়রূপে থাকয়ে সেবক-সব সঙ্গে॥
পাষণ্ডী-সকল বলে "নিমাই-পণ্ডিত।
তোমারে রাজার আজ্ঞা আইসে ত্বরিত॥ ৩॥
লুকাইয়া নিশাভাগে করহ কীর্ত্তন।
দেখিতে না পায় লোক, শাপে অনুক্ষণ॥
মিথ্যা নহে লোক-বাক্য, সম্প্রতি ফলিল।
সুহৃদ্-জ্ঞানে সে কথা তোমারে কহিল"॥ ৪॥
প্রভু বলে "অস্তু অস্তু এ সব বচন।
মোর ইচ্ছা আছে—করোঁ রাজ-দরশন॥
পড়িনু সকল শাস্ত্র অলপ বয়সে।
শিশু-জ্ঞান করি মোরে কেহো না জিজ্ঞাসে॥৫

যেহেতু তিনি জানেন যে, ঐ সকল বাসনা-বিহীন নিষ্কিঞ্চন সাধুগণ তাঁহাকেই একমাত্র ধন-সম্পত্তি ও প্রীতিভাজন বলিয়া জানে এবং তাহারা ধন-পুত্রাদির মমতা বিসর্জ্জন দিয়া একমাত্র তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।

৭৫। "অকিঞ্চন-প্রাণ কৃষ্ণ" = কৃষ্ণের নিমিত্ত যে ব্যক্তি যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া একেবারেই নিষ্কিঞ্চন বা সর্ব্বত্যাগী হইয়াছে, কৃষ্ণ তাহারই।

২। "ব্যবহারে ………… দম্ভময়" = লৌকিক আচরণে বা সাধারণ ব্যবহারে অর্থাৎ লোকের সঙ্গে সাধারণ-ভাবে যখন তিনি কোনও কার্য্য করেন, তখন তাঁহাকে দেখিলে যেন দম্ভের অবতার বলিয়া মনে হয়। "ব্যাকরণ……জ্ঞান" = ব্যাকরণ-শাস্ত্র সকল শাস্ত্রের মূল; ব্যাকরণ না পাড়িলে অন্য শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি জন্মে না; সুতরাং ব্যাকরণ-শাস্ত্রে পণ্ডিত না হইলে, কাহাকেও সকল শাস্ত্রের পণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। মহাপ্রভু হইতেছেন ব্যাকরণ-শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত; তন্নিমিত্ত তিনি ভট্টাচার্য্যকেও তৃণ-জ্ঞান করেন না।

৩। "তোমারে……ত্বরিত" = তোমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য শীঘ্র রাজার হুকুম আসিতেছে।

৪। "সুহৃদ্-জ্ঞানে" = বন্ধু-বোধে।

৫। "প্রভু… ..বচন"—প্রভু বলিলেন, এ সব কথা সত্য হউক।

মোরে খোঁজে হেন জন কোথাও না পাঙ।
যেবা জন মোরে খোজে, মুই ইহা চাঙ॥"
পাষণ্ডী বলয়ে "রাজা চাহিব কীর্ত্তন।
না করে পাণ্ডিত্য-চর্চ্চা রাজা সে যবন" ॥৬॥
তৃণ-জ্ঞান পাষণ্ডীরে ঠাকুর না করে।
আইলেন মহাপ্রভু আপন-মন্দিরে॥
প্রভু বলে "হৈল আজি পাষণ্ডী-সম্ভাষ।
সঙ্কীর্ত্তন কর—সব দুঃখ যাউ নাশ" ॥ ৭ ॥
নৃত্য করে মহাপ্রভু বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি গায় সব অনুচর ॥
রহিয়া রহিয়া বলে "আরে ভাই-সব।
আজি মোর কেনে নহে প্রেম-অনুভব॥ ৮
নগরে হইল কিবা পাষণ্ডী-সম্ভাষ।
এই বা কারণে নহে প্রেম-পরকাশ॥
তোমা-সবা-স্থানে বা হইল অবজ্ঞান।
অপরাধ ক্ষমিয়া রাখহ মোর প্রাণ" ॥ ৯ ॥
মহাপাত্র অদ্বৈত ভ্রূকুটি করি নাচে।
"কেমতে হইব প্রেম, নাড়া শুষিয়াছে॥
মুই নাহি পাঙ প্রেম, না পায় শ্রীবাস।
তেলি-মালি-সনে কর প্রেমের বিলাস॥ ১০॥
অবধূত তোমার-প্রেমের হৈল দাস।
আমি সে বাহির, আর পণ্ডিত শ্রীবাস॥
আমি সব নহিলাম প্রেম-অধিকারী।
অবধূত আজি আসি হইল ভাণ্ডারী॥ ১১ ॥
যদি মোরে প্রেম-যোগ না দেহ গোসাঁই।
শুষিব সকল প্রেম, মোর দোষ নাই॥"
চৈতন্যের প্রেমে মত্ত আচার্য্য-গোসাঁই।
কি বলয়ে, কি করয়ে, কিছু স্মৃতি নাই॥ ১২॥

৬। "মোরে·········পাঙ" = এতদ্দ্বারা মহাপ্রভু যে নিজেই ভগবান্, তাহাই তিনি ছলে প্রকাশ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, আমার খোঁজ করে অর্থাৎ আমার কি না ঈশ্বরের অনুসন্ধান করে, ঈশ্বরকে পাইবার জন্য চেষ্টা করে, এরূপ লোক ত বড় কই দেখিতে পাই না।

"যেবা............চাঙ" = যা লোকে যাহাতে আমার খোঁজ করে, আমি তাইই চাই। এতদ্দ্বারা তিনি ভাবান্তরে ইহাই প্রকাশ করিতেছেন যে, আমি এরূপ 'ভক্তি' বিলাইব, যাহা পাইয়া লোকে আমাকে খোঁজ করিবার জন্য ব্যাকুল হইবে, আমাকে পাইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিবে।

"পাষণ্ডী......যবন" = পাষণ্ডী তখন ঠাট্টা করিয়া বলিতে লাগিল, রাজা হইল ম্লেচ্ছ রাজা, তিনি ত সংস্কৃত লেখা পড়া জানেন না যে তোমার সঙ্গে লেখাপড়ার চর্চ্চা করিবেন, তবে তিনি তোমার কীর্ত্তন শুনিবেন।

৯। "অবজ্ঞান" = অবজ্ঞা-জনিত অপরাধ।

১০। "ভ্রূকুটি" = ভ্রূভঙ্গী; নয়ন-ভঙ্গী।

"কেমতে.......বিলাস" = শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু তখন সুযোগ পাইয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিতে লাগিলেন, প্রেম আর হ'তে হবে না, সে নাড়া সব শুষিয়া লইয়াছে। শ্রীবাস ও আমি—আমরা প্রেমের কাঙ্গাল, আমরা চাহিয়া মরিতেছি, আমাদিগকে প্রেম দেবে না, আর যত সব ছোট লোক তাহাদিগকে প্রেম ঢালিয়া দিতেছে। এতদ্দ্বারা শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু নিন্দাচ্ছলে মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব স্তুতিবাদ করিতেছেন অর্থাৎ ভাবান্তরে ইহাই বলিতেছেন যে, তুমি দেবদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম-ধন অবিচারে আচণ্ডাল সকলকেই দিতেছ—আহা মরি! তোমার কি অপূর্ব্ব করুণা!

১১-১২। "অবধূত তোমার······দোষ নাই" = কোথা হ'তে এক অজানা সন্ন্যাসী (অর্থাৎ নিত্যানন্দ-প্রভু)

সর্ব্ব-মতে কৃষ্ণ ভক্ত-মহিমা বাড়ায়।
ভক্তগণে যথা বেচে, তথাই বিকায়॥
যে ভক্তি-প্রভাবে কৃষ্ণে বেচিবারে পারে।
সে যে বাক্য বলিবেক, কি বিচিত্র তারে॥১৩॥
নানারূপে ভক্ত বাড়ায়েন গৌরচন্দ্র।
কে বুঝিতে পারে তান অনুগ্রহ-দণ্ড॥
ঠাকুর-বিষাদ না পাইয়া প্রেম-সুখ।
হাতে তালি দিয়া নাচে অদ্বৈত কৌতুক॥১৪॥
অদ্বৈতের বাক্য শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
আর কিছু না করিলা তার প্রত্যুত্তর॥
সেইমতে রড় দিলা ঘুচাইয়া দ্বার।
পাছে ধায় নিত্যানন্দ হরিদাস তাঁর॥ ১৫ ॥
'প্রেম-শূন্য শরীর থুইয়া কিবা কাজ'।
চিন্তিয়া—পড়িলা প্রভু জাহ্নবীর মাঝ॥
ঝাঁপ দিয়া ঠাকুর পড়িলা গঙ্গা-মাঝে।
নিত্যানন্দ হরিদাস ঝাঁপ দিলা পাছে॥ ১৬॥
আথে-ব্যথে নিত্যানন্দ ধরিলেন কেশে।
চরণ চাপিয়া ধরে প্রভু হরিদাসে॥
দুইজনে ধরিয়া তুলিয়া লৈলা তীরে।
প্রভু বলে "তোমরা ধরিলে কিসের তরে॥১৭॥
কি কাজে রাখিব প্রেম-রহিত জীবন।
কিসেরে বা তোমরা ধরিলে দুই জন॥"
দুই জনে মহাকম্প—'আজি কিবা ফলে'।
নিত্যানন্দ-দিকে চাহি গৌরচন্দ্র বলে॥ ১৮॥
"তুমি কেনে ধরিলা আমার কেশ-ভারে।
নিত্যানন্দ বলে—"কেনে যাহ মরিবারে॥"
প্রভু বলে—"জানি তুমি পরম বিহ্বল।"
নিত্যানন্দ বলে "প্রভু! ক্ষমহ সকল॥ ১৯॥
যার শাস্তি করিবারে পার সর্ব্বমতে।
তার লাগি চল নিজ-শরীর এড়িতে॥
অভিমানে সেবকে বা বলিল বচন।
প্রভু তাহে লইবে কি ভৃত্যের জীবন॥"

এলো, যে প্রেম পেয়ে আনন্দে নৃত্য করতে লাগ্‌লো,—যে হ'লো খুব অন্তরঙ্গ লোক; আর চিরদিনের পরিচিত বান্ধব শ্রীবাস ও আমি—আমরা হ'লুম বাহিরের লোক, আমরা প্রেম পাব না, এ খুব মজার কথা বটে; আচ্ছা বেশ, তুমি আমাদিগকে প্রেম না দিয়াই দেখ, তোমার সব প্রেম হরণ করিয়া লইব, তখন আর নাচ্‌তে হবে না, তখন কিন্তু আমার দোষ দিতে পার্‌বে না। এতদ্দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গ-চাঁদ শ্রীনিতাইচাঁদকে যে কত ভালবাসেন ও নিতাই-চাঁদই যে কৃষ্ণপ্রেমের একমাত্র মূলাধার এবং প্রেম-বলে শ্রীঅদ্বৈতচাঁদের নিজের ও শ্রীগৌরাঙ্গের উপর নিতাইচাঁদের যে কতটা জোর, তাহাই শ্রীঅদ্বৈত নিন্দাচ্ছলে স্তুতিবাদ করিয়া প্রকাশ করিলেন।

১৩ "যে... : তারে" = যিনি ভক্তির জোরে কৃষ্ণকে সম্পূর্ণ মুঠোর মধ্যে পূর্‌তে পারেন, তিনি যে তাঁহাকে জোর করিয়া দু' কথা শুনাইয়া দিবেন, তার আর আশ্চর্য্য কি?

১৪। "অনুগ্রহ-দণ্ড" = কৃপা-জনিত দণ্ড। শ্রীভগবানের দণ্ডও তাঁহার কৃপা; তিনি যে আমাদিগকে দণ্ড করেন, তাহা দণ্ড নহে, ইহা তাঁহার কৃপা, কারণ তাঁহার দণ্ড দ্বারা আমাদের কর্ম্মফল ভোগের ক্রমশঃ অবসান হইতে থাকে এবং তদ্দ্বারা আমরা অল্পে অল্পে তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইতে থাকি।

"ঠাকুর·········কৌতুক" = প্রেমানন্দ না পাইয়া শ্রীগৌরচন্দ্র বিষণ্ণ হইলেন, আর এ দিকে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু রঙ্গ করিয়া হাততালি দিয়া নাচিতে লাগিলেন।

১৮। "দুই জনে·········ফলে" = আজি যে কি

প্রেমময় নিত্যানন্দ—বহে প্রেমজল।
যার প্রাণ, ধন, বন্ধু—চৈতন্য সকল॥ ২০॥
প্রভু বলে "শুন নিত্যানন্দ হরিদাস।
কারো স্থানে কর পাছে আমার প্রকাশ॥
'আমা না দেখিলা' বলি বলিবা বচন।
আমার যে আজ্ঞা এই করিবা পালন॥ ২১॥
মুই আজি সঙ্গোপে থাকিব এই ঠাঁই।
কারে পাছে কহ যদি—মোহার দোহাই॥"
এত বলি প্রভু নন্দনের ঘরে যায়।
এ দুই সঙ্গোপ কৈল প্রভুর আজ্ঞায়॥ ২২॥
ভক্ত-সব না পাইয়া প্রভুর উদ্দেশ।
দুঃখময় হৈল সব শ্রীকৃষ্ণ-আবেশ॥
পরম বিরহে সবে করেন ক্রন্দন।
কেহো কিছু না বলয়ে পোড়ে সর্ব্ব-মন॥২৩॥
সবার উপর যেন হৈল বজ্রপাত।
মহা-অপরুদ্ধ হৈল শান্তিপুর-নাথ॥
অপরুদ্ধ হৈয়া প্রভু প্রভুর বিরহে।
উপবাস করি গিয়া থাকিলেন গৃহে॥ ২৪॥
সবেই চলিলা ঘরে শোকাকুলি হৈয়া।
গৌরাঙ্গ-চরণ-ধন হৃদয়ে বান্ধিয়া॥

ঠাকুর আইলা নন্দন-আচার্য্যের ঘরে।
বসিলা আসিয়া বিষ্ণুখট্টার উপরে॥ ২৫॥
নন্দন দেখিয়া গৃহে পরম মঙ্গল।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা ভূমিতল॥
সত্বরে দিলেন আনি নূতন বসন।
তিতা-বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচীনন্দন॥ ২৬॥
প্রসাদ চন্দন মালা দিব্য অর্ঘ্য গন্ধ।
চন্দনে ভূষিত কৈল প্রভুর শ্রীঅঙ্গ॥
কর্পূর-তাম্বূল আনি দিলেন শ্রীমুখে।
ভক্তের পদার্থ প্রভু খায় নিজ-সুখে॥ ২৭॥
পাসরিলা দুঃখ প্রভু নন্দন-সেবায়।
সুকৃতী নন্দন বসি তাম্বূল যোগায়॥
প্রভু বলে "মোর বাক্য শুনহ নন্দন।
আজি তুমি আমারে করিবে সঙ্গোপন"॥২৮॥
নন্দন বলয়ে "প্রভু! এ বড় দুষ্কর।
কোথা লুকাইবা তুমি সংসার-ভিতর॥
হৃদয়ে থাকিয়া না পারিলা লুকাইতে।
বিদিত করিল তোমা ভক্ত তথা হৈতে॥ ২৯॥
যে নারিল লুকাইতে ক্ষীরসিন্ধু-মাঝে।
সে কেমনে লুকাইব বাহির সমাজে॥"

দুর্ঘটনাই ঘটিবে, তাহাই ভাবিয়া নিতাই ও হরিদাস দু'জনেই কাঁপিতে লাগিলেন।

২১। "কারো......প্রকাশ"=আমি যে কোথায় থাকিব, তাহা যেন প্রকাশ করিও না।

২২। "সঙ্গোপে"=গোপনে।

"কারে........দোহাই"=আমার দিব্য, যেন কারও সঙ্গে বলো না। "নন্দনের"=শ্রীনন্দন আচার্য্যের। "এ দুই"=নিত্যানন্দ ও হরিদাস।

"সঙ্গোপ কৈল"=গোপনে রাখিল।

২৩। "দুঃখময়............আবেশ"=মহাপ্রভুর অদর্শনে ভক্তগণের সুখময় কৃষ্ণভাবাবেশ দুঃখময় হইয়া উঠিল।

২৪। "মহা-অপরুদ্ধ"=অত্যন্ত বিষণ্ণ।

"শান্তিপুর-নাথ"=শ্রীঅদ্বৈত-চন্দ্র।

"প্রভু"=শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু।

"প্রভুর"=শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর।

২৬। "তিতা-বস্ত্র"=ভিজা কাপড়।

২৯। "হৃদয়ে ..... হৈতে"=তুমি মহাগোপ্য শ্রীলক্ষ্মীদেবীর হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়াও এবং মহা মহা মুনি-ঋষি-যোগিগণের হৃদয়াভ্যন্তরে অতি

নন্দন-আচার্য্য-বাক্য শুনি প্রভু হাসে।
বঞ্চিলেন নিশি প্রভু নন্দন-সম্ভাষে ॥ ৩০ ॥
ভাগ্যবন্ত নন্দন অশেষ-কথা-রঙ্গে।
সর্ব্ব রাত্রি গোঙাইলা ঠাকুরের সঙ্গে ॥
ক্ষণ-প্রায় গেল নিশা কৃষ্ণকথা-রসে।
প্রভু দেখে—দিবস হইল পরকাশে ॥ ৩১ ॥
অদ্বৈতের প্রতি দণ্ড করিয়া ঠাকুর।
শেষে অনুগ্রহ মনে বাঢ়িল প্রচুর ॥
আজ্ঞা কৈল প্রভু নন্দন-আচার্য্য চাহিয়া।
"একেশ্বর শ্রীবাস-পণ্ডিতে আন গিয়া" ॥ ৩২ ॥
সত্বরে নন্দন গেলা শ্রীবাসের স্থানে।
আইলা শ্রীবাসে লৈয়া প্রভু যেইখানে ॥
প্রভু দেখি ঠাকুর-পণ্ডিত কাঁদে প্রেমে।
প্রভু বলে "চিন্তা কিছু না করিহ মনে" ॥ ৩৩ ॥
সদয় হইয়া প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে।
"আচার্য্যের বার্ত্তা কহ—আছেন কেমনে ॥"
"আরো বার্ত্তা লহ"—বলে পণ্ডিত শ্রীবাস।
"আচার্য্যের কালি প্রভু! হৈল উপবাস ॥ ৩৪ ॥
আছিবারে আছে প্রভু! সবে দেহ-মাত্র।
দরশন দিয়া তাঁরে করহ কৃতার্থ ॥
অন্য জন হইলে কি আমরাই সহি।
তোমার সে সবেই জীবন প্রভু! বহি ॥ ৩৫ ॥
তোমা বিনা কালি প্রভু! সবার জীবন।
মহাশোচ্য বাসিলাম—আছে কি কারণ ॥
যেন দণ্ড করিলা বচন-অনুরূপ।
এখনে আসিয়া হও প্রসাদ-সম্মুখ" ॥ ৩৬ ॥
শ্রীবাসের বচন শুনিয়া কৃপাময়।
চলিলা আচার্য্য প্রতি হইয়া সদয় ॥

সন্তর্পণে পরম গুপ্তভাবে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও, নিজেকে লুকাইতে পারিলে না—ভক্তগণ প্রেমবলে তোমাকে তথা হইতে টানিয়া বাহির করিয়া তোমাকে জগতে প্রকাশ করিলেন—সর্ব্বত্র তোমার বিগ্রহাদি স্থাপন পূর্ব্বক তোমার রূপ প্রকট করিলেন।

২৯ ৩০। "হৃদয়ে . ...মাঝে" = এতদ্দ্বারা মহাপ্রভু যে নারায়ণ, তাহাই প্রকারান্তরে ব্যক্ত করিলেন।

৩০। "ক্ষীরসিন্ধু-মাঝে" = পরম গুপ্ত সুদুর্গম ক্ষীর সমুদ্রের মধ্যে অনন্ত-শয্যায় শয়ন করিয়াও।

"সে··················সমাজে" = এত গোপনে থাকিয়াও যে লুকাইয়া থাকিতে পারিল না, সে জন লোকের মাঝখানে থাকিয়া কিরূপে গুপ্ত থাকিবে? ইহা কি কখনও সম্ভব হয়?

"নন্দন-সম্ভাষে" = নন্দনাচার্য্যের সঙ্গে কৃষ্ণকথা-আলাপনে। ৩৪। "বার্ত্তা" = সংবাদ; খবর।

৩৫। "আছিবারে... . মাত্র" = বেঁচে থাক্‌তে হয় তাই রয়েছে; দেহখান রয়েছে বটে, কিন্তু প্রাণটা তুমি নিয়ে নেছ।

"অন্য......... . বহি" = অন্য লোকে শ্রীঅদ্বৈতকে এরূপ মনোদুঃখ দিলে কি আমরাই তাই সহ্য করিতে পারিতাম, তবে তুমি বলিয়াই সহ্য করিতে পারিতেছি, কেননা আমাদের এই জীবন আমাদের নহে—এ তোমারই; তোমার জিনিস বলিয়াই, এখনও আমরা ইহা বহন করিতেছি, নতুবা ঐ দুঃখে কবে ইহা ত্যাগ করিতাম।

৩৬। "মহাশোচ্য······কারণ" = 'মহাশোচ্য'—অত্যন্ত শোচনীয়। আমাদের জীবন মহাকষ্টের বোধ হইতে লাগিল; এ জীবন এখনও কি জন্য রহিয়াছে? "যেন......সম্মুখ" = সে যেরূপ বলিয়াছে, তার শাস্তিও ত সেইরূপই করিয়াছ; এখন আসিয়া তাহার প্রতি প্রসন্ন হও।

মূর্চ্ছাগত আসি প্রভু দেখে আচার্য্যেরে।
'মহা-অপরাধী'-হেন মানে আপনারে ॥ ৩৭ ॥
"প্রসাদে হইয়া মত্ত বুলি অহঙ্কারে।"
পাইয়া প্রভুর দণ্ড, কম্প দেহ-ভারে ॥
দেখিয়া সদয় প্রভু বোলয়ে উত্তর।
উঠহ আচার্য্য! হের আমি বিশ্বম্ভর ॥ ৩৮ ॥
লজ্জায় অদ্বৈত কিছু না বলে বচন।
প্রেমযোগে মনে চিন্তে প্রভুর চরণ ॥
আরবার বলে প্রভু "উঠহ আচার্য্য।
চিন্তা নাহি, উঠি কর আপনার কার্য্য" ॥ ৩৯।
অদ্বৈত বলয়ে "প্রভু! করাইলা কার্য্য।
যত কিছু বল মোরে, সব প্রভু! বাহ্য ॥
মোরে তুমি নিরন্তর লওয়াও কুমতি।
অহঙ্কার দিয়া মোরে করাহ দুর্গতি ॥ ৪০ ॥
সবাকারে উত্তম দিয়াছ দাস্য-ভাব।
আমারে দিয়াছ প্রভু! যত কিছু রাগ ॥
লওয়াও আপনে, দণ্ড করাহ আপনে।
মুখে এক বল তুমি, কর আর মনে ॥ ৪১ ॥
প্রাণ ধন দেহ মন—সব তুমি মোর।
তবে মোরে দুঃখ দাও—ঠাকুরালি তোর ॥
হেন কর প্রভু! মোরে দাস্য-ভাব দিয়া।
চরণে রাখহ দাসী-নন্দন করিয়া" ॥ ৪২ ॥
শুনিয়া অদ্বৈত-বাক্য শ্রীগৌরসুন্দর।
অকৈতবে কহে সর্ব্ব-বৈষ্ণব-গোচর ॥
"শুন শুন আচার্য্য! তোমারে তত্ত্ব কই।
ব্যবহার-দৃষ্টান্ত দেখহ তুমি এই ॥ ৪৩ ॥
রাজপাত্র রাজ-স্থানে চলয়ে যখনে।
দ্বারী প্রহরী সব করে নিবেদনে ॥
'মহাপাত্র! যদি গোচরিয়া রাজ-স্থানে।
জীব্য লই দিলে রহে গোষ্ঠীর জীবনে' ॥ ৪৪ ॥
যেই মহাপাত্র-স্থানে করে নিবেদন।
রাজ-আজ্ঞা হৈলে কাটে সেই সব জন ॥
সব-রাজ্য-ভার দেই যে মহাপাত্রেরে।
অপরাধে শোচ্য হাতে তার শাস্তি করে ॥ ৪৫॥
এইমত কৃষ্ণ মহা-রাজরাজেশ্বর।
কর্ত্তা হর্ত্তা—ব্রহ্মা শিব যাঁহার কিঙ্কর ॥

৪০। "অদ্বৈত...... কার্য্য" = শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, প্রভো! আমি কাজ আর কি করিব? তুমি ত আমাকে কাজ করাইয়াছ! তুমি আমাকে অহঙ্কার দিয়াছ, ক্রোধ দিয়াছ, অভিমান দিয়াছ, ইহার বশেই আমি তোমাকে ভুলিয়া রহিয়াছি, তা কাজ আর কি করিব? তোমার সেবাকার্য্য ছাড়া কাজ আর কি আছে? কিন্তু অহঙ্কারাদি লইয়া কে তোমার সেবা-কার্য্য করিতে পারে?

৪১। "লওয়াও......করাহ আপনে" = তুমি যাহা করাও তাই করি, যে পথে চালাও সেই পথে চলি; কিন্তু কুকর্ম্ম করিলে, বিপথে চলিলে, তুমি তাহার দণ্ড-বিধানও করাইয়া থাক। শ্রীঅর্জ্জুন-মহাশয় বলিয়াছিলেন—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

"মুখে........মনে" = তুমি মুখে অর্থাৎ শাস্ত্রাদি দ্বারা একরূপ বল অর্থাৎ বল যে, আমি সকলেরই কর্ত্তা, আমি জীবকে যাহা করাই তাহাই করে, কিন্তু আবার মনে মনে অন্যরূপ কর অর্থাৎ তাহাদের সেই সেই কর্ম্মফলের দণ্ড-বিধান করাইয়া থাক।

৪৩। "ব্যবহার-দৃষ্টান্ত" = সাংসারিক বা লৌকিক উদাহরণ।

সৃষ্টি আদি করিতেও দিয়াছেন শক্তি।
শাস্তি করিতেও কেহো না করে দ্বিরুক্তি ॥৪৬॥
রমাদি ভবাদি সবে কৃষ্ণ-দণ্ড পায়।
দোষ প্রভু সেবকের ক্ষময়ে সদায় ॥
অপরাধ দেখি কৃষ্ণ যার শাস্তি করে।
জন্মে জন্মে দাস সেই—বলিল তোমারে ॥৪৭॥
উঠিয়া করহ স্নান, কর আরাধন।
নাহিক তোমার চিন্তা, করহ ভোজন ॥”
প্রভুর বচন শুনি অদ্বৈত-উল্লাস।
দাসের শুনিয়া দণ্ড, হৈল বড় হাস ॥ ৪৮ ॥
এখনে সে বলি প্রভু! তোর ঠাকুরালি।
নাচেন অদ্বৈত রঙ্গে দিয়া করতালী ॥
প্রভুর আশ্বাস শুনি আনন্দে বিহ্বল।
পাসরিল পূর্ব্ব যত বিরহ সকল ॥ ৪৯ ॥
সকল বৈষ্ণব হৈলা পরম-আনন্দ।
তখনে হাসেন হরিদাস নিত্যানন্দ ॥
এ সব পরমানন্দ-লীলা-কথা-রসে।
কেহো কেহো বঞ্চিত হইল দৈবদোষে ॥ ৫০ ॥
চৈতন্যের প্রেমপাত্র শ্রীঅদ্বৈত-রায়।
এ সম্পত্তি অল্প-হেন বুঝয়ে মায়ায় ॥
অল্প করি না মানিহ ‘দাস’-হেন নাম।
অল্প ভাগ্যে ‘দাস’ নাহি করে ভগবান্ ॥ ৫১ ॥
আগে হয় মুক্তি, তবে সর্ব্ব-বন্ধ-নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস ॥

৪৪-৪৫। “রাজপাত্র ....করে” = প্রধান রাজকর্ম্মচারী যখন রাজার নিকট গমন করেন, তখন দরোয়ান, চৌকীদার প্রভৃতি চাকর-বাকরেরা করযোড়ে এই প্রার্থনা করে যে, যদি আপনি রাজার নিকট বলিয়া আমাদের মাহিনা আনিয়া দেন, তাহা হইলে পরিবারবর্গের প্রাণ-রক্ষা হয়। কিন্তু দেখুন, যদি কোন কারণে আবার রাজ-আজ্ঞা হয়, তখন সেই সব লোকই সেই কর্ম্মচারীকে কাটিয়া ফেলে। আরও দেখুন, রাজা যে মন্ত্রীকে সমস্ত রাজ্যভার দেন, তাহার দোষ পাইলে খুব ছোট লোকের দ্বারাও তাহাকে সাজা দেন।

৪৬। “কর্ত্তা.........কিঙ্কর” = সৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীব্রহ্মা ও সংহার-কর্ত্তা শ্রীমহাদেব হইলেন যে কৃষ্ণের দাস।

“সৃষ্টি................. দ্বিরুক্তি” = সৃষ্টি করিবার শক্তিও সেই কৃষ্ণই দিয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং দণ্ড করিলে বা করাইলেও, কেহ কোনও কথা বলিতে পারে না।

৪৭। “রমাদি ভবাদি” = বিষ্ণু-প্রেয়সী শ্রীলক্ষ্মীদেবী ও অন্য দেবীগণ এবং শ্রীশিবাদি দেবতাগণ।

৪৮। “দাসের ....হাস” = শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু তখন আনন্দে খুব হাসিতে লাগিলেন, কেননা মহাপ্রভু যখন তাঁহাকে দণ্ড দিয়াছেন, তখন দাস বলিয়া তাঁহার প্রতি যে মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপা আছে, তাহা বুঝিতে পারিলেন।

৫০। “দৈবদোষে” = দুর্ভাগ্যবশতঃ।

৫১। “এ.........মায়ায়” = যাহারা মায়ামুগ্ধ কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হতভাগ্য জীব, তাহারাই শ্রীচৈতন্যের প্রিয়পাত্র হওয়াকে তুচ্ছ বস্তু বলিয়া মনে করে।

“অল্প করি.........নাম” = ‘কৃষ্ণদাস’ হওয়া বড় একটুখানি কথা নহে। ‘কৃষ্ণদাস’ হইতে পারিলে ত সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইল, তাহার আর কিসের ভাবনা ?

৫২। “আগে .....দাস” = কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলে, প্রথমে সংসার-মোচন হয়, তৎপরে কৃষ্ণভজন-বিঘ্নকারী যত কিছু বন্ধন আছে, সমস্ত বন্ধনই ছিন্ন হয়, তবে তখন প্রকৃত ‘কৃষ্ণদাস’ হইতে পারে।

এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজে।
মুক্ত-সব লীলা-তনু করি 'কৃষ্ণ' ভজে ॥ ৫২ ॥

তথা চোক্তং ভাষ্যকৃদ্ভিঃ।
মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥৫৩॥

কৃষ্ণের সেবক-সব কৃষ্ণ-শক্তি ধরে।
অপরাধী হইলেও কৃষ্ণ শাস্তি করে ॥
হেন কৃষ্ণভক্ত-নামে কোনো শিষ্যগণ।
অন্ন-হেন জ্ঞানে দ্বন্দ্ব করে অনুক্ষণ ॥ ৫৪ ॥
সে-সব দুষ্কৃতী অতি জানিহ নিশ্চয়।
যাতে সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পক্ষ নাহি লয় ॥
'সর্ব্ব-প্রভু গৌরচন্দ্র'—ইথে দ্বিধা যার।
কভু সে সুকৃতী নহে, সেই দুরাচার ॥ ৫৫ ॥
গর্দ্দভ-শৃগাল-তুল্য শিষ্যগণ লৈয়া।
কেহো বলে—"আমি রঘুনাথ ভাব' গিয়া॥"
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে শক্তি যার।
চৈতন্য-দাসত্ব বহি বড় নাহি আর ॥ ৫৬ ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধরে প্রভু বলরাম।
সেহো প্রভু দাস্য করে, কেবা হয় আন ॥
জয় জয় হলধর নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্য-কীর্ত্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায় ॥ ৫৭ ॥
তাঁহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে রতি।
যত কিছু বলি—সব তাঁহার শকতি ॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ পঁহু জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ-যুগে গান ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে ভক্ত-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

জয় জয় জগত-মঙ্গল গৌরচন্দ্র।
দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদ-দ্বন্দ্ব ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণ।
জয় জয় ভকত-বৎসল গুণধাম ॥ ১ ॥
ভক্তগোষ্ঠী-সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥
হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর-রায়।
সঙ্কীর্ত্তন-সুখ প্রভু করয়ে সদায় ॥ ২ ॥
মধ্যখণ্ড-কথা ভাই! শুন একমনে।
লক্ষ্মী-কাচে প্রভু নৃত্য করিলা যেমনে ॥
একদিন প্রভু বলিলেন সবা-স্থানে।
"আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বন্ধানে" ॥ ৩ ॥
সদাশিব বুদ্ধিমন্ত-খানেরে ডাকিয়া।
বলিলেন প্রভু "কাচ-সজ্জ কর গিয়া ॥
শঙ্খ, কাঁচুলী, পাটশাড়ী, অলঙ্কার।
যোগ্য যোগ্য করি সজ্জ কর সবাকার ॥ ৪ ॥

৫৩। মুক্ত-পুরুষেরাও ইচ্ছা পূর্ব্বক দেহ ধারণ করিয়া শ্রীভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন।

৫৫। "যাতে......লয়"—তন্নিমিত্ত সব বৈষ্ণবকে ভাল বলে না—কাহাকেও ভাল বলে, কাহাকেও বা মন্দ বলে, তাহাতে অপরাধী হয়।

৫৬। "আমি............গিয়া"—আমি রামচন্দ্র আসিয়াছি—আমাকে রামচন্দ্র-রূপে চিন্তা করোগে।

৩। "লক্ষ্মী-কাচে"—লক্ষ্মীর বেশে বা সাজে। "অঙ্কের বন্ধানে"—গীতাভিনয় বা নাট্যাভিনয়ের মত করিয়া।

গদাধর কাচিবেন রুক্মিণীর কাচ।
ব্রহ্মানন্দ তাঁর বুড়ী, সখী সুপ্রভা ত॥
নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার।
কোতোয়াল হরিদাস—জাগাইতে ভার ॥৫॥
শ্রীবাস নারদ-কাচ, স্নাতক শ্রীরাম।"
"দেউটিয়া হাড়ি মুই"—বলয়ে শ্রীমান্॥
অদ্বৈত বলয়ে—"কে করিব পাত্র-কাচ।"
প্রভু বলে "পাত্র—সিংহাসনে গোপীনাথ ॥ ৬ ॥
সত্বরে চলহ বুদ্ধিমন্ত-খান তুমি।
কাচ-সজ্জ কর গিয়া নাচিবাঙ আমি॥"
আজ্ঞা শিরে করি সদাশিব বুদ্ধিমন্ত।
গৃহে চলিলেন, আনন্দের নাহি অন্ত ॥ ৭ ॥
সেইক্ষণে কাথিবার চান্দোয়া কাটিয়া।
কাচ-সজ্জ করিলেন সুছন্দ করিয়া॥
লইয়া সকল কাচ বুদ্ধিমন্ত-খান।
থুইলেন লৈয়া ঠাকুরের বিদ্যমান॥ ৮ ॥
দেখিয়া হইলা প্রভু সন্তোষিত-মন।
সকল বৈষ্ণব প্রতি বলিলা বচন॥
প্রকৃতি-স্বরূপে নৃত্য হইব আমার।
দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয়, তার অধিকার ।৯॥
সেই সে যাইব আজি বাড়ীর ভিতরে।
যে যে জন ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে ॥
লক্ষ্মী-বেশে অঙ্ক-নৃত্য করিব ঠাকুর।
সকল বৈষ্ণবের রঙ্গ বাড়িল প্রচুর॥ ১০ ॥
শেষে প্রভু কথাখানি করিলেন দঢ়।
শুনিয়া হইলা সবে বিষাদিত বড়॥
সর্ব্বাগ্রে ভূমিতে অঙ্ক দিলেন আচার্য্য।
"আজি নৃত্য-দরশনে মোর নাহি কার্য্য॥১১॥
আমি সে অজিতেন্দ্রিয় না যাইব তথা।"
শ্রীবাস-পণ্ডিত কহে—"মোরো অই কথা॥"
শুনিয়া ঠাকুর কহে ঈষত হাসিয়া।
"তোমরা না গেলে নৃত্য কাহারে লইয়া"।১২
সর্ব্ব-রঙ্গ-চূড়ামণি চৈতন্য-গোসাঁই।
পুনঃ আজ্ঞা করিলেন "কারো চিন্তা নাই॥
মহাযোগেশ্বর আজি তোমরা হইবা।
দেখিয়া আমারে কেহো মোহ না পাইবা॥"

৪। "কাচ-সজ্জ" = বেশের সজ্জা; সাজ-পাট।

৫। "গদাধর.........কাচ" = গদাধর রুক্মিণী সাজিবেন।

৬। "দেউটিয়া" = দীপধারী।

"হাড়ি" = অতি হীন।

"কে......কাচ" = নায়ক সাজিবে কে?

"প্রভু..........গোপীনাথ" = প্রভু বলিলেন, সিংহাসনে যে 'গোপীনাথ' বসিয়া রহিয়াছেন, উনিই নায়ক।

৮। "কাথিবার চান্দোয়া" = কাটিয়ার দেশীয় চাঁদোয়া। "সুছন্দ" = সুন্দর।

৯। "প্রকৃতি-স্বরূপে" = রমণী-রূপে।

"জিতেন্দ্রিয়" = কাম-জয়ী।

১০। "যে......ধরে" = যাহারা কামকে দমন করিয়া রাখিতে সমর্থ।

"অঙ্ক-নৃত্য" = অভিনয়কালীন নৃত্যের ন্যায় নৃত্য।

"রঙ্গ" = কৌতুহল; ঔৎসুক্য; (Anxiety).

১১। "শেষে.........দঢ়" = প্রভু শেষকালে যে কথাটা বলিলেন অর্থাৎ

'সেই সে যাইব আজি বাড়ীর ভিতরে।
যে যে জন ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে॥'

এইটা যে বড় শক্ত কথা হইল!

"সর্ব্বাগ্রে...........আচার্য্য" = সকলের আগে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মাটিতে একটা আঁচড় দিয়া যেন দেখা'লেন, 'আমি এর ওদিকে আর যাচ্ছি না' এবং বল্‌তে লাগ্‌লেন।

শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা অদ্বৈত শ্রীবাস।
সবার সহিত মহা পাইল উল্লাস ॥ ১৩ ॥
সর্ব্ব-গণ-সহিতে ঠাকুর-বিশ্বম্ভর।
চলিলা আচার্য্য চন্দ্রশেখরের ঘর ॥ ১৪ ॥
আই চলিলেন নিজ-বধূর সহিতে।
লক্ষ্মীরূপে নৃত্য বড় অদ্ভুত দেখিতে ॥
যত আপ্ত-বৈষ্ণবগণের পরিবার।
চলিলা আইর সঙ্গে নৃত্য দেখিবার ॥ ১৫ ॥
শ্রীচন্দ্রশেখর-ভাগ্য—তার এই সীমা।
যার ঘরে প্রভু প্রকাশিলা এ মহিমা ॥
বসিলা ঠাকুর সব-বৈষ্ণব-সহিতে।
সবারে হইল আজ্ঞা স্ব কাচ কাচিতে ॥ ১৬ ॥
করযোড়ে অদ্বৈত বোলয়ে বার-বার।
"মোরে আজ্ঞা প্রভু কোন্ কাচ কাচিবার॥"
প্রভু বলে "যত কাচ সকলি তোমার।
ইচ্ছা-অনুরূপ কাচ কাচ' আপনার" ॥ ১৭ ॥
বাহ্য নাহি অদ্বৈতের, কি করিব কাচ।
ভ্রুকুটি করিয়া বলে শান্তিপুর-নাথ ॥

সর্ব্ব-ভাবে নাচে মহা-বিদূষক-প্রায়।
আনন্দ-সাগর-মাঝে ভাসিয়া বেড়ায় ॥ ১৮ ॥
মহা কৃষ্ণ-কোলাহল উঠিল সকল।
আনন্দে বৈষ্ণব-সব হইলা বিহ্বল ॥
কীর্ত্তনের শুভারম্ভ করিলা মুকুন্দ।
'রাম কৃষ্ণ নরহরি গোপাল গোবিন্দ' ॥ ১৯ ॥
প্রথমে প্রবিষ্ট হৈলা প্রভু-হরিদাস।
মহা দুই গোঁফ করি বদন-বিলাস ॥
মহা পাগ শিরে শোভে, ধটী পরিধান।
দণ্ডহস্তে সবারে করয়ে সাবধান ॥ ২০ ॥
"আরে আরে ভাই-সব! হও সাবধান।
নাচিব লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ॥"
হাতে নড়ি চারিদিকে ধাইয়া বেড়ায়।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক, 'কৃষ্ণ' সবারে জাগায় ॥ ২১ ॥
"কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ সেব, বল কৃষ্ণনাম।"
দম্ভ করি হরিদাস করয়ে আহ্বান ॥
হরিদাসে দেখিয়া সকল গণ হাসে।
'কে তুমি এথায় কেনে' সভেই জিজ্ঞাসে ॥২২॥

১৩। "সর্ব্ব-রঙ্গ-চূড়ামণি" = সর্ব্ববিধ কৌতুক (Fun) করিবার গুরুমহাশয় বা ওস্তাদ।

১৬। "শ্রীচন্দ্রশেখর.........সীমা" = চন্দ্রশেখর আচার্য্যের ইহা চূড়ান্ত সৌভাগ্য, এর চেয়ে বেশী সৌভাগ্য আর হইতে পারে না।

"স্ব-কাচ কাচিতে" = নিজ নিজ অভিনয়ের সাজ সাজিতে।

১৮। "বিদূষক" = নাট্যাভিনয়ে যে ব্যক্তি নানারূপ অঙ্গ-ভঙ্গী ও রকমারি বাক্যাদি দ্বারা সকলকে হাসায়; (Comic-player or Comedian).

১৯। "কৃষ্ণ-কোলাহল" = তুমুল হরিধ্বনি।

"সকল" = সব দিকে; সর্ব্বত্র।

২০। "মহা.........বিলাস" = মুখে মস্ত এক জোড়া গোঁফ শোভা পাইতেছে। "ধটী" = ধড়া।

২১। "সর্ব্বাঙ্গে পুলক" = কৃষ্ণপ্রেমানন্দে তাঁহার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে।

২১-২২। "কৃষ্ণ সবারে .....কৃষ্ণনাম" = হরিদাস সাজিয়াছেন কোটাল অর্থাৎ প্রহরী। প্রহরীর কার্য্য হইল সকলকে জাগান। তিনি মায়া-নিদ্রাভিভূত জীবগণকে 'কৃষ্ণ'-বিষয়ে জাগরিত করিতেছেন, কি বলিয়া—না, 'কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ সেব, বল কৃষ্ণনাম' এই বলিয়া অর্থাৎ হে জীবগণ! অনেক ঘুমাইয়াছ, আর ঘুমাইও না, জাগিয়া উঠ, সতর্ক হও অর্থাৎ এখনও কৃষ্ণ ভজ, নতুবা হঠাৎ কোন্ দিন চোর

হরিদাস বলে "আমি বৈকুণ্ঠ-কোটাল।
'কৃষ্ণ' জাগাইয়া আমি বুলি সর্ব্বকাল॥
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু আইলেন এথা।
প্রেমভক্তি লোটাইব ঠাকুর সর্ব্বথা॥ ২৩॥
লক্ষ্মীবেশে নৃত্য আজি করিব আপনে।
প্রেমভক্তি লুটি আজি হও সাবধানে॥"
এত বলি দুই গোঁফ মুচড়িয়া হাথে।
রড় দিয়া বুলে গুপ্ত-মুরারির সাথে॥ ২৪॥
দুই মহা-বিহ্বল কৃষ্ণের প্রিয় দাস।
দুইর শরীরে গৌরচন্দ্রের বিলাস॥
ক্ষণেকে নারদ-কাচ কাচিয়া শ্রীবাস।
প্রবেশিলা সভা-মাঝে করিয়া উল্লাস॥ ২৫॥
মহা-দীর্ঘ পাকা দাড়ি, ফোঁটা সর্ব্ব গায়।
বীণা কান্ধে কুশ-হস্তে চারিদিকে চায়॥
রামাই-পণ্ডিত কক্ষে করিয়া আসন।
হাতে কমণ্ডলু—পাছে করিলা গমন॥ ২৬॥
বসিতে দিলেন রাম-পণ্ডিত আসন।
সাক্ষাৎ নারদ যেন দিলা দরশন॥
শ্রীবাসের বেশ দেখি সর্ব্ব গণ হাসে।
করিয়া গভীর নাদ অদ্বৈত জিজ্ঞাসে॥ ২৭॥
"কে তুমি আইলা এথা, কোন্ বা কারণে।"
শ্রীবাস বলেন "শুন কহিয়ে বচনে॥
নারদ আমার নাম—কৃষ্ণের গায়ন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আমি করিয়ে ভ্রমণ॥ ২৮॥
বৈকুণ্ঠে গেলাম 'কৃষ্ণ' দেখিবার তরে।
শুনিলাম 'কৃষ্ণ' গেলা নদীয়া-নগরে॥
শূন্য দেখিলাম বৈকুণ্ঠের ঘর দ্বার।
গৃহিণী গৃহস্থ নাহি, নাহি পরিবার॥ ২৯॥
না পারি রহিতে শূন্য-বৈকুণ্ঠ দেখিয়া।
আইলাম আপন-ঠাকুর সঙরিয়া॥
প্রভু আজি নাচিবেন ধরি লক্ষ্মী-বেশ।
অতএব এ সভায় আমার প্রবেশ"॥ ৩০॥
শ্রীবাস—নারদ, তাঁর নিষ্ঠাবাক্য শুনি।
হাসিয়া বৈষ্ণব-সব করে জয়ধ্বনি॥
অভিন্ন-নারদ যেন শ্রীবাস-পণ্ডিত।
সেই রূপ, সেই বাক্য, সেই সে চরিত॥৩১॥

আসিয়া তোমাদের সর্ব্বস্ব চুরি করিয়া লইয়া যাইবে, অর্থাৎ যম আসিয়া প্রাণ হরণ করিয়া লইয়া যাইবে অর্থাৎ হঠাৎ কোন্ দিন মরিয়া যাইবে।

২৩। "বৈকুণ্ঠ......সর্ব্বথা" = বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর আজ সুখময় শ্রীবৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া এই নবদ্বীপে আসিয়াছেন; কেন আসিয়াছেন?—না, তিনি বৈকুণ্ঠের পরম সম্পত্তি, পরমানন্দময় প্রেমভক্তি আজ পৃথিবীতে লুঠাইয়া দিবেন, এহেন পরম পদার্থ আজ অযাচকে অবিচারে যাকে তাকে বিতরণ করিবেন। এতদ্দ্বারা মহাপ্রভু যে বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ, তাহাও বলা হইল এবং তিনি যে অপার করুণাময়, তাহাও বলিলেন।

২৪। "প্রেমভক্তি......সাবধানে" = প্রেমভক্তি লুঠিয়া লইবার জন্য সকলে এইবেলা সযত্ন ও প্রস্তুত হও। ২৫। "ক্ষণেকে" = একটু পরেই।

২৬। "ফোঁটা" = তিলক।

২৯। "গৃহিণী গৃহস্থ" = গৃহিণী অর্থাৎ গৃহকর্ত্রী বা বৈকুণ্ঠাধিশ্বরী শ্রীলক্ষ্মীদেবী; গৃহস্থ অর্থাৎ গৃহপতি বা বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীনারায়ণ।

"পরিবার" = শ্রীবৈকুণ্ঠের পরিকর ও দাসদাসীগণ।

৩০। "আপন-ঠাকুর" = শ্রীবিষ্ণু।

৩১। "শ্রীবাস…শুনি" = শ্রীবাস সাজিয়াছেন নারদ এবং তিনি কথাও কহিতেছেন অবিকল সেই নারদেরই মত অর্থাৎ তাঁহার কথা শুনিলে মনে

যত পতিব্রতাগণ—সকল লইয়া।
আই দেখে কৃষ্ণ-সুধারসে মগ্ন হৈয়া॥
মালিনীরে বলে আই—"এই নি পণ্ডিত।"
মালিনী বলয়ে—'আই! অই সুনিশ্চত'॥
পরম বৈষ্ণবী আই—সর্ব্ব-লোক-মাতা।
শ্রীবাসের মূর্ত্তি দেখি হইলা বিস্মিতা॥ ৩২॥
আনন্দে পড়িলা আই হইয়া মূর্চ্ছিত।
কোথাও নাহিক ধাতু—সবে চমকিত॥
সত্বরে সকল পতিব্রতা নারীগণ।
কর্ণমূলে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করে সঙরণ॥ ৩৩॥
সম্বিত পাইয়া আই 'গোবিন্দ' সঙরে।
পতিব্রতাগণে ধরে, ধরিতে না পারে॥
এইমত কি ঘর বাহিরে সর্ব্বজন।
বাহ্য নাহি স্ফুরে—সবে করেন ক্রন্দন॥৩৪॥
গৃহান্তরে বেশ করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন হইলা নির্ভর॥
আপনা না জানে প্রভু রুক্মিণী-আবেশে।
বিদর্ভের সুতা হেন আপনাকে বাসে॥ ৩৫॥

নয়নের জলে পত্র লিখয়ে আপনে।
পৃথিবী হইল পত্র, আঙ্গুলি কলমে॥
রুক্মিণীর পত্র—সপ্ত-শ্লোক ভাগবতে।
যে আছে, পড়য়ে তাহা কান্দিতে কান্দিতে॥
গীতবন্ধে শুন সাত শ্লোকের ব্যাখ্যান।
যে কথা শুনিলে স্বামী হয় ভগবান্॥ ৩৬॥

তথাহি (ভাঃ ১০।৫২।৩৭)

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবন-সুন্দর! শৃণ্বতাং তে
নির্বিশ্য কর্ণ-বিবরৈর্হরতোঽঙ্গ! তাপং।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থ-লাভং
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে॥ ৩৭॥

কারুণ্যসারদা-রাগেন গীয়তে।

"শুনিয়া তোমার গুণ ভুবন-সুন্দর।
দূর ভেল অঙ্গ! তাপ ত্রিবিধ দুষ্কর॥
সর্ব্ব-নিধি-লাভ তোর রূপ-দরশন।
সুখে দেখে বিধি যারে দিলেক লোচন॥৩৮॥
শুনি যদুসিংহ! তোর যশের বাখান।
নির্লজ্জ হইয়া চিত্ত ধায় তুয়া স্থান॥

হইবে, ঠিক যেন সেই নারদই স্বয়ং আসিয়া কথা কহিতেছেন; আর তাঁহার সেই নারদের মত কথা শুনিয়া বৈষ্ণবগণ হাসিয়া অস্থির হইলেন ও জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

"অভিন্ন-নারদ যেন"=ঠিক যেন নারদ।

"চরিত"=স্বভাব; কার্য্য; আচরণ; ভাব।

৩২। "এই নি"=ইনিই কি?

৩৪। "সম্বিত"=জ্ঞান।

"বাহ্য নাহি স্ফুরে"=কাহারও বাহ্যজ্ঞান নাই।

৩৫। "গৃহান্তরে বেশ করে"=অন্য গৃহে সাজ পরিতেছেন; (Dressing).

"বিদর্ভের সুতা"=বিদর্ভ-রাজ ভীষ্মকের কন্যা।

৩৭। হে ভুবন-সুন্দর! হে কৃষ্ণ! লোকে যখন তোমার গুণাবলীর কথা শ্রবণ করে, তৎকালে সেই গুণরাশি কর্ণ-রন্ধ্র দ্বারা তাহাদের হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাদের সকল জ্বালা দূর করিয়া দেয়। আর যে সকল লোকের দৃষ্টিশক্তি আছে, তাহারা তোমার রূপ দেখিয়া 'সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইল' বলিয়া মনে করে। হে অচ্যুত! তোমার এতাদৃশ গুণ ও রূপের কথা শুনিয়া আমারও চিত্ত, লজ্জার মাথা খাইয়া, তোমার প্রতি আসক্ত হইয়াছে।

৩৮। "দূর ভেল"=দূরে গেল।

"অঙ্গ"=হে কৃষ্ণ!

"তাপ ত্রিবিধ"=তিন প্রকার তাপ; ত্রিতাপ;

কোন্ কুলবতী ধীরা আছে জগ-মাঝে।
কাল পাই তোমার চরণ নাহি ভজে ॥ ৩৯ ॥
বিদ্যা কুল শীল ধন রূপ বেশ ধামে।
সকল বিফল হয় তোমার বিহনে ॥
মোর ধার্ষ্ট্য ক্ষমা কর ত্রিদশের রায়।
না পারি রাখিতে চিত্ত—তোমাতে মিশায় ॥৪০
এতেক বলিল তোর চরণ-যুগলে।
মন প্রাণ বুদ্ধি তোহে অর্পিল সকলে ॥
পত্নী-পদ দিয়া মোরে কর নিজ-দাসী।
তোর ভাগে শিশুপাল নহুক বিলাসী ॥ ৪১ ॥
কৃপা করি মোরে পরিগ্রহ কর নাথ।
যেন সিংহ-ভাগ নহে শৃগালের সাথ ॥
ব্রত, দান, গুরু-দ্বিজ-দেবের অর্চ্চন।
সত্য যদি সেবিয়াছোঁ অচ্যুত-চরণ ॥
তবে গদাগ্রজ মোর হউ প্রাণেশ্বর।
দূর হউ শিশুপাল—এই মোর বর ॥ ৪২ ॥
কালি মোর বিবাহ হইবে হেন আছে।
আজি ঝাট আইস, বিলম্ব কর পাছে ॥ ধ্রু ॥
গুপ্তে আসি রহিবে বিদর্ভপুর-কাছে।
শেষে সর্ব্ব-সৈন্য-সঙ্গে আসিবে সমাজে ॥৪৩॥
চৈদ্য, শাল্ব, জরাসন্ধ মথিয়া সকল।
হরি লও মোরে দেখাইয়া বাহু-বল ॥
দর্প-প্রকাশের প্রভু! এই সে সময়।
তোমার বনিতা শিশুপাল-যোগ্য নয় ॥ ৪৪ ॥

বিশেষ বিবরণ 'শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার" ৫ম সংস্করণ ১ম খণ্ডে ১৪৫ পৃষ্ঠায় 'শ্রীশ্রীপ্রার্থনা' প্রবন্ধের ১২ দাগের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। "দুষ্কর" = দুঃসহ।

"সর্ব্ব……দরশন" = তোমার রূপ দর্শন করিলে সমস্ত রত্ন লাভ হইয়া থাকে অর্থাৎ জগতে আকাঙ্ক্ষার বস্তু আর কিছু থাকে না।

"লোচন" = তোমাকে অপূর্ব্ব-বস্তুরূপে দেখিবার যোগ্য নয়ন; তোমার রূপ আস্বাদন করিবার মত চক্ষু।

৩৯। "যদুসিংহ" = যদুকুল শিরোমণি; যদুপতি।

"কোন্…………মাঝে" = পৃথিবীর মধ্যে এরূপ ধৈর্য্যশালিনী কুলনারী কে আছে, যে অবসর বা সুযোগ (Opportunity) পাইয়া তোমার শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ না করিবে?

৪০। "শীল" = চরিত্র; স্বভাব।

"ধাম" = তেজ; জ্যোতি। "ধার্ষ্ট্য" = নির্লজ্জতা।

"তোমাতে মিশায়" = তোমার প্রতি ছুটিতেছে; তোমাতে যেন লীন হইয়া যাইতেছে; তোমার সঙ্গে যেন মিলিত হইয়া যাইতেছে।

৪১। "এতেক…………সকলে" = তোমার শ্রীপাদপদ্মে সমস্তই নিবেদন করিলাম এবং আমার যথাসর্ব্বস্ব সহ তোমাতে আত্মসমর্পণ করিলাম।

"তোর ভাগে" = তোমার জিনিসে; তোমার উপভোগের যোগ্য বস্তুতে।

"নহুক বিলাসী" = যেন উপভোগী না হয়; যেন ভোগ না করিতে পায়।

৪২। "পরিগ্রহ" = পত্নীরূপে অঙ্গীকার বা গ্রহণ।

"যেন……সাথ" = যে বস্তু সিংহের উপভোগের যোগ্য, তাহা যেন শিয়ালের ভোগে না হয়; যাহা সিংহের হওয়া উচিত, তাহা যেন শৃগালের না হয়।

"গদাগ্রজ" = কৃষ্ণ। "বর" = প্রার্থনা।

৪৩। "হেন আছে" = ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে। এইরূপ ঠিক হইয়া রহিয়াছে।

"বিদর্ভপুর" = বিদর্ভ-নগর।

"সমাজে" = বিবাহ-সভায়।

৪৪। "চৈদ্য" = চেদি দেশের রাজা শিশুপাল।

"শাল্ব" = মরুদেশের রাজা।

"জরাসন্ধ" = মগধের রাজা।

বিনি বন্ধু বধি মোরে হরিবা যেমনে।
তাহার উপায় বলোঁ তোমার চরণে ॥
বিবাহের পূর্ব্ব-দিনে কুল-ধর্ম্ম আছে।
নব-বধূ চলি যায় ভবানীর কাছে ॥ ৪৫ ॥
সেই অবসরে প্রভু হরিবা আমারে।
না মারিবা বন্ধু—দোষ ক্ষমিবা সবারে ॥
যাঁহার চরণ-ধূলি সর্ব্ব অঙ্গে স্নান।
উমাপতি চাহে, চাহে যতেক প্রধান ॥ ৪৬ ॥
হেন ধূলি-প্রসাদ না কর যদি মোরে।
মরিব করিয়া ব্রত, বলিল তোমারে ॥
যত জন্মে পাঙ তোর অমূল্য চরণ।
তাবৎ মরিব, শুন কমল-লোচন ॥ ৪৭ ॥
চল চল ব্রাহ্মণ! সত্বর কৃষ্ণ-স্থানে।
কহ গিয়া এ সকল মোর নিবেদনে ॥"
এইমত বলে প্রভু রুক্মিণী-আবেশে।
সকল বৈষ্ণবগণ প্রেমে কান্দে হাসে ॥ ৪৮ ॥
হেন রঙ্গ হয় চন্দ্রশেখর-মন্দিরে।
চতুর্দ্দিকে 'হরিধ্বনি' শুনি উচ্চৈস্বরে ॥

"জাগ জাগ জাগ"—ডাকে প্রভু হরিদাস।
নারদের কাচে নাচে পণ্ডিত শ্রীবাস ॥ ৪৯ ॥
প্রথম প্রহরে এই কৌতুক-বিশেষ।
দ্বিতীয় প্রহরে গদাধরের প্রবেশ ॥
সুপ্রভা তাহার সখী করি নিজ-সঙ্গে।
ব্রহ্মানন্দ তাহার বড়াই বুলে রঙ্গে ॥ ৫০ ॥
হাতে নড়ি, কাঁখে ডালী, নেত পরিধান।
ব্রহ্মানন্দ যে-হেন বড়াই বিদ্যমান ॥
ডাকি বলে হরিদাস—"কে সব তোমরা।"
ব্রহ্মানন্দ বলে—"যাই মথুরা আমরা" ॥ ৫১ ॥
শ্রীবাস বলয়ে—"তুই কাহার বনিতা।"
ব্রহ্মানন্দ বলে—"কেনে জিজ্ঞাস' বারতা ॥"
শ্রীবাস বলয়ে—"জানিবারে না জুয়ায়।"
"হয়" বলি ব্রহ্মানন্দ মস্তক ঢুলায় ॥ ৫২ ॥
গঙ্গাদাস বলে—"আজি কোথায় রহিবা।"
ব্রহ্মানন্দ বলে—"তুমি স্থান-খানি দিবা ॥"
গঙ্গাদাস বলে "তুমি জিজ্ঞাসিলে ধর।
জিজ্ঞাসিয়া কার্য্য নাহি, ঝাট তুমি নড়" ॥ ৫৩ ॥

"মথিয়া"=দলন করিয়া। "হরি"=হরণ করিয়া।

৪৫। "বিনি বন্ধু বধি"=আত্মীয়-স্বজনকে বধ না করিয়া।

"কুল-ধর্ম্ম"=কৌলিক প্রথা; কুলাচার।

"ভবানী" = তন্নাম্নী কুলাধিষ্ঠাত্রী দুর্গা বা কালিকাদেবী। "ভবানীর কাছে"-'ভবানী'-নাম্নী দেবী মন্দিরে; ভবানীর মন্দিরে।

৪৬। "অবসরে"=সুযোগে।

"উমাপতি"=শিব।

"যতেক প্রধান"=দেবতা, গন্ধর্ব্বাদি হইতে মনুষ্যের ভিতর পর্য্যন্ত যোগী, ঋষি প্রভৃতি সমস্ত শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পূজনীয়গণ।

৪৭। "তাবৎ মরিব"=যতদিন তোমার পাদপদ্ম না পাই, তত দিন জন্মিব, ব্রত করিব, মরিব, আবার জন্মিব—এইরূপই করিতে থাকিব।

৪৮। "ব্রাহ্মণ"=শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরুক্মিণীদেবী-প্রেরিত ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন।

৫০। "গদাধরের প্রবেশ"=অভিনয় বা রঙ্গস্থলে গদাধর আসিলেন। "বড়াই"=বড়াই বুড়ী।

৫২। "বারতা"=বার্ত্তা; সংবাদ; খোঁজ।

"জানিবারে না জুয়ায়" = জিজ্ঞাসা করিতে নাই কি? "হয়"=আচ্ছা, আচ্ছা, তা বল্‌বো।

৫৩। "তুমি স্থান-খানি দিবা"=তুমি থাক্‌বার জায়গাটা দেবে কি?

অদ্বৈত বলয়ে এত বিচারে কি কাজ।
মাতৃ-সম পর-নারী কেনে দেহ লাজ॥
নৃত্য-গীত-প্রিয় বড় আমার ঠাকুর।
এথায় নাচাহ—ধন পাইবা প্রচুর॥ ৫৪॥
অদ্বৈতের বাক্য শুনি পরম-সন্তোষে।
নৃত্য করে গদাধর প্রেম-পরকাশে॥
রমা-বেশে গদাধর নাচে মনোহর।
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর॥ ৫৫॥
গদাধর-নৃত্য দেখি আছে কোন্ জন।
বিহ্বল হইয়া নাহি করয়ে ক্রন্দন॥
প্রেম-নদী বহে গদাধরের নয়ানে।
পৃথিবী হইয়া সিক্ত ধন্য-হেন মানে॥ ৫৬॥
গদাধর হৈলা যেন গঙ্গা মূর্ত্তিমতী।
সত্য সত্য গদাধর—কৃষ্ণের প্রকৃতি॥
আপনে চৈতন্য বলিয়াছে বারবার।
'গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার'॥ ৫৭॥
যে গায়, যে দেখে—সব ভাসিলেন প্রেমে।
চৈতন্য-প্রসাদে কেহো বাহ্য নাহি জানে॥
'হরি হরি' বলি কান্দে বৈষ্ণব-মণ্ডল।
সর্ব্ব-গণে হইল আনন্দ-কোলাহল॥ ৫৮॥
চৌদিকে শুনিয়ে কৃষ্ণ-প্রেমের ক্রন্দন।
গোপিকার বেশে নাচে মাধব-নন্দন॥
হেনই সময়ে সর্ব্ব-প্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা আদ্যাশক্তি-বেশ-ধর॥ ৫৯॥
আগে নিত্যানন্দ বুড়ী-বড়াইর বেশে।
বঙ্ক বঙ্ক করি হাঁটে, প্রেম-রসে ভাসে॥
মণ্ডলী হইয়া সব বৈষ্ণব রহিলা।
'জয় জয়' মহাধ্বনি করিতে লাগিলা॥ ৬০॥
কেহো নারে চিনিতে ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
হেন অলক্ষিত-বেশ অতি মনোহর॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু—প্রভুর বড়াই।
তাঁর পাছে প্রভু, আর কিছু চিহ্ন নাই॥ ৬১॥
অতএব সবে চিনিলেন—'প্রভু এই'।
বেশে কেহো চিনিতে না পারে 'প্রভু সেই'॥
"সিন্ধু হৈতে প্রত্যক্ষ কি হইলা কমলা।
রঘুসিংহ-গৃহিণী কি জানকী আইলা॥ ৬২॥

"ধর" = কথার পেঁচ ধর; উল্টা বোঝো।
"নড" = সরিয়া যাও; পালাও।
৫৪। "বিচারে" = কথা কাটাকাটিতে।
৫৬। "পৃথিবী..............মানে" = গদাধরের প্রেমাশ্রুধারায় ভিজিয়া গিয়া পৃথিবী মনে করিতেছেন 'আমি কৃতকৃতার্থ হইলাম'।
৫৭। "গদাধর... .....মূর্ত্তিমতী" = গদাধরের নয়নে এরূপ প্রেমাশ্রুধারা বহিতে লাগিল যে, মনে হইল যেন গঙ্গাদেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহার নয়নে অবতীর্ণ হইয়াছেন।
"কৃষ্ণের প্রকৃতি" = শ্রীমতী রাধা।
"বৈকুণ্ঠের পরিবার" = শ্রীলক্ষ্মীদেবী।

৫৯। "মাধব-নন্দন" = মাধব মিশ্রের পুত্র অর্থাৎ শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী।
"আদ্যাশক্তি-বেশ-ধর" = মহামায়ার বা মহাদেবীর বেশ ধারণ পূর্ব্বক।
৬০। "বঙ্ক বঙ্ক করি" = বেঁকে বেঁকে।
৬১। "অলক্ষিত-বেশ" = ছদ্ম-বেশ; কপট-বেশ।
"নিত্যানন্দ ....নাই" = সকলে জানেন যে, নিত্যানন্দ-প্রভু বড়াই-বুড়ীর বেশে আগে যাইতেছেন, তাঁহার পিছনে পিছনেই প্রভুর যাইবার কথা; সুতরাং নিত্যানন্দ-প্রভুর পিছনে মহামায়ার বেশে যিনি যাইতেছেন, তাঁহাকেই মহাপ্রভু বলিয়া সকলে বুঝিয়া লইলেন, নতুবা তিনি এমন সাজ

কিবা মহালক্ষ্মী, কিবা আইলা পার্ব্বতী।
কিবা বৃন্দাবনের সম্পত্তি মূর্ত্তিমতী॥
কিবা ভাগীরথী, কিবা রূপবতী দয়া।
কিবা সেই মহেশ-মোহিনী মহামায়া" ॥ ৬৩ ॥
এইমত অন্যোন্যে সর্ব্ব জনে জনে।
না চিনিয়া প্রভুরে আপনে মোহ মানে॥
আজন্ম ভরিয়া প্রভু দেখয়ে যাহারা।
তথাপি লখিতে নারে তিলার্দ্ধেকো তারা॥৬৪॥
অন্যের কি দায়—আই না পারে চিনিতে।
আই বলে—"লক্ষ্মী কিবা আইলা নাচিতে॥"
অচিন্ত্য অব্যক্ত কিবা মহাযোগেশ্বরী।
ভকতি-স্বরূপা হৈলা আপনে শ্রীহরি ॥ ৬৫ ॥
মহামহেশ্বর হর যে রূপ দেখিয়া।
মহামোহ পাইলেন পার্ব্বতী লইয়া॥
তবে যে নহিল মোহ বৈষ্ণব-সবার।
পূর্ব্ব-অনুগ্রহ আছে, এই হেতু তার ॥ ৬৬॥
কৃপা-জলনিধি প্রভু হইলা সবারে।
সবার জননী-ভাব হইল অন্তরে॥
পরলোক হৈতে যেন আইলা জননী।
আনন্দে নন্দন-সব আপনা না জানি ॥ ৬৭॥
এইমত অদ্বৈতাদি প্রভুরে দেখিয়া।
কৃষ্ণপ্রেম-সিন্ধু-মাঝে বুলেন ভাসিয়া॥
জগত-জননী-ভাবে নাচে বিশ্বম্ভর।
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর ॥ ৬৮ ॥
হেন দড়াইতে কেহো নারে কোনো জন।
কোন্ প্রকৃতির ভাবে নাচে নারায়ণ॥
কখনো বলয়ে 'বিপ্র! কৃষ্ণ কি আইলা'।
তখন বুঝিয়ে যেন বিদর্ভের বালা ॥ ৬৯ ॥
নয়নে আনন্দ-ধারা দেখিয়ে যখন।
মূর্ত্তিমতী গঙ্গা যেন বুঝিয়ে তখন॥
ভাবাবেশে যখন বা অট্ট অট্ট হাসে।
মহাচণ্ডী-হেন সবে বুঝেন প্রকাশে॥ ৭০ ॥
ঢলিয়া ঢলিয়া প্রভু নাচয়ে যখনে।
সাক্ষাৎ রেবতী যেন কাদম্বরী-পানে॥
ক্ষণে বলে—"চল বড়াই! যাই বৃন্দাবনে।"
গোকুলসুন্দরী-ভাব বুঝিয়ে তখনে ॥ ৭১ ॥

সাজিয়াছেন যে, বেশ দেখিয়া তাঁহাকে প্রভু বলিয়া চিনিবার কোনও উপায় নাই।

৬৩। "কিবা বৃন্দাবনের . . . মূর্ত্তিমতী" = অথবা কি সর্ব্বৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-শালিনী ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা?

৬৪। "আপনে মোহ মানে" = সকলে মুগ্ধ হইয়া পরমাশ্চর্য্য ভাবিতে লাগিলেন।

"লখিতে নারে তিলার্দ্ধেকো" = একটুও চিনিতে পারিল না।

৬৬। "যে রূপ" = ভগবানের যে মোহিনী-রূপ।

"পূর্ব্ব-অনুগ্রহ আছে" = মহাপ্রভু আগেই যে ভক্তগণকে কৃপা করিয়া রাখিয়াছেন (৩৫৫ পৃষ্ঠায় ১২ দাগ দ্রষ্টব্য)।

৬৭। "কৃপা-জলনিধি" = দয়ার সাগর।

"পরলোক............জানি" = সকলে ভাবিতে লাগিলেন, যেন তাঁহাদের পরলোক-গতা অর্থাৎ মৃত মা সকল ফিরিয়া আসিয়াছেন; তাহাতে ছেলেরা সব আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

৬৮। "সময়-উচিত" = ভাবোচিত।

৬৯। "বিদর্ভের বালা" = বিদর্ভ-রাজকুমারী শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী।

৭১। "সাক্ষাৎ ....পানে" = মধুপানোন্মত্তা বলরাম-পত্নী শ্রীরেবতী-দেবী যেন প্রত্যক্ষ হইয়াছেন।

"গোকুলসুন্দরী-ভাব" = শ্রীমতী রাধিকার ভাব।

বীরাসনে ক্ষণে প্রভু বসে ধ্যান করি।
সবে দেখে যেন মহা-কোটি-যোগেশ্বরী ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত নিজ-শক্তি আছে।
সকল প্রকাশে প্রভু রুক্মিণীর কাচে ॥ ৭২ ॥
ব্যপদেশে মহাপ্রভু শিখায় সবারে।
পাছে মোর শক্তি কোনো জন নিন্দা করে ॥
লৌকিক বৈদিক যত কিছু কৃষ্ণ-শক্তি।
সবার সম্মানে হয় কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি ॥ ৭৩ ॥
দেব-দ্রোহ করিলে কৃষ্ণের বড় দুখ।
গণ-সহ কৃষ্ণ-পূজা করিলে সে সুখ ॥
যে শিখায় কৃষ্ণচন্দ্র—সেই সত্য হয়।
অভাগ্য পাপিষ্ঠ-মতি তাহা নাহি লয় ॥ ৭৪ ॥
সর্ব্ব-শক্তি-স্বরূপে নাচয়ে বিশ্বম্ভর।
কেহো নাহি দেখে হেন নৃত্য মনোহর ॥
যে দেখে, যে শুনে, যেবা গায় প্রভু-সঙ্গে।
সবেই ভাসেন প্রেম-সাগর-তরঙ্গে ॥ ৭৫ ॥
এক বৈষ্ণবের যত নয়নের জল।
হেন যেন মহাবন্যা ব্যাপিল সকল ॥
আদ্যাশক্তি-বেশে নাচে প্রভু গৌর-সিংহ।
সুখে দেখে তাঁর যত চরণের ভৃঙ্গ ॥ ৭৬ ॥
কম্প স্বেদ পুলক অশ্রুর অন্ত নাই।
মূর্ত্তিমতী ভক্তি হৈলা চৈতন্য-গোসাঁই ॥
নাচেন ঠাকুর ধরি নিত্যানন্দ-হাত।
সে কটাক্ষ-স্বভাব বলিতে শক্তি কাত ॥ ৭৭ ॥
সম্মুখে দেউটি ধরে পণ্ডিত শ্রীমান্।
চতুর্দ্দিকে হরিদাস করে সাবধান ॥
হেনই সময়ে নিত্যানন্দ হলধর।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হৈয়া পৃথিবী-উপর ॥ ৭৮ ॥
কোথায় বা গেল বুড়ী-বড়াইর সাজ।
কৃষ্ণাবেশে বিহ্বল হইলা 'নাগরাজ' ॥
যেই মাত্র নিত্যানন্দ পড়িলা ভূমিতে।
সকল বৈষ্ণবগণ কান্দে চারি ভিতে ॥ ৭৯ ॥
কি অদ্ভুত হৈল কৃষ্ণ-প্রেমের ক্রন্দন।
সকল করায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥
কারো গলা ধরি কেহো কান্দে উর্দ্ধরায়।
কাহারো চরণ ধরি কেহো গড়ি যায় ॥ ৮০ ॥

৭৩-৭৪। "লৌকিক.........সুখ"—লৌকিক—লোক-প্রসিদ্ধ অর্থাৎ বিগ্রহময়; বৈদিক—বেদাদি-শাস্ত্রোক্ত। জগতে মূর্ত্তিময় ও শাস্ত্রোল্লিখিত যত যত দেবদেবী আছেন, ইঁহারা সকলে কৃষ্ণেরই শক্তি-বিশেষ; সুতরাং সকল দেবদেবীকেই যথাযোগ্য সমাদর করিলে কৃষ্ণে প্রগাঢ় ভক্তি-লাভ হইয়া থাকে। এই সমস্ত দেবদেবীকে কোনরূপ অমান্য করিলে কৃষ্ণ দুঃখিত হন, সুতরাং তাহাতে ভক্তির হানি হয় বলিয়া, কাহাকেও বিন্দুমাত্র অনাদর করিতে নাই। পদ্মপুরাণে বলিতেছেন :—

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন ॥

মহাজনগণও বলিয়াছেন—

'সর্ব্বদেব পূজিব, না হইব তৎপর'।

এই সমস্ত দেবদেবীগণকে কৃষ্ণের দাস-দাসী অর্থাৎ তাঁহার নিজ-জন-জ্ঞানে কৃষ্ণ-পূজার সঙ্গে সঙ্গে তৎপ্রসাদাদি দ্বারা তাঁহাদেরও অর্চ্চনা বা আদর অভ্যর্থনা করিলে শ্রীকৃষ্ণ সুখী হন। এখানে জানিয়া রাখিতে হইবে, ঐকান্তিক ভক্তগণের অবশ্য অন্য দেবদেবীর অর্চ্চনার আবশ্যকতা নাই, তবে তাঁহারা সকলকেই যথাযোগ্য সমাদর করিয়া থাকেন —কদাচ কাহারও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না।

৭৬। "যত চরণের ভৃঙ্গ"—সমস্ত দাস বা ভক্তগণ।

৭৮। "দেউটি"—আলো; মশাল; প্রদীপ।

ক্ষণেকে ঠাকুর গোপীনাথে কোলে করি।
মহালক্ষ্মী-ভাবে উঠে খট্টার উপরি॥
সম্মুখে রহিলা সবে যোড়হস্ত করি।
"মোর স্তব পড়"—বলে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥৮১॥
জননী-আবেশ বুঝিলেন সর্ব্বজনে।
সেইরূপে সবে স্তুতি পড়ে, প্রভু শুনে॥
কেহো পড়ে লক্ষ্মী-স্তব, কেহো চণ্ডী-স্তুতি।
সবে স্তুতি পড়েন, যাহার যেন মতি॥ ৮২॥

মালশী রাগ।

"জয় জয় জগত-জননি! মহামায়া।
দুঃখিত জীবেরে দেহ চরণের ছায়া॥
জয় জয় অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কোটীশ্বরী।
তুমি যুগে যুগে ধর্ম্ম রাখ অবতরি॥ ৮৩॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরে তোমার মহিমা।
বলিতে না পারে, অন্যে কে দিবেক সীমা॥
জগৎ-স্বরূপা তুমি, তুমি সর্ব্ব-শক্তি।
তুমি শ্রদ্ধা, দয়া, লজ্জা—তুমি বিষ্ণুভক্তি॥৮৪
যত বিদ্যা—সকল তোমার মূর্ত্তি-ভেদ।
'সর্ব্ব-প্রকৃতির শক্তি তুমি'—কহে বেদ॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডগণের তুমি সর্ব্ব-মাতা।
কে তোমার স্বরূপ কহিতে পারে কথা।৮৫।
তুমি ত্রিজগত-হেতু গুণত্রয়ময়ী।
ব্রহ্মাদি তোমারে নাহি জানে, এই কহি॥
সর্ব্বাশ্রয়া তুমি—সর্ব্ব-জীবের বসতি।
তুমি আদ্যা অবিকারা পরম-প্রকৃতি॥ ৮৬॥
জগত-জননী তুমি দ্বিতীয়-রহিতা।
মহীরূপে তুমি সর্ব্ব জীব পাল' মাতা॥
জল-রূপে তুমি সর্ব্ব-জীবের জীবন।
তোমা সঙরিলে খণ্ডে অশেষ বন্ধন॥ ৮৭॥
সাধুজন-গৃহে তুমি লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
অসাধুর ঘরে তুমি কালরূপাকৃতি॥
তুমি সে করাহ ত্রিজগতে সৃষ্টি স্থিতি।
তোমা না ভজিলে পায় ত্রিবিধ দুর্গতি॥ ৮৮।
তুমি শ্রদ্ধা বৈষ্ণবের সর্ব্বত্র উদয়া
রাখহ জননি! দিয়া চরণের ছায়া॥ ৮৯॥

৮১। "ঠাকুর"=শ্রীগৌরাঙ্গ।

"গোপীনাথে"=গোপীনাথ-শ্রীবিগ্রহ।

৮৫। "যত.........ভেদ"=চতুর্দ্দশ বিদ্যা সমস্ত হইল তোমারই মূর্ত্তি-ভেদ মাত্র। চতুর্দ্দশ বিদ্যা যথা:—চারিবেদ, ছয় বেদাঙ্গ, পুরাণ, মীমাংসা, ন্যায় ও দর্শন।

"সর্ব্ব প্রকৃতির"=নিখিল রমণীগণের।

"স্বরূপ ·····কথা"=তোমার স্বরূপ-কথা অর্থাৎ তত্ত্ব বা মহিমা কে বর্ণনা করিতে সক্ষম হয়।

৮৬। "ত্রিজগত-হেতু"=স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই তিন লোকেরই কারণ স্বরূপ। "গুণত্রয়ময়ী"=সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি-রূপিণী।

"সর্ব্ব-জীবের বসতি"=সমস্ত জীব তোমাতেই অবস্থান করিতেছে।

"অবিকারা"=নির্ব্বিকারা; বিকার-রহিতা।

৮৭। "দ্বিতীয়-রহিতা"=অদ্বিতীয়া।

"মহীরূপে"=ধরণী-রূপে অর্থাৎ ভূমি-রূপে শস্যাদি উৎপাদন করিয়া।

"পাল"=পালন কর। "খণ্ডে"=ছিন্ন হয়।

৮৮। "কালরূপাকৃতি"=ভীষণ সংহারকর্ত্রী-রূপিণী।

"পায় ত্রিবিধ দুর্গতি"=ত্রিতাপ-জ্বালা ভোগ করে

৮৯। "তুমি......উদয়া"=তুমি সর্ব্ব বৈষ্ণবের হৃদয়েই মূর্ত্তিমতী ভক্তি-স্বরূপিণী হইয়া বিরাজ

তোমার মায়ায় মগ্ন সকল সংসার।
তুমি না রাখিলে মাতা! কে রাখিবে আর॥
সবার উদ্ধার লাগি তোমার প্রকাশ।
দুঃখিত জীবেরে মাতা! কর নিজ-দাস॥
ব্রহ্মাদির বন্দ্য তুমি সর্ব্ব-ভূত-বুদ্ধি।
তোমা সঙরিলে সর্ব্ব-মন্ত্রাদির শুদ্ধি"॥ ৯০॥
এইমত স্তুতি করে সকল মহান্ত।
বর-মুখ মহাপ্রভু শুনয়ে নিতান্ত॥
পুনঃপুনঃ সবে দণ্ড-প্রণাম করিয়া।
পুনঃ স্তুতি করে শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া॥৯১॥
"সবে লইলাম মাতা! তোমার শরণ।
শুভ-দৃষ্টি কর—তোর পদে রহু মন॥"
এইমত সবেই করেন নিবেদন।
উর্দ্ধবাহু করি সবে করেন ক্রন্দন॥ ৯২॥
গৃহ-মাঝে কান্দে সব পতিব্রতাগণ।
আনন্দ হইল চন্দ্রশেখর-ভবন॥
আনন্দে সকল লোক বাহ্য নাহি জানে।
হেনই সময়ে নিশি হৈল অবসানে॥ ৯৩॥
আনন্দে না জানে সবে নিশি হৈল শেষ।
দারুণ অরুণ আসি ভেল পরবেশ॥
পোহাইল নিশি, নৃত্য হৈল অবসান।
বাজিল সবার বুকে যেন মহাবাণ॥ ৯৪॥
চমকিত হই সবে চারিদিকে চায়।
'পোহাইল নিশি' করি কান্দে উভরায়॥
কোটি-পুত্র-শোকেও এতেক দুঃখ নহে।
যে দুঃখ জন্মিল সব-বৈষ্ণব-হৃদয়ে॥ ৯৫॥
যে দুঃখে বৈষ্ণব-সব অরুণেরে চাহে।
প্রভু-প্রেম-কৃপা লাগি ভস্ম নাহি হয়ে॥
'এ রঙ্গ হইব হেন বিষাদ' ভাবিয়া।
অতএব গৌরচন্দ্র করিলেন ইহা॥ ৯৬॥
কান্দে সব ভক্তগণ বিষাদ ভাবিয়া।
পতিব্রতাগণ কান্দে ভূমিতে পড়িয়া॥

করিতেছ। অথবা এই অর্থও করা যাইতে পারে যে, বৈষ্ণবের শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তি-রূপে সর্ব্বত্রই তোমার আবির্ভাব। "মগ্ন"=মুগ্ধ।

৯১। "বর-মুখ"=বর দিবার জন্য উন্মুখ অর্থাৎ উদ্যত বা প্রস্তুত।

৯৪। "পোহাইল ....মহাবাণ"=রাত্রি প্রভাত হইল, সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যও থামিয়া গেল, তখন তাহাতে ভক্তগণের হৃদয়ে যেন দারুণ শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল। ইহার কারণ কি? আমরা ত একটু রাত্রি জাগিলেই কষ্ট বোধ করি, কিন্তু তাঁহারা ত সমস্ত রাত্রি জাগিয়াও কিছুমাত্র কষ্টবোধ না করিয়া, বরং রাত্রি পোহাইল বলিয়া বাণবিদ্ধের ন্যায় দুঃখানুভব করিতে লাগিলেন, কেননা তাঁহারা যে কৃষ্ণপ্রেমানন্দ ভোগ করিতেছিলেন, তাহাতে রাত্রি-জাগরণের ক্লেশ ত তাঁহাদিগকে স্পর্শই করিতে পারে না, অধিকন্তু রাত্রি যদি আরও দীর্ঘ হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে আরও আনন্দের বিষয় হইত। ভক্ত যখন কৃষ্ণপ্রেমানন্দে বিভোর হন, তখন তাঁহার আর রাত্রি দিন জ্ঞান থাকে না।

৯৫। "উভরায়"=উচ্চৈঃস্বরে।

৯৬। "প্রভু.......হয়ে"=সূর্য্যদেব প্রভুরই দাস—প্রভুরই আদেশ-ক্রমে তিনি নিত্য উদিত হইতেছেন ও অস্ত যাইতেছেন। সে দিনও তাঁহারই আজ্ঞা-পালনের নিমিত্ত তিনি যথাকালে উদিত হইয়াছেন। অতএব আজ্ঞাবহ দাসের প্রতি প্রভুর প্রীতি-জনিত কৃপার প্রভাবে, সূর্য্যদেব বৈষ্ণবগণের দুঃখানলে দগ্ধ হইলেন না।

"এ ....ইহা"=এ কৌতুক, এ আনন্দ এরূপ

যত নারায়ণী-শক্তি জগত-জননী।
সেই সব হইয়াছে বৈষ্ণব-গৃহিণী ॥ ৯৭॥
অন্যোন্যে কান্দে সব পতিব্রতাগণ।
সবেই ধরেন শচীদেবীর চরণ ॥
চৌদিকে উঠিল বিষ্ণু-ভক্তির ক্রন্দন।
প্রেমময় হৈল চন্দ্রশেখর-ভবন ॥ ৯৮ ॥
সহজেই বৈষ্ণবের ক্রন্দন উচিত।
জন্ম জন্ম জানে যাঁরা কৃষ্ণের চরিত ॥
কেহো বলে "আরে রাত্রি কেনে পোহাইলে।
হেন রসে কেনে কৃষ্ণ! বঞ্চিত করিলে" ॥৯৯॥
চৌদিকে দেখিয়া সব বৈষ্ণব-ক্রন্দন।
অনুগ্রহ করিলেন শ্রীশচীনন্দন ॥
মাতা-পুত্রে যেন হয় স্নেহ-অনুরাগ।
এইমত সবারে দিলেন পুত্র-ভাব ॥ ১০০ ॥
মাতৃ-ভাবে বিশ্বম্ভর সবারে ধরিয়া।
স্তন-পান করায় পরম স্নিগ্ধ হৈয়া ॥
কমলা পার্ব্বতী দয়া মহানারায়ণী।
আপনে হইলা প্রভু জগত-জননী ॥
সত্য করিলেন প্রভু আপনার গীতা।
আমি পিতা পিতামহ আমি ধাতা মাতা ॥১০১

তথাহি শ্রীগীতায়াং (৯।১৭)
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ॥ ১০২ ॥

আনন্দে বৈষ্ণব-সব করে স্তন-পান।
কোটি কোটি জন্ম যারা মহাভাগ্যবান্ ॥
স্তন-পানে সবার বিরহ গেল দূর।
প্রেমরসে সবে মত্ত হইলা প্রচুর ॥ ১০৩ ॥
এ সব লীলার কভু অবধি না হয়।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' মাত্র বেদে কয় ॥
মহা-রাজরাজেশ্বর গৌরাঙ্গসুন্দর।
এহো রঙ্গ করিলেন নদীয়া-ভিতর ॥ ১০৪ ॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যত স্থূল সূক্ষ্ম আছে।
সব চৈতন্যের রূপ, ভেদ কর পাছে ॥
ইচ্ছায় করয়ে কাচ, ইচ্ছায় মিলায়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করয়ে লীলায় ॥ ১০৫ ॥
ইচ্ছাময় মহেশ্বর—ইচ্ছা-কাচ কাচে।
তান ইচ্ছা নাহি করে, হেন কোন্ আছে ॥
তথাপি তাঁহার কাচ সকলি সুসত্য।
জীব তারিবার লাগি এ সব মহত্ত্ব ॥ ১০৬ ॥
ইহা না বুঝিয়া কোনো কোনো পাপী জনা।
প্রভুরে বলয়ে 'গোপী' খাইয়া আপনা ॥

বিষাদে পরিণত হইবে জানিয়াই, গৌরচন্দ্র নিশি ও নৃত্যের অবসান করিলেন, কারণ তিনি জানেন যে, বিরহ বশতঃ ভক্তগণের ভক্তিভাব আরও দৃঢ় হইবে, তাহাদিগের আনন্দ আরও বর্দ্ধিত হইবে। প্রিয়-বস্তুর বিরহে হৃদয় তাঁহার চিন্তাতেই সর্ব্বদা মগ্ন হইয়া থাকে, তাহাতে কিন্তু সাধারণতঃ বিশেষ কষ্টানুভব হয়; তবে সেই প্রিয়-বস্তু যদি কৃষ্ণ হন, তাহা হইলে তখন বিরহ-জনিত বিষাদ কাহারও হৃদয়ে কষ্ট না দিয়া পরম আনন্দ প্রদান করে।

৯৯। "সহজেই" = স্বভাবতঃই।

১০২। আমি এই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা ও পিতামহ।

১০৫। "সব.........পাছে" = সমস্ত বস্তুকেই শ্রীচৈতন্যের প্রকাশ বলিয়া জানিবে। কি জানি, যদি ইহাদিগকে শ্রীচৈতন্য হইতে ভিন্ন জ্ঞান কর, তবে দোষের হইবে তাই আগেই বলিয়া রাখিতেছি।

"ইচ্ছায় করয়ে......মিলায়" = তাঁহার ইচ্ছাতেই সৃষ্টি হয়, তাঁহার ইচ্ছাতেই ধ্বংস হয়।

১০৬। "ইচ্ছাময়......আছে" – তিনি ইচ্ছাময় পরমেশ্বর—তাঁহার ইচ্ছানুসারে তিনি বিবিধরূপে

অদ্ভুত গোপিকা-নৃত্য—চারিবেদ-ধন।
কৃষ্ণভক্তি হয় ইহা করিলে শ্রবণ ॥ ১০৭ ॥
হইলা বড়াই-বুড়ী প্রভু নিত্যানন্দ।
সে লীলায় হেন লক্ষ্মী-কাচে গৌরচন্দ্র ॥
যখন যে রূপে গৌরসুন্দর বিহরে।
সেই অনুরূপ রূপ নিত্যানন্দ ধরে ॥ ১০৮ ॥
প্রভু হইলেন গোপী, নিতাই বড়াই।
কে বুঝিবে ইহা, যার অনুভব নাই ॥
কৃষ্ণ-অনুগ্রহে সে এ সব মর্ম্ম জানি।
অল্প ভাগ্যে নিত্যানন্দ-স্বরূপ না চিনি ॥১০৯॥
কিবা যোগী নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত, জ্ঞানী।
যার যেন মত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি ॥
যে সে কেনে নিত্যানন্দ চৈতন্যের নহে।
তথাপি সে পাদপদ্ম রহুক হৃদয়ে ॥ ১১০ ॥
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে ॥
মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃত-স্রবণ।
যঁহি লক্ষ্মী-বেশে নৃত্য কৈলা নারায়ণ ॥১১১॥
নাচিল জননী-ভাবে ভক্তি শিখাইয়া।
সবার পূরিলা আশ স্তন পিয়াইয়া ॥
সপ্তদিন শ্রীআচার্য্যরত্নের মন্দিরে।
পরম অদ্ভুত তেজ ছিল নিরন্তরে ॥ ১১২ ॥
চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যুৎ—একত্র যেন জ্বলে।
দেখয়ে সুকৃতী-সব মহা-কুতূহলে ॥
যতেক আইসে লোক আচার্য্য-মন্দিরে।
চক্ষু মেলিবারে শক্তি কেহো নাহি ধরে॥১১৩
লোকে বলে "কি কারণে আচার্য্যের ঘরে।
দুই চক্ষু মেলিতে ফুটিয়া যেন পড়ে ॥"
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মনে মনে হাসে।
কেহো আর কিছু নাহি করয়ে প্রকাশে ॥১১৪
হেন সে চৈতন্য-মায়া পরম গহন।
তথাপিহ কেহো কিছু না বুঝে কারণ ॥
এমত অচিন্ত্য লীলা গৌরচন্দ্র করে।
নবদ্বীপে সব-ভক্ত-সহিতে বিহরে ॥ ১১৫ ॥
শুন শুন আরে ভাই! চৈতন্যের কথা।
মধ্য খণ্ডে যে যে কর্ম্ম কৈলা যথা যথা ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ পহুঁ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ ১১৬ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে
শ্রীগৌরচন্দ্রস্য গোপিকানৃত্য-বর্ণনং
নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

জগৎ সৃষ্টি করেন। তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবে না, এমন ক্ষমতা কাহার থাকিতে পারে?

"তথাপি..... সুসত্য" = যদিও তিনি সৃষ্টি করিয়া আবার ধ্বংস করেন, তথাপি তাঁহার সৃষ্টি মিথ্যা নহে —ইহা সত্য। তাঁহার এই সৃষ্টি ও ধ্বংস-লীলা দেখিয়া, জীব তাঁহার মাহাত্ম্য অনুভব পূর্ব্বক, তাঁহার যশোগান করিয়া উদ্ধার পাইবে, এই জন্যই তাঁহার এই লীলা। এই সৃষ্টি ও ধ্বংস-লীলা অব্যাহত-ভাবে চলিতেছে—ইহা তাঁহার অদ্ভুত মহিমা।

১০৭। "ইহা ....আপনা" = কোন কোন পাপাত্মা তাঁহার এই লীলা-মাহাত্ম্য বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহাকে "পরমেশ্বর" না বলিয়া "গোপী" বলিয়া থাকে; এইরূপ বলিয়া তাহারা নিজেদেরই মহা অনিষ্ট বা সর্ব্বনাশ সাধন করে।

১০৯। "অনুভব" - বোধ বা ধারণা-শক্তি।

১১৫। "গহন" = গভীর।

ঊনবিংশ অধ্যায়

জয় বিশ্বম্ভর সর্ব্ব বৈষ্ণবের নাথ।
ভক্তি দিয়া জীবে প্রভু! কর আত্মসাথ॥
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে, নহে সর্ব্ব-নয়ন-গোচর॥ ১॥
আপনে ভক্তের সব মন্দিরে মন্দিরে।
নিত্যানন্দ-গদাধর-সংহতি বিহরে॥
প্রভুর আনন্দে পূর্ণ ভাগবতগণ।
কৃষ্ণ-পরিপূর্ণ দেখে সকল ভুবন॥ ২॥
নিরবধি সবার আবেশে নাহি বাহ্য।
সঙ্কীর্ত্তন বিনা আর নাহি কোনো কার্য্য॥
সবা হৈতে মত্ত বড় আচার্য্য-গোসাঁই।
অগাধ চরিত্র বুঝে হেন কেহো নাই॥ ৩॥
জানে জন কতক শ্রীচৈতন্য-কৃপায়।
"চৈতন্যের মহাভক্ত শান্তিপুর-রায়॥"
বাহ্য হৈলে বিশ্বম্ভর সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে।
মহাভক্তি করেন—বিশেষ অদ্বৈতেরে॥ ৪॥
ইহাতে অসুখী বড় শান্তিপুর-নাথ।
মনে মনে গর্জ্জে, চিত্তে না পায় সোয়াথ॥
"নিরবধি চোরা মোরে বিড়ম্বনা করে।
প্রভুত্ব ছাড়িয়া মোর চরণে সে ধরে॥ ৫॥
বলে নাহি পারোঁ মুই, প্রভু মহাবলী।
ধরিয়াও লয় মোর চরণের ধূলী॥
ভক্তি-বল সবে মোর আছয়ে উপায়।
ভক্তি বিনা বিশ্বম্ভরে জিনা নাহি যায়॥ ৬॥
তবে সে 'অদ্বৈত-সিংহ'-নাম লোকে ঘোষে।
চূর্ণ করোঁ মায়া যবে অশেষ-বিশেষে॥
ভৃগুরে জিনিয়া আশ পাইয়াছে চোরা।
ভৃগু-হেন শত শত শিষ্য আছি মোরা॥ ৭॥
হেন ক্রোধ জন্মাইব প্রভুর শরীরে।
স্বহস্তে আপনে যেন মোর শাস্তি করে॥
'ভক্তি' বুঝাইতে সে প্রভুর অবতার।
'হেন ভক্তি না মানিব'—এই মন্ত্র সার॥ ৮॥
ভক্তি না মানিলে, ক্রোধে আপনা পাসরি।
প্রভু মোর শাস্তি করিবেক চুলে ধরি॥"
এইমত চিন্তিয়া অদ্বৈত মহারঙ্গে।
বিদায় হইলা প্রভু হরিদাস-সঙ্গে॥ ৯॥
কোনো কার্য্য লক্ষ্য করি গৃহেতে আইলা।
আসিয়া মানস-মন্ত্র করিতে লাগিলা॥

৪। "জন কতক"=বিশেষ বিশেষ কৃপাপাত্রগণ; বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভক্ত বা পার্ষদগণ।

৫। "প্রভুত্ব"=কর্ত্তৃত্ব; প্রভু-ভাব।

৬। "জিনা"=জয় করা।

৭। "মায়া"=মোহ অর্থাৎ আমার প্রতি তাঁহার বিপরীত ভাব অর্থাৎ প্রভু-ভাব না হইয়া দাস-ভাব।

"অশেষ বিশেষে"=সর্ব্বতোভাবে।

"ভৃগুরে জিনিয়া"=ভৃগুমনি যখন বিষ্ণু-বক্ষে পদাঘাত করেন, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হওয়া ত দূরের কথা, বরং ভৃগু-চরণে ব্যথা লাগিয়াছে বলিয়া, তাঁহার চরণ-সেবা করিতে লাগিলেন। ভৃগুমুনি তাঁহার এইরূপ অসাধারণ বিনীত আচরণে নিজেই পরাজিত হইলেন। কিন্তু ব্রহ্মা ও শিব ভৃগুকে জয় করিতে পারেন নাই, কারণ তাঁহাদের প্রতি ভৃগুর অশিষ্ট আচরণে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। এইরূপ পরীক্ষা করিয়া তবে ভৃগু তখন বুঝিতে পারিলেন যে, এ তিন দেবতার মধ্যে বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ।

৮। "এই মন্ত্র সার"=প্রভুকে জয় করিবার জন্য এই যুক্তি বা মতলবই শ্রেষ্ঠ; অতএব ইহাই অবলম্বন করিব।

নিরবধি ভাবাবেশে দোলে মত্ত হৈয়া।
বাখানে বাশিষ্ঠ-শাস্ত্র 'জ্ঞান' প্রকাশিয়া ॥১০॥
"জ্ঞান বিনু কিবা শক্তি ধরে বিষ্ণু-ভক্তি।
স্বতন্ত্র, সবার প্রাণ—'জ্ঞান'—সর্ব্ব-শক্তি ॥
হেন 'জ্ঞান' না বুঝিয়া কোনো কোনো জন।
ঘরে ধন হারাইয়া, চাহে গিয়া বন ॥ ১১ ॥
'বিষ্ণু-ভক্তি'—দর্পণ, লোচন হয় জ্ঞান।
চক্ষু-হীন জনের দর্পণে কোন্ কাম ॥
আদি অন্ত আমি পড়িলাম সর্ব্ব শাস্ত্র।
বুঝিলাম সর্ব্ব-অভিপ্রায় 'জ্ঞান'-মাত্র" ॥১২॥
অদ্বৈত-চরিত্র ভাল বুঝে হরিদাস।
ব্যাখ্যান শুনিয়া মহা অট্ট অট্ট হাস ॥
এইমত অদ্বৈতের চরিত্র অগাধ।
সুকৃতীর ভাল, দুষ্কৃতীর কার্য্য-বাধ ॥ ১৩ ॥

সর্ব্ব-বাঞ্ছা-কল্পতরু প্র   ন্তর।
অদ্বৈত-সঙ্কল্প চিত্তে হইল গোচর ॥
একদিন নগর ভ্রময়ে প্রভু রঙ্গে।
দেখয়ে আপন-সৃষ্টি নিত্যানন্দ-সঙ্গে ॥ ১৪ ॥
আপনারে সুকৃতী করিয়া বিধি মানে।
"মোর শিল্প চাহে প্রভু সদয়-নয়নে ॥"
দুই চন্দ্র যেন দুই চলিয়া সে যায়।
মতি-অনুরূপ সবে দরশন পায় ॥ ১৫ ॥
অন্তরীক্ষে থাকি সব দেখে দেবগণ।
দুই চন্দ্র দেখি সবে গণে মনে-মন ॥
আপন-লোকেরে হৈল বসুমতী-জ্ঞান।
চান্দ দেখি পৃথিবীরে হৈল স্বর্গ-ভাণ ॥ ১৬ ॥
নর-জ্ঞান আপনারে সবার জন্মিল।
চন্দ্রের প্রভাবে নরে দেব-বুদ্ধি হৈল ॥

১০। "গৃহেতে" = শান্তিপুর নিজ-বাড়ীতে।

"মানস-মন্ত্র করিতে লাগিলা" = মনে যে মতলব করিয়াছিলেন, সেইমত কাজ করিতে লাগিলেন।

১১। "স্বতন্ত্র.........শক্তি" = তিনি তখন এই বলিতে লাগিলেন যে, জ্ঞান কাহারও অধীন নহে, পরন্তু ভক্তি প্রভৃতি অন্য সমস্ত পন্থাই জ্ঞানের অধীন; জ্ঞান হইল ভক্তি প্রভৃতি অন্য সমস্ত পথেরই জীবন ও শক্তি-স্বরূপ।

"ঘরে......বন" = লোকে যেমন নিজ-গৃহে ধন হারাইয়া তাহা পাইবার জন্য বনে গিয়া চেষ্টা করিয়া বিফল-মনোরথ হয়, তদ্রূপ ঈশ্বর-প্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ জ্ঞানের মর্ম্ম না বুঝিতে পারিয়া, লোকে এ পথে ও পথে ঘুরিয়া মরে।

১২। "বিষ্ণুভক্তি.........কাম" = ঈশ্বর-লাভের জন্য বিষ্ণুভক্তি দর্পণ-স্বরূপ হইলেও অর্থাৎ ঈশ্বর-লাভের উপায়-স্বরূপ হইলেও, যাহার লোচন নাই, তাহার দর্পণে কি কাজ হইবে? জ্ঞানই হইতেছে লোচন; সুতরাং জ্ঞান-রূপ চক্ষু না থাকিলে ভক্তিরূপ দর্পণে কি কাজ হইতে পারে?

"বুঝিলাম.....মাত্র" = দেখিলাম সব শাস্ত্রেই বলিতেছে, জ্ঞানই ইষ্টলাভের একমাত্র উপায়।

১৫। "মতি......পায়" = যাহার মতি যেরূপ ভাবাপন্ন, সে ভগবান্‌কে সেইরূপ ভাবেই দর্শন করিয়া থাকে। এটা হইল স্বতঃসিদ্ধ।

১৬। "আপন ... . ভাণ" = আপন-লোক অর্থাৎ দেবলোক। পৃথিবীতে দুই চন্দ্রের উদয় হইয়াছে দেখিয়া, স্বর্গকে পৃথিবী বলিয়া এবং পৃথিবীকে স্বর্গ বলিয়া দেবতাগণের মনে হইতে লাগিল।

১৭। "নর-জ্ঞান......হৈল" = পৃথিবীতে চন্দ্র উঠিয়াছে দেখিয়া মানবগণ মনে করিতে লাগিলেন, আমরা ত স্বর্গে রহিয়াছি দেখিতেছি, তাহা হইলে

দুই চন্দ্র দেখি সবে করেন বিচার।
"কভু স্বর্গে নাহি দুই-চন্দ্র-অধিকার" ॥ ১৭ ॥
কোনো দেব বলে "শুন বচন আমার।
মূল চন্দ্র এক, এক প্রতিবিম্ব তার॥"
কোনো দেব বলে "হেন বুঝিয়ে কারণ।
ভাগ-চন্দ্র বিধি কিবা করিল যোজন" ॥১৮॥
কেহো বলে "পিতা পুত্র একরূপ হয়।
হেন বুঝি এক বুধ—চন্দ্রের তনয়॥"
বেদে নারে নিশ্চয়িতে যে প্রভুর রূপ।
তাহাতে যে দেব মোহে—এ নহে কৌতুক ॥
হেনমতে নগর ভ্রময়ে দুই জন।
নিত্যানন্দ জগন্নাথ-মিশ্রের নন্দন ॥ ১৯ ॥
নিত্যানন্দে সম্বোধিয়া বলে বিশ্বম্ভর।
"চল যাই শান্তিপুর—আচার্য্যের ঘর"।২০॥
মহারঙ্গী দুই প্রভু পরম চঞ্চল।
সেই পথে চলিলেন আচার্য্যের ঘর ॥
মধ্য-পথে গঙ্গার সমীপে এক গ্রাম।
মল্লুকের কাছে সে 'ললিতপুর' নাম ॥ ২১ ॥
সেই গ্রামে গৃহস্থ সন্ন্যাসী এক আছে।
পথের সমীপে ঘর—জাহ্নবীর কাছে ॥
নিত্যানন্দ-স্থানে প্রভু করয়ে জিজ্ঞাসা।
"কাহার মণ্ডপ এ, জানহ কার বাসা" ॥২২॥
নিত্যানন্দ বলে—"প্রভু! সন্ন্যাসি-আলয়।"
প্রভু বলে—"তারে দেখি, যদি ভাগ্য হয়॥"
হাসি গেলা দুই প্রভু সন্ন্যাসীর স্থানে।
বিশ্বম্ভর করিলেন ন্যাসীরে প্রণামে ॥ ২৩ ॥
দেখিয়া মোহন-মূর্ত্তি দ্বিজের নন্দন।
সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর রূপ প্রফুল্ল বদন ॥
সন্তোষে সন্ন্যাসী করে বহু আশীর্ব্বাদ।
"ধন বংশ সুবিবাহ হউ বিদ্যালাভ" ॥২৪ ॥
প্রভু বলে "গোসাঁই! এ নহে আশীর্ব্বাদ।
হেন বল—'তোরে হউ কৃষ্ণের প্রসাদ' ॥
'বিষ্ণুভক্তি' আশীর্ব্বাদ—অক্ষয়, অব্যয়।
যে বলিলা গোসাঁই তোমার যোগ্য নয়॥"
হাসিয়া গোসাঁই বলে "পূর্ব্বে যে শুনিল।
সাক্ষাতে তাহার আজি নিদান পাইল ॥২৫॥
ভাল রে বলিতে লোক ঠেঙ্গা লৈয়া ধায়।
এ বিপ্র-পুত্রের সেইমত ব্যবসায় ॥ ২৬ ॥
ধন-বর দিল আমি পরম সন্তোষে।
কোথা গেল উপকার, আরো আমা দোষে" ॥

ত আমরা দেবতা; আর দেবতাগণও ঐরূপে আপনাদিগকে মনুষ্য বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

১৮। "প্রতিবিম্ব" = ছায়া।

"ভাগ-চন্দ্র.........যোজন" = সৃষ্টিকর্ত্তা কি চন্দ্র হইতে একটী ভাগ বা অংশ লইয়া আর একটি চন্দ্র যোজনা অর্থাৎ সংঘটনা বা সৃষ্টি করিলেন নাকি?

১৯। "হেন......তনয়" = মনে হইতেছে যেন একজন হইলেন চন্দ্র, আর একজন চন্দ্রের পুত্র।

২২। "কাহার........ ...বাসা" = এ কার ঘর-বাড়ী জান?

২৫। "হাসিয়া.........পাইল" = সেই সন্ন্যাসী বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, আগে যে শুনিতাম, লোকে বাপ বলিলে শালা বলে, তা আজ সাক্ষাতেই তার উদাহরণ দেখিলাম।

২৬। "ভাল........ধায়" = ভাল কথা বলিতে গেলে লোকে যদি লাঠি লইয়া তাড়া করে, তাহাও যেরূপ, এ ব্রাহ্মণের ছেলের ব্যবহারও দেখিতেছি ঠিকই সেইরূপ।

সন্ন্যাসী বলয়ে "শুন ব্রাহ্মণ-কুমার।
কেনে তুমি আশীর্ব্বাদ নিন্দিলে আমার॥
পৃথিবীতে জন্মিয়া যে না কৈল বিলাস।
উত্তম কামিনী যার না হইল পাশ॥ ২৭॥
যার ধন নাহি, তার জীবনে কি কাজ।
হেন ধন-বর দিতে, পাও তুমি লাজ॥
হইল বা বিষ্ণুভক্তি তোমার শরীরে।
ধন বিনা কি খাইবা, তাহা কহ মোরে" ॥২৮॥
হাসে প্রভু সন্ন্যাসীর বচন শুনিয়া।
শ্রীহস্ত দিলেন নিজ-কপালে তুলিয়া॥
ব্যপদেশে মহাপ্রভু সবারে শিখায়।
ভক্তি বিনা কেহো যেন কিছুই না চায় ॥২৯॥
"শুন শুন গোসাঁই-সন্ন্যাসি! কি খাইব।
নিজ-কর্ম্মে যে আছে সে আপনে মিলিব॥
ধন-বংশ-নিমিত্ত সংসার কাম্য করে।
বল তার ধন বংশ তবে কেনে মরে॥ ৩০॥
জ্বরের নিমিত্ত কেহো কামনা না করে।
তবে কেন জ্বর আসি পীড়য়ে শরীরে॥
শুন শুন গোসাঁই। ইহার হেতু—'কর্ম্ম'।
কোনো মহাপুরুষে সে জানে এই মর্ম্ম ॥৩১॥
বেদেও বুঝায় স্বর্গ—বলে জনা জনা।
মূর্খ প্রতি হয় সেহো বেদের করুণা॥
বিষয়-সুখেতে বড় লোকের সন্তোষ।
চিত্ত বুঝি কহে বেদ—বেদের কি দোষ ॥৩২॥
'ধন পুত্র পাই গঙ্গাস্নান হরিনামে'।
শুনিয়া চলয়ে সব বেদের কারণে॥
যে-তে মতে গঙ্গাস্নান হরিনাম কৈলে।
দ্রব্যের প্রভাবে ভক্তি হইবেক হেলে॥ ৩৩॥
এই বেদ-অভিপ্রায় মূর্খ নাহি বুঝে।
কৃষ্ণভক্তি ছাড়িয়া বিষয়-সুখে মজে॥
ভাল মন্দ বিচারিয়া বুঝহ গোসাঁই।
কৃষ্ণভক্তি ব্যতিরিক্ত আর বর নাই" ॥ ৩৪॥
সন্ন্যাসীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান্।
ভক্তিযোগ কহে বেদ করিয়া প্রমাণ॥
যে কহে চৈতন্য-চন্দ্র সেই সত্য হয়।
পরনিন্দা-পাপে জীব তাহা নাহি লয়॥ ৩৫॥

২৭। "না কৈল বিলাস" = বিবিধ ভোগ-বিলাসাদি না করিল। "না হইল পাশ" = পাশে না শুইল।

২৯। "শ্রীহস্ত·· ......তুলিয়া" = সঙ্কেতে এই উত্তর করিলেন যে, ভাগ্যে যাহা আছে, তাহাই খাইব। এখানে কপালে হাত তুলিবার আরও একটী অভিপ্রায় এই হইতে পারে যে, হায় রে কপাল! এমন অসতের সঙ্গও ঘটিল।

৩০। "সংসার" = জগতের লোকে।

৩২। "বেদেও .... করুণা" = প্রত্যেকেই বলিয়া থাকে, শাস্ত্রেও স্বর্গ-লাভের কামনা করিবার জন্য বলিয়াছে। কিন্তু সে যে কেন বলিয়াছে, তা ত লোকে জানে না; সেটা হইতেছে কি?—না, এইরূপ কামনার মধ্য দিয়াও অজ্ঞ লোককে ভক্তি-পথে আনিবার জন্য তাহাদিগের প্রতি কৃপা করিয়া বেদাদি-শাস্ত্রে ঐরূপ বলিয়াছেন।

৩৩। "বেদের কারণে" = শাস্ত্র বলিয়াছে বলিয়া।

৩৪। "বর" = আশীর্ব্বাদ।

৩৫। "বেদ করিয়া প্রমাণ" = শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত দিয়া। "পরনিন্দা......লয়" = পরনিন্দা-পাপে লোকের চিত্ত দূষিত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া, তাহারা প্রভুর এই সত্য কথায় কর্ণপাত করে না।

হাসয়ে সন্ন্যাসী শুনি প্রভুর বচন।
"এ বুঝি পাগল বিপ্র—মন্ত্রের কারণ॥
হেন বুঝি এই বা সন্ন্যাসী বুদ্ধি দিয়া।
লৈয়া যায় ব্রাহ্মণ-কুমার ভুলাইয়া" ॥ ৩৬ ॥
সন্ন্যাসী বলয়ে "হেন কাল সে হইল।
শিশুর অগ্রেতে আমি কিছু না জানিল॥
আমি করিলাম যে পৃথিবী-পর্য্যটন।
অযোধ্যা মথুরা মায়া বদরিকাশ্রম ॥ ৩৭ ॥
গুজরাট কাশী গয়া বিজয়া-নগরী।
সিংহল গেলাম আমি, যত আছে পুরী॥
আমি না জানিল ভাল-মন্দ হয় কায়।
দুগ্ধের ছাওয়াল আজি আমারে শিখায়" ॥৩৮
হাসি বলে নিত্যানন্দ "শুনহ গোসাঁই।
শিশু-সঙ্গে তোমার বিচারে কার্য্য নাই॥
আমি সে জানিল সব তোমার মহিমা।
আমারে দেখিয়া তুমি সব কর ক্ষমা" ॥ ৩৯ ॥
আপনার শ্লাঘা শুনি সন্ন্যাসী সন্তোষে।
ভিক্ষা করিবার লাগি বলয়ে হরিষে॥
নিত্যানন্দ বলে "কার্য্য-গৌরবে চলিব।
কিছু দেহ, স্নান করি পথেতে খাইব" ॥ ৪০ ॥
সন্ন্যাসী বলয়ে "স্নান কর এইখানে।
কিছু খাই, স্নিগ্ধ হই, করহ গমনে॥"
পাতকী তারিতে দুই-প্রভু-অবতার।
রহিলেন দুই প্রভু সন্ন্যাসীর ঘর ॥ ৪১ ॥
জাহ্নবীর মজ্জনে ঘুচিল দুঃখ শ্রম।
ফলাহার করিতে বসিলা দুই জন॥
দুগ্ধ আম্র পনসাদি করি কৃষ্ণসাৎ।
শেষে খায় দুই প্রভু সন্ন্যাসি-সাক্ষাৎ ॥ ৪২ ॥
বামপথী সন্ন্যাসী মদিরা পান করে।
নিত্যানন্দ প্রতি তাহা কহে ঠারেঠোরে॥
"শুনহ শ্রীপাদ! কিছু 'আনন্দ' আনিব।
তোমা-হেন অতিথি বা কোথায় পাইব" ॥৪৩॥
দেশান্তর ফিরি নিত্যানন্দ সব জানে।
'মদ্যপ সন্ন্যাসী' হেন জানিলেন মনে॥
"আনন্দ আনিব" ন্যাসী বলে বারবার।
নিত্যানন্দ বলে—"তবে লড় সে আমার" ॥৪৪॥
দেখিয়া দোঁহার রূপ মদন-সমান।
সন্ন্যাসীর পত্নী চাহে জুড়িয়া ধেয়ান॥
সন্ন্যাসীরে নিরোধ করয়ে তার নারী।
"ভোজনেতে কেনে তুমি বিরোধ আচরি" ॥৪৫

৩৬। "এ বুঝি.........কারণ" = কেহ বোধ হয় মন্ত্র দ্বারা এ ব্রাহ্মণকে পাগল করিয়াছে। আজিও দেখিতে পাওয়া যায়, দুষ্ট লোকে গুণজ্ঞান করিয়া লোকের নানাবিধ অনিষ্ট সাধন করে।

"হেন.........ভুলাইয়া" = বোধ হইতেছে, এই সন্ন্যাসীই বা কুমন্ত্রণা দিয়া ব্রাহ্মণদের ছেলে ভুলাইয়া লইয়া যায়। ৩৮। "কায়" = কিসে।

৪০। "শ্লাঘা" = প্রশংসা; সুখ্যাতি।

"কার্য্য-গৌরবে চলিব" = বিশেষ কার্য্যের জন্য যাইতেছি।

৪২। "করি কৃষ্ণসাৎ" = কৃষ্ণে নিবেদন করিয়া। "শেষে......সাক্ষাৎ" = তারপর সন্ন্যাসীর সামনেই তবে দুই প্রভু সেই কৃষ্ণের প্রসাদ পাইলেন।

৪৩। "বামপথী" = বামাচারী। ইহারা মদ্য-মাংসাদি-সেবন দ্বারা সাধন করিয়া থাকে। "আনন্দ" = মদ্য।

৪৪। "দেশান্তর ফিরি" = দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিয়া। "নিত্যানন্দ......আমার" = নিত্যানন্দ-প্রভু বলিলেন, তাহা হইলে আমি দৌড় দিব অর্থাৎ এখনই চলিয়া যাইব। ৪৫। "চাহে জুড়িয়া ধেয়ান" = একমনে এক-দৃষ্টে দেখিতে লাগিল।

প্রভু বলে—"কি 'আনন্দ' বলয়ে সন্ন্যাসী।"
নিত্যানন্দ বলয়ে—"মদিরা হেন বাসি॥"
'বিষ্ণু বিষ্ণু' স্মরণ করয়ে বিশ্বম্ভর।
আচমন করি প্রভু চলিলা সত্বর॥ ৪৬॥
দুই প্রভু চঞ্চল গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া।
চলিলা আচার্য্য-গৃহে গঙ্গায় ভাসিয়া॥
স্ত্রৈণ মদ্যপেরে প্রভু অনুগ্রহ করে।
নিন্দক—বেদান্তী যদি, তথাপি সংহরে॥ ৪৭॥
সন্ন্যাসী হৈয়া মদ্য পিয়ে, স্ত্রী-সঙ্গ আচরে।
তথাপি ঠাকুর গেলা তাহার মন্দিরে॥
বাকোবাক্য কৈল প্রভু, শিখাইল ধর্ম্ম।
বিশ্রাম করিয়া কৈল ভোজনের কর্ম্ম॥ ৪৮॥
না হয় এ জন্মে ভাল, হৈব আর জন্মে।
সবে নিন্দকেরে নাহি বাসে ভাল মর্ম্মে॥
দেখা নাহি পায় যত অভক্ত সন্ন্যাসী।
তার সাক্ষী যতেক সন্ন্যাসী কাশীবাসী॥৪৯॥
শেষখণ্ডে যখনে চলিলা প্রভু কাশী।
শুনিলেক যত কাশী-নিবাসী সন্ন্যাসী॥
শুনিয়া আনন্দ বড় হৈলা ন্যাসিগণ।
দেখিব চৈতন্য—বড় শুনি মহাজন॥ ৫০॥
সবেই বেদান্তী, জ্ঞানী, সবেই তপস্বী।
আজন্ম কাশীতে বাস, সবেই যশস্বী॥
এক দোষে সকল গুণের গেল শক্তি।
পড়ায় বেদান্ত, না বাখানে বিষ্ণু-ভক্তি॥৫১॥
অন্তর্যামী গৌর-সিংহ সব ইহা জানে।
গিয়াও কাশীতে নাহি দিলা দরশনে॥
রামচন্দ্র-পুরীর মঠেতে লুকাইয়া।
রহিলেন দুই মাস বারাণসী গিয়া॥ ৫২॥
বিশ্বরূপ-ক্ষৌরের দিবস দুই আছে।
লুকাইয়া চলিলা—দেখয়ে কেহো পাছে॥
পাছে শুনিলেন সব সন্ন্যাসীর গণ।
'চলিলেন চৈতন্য'—নহিল দরশন॥ ৫৩॥

"নিরোধ করয়ে" = বাধা দিয়া বলিতে লাগিল।

"ভোজনেতে...........আচরি" = খাওয়ার সময় ওরূপ করিয়া বিরক্ত করছো কেন? ও জিনিস ওঁরা খাবেন না, তবু তার জন্য এত জেদ, এত ধস্তাধস্তি কেন করছো?

৪৭। "চঞ্চল" = তাড়াতাড়ি।

"নিন্দক.........যদি" = বেদজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতও যদি নিন্দাকারী হয়।

"৪৮। "তথাপি ....মন্দিরে" = যেহেতু তিনি নিন্দক বা বিষ্ণু-বৈষ্ণব-দ্বেষী নহেন।

"বাকোবাক্য" = কথোপকথন।

৫১। "এক......বিষ্ণু-ভক্তি" = তাহারা মহা-পণ্ডিত, বেদান্ত পড়ায়, কিন্তু তাহাতে বিষ্ণুভক্তি ব্যাখ্যা করে না; এই এক দোষেই তাহাদের সমস্ত গুণের শক্তি ব্যর্থ হইল।

৫৩। "বিশ্বরূপ ক্ষৌর" = এক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণের প্রতি ঋতুতে অর্থাৎ দুই মাস অন্তর অন্তর পূর্ণিমা তিথিতে ক্ষৌরকার্য্য করিবার বিধি আছে। বৎসরে ছয়টী ক্ষৌরকার্য্যের ছয়টী নাম আছে। ভাদ্রমাসের পূর্ণিমায় যে ক্ষৌর কার্য্য, তাহার নাম 'বিশ্বরূপ-ক্ষৌর'। ক্ষৌরান্তে পূজার্চ্চনাদি উৎসব বিহিত আছে।

"লুকাইয়া চলিলা" = যেহেতু তাঁহার এই ইচ্ছা যে, তিনি ভক্তিহীন ও ভক্ত-দ্বেষী মায়াবাদী সন্ন্যাসী-দিগকে দর্শন দিবেন না।

সর্ব্ব-বুদ্ধি হরিলেক এক নিন্দা-পাপ।
পাছেও কাহারো চিত্তে না জন্মিল তাপ ॥
আরো বলে "আমরা সকল পূর্ব্বাশ্রমী।
আমা-সবা সম্ভাষিয়া বিনা গেলা কেনি ॥৫৪॥
দুই দিন লাগি কেনে স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া।
কেনে গেলা 'বিশ্বরূপ-ক্ষৌর' সে লজ্মিয়া ॥"
ভক্তিহীন হইলে এমত বুদ্ধি হয়।
নিন্দকের পূজা শিব কভু নাহি লয় ॥ ৫৫ ॥
কাশীতে যে পর নিন্দে সে শিবের দণ্ড্য।
শিব-অপরাধে বিষ্ণু নহে তার বন্দ্য ॥
সবার করিব গৌরসুন্দর উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার ॥ ৫৬ ॥
মদ্যপের ঘরে কৈলা স্নান ভোজন।
নিন্দক বেদান্তী না পাইল দরশন ॥
চৈতন্যের দণ্ডে যার চিত্তে নাহি ভয়।
জন্মে জন্মে সেই জীব যম-দণ্ড্য হয় ॥ ৫৭ ॥
অজ, ভব, অনন্ত, কমলা সর্ব্ব-মাতা।
সবার শ্রীমুখে নিরন্তর যাঁর কথা ॥
হেন গৌরচন্দ্র-যশে যার নহে মতি।
ব্যর্থ তার সন্ন্যাস, বেদান্ত-পাঠে রতি ॥ ৫৮ ॥
হেনমতে দুই প্রভু আপন-আনন্দে।
সুখে ভাসি চলিলেন জাহ্নবী-তরঙ্গে ॥

মহাপ্রভু নিরবধি করয়ে হুঙ্কার।
"মুই সেই, মুই সেই" বলে বার-বার ॥ ৫৯ ॥
মোহারে আনিল নাড়া শয়ন ভাঙ্গিয়া।
এখনে বাখানে 'জ্ঞান', 'ভক্তি' লুকাইয়া ॥
তার শাস্তি করোঁ আজি দেখ পরতেকে।
কেমতে দেখুক আজি জ্ঞান-যোগ রাখে ॥৬০॥
তর্জ্জে গর্জ্জে মহাপ্রভু, গঙ্গা-স্রোতে ভাসে।
মৌন হই নিত্যানন্দ মনে মনে হাসে ॥
দুই প্রভু ভাসি যায় গঙ্গার উপরে।
'অনন্ত' 'মুকুন্দ' যেন ক্ষীরোদ-সাগরে ॥৬১॥
ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল।
বুঝিলেন চিত্তে—"মোর হইবেক ফল ॥"
'আইসে ঠাকুর ক্রোধে'—অদ্বৈত জানিয়া।
জ্ঞানযোগ বাখানে অধিক মত্ত হৈয়া ॥ ৬২ ॥
চৈতন্য-ভক্তের কে বুঝিতে পারে লীলা।
গঙ্গাপথে দুই প্রভু আসিয়া মিলিলা ॥
ক্রোধ-মুখ বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
দেখয়ে অদ্বৈত দোলে জ্ঞানানন্দ-রঙ্গে ॥৬৩॥
প্রভু দেখি হরিদাস দণ্ডবৎ হয়।
অচ্যুত প্রণাম করে—অদ্বৈত-তনয় ॥
অদ্বৈত-গৃহিণী মনে মনে নমস্করে।
দেখিয়া প্রভুর মূর্ত্তি চিন্তিত অন্তরে ॥

৫৪। "সম্ভাষিয়া বিনা"=আলাপ না করিয়া। "পূর্ব্বাশ্রমী"=আমরা ত আগে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়াছি। "কেনি"=কেন।

৫৬। "কাশীতে ......বন্দ্য"=কাশীতে বাস করিয়া পর-নিন্দা করিলে, কাশীপতি শ্রীশিব তাহাকে দণ্ড দেন। সেই শিবাপরাধে সে বিষ্ণুপূজাও করে না, করিলেও বিষ্ণু তার পূজা গ্রহণ করেন না।

৬০। "শয়ন ভাঙ্গিয়া"=প্রগাঢ় ভক্তি-সহকারে আরাধনার বলে অনন্ত-শয্যা হইতে আমার ঘুম ভাঙ্গাইয়া।

৬২। "বুঝিলেন চিত্তে"=ভক্তি-বলে শ্রীঅদ্বৈত হইলেন সর্ব্বজ্ঞ; সুতরাং মহাপ্রভু যে তাঁহাকে কৃপা করিবেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন।

৬৩। "ক্রোধ-মুখ"=ক্রোধে পরিপূর্ণ।

৬৪। "অচ্যুত... তনয়"=অদ্বৈত-প্রভুর পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দও দণ্ডবৎ করিলেন।

বিশ্বম্ভর-তেজ যেন কোটি-সূর্য্যময়।
দেখিয়া সবার চিত্তে উপজিল ভয়॥ ৬৪॥
ক্রোধ-মুখে বলে প্রভু "আরে আরে নাড়া।
বল দেখি 'জ্ঞান' 'ভক্তি' দু'য়েতে কে বাড়া॥"
অদ্বৈত বলয়ে "সর্ব্ব কাল বড় 'জ্ঞান'।
'জ্ঞান' যার নাহি, তার ভক্তিতে কি কাম॥"
'জ্ঞান বড়' অদ্বৈতের শুনিয়া বচন।
ক্রোধে বাহ্য পাসরিল শচীর নন্দন॥ ৬৫॥
পিঁড়া হইতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া।
স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া॥
অদ্বৈত-গৃহিণী পতিব্রতা জগন্মাতা।
সর্ব্ব-তত্ত্ব জানিয়াও করয়ে ব্যগ্রতা॥ ৬৬॥
"বুড়া বিপ্র, বুড়া বিপ্র—রাখ রাখ প্রাণ।
কাহার শিক্ষায় এত কর অপমান॥
এড় বুড়া বামনেরে আরো কি করিবা।
কোনো কিছু হৈলে, এড়াইতে না পারিবা॥"
পতিব্রতা-বাক্য শুনি নিত্যানন্দ হাসে।
ভয়ে 'কৃষ্ণ' সঙরয়ে প্রভু হরিদাসে॥ ৬৭॥
ক্রোধে প্রভু পতিব্রতা-বাক্য নাহি শুনে।
তর্জ্জে গর্জ্জে অদ্বৈতেরে সদম্ভ-বচনে॥
"শুতিয়া আছিনু ক্ষীর-সাগরের মাঝে।
আরে নাড়া নিদ্রাভঙ্গ মোর তোর কাজে॥৬৮
ভক্তি প্রকাশিলি তুই আমারে আনিয়া।
এবে বাখানিস 'জ্ঞান', 'ভক্তি' লুকাইয়া॥
যদি লুকাইবি 'ভক্তি'—তোর চিত্তে আছে।
তবে মোরে প্রকাশ করিলি কোন্ কাজে॥৬৯॥
তোমার সঙ্কল্প মুই না করোঁ অন্যথা।
তুমি মোরে বিড়ম্বনা করহ সর্ব্বথা॥"
অদ্বৈতে এড়িয়া প্রভু বসিলা দুয়ারে।
প্রকাশে আপন-তত্ত্ব করিয়া হুঙ্কারে॥
"আরে আরে কংস যে মারিল, সেই মুই।
আরে নাড়া! সকল জানিস দেখ্ তুই॥ ৭০॥
অজ ভব শেষ রমা করে মোর সেবা।
মোর চক্রে মারিল শৃগাল-বাসুদেবা॥
মোর চক্রে বারাণসী দহিল সকল।
মোর বাণে মরিল রাবণ মহাবল॥ ৭১॥
মোর চক্রে কাটিল বাণের বাহুগণ।
মোর চক্রে নরকের হইল মরণ॥
মুই সে ধরিনু গিরি দিয়া বাম হাত।
মুই সে আনিনু স্বর্গ হৈতে পারিজাত॥৭২॥

"মূর্ত্তি" = তেজোময় ক্রোধ-মূর্ত্তি।

৬৬। "তত্ত্ব" = গূঢ় বৃত্তান্ত বা ব্যাপার।

৬৭। "কোনো……পারিবা" = যদি ম'রে যায়, তা হ'লে তখন ত আর বাঁচা'তে পারবে না।

৬৮। "তোর কাজে" = তোর জন্য; তোর বাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বার জন্য।

৭০। "তোমার……সর্ব্বথা" = তুমি আমাকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করাইবার জন্য যে বাসনা করিয়াছিলে, তাহা আমি ব্যর্থ করি নাই, আমি তাহা পূর্ণ করিয়াছি; কিন্তু হায় হায়! তুমি আমাকে আনিয়া সব রকমে আমার এত লাঞ্ছনা করিতেছ!

৭১। "শৃগাল বাসুদেবা" = এই ব্যক্তি বলিতেন—'আমি হইলাম বাসুদেব'। (ভাঃ ১০।৬৬ অঃ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১২১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। "মোর……সকল" = এই উপাখ্যান ইহার পরেই মূল গ্রন্থে ৮৭ হইতে ৯৫ পর্য্যন্ত দাগে বর্ণিত হইয়াছে।

"মোর……মহাবল" = শ্রীরাম-অবতারে "রাবণ-বধ" বৃত্তান্ত সকলেই অবগত আছেন।

৭২। "মোর……বাহুগণ" = বলি মহারাজার পুত্র বাণরাজার উষা নামে এক কন্যা ছিলেন।

মুই সে ছলিনু বলি—করিনু প্রসাদ।
মুই সে হিরণ্য মারি রাখিনু প্রহ্লাদ॥"
এইমত প্রভু নিজ-ঐশ্বর্য্য প্রকাশে।
শুনিয়া অদ্বৈত প্রেম-সিন্ধু-মাঝে ভাসে॥ ৭৩॥
শাস্তি পাই অদ্বৈত পরমানন্দময়।
হাতে তালি দিয়া নাচে করিয়া বিনয়॥
"যেন অপরাধ কৈনু, তেন শাস্তি পাইনু।
ভালই করিলা প্রভু! অল্পে এড়াইনু॥ ৭৪॥
এখনে সে ঠাকুরাল বুঝিনু তোমার।
দোষ-অনুরূপ শাস্তি করিলা আমার॥
ইহাতে সে প্রভু! ভৃত্যে চিত্তে বল পায়।"
বলিয়া আনন্দে নাচে শান্তিপুর-রায়॥৭৫॥

তিনি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে গোপনে পতিরূপে বরণ করায়, বাণরাজ কুপিত হইয়া অনিরুদ্ধকে নাগপাশে বন্ধন করিলেন। তচ্ছ্রবণে কৃষ্ণ ও বলরাম মহা ক্রুদ্ধ হইয়া সদলবলে বাণ-পুরী 'শোণিতপুর' আক্রমণ করিলেন। দুই দলে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরম ভক্ত শ্রীবলির পুত্র বলিয়া এবং শ্রীপ্রহ্লাদ-মহাশয়ের বংশসম্ভূত বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ বাণের প্রাণ-বধ না করিয়া কেবলমাত্র বাহুগুলি ছেদন করিলেন। মহাদেবের বরে বাণ সহস্র-হস্ত ছিলেন; তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ চারিখানি মাত্র রাখিয়া অন্য সবগুলি ছেদন করিয়াছিলেন। (ভাঃ ১০।৬৩)।

"মোর......মরণ"=একদা ভূমি অর্থাৎ পৃথিবী-পুত্র নরক ইন্দ্র-মাতা অদিতির কুণ্ডল হরণ করায়, শ্রীকৃষ্ণ দেবরাজ কর্ত্তৃক তদ্বিষয়ে নিবেদিত হইয়া, স্বীয় পত্নী সত্যভামা সহকারে, গরুড়ারোহণে নরকাসুর বধ করিতে যাত্রা করিলেন। তিনি নরকাসুরের পুরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রথমে মুর নামক দানবকে বধ করিলেন। তাহাতে নরকাসুর ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ-বেগে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিল এবং তাঁহাকে নিহত করিবার জন্য বিবিধ চেষ্টা করিয়া, পরে শূলাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু উহা নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণ তীক্ষ্ণ চক্র দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। অনন্তর নরক-মাতা পৃথিবী অদিতির সেই সমুজ্জ্বল কুণ্ডল-দ্বয় ও অন্যান্য দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। (ভাঃ ১০।৫৯)।

"মুই......হাত"=ব্রজে গোবর্দ্ধন-ধারণের বৃত্তান্ত সকলেই অবশ্য অবগত আছেন। (ভাঃ ১০।২৫)।

"মুই........ পারিজাত"=একদা মহর্ষি নারদ একটী পারিজাত পুষ্প আনিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহা রুক্মিণী-দেবীকে অর্পণ করাতে, সত্যভামা কুপিতা হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, তোমাকে একটী পারিজাত কেন, আমি পারিজাত-বৃক্ষ আনিয়া দিব। অনন্তর নরকাসুর বধের পর শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্র-ভবনে গমন পূর্ব্বক অদিতিকে তদীয় কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিলেন (উপরে ৭২ দাগের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ, ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, সত্যভামার প্রার্থনা-মতে পারিজাত তরুকে উৎপাটন পূর্ব্বক গরুড়-পৃষ্ঠে স্থাপন করতঃ, ইন্দ্র সহ দেবগণকে পরাজিত করিয়া, ঐ বৃক্ষ দ্বারকায় আনয়ন পূর্ব্বক সত্যভামার গৃহোদ্যানে রোপণ করিলেন। (ভাঃ ১০।৫৯)।

৭৩। "মুই .... প্রসাদ"=এই উপাখ্যান ২৩৩ পৃষ্ঠায় ৪৩ দাগের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

"মুই............প্রহ্লাদ" = শ্রীনৃসিংহ-অবতারে হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া প্রহ্লাদকে রক্ষা করিবার বৃত্তান্ত সকলেই অবগত আছেন। (ভাঃ ৭।৮)

৭৫। "ইহাতে............পায়"=হে প্রভো! এইরূপে শাস্তি করিলে দাসের হৃদয়ে শক্তি পরি-

আনন্দে অদ্বৈত নাচে সকল অঙ্গনে।
ভ্রুকুটি করিয়া বলে প্রভুর চরণে ॥
"কোথা গেল এবে মোরে তোমার সে স্তুতি।
কোথা গেল এবে সে তোমার ঢাঙ্গাইতি ॥৭৬
দুর্ব্বাসা না হঙ মুই যারে কদর্থিবা।
যার অবশেষ-অন্ন সর্ব্বাঙ্গে লেপিবা॥
ভৃগু-মুনি নহোঁ মুই যার পদধূলী।
বক্ষে দিয়া হইবা শ্রীবৎস-কুতূহলী ॥ ৭৭ ॥
মোর নাম 'অদ্বৈত'—তোমার শুদ্ধ দাস।
জন্মে জন্মে তোমার উচ্ছিষ্টে মোর আশ ॥
উচ্ছিষ্ট-প্রভাবে নাহি গণোঁ তোর মায়া।
করিলা ত শাস্তি, এবে দেহ পদ-ছায়া" ॥৭৮॥
এত বলি ভক্তি করি শান্তিপুর-নাথ।
পড়িলা প্রভুর পদ লইয়া মাথাত ॥

সম্ভ্রমে উঠিয়া কোলে কৈলা বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতেরে কোলে করি কান্দয়ে নির্ভর ॥৭৯॥
অদ্বৈতের ভক্তি দেখি নিত্যানন্দ-রায়।
ক্রন্দন করয়ে যেন নদী বহি যায় ॥
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে প্রভু হরিদাস।
অদ্বৈত-গৃহিণী কান্দে, কান্দে যত দাস ॥৮০॥
কান্দয়ে অচ্যুতানন্দ—অদ্বৈত-তনয়।
অদ্বৈত-ভবন হৈল কৃষ্ণপ্রেমময় ॥
অদ্বৈতেরে মারিয়া লজ্জিত বিশ্বম্ভর।
সন্তোষে আপনে দেন অদ্বৈতেরে বর ॥ ৮১ ॥
"তিলার্দ্ধেকো যে তোমার করয়ে আশ্রয়।
সে কেনে পতঙ্গ কীট পশু পক্ষী নয় ॥
যদি মোর স্থানে করে শত অপরাধ।
তথাপি তাহারে মুই করিব প্রসাদ" ॥ ৮২ ॥

বৰ্দ্ধিত হয়, কারণ সে তখন বুঝিতে পারে যে, তাহার উপর প্রভুর দয়া আছে; সুতরাং সে তখন আর কাহাকেও ভয় করে না।

৭৬। "কোথা......ঢাঙ্গাইতি" = তখন যে বড় হাতজোড় ক'রে আমার গুণ গাইতে, মাথা হেঁট ক'রে আমারে সাবা দিতে, জোর ক'রে আমার পা'র ধূলো নিতে, এখন তোমার সে সব ঢঙ্গ, সে সব ভঙ্গী কোথায় গেল?

৭৭। "দুর্ব্বাসা .....কদর্থিবা" = আমি ত আর দুর্ব্বাসা ঋষির মত বিষ্ণু-বৈষ্ণব-অগ্রাহ্যকারী মদোদ্ধত ব্যক্তি নই যে, আমার প্রতি স্তবস্তুতি করবে, যা খুসী তাই করবে? আমি হ'লাম তোমার একটী ক্ষুদ্র দাস। দুর্ব্বাসার ন্যায় অহঙ্কারে স্ফীত ব্যক্তিকে স্তবস্তুতি করিলে তিনি খুসী হইতে পারেন, কিন্তু আমার ন্যায় দাসকে স্তবস্তুতি করিলে, আমি মহা-ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকি।

"অবশেষ-অন্ন" = উচ্ছিষ্ট অন্ন; এঁটো।

"ভৃগু... ..কুতূহলী" = বিষ্ণু-বক্ষে ভৃগু-পদচিহ্নই শ্রীবৎস-চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হয়। তাই শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু বলিতেছেন, আমি ত আর ভৃগুমুনি নই যে, তাঁহার পদচিহ্ন শ্রীবৎসচিহ্ন-রূপে বক্ষে ধারণ করিয়া আনন্দিত হওয়ার ন্যায় আমারও পদ-ধূলি লইয়া ঐরূপ আনন্দ করবে? মনে রেখো, আমি ভৃগুমুনি বা ঐরূপ কিছুই নই, আমি তোমার একটী ক্ষুদ্র দাসমাত্র—আমার পদধূলি লওয়া চলবে না।

৭৮। "উচ্ছিষ্ট······মায়া" = শ্রীভগবদুচ্ছিষ্ট অর্থাৎ বিষ্ণুর প্রসাদ ভোজন করিলে যে, দুর্দ্ধর্ষ মায়াকেও জয় করা যায়, তৎসম্বন্ধে শ্রীউদ্ধব-মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন:—

ত্বয়োপভুক্ত-স্রগ্ গন্ধ-বাসোঽলঙ্কার-চর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্ট-ভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

বর শুনি কান্দয়ে অদ্বৈত-মহাশয়।
চরণে ধরিয়া কহে করিয়া বিনয় ॥
"যে তুমি বলিলা প্রভু! কভু মিথ্যা নয়।
মোর এক প্রতিজ্ঞা শুনহ মহাশয় ॥ ৮৩ ॥
যদি তোরে না মানিয়া মোরে ভক্তি করে।
সেই মোর ভক্তি তবে তাহারে সংহরে ॥
যে তোমার পাদপদ্ম না করে ভজন।
তোরে না মানিলে কভু নহে মোর জন ॥৮৪॥
যে তোমারে ভজে প্রভু! সে মোর জীবন।
না পারোঁ সহিতে মুই তোমার লঙ্ঘন ॥
যদি মোর পুত্র হয়, হয় বা কিঙ্কর।
'বৈষ্ণবাপরাধী' মুই না দেখোঁ গোচর ॥৮৫॥
তোমারে লঙ্ঘিয়া যদি কোটি দেব ভজে।
সেই দেব তাহারে সংহরে কোনো ব্যাজে ॥
মুই নাহি বলোঁ—এই বেদের বাখান।
'সুদক্ষিণ'-মরণ তাহার পরমাণ ॥ ৮৬ ॥
'সুদক্ষিণ'-নাম কাশীরাজের নন্দন।
মহা সমাধিয়ে শিব কৈল আরাধন ॥
পরম সন্তোষে শিব বলে—'মাগ বর।
পাইবে অভীষ্ট, অভিচার-যজ্ঞ কর ॥ ৮৭ ॥
বিষ্ণু-ভক্ত প্রতি যদি কর অপমান।
তবে সেই যজ্ঞে তোর লইব পরাণ' ॥
শিব কহিলেন ব্যাজে, সে ইহা না বুঝে।
শিবাজ্ঞায় অভিচার-যজ্ঞ গিয়া ভজে ॥ ৮৮ ॥
যজ্ঞ হৈতে উঠে এক মহা-ভয়ঙ্কর।
তিন-কর-চরণ-ত্রিশির-রূপ-ধর ॥
তাল-জঙ্ঘ-পরমাণ বলে—'বর মাগ'।
রাজা বলে—'দ্বারকা পোড়াও মহাভাগ ॥'
শুনিয়া দুঃখিত হৈল মহা-শৈবমূর্ত্তি।
বুঝিলেন—ইহার ইচ্ছার নাহি পূর্ত্তি ॥ ৮৯ ॥
অনুরোধে গেলা মাত্র দ্বারকার পাশে।
দ্বারকা-রক্ষক চক্র খেদাড়িয়া আসে ॥
পলাইলে না এড়াই 'সুদর্শন'-স্থানে।
মহা-শৈব পড়ি বলে চক্রের চরণে ॥ ৯০ ॥
'যারে পলাইতে নাহি পারিল দুর্ব্বাসা।
নারিল রাখিতে অজ, বিষ্ণু, দিগ্‌বাসা ॥

৮৫। "লঙ্ঘন" = অমান্য ; অশ্রদ্ধা ; অমর্য্যাদা।

৮৬। "ব্যাজে" = ছলায়।

"মুই নাহি বলোঁ" = এ যে আমার নিজের মন-গড়া কথা বল্‌ছি, তা ত না।

৮৭। "সমাধিয়ে" = সমাধি দ্বারা। 'সমাধি'—একাগ্রতা মনোমধ্যে বদ্ধমূল হইলে, তাহার নাম 'ধারণা' ; ধারণা বদ্ধমূল হইলে, তাহাকে 'ধ্যান' বলে ; ধ্যান বদ্ধমূল হইলে, তাহার নাম 'সমাধি'। সমাধিতে 'অহংজ্ঞান' বা 'আমিত্ব' লোপ হয় অর্থাৎ সাধক একেবারে তন্ময় হইয়া যায়।

"অভিচার-যজ্ঞ" = কাহাকেও মারিবার বা তাহার বিশেষ অনিষ্ট-সাধনের উদ্দেশ্যে তন্ত্রোক্ত মারণ, উচ্চাটনাদি বা ঐরূপ অন্য প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান।

৮৮। "শিব......বুঝে" = অন্যের কোনও না কোনও অনিষ্টের জন্য অভিচার-যজ্ঞ করা হয় বলিয়া, মহাদেব তাহাকে ভাবান্তরে বলিয়া দিলেন যে, আচ্ছা যজ্ঞ কর গিয়া, তবে যদি তাহাতে বিষ্ণুভক্তের অপমান কর, তাহা হইলে সেই যজ্ঞে তোমাকে বিনাশ করিব। সে কিন্তু এ কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না।

৮৯। "এক মহাভয়ঙ্কর" = এক বিশাল বিকট মূর্ত্তি। "তিন......ধর" = তাঁহার তিনখানি হাত, তিন খানি পা ও তিনটী মাথা।

"তাল-জঙ্ঘ-পরমাণ" = তালগাছের মত তাঁহার

হেন মহাবৈষ্ণব-তেজের স্থানে মুই।
কোথা পলাইব প্রভু! যে করিস তুই ॥ ৯১ ॥
জয় জয় প্রভু মোর 'সুদর্শন'-নাম।
দ্বিতীয়-শঙ্কর-তেজ জয় কৃষ্ণ-ধাম ॥
জয় মহাচক্র, জয় বৈষ্ণব-প্রধান।
জয় দুষ্ট-ভয়ঙ্কর, জয় শিষ্ট-ত্রাণ' ॥ ৯২ ॥
স্তুতি শুনি সন্তোষে বলিল সুদর্শন।
'পোড়া গিয়া যথা আছে রাজার নন্দন ॥'
পুনঃ সেই মহা-ভয়ঙ্কর বাহুড়িয়া।
চলিলা কাশীর রাজপুত্র পোড়াইয়া ॥ ৯৩ ॥
তোমারে লঙ্ঘিয়া প্রভু! শিব-পূজা কৈল।
অতএব তার যজ্ঞে তাহারে মারিল ॥
তেঁই সে বলিমু প্রভু! তোমারে লঙ্ঘিয়া।
মোর সেবা করে, তারে মারি পোড়াইয়া ॥৯৪
তুমি মোর প্রাণনাথ, তুমি মোর ধন।
তুমি মোর পিতা-মাতা, তুমি বন্ধুজন ॥
যে তোরে লঙ্ঘিয়া করে মোরে নমস্কার।
সে জন কাটিয়া শির করে প্রতিকার ॥ ৯৫ ॥
সূর্য্য সাক্ষাৎ করিলা রাজা সত্রাজিত।
ভক্তি-বশে সূর্য্য তান হইলেন মিত ॥
লঙ্ঘিয়া তোমার আজ্ঞা, আজ্ঞা-ভঙ্গ-দুখে।
দুই ভাই মারা যায়, সূর্য্য দেখে সুখে ॥৯৬॥
বলদেব-শিষ্যত্ব পাইয়া দুর্য্যোধন।
তোমারে লঙ্ঘিয়া পায় সবংশে মরণ ॥
হিরণ্যকশিপু বর পাইয়া ব্রহ্মার।
লঙ্ঘিয়া তোমারে গেল সবংশে সংহার ॥৯৭॥
শিরচ্ছেদে শিব পূজিয়াও দশানন।
তোমা লঙ্ঘি পাইলেক সবংশে মরণ ॥
সর্ব্ব-দেব-মূল তুমি—সবার ঈশ্বর।
দৃশ্যাদৃশ্য যত সব—তোমার কিঙ্কর ॥ ৯৮ ॥
প্রভুরে লঙ্ঘিয়া যে দাসেরে ভক্তি করে।
পূজা খাই সেই দাস তাহারে সংহরে ॥
তোমা না মানিয়া যে শিবাদি দেব ভজে।
বৃক্ষ-মূল কাটি যেন পল্লবেরে পূজে ॥ ৯৯ ॥
দেব, বিপ্র, যজ্ঞ, ধর্ম্ম—সর্ব্ব-মূল তুমি।
যে তোমা না ভজে তার পূজ্য নহি আমি ॥"

ট্যাং। "ইচ্ছার নাহি পূর্ত্তি"=সাধ মিটিবার নহে।

৯১। "নারিল……দিগ্‌বাসা"=যে দুর্ব্বাসা-ঋষিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—কেহই রক্ষা করিতে পারিলেন না।

৯৩। "বাহুড়িয়া চলিলা"=ফিরিয়া গেলেন; চলিয়া গেলেন।

৯৪। "তোমারে লঙ্ঘিয়া"=তোমার অনাদর করিয়া; (Disregarding).

৯৫। "যে তোরে………প্রতিকার"=নিজের মাথা কাটিয়া তাহা জোড়া দিবার চেষ্টা করাও যেরূপ, তোমাকে অনাদর করিয়া আমাকে নমস্কার করাও সেইরূপ। ইহা যে করে, সে নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই করে।

৯৬। "সূর্য্য সাক্ষাৎ করিলা"=সূর্য্যদেবের দর্শন পাইলেন।

"মিত"=মিত্র; বন্ধু।

৯৮। "দৃশ্যাদৃশ্য যত সব"=আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছি এবং যাহা নাও দেখিতে পাইতেছি, সে সমস্তই।

৯৯। "তোমা……পূজে"=এতৎ-সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলিতেছেন :—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
স্বমাতরং পরিত্যজ্য শ্বপচীং বন্দতে হি সঃ ॥

স্কন্দপুরাণ।

মহাতত্ত্ব অদ্বৈতের শুনিয়া বচন।
হুঙ্কার করিয়া বলে শ্রীশচীনন্দন॥ ১০০॥
"মোর এই সত্য শুন সবে মন দিয়া।
যে আমারে পূজে মোর সেবক লঙ্ঘিয়া॥
সে অধম জনে মোরে খণ্ড খণ্ড করে।
তার পূজা মোর গায়ে অগ্নি-হেন পড়ে॥১০১॥
যে মোহার দাসের সকৃৎ নিন্দা করে।
মোর নাম-কল্পতরু তাহারে সংহরে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যত—সব মোর দাস।
এতেকে যে পর হিংসে সেই যায় নাশ॥১০২॥
তুমি ত আমার নিজ-দেহ হৈতে বড়।
তোমারে লঙ্ঘিলে দৈবে না সহয়ে দঢ়॥
সন্ন্যাসীও যদি অনিন্দক-নিন্দা করে।
অধঃপাতে যায়, সর্ব্ব ধর্ম্ম ঘুচে তারে॥"
বাহু তুলি জগতেরে বলে গৌরধাম।
"অনিন্দক হই সবে বল 'কৃষ্ণনাম'॥ ১০৩॥
অনিন্দক হই যে সকৃৎ 'কৃষ্ণ' বলে।
সত্য সত্য মুই তারে উদ্ধারিব হেলে॥"

এই যদি মহাপ্রভু বলিলা বচন।
'জয় জয় জয়' বলে সর্ব্ব ভক্তগণ॥ ১০৪॥
অদ্বৈত কান্দয়ে দুই চরণে ধরিয়া।
প্রভু কান্দে অদ্বৈতেরে কোলেতে করিয়া॥
অদ্বৈতের প্রেমে ভাসে সকল মেদিনী।
এইমত মহাচিন্ত্য অদ্বৈত-কাহিনী॥ ১০৫॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কার।
জানিহ ঈশ্বর-সনে ভেদ নাহি তাঁর॥
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে যে গালাগালি বাজে।
সেই সে পরমানন্দ—যদি জনে বুঝে॥ ১০৬॥
দুর্ব্বিজ্ঞেয় বিষ্ণু-বৈষ্ণবের বাক্য কর্ম্ম।
তান অনুগ্রহে সে বুঝিয়ে তান মর্ম্ম॥
এইমত যত আর হইল কথন।
নিত্যানন্দাদ্বৈত-প্রভু, আর যত গণ॥ ১০৭॥
ইহা বুঝিবার শক্তি প্রভু বলরাম।
সহস্র বদনে গায় এই গুণগ্রাম॥
ক্ষণেকেই বাহ্য-দৃষ্টি দিয়া বিশ্বম্ভর।
হাসিয়া অদ্বৈত প্রতি বলয়ে উত্তর॥ ১০৮॥

অনাদৃত্য তু যো বিষ্ণুমন্যদেবং সমাশ্রয়েৎ।
গঙ্গাম্ভসঃ স তৃষ্ণার্ত্তো মৃগতৃষ্ণাং প্রধাবতি॥
মহাভারত।

১০০। "তার পূজ্য নহি আমি"=আমি কদাচ তাহার পূজা গ্রহণ করি না।

১০১। "যে……পড়ে"=এতৎ-সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলিতেছেন ঃ—

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণু-প্রসাদস্য কেবলং দাম্ভিকা জনাঃ॥
বিষ্ণুপুরাণ।

১০২। "যে……… .সংহরে"=এতৎ-সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলিতেছেন ঃ—

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে॥
স্কন্দপুরাণ।

১০৩। "তোমারে……দঢ়"=তোমার অমান্য করিলে, দেবতারা কখনও তাহা সহ্য করেন না।

"সন্ন্যাসীও……তারে"=যে ব্যক্তি কাহারও নিন্দা করে না, এরূপ ব্যক্তির নিন্দা যদি সন্ন্যাসীও করে, তথাপি, সে হউক না কেন সন্ন্যাসী, সে উচ্ছন্ন যায় ও তাহার সর্ব্ব ধর্ম্ম বিনষ্ট হয়।

১০৫। "মহাচিন্ত্য"=চিন্তার অতীত, যাহা সহজে বোধগম্য হইবার নহে।

"অদ্বৈত-কাহিনী"=অদ্বৈতের চরিত্র।

"কিছু নি চাঞ্চল্য মুই করিয়াছোঁ শিশু।"
অদ্বৈত বলয়ে—"উপাধিক নহে কিছু" ॥
প্রভু বলে "শুন নিত্যানন্দ-মহাশয়।
ক্ষমিবা চাঞ্চল্য যদি মোর কিছু হয়" ॥ ১০৯ ॥
নিত্যানন্দ চৈতন্য অদ্বৈত হরিদাস।
পরস্পর চাহি সবা, সবে হৈল হাস ॥
অদ্বৈত-গৃহিণী মহাসতী পতিব্রতা।
বিশ্বম্ভর-মহাপ্রভু যারে বলে 'মাতা' ॥ ১১০ ॥
প্রভু বলে "শীঘ্র গিয়া করহ রন্ধন।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর—করিব ভোজন ॥"
নিত্যানন্দ-হরিদাস-অদ্বৈতাদি-সঙ্গে।
গঙ্গা-স্নানে বিশ্বম্ভর চলিলেন রঙ্গে ॥ ১১১ ॥
সে সব আনন্দ বেদে বর্ণিব বিস্তর।
স্নান করি প্রভু-সব আইলেন ঘর ॥
চরণ পাখালি মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
কৃষ্ণেরে করয়ে দণ্ড-প্রণাম বিস্তর ॥ ১১২ ॥
অদ্বৈত পড়িলা বিশ্বম্ভর-পদতলে।
হরিদাস পড়িলা অদ্বৈত-পদমূলে ॥
অপূর্ব্ব কৌতুক দেখি নিত্যানন্দ হাসে।
ধর্ম্মসেতু যেন তিন বিগ্রহ প্রকাশে ॥ ১১৩ ॥
উঠি দেখে ঠাকুর—অদ্বৈত পদতলে।
আথে-ব্যথে উঠি প্রভু 'বিষ্ণু বিষ্ণু' বলে ॥
অদ্বৈতের হাতে ধরি নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
চলিলা ভোজন-গৃহে বিশ্বম্ভর রঙ্গে ॥ ১১৪ ॥
ভোজনে বসিলা তিন প্রভু এক ঠাঁই।
বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ আচার্য্য-গোসাঁই ॥
স্বভাবে চঞ্চল তিন প্রভু নিজাবেশে।
উপাধিক নিত্যানন্দ অতি বাল্যাবেশে ॥ ১১৫ ॥
দ্বারে বসি ভোজন করেন হরিদাস।
যাঁর দেখিবার শক্তি সকল প্রকাশ ॥
অদ্বৈত-গৃহিণী মহাসতী যোগেশ্বরী।
পরিবেশন করেন সঙরি 'হরি হরি' ॥ ১১৬ ॥
ভোজন করেন তিন ঠাকুর চঞ্চল।
দিব্য অন্ন ঘৃত দুগ্ধ পায়স সকল ॥
অদ্বৈত দেখিয়া হাসে নিত্যানন্দ-রায়।
এক বস্তু—দুই ভাগ কৃষ্ণের লীলায় ॥ ১১৭ ॥

১০৯। "মুই শিশু"=বালক আমি; বালক-তুল্য অজ্ঞান আমি।

১১৩। "ধর্ম্মসেতু.........প্রকাশে"=তিন মূর্ত্তি অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু ও শ্রীহরিদাস-ঠাকুর এই তিন জনে যেন ধর্ম্মের সেতু প্রকট করিলেন। সেতু অর্থে পুল; লোকে যেমন পুল অবলম্বন করিয়া তদ্দ্বারা অনায়াসে নদী পার হইয়া যায়, তেমনই ধর্ম্ম-বিষয়ে এই তিন জনের আশ্রয় লইলে, লোকে অনায়াসে ভব-নদী উত্তীর্ণ হইতে পারে।

১১৪। "উঠি......পদতলে"=মহাপ্রভু উঠিয়া দেখিলেন যে, অদ্বৈত তাঁহার চরণ-তলে পড়িয়া রহিয়াছেন।

১১৫। "উপাধিক......বাল্যাবেশে"=তার উপর আবার বাল্যভাবাবেশ বশতঃ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু হইলেন অত্যন্ত চঞ্চল।

১১৬। "দ্বারে . . . হরিদাস"=নিজেকে নীচ-জাতি জ্ঞান করিয়া, ভক্তোচিত দৈন্যবশতঃ, তিনি গৃহ-মধ্যে ভোজন করিতেন না।

১১৭। "এক .... লীলায়"=শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু—ইঁহারা পরস্পর অভিন্ন অর্থাৎ একই বিগ্রহ, কিন্তু শ্রীভগবানের লীলাসাধনোদ্দেশ্যে দুই অংশ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করিয়াছেন।

ভোজন হইল পূর্ণ, কিছুমাত্র শেষ।
নিত্যানন্দ হইলা পরম বাল্যাবেশ ॥
সব ঘরে অন্ন ছড়াইয়া হৈল হাস।
প্রভু বলে 'হায় হায়', হাসে হরিদাস ॥১১৮॥
দেখিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি-হেন জ্বলে।
নিত্যানন্দ-তত্ত্ব কহে ক্রোধাবেশ-ছলে ॥
"জাতি-নাশ করিলেক এই নিত্যানন্দ।
কোথা হৈতে আসি হৈল মদ্যপের সঙ্গ ॥১১৯॥

গুরু নাহি, বলয়ে 'সন্ন্যাসী' করি নাম।
জন্ম বা না জানিয়ে নিশ্চয় কোন্ গ্রাম ॥
কেহো ত না চিনে, নাহি জানি কোন্ জাতি।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুলে যেন মাতা হাতী ॥১২০॥
ঘরে ঘরে পশ্চিমার খাইয়াছে ভাত।
এখনে হইল আসি ব্রাহ্মণের সাথ ॥
নিত্যানন্দ-মদ্যপে করিব সর্ব্বনাশ।
সত্য সত্য সত্য—এই শুন হরিদাস" ॥ ১২১ ॥

১১৮। "কিছুমাত্র শেষ" = ভোজন শেষ হইতে আর অল্প একটু বাকী আছে মাত্র।

"সব......হাস" = এই ভাব প্রকাশ করিয়া হাসিতে লাগিলেন যে, আমি এমনই করিয়াই দেবদুর্ল্লভ মহাপ্রসাদ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিব, যাহাতে লোকে তাহা পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া যায়, আর যেন তাহাদের ত্রিতাপ-জ্বালা ভোগ করিতে না হয়।

১১৯। "নিত্যানন্দ-তত্ত্ব .....ছলে" = মিছামিছি রাগ দেখাইয়া নিত্যানন্দ-প্রভুর মহিমা বলিতে লাগিলেন—নিন্দাচ্ছলে স্তুতি করিতে লাগিলেন।

"জাতি-নাশ করিলেক" = উচ্চজাতি বলিয়া জাতির অহঙ্কার অনেকেই পোষণ করিয়া থাকেন; কিন্তু যাঁহারা কৃষ্ণভজন-পরায়ণ, তাঁহাদের জাত্যভিমান ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ পূর্ব্বক জাত্যভিমানী উচ্চজাতি ব্যক্তিগণের জাতির অভিমান ধ্বংস করিয়াছিলেন, তাহা হইলেই জাতি-নাশ করা হইল; তাই শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু বলিতেছেন, জাত্যভিমান-হীন নিত্যানন্দের সঙ্গে পড়িয়া আমারও জাতি গেল অর্থাৎ জাতির গোমোর দূর হইল।

"কোথা...সঙ্গ" = আহা! আমার কি সৌভাগ্য, আমার জন্ম-জন্মান্তরের কত সুকৃতির ফল যে, কোথা হইতে আগত, কৃষ্ণপ্রেম-মদোন্মত্ত এক মহাপুরুষের সঙ্গ-লাভ আমার ভাগ্যে ঘটিল।

১২০। "গুরু নাহি" = তিনি ত ঈশ্বর; ঈশ্বরের গুরু ত কেহ হইতে পারে না, কেননা ঈশ্বর হইলেন সকলেরই গুরু; সুতরাং তাহার গুরু থাকিবে কিরূপে? শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলিয়াছেন :—

অন্তর্যামি-রূপে কৃষ্ণ শিখায় আপনে।

"বলয়ে সন্ন্যাসী করি নাম" = তিনি আবার নিজেকে সন্ন্যাসী বলেন! হাঁ, তা তিনি সন্ন্যাসী বটে, তবে যেমন তেমন সন্ন্যাসী নহেন, কেননা তিনি হইলেন মহাযোগেশ্বরেশ্বর।

"জন্ম......গ্রাম" = ঈশ্বর হইলেন অনাদি—তাঁহার ত জন্মই নাই, তাই তাঁহার এক নাম 'অজ'; সুতরাং কোন্ স্থানে তাঁহার জন্ম, এরূপ কিছুও নাই; আর কোন্ গ্রামে বাড়ী, এরূপও কিছু নাই, যেহেতু তিনি হইলেন সর্ব্বব্যাপী।

"কেহো ত না চিনে" = ঈশ্বর হইতেছেন বেদেরও অগম্য; সুতরাং তাঁহাকে চিনিবার শক্তি কার আছে?

"নাহি জানি কোন্ জাতি" = ঈশ্বরের আবার জাতি কি থাকিতে পারে?—তিনি সর্ব্ব বর্ণের অতীত।

"ঢুলিয়া... ...হাতী" = নিরবধি কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইয়া মদমত্ত হস্তীর ন্যায় ঢুলিতে ঢুলিতে ভ্রমণ করেন।

১২১। "ঘরে ঘরে... .....সাথ" = 'পশ্চিমার' অর্থে পশ্চিমদেশীয় লোকের অর্থাৎ ব্রজবাসী গোপ-

ক্রোধাবেশে অদ্বৈত হইলা দিগ্‌বাস।
হাতে তালি দিয়া নাচে, অট্ট অট্ট হাস॥
অদ্বৈত-চরিত্র দেখি হাসে গৌররায়।
হাসি নিত্যানন্দ দুই অঙ্গুলি দেখায়॥ ১২২॥
শুদ্ধ-হাস্যময় অদ্বৈতের ক্রোধাবেশে।
কিবা বৃদ্ধ, কিবা শিশু হাসয়ে বিশেষে॥
ক্ষণেকে হইল বাহ্য, কৈলা আচমন।
পরস্পর আনন্দে করিলা আলিঙ্গন॥ ১২৩॥
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে হইল কোলাকোলি।
প্রেম-রসে দুই প্রভু মহা-কুতূহলী॥
প্রভু-বিগ্রহের দুই বাহু দুই জন।
প্রীত বহি অপ্রীত নাহিক কোনো ক্ষণ॥১২৪॥

তবে যে কলহ দেখ—সে কৃষ্ণের লীলা।
বালকের প্রায় বিষ্ণু-বৈষ্ণবের খেলা॥
হেনমতে মহাপ্রভু অদ্বৈত-মন্দিরে।
স্বানুভাবানন্দে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে বিহরে॥ ১২৫॥
ইহা বুঝিবার শক্তি প্রভু বলরাম।
অন্য নাহি জানয়ে এ সব গুণগ্রাম॥
সরস্বতী জানে বলরামের কৃপায়।
সবার জিহ্বায় সেই ভগবতী গায়॥ ১২৬॥
এ সব কথার নাহি জানি অনুক্রম।
যে-তে মতে গাই মাত্র কৃষ্ণের বিক্রম॥
চৈতন্য-প্রিয়ের পায়ে মোর নমস্কার।
ইহাতে যে অপরাধ ক্ষমিহ আমার॥ ১২৭॥

গণের ঘরে ঘরে শ্রীবলরাম-রূপে ভাত খাইয়াছে। পূর্ব্বে গোয়ালার ভাত খাইয়াছে, আর এখন আসিয়া ব্রাহ্মণের সামিল হইল। এতদ্দ্বারা তিনি যে বলরাম, তাহাই ভাবান্তরে ব্যক্ত করিলেন।

"নিত্যানন্দ......সর্ব্বনাশ" = কৃষ্ণপ্রেম-মদের ভীষণ মাতাল এই নিত্যানন্দ লোককে কৃষ্ণপ্রেমে মাতাইয়া একেবারে তাহাদিগকে পাগল করিয়া তুলিবে, কাহাকেও ঘরে থাকিতে দিবে না, স্ত্রী-পুত্র-বিষয়াদির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিবে, তাহাদিগকে পথের ভিখারী করিয়া পথে পথে 'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ!' বলিয়া কাঁদাইয়া ছাড়িবে—তখন কোথায় থাকিবে তাহাদের ঘর বাড়ী, কোথায়ই বা স্ত্রী-পুত্র পরিবার, কোথায় বা বিষয়-আশয়, আর কোথায় বা জাতি-কুল, আর কোথায় বা মান-মর্য্যাদা—তাহারা একেবারে সবই হারাইবে—তাহাদের মহা সর্ব্বনাশ হইবে। এতদ্দ্বারা নিন্দাচ্ছলে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর অলৌকিক গুণ কীর্ত্তন করিলেন অর্থাৎ ইহাই বলিলেন যে, তিনি অকাতরে কৃষ্ণপ্রেম দিয়া সকলকে আনন্দে মাতোয়ারা করিবে।

১২৩। "শুদ্ধ......বিশেষে" = অদ্বৈতের ক্রোধ কেবল হাসিতেই পরিপূর্ণ—উহা হাসির ক্রোধ অর্থাৎ ও ক্রোধ দেখিয়া বৃদ্ধেরাই কি, আর শিশুরাই কি, সকলেই খুব হাসিতে থাকে।

১২৪। "প্রভু...... জন" = শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু—ইঁহারা দুই জন হইতেছেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের দুই বাহুস্বরূপ অর্থাৎ বাহু যেমন সমস্ত কার্য্যের সহায়, ইঁহারাও ঠিক তদ্রূপ।

১২৫। "সে কৃষ্ণের লীলা" = তাহা কেবল কৃষ্ণের খেলা বা কৌতুক-মাত্র।

১২৬। "সবার........গায়" = সেই সরস্বতী-দেবী সকলের জিহ্বায় অধিষ্ঠিত হইয়া মহাপ্রভুর যশ-কীর্ত্তন করেন।

১২৭। "এ সব......অনুক্রম" = এ সব কথা বলিবার ক্রম বা পর্য্যায় (Proper order) কিছু জানি না অর্থাৎ এইটা আগে বলিতে হইবে, তারপর এইটা, তারপর এইটা, এরূপ প্রণালী কিছুই জানি না।

"কৃষ্ণের বিক্রম" = 'বিক্রম' অর্থাৎ প্রভাব, মহিমা। এখানে কৃষ্ণের বিক্রম অর্থে মহাপ্রভুর বিক্রম

অদ্বৈতের গৃহে প্রভু বঞ্চি কত দিন।
নবদ্বীপে আইলা সংহতি করি তিন॥
নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, তৃতীয় হরিদাস।
এই-তিন-সঙ্গে প্রভু আইলা নিজ-বাস॥ ১২৮॥
শুনিলা বৈষ্ণব-সব—আইলা ঠাকুর।
ধাইয়া আইলা সবে—আনন্দ প্রচুর॥
দেখি সর্ব্ব-তাপ হরে সে চন্দ্র-বদন।
ধরিয়া চরণে সবে করেন ক্রন্দন॥ ১২৯॥
গৌরচন্দ্র-মহাপ্রভু—সবার জীবন।
সবারে করিল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন॥
সবেই প্রভুর নিজ-বিগ্রহ-সমান।
সবেই উদার—ভাগবতের প্রধান॥ ১৩০॥
সবে করিলেন অদ্বৈতেরে নমস্কার।
যার ভক্তি-কারণে চৈতন্য-অবতার॥
আনন্দে হইলা মত্ত বৈষ্ণব-সকল।
সবে করে প্রভু-সঙ্গে কৃষ্ণ-কোলাহল॥ ১৩১॥
পুত্র দেখি আই হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
বধূ-সঙ্গে গৃহে করে শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল॥
ইহা বলিবার শক্তি 'সহস্র-বদন'।
যে প্রভু আমার জন্ম-জন্মের জীবন॥ ১৩২॥
'দ্বিজ' 'বিপ্র' 'ব্রাহ্মণ' যে-হেন নাম-ভেদ।
এইমত ভেদ 'নিত্যানন্দ' 'বলদেব'॥
অদ্বৈত-গৃহেতে প্রভু কৈল যত কেলি।
ইহা যেই শুনে সেহো পায় সেই মেলি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ১৩৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীঅদ্বৈত-গৃহে বিলাস-বর্ণনং নাম ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

বিংশ অধ্যায়।

জয় জয় গৌরসিংহ শ্রীশচীকুমার।
জয় সর্ব্ব-তাপ-হর চরণ তোমার॥
জয় গদাধর-প্রাণনাথ মহাশয়।
কৃপা কর প্রভু যেন তোহে মন রয়॥ ১॥

বুঝাইতেছে; কৃষ্ণ ও মহাপ্রভু হইলেন যে একই বস্তু, কোনও ভেদ নাই।

"চৈতন্য......আমার" = হে শ্রীচৈতন্য-ভক্তগণ! আমি অতি মূর্খ; আমি কিছুই জানি না। তোমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীচৈতন্যের গুণ ও যশ অজ-ভবাদি দেবতাগণও কতরূপে কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারেন না; কিন্তু মূর্খ আমি, দাম্ভিক আমি সেই গুণ ও যশ যেমন তেমন করিয়া কীর্ত্তন করিতেছি বলিয়া, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিও; তোমরা শ্রীচৈতন্যের প্রিয়; তোমরা ক্ষমা করিলেই, তিনিও ক্ষমা করিবেন। এতদ্দ্বারা পূজ্যপাদ শ্রীগ্রন্থকার-মহোদয়ের পরম-বৈষ্ণবোচিত অসাধারণ দৈন্য প্রকাশ পাইতেছে।

১৩০। "সবেই প্রভুর ...... সমান" = ভক্তগণ সকলেই মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গেরই তুল্য। এতৎ-সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন, যথা :—

যে বিষ্ণু-নিরতাঃ শান্তা লোকানুগ্রহ-তৎপরাঃ।
সর্ব্বভূত-দয়াযুক্তা বিষ্ণুরূপাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
বৃহন্নারদীয়পুরাণ।

১৩২। "শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল" = মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যাদি; অথবা শ্রীকৃষ্ণের মাঙ্গলিক কার্য্যাদি।

১৩৩। "পায় সেই মেলি" = সেই লীলায় বা সেই দলে অর্থাৎ পরিবারে স্থান পায়।

হেনমতে ভক্ত-গোষ্ঠী ঠাকুর দেখিয়া।
নাচে গায় কান্দে হাসে প্রেমপূর্ণ হৈয়া ॥
এইমতে প্রতিদিন অশেষ কৌতুক।
ভক্ত-সঙ্গে গৌরচন্দ্র করে নানারূপ ॥ ২ ॥
একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
শ্রীনিবাস-গৃহে বসি আছে নানা-রঙ্গে ॥
আইলা মুরারি গুপ্ত হেনই সময়।
প্রভুর চরণে দণ্ড-পরণাম হয় ॥ ৩ ॥
শেষে নিত্যানন্দেরে করিয়া পরণাম।
সম্মুখে রহিল গুপ্ত মহাজ্যোতির্ধাম ॥
মুরারি গুপ্তেরে প্রভু বড় সুখী মনে।
অকপটে মুরারিরে কহেন আপনে ॥ ৪ ॥
"যে করিলা মুরারি!—না হয় ব্যবহার।
ব্যতিক্রম করিয়া করিলা নমস্কার ॥
কোথা তুমি শিখাইবা, যে না ইহা জানে।
ব্যবহারে হেন ধর্ম্ম তুমি লঙ্ঘ কেনে" ॥ ৫ ॥
মুরারি বলয়ে "প্রভু! জানোঁ কেন-মতে।
চিত্ত তুমি লওয়াইয়াছ যেন-মতে ॥"
প্রভু বলে "ভাল ভাল, আজি যাহ ঘরে।
সকল জানিবা কালি, বলিব তোমারে" ॥ ৬ ॥
সম্ভ্রমে চলিলা গুপ্ত সভয়-হরিষে।
শয়ন করিলা গিয়া আপনার বাসে ॥
স্বপ্নে দেখে মহাভাগবতের প্রধান।
মল্লবেশে নিত্যানন্দ চলে আগুয়ান ॥ ৭ ॥
নিত্যানন্দ-শিরে দেখে মহানাগ-ফণা।
করে দেখে শ্রীহল মুষল তান বানা ॥
নিত্যানন্দ-মূর্ত্তি দেখে যেন হলধর।
শিরে পাখা ধরি পাছে যায় বিশ্বম্ভর ॥ ৮ ॥
স্বপ্নে প্রভু হাসি কহে "জানিলা মুরারি।
আমি যে কনিষ্ঠ, মনে বুঝহ বিচারি ॥"
স্বপ্নে দুই প্রভু হাসে মুরারি দেখিয়া।
দুই ভাই মুরারিরে গেলা শিখাইয়া ॥ ৯ ॥
চৈতন্য পাইয়া গুপ্ত করয়ে ক্রন্দন।
'নিত্যানন্দ' বলি শ্বাস ছাড়ে ঘনেঘন ॥
মহাসতী মুরারি গুপ্তের পতিব্রতা।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে হই সচকিতা ॥ ১০ ॥
'বড় ভাই নিত্যানন্দ' মুরারি জানিয়া।
চলিলা প্রভুর স্থানে আনন্দিত হৈয়া ॥
বসি আছে মহাপ্রভু কমল-লোচন।
দক্ষিণে সে নিত্যানন্দ প্রসন্ন-বদন ॥ ১১ ॥

৫। "যে·········নমস্কার"=হে মুরারি! তুমি যাহা করিলে, ইহা ত সঙ্গত কাজ করা হইল না—ইহা যে লোকাচার-বিরুদ্ধ কাজ। শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন আমার বড়; তুমি তাঁহাকে আগে দণ্ডবৎ না করিয়া, আমাকে আগে করিলে! এরূপ উল্টা কাজ কেন করিলে? এতদ্দ্বারা মহাপ্রভু এই শিক্ষা দিলেন, কাহারও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে নাই।

৬। "জানোঁ কেন-মতে" = আমি কেমন করিয়া উহা জানিব? কিরূপে কি করিতে হয়, আমি তার কি বুঝি?

"চিত্ত......যেন-মতে" =তুমি আমার মন যেরূপ ভাবে লইয়া গিয়াছ, আমি সেইরূপই করিয়াছি।

৮। "তান বানা" =তাঁহার চিহ্ন বা নিসানা; (Significations).

৯। "স্বপ্নে......বিচারি" =মুরারি তখন স্বপ্নে দেখিতে লাগিলেন যে, মহাপ্রভু তাঁহাকে হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, হে মুরারি! শ্রীনিত্যানন্দ হচ্ছেন বলরাম, তাহা এখন বুঝিতে পারিলে ত? আমাকে ত তুমি কৃষ্ণ বলিয়া আগেই জানিয়াছ; সুতরাং এখন বুঝিয়া দেখ, নিত্যানন্দ আমার বড় কি না।

আগে নিত্যানন্দের চরণে নমস্করি।
পাছে বন্দে বিশ্বম্ভর-চরণ মুরারি॥
হাসি বলে বিশ্বম্ভর—"মুরারি! এ কেন।"
মুরারি বলয়ে, "প্রভু! লওয়াইলে যেন॥ ১২॥
পবন-কারণে যেন শুষ্ক তৃণ চলে।
জীবের সকল ধর্ম্ম তোর শক্তি-বলে॥"
প্রভু বলে "মুরারি! আমার প্রিয় তুমি।
অতএব তোমারে ভাঙ্গিল মর্ম্ম আমি"॥ ১৩॥
কহে প্রভু নিজ-তত্ত্ব মুরারির স্থানে।
যোগায় তাম্বূল প্রিয় গদাধর বামে॥
প্রভু বলে "মোর দাস মুরারি প্রধান।"
এত বলি চর্ব্বিত তাম্বূল কৈলা দান॥ ১৪॥
সম্ভ্রমে মুরারি যোড়হস্ত করি লয়।
খাইয়া মুরারি মহানন্দে মত্ত হয়॥
প্রভু বলে "মুরারি সকালে ধোও হাত।"
মুরারি তুলিয়া হস্ত দিলেক মাথাত॥ ১৫॥
প্রভু বলে "আরে বেটা জাতি গেল তোর।
তোর অঙ্গে উচ্ছিষ্ট লাগিল সব মোর॥"
বলিতে প্রভুর হৈল ঈশ্বর-আবেশ।
দন্ত কড়মড় করি বলয়ে বিশেষ॥ ১৬॥
"সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।
মোরে খণ্ডখণ্ড বেটা করে ভালমতে॥
পড়ায় বেদান্ত, মোর বিগ্রহ না মানে।
কুষ্ঠ করাইলুঁ অঙ্গে, তবু নাহি জানে॥ ১৭
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বসে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে॥
সত্য কহোঁ মুরারি!—আমার তুমি দাস।
যে না মানে মোর অঙ্গ, সে যায় বিনাশ॥ ১৮
অজ ভবানন্ত মোর যে বিগ্রহ সেবে।
যে বিগ্রহ প্রাণ করি পূজে সর্ব্ব দেবে॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ-পরশে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে॥১৯॥
সত্য সত্য করোঁ তোরে এই পরকাশ।
'সত্য মুই, সত্য মোর দাস, তার দাস॥
সত্য মোর লীলা, কর্ম্ম, সত্য মোর স্থান।
ইহা মিথ্যা বলে, মোরে করে খান খান॥২০॥

১৩। "পবন......বলে" = বাতাসে যেমন শুকনা খড়কুটা-সমূহকে চালাইয়া লইয়া যায়, জীবগণও তদ্রূপ তোমার শক্তিতেই চালিত হইয়া থাকে; জীবের স্বতন্ত্র শক্তি কিছুই নাই—তুমি যাহাকে যাহা করাইতেছ, সে তাহাই করিতেছে। শ্রীঅর্জ্জুন-মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন:—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

১৫। "সকালে" = সত্বর; এখনই।

১৭। "মোরে...........ভালমতে" = নানারূপ কুব্যাখ্যা দ্বারা, আমাকে সাকার না বলিয়া নিরাকার বলিয়া, আমার দেহটাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে।

১৮। "অনন্ত .....সাহসে" = যে আমার দেহে অনন্ত-কোটী ব্রহ্মাণ্ড অবস্থান করিতেছে, সেই আমাকে সে বেটা কোন্ সাহসে নিরাকার বলিয়া আমার দেহটাকে একেবারে উড়াইয়া দেয়।

১৯। "অজ" = ব্রহ্মা।

"ভবানন্ত" = শ্রীমহাদেব ও শ্রীঅনন্তদেব।

"প্রাণ করি" = প্রাণতুল্য জ্ঞান করিয়া।

২০। "করোঁ তোরে এই পরকাশ" = তোমারে ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি।

যে যশ-শ্রবণে আদি-অবিদ্যা-বিনাশ।
পাপী অধ্যাপকে বলে 'মিথ্যা সে বিলাস॥
যে যশ-শ্রবণ-রসে শিব দিগম্বর।
যাহা গায় অনন্ত আপনে মহীশ্বর॥ ২১॥
যে যশ-শ্রবণে শুক নরদাদি মত্ত।
চারিবেদে বাখানে যে যশের মহত্ত্ব॥
হেন পুণ্য কীর্ত্তি প্রতি অনাদর যার।
সে কভু না জানে গুপ্ত! মোর অবতার॥"
গুপ্ত-লক্ষ্যে সবারে শিখায় ভগবান্।
সত্য মোর বিগ্রহ, সেবক, লীলা, স্থান॥২২॥
আপনার তত্ত্ব প্রভু আপনে শিখায়।
ইহা যে না মানে, সে আপনে নাশ যায়॥
ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদৃষ্টি বিশ্বম্ভর।
পুনঃ সে হইলা প্রভু অকিঞ্চন-বর॥ ২৩॥
'ভাই' বলি মুরারিরে কৈলা আলিঙ্গন।
বড় স্নেহ করি বলে সদয় বচন॥
"সত্য তুমি মুরারি! আমার শুদ্ধ দাস।
তুমি সে জানিলা নিত্যানন্দের প্রকাশ॥২৪॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
দাস হইলেও সে মোহার প্রিয় নহে॥
ঘরে যাও গুপ্ত! তুমি আমারে কিনিলা।
নিত্যানন্দ-তত্ত্ব গুপ্ত। তুমি সে জানিলা" ॥২৫
হেনমতে মুরারি প্রভুর কৃপাপাত্র।
এ কৃপার পাত্র সবে হনূমান্-মাত্র॥
আনন্দে মুরারি গুপ্ত ঘরেরে চলিলা।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে প্রভু হৃদয়ে রহিলা॥ ২৬॥

অন্তরে বিহ্বল গুপ্ত চলে নিজ-বাসে।
এক বলে, আর করে—খলখলি হাসে॥
পরম হরিষে বলে "করিব ভোজন।"
পতিব্রতা অন্ন আনি কৈল উপসন্ন॥ ২৭॥
বিহ্বল মুরারি গুপ্ত চৈতন্যের রসে।
'খাও খাও' বলি অন্ন ফেলে গ্রাসে গ্রাসে॥
ঘৃত মাখি অন্ন সব পৃথিবীতে ফেলে।
'খাও খাও খাও কৃষ্ণ' এই বোল বলে॥২৮॥
হাসে পতিব্রতা দেখি গুপ্তের ব্যভার।
পুনঃপুনঃ অন্ন আনি দেয় বারেবার॥
'মহা-ভাগবত গুপ্ত' পতিব্রতা জানে।
'কৃষ্ণ' বলি গুপ্তেরে করায় সাবধানে॥ ২৯॥
মুরারি দিলে সে প্রভু করয়ে ভোজন।
কভু না লঙ্ঘয়ে প্রভু গুপ্তের বচন॥
যত অন্ন দেয় গুপ্ত, তাই প্রভু খায়।
বিহানে আসিয়া প্রভু গুপ্তেরে জানায়॥৩০॥
বসিয়া আছেন গুপ্ত কৃষ্ণনামানন্দে।
হেন কালে প্রভু আইলা, দেখি গুপ্ত বন্দে॥
পরম-আনন্দে গুপ্ত দিলেন আসন।
বসিলেন জগন্নাথ-মিশ্রের নন্দন॥ ৩১॥
গুপ্ত বলে—"প্রভু! কেনে হৈল আগমন।"
প্রভু বলে—"বিষ্টম্ভের চিকিৎসা-কারণ॥"
গুপ্ত বলে "কহ দেখি অজীর্ণ-কারণ।
কোন্ কোন্ দ্রব্য কালি করিলা ভোজন" ॥৩২
প্রভু বলে "আরে বেটা জানিবি কেমনে।
'খাও খাও' বলি অন্ন ফেলিলি যখনে॥

"স্থান" = বসতি-স্থল ; ধাম।

২১। "আদি......বিনাশ" = মায়ার মূল পর্য্যন্ত ছিন্ন হয়। "বিলাস" = লীলা।

২৩। "অকিঞ্চন-বর" = দীনাতিদীন।

২৬। "প্রভু......রহিলা" = মহাপ্রভু মুরারির হৃদয়ে অবস্থিত থাকিলেন। ৩২। "বিষ্টম্ভ" = অজীর্ণ।

তুই পাসরিলি যদি, তোর পত্নী জানে।
তুই দিলি, মুই বা না খাইব কেমনে ॥ ৩৩ ॥
কি লাগি চিকিৎসা কর অন্য বা পাঁচন।
বিষ্টম্ভ মোহার তোর অন্নের কারণ ॥
জল-পানে অজীর্ণ করিতে নারে বল।
তোর অন্নে অজীর্ণ, ঔষধ তোর জল" ॥ ৩৪ ॥
এত বলি ধরি মুরারির জলপাত্র।
জল পিয়ে প্রভু—ভক্তি-রসে পূর্ণ মাত্র ॥
কৃপা দেখি মুরারি হইলা অচেতন।
মহাপ্রেমে গুপ্ত-গোষ্ঠী করয়ে ক্রন্দন ॥ ৩৫ ॥
হেন প্রভু, হেন ভক্তি-যোগ, হেন দাস।
চৈতন্য-প্রসাদে হৈল ভক্তির প্রকাশ ॥
মুরারি গুপ্তের দাসে যে প্রসাদ পাইল।
সেহ নদীয়ায় ভট্টাচার্য্য না দেখিল ॥ ৩৬ ॥
বিদ্যা, ধন, প্রতিষ্ঠায় কিছুই না করে।
বৈষ্ণবের প্রসাদে সে ভক্তি-ফল ধরে ॥
যে সে কেনে নহে বৈষ্ণবের দাসী দাস।
সর্ব্বোত্তম সেই—এই বেদের প্রকাশ ॥ ৩৭ ॥
এইমত মুরারিরে প্রতি দিনে-দিনে।
কৃপা করে মহাপ্রভু আপনা-আপনে ॥
শুন শুন মুরারির অদ্ভুত আখ্যান।
শুনিলে মুরারি-কথা ভক্তি পাই দান ॥ ৩৮ ॥
একদিন প্রভু শ্রীনিবাসের মন্দিরে।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু নিজ-মূর্ত্তি ধরে ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি করে।
'গরুড় গরুড়' বলি ডাকে বিশ্বম্ভরে ॥ ৩৯ ॥
হেনই সময়ে গুপ্ত আবিষ্ট হইয়া।
শ্রীবাস-মন্দিরে আইলা হুঙ্কার করিয়া ॥
গুপ্ত-দেহে হৈল মহা-বৈনতেয়-ভাব।
গুপ্ত বলে—"মুই সেই গরুড় মহাভাগ" ॥৪০॥
'গরুড় গরুড়' বলি ডাকে বিশ্বম্ভর।
গুপ্ত বলে—"মুই এই তোহার কিঙ্কর ॥"
প্রভু বলে—"বেটা তুই মোহার বাহন।"
"হয় হয় হয়"—গুপ্ত বলয়ে বচন ॥ ৪১ ॥
গুপ্ত বলে "পাসরিলা—তোমারে লইয়া।
স্বর্গ হৈতে পারিজাত আনিলুঁ বহিয়া ॥
পাসরিলা—তোমা লৈয়া গেলুঁ বাণপুর।
খণ্ড খণ্ড কৈলুঁ মুই স্কন্দের ময়ূর ॥ ৪২ ॥
এই মোর স্কন্ধে প্রভু আরোহণ কর।
আজ্ঞা কর নিব কোন্ ব্রহ্মাণ্ড-ভিতর ॥"
গুপ্ত-স্কন্ধে চড়ে প্রভু মিশ্রের নন্দন।
'জয় জয়' ধ্বনি হৈল শ্রীবাস-ভবন ॥ ৪৩ ॥
স্কন্ধে কমলার নাথ, গুপ্তের নন্দন।
নড় দিয়া পাক ফিরে সকল অঙ্গন ॥
জয় হুলাহুলি দেয় পতিব্রতাগণ।
মহাপ্রেমে ভক্ত-সব করয়ে ক্রন্দন ॥ ৪৪ ॥
কেহো বলে 'জয় জয়', কেহো বলে 'হরি'।
কেহো বলে—"এই রূপ যেন না পাসরি ॥"

৩৪। "কি............কারণ" = কি জানি, যদি আমার রোগ ঠিক করিতে না পারিয়া অন্য ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া ফেল, তাই তোমাকে প্রথমেই বলিতেছি, তুমি আমাকে অন্নাদি খাওয়াইয়াছ বলিয়া আমার অজীর্ণ হইয়াছে।

৩৫। "ভক্তিরসে পূর্ণ মাত্র" = মুরারির জলপাত্র কেবল ভক্তিরসে পরিপূর্ণ। এতদ্দ্বারা ইহাই বলিলেন, ভক্তের যা কিছু, সবই যেন ভক্তিরসময়।

৪০। "বৈনতেয়" = গরুড়।

৪২। "বাণপুর" = বাণ-রাজার নগর।

"স্কন্দের ময়ূর" = কার্ত্তিকের বাহন যে ময়ূর।

৪৪। "নড় দিয়া" = লম্ফ দিয়া দিয়া।

কেহো মালসাট্ মারে পরম উল্লাসে।
'ভালি রে ঠাকুর' বলি কেহো কেহো হাসে॥
"জয় জয় মুরারি-বাহন বিশ্বম্ভর।"
বাহু তুলি কেহো ডাকে করি উচ্চস্বর॥ ৪৫॥
মুরারির কান্ধে দোলে গৌরাঙ্গসুন্দর।
উল্লাসে ভ্রময়ে গুপ্ত বাড়ীর ভিতর॥ ৪৬॥
সেই নবদ্বীপে হয় এ সব প্রকাশ।
দুষ্কৃতী না দেখে গৌরচন্দ্রের বিলাস॥
ধন, কুল, প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঁই॥ ৪৭॥
জন্মে জন্মে যে-সব করিল আরাধন।
সুখে দেখে এবে তার দাস-দাসীগণ॥
যে বা দেখিলেক, সে বা কৃপা করি কয়।
তথাপিহ দুষ্কৃতীর চিত্ত নাহি লয়॥ ৪৮॥
মধ্যখণ্ডে গুপ্ত-স্কন্ধে প্রভুর উত্থান।
সব অবতারে গুপ্ত সেবক-প্রধান॥
এ সব লীলার কভু অবধি না হয়।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' এই বেদে কয়॥৪৯॥
বাহ্য পাই নাম্বিলা গৌরাঙ্গ মহাধীর।
গুপ্তের গরুড়-ভাব হইল সুস্থির॥
এ বড় নিগূঢ় কথা কেহো কেহো জানে।
গুপ্ত-স্কন্ধে মহাপ্রভু কৈলা আরোহণে॥ ৫০॥
মুরারিরে কৃপা দেখি বৈষ্ণব-মণ্ডল।
'ধন্য ধন্য ধন্য' বলি প্রশংসে সকল॥
ধন্য ভক্ত মুরারি—সফল বিষ্ণু-ভক্তি।
বিশ্বম্ভর লীলায় বহয়ে যার শক্তি॥ ৫১॥
এইমত মুরারি গুপ্তের পুণ্য-কথা।
আরো কত আছে, যে কৈল যথা যথা॥
একদিন মুরারি পরম শুদ্ধ-মতি।
নিজ-মনে-মনে গণে অবতার-স্থিতি॥ ৫২॥
"সাঙ্গোপাঙ্গে আছয়ে যাবৎ অবতার।
তাবৎ চিন্তিয়ে আমি নিজ-প্রতিকার॥
না বুঝি কৃষ্ণের লীলা কখন কি করে।
তখনি সৃজিয়া লীলা, তখনি সংহরে॥ ৫৩॥
যে সীতা লাগিয়া মারে সবংশে রাবণ।
আনিয়া ছাড়িলা সীতা কেমন কারণ॥
যে যাদবগণ নিজ-প্রাণের সমান।
সাক্ষাতে দেখয়ে তারা হারায় পরাণ॥ ৫৪॥
অতএব যাবৎ আছয়ে অবতার।
তাবৎ আমার দেহ-ত্যাগ প্রতিকার॥

৪৭। "প্রতিষ্ঠা"=যশোলিপ্সা; নাম কিনিবার ইচ্ছা। ৪৮। "কয়"=পাঁচ জনের কাছে বলে।

"নাহি লয়"=মানে না; বিশ্বাস করে না; সে কথা ধরে না।

৫১। "বিশ্বম্ভর.........শক্তি"=যার ক্ষমতায় বিশ্বম্ভরকে অনায়াসে বহন করিয়া থাকে।

৫২। "নিজ......স্থিতি"=মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এই গৌর-অবতার কতদিন প্রকট থাকিবেন, না থাকিবেন, তার ত ঠিক নাই।

৫৩। "তাবৎ......প্রতিকার"=যাহাতে প্রভুর অপ্রকট-বিরহ না সহিতে হয়, ইহার মধ্যেই তার উপায় বিধান করি।

৫৪। "কেমন কারণ"=কি জন্য তা তিনিই জানেন।

"যে যাদবগণ......পরাণ"=দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কেমন দেখিতে লাগিলেন, নিজের সাম্‌নেই যদুবংশ ধ্বংস হইতেছে।

৫৫। "তাবৎ......প্রতিকার"=তার মধ্যেই আমার মরা ভাল।

দেহ এড়িবার মোর এই সে সময়।
পৃথিবীতে যাবৎ আছয়ে মহাশয়" ॥ ৫৫ ॥
এতেক নির্ব্বেদ গুপ্ত চিন্তি মনে মনে।
খর-সান কাতি এক আনিল যতনে ॥
আনিয়া থুইল কাতি গৃহের ভিতরে।
নিশায় এড়িব দেহ হরিষ-অন্তরে ॥ ৫৬ ॥
সর্ব্বভূত-হৃদয় ঠাকুর-বিশ্বম্ভর।
মুরারির চিত্তবৃত্তি হইল গোচর ॥
সত্বরে আইলা প্রভু মুরারি-ভবন।
সম্ভ্রমে করিলা গুপ্ত চরণ-বন্দন ॥ ৫৭ ॥
আসনে বসিয়া প্রভু কৃষ্ণ-কথা কয়।
মুরারি গুপ্তেরে হই পরম সদয় ॥
প্রভু বলে—"গুপ্ত! বাক্য রাখিবা আমার ?"
গুপ্ত বলে—"প্রভু! মোর শরীর তোমার ॥"
প্রভু বলে—"এ ত সত্য' ? গুপ্ত বলে—'হয়।"
"কাতি-খানি মোরে দেহ" প্রভু কাণে কয় ॥
"যে কাতি থুইলা দেহ ছাড়িবার তরে।
তাহা আনি দেহ—আছে ঘরের ভিতরে" ॥৫৮
"হায় হায়!" করে গুপ্ত—মহাদুঃখ মানে।
"মিথ্যা কথা কহিল তোমারে কোন্ জনে ॥"
প্রভু বলে, "মুরারি! বড় ত দেখি ভোল।
"পরে কি কহিবে ? আমি জানি' হেন বোল ॥
যে গড়িয়া দিল কাতি, তাহা জানি আমি।
তাহা জানি—যথা কাতি থুইয়াছ তুমি" ॥৫৯॥
সর্ব্ব-অন্তর্যামী প্রভু—জানে সর্ব্ব স্থান।
ঘরে গিয়া কাটারি আনিল বিদ্যমান ॥
প্রভু বলে "গুপ্ত! এই তোমার ব্যভার।
কোন্ দোষে আমা ছাড়ি চাহ যাইবার ॥৬০॥
তুমি গেলে কাহারে লইয়া মোর খেলা।
হেন বুদ্ধি তুমি কার স্থানে বা শিখিলা ॥
এখনে মুরারি মোরে দেহ এই ভিক্ষা।
আর কভু হেন বুদ্ধি না করিবা শিক্ষা" ॥৬১॥
কোলে করি মুরারিরে প্রভু বিশ্বম্ভর।
হস্ত তুলি দিলা নিজ-শিরের উপর ॥
"মোর মাথা খাও গুপ্ত! মোর মাথা খাও।
যদি আর-বার দেহ ছাড়িবারে চাও" ॥ ৬২ ॥
আথে-ব্যথে মুরারি পড়িলা ভূমি-তলে।
পাখালিল প্রভুর চরণ প্রেম-জলে ॥
সুকৃতী মুরারি কান্দে ধরিয়া চরণ।
গুপ্ত কোলে করি কান্দে শ্রীশচীনন্দন ॥ ৬৩।
যে প্রসাদ মুরারি গুপ্তেরে প্রভু করে।
তাহা বাঞ্ছে রমা অজ অনন্ত শঙ্করে ॥
এ সব দেবতা—চৈতন্যের ভিন্ন নহে।
ইহারা অভিন্ন-কৃষ্ণ—বেদে এই কহে ॥ ৬৪ ॥

৫৬। "খর-সান" = অত্যন্ত ধারাল।
"কাতি" = কাটারি; দা; কাতান।

৫৯। "বড় ত দেখি ভোল" = বড় যে ভুল কথা বল্‌ছো দেখ্‌ছি। "পরে........বোল" = অন্যে আমারে বল্‌বে কেন ? আসল কথা হচ্ছে আমি নিজেই যে, ইহা জানি।

৬৪। "এ সব............নহে" = ব্রহ্মা, শিবাদি দেবতাগণ ও লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীগণ কেহই শ্রীচৈতন্য হইতে পৃথক্ নহেন; ইঁহারা সকলেই শ্রীচৈতন্যের স্বরূপ—শ্রীচৈতন্যেরই অংশ-বিশেষ। ইঁহাদিগকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ জ্ঞান করিলে অপরাধ হয়, কেননা স্বরূপতঃ ইঁহারা কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন; তবে আবার কিন্তু ইঁহাদিগকে পৃথক্ ঈশ্বর জ্ঞান করিলেও অপরাধ হয়, যেহেতু একমাত্র কৃষ্ণই হইলেন সর্ব্বেশ্বরেশ্বর; কৃষ্ণ হইতে সকলেরই উৎপত্তি, সকলেই কৃষ্ণের সেবক। কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন-জ্ঞানে এবং কৃষ্ণেরই

সেই গৌরচন্দ্র শেষ-রূপে মহী ধরে।
চতুর্ম্মুখ-রূপে সেই প্রভু সৃষ্টি করে॥
সংহরেও গৌরচন্দ্র ত্রিলোচন-রূপে।
আপনারে স্তুতি করে আপনার মুখে॥ ৬৫॥
ভিন্ন নাহি, ভেদ নাহি এ সকল দেবে।
এ সকল দেব চৈতন্যের পদ সেবে।
পক্ষি-মাত্র যদি লয় চৈতন্যের নাম।
সেহো সত্য যাইবেক চৈতন্যের ধাম॥ ৬৬॥
সন্ন্যাসীও যদি নাহি মানে গৌরচন্দ্র।
জানিহ সে দুষ্টগণ জন্ম জন্ম অন্ধ॥
যেন তপস্বীর বেশে থাকে বাটোয়ার।
এইমত নিন্দক-সন্ন্যাসী দুরাচার॥
নিন্দক-সন্ন্যাসী বাটোয়ারে নাহি ভেদ।
দুইতে নিন্দক বড় দ্রোহী—কহে বেদ॥৬৭॥

তথাহি শ্রীনারদীয়ে—

প্রকটং পতিতং শ্রেয়ান্ য একো যাত্যধঃ স্বয়ং।
বক-বৃত্তিঃ স্বয়ং পাপঃ পাতয়ত্যপরানপি॥ ৬৮॥

হরন্তি দস্যবোঽকুট্যাং বিমোহ্যাস্ত্রৈর্নৃণাং ধনং।
পাবিত্রৈরতিতীক্ষ্ণাগ্রৈর্বাণৈরেবং বক-ব্রতাঃ॥ ৬৯॥

ভাল রে আইসে লোক তপস্বী দেখিতে।
সাধু-নিন্দা শুনি মরি যায় ভালমতে॥
সাধু-নিন্দা শুনিলে সুকৃতি হয় ক্ষয়।
জন্ম জন্ম অধঃপাত—চারি বেদে কয়॥ ৭০॥
বাটোয়ারে সবে মাত্র এক জন্মে মারে।
জন্মে জন্মে ক্ষণে ক্ষণে নিন্দকে সংহারে॥
অতএব নিন্দক-সন্ন্যাসী বাটোয়ার।
বাটোয়ার হৈতে এ অত্যন্ত দুরাচার॥ ৭১॥

সেবক-রূপে কৃষ্ণ-নির্ম্মাল্য-প্রসাদাদি দ্বারা সমস্ত দেব-দেবীগণের পূজা করিতে হয়, পৃথক্ ঈশ্বর-রূপে নহে।

৬৫। "ত্রিলোচন"=শঙ্কর; শিব; রুদ্র।

৬৭। "বাটোয়ার"=বাটপাড়; ডাকাইত।

"নিন্দক-সন্ন্যাসী"=যে সন্ন্যাসী পরের নিন্দা করে।

"দুইতে……বেদ"=শাস্ত্রে বলিয়াছেন, নিন্দক-সন্ন্যাসী ও দস্যু—এ দুইয়ের মধ্যে নিন্দকই বেশী অনিষ্টকারী ও অধিক পাপী।

৬৮। প্রকাশ্যভাবে পতিত ব্যক্তি অর্থাৎ খোলাখুলি-ভাবে (Openly) পাপাচরণকারী ব্যক্তি বরং ভাল, যেহেতু সে কেবল নিজেই অধঃপতিত হয় অর্থাৎ নরক গমন করে, কিন্তু যে ব্যক্তি বক-ধার্ম্মিক অর্থাৎ ভণ্ড-তপস্বী, সে মূর্ত্তিমান্ পাপ-স্বরূপ—সে নিজের সঙ্গে সঙ্গে অন্য লোকদিগকেও অধঃপাতিত অর্থাৎ নিরয়-গামী করে।

৬৯। দস্যুগণ যেমন জনশূন্য স্থানে অস্ত্রাদি দ্বারা ভয় দেখাইয়া মোহ উৎপাদন পূর্ব্বক লোকের অর্থবিত্ত লুণ্ঠন করে, বক-ধার্ম্মিকগণও তদ্রূপ সচ্চরিত্রতার ছল পাতিয়া মর্ম্মস্পর্শী কপট-মধুর সুতীক্ষ্ণ বাক্য-বাণ দ্বারা বিমুগ্ধ করতঃ লোকের ধনসম্পত্তি হরণ করিয়া লয়।

৭০। "ভাল…… ……ভালমতে"=লোকে মনে করে, বেশ ত ভাল সন্ন্যাসী; ইহার সঙ্গ করিয়া আমাদের ভাল হইবে; কিন্তু সেই সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়া সাধু-নিন্দা শুনিয়া তাহাদের উল্টা ফল হয় অর্থাৎ ভাল না হইয়া, তৎপরিবর্ত্তে ভালরূপেই তাহাদের সর্ব্বনাশ হইয়া যায়, যেহেতু সাধু-নিন্দা করা বা শোনা মহাপাপ, মহা অপরাধ।

"অধঃপাত"=নরক-ভোগ।

৭১। "জন্মে……সংহারে"=কেননা, নিন্দকের মুখে সাধু-নিন্দা শুনিয়া তাহাদের অপরাধ জন্মে; সেই অপরাধে জন্ম জন্ম ধরিয়া প্রতিক্ষণই শাস্তি-ভোগ করিতে হয়।

আব্রহ্ম-স্তম্বাদি সব কৃষ্ণের বৈভব।
'নিন্দা-মাত্রে কৃষ্ণ রুষ্ট'—কহে শাস্ত্র সব॥
অনিন্দক হৈয়া যে সকৃৎ 'কৃষ্ণ' বলে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে॥ ৭২॥
চারি বেদ পড়িয়াও যদি নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম কুম্ভীপাকে ডুবিয়া সে মরে॥
ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধি-নাশ।
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে—হৈব সর্ব্বনাশ॥৭৩॥
এই নবদ্বীপে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ।
না মানে নিন্দক-সব সে সব বিলাস॥
চৈতন্য-চরণে যার আছে রতি-মতি।
জন্ম জন্ম হয় যেন তাঁহার সংহতি॥ ৭৪॥
অষ্টসিদ্ধি-যুক্ত চৈতন্যেতে ভক্তি-শূন্য।
কভু যেন না দেখি সে পাপী হীন-পুণ্য॥
মুরারি গুপ্তেরে প্রভু সান্ত্বনা করিয়া।
চলিলা আপন-ঘরে হরষিত হৈয়া॥ ৭৫॥
হেনমত মুরারি গুপ্তের অনুভাব।
আমি কি বলিব ?—ব্যক্ত তাঁহার প্রভাব॥
নিত্যানন্দ-প্রভু-মুখে বৈষ্ণবের তত্ত্ব।
কিছু কিছু শুনিলাম সবার মহত্ত্ব॥ ৭৬॥
জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ হউ মোর পতি।
যাঁহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে রতি॥
জয় জয় জগন্নাথ-মিশ্রের নন্দন।
তোর নিত্যানন্দ হউ মোর প্রাণ ধন॥ ৭৭॥
মোর প্রাণনাথের জীবন বিশ্বম্ভর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ-যুগে গান॥ ৭৮॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে মুরারিগুপ্ত-প্রভাব-বর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ।

একবিংশ অধ্যায়।

জয় জয় নিত্যানন্দ-প্রাণ বিশ্বম্ভর।
জয় গদাধর-পতি অদ্বৈত-ঈশ্বর॥
জয় শ্রীনিবাস-হরিদাস-প্রিয়কর।
জয় গঙ্গাদাস-বাসুদেবের ঈশ্বর॥ ১॥
ভক্ত-গোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়॥
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বিহরে সংহতি নিত্যানন্দ গদাধর॥ ২॥
একদিন প্রভু করে নগর-ভ্রমণ।
চারিদিকে যত আপ্ত ভাগবতগণ॥

৭২। "নিন্দা-মাত্রে·· ······সব"=সব শাস্ত্রেই বলিতেছেন, কাহারও নিন্দা করিলেই কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হন—বিশেষতঃ বৈষ্ণব-নিন্দা করিলে ত কথাই নাই।

৭৩। "ভাগবত...... . ...সর্ব্বনাশ"=ভাগবত পড়িয়া ত জীবের ঐহিক পারত্রিক অশেষবিধ কল্যাণ সাধিত হয়, কিন্তু আবার সেই ভাগবত পড়িয়াও কাহারও কাহারও কুবুদ্ধি ঘটিয়া থাকে—তাহারা নিত্যানন্দের নিন্দা করে, তাহাতে তাহাদের সর্ব্বনাশ হইয়া যায়।

৭৬। "অনুভাব"=প্রভাব।

"ব্যক্ত তাঁহার প্রভাব"=তাঁহার অর্থাৎ মুরারি গুপ্তের মহিমা ত প্রকাশমান রহিয়াছে—তাঁহার মহিমার বিষয় ত সকলেই অবগত আছেন।

৭৮। "প্রাণনাথের"=প্রাণবল্লভ শ্রীনিত্যানন্দের।

সার্ব্বভৌম-পিতা বিশারদ মহেশ্বর।
তাঁহার জাঙ্গালে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর ॥ ৩ ॥
সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস।
পরম্ সুশান্ত বিপ্র, মোক্ষ অভিলাষ ॥
জ্ঞানবন্ত, তপস্বী, আজন্ম উদাসীন।
ভাগবত পড়ান, তথাপি ভক্তিহীন ॥ ৪ ॥
'ভাগবতে মহা-অধ্যাপক'—লোকে ঘোষে।
মর্ম্ম-অর্থ না জানেন ভক্তিহীন-দোষে ॥
জানিবার যোগ্যতা আছয়ে পুনি তান।
কোন্ অপরাধে নহে, কৃষ্ণ সে প্রমাণ ॥ ৫ ॥
দৈবে প্রভু ভক্ত-সঙ্গে সেই পথে যায়।
যেখানে তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিবারে পায় ॥
সর্ব্বভূত-হৃদয় জানয়ে সর্ব্ব তত্ত্ব।
না শুনয়ে ব্যাখ্যা ভক্তিযোগের মহত্ত্ব ॥ ৬ ॥
কোপে বলে প্রভু—"বেটা কি অর্থ বাখানে
ভাগবত-অর্থ কোনো জন্মেও না জানে ॥
এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার।
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার ॥ ৭ ॥
সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়।
'প্রেম-রূপ ভাগবত'—চারিবেদে কয় ॥
চারিবেদ 'দধি'—ভাগবত 'নবনীত'।
মথিলেন শুকে—খাইলেন পরীক্ষিত ॥ ৮ ॥
মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত।
ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব, অভিমত ॥
মুই, মোর দাস, আর গ্রন্থ-ভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভালমতে" ॥ ৯ ॥
ভাগবত-তত্ত্ব প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মহানন্দে ভাসে ॥
"ভক্তি বিনু ভাগবত যে আর বাখানে।"
প্রভু বলে "সে অধম কিছুই না জানে ॥১০॥
নিরবধি ভক্তিহীন এ বেটা বাখানে।
আজি পুঁথি চিরি এই দেখ বিদ্যমানে ॥"

৩। "জাঙ্গাল"=জলপ্লাবন হইতে রক্ষার নিমিত্ত নদীর বাঁধ।

"তাঁহার জাঙ্গালে"=তাঁহার বাড়ীর নিকটস্থ গঙ্গার বাঁধে।

৫। "মর্ম্ম-অর্থ"=গূঢ় ভাব; ভিতরের অর্থ; আসল মানে।

"জানিবার.........প্রমাণ"=ভাগবত বুঝিবার ক্ষমতা তাঁহার বেশ আছে, কিন্তু তাঁহার ভক্তি নাই বলিয়া, ভাগবতের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুভব করিতে পারেন না। কোন্ অপরাধে যে তাঁহার এই দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহা কৃষ্ণই জানেন।

৮। "সবে......হয়"=ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ হইল তুচ্ছ পুরুষার্থ; পরন্তু ভক্তিই হইলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ; ভক্তিই মূল প্রয়োজন। এই ভক্তি ভাগবত-পাঠেই লাভ হইয়া থাকে।

৯। "মুই..........ভালমতে"=শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন যে, আমি, আমার দাস অর্থাৎ বৈষ্ণব ও শ্রীমদ্ভাগবত—এ তিনটী একই বস্তু; যে ইহাতে ভেদ-জ্ঞান করে, তাহার সর্ব্বনাশ হইয়া যায়।

১০। "ভক্তি বিনু"=ভক্তি-মাহাত্ম্য ব্যতীত।

"আর"=অন্য আর কিছু, যথা—জ্ঞান, যোগ, তপস্যাদির প্রভাব।

১১। "আজি......বিদ্যমানে"=ভাগবত পড়িয়া বা পড়াইয়া তাহার কোনও ফল হইতেছে না বলিয়া অর্থাৎ ভক্তি-লাভ না হইয়া বিপরীত ফল হইতেছে বলিয়া, তাঁহার নিজের এবং শ্রোতা বা শিষ্যগণ—সকলেরই সর্ব্বনাশ হইতেছে বলিয়া, প্রভু তাঁর পুঁথিখানি ছিঁড়িয়া ফেলিতে গেলেন। তাৎপর্য্য এই,

পুঁথি চিরিবারে প্রভু ক্রোধাবেশে যায়।
সকল বৈষ্ণবগণ ধরিয়া রহায়॥ ১১॥
মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্র-রায়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা, তপ, প্রতিষ্ঠায়॥
'ভাগবত বুঝি'-হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভগবতের প্রমাণ॥ ১২॥
ভাগবতে অচিন্ত্য-ঈশ্বর-বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তি-সার॥
সর্ব্ব-গুণে দেবানন্দ-পণ্ডিত-সমান।
পাইতে বিরল বড় হেন জ্ঞানবান্॥ ১৩॥
সে-সব লোকের যাতে ভাগবতে ভ্রম।
তাতে যে অন্যের গর্ব্ব, তার শাস্তা যম॥
ভাগবত পড়াইয়া কারো বুদ্ধি নাশ।
নিন্দে অবধূত-চান্দ তার সর্ব্বনাশ॥ ১৪॥
এইমত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বম্ভর।
ভ্রময়ে নগর-সব সঙ্গে অনুচর॥
একদিন ঠাকুর-পণ্ডিত সঙ্গে করি।
নগর ভ্রময়ে বিশ্বম্ভর গৌরহরি॥ ১৫॥
নগরের অন্তে আছে মদ্যপের ঘর।
যাইতে পাইল গন্ধ প্রভু বিশ্বম্ভর॥
মদ্য গন্ধে বারুণীর হইল স্মরণ।
বলরাম-ভাব হৈল শচীর নন্দন॥ ১৬॥
বাহু পাসরিয়া প্রভু করয়ে হুঙ্কার।
"উঠোঁ গিয়া"—শ্রীবাসের বলে বারবার॥
প্রভু বলে "শ্রীনিবাস! এই উঠোঁ গিয়া।"
মানা করে শ্রীনিবাস চরণে ধরিয়া॥ ১৭॥
প্রভু বলে "মোরেও কি বিধি প্রতিষেধ।"
তথাপিহ শ্রীনিবাস করয়ে নিষেধ॥
শ্রীবাস বলয়ে "তুমি জগতের পিতা।
তুমি ক্ষয় করিলে বা কে আর রক্ষিতা॥ ১৮॥
না বুঝি তোমার লীলা, নিন্দিব যে জন।
জন্মে জন্মে দুঃখে তার হইব মরণ॥
নিত্যধর্ম্মময় তুমি প্রভু সনাতন।
এ লীলা তোমার বুঝিবেক কোন্ জন॥ ১৯॥
যদি তুমি উঠ গিয়া মদ্যপের ঘরে।
প্রবিষ্ট হইমু মুই গঙ্গার ভিতরে॥"
ভক্তের সঙ্কল্প প্রভু না করে লঙ্ঘন।
হাসে প্রভু শ্রীবাসের শুনিয়া বচন॥ ২০॥
প্রভু বলে "তোমার নাহিক যাতে ইচ্ছা।
না উঠিব—তোর বাক্য না করিব মিছা॥"
শ্রীবাস-বচনে সম্বরিয়া রাম-ভাব।
ধীরে ধীরে রাজপথে চলে মহাভাগ॥ ২১॥
মদ্য-পানে মত্ত সব ঠাকুরে দেখিয়া।
'হরি হরি' বলে সব ডাকিয়া ডাকিয়া॥

যে ব্যক্তি ভাগবতের তত্ত্ব বা মর্ম্মার্থ বা মর্য্যাদা জানে না, তাহার কাছে ভাগবত গ্রন্থ না থাকাই ভাল।

১২। "মহাচিন্ত্য" = শ্রীভাগবত-তত্ত্ব চিন্তার সম্পূর্ণ অগম্য অর্থাৎ চিন্তা বা বুদ্ধি দ্বারা কিছুই বুঝা যায় না। "ভাগবতের প্রমাণ" = ভাগবতের মর্ম্ম বা প্রকৃত অর্থ।

১৩। "পাইতে......জ্ঞানবান্" = এরূপ পণ্ডিত-লোক খুব কমই দেখা যায়।

১৫। "ঠাকুর-পণ্ডিত" = শ্রীবাস।

১৮। "তুমি......রক্ষিতা" = তুমি যদি শাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘন কর, তবে শাস্ত্রের মর্য্যাদা আর কে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? তাহা হইলে ফল এই হইবে যে, কেহই আর শাস্ত্র মানিবে না।

১৯। "নিত্যধর্ম্মময়" = সত্যধর্ম্মস্বরূপ।

২০। "প্রবিষ্ট......ভিতরে" = কেননা বহিরঙ্গ লোকে তোমার নিন্দা করিবে।

কেহো বলে "ভাল ভাল নিমাই-পণ্ডিত।
ভাল ভাব, লাগে ভাল তান নাট গীত"॥২২॥
'হরি' বলি হাতে তালি দিয়া কেহো নাচে।
উল্লাসে মদ্যপগণ যায় তান পাছে॥
মহা হরি-ধ্বনি করে মদ্যপের গণে।
এইমত হয় বিষ্ণু-বৈষ্ণব-দর্শনে॥ ২৩॥
মদ্যপের চেষ্টা দেখি বিশ্বম্ভর হাসে।
আনন্দে শ্রীবাস কান্দে দেখি পরকাশে॥
মদ্যপেও সুখ পায় চৈতন্যে দেখিয়া।
একলে নিন্দয়ে পাপী সন্ন্যাসী হইয়া॥ ২৪॥
চৈতন্য-চন্দ্রের যশে যার মনে দুখ।
কোনো জন্মে আশ্রমে নাহিক তার সুখ॥
যে দেখিল চৈতন্য-চন্দ্রের অবতার।
হউক মদ্যপ, তবু তারে নমস্কার॥ ২৫॥
মদ্যপেরে শুভ-দৃষ্টি করি বিশ্বম্ভর।
নিজাবেশে ভ্রমে প্রভু নগরে নগর॥
কত দূরে দেখিয়া পণ্ডিত দেবানন্দ।
মহাক্রোধে কিছু তারে বলে গৌরচন্দ্র॥ ২৬॥
দেবানন্দ পণ্ডিতের শ্রীবাসের স্থানে।
পূর্ব্ব অপরাধ আছে, তাহা হৈল মনে॥
যে সময়ে নাহি কিছু প্রভুর প্রকাশ।
প্রেমশূন্য জগৎ—দুঃখিত সব দাস॥ ২৭॥
যদি বা পড়ায় কেহো গীতা ভাগবত।
তথাপি না শুনে কেহো ভক্তি-অভিমত॥
সে সময়ে দেবানন্দ পরম মহান্ত।
লোকে বড় অপেক্ষিত পরম সুশান্ত॥ ২৮॥

ভাগবত অধ্যাপনা করে নিরন্তর।
আকুমার সন্ন্যাসীর প্রায় ব্রতধর॥
দৈবে এক দিন তথা গেলা শ্রীনিবাস।
ভাগবত শুনিতে করিয়া অভিলাষ॥ ২৯॥
অক্ষরে অক্ষরে ভাগবত প্রেমময়।
শুনিয়া দ্রবিল শ্রীনিবাসের হৃদয়॥
ভাগবত শুনিয়া কান্দয়ে শ্রীনিবাস।
মহাভাগবত বিপ্র ছাড়ে ঘন-শ্বাস॥ ৩০॥
পাপিষ্ঠ পড়ুয়া বলে "হইল জঞ্জাল।
পড়িতে না পাই ভাই। ব্যর্থ যায় কাল॥"
সম্বরণ নহে শ্রীনিবাসের ক্রন্দন।
চৈতন্যের প্রিয়-দেহ জগত-পাবন॥ ৩১॥
পাপিষ্ঠ পড়ুয়া-সব যুকতি করিয়া।
বাহিরে এড়িলা লৈয়া শ্রীবাসে টানিয়া॥
দেবানন্দ পণ্ডিত না কৈল নিবারণ।
গুরু যথা ভক্তিশূন্য, তথা শিষ্যগণ॥ ৩২॥
বাহ্য পাই দুঃখেতে শ্রীবাস গেলা ঘর।
তাহা সব জানে অন্তর্যামী বিশ্বম্ভর॥
দেবানন্দ-দরশনে হইল স্মরণ।
ক্রোধ-মুখে বলে প্রভু শচীর নন্দন॥ ৩৩॥
"অয়ে অয়ে দেবানন্দ! বলিয়ে তোমারে।
তুমি এবে ভাগবত পড়াও সবারে॥
যে শ্রীবাসে দেখিতে গঙ্গার মনোরথ।
হেন জন গেলা শুনিবারে ভাগবত॥ ৩৪॥
কোন্ অপরাধে তানে শিষ্য হাথাইয়া।
বাড়ীর বাহিরে লৈয়া এড়িলা টানিয়া॥

২১। "রাম-ভাব"= বলরাম-ভাব।

২২। "ডাকিয়া ডাকিয়া" = চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে।

২৫। "আশ্রমে"= গার্হস্থ্যাদি কোনও আশ্রমে কুত্রাপি কোনও রূপে।

২৭। "পূর্ব্ব অপরাধ" এই বিবরণ মূল-গ্রন্থে ইহার পরেই এবং ২৬৪ পৃষ্ঠায় ৩০ দাগ হইতে দ্রষ্টব্য।

২৮। "লোকে বড় অপেক্ষিত" = লোকে তাঁহাকে জ্ঞানবান্ বলিয়া বেশ ভক্তি শ্রদ্ধা করে।

ভাগবত শুনিতে যে কান্দে কৃষ্ণ-রসে।
টানিয়া ফেলিতে কি তাহারে যোগ্য আইসে॥
বুঝিলাম তুমি যে পড়াও ভাগবত।
কোনো জন্মে না জানহ গ্রন্থ-অভিমত॥ ৩৫ ॥
পরিপূর্ণ করিয়া যে-সব জনে খায়।
তবে বহির্দ্দেশে গিয়া সে সন্তোষ পায়॥
প্রেমময় ভাগবত পড়াইয়া তুমি।
ততখানি সুখো না পাইলা কহি আমি" ॥৩৬॥
শুনিয়া বচন দেবানন্দ দ্বিজবর।
লজ্জায় রহিলা, কিছু না করে উত্তর॥
ক্রোধাবেশে বলিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর।
দুঃখিত দেবানন্দ চলিলা নিজ-ঘর॥ ৩৭ ॥
তথাপিহ দেবানন্দ বড় পুণ্যবন্ত।
বচনেও প্রভু যারে করিলেন দণ্ড॥
চৈতন্যের দণ্ড মহা-সুকৃতী সে পায়।
যাঁর দণ্ডে মরিলে বৈকুণ্ঠে লোক যায়॥ ৩৮।
চৈতন্যের দণ্ড যে মস্তকে করি লয়।
সেই দণ্ড তারে প্রেমভক্তি-যোগ হয়॥
চৈতন্যের দণ্ডে যার চিত্তে নাহি ভয়।
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ যমদণ্ড্য হয়॥ ৩৯ ॥
ভাগবত তুলসী গঙ্গায় ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥
জীবন্যাস করিলে শ্রীমূর্ত্তি পূজ্য হয়।
'জন্মমাত্র এ চারি ঈশ্বর'—বেদে কয়॥ ৪০
চৈতন্য-কথার আদি অন্ত নাহি জানি।
যে-তে মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি॥
চৈতন্য-দাসের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥ ৪১ ॥

৩৪। "যে.........মনোরথ" = পতিত-পাবনী শ্রীগঙ্গাদেবী স্বয়ং জলময়ী তীর্থ-স্বরূপিণী হইয়াও শ্রীবাসের ন্যায় পরম-ভাগবতকে দর্শন করিয়া ধন্য হইতে বাসনা করেন। এতৎ-সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলিতেছেন, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে :—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো !।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥

৩৫। "শিষ্য হাথাইয়া" = ছাত্রদের দ্বারা।
"গ্রন্থ-অভিমত" = গ্রন্থের মর্ম্ম।

৩৬। "পরিপূর্ণ......আমি" = যাহারা খুব পেট ভরিয়া খায়, তাহারা বেশী খওয়ার জন্য বড় অশান্তি বোধ করে; পরে বাহিরে গেলে অর্থাৎ বাহ্যে বা বমি করিলে, তবে আরাম পায়; তাহারা এই যে সামান্য একটুমাত্র আনন্দ পায়, ভাগবত পড়াইয়া তুমি ততটুকুও আনন্দ লাভ করিতে পার নাই। যে ভাগবত অক্ষরে অক্ষরে প্রেমময়, যাহা ভক্তিভরে পাঠ করিলে লোকে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যায়, সেই ভাগবত পড়িয়া দেবানন্দের ন্যায় এত বড় গুণবান্ মহাপণ্ডিতও প্রকৃত সুখ লাভ করিতে পারিলেন না, কেননা, তাঁহার ভক্তির অভাব— 'ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া'।

৪০। "ভাগবত............সনে" = শ্রীমদ্ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা ও বৈষ্ণব—এই চারিটী শ্রীকৃষ্ণেরই বিগ্রহ—ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন—শ্রীকৃষ্ণ-রূপেই ইঁহাদিগকে পূজা করিতে হয়।

"জীবন্যাস.........কয়" = প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলে তবে শ্রীবিগ্রহ পূজ্য হন; কিন্তু ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা ও ভক্তজন—ইহারা জন্মিবামাত্র স্বভাবতঃই পূজ্য, ইঁহাদের আর প্রাণপতিষ্ঠা করিবার আবশ্যক হয় না, ইহাই হইল শাস্ত্রের নির্দ্দেশ।

মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড॥
চৈতন্যের প্রিয়-দেহ নিত্যানন্দ-রায়।
প্রভু-ভৃত্য-সঙ্গে যেন না ছাড়ে আমায়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ-যুগে গান॥ ৪২॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে দেবানন্দ-বাক্যদণ্ডো নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

জয় জয় গৌরচন্দ্র কৃপার সাগর।
জয় শচী-জগন্নাথ-নন্দন সুন্দর॥
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বিহরে সংহতি নিত্যানন্দ গদাধর॥ ১॥
বাক্যদণ্ড দেবানন্দ-পণ্ডিতেরে করি।
আইলা আপন-ঘরে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
দেবানন্দ পণ্ডিত চলিলা নিজ-বাসে।
দুঃখ পাইলেন দ্বিজ দুষ্ট-সঙ্গ-দোষে॥ ২॥
দেবানন্দ-হেন-সাধু চৈতন্যের ঠাঁই।
সম্মুখ হইতে যোগ্য নহিল তথাই॥
বৈষ্ণবের কৃপায় সে পাই বিশ্বম্ভর।
ভক্তি বিনা জপ তপ অকিঞ্চিৎকর॥ ৩॥
বৈষ্ণবের ঠাঁই যার হয় অপরাধ।
কৃষ্ণ-কৃপা হইলেও তার প্রেম-বাধ॥
আমি নাহি বলি—এই বেদের বচন।
সাক্ষাতেও কহিয়াছে শচীর নন্দন॥ ৪॥
যে শচীর গর্ভে গৌরচন্দ্র-অবতার।
বৈষ্ণবাপরাধ পূর্ব্ব আছিল তাঁহার॥
আপনে সে অপরাধ প্রভু ঘুচাইয়া।
মায়েরে দিলেন প্রেম সবা শিখাইয়া॥ ৫॥
এ বড় অদ্ভুত কথা শুন সাবধানে।
বৈষ্ণবাপরাধ ঘুচে ইহার শ্রবণে॥
একদিন মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
উঠিয়া বসিলা বিষ্ণু-খট্টার উপর॥ ৬॥
নিজ-মূর্ত্তি-শিলা-সব করি নিজ-কোলে।
আপনা প্রকাশে গৌরচন্দ্র কুতূহলে॥
"মুই কলিযুগে কৃষ্ণ, মুই নারায়ণ।
মুই রাম-রূপে কৈনু সাগর-বন্ধন॥ ৭॥
শুতিয়া আছিনু ক্ষীরসাগর-ভিতরে।
মোর নিদ্রা ভাঙ্গিল সে নাড়ার হুঙ্কারে॥
প্রেম-ভক্তি বিলাইতে আমার প্রকাশ।
মাগ মাগ আরে নাড়া! মাগ শ্রীনিবাস॥"
দেখি মহা-পরকাশ নিত্যানন্দ-রায়।
ততক্ষণে তুলি ছত্র ধরিলা মাথায়॥ ৮॥
বাম-দিকে গদাধর তাম্বূল যোগায়।
চারিদিকে ভক্তগণ চামর ঢুলায়॥
ভক্তি-যোগ বিলায় গৌরাঙ্গ-মহেশ্বর।
যাহাতে যাহার প্রীত, লয় সেই বর॥ ৯॥
কেহো বলে "মোর বাপ বড় দুষ্টমতি।
তার চিত্ত ভাল হৈলে মোর অব্যাহতি॥"

৪। "তার প্রেম-বাধ" — সে প্রেম লাভ করিতে পারে না।

৫। "বৈষ্ণবাপরাধ............তাঁহার" — পূর্ব্বে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর নিকট শ্রীশচীমাতার অপরাধ হইয়াছিল। সেই অপরাধ দূর না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারিণী হইতে পারেন নাই।

৭। "নিজ-মূর্ত্তি-শিলা" = শ্রীশালগ্রাম-শিলা; নারায়ণ-শিলা।

৮। "মাগ" — বর চাও।

কেহো মাগে গুরু প্রতি, কেহো শিষ্য প্রতি।
কেহো পুত্র কেহো পত্নী—যার যথা মতি ॥১০
ভক্তবাক্য-সত্যকারী প্রভু বিশ্বম্ভর।
হাসিয়া সবারে দিলা প্রেমভক্তি-বর ॥
মহাশয় শ্রীনিবাস বলেন "গোসাঁই।
আইরে সে দেও প্রেম—এই সবে চাই" ॥১১॥
প্রভু বলে "ইহা না বলিবা শ্রীনিবাস।
তানে নাহি দিব প্রেম-ভক্তির বিলাস ॥
বৈষ্ণবের ঠাঁই তান আছে অপরাধ।
অতএব তান হৈল প্রেমভক্তি-বাধ" ॥ ১২ ॥
মহাবক্তা শ্রীনিবাস বলে আর-বার।
"এ কথায় প্রভু! দেহ-ত্যাগ সে সবার ॥
তুমি হেন প্রভু যাঁর গর্ভে অবতার।
তার কি নহিব প্রেম-যোগে অধিকার ॥১৩॥
সবার জীবন আই—জগতের মাতা।
মায়া ছাড়ি প্রভু তানে হও ভক্তি-দাতা ॥
তুমি যাঁর পুত্র প্রভু! সে সর্ব্ব-জননী।
পুত্র-স্থানে মায়ের কি অপরাধ গণি ॥ ১৪ ॥
যদি বা বৈষ্ণব-স্থানে থাকে অপরাধ।
তথাপিহ খণ্ডাইয়া করহ প্রসাদ ॥"
প্রভু বলে "উপদেশ করিতে সে পারি।
বৈষ্ণবাপরাধ আমি খণ্ডাইতে নারি ॥ ১৫ ॥
যে বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যার।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে—সে ঘুচে, নহে আর ॥
দুর্ব্বাসার অপরাধ অম্বরীষ-স্থানে।
তুমি জান দেখ ক্ষয় হইল যেমনে ॥ ১৬ ॥
নাড়ার স্থানেতে আছে তান অপরাধ।
নাড়া ক্ষমিলে সে হয় প্রেমের প্রসাদ ॥
অদ্বৈত-চরণ-ধূলি লইলে মাথায়।
হইবেক প্রেমভক্তি আমার আজ্ঞায়" ॥ ১৭ ॥
তখনে চলিলা সবে অদ্বৈতের স্থানে।
অদ্বৈতেরে কহিলেক সব বিবরণে ॥
শুনিয়া অদ্বৈত করে শ্রীবিষ্ণু-স্মরণ।
"তোমরা লইতে চাহ আমার জীবন ॥ ১৮ ॥
যাঁর গর্ভে মোহার প্রভুর অবতার।
সে মোর জননী, মুই পুত্র সে তাঁহার ॥
যে আইর চরণ-ধূলির আমি পাত্র।
সে আইর প্রভাব না জানি তিলমাত্র ॥ ১৯ ॥
বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী আই পতিব্রতা।
তোমরা বা মুখে কেনে আন হেন কথা ॥
প্রাকৃত শব্দেও যেবা বলিবেক 'আই'।
'আই'-শব্দ-প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই ॥২০॥
যেন গঙ্গা তেন আই—কিছু ভেদ নাই।
দেবকী যশোদা যেই—সেই বস্তু আই ॥"
কহিতে আইর তত্ত্ব আচার্য্য-গোসাঁই।
পড়িলা আবিষ্ট হৈয়া—বাহ্য কিছু নাই ॥২১॥
বুঝিয়া সময় আই আইলা বাহিরে।
আচার্য্য-চরণ-ধূলি লইলেন শিরে ॥

১১। "ভক্তবাক্য-সত্যকারী" = যিনি ভক্তের বাক্য রক্ষা করেন অর্থাৎ ভক্তের বাক্য কখনও মিথ্যা বা বিফল হইতে দেন না।

১৪। "মায়া ছাড়ি" = ছলনা বা কপটতা পরিত্যাগ করিয়া।

১৫। "বৈষ্ণবাপরাধ·········নারি" = এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছেন যে, শ্রীভগবান্ নিজেও বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডন করিতে পারেন না, বা পারিলেও তাহা করেন না।

১৬। "দুর্ব্বাসার······যেমনে" -এই উপাখ্যান সকলেই অবগত আছেন।

২২। "সময়" = সুযোগ।

পরম বৈষ্ণবী আই—মূর্ত্তিমতী ভক্তি।
বিশ্বম্ভর গর্ভে ধরিলেন যাঁর শক্তি॥ ২২॥
আচার্য্য-চরণ-ধূলি লইলা যখনে।
বিহ্বলে পড়িলা—কিছু বাহ্য নাহি জানে॥
'জয় জয় হরি' বলে বৈষ্ণব-সকল।
অন্যোন্যে করয়ে চৈতন্য-কোলাহল॥ ২৩॥
অদ্বৈতের বাহ্য নাহি আইর প্রভাবে।
আইরো নাহিক বাহ্য অদ্বৈতানুভাবে॥
দোঁহার প্রভাবে দোঁহে হইলা বিহ্বল।
'হরি হরি হরি' বলে বৈষ্ণব-সকল॥ ২৪॥
হাসে প্রভু বিশ্বম্ভর খট্টার উপরে।
প্রসন্ন হইয়া প্রভু বলে জননীরে॥
"এখনে সে বিষ্ণু-ভক্তি হইল তোমার।
অদ্বৈতের স্থানে অপরাধ নাহি আর॥"
শ্রীমুখের অনুগ্রহ শুনিয়া বচন।
জয় জয় হরিধ্বনি হইল তখন॥ ২৫॥
জননীর লক্ষ্যে শিক্ষা-গুরু ভগবান্।
করায়েন বৈষ্ণবাপরাধ সাবধান॥
শূলপাণি-সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিহ নাশ পায়—কহে শাস্ত্র-বৃন্দে॥২৬॥

তথাহি—

মহদ্বিমানাৎ স্বকৃতাদ্ধি মাদৃক্
নঙ্ক্ষ্যত্যদূরাদপি শূলপাণিঃ॥ ২৭॥

ইহা না মানিয়া যে সুজন-নিন্দা করে।
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈব-দোষে মরে॥
অন্যের কি দায়, গৌর-সিংহের জননী।
তাঁহারেও 'বৈষ্ণবাপরাধ' করি গণি॥ ২৮॥
বস্তু-বিচারেতে সেহো 'অপরাধ' নহে।
তথাপিহ 'অপরাধ' করি প্রভু কহে॥
"ইহানে 'অদ্বৈত' নাম কেনে লোকে ঘোষে।
দ্বৈত"—বলিলেন আই কোনো অসন্তোষে॥
সেই কথা কহি শুন হই সাবধান।
প্রসঙ্গে কহিয়ে বিশ্বরূপের আখ্যান॥ ২৯॥
প্রভুর অগ্রজ—বিশ্বরূপ-মহাশয়।
ভুবন-দুর্ল্লভ রূপ মহাতেজোময়॥ ৩০॥

২৪। "আইর প্রভাবে" = আইর মাহাত্ম্য চিন্তা করিয়া।

"অদ্বৈতানুভাবে" = অদ্বৈতের চরণ-ধূলি লইবা-মাত্র প্রেমোদয় হইল—তাঁহার এই মহিমা দেখিয়া।

২৭। ইহার অনুবাদ ৩২৪ পৃষ্ঠায় ১৮৯ দাগের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

২৮। "সুজন-নিন্দা" = সাধু-নিন্দা।

"দৈব-দোষে" = দেবতার কোপে; দুর্ভাগ্য-বশে।

"তাহারেও……গণি" = বৈষ্ণবাপরাধ তাঁহার উপরেও কার্য্যকরী হইল।

২৯। "বস্তু-বিচারেতে" = সব দিক্ বিবেচনা করিয়া দেখিলে; কার্য্য-কারণ ধরিয়া বিচার করিলে।

"অদ্বৈত" = যাঁহার দ্বৈত অর্থাৎ দুই দুই ভাব নাই অর্থাৎ যিনি সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি অর্থাৎ পক্ষপাত-শূন্য। অথবা যাঁহার মনে দ্বিধা-ভাব নাই অর্থাৎ ভিতর-বাহির বা কপটতা নাই; যিনি নিষ্কপট।

"দ্বৈত" = যিনি দুই দুই ভাব-বিশিষ্ট অর্থাৎ পক্ষপাতী। অথবা যাঁহার মনে বড় দ্বিভাব অর্থাৎ ভিতরে একরূপ, বাহিরে একরূপ; যিনি কপট।

"ইহানে………আই" = ৪০২ পৃষ্ঠায় ৫৬ দাগের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

"কোনো অসন্তোষে" = আই ভাবিয়াছিলেন, অদ্বৈতই বিশ্বরূপকে সন্ন্যাস লওয়াইয়াছে।

সর্ব্ব-শাস্ত্রে বিশারদ পরম-সুধীর।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের অভেদ-শরীর॥
তান ব্যাখ্যা বুঝে হেন নাহি নবদ্বীপে।
শিশু-ভাবে থাকে প্রভু বালক-সমীপে॥৩১॥
এক দিন সভায় চলিলা মিশ্রবর।
পাছে বিশ্বরূপ-পুত্র—পরম সুন্দর॥
ভট্টাচার্য্য-সভায় চলিলা জগন্নাথ।
বিশ্বরূপ দেখি বড় কৌতুক সভা ত॥ ৩২॥
নিত্যানন্দ-রূপ প্রভু পরম সুন্দর।
হরিলেন সর্ব্ব-চিত্ত সর্ব্ব-শক্তি-ধর॥
এক ভট্টাচার্য্য বলে—"কি পড় ছাওয়াল।"
বিশ্বরূপ বলে—"কিছু কিছু সবাকার"॥৩৩॥
শিশু-জ্ঞানে কেহো কিছু না বলিল আর।
মিশ্র পাইলেন দুঃখ শুনি অহঙ্কার॥
নিজ-কার্য্য করি মিশ্র চলিলেন ঘর।
পথে বিশ্বরূপেরে মারিলা এক চড়॥ ৩৪॥
"যে পুঁথি পড়িস্ বেটা! তাহা না বলিয়া।
কি বোল বলিলি তুই সভা-মাঝে গিয়া॥
তোমারে ত সবার হইল মূর্খ-জ্ঞান।
আমারেও দিলে লাজ, করি অপমান"॥ ৩৫॥
পরম উদার জগন্নাথ মহাভাগ।
ঘরে গেলা পুত্রেরে করিয়া বড় রাগ॥
পুনঃ বিশ্বরূপ সেই সভা-মাঝে গিয়া।
ভট্টাচার্য্য-সব প্রতি বলেন হাসিয়া॥ ৩৬॥
"তোমরা ত আমারে জিজ্ঞাসা না করিলা।
বাপের স্থানেতে আমা শাস্তি করাইলা॥
জিজ্ঞাসা করিতে যাহা লয় কারো মনে।
সবে মেলি তাহা জিজ্ঞাসহ আমা-স্থানে॥"
হাসি বলে এক ভট্টাচার্য্য "শুন শিশু।
আজি যে পড়িলে তাহা বাখানহ কিছু"॥৩৭॥
বাখানয়ে সূত্র বিশ্বরূপ ভগবান্।
সবার চিত্তেতে ব্যাখ্যা হইল প্রমাণ॥
সবেই বলেন—"সূত্র ভাল বাখানিলা।"
প্রভু বলে—"ভাণ্ডাইনু, কিছু না বুঝিলা"॥৩৮
যত বাখানিল, সব করিল খণ্ডন।
বিস্ময় সবার চিত্তে হইল তখন॥
এইমতে তিন বার করিল খণ্ডন।
পুনঃ সেই তিন বার করিল স্থাপন॥ ৩৯॥
'পরম সুবুদ্ধি' করি সবে বাখানিল।
বিষ্ণুমায়া-মোহে কেহো তত্ত্ব না জানিল॥
হেনমতে নবদ্বীপে বৈসে বিশ্বরূপ।
ভক্তিশূন্য লোক দেখি না পায় কৌতুক॥৪০॥
ব্যবহার-মদে মত্ত সকল সংসার।
না করে বৈষ্ণব-যশ-মঙ্গল-বিচার॥
পুত্রাদির মহোৎসবে করে ধন-ব্যয়।
কৃষ্ণ-পূজা, কৃষ্ণ-ধর্ম্ম কেহো না জানয়॥ ৪১॥
যত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাখানে।
কৃষ্ণ-ভক্তি, কৃষ্ণ-পূজা কিছুই না জানে॥
যদি বা পড়ায় কেহো ভাগবত গীতা।
সেহো না বাখানে ভক্তি, করে শুষ্ক চিন্তা॥৪২॥
সর্ব্ব স্থানে বিশ্বরূপ-ঠাকুর বেড়ায়।
ভক্তি-যোগ না শুনিয়া বড় দুঃখ পায়॥

৩১। "নিত্যানন্দ........শরীর"=নিত্যানন্দ ও বিশ্বরূপ একই বস্তু। ৩৮। "ভাণ্ডাইনু"—প্রকৃত ব্যাখ্যা করি নাই; আসল ব্যাখ্যা করি নাই।

৪১। "ব্যবহার-মদে......সংসার"=সংসারের সমস্ত লোকই সাংসারিক ক্রিয়াকাণ্ড লইয়াই উন্মত্ত; বিষয়-কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত।

"না......বিচার"—শ্রীবৈষ্ণবগণের পরমমঙ্গলময় গুণ-কীর্ত্তন বা তাহার চর্চ্চা করে না।

সকলে অদ্বৈত-সিংহ পূর্ণ-কৃষ্ণশক্তি।
পড়াইয়া 'বাশিষ্ঠ' বাখানে কৃষ্ণ-ভক্তি ॥ ৪৩ ॥
অদ্বৈতের ব্যাখ্যা বুঝে, হেন কোন্ আছে।
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য নদীয়ার মাঝে ॥
চতুর্দ্দিকে বিশ্বরূপ পায় মনোদুখ।
অদ্বৈতের স্থানে সবে পায় প্রেম-সুখ ॥ ৪৪ ॥
নিরবধি থাকে প্রভু অদ্বৈতের সঙ্গে।
বিশ্বরূপ-সহিত অদ্বৈত বসে রঙ্গে ॥
পরম বালক প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
কুটিল কুন্তল—কিবা অতি মনোহর ॥ ৪৫ ॥
মা'য়ে বলে "বিশ্বম্ভর! যাহ রড় দিয়া।
তোমার ভাইরে ঝাট ডাকি আন গিয়া॥"
মায়ের আদেশে প্রভু ধায় বিশ্বম্ভর।
সত্বরে আইলা যথা অদ্বৈতের ঘর ॥ ৪৬ ॥
বসিয়াছে অদ্বৈতে বেড়িয়া ভক্তগণ।
শ্রীবাসাদি করিয়া যতেক মহাজন ॥
বিশ্বম্ভর বলে "ভাই! ভাত খাও সিয়া।
বিলম্ব না কর" বলে হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৪৭ ॥
হরিল সবার চিত্ত প্রভু বিশ্বম্ভর।
সবেই চাহেন রূপ—পরম সুন্দর ॥
মোহিত হইয়া চাহে অদ্বৈত-আচার্য্য।
সেই মুখ চাহে সব পরিহরি কার্য্য ॥ ৪৮ ॥
এইমত প্রতিদিন মায়ের আদেশে।
বিশ্বরূপ ডাকিবার ছলেতে আইসে ॥
চিন্তয়ে অদ্বৈত চিত্তে দেখি বিশ্বম্ভর।
"মোর চিত্ত হরে শিশু পরম সুন্দর ॥ ৪৯ ॥
মোর চিত্ত হরিতে কি পারে অন্য জন।
এই বা মোহার প্রভু—মোহে মোর মন ॥"
সর্ব্ব-ভূত-হৃদয় ঠাকুর-বিশ্বম্ভর ॥
চিন্তিতে অদ্বৈত, ঝাট চলি যায় ঘর ॥ ৫০ ॥
নিরবধি বিশ্বরূপ অদ্বৈতের সঙ্গে।
ছাড়িয়া সংসার-সুখ গোঙায়েন রঙ্গে ॥
বিশ্বরূপ-কথা আদিখণ্ডেতে বিস্তার।
অনন্ত-চরিত্র নিত্যানন্দ-কলেবর ॥ ৫১ ॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা সবে ঈশ্বর সে জানে।
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিলা কত দিনে ॥
জগতে বিদিত নাম—'শ্রীশঙ্করারণ্য'।
চলিলা অনন্ত-পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ॥ ৫২ ॥
করি দণ্ড-গ্রহণ চলিলা বিশ্বরূপ।
নিরবধি আইর বিদরে শোকে বুক ॥

৪২। "করে শুষ্ক চিন্তা"=জ্ঞান, তপ, যোগ ও তর্কশাস্ত্রাদি নীরস বিষয়-সমূহের আন্দোলন আলোচনা করে।

৪৩। "সকলে"=কেবমাত্র।

৪৪। "সবে"=কেবলমাত্র।

৪৫। "বসে রঙ্গে"= আনন্দে থাকেন।

৪৭। "সিয়া"= আসিয়া।

৫০। "সর্ব্ব........ঘর"=ঠাকুর শ্রীগৌরচন্দ্র সমস্ত জীবের হৃদয়েই অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন; সুতরাং তিনি অন্তর্যামী। শ্রীঅদ্বৈত যেইমাত্র পূর্ব্বোক্ত রূপ (মোর চিত্ত····· মোর মন॰) চিন্তা করেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা জানিতে পারিয়া শীঘ্র বাড়ী চলিয়া যান। শ্রীভগবান্ ভক্তের লালসা-বৃদ্ধির নিমিত্তই এইরূপ আচরণ করিয়া থাকেন।

৫১। "অনন্ত······কলেবর"=এই বিশ্বরূপের চরিত্র হইল অগাধ এবং তিনি নিত্যানন্দের দ্বিতীয় কলেবর অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু হইতে অভিন্ন।

৫২। "অনন্ত-পথে" = সেই অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী, বিরাট্ মহাপুরুষের উদ্দেশে।

"বৈষ্ণবাগ্রগণ্য"=বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ।

মনে মনে গণে আই হইয়া সুস্থির।
"অদ্বৈত সে মোর পুত্র করিল বাহির" ॥৫৩॥
তথাপিহ আই বৈষ্ণবাপরাধ-ভয়ে।
কিছু না বলয়ে, মনে মহাদুঃখ পায়ে॥
বিশ্বম্ভর দেখি সব পাসরিলা দুখ।
প্রভুও মায়ের বড় বাড়ায়েন সুখ ॥ ৫৪ ॥
দৈবে কত দিনে প্রভু করিলা প্রকাশ।
নিরবধি অদ্বৈতের সংহতি বিলাস॥
ছাড়িয়া সংসার-সুখ প্রভু বিশ্বম্ভর।
লক্ষ্মী পরিহরি' থাকে অদ্বৈতের ঘর ॥ ৫৫ ॥
না রহে গৃহেতে পুত্র—হেন দেখি আই।
"এহো পুত্র নিল মোর আচার্য্য-গোসাঁই॥"
সেই দুঃখে সবে এই বলিলেন আই।
"কে বলে 'অদ্বৈত'—'দ্বৈত' এ বড় গোসাঁই।
চন্দ্র-সম এক পুত্রে করিলা বাহির।
এহো পুত্রে না দিবেন রহিবারে স্থির ॥ ৫৬॥
অনাথিনী মোরে ত কাহারো নাহি দয়া।
জগতেরে অদ্বৈত, মোরে সে দ্বৈত-মায়া।।"
সবে এই অপরাধ, আর কিছু নাই।
ইহার লাগিয়া ভক্তি না দেন গোসাঁই ॥৫৭॥
এ কালে যে বৈষ্ণবেরে 'বড়' 'ছোট' বলে।
নিশ্চিন্তে থাকুক, সে জানিব কতকালে ॥
জননীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান্।
বৈষ্ণবাপরাধ করায়েন সাবধান ॥ ৫৮ ॥

৫৩। "করি দণ্ড-গ্রহণ" = সন্ন্যাস লইয়া।

৫৫। "দৈবে" = জীবের ভাগ্যে।

"করিলা প্রকাশ" = আত্ম-প্রকাশ করিলেন অর্থাৎ আপনি যে কি বস্তু তাহাই প্রকাশ করিলেন।

"লক্ষ্মী" = লক্ষ্মী-স্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী।

৫৬। "কে········ গোসাঁই" = 'অদ্বৈত' অর্থে যাঁহার মনে কোন দ্বিধা ভাব নাই অর্থাৎ নিষ্কপট। 'দ্বৈত' অর্থে যে দ্বিবিধ আচরণ করে অর্থাৎ মুখে একরূপ বলে, কাজে অন্যরূপ করে; কপট। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইনি এত বড় পণ্ডিত, ইনি সকলকে জীবের প্রতি সদয় হইতে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করেন, কিন্তু নিজে আমার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেন—আমার ছেলেটীকে ঘর হইতে বাহির করিলেন; অতএব এ ঠাকুর দেখিতেছি বড় 'দ্বৈত' অর্থাৎ কপট—ইনি 'অদ্বৈত' নহেন। অথবা এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে যে, ইঁহাকে 'অদ্বৈত' অর্থাৎ দ্বিধাভাব-শূন্য—পক্ষপাত-শূন্য কে বলে? এ ঠাকুর বড় 'দ্বৈত' অর্থাৎ পক্ষপাতী—অন্যের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন, কিন্তু আমার প্রতি নিষ্ঠুর; ইনি সকলকে সমান চক্ষে দেখেন না। (২৯ দাগের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

"এহো ·······স্থির" = আমার এ ছেলেটীকেও দেখ্‌ছি স্থির থাকিতে দিবে না, এটীকেও ঘরের বাহির করবে।

৫৭। "জগতেরে······মায়া" = জগতের লোকে ইঁহাকে অদ্বৈত অর্থাৎ দ্বিধাভাব-শূন্য অর্থাৎ নিষ্কপট বা পক্ষপাত-শূন্য বলিতে পারেন, আমি কিন্তু ইঁহাকে দ্বৈতমায়া অর্থাৎ কপট বা পক্ষপাতী ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারি না।

৫৮। "এ কালে·········কতকালে" = এই যে এখনও দেখা যায়, লোকে বলে 'এ বৈষ্ণবের চেয়ে ও বৈষ্ণব ভাল', আচ্ছা বলে বলুক; তবে যে দিন কতক নিশ্চিন্ত হইয়া থাকুক, তার পর ইহার ফল বুঝিতে পারিবে অর্থাৎ এইরূপ বৈষ্ণব-নিন্দার যে কি বিষম শাস্তি, তাহা দেখিতে পাইবে।

৬০। "ত্রিকাল" = ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান।

চৈতন্য-সিংহের আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন।
না বুঝি বৈষ্ণব নিন্দে—পাইবে বন্ধন॥
এ কথার হেতু কিছু শুন মন দিয়া।
যে নিমিত্ত গৌরচন্দ্র করিলেন ইহা॥ ৫৯॥
ত্রিকাল জানেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
জানেন সেবিবে অদ্বৈতেরে দুষ্টগণ॥
অদ্বৈতেরে গাইবেক 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া।
যত কিছু বৈষ্ণবের বচন নিন্দিয়া॥ ৬০॥
যে বলিব অদ্বৈতেরে 'পরম-বৈষ্ণব'।
তাহারেই বেড়িয়া লঙ্ঘিব পাপি-সব॥
সে সব গণের পক্ষ অদ্বৈত ধরিতে।
অতএব শক্তি নাহি এ দণ্ড দেখিতে॥ ৬১॥
সকল-সর্ব্বজ্ঞ-চূড়ামণি বিশ্বম্ভর।
জানেন বিলম্বে হইবেক বহুতর॥
অতএব দণ্ড দেখাইয়া জননীরে।
সাক্ষী করিলেন অদ্বৈতাদি বৈষ্ণবেরে॥ ৬২॥
বৈষ্ণবের নিন্দা করিবেক যার গণ।
তার রক্ষা-সমর্থ নহিব কোনো জন॥
বৈষ্ণব-নিন্দকগণ যাহার আশ্রয়।
আপনেই এড়াইতে তাহার সংশয়॥ ৬৩॥
বড় অধিকারী হয় আপনে এড়ায়।
ক্ষুদ্র হৈলে গণ সহ অধঃপাতে যায়॥
চৈতন্যের দণ্ড বুঝিবার শক্তি কার।
জননীর লক্ষ্যে দণ্ড করিল সবার॥ ৬৪॥
যে বা জন অদ্বৈতেরে 'বৈষ্ণব' বলিতে।
নিন্দা করে, দ্বন্দ্ব করে—মরে ভালমতে॥
সর্ব্ব-প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর মহেশ্বর।
এই বড় স্তুতি যে—'তাঁহার অনুচর'॥ ৬৫॥

"সেবিবে" = ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিবে।

"যত······নিন্দিয়া" = বৈষ্ণবের উপদেশ-বাক্য-সমূহ তুচ্ছ-জ্ঞান করিয়া।

৬১। "তাহারেই······সব" = পাপিষ্ঠেরা তাহার মান-সম্ভ্রম নষ্ট করিবে, তাহার প্রতি নানা অত্যাচার করিবে। "সে সব ·· ···· দেখিতে" = অতএব শচীমাতা এই দণ্ডের দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন যে, সে সব লোককে রক্ষা করিতে এমন কি স্বয়ং অদ্বৈতেরও ক্ষমতা নাই।

৬২। "হইবেক বহুতর" = নানারূপ কুমত ও কুপথের সৃষ্টি হইবে। "সাক্ষী করিলেন" = শিক্ষা দ্বারা জগতে ইহা দৃষ্টান্ত-স্বরূপ স্থাপন করিলেন।

৬৩। "বৈষ্ণব ·····সংশয়" = বৈষ্ণব-নিন্দকগণ যাহার আশ্রয় গ্রহণ করে অর্থাৎ শরণাগত হয়, তাহার তখন নিজেরই রক্ষা পাওয়া দায় হয়।

"আপনেই······সংশয়" = তার নিজে বাঁচাই ভার।

৬৫। "যে·········অনুচর" = শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে 'ঈশ্বর' না বলিয়া 'বৈষ্ণব' বলিলে, যে জন তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নিন্দা ও কলহ করে, তাহার একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। শ্রীগৌরাঙ্গ-চন্দ্রই হইতেছেন সকলের প্রভু—তিনি পরমেশ্বর; তাঁহার 'দাস' হওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নহে; অতএব যদি কাহাকেও বলা যায়—'ইনি গৌরাঙ্গের দাস', তবে এই একটীমাত্র বাক্য দ্বারাই তাঁহার বিশেষরূপ স্তুতি করা হইল। এখানে ইহা বুঝিতে হইবে যে, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে 'গৌরাঙ্গের দাস' বলিলেই তদ্দ্বারা তাঁহার খুব ভাল রকমই স্তুতি করা হইল। কিন্তু তাহা না বলিয়া, তাঁহাকে 'ঈশ্বর' বলিলে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে। একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুই হইতেছেন 'ঈশ্বর', আর সকলেই তাঁহার 'দাস'। ভগবানের দাসকে 'ভগবান্' বলা মহা-অপরাধের কার্য্য।

নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে নিষ্কপট হৈয়া।
কহিলেন গৌরচন্দ্র 'ঈশ্বর' করিয়া॥
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে গৌরচন্দ্র জানি।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে বৈষ্ণবেরে চিনি॥৬৬॥
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে নিন্দা যায় ক্ষয়।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে বিষ্ণু-ভক্তি হয়॥
নিন্দা নাহি নিত্যানন্দ-সেবকের মুখে।
অহর্নিশ চৈতন্যের যশ গায় সুখে॥ ৬৭॥
নিত্যানন্দ-ভৃত্য সর্ব্ব-দিকে সাবধান।
নিত্যানন্দ-ভৃত্যের 'চৈতন্য'—ধন প্রাণ॥
অল্প ভাগ্যে নাহি হই নিত্যানন্দ-দাস।
যাহারা লওয়ায় গৌরচন্দ্রের প্রকাশ। ৬৮॥
যে জন শুনয়ে বিশ্বরূপের আখ্যান।
সে হয় অনন্ত-দাস নিত্যানন্দ-প্রাণ॥
নিত্যানন্দ বিশ্বরূপ—অভেদ-শরীর।
'আই' ইহা জানে, জানে আর কোনো ধীর॥
জয় নিত্যানন্দ—গৌরচন্দ্রের শয়ন।
জয় জয় নিত্যানন্দ সহস্র-বদন॥ ৬৯॥
গৌড়দেশ-ইন্দ্র জয় নিত্যানন্দ-রায়।
কে পায় চৈতন্য বিনে তোমার কৃপায়॥
নিত্যানন্দ-হেন প্রভু হারায় যাহার।
কোথাও জীবনে সুখ নাহিক তাহার॥ ৭০॥
হেন দিন হইব কি চৈতন্য নিতাই।
দেখিব কি পারিষদ-সঙ্গে এক ঠাঁই॥
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥ ৭১॥
অদ্বৈত-চরণে মোর এই নমস্কার।
তান প্রিয় তাহে মতি রহুক আমার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ-যুগে গান॥ ৭২॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে
শ্রীশচীমাতুর্বৈষ্ণবাপরাধ-খণ্ডনং নাম
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

৬৬। "নিত্যানন্দ......করিয়া" = শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকেই শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ সর্ব্বতোভাবে 'ঈশ্বর' বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীগৌরচন্দ্র ও শ্রীনিত্যানন্দ পরস্পর অভিন্ন অর্থাৎ দুইই এক বস্তু; সুতরাং শ্রীগৌরচন্দ্র যখন ঈশ্বর, তখন শ্রীনিত্যানন্দও হইলেন ঈশ্বর; তথাপি শ্রীনিত্যানন্দের সর্ব্বদাই দাসাভিমান অর্থাৎ তিনি জানেন 'আমি গৌরাঙ্গেরই দাস'।

৬৭। "নিন্দা যায় ক্ষয়" = নিন্দা করিবার প্রবৃত্তি দূর হয়।

৬৮। "যাহারা ....প্রকাশ" = শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা ও স্বরূপ বর্ণনা করিয়া, শ্রীভগবানই যে শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে প্রকট হইয়াছেন, এই তত্ত্ব যাঁহারা অর্থাৎ যে নিত্যানন্দ-দাসগণ সকলকে বুঝাইয়া দিয়া, তাহাদের হৃদয়ে উহা বদ্ধমূল করতঃ তাহাদিগকে গৌরাঙ্গের পথে আনয়ন করেন।

৬৯। "কোনো ধীর" = কোন কোন ভক্তরাজ।

"শয়ন" = যিনি শ্রীঅনন্তরূপে হইলেন শয্যা।

৭০। "গৌড়দেশ-ইন্দ্র" = গৌড়েশ্বর।

"বিনে তোমার কৃপায়" = তোমার কৃপা ব্যতীত অর্থাৎ তুমি কৃপা না করিলে।

৭২। "অদ্বৈত······আমার" = শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মে নমস্কার করিয়া এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহার প্রিয় যে ভক্তগণ তাঁহাদের শ্রীচরণে আমার মতি থাকুক।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণনিধি।
জয় বিশ্বম্ভর জয় ভবাদির বিধি ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ-প্রিয় দ্বিজরাজ।
জয় জয় চৈতন্যের ভকত-সমাজ ॥ ১ ॥
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে, নহে সর্ব্ব-নয়ন-গোচর ॥
দিনে দিনে মহানন্দ নবদ্বীপ-পুরী।
বৈকুণ্ঠ-নায়ক বিশ্বম্ভর অবতরী ॥ ২ ॥
প্রিয়তম নিত্যানন্দ সঙ্গে কুতূহলে।
ভকত-সমাজে নিজ-নাম-রসে খেলে ॥
প্রতিদিন নিশাভাগে করয়ে কীর্ত্তন।
ভক্ত বিনু থাকিতে না পায় অন্য জন ॥ ৩ ॥
এত বড় বিশ্বম্ভর-শক্তির মহিমা।
ত্রিভুবনে লঙ্ঘিতে না পারে কেহো সীমা ॥
অগোচরে দূরে থাকি মিলি দশে পাঁচে।
মন্দ মাত্র বলে—যম-ঘরে যায় পাছে ॥ ৪ ॥
কেহো বলে "কলিকালে কিসের বৈষ্ণব।
যত দেখ হের পেট-পোষাগুলা সব ॥"
কেহো বলে "এ গুলারে বান্ধি হাতে পায়।
জলে ফেলি, জীয়ে যদি, তবে ধন্য গায়" ॥ ৫
কেহো বলে "আরে ভাই জানিহ নিশ্চিত।
গ্রামখানি লুটাইব নিমাই-পণ্ডিত" ॥ ৬ ॥
ভয় দেখায়েন সবে—দেখিবার তরে।
অন্তরে নাহিক ভাগ্য, চাতুর্য্যে কি করে ॥
সঙ্কীর্ত্তন করে প্রভু শচীর নন্দন।
জগতের চিত্ত-বৃত্তি করয়ে শোধন ॥ ৭ ॥
দেখিতে না পায় লোক, করে অনুতাপ।
সবেই 'অভাগ্য' বলি ছাড়েন নিশ্বাস ॥
কেহো বা কাহারো ঠাঁই পরিহার করে।
সঙ্গোপে কীর্ত্তন গিয়া দেখিবার তরে ॥ ৮ ॥
'প্রভু সে সর্ব্বজ্ঞ'—ইহা সর্ব্ব দাসে জানে।
এই ভয়ে কেহো কারে না লয় সে স্থানে ॥
এক ব্রহ্মচারী সেই নবদ্বীপে বৈসে।
তপস্বী, পরম সাধু—বসয়ে নির্দ্দোষে ॥ ৯ ॥
সর্ব্বকাল পয়ঃপান, অন্ন নাহি খায়।
প্রভুর কীর্ত্তন বিপ্র দেখিবারে চায় ॥
প্রভু সে দুয়ার দিয়া করয়ে কীর্ত্তন।
প্রবেশিতে নারে ভক্ত বিনা অন্য জন ॥ ১০ ॥
সেই বিপ্র প্রতিদিন শ্রীবাসের স্থানে।
নৃত্য দেখিবার তরে সাধয়ে আপনে ॥
"তুমি যদি একদিন কৃপা কর মোরে।
আপনে লইয়া যাহ বাড়ীর ভিতরে ॥ ১১ ॥

১। "ভবাদির বিধি"=শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি সমস্ত দেবতাগণের বিধাতা অর্থাৎ নিয়ন্তা বা পরিচালক বা ঈশ্বর। ২। "নহে……গোচর"=তিনি যে কি বস্তু, তাহা সকলে বুঝিতে পারিতেছে না অর্থাৎ তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া চিনিতে পারিতেছে না।

৩। "নিজ-নাম-রসে খেলে"=নিজ-নাম অর্থাৎ হরিনামানন্দে বিহার করেন।

৪। "ত্রিভুবনে……সীমা"=ত্রিজগতে অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে। কেহই সে মহিমার অন্ত পায় না—সে মহিমা কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারে না।

৫। "পেটপোষাগুলা সব"=ও সব গুলা খালি পেটুকের দল। "তবে ধন্য গায়"=তা হ'লে তখন বুঝিব যে, হাঁ, সার্থক কীর্ত্তন করিতেছে বটে।

৭। "দেখিবার তরে"=তাঁহার কীর্ত্তন, তাঁহার বিলাস দেখিবার নিমিত্ত।

৮। "সবেই……নিশ্বাস"=হায়! আমাদের

তবে সে দেখিতে পাঙ পণ্ডিতের নৃত্য।
লোচন সফল করোঁ, হঙ কৃতকৃত্য॥"
এইমত প্রতিদিন সাধয়ে ব্রাহ্মণ।
আর দিনে শ্রীনিবাস বলেন বচন॥ ১২॥
"তোমারে ত জানি সর্ব্বকাল বড় ভাল।
ব্রহ্মচর্য্যে ফলাহারে গোঙাইলা কাল॥
কোনো পাপ নাহি জানি তোমার শরীরে।
দেখিবার তোমার ত আছে অধিকারে॥১৩॥
প্রভুর সে আজ্ঞা নাহি কেহো যাইবারে।
'সঙ্গোপে থাকিবা'—এই বলিল তোমারে॥"
এত বলি ব্রাহ্মণেরে লইয়া চলিলা।
একদিকে আড় হই সঙ্গোপে রহিলা॥ ১৪॥
নৃত্য করে চতুর্দ্দশ ভুবনের নাথ।
চতুর্দ্দিকে মহাভাগ্যবন্ত-বর্গ-সাথ॥
'কৃষ্ণ রাম মুকুন্দ মুরারি বলমালী'।
সবে মেলি গায়, হই মহা-কুতূহলী॥ ১৫॥
নিত্যানন্দ গদাধর ধরিয়া বেড়ায়।
আনন্দে অদ্বৈত-সিংহ চারিদিকে ধায়॥
পরানন্দ-সুখে কেহো বাহ্য নাহি জানে।
বৈকুণ্ঠ-নায়ক নৃত্য করয়ে আপনে॥ ১৬॥
'হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল ভাই'।
ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই॥
অশ্রু কম্প লোমহর্ষ সঘন হুঙ্কার।
কে কহিতে পারে বিশ্বম্ভরের বিকার॥ ১৭॥
সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি বিশ্বম্ভর-রায়।
জানে বিপ্র লুকাইয়া আছয়ে এথায়॥
রহিয়া রহিয়া বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"আজি কেনে প্রেম-যোগ না পাঙ নির্ভর॥১৮
কেহো জানি আসিয়াছে বাড়ীর ভিতরে।
কিছু নাহি বুঝি—সত্য কহ দেখি মোরে॥"
ভয় পাই শ্রীনিবাস বোলয়ে বচন।
"পাষণ্ডীর ইথে প্রভু! নাহি আগমন॥ ১৯॥
সবে এক ব্রহ্মচারী বড় সুব্রাহ্মণ।
সর্ব্বকাল পয়ঃপান—নিষ্পাপ-জীবন॥
দেখিতে তোমার নৃত্য শ্রদ্ধা তাঁর বড়।
নিভৃতে আছয়ে প্রভু! জানিয়াছ দড়"॥২০॥
শুনি ক্রোধাবেশে প্রভু বলে বিশ্বম্ভর।
"ঝাট ঝাট বাড়ীর বাহির লৈয়া কর॥
মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন্ শক্তি।
পয়ঃপান করিলে কি মোতে হয় ভক্তি"॥২১॥
দুই ভুজ তুলি প্রভু অঙ্গুলী দেখায়।
"পয়ঃপানে কভু মোরে কেহো নাহি পায়॥
চণ্ডালেহ মোহার শরণ যদি লয়।
সেহো মোর, মুই তার—জানিহ নিশ্চয়॥২২।

কি দুর্ভাগ্য বলিয়া সকলেই আপ্‌শোস করেন।

"পরিহার করে"—কাকুতি মিনতি করে।

১০। "পয়ঃপান"=দুগ্ধ-পান।

১১। "সাধয়ে"=অনুরোধ করে; খোসামোদ করে।

১৪। "আড় হই"=জড়সড় বা গোটোসোটো হইয়া।

১৬। "ধরিয়া"=আগ্‌লাইয়া।

১৮। "নির্ভর"=সম্পূর্ণরূপে; পূর্ণমাত্রায়।

২০। "নিভৃতে"=গোপনে। "দড়"=নিশ্চয়।

২১। "পয়ঃপান......ভক্তি"=কেবল দুগ্ধপান করিয়া জীবন ধারণ করিলে কি আমাতে ভক্তি লাভ হয়? আমার প্রতি প্রীতি না জন্মিলে, আমার প্রতি ভালবাসা না হইলে, ভক্তি লাভ হয় না। শ্রীমতী মীরাবাই বলিয়াছেন—

দুধ পিকে হরি মেলে তো বহুৎ বৎস বালা।
মীরা কহে বিনা প্রেম্‌সে নাহি মিলে নন্দলালা॥

সন্ন্যাসীও মোর যদি না লয় শরণ।
সেহো মোর নহে—সত্য বলিল বচন॥
গজেন্দ্র, বানর, গোপে কি তপ করিল।
বল দেখি তারা মোরে কি তপে পাইল॥২৩॥
অসুরেও তপ করে, কি হয় তাহার।
বিনে মোর শরণ লইলে নাহি পার॥"
প্রভু বলে "পয়ঃপানে মোরে নাহি পাই।
সকল করিব চূর্ণ দেখিবে এথাই"॥ ২৪ ॥
মহাভয়ে ব্রহ্মচারী হইলা বাহির।
মনে মনে চিন্তয়ে ব্রাহ্মণ মহাধীর॥
"এই বড় ভাগ্য মুই যে কিছু দেখিনু।
অপরাধ-অনুরূপ শাস্তিও পাইনু॥ ২৫ ॥
অদ্ভুত দেখিনু নৃত্য, অদ্ভুত ক্রন্দন।
অপরাধ-অনুরূপ পাইনু তর্জ্জন॥"
সেবক হইলে এইমত বুদ্ধি হয়।
সেবকে সে প্রভুর সকল দণ্ড সয়॥ ২৬ ॥
এইমত চিন্তিয়া চলিতে বিপ্রবর।
জানিলেন অন্তর্যামী প্রভু বিশ্বম্ভর॥
ডাকিয়া আনিয়া পুনঃ করুণা-সাগর।
পাদপদ্ম দিলা তার মস্তক-উপর॥ ২৭ ॥
প্রভু বলে "তপ করি না করিহ বল।
'বিষ্ণু-ভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ'—জানিহ কেবল॥"
আনন্দে ক্রন্দন করে সেই বিপ্রবর।
প্রভুর করুণা-গুণ স্মরে নিরন্তর॥ ২৮॥
'হরি' বলি সন্তোষে সকল ভক্তগণ।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা ততক্ষণ॥
শ্রদ্ধা করি যেই শুনে এ সব রহস্য।
গৌরচন্দ্র-প্রভু তারে মিলিব অবশ্য॥ ২৯ ॥
ব্রহ্মচারী প্রতি কৃপা করিয়া ঠাকুর।
আনন্দ-আবেশে নৃত্য করেন প্রচুর॥
সেই দ্বিজ-চরণে মোহার নমস্কার।
চৈতন্যের দণ্ডে হৈল হেন বুদ্ধি যার॥ ৩০ ॥
এইমত প্রতি নিশা করয়ে কীর্ত্তন।
দেখিবার শক্তি নাহি ধরে অন্য জন॥
অন্তরে দুঃখিত সব লোক নদীয়ার।
সবে পাষণ্ডীরে মন্দ বলয়ে অপার॥ ৩১ ॥

২২। "অঙ্গুলী দেখায়" = বুড়ো আঙ্গুল নাড়িয়া দেখাইলেন; চলিত কথায় 'কলা দেখানো' বলে; তার মানে হইতেছে—হবে না, হবে না।

২২-২৩। "চণ্ডালেহ ...বচন" = এতৎসম্বন্ধে শাস্ত্রে বলিতেছেন, যথা ইতিহাস-সমুচ্চয়ে :—
ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহং॥

২৩। "গজেন্দ্র" = ৩১৭ পৃষ্ঠায় ১৩৭ দাগের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। "বানর" = রামাবতারে সুগ্রীবাদি বানরগণ।
"গোপে" = কৃষ্ণাবতারে ব্রজের গোপ-গোপীগণ।
"কি তপ করিল" = ইহারা ত কঠোর তপস্যা কিছুই করে নাই।
"বল...পাইল" = তবে তাহারা কোন্ তপ করিয়া আমাকে পাইল?—না, তাহারা কেবল একান্তভাবে শরণাগত হওয়াতেই আমাকে পাইয়াছিল।

২৪। "কি হয় তাহার" = সে কি আমাকে পায়?—না, পায় না, কেননা সে শরণাগত হইয়া তপ করে না।
"বিনে ....পার" = আমার শরণাগত না হইলে, কিছুতেই পরিত্রাণ পাইতে পারে না।

২৭। "চলিতে" = চলিয়া যাইতেছে।

২৮। "তপ.........বল" = 'তপ' বলিয়া কেহ বড়াই করিও না, অথবা 'তপ' করিয়া কেহ অহঙ্কার সঞ্চয় করিতে যাইও না।

"পাপিষ্ঠ নিন্দক বুদ্ধিনাশের লাগিয়া।
হেন মহোৎসব দেখিবারে নারে গিয়া॥
পাপিষ্ঠ-পাষণ্ডী-সব সবে নিন্দা জানে।
বঞ্চিত হইয়া মরে এহেন কীর্ত্তনে॥ ৩২ ॥
পাপিষ্ঠ পাষণ্ডী লাগি নিমাই-পণ্ডিত।
ভালরেও দ্বার নাহি দেন কদাচিৎ॥
তেঁহো সে কৃষ্ণের ভক্ত জানেন সকল।
তাঁহার হৃদয় পুনি পরম নির্ম্মল॥ ৩৩॥
আমরা-সবের যদি তাঁকে ভক্তি থাকে।
তবে নৃত্য অবশ্য দেখিব কোনো পাকে॥"
কোনো নগরিয়া বলে "বসি থাক ভাই।
নয়ন ভরিয়া দেখিবাঙ এই ঠাঁই॥ ৩৪ ॥
সংসার-উদ্ধার লাগি নিমাই-পণ্ডিত।
নদীয়ার মাঝে আসি হইলা বিদিত॥
ঘরে ঘরে নগরে নগরে প্রতি দ্বারে।
করিবেন সঙ্কীর্ত্তন—বলিল তোমারে"॥ ৩৫ ॥
ভাগ্যবন্ত নগরিয়া সর্ব্ব-অবতারে।
পণ্ডিতের গণ সব নিন্দা করি মরে॥

দিবস হইলে সব নগরিয়াগণ।
প্রভু দেখিবার তরে করেন গমন॥ ৩৬ ॥
কেহো বা নূতন দ্রব্য, কারো হাতে কলা।
কেহো ঘৃত, কেহো দধি, কেহো দিব্য মালা॥
লইয়া চলেন সবে প্রভু দেখিবারে।
প্রভু দেখি সর্ব্ব লোক দণ্ডবত করে॥ ৩৭ ॥
প্রভু বলে "কৃষ্ণ-ভক্তি হউক সবার।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ বহি না বলিহ আর॥"
আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
"কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র শুনহ হরিষে"॥ ৩৮ ॥
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"
প্রভু বলে "কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ' গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্ব-সিদ্ধি হইব সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল—ইথে বিধি নাহি আর॥
দশে পাঁচে মিলি নিজ-দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া॥ ৩৯।

৩২। "নিন্দক.........লাগিয়া" = নিন্দা করিয়া করিয়া সেই পাপে তাহাদের সুমতি ঘুচিয়া কুমতি হইয়াছে বলিয়া, তাহাদের মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছে বলিয়া। "সবে" - কেবলমাত্র।

৩৩। "ভালরেও..... দেন" = ভাল লোককেও ঢুকিতে দেন না।

৩৪। "কোনো পাকে" = কোনও সুযোগে; কোনরূপে।

"নগরিয়া" = নগরবাসী; নবদ্বীপবাসী।

৩৮। "কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র......হরিষে" = হরিনাম-মহামন্ত্র এই বলিতেছি, মহানন্দে শ্রবণ কর।

৩৯। "ইহা.........নির্ব্বন্ধ" = নিত্য নিয়মিত সংখ্যার একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম করিয়া অতীব যত্ন সহকারে এই মহামন্ত্র জপ করোগে। এখানে জপ-সম্বন্ধে ইহাই ঠিক করিয়া দিলেন যে, জপ যেন নিয়মিত সংখ্যা রাখিয়া করিও।

"সর্ব্বক্ষণ......আর" = জপ করিতে বলিয়া এবং নিয়মিত সংখ্যা রাখিয়া জপ করিতে হইবে এই বিধি বলিয়া দিয়া, তাহার পরেই বলিতেছেন, আর এই মহামন্ত্র সর্ব্বক্ষণ বল অর্থাৎ সর্ব্বদাই কীর্ত্তন কর, তাহাতে কোনও বিধির ধার ধারিতে হইবে না অর্থাৎ সংখ্যাও রাখিতে হইবে না, বা কালাকাল, শুচি অশুচি, যোগ্যযোগ্যাদি কিছুই বিচার করিতে হইবে না—উঠিতে, বসিতে, চলিতে, ফিরিতে,

'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥'
কীর্ত্তন কহিল এই তোমা সবাকারে।
স্ত্রী পুত্রে বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে॥"
প্রভু-মুখে মন্ত্র পাই সবার উল্লাস।
দণ্ডবৎ করি সবে চলে নিজ-বাস॥ ৪০।

নিরবধি সবেই জপেন কৃষ্ণ-নাম।
প্রভুর চরণ কায়-মনে করি ধ্যান॥
সন্ধ্যা হইলে আপনার দ্বারে সবে মেলি।
কীর্ত্তন করেন সবে দিয়া করতালী॥ ৪১॥
এইমত নগরে নগরে সঙ্কীর্ত্তন।
করাইতে লাগিলেন শচীর নন্দন॥

খাইতে, শুইতে—এমন কি মলমূত্র ত্যাগ করিতে করিতেও যে কেহ হও, সকলেই এই হরিনাম কীর্ত্তন কর। মহাপ্রভুর এই অমূল্য উপদেশ-প্রতিপালনই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও শ্রেষ্ঠ ভজন। সব সময়ে কেবল নিজে নিজে ইহা বলা বা কীর্ত্তন করা সম্বন্ধে এই সহজ উপায়টী মহাপ্রভু বলিয়া দিলেন। তার পরেই আবার বলিতেছেন স্ত্রী-পুত্রাদি দশ পাঁচ জনে মিলিয়া হাতে তালি দিয়া বা খোল করতাল লইয়া "হরয়ে নমঃ" ইত্যাদি অন্যান্য নাম-সঙ্কীর্ত্তনও কর। এতদ্দ্বারা দশে পাঁচে মিলিয়া "হরেকৃষ্ণ"-মহামন্ত্রের সঙ্কীর্ত্তন অবশ্য নিষিদ্ধ হইল না, কেননা এই মহামন্ত্র নিজে নিজে কীর্ত্তন করিবার পাঠ ত পূর্ব্বে বলিয়াই দিয়াছেন; সুতরাং যে নাম নিজে নিজে কীর্ত্তন করা যায়, তাহা পাঁচ জনকে লইয়া কীর্ত্তন করিবার পক্ষে কোনও নিষেধ হইতে পারে না, কেননা ইহা হইল কীর্ত্তন; জপ অবশ্য নিজে নিজে ছাড়া পাঁচ জনকে লইয়া হইতে পারে না। আর মহাপ্রভু 'হরয়ে নমঃ' ইত্যাদি নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেই বলিয়াছেন বলিয়া, যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, কই তিনি ত 'হরেকৃষ্ণ'-মহামন্ত্র দশে মিলিয়া সঙ্কীর্ত্তনের বিধি দিলেন না, তাহা হইলে ত এই হয় যে, অন্য কোনও নামই আর সঙ্কীর্ত্তন করা চলে না, কেননা তিনি কেবল 'হরয়ে নমঃ' ইত্যাদি নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেই ত উপদেশ দিলেন, কই আর কোনও নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে ত উপদেশ দিলেন না; তাহা হইলে কি বুঝিতে বুঝিতে হইবে যে, মহাপ্রভু আর অন্য কোনও নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে প্রকারান্তরে (Indirectly) নিষেধই করিলেন?—না, তাহা কখনও হইতে পারে না। এতদ্দ্বারা তাঁহার "হরেকৃষ্ণ"-মহামন্ত্রের বা অন্য কোনও নাম সঙ্কীর্ত্তনের নিষেধ করা হয় নাই। সুতরাং 'হরেকৃষ্ণ'-মহামন্ত্র সংখ্যা রাখিয়া জপ এবং সংখ্যা না রাখিয়া নিজে নিজে কীর্ত্তন বা দশ পাঁচ জনকে লইয়া সঙ্কীর্ত্তন করাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিপ্রায় বলিয়া সুধীবর্গ বিবেচনা করেন এবং তাহাই সৎ-সমাজে প্রচলিত। এতৎ-সম্বন্ধে বিরুদ্ধ-মত সাধুগণের গ্রাহ্য নহে। কলি-সন্তরণোপনিষদে দেখা যায়, এই 'হরেকৃষ্ণ'-মহামন্ত্র প্রথমে শ্রীব্রহ্মা প্রাপ্ত হন। অনন্তর একদা শ্রীনারদ-মহাশয় স্বীয় পিতা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! কলিকালে পরিত্রাণের উপায় কি? তাহাতে ব্রহ্মা বলিলেন, কলিকালে শ্রীভগবানের নাম-গ্রহণই পরম উপায়। অতঃপর নারদ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, সে নাম কি? তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে 'হরেকৃষ্ণ'-মহামন্ত্র উপদেশ করিলেন। অতঃপর নারদ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! কোঽস্য বিধিঃ? তাহাতে ব্রহ্মা বলিলেন, 'নাস্য বিধিরিতি। সর্ব্বদা শুচিরশুচির্ব্বা পঠনং।' অর্থাৎ ইহাতে কোনও বিধি নাই; শুচি বা অশুচি যে কোনও অবস্থাতে এই নাম সর্ব্বদাই গ্রহণ করিবে।

সবারে উঠিয়া প্রভু আলিঙ্গন করে।
আপন-গলার মালা দেই সবাকারে॥ ৪২ ॥
দন্তে তৃণ করি প্রভু পরিহার করে।
"অহর্নিশ ভাই-সব! ভজহ কৃষ্ণেরে॥"
প্রভুর দেখিয়া আর্ত্তি কান্দে সর্ব্ব-জন।
কায়মনোবাক্যে লইলেন সঙ্কীর্ত্তন॥ ৪৩ ॥
পরম-আনন্দে সব নগরিয়া-গণ।
হাতে তালি দিয়া বলে 'রাম নারায়ণ'॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্ব্ব ঘরে।
দুর্গোৎসব-কালে বাদ্য বাজাবার তরে॥ ৪৪ ॥
সেই সব বাদ্য এবে কীর্ত্তন-সময়ে।
গায়েন বা'য়েন সবে আনন্দ-হৃদয়ে॥
"হরি ও রাম রাম হরি ও রাম রাম।"
এইমত নগরে উঠিল ব্রহ্ম-নাম॥ ৪৫ ॥
খোলাবেচা শ্রীধর যায়েন সেই পথে।
দীর্ঘ করি 'হরিনাম' বলিতে বলিতে॥
শুনিয়া কীর্ত্তন আরম্ভিলা মহানৃত্য।
আনন্দে বিহ্বল হৈলা চৈতন্যের ভৃত্য॥ ৪৬ ॥
দেখিয়া তাঁহার সুখ নগরিয়া-গণ।
বেড়িয়া চৌদিকে সবে করেন কীর্ত্তন॥
গড়াগড়ি যায়েন শ্রীধর প্রেম-রসে।
বহির্ম্মুখ সকল দূরেতে থাকি হাসে॥ ৪৭ ॥

কোনো পাপী বলে "হের দেখ ভাই-সব।
খোলাবেচা মিন্‌সাও হইল বৈষ্ণব॥
পরিধান-বস্ত্র নাহি, পেটে নাহি ভাত।
লোকেরে জানায়—'ভাব হইল আমা'ত'॥"
নগরিয়াগুলা বলে "মাগি খাই মরে।
অকালেই দুর্গোৎসব আনিলেক ঘরে"॥৪৮॥
এইমত পাষণ্ডীরা বল্লয়ে সদায়।
প্রতিদিন নগরিয়াগণে 'কৃষ্ণ' গায়॥
এক দিন দৈবে কাজি সেই পথে যায়।
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ শুনিবারে পায়॥ ৪৯ ॥
হরিনাম-কোলাহল চতুর্দ্দিকে মাত্র।
শুনিয়া সঙরে কাজি আপনার শাস্ত্র॥
কাজি বলে "ধর্ ধর্, আজি করোঁ কার্য্য।
আজি বা কি করে তোর নিমাই-আচার্য্য॥"
আথে-ব্যথে পলাইল নগরিয়াগণ।
মহাত্রাসে কেশ কেহো না করে বন্ধন॥ ৫০
যাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, অনাচার কৈল দ্বারে॥
কাজি বলে "হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া।
করিব ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া॥
ক্ষমা করি যাঙ আজি, দৈবে হৈল রাতি।
আর দিন নাগালি পাইলে লৈব জাতি"॥৫১

৪৩। "পরিহার করে" = কাতর-ভাবে বলেন।

৪৬। "দীর্ঘ করি" = উচ্চৈঃস্বরে।

৪৮। "মিনসাও" = মিন্‌সেটাও; লোকটাও। পুরুষ মানুষকে অবজ্ঞা করিয়া বলিতে হইলে, গ্রাম্য-ভাষায় 'মিন্‌সা' বা 'মিন্‌সে' বলে, আর স্ত্রীলোককে 'মাগী' বলে।

"ভাব হইল আমা'ত" = আমাতে কৃষ্ণপ্রেম হইয়াছে; আমি ভাবে বিভোর হইয়াছি।

"অকালেই......ঘরে" = এমন হুড়াহুড়ি করছে যেন দুর্গোৎসব লাগিয়ে দেছে।

৫০। "আপনার শাস্ত্র" = মুসলমানশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ঈশ্বরের নাম অর্থাৎ খোদা বা আল্লা।

"আজি করোঁ কার্য্য" = দাঁড়া, আজ তোদের শ্রাদ্ধ করছি।

৫১। "নাগালি পাইয়া" = এইবার ধরতে পারলে।

এইমত প্রতিদিন দুষ্টগণ লৈয়া।
নগর ভ্রময়ে কাজি কীর্ত্তন চাহিয়া॥
দুঃখে সব নগরিয়া থাকে লুকাইয়া।
হিন্দু-কাজি-সব আরো মারে কদর্থিয়া॥ ৫২॥
কেহো বলে "হরিনাম লৈব মনে মনে।
হুড়াহুড়ি বলিয়াছে কোন্ বা পুরাণে॥
লঙ্ঘিলে বেদের বাক্য এই শাস্তি হয়।
'জাতি' করিয়াও এ গুলার নাহি ভয়॥ ৫৩॥
নিমাই-পণ্ডিত যে করেন অহঙ্কারে।
সব চূর্ণ হইবেক কাজির দুয়ারে॥
নগরে নগরে যে বুলেন নিত্যানন্দ।
দেখ তার কোন্ দিন বাহিরায় রঙ্গ॥ ৫৪॥
উচিত বলিতে হই আমরা পাষণ্ড।
ধন্য নদীয়ায় এত উপজিল ভণ্ড॥"
ভয়ে কেহো কিছু নাহি করে প্রত্যুত্তর।
প্রভু-স্থানে গিয়া সবে কৈলেন গোচর॥ ৫৫॥
"কাজির ভয়েতে আর না করি কীর্ত্তন।
প্রতিদিন বুলে লই সহস্রেক জন॥
নবদ্বীপ ছাড়িয়া যাইব অন্য স্থানে।
গোচরিল এই দুই তোমার চরণে"॥ ৫৬॥
কীর্ত্তনের বাধ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধে হইলেন প্রভু রুদ্র-মূর্ত্তি-ধর॥
হুঙ্কার করয়ে প্রভু শচীর নন্দন।
কর্ণ ধরি 'হরি' বলে নগরিয়াগণ॥ ৫৭॥
প্রভু বলে "নিত্যানন্দ! হও সাবধান।
এইক্ষণে চল সব বৈষ্ণবের স্থান॥ ৫৮॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্ত্তন।
দেখোঁ মোরে কোন্ কর্ম্ম করে কোন্ জন॥
দেখোঁ আজি কাজির পোড়াঙ ঘর দ্বার।
কোন্ কর্ম্ম করে দেখোঁ রাজা বা তাহার॥
প্রেমভক্তি-বৃষ্টি আজি করিব বিশাল।
পাষণ্ডীগণের সে হইমু আজি কাল॥ ৫৯॥

৫২। "কীর্ত্তন চাহিয়া"=কোথাও কীর্ত্তন হইতেছে কি না, তাহার খোঁজ করিয়া।

"হিন্দু-কাজি-সব"=যাহারা হিন্দু হইয়াও কাজির ন্যায় ঐরূপ কীর্ত্তন-বিরোধী, তাহারা।

"মারে কদর্থিয়া"=নানারূপ বাক্য-বাণে বিদ্ধ করিয়া মারে; নানারূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপাদি ও কর্কশ বাক্যে পোড়াইয়া মারে। ইহা কিরূপ, তাহা মূল গ্রন্থে তৎপরেই বলিয়াছেন।

৫৩। "হুড়াহুড়ি......পুরাণে"=এরূপ দুন্দুমারি করিয়া অর্থাৎ খোল করতাল লইয়া ধূমধাম করিয়া চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া হরিনাম করিতে কোন্ শাস্ত্রে বলিয়াছে?

"লঙ্ঘিলে......হয়"=এ বেটারা যেমন শাস্ত্র মানিয়া চলে না, ঠিক তার মতই ফল পাইতেছে।

"জাতি......ভয়"=মুসলমানে যে জা'ত্ নষ্ট ক'রে দেবে, এগুলোর সে ভয়ও নাই।

৫৫। "উচিত......ভণ্ড"=এরা আবার আমাদের বলে পাষণ্ড, কিন্তু ঠিক কথা বল্‌তে গেলে এতগুলো ভণ্ড তপস্বী জুটে নবদ্বীপের খুব যে নাম জাহির ক'রে দিলে—নবদ্বীপ একেবারে ধন্য হ'য়ে গেল যে!

৫৬। "গোচরিল এই দুই"='আমরা কাজির ভয়েতে আর কীর্ত্তন করি না' এবং 'আমরা নবদ্বীপ ছাড়িয়া যাইব'—এই দুইটা বিষয় তোমার শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করিলাম।

৫৭। "কর্ণ ধরি"=ক্রোধ-ভরে মহাপ্রভু যেরূপ বিশাল হুঙ্কার করিতে লাগিলেন, তাহাতে কর্ণ বধির হইবারই কথা; তন্নিমিত্ত সকলে কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া 'হরি' বলিতে লাগিলেন।

চল চল ভাই-সব নগরিয়া-গণ।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ কথন॥
কৃষ্ণের রহস্য আজি দেখিবেক যে।
এক মহাদীপ লৈয়া আসিবেক সে॥
ভাঙ্গিব কাজির ঘর, কাজির দুয়ারে।
কীর্ত্তন করিমু, দেখোঁ কোন্ কর্ম্ম করে॥৬০॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর সেবকের দাস।
মুই বিদ্যমানেও কি ভয়ের প্রকাশ॥
তিলার্দ্ধেকো ভয় কেহো না করিহ মনে।
বিকালে আসিবা ঝাট করিয়া ভোজনে॥"
ততক্ষণে চলিলেন নগরিয়াগণ।
আনন্দে ডুবিলা সবে, কিসের ভোজন॥৬১॥
নিমাই-পণ্ডিত আজি নগরে নগরে।
নাচিবেন—ধ্বনি হৈল প্রতি ঘরে ঘরে॥
যার নৃত্য না দেখিয়া নদীয়ার লোক।
কত কোটী সহস্র করিয়া আছে শোক॥ ৬২॥
হেন জন নাচিবেন নগরে নগরে।
আনন্দে দেউটি বান্ধে প্রতি ঘরে ঘরে॥
বাপে বান্ধিলেও, পুত্র বান্ধে আপনার।
কেহো কারে হরিষে না পারে রাখিবার॥
তার বড়, তার বড়, সবেই বান্ধেন।
বড় বড় ভাণ্ডে তৈল করিয়া লয়েন॥ ৬৩॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লক্ষ লোক নদীয়ার।
দেউটির সংখ্যা করিবার শক্তি কার॥
ইথি মধ্যে যে যে ব্যবহারে বড় হয়।
সহস্রেকো সাজাইয়া কোনো জনে লয়॥৬৪॥
হইল দেউটি-ময় নবদ্বীপ-পুর।
স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধেরো রঙ্গ বাড়িল প্রচুর॥
এহো শক্তি অন্যের কি হয় কৃষ্ণ বিনে।
তবু পাপি-লোক না জানিল এত দিনে॥৬৫॥
ঈষৎ আজ্ঞায় মাত্র সর্ব্ব নবদ্বীপ।
চলিল দেউটি লই প্রভুর সমীপ॥
শুনি সর্ব্ব বৈষ্ণব আইলা ততক্ষণ।
সবারে করেন আজ্ঞা শচীর নন্দন॥ ৬৬॥
"আগে নৃত্য করিবেন আচার্য্য-গোসাঁই।
এক সম্প্রদায় গাইবেন তান ঠাঁই॥
মধ্যে নৃত্য করি যাইবেন হরিদাস।
এক সম্প্রদায় গাইবেন তান পাশ॥ ৬৭॥
তবে নৃত্য করিবেন শ্রীবাস-পণ্ডিত।
এক সম্প্রদায় গাইবেন তান ভিত॥"
নিত্যানন্দ-দিকে চাহিলেন মাত্র প্রভু।
নিত্যানন্দ বলে "তোমা না ছাড়িব কভু॥ ৬৮
ধরিয়া বুলিব প্রভু এই কার্য্য মোর।
তিলেকো হৃদয়ে পদ না ছাড়িব তোর॥
স্বতন্ত্র নাচিতে প্রভু মোর কোন্ শক্তি।
যথা তুমি, তথা আমি, এই মোর ভক্তি"॥৬৯
প্রেমানন্দ-ধারা দেখি নিত্যানন্দ-অঙ্গে।
আলিঙ্গন করি রাখিলেন নিজ-সঙ্গে॥

৫৮। "দেখোঁ......জন"=দেখি আমার কে কি করে।

৫৯। "কাল"=যম।

"হইমু আজি কাল"=আজি সংহার করিব।

৬২। "যার......শোক"=যাঁর নৃত্য দেখিতে না পাইয়া নদীয়ার কত কোটী লোক কত দুঃখ করিয়াছে।

৬৪। "যে যে........বড়"=যাহারা সাংসারিক হিসাবে বড় লোক অর্থাৎ যাহাদের অনেক টাকা-কড়ি ও বিষয়-আশয় আছে।

৭০। "প্রেমানন্দ......অঙ্গে"=শ্রীনিত্যানন্দের দেহে পরমানন্দময় প্রেমাশ্রুধারা দেখিয়া।

এইমত যার যেন চিত্তের উল্লাস।
কেহো বা স্বতন্ত্র নাচে, কেহো প্রভু-পাশ॥
মন দিয়া শুন ভাই! নগর-কীর্ত্তন।
যে কথা শুনিলে ঘুচে কর্ম্মের বন্ধন॥ ৭০॥
গদাধর বক্রেশ্বর মুরারি শ্রীবাস।
গোপীনাথ জগদীশ বিপ্র গঙ্গাদাস॥
রামাই গোবিন্দানন্দ শ্রীচন্দ্রশেখর।
বাসুদেব শ্রীগর্ভ শ্রীমুকুন্দ শ্রীধর॥ ৭১॥
গোবিন্দ জগদানন্দ নন্দন-আচার্য্য।
শুক্লাম্বর আদি যে যে জানে রহঃকার্য্য॥
অনন্ত চৈতন্য-ভৃত্য কেবা জানে নাম।
বেদব্যাস হৈতে ব্যক্ত হইব পুরাণ॥ ৭২॥
সাঙ্গোপাঙ্গ-অস্ত্র-পারিষদে প্রভু নাচে।
ইহা বর্ণিবারে কি নরের শক্তি আছে॥
অবতার এমত কি আছে অদভুত।
যাহা প্রকাশিলেন হইয়া শচীসুত॥ ৭৩॥
তিলে তিলে বাড়ে বিশ্বম্ভরের উল্লাস।
অপরাহ্ণ আসিয়া হইল পরকাশ॥
ভকতগণের চিত্তে কি হৈল আনন্দ।
সুখ-সিন্ধু-মাঝে ভাসে সব ভক্তবৃন্দ॥ ৭৪॥
নগরে নাচিব প্রভু কমলার কান্ত।
দেখিয়া জীবের দুঃখ ঘুচিব নিতান্ত॥
স্ত্রী, বাল, বৃদ্ধ কিবা স্থাবর, জঙ্গম।
সে নৃত্য দেখিলে সর্ব্ব-বন্ধের মোচন॥
কাহারো নাহিক বাহ্য আনন্দ-আবেশে।
গোধূলি-সময় আসি হৈল পরবেশে॥ ৭৫॥
কোটি কোটি লোক আসি আছয়ে দুয়ারে।
পরশিয়া ব্রহ্মাণ্ড শ্রীহরি-ধ্বনি করে॥
হুঙ্কার করিলা প্রভু শচীর নন্দন।
সুখে পরিপূর্ণ হৈল সবার শ্রবণ॥ ৭৬॥
হুঙ্কারের সুখে সবে হইলা বিহ্বল।
'হরি' বলি সবে দীপ জ্বালিল সকল॥
লক্ষ-কোটি দীপ সব চতুর্দ্দিকে জ্বলে।
লক্ষ-কোটি লোক চারিদিকে 'হরি' বলে॥
কি শোভা হইল সে বলিতে শক্তি কার।
কি সুখের না জানি হইল অবতার॥ ৭৭॥
কিবা চন্দ্র শোভা করে, কিবা দিনমণি।
কিবা তারাগণ জ্বলে, কিছুই না জানি॥
সবে জ্যোতির্ম্ময় দেখি সকল আকাশ।
জ্যোতিরূপে কৃষ্ণ কিবা করিলা প্রকাশ॥
'হরি' বলি ডাকিলেন গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
সকল বৈষ্ণবগণ হইলা সত্বর॥ ৭৮॥
করিতে লাগিলা প্রভু বেড়িয়া কীর্ত্তন।
সবার অঙ্গেতে মালা শ্রীফাগু চন্দন॥

৭২। "যে যে...রহঃকার্য্য" = যে ভক্তগণ মহাপ্রভুর নিগূঢ় লীলা-বিলাসাদির বিষয় অবগত আছেন।

৭৩। "সাঙ্গোপাঙ্গ-অস্ত্র-পারিষদে" = ইহার ব্যাখ্যা ১৭ পৃষ্ঠায় ১১ দাগে দ্রষ্টব্য।

৭৫। "কমলার কান্ত" = লক্ষ্মীপতি শ্রীনারায়ণ। এতদ্দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীবিষ্ণু যে একই বস্তু, তাহাই বুঝাইতেছেন।

"গোধূলি-সময়" = সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব্ব সময়; যে সময়ে গরুগণ ধূলা উড়াইতে উড়াইতে মাঠ হইতে বাড়ীতে আইসে।

৭৬। "পরশিয়া" = স্পর্শ করিয়া। "শ্রবণ" = কর্ণ।

৭৭। "অবতার" = আবির্ভাব; উদয়।

৭৮। "জ্যোতিরূপে......প্রকাশ" = এত উজ্জ্বল আলো যে কেন, তা ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! কৃষ্ণ কি মহাজ্যোতির্ম্ময়-রূপে আবির্ভূত হইলেন না কি!

করতাল মন্দিরা সবার শোভে করে।
কোটি সিংহ জিনিয়া সবেই শক্তি ধরে॥ ৭৯॥
চতুর্দ্দিকে আপন-বিগ্রহ ভক্তগণ।
বাহির হইলা প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
প্রভু মাত্র বাহির হইলা নৃত্য-রসে।
'হরি' বলি সর্ব্ব লোক মহানন্দে ভাসে॥৮০॥
সংসারের তাপ হরে শ্রীমুখ দেখিয়া।
সর্ব্ব লোক 'হরি' বলে আলগ হইয়া॥
জিনিয়া কন্দর্প-কোটি লাবণ্যের সীমা।
হেন নাহি যাহা দিয়া করিব উপমা॥ ৮১॥
তথাপিহ বলি তান কৃপা-অনুসারে।
অন্যথা সে রূপ কহিবারে কেবা পারে॥
জ্যোতির্ম্ময় কনক-বিগ্রহ বেদ-সার।
চন্দনে ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার॥ ৮২॥
চাঁচর চিকুরে শোভে মালতীর মালা।
মধুর মধুর হাসে জিনি সর্ব্ব কলা॥
ললাটে চন্দন শোভে ফাগু-বিন্দু-সনে।
বাহু তুলি 'হরি' বলে শ্রীচন্দ্র-বদনে॥ ৮৩॥
আজানুলম্বিত মালা সর্ব্ব অঙ্গে দোলে।
সর্ব্ব অঙ্গ তিতে পদ্ম-নয়নের জলে॥
দুই মহা-ভুজ যেন কনকের স্তম্ভ।
পুলক শোভয়ে যেন কনক-কদম্ব॥ ৮৪॥
সুরঙ্গ অধর অতি সুন্দর দশন।
শ্রুতি-মূলে শোভা করে ভ্রূযুগ-পত্তন॥
গজেন্দ্র জিনিয়া স্কন্ধ, হৃদয় সুপীন।
তঁহি শোভে শুক্ল যজ্ঞসূত্র অতি ক্ষীণ॥ ৮৫॥
চরণারবিন্দ—রমা-তুলসীর স্থান।
পরম নির্ম্মল সূক্ষ্ম বাস পরিধান॥
উন্নত নাসিকা, সিংহ-গ্রীব মনোহর।
সবা হইতে সুপীত সুদীর্ঘ কলেবর॥ ৮৬॥
যে সে স্থানে থাকিয়া সকল লোক বলে।
অই ঠাকুরের কেশ শোভে নানা ফুলে॥
এতেক সে লোকের হইল সমুচ্চয়।
সরিষাও পড়িলে সে তল নাহি হয়॥ ৮৭॥
তথাপিহ হেন কৃপা হইল তখন।
সবেই দেখেন সুখে প্রভুর বদন॥

৮০। "চতুর্দ্দিকে……শ্রীশচীনন্দন" = চারিদিকে নিজেরই অঙ্গ-স্বরূপ ভক্তগণকে লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বাহির হইলেন। শ্রীবৈষ্ণবগণকে শ্রীবিষ্ণুরই দেহ বলিয়া জানিতে হইবে এবং তাঁহাদিগকে তাঁহারই ন্যায় বা ততোধিকও আদর করিতে হয়।

৮১। "আলগ হইয়া" = লাফাইয়া লাফাইয়া; উন্মত্ত হইয়া; বাহজ্ঞান রহিত হইয়া।

৮২। "কহিবারে" = বর্ণনা করিতে।

"কনক-বিগ্রহ" = সোণার অঙ্গ।

৮৩। "চাঁচর চিকুরে" = কোঁকড়ান চুলে।

"মধুর মধুর……কলা" = সঙ্গীত-বিদ্যার চৌষট্টি কলার সমাবেশে যে মাধুর্য্য হয়, তদপেক্ষাও পরম মধুর হাস্য করিতেছেন।

৮৪। "পুলক……কদম্ব" = সোণার কদমফুল হইলে তাহার কেশরগুলি যেরূপ শোভা পায়, মহাপ্রভুর পুলকিত কলেবরের রোম-সকলও তদ্রূপ শোভা পাইতেছে। ৮৫। "সুরঙ্গ" = লাল টক্‌টকে। "শ্রুতিমূলে …..পত্তন" = ভ্রূ দুইটী কর্ণমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পরম শোভা পাইতেছে।

"সুপীন" = সুবিশাল।

৮৬। "চরণারবিন্দ………স্থান" = শ্রীপাদপদ্মে লক্ষ্মীদেবী ও তুলসীদেবী অবস্থান করেন।

"সবা……..কলেবর" = তাঁহার শ্রীঅঙ্গ অন্য সকলেরই অপেক্ষা উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ও উন্নত।

প্রভুর শ্রীমুখ দেখি সব নারীগণ।
হুলাহুলি দিয়া 'হরি' বলে অনুক্ষণ ॥ ৮৮ ॥
কান্দির সহিত কলা সকল দুয়ারে।
পূর্ণ-ঘট শোভে নারিকেল আম্রসারে ॥
ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে পরম সুন্দর।
দধি দূর্ব্বা ধান্য দিব্য বাটার উপর ॥ ৮৯ ॥
এইমত নদীয়ার প্রতি দ্বারে দ্বারে।
হেন নাহি জানোঁ ইহা কোন্ জন করে ॥
কুলে স্ত্রী পুরুষ সব লোক প্রভু-সঙ্গে।
কেহো কাহো না জানে পরমানন্দ-রঙ্গে ॥৯০॥
চোরের আছিল চিত্ত—'এই অবসরে।
আজি চুরি করিবাঙ প্রতি ঘরে ঘরে' ॥
সেহো চোর পাসরিল ভাব আপনার।
'হরি' বহি মুখে কারো না আইসে আর ॥৯১॥
হইল সকল পথ খই-কড়িময়।
কেবা করে, কেবা ফেলে, হেন রঙ্গ হয় ॥
স্তুতি হেন না মানিহ এ সকল কথা।
এইমত হয় কৃষ্ণ বিহরেন যথা ॥ ৯২ ॥
'নব লক্ষ প্রাসাদ দ্বারকা রত্নময়।
নিমেষে হইল'—এই ভাগবতে কয় ॥
যে কালে যাদব-সঙ্গে সেই দ্বারকায়।
জল-কেলি করিলেন এই দ্বিজরায় ॥ ৯৩ ॥
জগতে বিদিত হয় লবণ-সাগর।
ইচ্ছামাত্র হইল অমৃত-জল-ধর ॥
হরিবংশে কহেন এ সব গোপ্য-কথা।
এতেকে সন্দেহ কিছু না করিহ এথা ॥ ৯৪ ॥
সেই প্রভু নাচে নিজ-কীর্ত্তনে বিহ্বল।
আপনেই উপসন্ন সকল মঙ্গল ॥
ভাগীরথী-তীরে প্রভু নৃত্য করি যায়।
আগে পাছে 'হরি' বলি সর্ব্ব লোকে ধায় ॥
আচার্য্য-গোসাঁই আগে জন কত লৈয়া।
নৃত্য করি চলিলেন পরানন্দ হৈয়া ॥ ৯৫ ॥
তবে হরিদাস—কৃষ্ণ-সুখের সাগর।
আজ্ঞায় চলিলা নৃত্য করিয়া সুন্দর ॥
তবে নৃত্য করিয়া চলিলা শ্রীনিবাস।
কৃষ্ণ-সুখে পরিপূর্ণ যাঁহার বিলাস ॥ ৯৬ ॥
এইমত ভক্তগণ আগে নাচি যায়।
সবারে বেড়িয়া গায় এক সম্প্রদায় ॥
সকল-পশ্চাতে প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
যায়েন করিয়া নৃত্য অতি মনোহর ॥ ৯৭ ॥
মধু-কণ্ঠ হইলেন সর্ব্ব ভক্তগণ।
কভু নাহি গায়—সেহো হইল গায়ন ॥
মুরারি মুকুন্দ দত্ত রামাই গোবিন্দ।
বক্রেশ্বর বাসুদেব আদি প্রভু-বৃন্দ ॥ ৯৮ ॥

৮৭। "সমুচ্চয়"=ভিঁড়।

"তল নাহি হয়"=তলায় অর্থাৎ মাটীতে যাইতে পারে না।

"সরিষাও......হয়"=ন স্থানং তিল-ধারণে।

৯১। "ভাব"=চুরি করিবার প্রবৃত্তি।

৯৩। "যাদব-সঙ্গে"=যদুবংশীয় নিজ-আত্মীয়-স্বজনের সহিত। "জলকেলি......দ্বিজরায়"=এই গৌরচন্দ্রই শ্রীকৃষ্ণরূপে জলকেলি করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণ যে একই বস্তু, তাহাই প্রকাশ করিলেন।

৯৪। "জগতে........জল-ধর"=তখন যাহা লবণ-সাগর ছিল, তাহা শ্রীকৃষ্ণের জলকেলির জন্য তাঁহার ইচ্ছা-মাত্রেই অমৃত-সাগরে পরিণত হইল।

৯৫। "সেই প্রভু নাচে"=সেই কৃষ্ণ-প্রভুই এক্ষণে এই গৌর-প্রভু-রূপে নৃত্য করিতেছেন।

৯৬। "কৃষ্ণ-সুখের"=কৃষ্ণপ্রেমানন্দ-সুখের।

সবেই নাচেন, প্রভু বেড়িয়া গায়েন।
আনন্দে পূর্ণিত—প্রভু-সংহতি যায়েন॥
নিত্যানন্দ গদাধর যায় দুই পাশে।
প্রেম-সুধা-সিন্ধু-মাঝে দুই জন ভাসে॥ ৯৯॥
চলিলেন মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
লক্ষ-কোটি লোক ধায় প্রভুরে দেখিতে॥
কোটি কোটি মহাতাপ জ্বলিতে লাগিল।
চন্দ্রের কিরণ সর্ব্ব-শরীরে হইল॥ ১০০॥
চতুর্দ্দিকে কোটি কোটি মহাদীপ জ্বলে।
কোটি কোটি লোক চতুর্দ্দিকে 'হরি' বলে॥
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য, অপূর্ব্ব বিকার।
আনন্দে বিহ্বল সব লোক নদীয়ার। ১০১॥
ক্ষণে হয় প্রভু-অঙ্গ ধূলা সর্ব্বময়।
নয়নের জলে ক্ষণে সব পাখালয়॥
সে কম্প, সে ঘর্ম্ম, সে বা পুলক দেখিতে।
পাষণ্ডীর চিত্ত-বৃত্তি লাগয়ে নাচিতে॥ ১০২॥
নগরে উঠিল মহা কৃষ্ণ-কোলাহল।
'হরি' বলি ঠাঁই ঠাঁই নাচয়ে সকল॥
"হরি ও রাম রাম হরি ও রাম রাম।"
'হরি' বলি নাচয়ে সকল ভাগ্যবান্॥ ১০৩॥
ঠাঁই ঠাঁই এইমত মিলি দশে পাঁচে।
কেহো গায়, কেহো বায়, কেহো মাঝে নাচে।
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হৈল সম্প্রদায়।
আনন্দে নাচিয়া সর্ব্ব নবদ্বীপ যায়॥ ১০৪॥
"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"
কেহো কেহো নাচয়ে হইয়া এক-মেলি।
দশে পাঁচে নাচে কাঁহা দিয়া করতালী॥১০৫।
দুই হাত যোড়া দীপে তৈলের ভাজনে।
এ বড় অদ্ভুত—তালি দিলেন কেমনে॥
হেন বুঝি বৈকুণ্ঠ আইলা নবদ্বীপে।
বৈকুণ্ঠ-স্বভাবধর্ম্ম পাইলেক লোকে॥ ১০৬॥
জীবমাত্র চতুর্ভুজ হইল সকল।
না জানিল কেহো—কৃষ্ণ-আনন্দে বিহ্বল॥
হস্ত যে হইল চারি তাহো নাহি জানে।
আপনার স্মৃতি গেল, তবে তালি কেনে॥ ১০৭

৯৮। "মধু-কণ্ঠ" = সুমধুর-কণ্ঠ অর্থাৎ তাঁহাদের কণ্ঠস্বর বা গলার আওয়াজ অত্যন্ত মধুর হইল।

"প্রভু-বৃন্দ" = প্রভুরই তুল্য তাঁহার পার্ষদ ও ভক্তবৃন্দ।

৯৯। "সবেই·········গায়েন" = সকলেই নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং প্রভুকে ঘিরিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

"আনন্দে····· যায়েন" = সকলে পরমানন্দে পূর্ণ হইয়া প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন।

১০০। "মহাতাপ" = উজ্জ্বল দীপ বা মশাল।

"চন্দ্রের············হইল" = সকলের দেহে যেন চাঁদের আলো হইল।

১০৬। "দুই ··········কেমনে" = এক হাতে তেলের পাত্র, আর এক হাতে মশাল—এইরূপে দু'হাতই ত জোড়া রহিয়াছে, অথচ কেমন করিয়া হাততালি দিতেছেন? এ ত বড় আশ্চর্য্য কথা! তবে ইহা যে কিরূপে সম্ভব হইল, তাহা পরেই বলিতেছেন।

"বৈকুণ্ঠ-স্বভাবধর্ম্ম" = বৈকুণ্ঠের স্বাভাবিক ধর্ম্ম—চতুর্ভুজত্বাদি বিবিধ অলৌকিক স্বভাব ও শক্তি।

১০৭। "আপনার······কেনে" = যদি তাঁহাদের আত্মবিস্মৃতিই হইল, আপনাকে ভুলিয়াই গেলেন, তবে আবার তালি দিলেন কিরূপে?—না, তাঁহারা তখন অলৌকিক-শক্তি-প্রভাবে বৈকুণ্ঠের স্বভাব

হেনমতে বৈকুণ্ঠের সুখ নবদ্বীপে।
নাচিয়ে যায়েন সবে গঙ্গার সমীপে॥
বিজয় করিলা হরি নন্দ-ঘোষের বালা।
হাতেতে মোহন-বাঁশী গলে বনমালা॥ ১০৮ ॥
এইমত কীর্ত্তন করিয়া সর্ব্বলোক।
পাসরিলা দেহ-ধর্ম্ম যত দুঃখ শোক॥
গড়াগড়ি যায় কেহো মালসাট্ পূরে।
কাহারো জিহ্বায় নানামত বাক্য স্ফুরে॥১০৯॥
কেহো বলে "এবে কাজি বেটা গেল কোথা।
লাগি পাঙ এখনে ছিণ্ডিয়া ফেলোঁ মাথা॥"
রড় দিয়া যায় কেহো পাষণ্ডী ধরিতে।
কেহো পাষণ্ডীর নামে কিলায় মাটিতে॥ ১১০॥
না জানি বা কত জনে মৃদঙ্গ বাজায়।
না জানি বা মহানন্দে কত জনে যায়॥
হেন প্রেম-বৃষ্টি হৈল সর্ব্ব-নদীয়ায়।
বৈকুণ্ঠ-সেবকো যাহা চাহে সর্ব্বথায়॥ ১১১ ॥
যে সুখে বিহ্বল অজ, অনন্ত, শঙ্কর।
হেন রসে ভাসে সর্ব্ব নদীয়া-নগর॥
গঙ্গা-তীরে-তীরে প্রভু বৈকুণ্ঠের রায়।
সাঙ্গোপাঙ্গ-অস্ত্র-পারিষদে নাচি যায়॥১১২॥
পৃথিবীর আনন্দে নাহিক সমুচ্চয়।
আনন্দে হইল সর্ব্ব দিক্ পথময়॥
তিল-মাত্র অনাচার হেন ভুমি নাই।
পরম উদ্যান হৈল সর্ব্ব ঠাঁই ঠাঁই॥
নাচিয়া যায়েন প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
বেড়িয়া গায়েন চতুর্দ্দিকে অনুচর॥ ১১৩॥

অথ পদ।

তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে।
সারঙ্গ-ধর! তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে॥ ধ্রু॥

চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি সঙ্কীর্ত্তন।
ভক্তগণ গায়, নাচে শ্রীশচীনন্দন॥ ১১৪ ॥
কীর্ত্তন করেন সবে ঠাকুরের সনে।
কোন্ দিকে যাই, ইহা কেহো নাহি জানে॥
লক্ষ কোটি লোকে যে করয়ে হরিধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি॥

প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া আপনা হইতেই এই ভাগি হইতে লাগিল, তাঁহাদিগকে ইচ্ছা করিয়া ভাগি দিতে হয় নাই।

১০৮। "নন্দ-ঘোষের বালা" = ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ; ব্রজরাজ-শ্রীনন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ।

"বিজয়......বনমালা" = শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র যে শুভ যাত্রা করিলেন, তাহাতে এই মনে হইল যে, যাঁহার হাতে মোহন বাঁশী এবং যাঁহার গলে বনমালা, সেই শ্রীনন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই যেন শুভ যাত্রা করিলেন।

১০৯। "দেহ-ধর্ম্ম" = ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি দেহের ক্রিয়া-সকল।

১১২। "সাঙ্গোপাঙ্গ-অস্ত্র-পারিষদে" = ইহার ব্যাখ্যা ১৭ পৃষ্ঠায় ১১ দাগের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

১১৩। "সমুচ্চয়" = সীমা-পরিসীমা।

"আনন্দে......পথময়" = সমস্ত দিক্ ও সমস্ত পথ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল।

"তিল-মাত্র......ঠাঁই ঠাঁই" = এমন একটুও স্থান নাই, যেখানে হরি-সঙ্কীর্ত্তন ভিন্ন বিন্দুমাত্র অন্য কোনও প্রকার বিপরীত আচরণ অনুষ্ঠিত হইতেছে—সর্ব্বত্রই কেবল আনন্দময় হরি-সঙ্কীর্ত্তন। অপিচ সর্ব্বস্থানেই এমন মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে যে, মনে হইতেছে যেন পরম রমণীয় উদ্যান-সকল স্থানে স্থানে বিরাজ করিতেছে।

১১৪। "তুয়া........লাগহুঁ রে" = 'সারঙ্গ-ধর'

ব্রহ্মলোক শিবলোক বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত।
কৃষ্ণ-সুখে পূর্ণ হৈলা নাহি তার অন্ত ॥১১৫॥
সপার্ষদে সর্ব্ব দেব আইলা দেখিতে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈলা সবার সহিতে॥
চৈতন্য পাইয়া ক্ষণে সর্ব্ব দেবগণ।
নর-রূপে মিশাইয়া করেন কীর্ত্তন॥ ১১৬॥
অজ ভব বরুণ কুবের দেবরাজ।
যম সোম আদি যত দেবের সমাজ॥
ব্রহ্মসুখ-স্বরূপ অপূর্ব্ব দেখি রঙ্গ।
সবে হৈলা নর-রূপে চৈতন্যের সঙ্গ॥ ১১৭॥
দেবে নরে একত্র হইয়া 'হরি' বলে।
আকাশ পূরিয়া সব মহা-দীপ জ্বলে॥
কদলক-বৃক্ষ প্রতি দুয়ারে দুয়ারে।
পূর্ণ-ঘট ধান্য দূর্ব্বা দীপ আম্রসারে॥ ১১৮॥
নদীয়ার সম্পত্তি বর্ণিতে শক্তি কার।
অসংখ্য নগর ঘর চত্বর বাজার॥
একো জাতি লোক যাতে অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ।
ইহা সংখ্যা করিবেক কেমন অবুধ॥ ১১৯॥
অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা।
সকল একত্র করি থুইলেন তথা॥
স্ত্রীয়ে যত জয়কার দিয়া বলে 'হরি'।
তাহি লক্ষ বৎসরেও বর্ণিতে না পারি॥ ১২০॥

যে সব দেখয়ে প্রভু নাচিয়া যাইতে।
তারা আর চিত্ত-বৃত্তি না পারে ধরিতে॥
সে কারুণ্য দেখিতে, সে ক্রন্দন শুনিতে।
পরম লম্পট পড়ে কান্দিয়া ভূমিতে॥ ১২১॥
'বোল বোল' বলি নাচে গৌরাঙ্গসুন্দর।
সর্ব্ব অঙ্গে শোভে মালা অতি মনোহর॥
যজ্ঞ-সূত্র ত্রিকচ্ছ-বসন পরিধান।
ধূলায় ধূসর প্রভু কমল-নয়ান॥ ১২২॥
মন্দাকিনী-হেন প্রেম-ধারার গমন।
চাঁদেরো লাগয়ে মন—দেখি সে বদন॥
সুন্দর নাসাতে বহে অবিরত ধার।
অতি ক্ষীণ দেখি যেন মুকুতার হার॥ ১২৩॥
সুন্দর চাঁচর কেশ বিচিত্র বন্ধন।
তঁহি মালতীর মালা অতি সুশোভন॥
জনমে জনমে প্রভু দেহ এই দান।
হৃদয়ে রহুক এই কেলি অবিরাম॥ ১২৪॥
এইমত বর মাগে সকল ভুবন।
নাচিয়া যায়েন প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
প্রিয়তম সব আগে নাচি নাচি যায়।
আপনে নাচয়ে পাছে বৈকুণ্ঠের রায়॥ ১২৫॥
চৈতন্য-প্রভু সে ভক্ত বাড়াইতে জানে।
যেন করে ভক্ত, তেন করয়ে আপনে॥

অর্থে শঙ্খ-পদ্মাদি-ধারী শ্রীভগবান্। হে ভগবন্! তোমার চরণে আমার মন লাগিয়া থাকুক।

১১৬। "নর-রূপে মিশাইয়া" = মনুষ্য-রূপ ধারণ পূর্ব্বক লোকের সঙ্গে মিশিয়া।

১১৭। "সোম" = চন্দ্র।

"ব্রহ্মসুখ স্বরূপ" = ব্রহ্মানন্দের তুল্য।

"অপূর্ব্ব দেখি রঙ্গ" = অত্যাশ্চর্য্য আনন্দ দেখিয়া।

১১৯। "ইহা......অবুধ" = যে বলে, আমি এই ব্যাপার বর্ণনা করিতে সক্ষম হইব, তাহাকে একটী বিষম বোকা বলিয়া বুঝিতে হইবে, যেহেতু ইহা বর্ণনা করিতে বড় বড় পণ্ডিতেরও ক্ষমতা নাই।

১২০। "স্ত্রীয়ে" = স্ত্রীলোকে।

১২১। "চিত্ত-বৃত্তি" = ধৈর্য্য।

"পরম লম্পট" = খুব দুষ্ট লোকও; অত্যন্ত বদ্ লোকও।

এইমত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
সবার সহিতে আইসেন গঙ্গা-পথে ॥ ১২৬ ॥
বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর নাচে সর্ব্ব নদীয়ায়।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ পুণ্য-কীর্ত্তি গায় ॥

'হরি' বোল মুগধা। 'গোবিন্দ' বোল রে।
যাহাতে নাহিক রয় শমন-ভয় রে ॥ ধ্রু ॥

এই সব কীর্ত্তনে নাচয়ে গৌরচন্দ্র।
ব্রহ্মাদি সেবয়ে যাঁর পাদপদ্ম-দ্বন্দ্ব ॥ ১২৭ ॥

পাহিড়া রাগ।

নাচে বিশ্বম্ভর, সবার ঈশ্বর,
ভাগীরথী-তীরে তীরে।
যাঁর পদধূলী, হই কুতূহলী,
সবেই ধরিল শিরে ॥ ১২৮ ॥

(শিব শিব নাচে বিশ্বম্ভর ॥ ধ্রু ॥)

অপূর্ব্ব বিকার, নয়নে সু-ধার,
হুঙ্কার গর্জ্জন শুনি।
হাসিয়া হাসিয়া, শ্রীভুজ তুলিয়া,
বলে 'হরি হরি'-বাণী ॥ ১২৯ ॥

মদন-সুন্দর, গৌর-কলেবর,
দিব্য বাস পরিধান।
চাঁচর চিকুরে, মালা মনোহরে,
যেন দেখি পাঁচবাণ ॥ ১৩০ ॥

চন্দন-চর্চ্চিত, শ্রীঅঙ্গ শোভিত,
গলে দোলে বনমালা।
ঢুলিয়া পড়য়ে, প্রেমে স্থির নহে,
আনন্দে শচীর বালা ॥ ১৩১ ॥

কাম-শরাসন, ভ্রূযুগ-পত্তন,
ভালে মলয়জ-বিন্দু।
মুকুতা-দশন, শ্রীযুত বদন,
প্রকৃতি করুণা-সিন্ধু ॥ ১৩২ ॥

ক্ষণে শত শত, বিকার অদ্ভুত,
কত করিব নিশ্চয়।
অশ্রু কম্প ঘর্ম্ম, পুলক বৈবর্ণ্য,
না জানি কতেক হয় ॥ ১৩৩ ॥

ত্রিভঙ্গ হইয়া, কবহুঁ রহিয়া,
অঙ্গুলী-মুরলী বায়।
জিনি মত্ত গজ, চলই সহজ,
দেখি নয়ন জুড়ায় ॥ ১৩৪ ॥

১২৭। "মুগধা" = হে মায়ামুগ্ধ ব্যক্তিগণ!

১২৯। "সু-ধার" = অতি মনোহর প্রেমাশ্রুধারা।

১৩০। "মদন-সুন্দর" = কন্দর্পের ন্যায় মনোহর।

"চাঁচর……পাঁচবাণ" = তাঁহার কোঁকড়ান চুলে সুন্দর পুষ্পমালা কি অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন কন্দর্পের পরম মনোহর পাঁচটী ফুল শর বিরাজ করিতেছে।

১৩১। "শচীর বালা" = শচীর দুলাল শ্রীগৌরচন্দ্র।

১৩২। "কাম……পত্তন" = তাঁহার ভ্রূ-যুগল এরূপ বিস্তৃত যে, দেখিলে মনে হইবে, যেন মদনের ধনু বিরাজ করিতেছে।

"ভালে মলয়জ বিন্দু" = কপালে চন্দনের অলকা-তিলকা শোভা পাইতেছে।

"মুকুতা ………… সিন্ধু" = তাঁহার দন্তগুলি মুক্তা-সদৃশ; তাঁহার বদন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় এবং তাঁহার প্রকৃতি পরম করুণাময় অর্থাৎ তিনি স্বভাবতঃই দয়ার সাগর।

১৩৪। "রহিয়া" = দাঁড়াইয়া; অবস্থান করিয়া।

"অঙ্গুলী-মুরলী বায়" = মুখে অঙ্গুলি সহযোগে এরূপ ধ্বনি করিতেছেন, উহা ঠিক যেন বংশীধ্বনি

অতি মনোহর, যজ্ঞসূত্র-ধর,
সদয় হৃদয়ে শোভে।
এ বুঝি অনন্ত, হই গুণবন্ত,
রহিলা পরশ-লোভে ॥ ১৩৫ ॥
নিত্যানন্দ-চাঁদ, মাধব-নন্দন,
শোভা করে দুই পাশে।
যত প্রিয়-গণ, করয়ে কীর্ত্তন,
সবা চাহি চাহি হাসে ॥ ১৩৬ ॥
যাঁহার কীর্ত্তন, করি অনুক্ষণ,
শিব—দিগম্বর ভোলা।
সে প্রভু বিহরে, নগরে নগরে,
করিয়া কীর্ত্তন-খেলা ॥ ১৩৭ ॥
যে কর যে বেশ, যে অঙ্গ যে কেশ,
কমলা লালন করে।
সে প্রভু ধূলায়, গড়াগড়ি যায়,
প্রতি নগরে নগরে ॥ ১৩৮ ॥
লক্ষ কোটি দীপে, চান্দের আলোকে,
না জানি কি ভেল সুখে।
সকল সংসার, 'হরি' বহি আর,
না বোলই কারো মুখে ॥ ১৩৯ ॥
অপূর্ব্ব কৌতুক, দেখি সর্ব্ব লোক,
আনন্দে হইল ভোর।
সবেই সবার, চাহিয়া বদন,
বলে—ভাই! 'হরি' বোল ॥ ১৪০ ॥
প্রভুর আনন্দ, জানে নিত্যানন্দ,
যখন যেরূপ হয়।
পড়িবার বেলে, দুই বাহু মেলে,
যেন অঙ্গে প্রভু রয় ॥ ১৪১ ॥
নিত্যানন্দ ধরি, বীরাসন করি,
ক্ষণে মহাপ্রভু বৈসে।
বাম কক্ষে তালি, দিয়া কুতূহলী,
'হরি হরি' বলি হাসে ॥ ১৪২ ॥
অকপটে ক্ষণে, কহয়ে আপনে,
"মুই দেব নারায়ণ।
কংসাসুর মারি, মুই সে কংসারি,
বলি ছলিয়া বামন ॥ ১৪৩ ॥
সেতু-বন্ধ করি রাবণ সংহারি,
মুই সে রাঘব-রায়।"
করিয়া হুঙ্কার, তত্ত্ব আপনার,
কহি চারিদিকে চায় ॥ ১৪৪ ॥
কে বুঝে সে তত্ত্ব, অচিন্ত্য মহত্ত্ব,
সেই ক্ষণে কহে আন।
দন্তে তৃণ ধরি, 'প্রভু প্রভু' বলি,
মাগয়ে ভকতি-দান ॥ ১৪৫ ॥

বলিয়া মনে হইতেছে। কিম্বা এ অর্থও করা যায়, মুখের কাছে এরূপ ভাবে আঙ্গুল ধরিয়াছেন, যেন ঠিক বাঁশী বাজাইতেছেন। "সহজ" = স্বভাবতঃই।

১৩৫। "এ বুঝি......লোভে" = মনে হইতেছে, ঠিক যেন শ্রীঅনন্তদেব শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গে লাগিয়া থাকিবার লালসায় যজ্ঞসূত্র-স্বরূপে সূক্ষ্ম-রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে শোভা পাইতেছেন।

১৩৬। "মাধব-নন্দন" = শ্রীগদাধর।

১৩৭। "যাঁহার......ভোলা" = মহাদেব সর্ব্বদা যাঁহার যশোগান করিতে করিতে প্রেমে মত্ত হইয়া দিগম্বর অর্থাৎ উলঙ্গ হইয়া গিয়াছেন এবং আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া পাগল হইয়া গিয়াছেন।

১৩৮। "কমলা লালন করে" = লক্ষ্মীদেবী পরমাদরে সেবা করেন।

১৪১। "পড়িবার বেলে" = পড়িয়া যাইবার সময়ে। "মেলে" = বিস্তার করে।

যখনে যে করে, গৌরাঙ্গসুন্দরে,
সব মনোহর লীলা।
আপন-বদনে, আপন-চরণে,
অঙ্গুলি ধরিয়া খেলা ॥ ১৪৬ ॥
বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর, প্রভু বিশ্বম্ভর,
সব নবদ্বীপে নাচে।
শ্বেতদ্বীপ নাম, নবদ্বীপ-গ্রাম,
বেদে প্রকাশিব পাছে ॥ ১৪৭ ॥
মন্দিরা মৃদঙ্গ, শঙ্খ করতাল,
না জানি কতেক বাজে।
মহা হরিধ্বনি, চতুর্দ্দিকে শুনি,
মাঝে শোভে দ্বিজরাজে ॥ ১৪৮ ॥
জয় জয় জয়, নগর-কীর্ত্তন,
জয় বিশ্বম্ভর-নৃত্য।
বিংশ-পদ-গীত, চৈতন্য-চরিত,
জয় চৈতন্যের ভৃত্য ॥ ১৪৯ ॥
যেই দিকে চায়, বিশ্বম্ভর-রায়,
সেই দিক্ প্রেমে ভাসে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ঠাকুর নিত্যানন্দ,
গায় বৃন্দাবন দাসে ॥ ১৫০ ॥
হেন মহারঙ্গে প্রতি-নগরে-নগর।
কীর্ত্তন করেন সর্ব্ব-লোকের ঈশ্বর ॥
অবিচ্ছিন্ন হরিধ্বনি সর্ব্ব-লোকে করে।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া ধ্বনি যায় বৈকুণ্ঠেরে ॥ ১৫১ ॥
শুনিয়া বৈকুণ্ঠ-নাথ প্রভু বিশ্বম্ভর।
সন্তোষে পূর্ণিত হয় সব কলেবর ॥
পুনঃপুনঃ 'বোল বোল' বলে বিশ্বম্ভর।
উল্লাসে উঠয়ে প্রভু আকাশ-উপর ॥ ১৫২ ॥
মত্ত-সিংহ জিনি একো তরঙ্গ প্রভুর।
দেখিতে সবার হর্ষ বাড়য়ে প্রচুর ॥
গঙ্গা-তীরে-তীরে পথ আছে নদীয়ায়।
আগে সেই পথে নাচি যায় গৌর-রায় ॥ ১৫৩ ॥
আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি।
তবে মাধাইর ঘাটে গেলা গৌরহরি ॥
বারকোণা-ঘাটে নগরিয়া-ঘাটে গিয়া।
গঙ্গার নগর দিয়া গেলা সিমুলিয়া ॥ ১৫৪ ॥
লক্ষ-কোটি মহা-দীপ চতুর্দ্দিকে জ্বলে।
লক্ষ-কোটি লোক চতুর্দ্দিকে 'হরি' বলে ॥
চন্দ্রের আলোকে অতি অপূর্ব্ব দেখিতে।
দিবা নিশি একো—কেহো নারে নিশ্চয়িতে ॥
সকল দুয়ার শোভা করে সুমঙ্গলে।
রম্ভা, পূর্ণ-ঘট, আম্রসার, দীপ জ্বলে ॥ ১৫৫ ॥
অন্তরীক্ষে থাকি যত স্বর্গ-দেবগণ।
চম্পক-মল্লিকা-পুষ্প করে বরিষণ ॥

১৪৮। "মাঝে শোভে দ্বিজরাজে" = বিপ্রকুল-শিরোমণি শ্রীগৌরচন্দ্র সকলের মধ্যস্থলে শোভা পাইতে লাগিলেন।

১৫৩। "মত্ত... ...প্রভুর" = বিপুল প্রেমভরে প্রভুর ভাব-সমুদ্রে এমন এক একটী তরঙ্গ উঠিতেছে, যাহার ভরে তিনি কখনও উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন, কখনও বিশাল হুহুঙ্কার করিতেছেন, কখনও বা মহা-লম্ফ-ঝম্পে মেদিনী কম্পিত করিতেছেন। তাঁহার এই ভাব-তরঙ্গ, তাঁহার এই প্রেমের বেগ মত্ত সিংহকেও পরাজিত করিয়াছে অর্থাৎ মত্ত সিংহের গর্জ্জন ও আস্ফালন ইঁহার কাছে কোথায় লাগে?

১৫৫। "চন্দ্রের... ...নিশ্চয়িতে" = লক্ষ কোটী মশালের আলোর সঙ্গে চাঁদের আলো মিশিয়া এক অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে এবং এরূপ উজ্জ্বল হইয়াছে যে, ইহা দিন কি রাতি, তাহা কেহ বুঝিতে পারিতেছেন না।

পুষ্প-বৃষ্টি হৈল—নবদ্বীপ-বসুমতী।
পুষ্প-রূপে জিহ্বার সে করিল উন্নতি ॥ ১৫৬॥
সুকুমার পদাম্বুজ প্রভুর জানিয়া।
জিহ্বা প্রকাশিল দেবী পুষ্প-রূপ হৈয়া ॥
আগে নাচে অদ্বৈত শ্রীবাস হরিদাস।
পাছে নাচে গৌরচন্দ্র—সকল-প্রকাশ ॥ ১৫৭॥
যে নগরে প্রবেশ করয়ে গৌররায়।
গৃহ, বিত্ত পরিহরি শুনি লোক ধায় ॥
দেখিয়া সে চন্দ্রমুখ জগত-জীবন।
দণ্ডবত হইয়া পড়য়ে সর্ব্ব জন ॥ ১৫৮ ॥
নারীগণ হুলাহুলী দিয়া বলে 'হরি'।
স্বামী, পুত্র, গৃহ, বিত্ত—সকল পাসরি ॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ নগরিয়া নদীয়ার।
শ্রীকৃষ্ণের উন্মাদ হইল সবাকার ॥ ১৫৯ ॥
কেহো নাচে কেহো গায় কেহো বলে 'হরি'।
কেহো গড়াগড়ি যায় আপনা পাসরি ॥
কেহো কেহো নানামত বাদ্য বায় মুখে।
কেহো কারো কান্ধে উঠে পরানন্দ-সুখে ॥
কেহো কারো চরণ ধরিয়া পড়ি কান্দে।
কেহো কারো চরণ আপন-কেশে বান্ধে ॥
কেহো দণ্ডবৎ হয় কাহারো চরণে।
কেহো কোলাকোলি বা করয়ে কারো সনে ॥
কেহো বলে "মুই এই নিমাই-পণ্ডিত।
জগত-উদ্ধার লাগি হইনু বিদিত" ॥ ১৬০ ॥
কেহো বলে—"আমি শ্বেতদ্বীপের বৈষ্ণব।"
কেহো বলে—"আমি বৈকুণ্ঠের পারিষদ ॥"
কেহো বলে "এবে কাজি বেটা গেল কোথা।
নাগালি পাইলে আজি চূর্ণ করোঁ মাথা ॥"
পাষণ্ডী ধরিতে কেহো রড় দিয়া যায়।
"ধর্ ধর্ এই পাপ পাষণ্ডী পলায়" ॥ ১৬১ ॥
বৃক্ষের উপরে গিয়া কেহো কেহো চড়ে।
সুখে পুনঃপুনঃ গিয়া লাফ দিয়া পড়ে ॥
পাষণ্ডীরে ক্রোধ করি কেহো ভাঙ্গে ডাল।
কেহো বলে "এই মুই পাষণ্ডীর কাল" ॥১৬২॥
অলৌকিক শব্দ কেহো উচ্চ করি বলে।
যম-রাজা বান্ধিয়া আনিতে কেহো চলে ॥
সেইখানে থাকি বলে "আরে যমদূত।
বল্ গিয়া যথা আছে তোর সূর্য্য-সুত ॥ ১৬৩॥
বৈকণ্ঠ-নায়ক অবতরি শচী-ঘরে।
আপনি কীর্ত্তন করে নগরে নগরে ॥
যে নাম-প্রভাবে ধর্ম্মরাজ তোর যম।
যে নামে তরিল অজামিল বিপ্রাধম ॥ ১৬৪ ॥
হেন নাম সর্ব্ব-মুখে প্রভু বোলাইল।
যার উচ্চারিতে শক্তি নাহি সে শুনিল ॥
প্রাণিমাত্র কারে যদি করে অধিকার।
মোর দোষ নাহি—তুবে করিব সংহার ॥১৬৫॥
ঝাট কহ গিয়া যথা আছে চিত্রগুপ্ত।
পাপীর লিখন সব ঝাট করু লুপ্ত।

"সুমঙ্গলে" = মঙ্গল বিস্তার করিয়া।

১৫৬। "পুষ্প-বৃষ্টি......উন্নতি" = এত পুষ্পবৃষ্টি হইল যে, নবদ্বীপ রূপ বসুন্ধরা যেন পুষ্প-রূপে জিহ্বা বাহির করিয়া উঁচু করিয়া ধরিলেন।

১৫৭। "সকল-প্রকাশ" = সর্ব্বাবতার ও সর্ব্ব-লীলাময়।

১৫৯। "শ্রীকৃষ্ণের ..... সবাকার" = সকলে কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হইয়া উঠিলেন।

১৬৫। "যে নাম.........যম" = যে নাম আশ্রয় করিয়া তৎপ্রভাবে তোর যম আজি ধর্ম্মরাজ হইয়াছে অর্থাৎ ধর্ম্মরাজ্যের রাজা হইয়া সকলের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার ও শাস্তি প্রদান করিতেছে।

যে নাম-প্রভাবে তীর্থ-রাজ বারাণসী।
যাহা গায় শুদ্ধ-সত্ত্ব শ্বেতদ্বীপ-বাসী ॥ ১৬৬ ॥
সর্ব্ব-বন্দ্য মহেশ্বর যে নাম-প্রভাবে।
হেন নাম সর্ব্ব লোকে শুনে, বলে এবে ॥
হেন নাম লও, ছাড় সর্ব্ব অপকার।
ভজ বিশ্বম্ভর, নহে করিব সংহার” ॥ ১৬৭ ॥
আর জন দশ বিশে রড় দিয়া যায়।
“ধর্ ধর্ কোথা কাজি ভাণ্ডিয়া পলায় ॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন যে যে পাপী নাহি মানে।
কোথা গেল সে সকল পাষণ্ডী এখনে” ॥১৬৮॥
মাটিতে কিলায় কেহো পাষণ্ডী বলিয়া।
‘হরি’ বলি বুলে পুনঃ হুঙ্কার করিয়া ॥
এইমত কৃষ্ণের উন্মাদে সর্ব্বক্ষণ।
কিবা বলে, কিবা করে, নাহিক স্মরণ ॥১৬৯॥
নগরিয়া সকলের উন্মাদ দেখিয়া।
মরয়ে পাষণ্ডী-সব জ্বলিয়া পুড়িয়া ॥ ১৭০ ॥
সকল পাষণ্ডী মেলি গণে মনে মনে।
“গোসাঁই করেন—কাজি আইসে এখনে ॥
কোথা যায় রঙ্গ ঢঙ্গ, কোথা যায় ডাক।
কোথা যায় নাট গীত, কোথা যায় জাঁক ॥
কোথা যায় কলা-পোতা, ঘট, আম্রসার।
এ সকল বচনের শুধি তবে ধার ॥ ১৭১ ॥
যত দেখ মহাতাপ দেউটি সকল।
যত দেখ হের সব ভাবক-মণ্ডল ॥
গণ্ডগোল শুনিয়া আইসে কাজি যবে।
সবার গঙ্গায় ঝাঁপ দেখি বল তবে” ॥ ১৭২ ॥
কেহো বলে “মুই তবে নিকটে থাকিয়া।
নগরিয়া-সব দেও গলায় বান্ধিয়া ॥”
কেহো বলে—“চল যাই কাজিরে কহিতে।”
কেহো বলে—“যুক্তি নহে এমত করিতে”॥১৭৩
কেহো বলে “ভাই-সব! এক যুক্তি আছে।
সবে রড় দিয়া যাই ভাবকের কাছে ॥
‘ঐ আইসে কাজি’ বলি বচন তোলাই।
তবে না রহিবে একজনো এই ঠাঁই” ॥ ১৭৪ ॥
এইমত পাষণ্ডী আপনা খাই মরে।
চৈতন্যের গণ মত্ত—কীর্ত্তনে বিহরে ॥
সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন মালা।
আনন্দে গায়েন ‘কৃষ্ণ’—সবে হই ভোলা ॥
নদীয়ার একান্তে নগর সিমুলিয়া।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিলা সিয়া ।১৭৫॥

১৬৬। “যে……বারাণসী” = যে হরিনামের প্রভাবে কাশীধাম তীর্থ-শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, শিব হইতেছেন কাশীর অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা; সেই যে শিব, তিনি হরিনামের অপার মহিমা বিশেষরূপ অবগত আছেন বলিয়া অহর্নিশি হরিনাম-কীর্ত্তন ও হরি-গুণ গান করিতেছেন; সুতরাং হরিনাম-কীর্ত্তনকারী শিবের অধিষ্ঠান-হেতু মূলে হরিনামের প্রভাবেই কাশীধাম তীর্থরাজ হইলেন।

“শুদ্ধসত্ত্ব শ্বেতদ্বীপ-বাসী” = শ্বেতদ্বীপবাসী বিশুদ্ধ-সত্ত্বগুণাবলম্বী মহানুভবগণ।

১৬৭। “সর্ব্ব…………প্রভাবে” = মহাদেব যে হরিনাম নিরন্তর কীর্ত্তন করেন বলিয়া, সেই নামের প্রভাবেই তিনি সকলের পূজনীয় হইয়াছেন।

“বলে” = কীর্ত্তন করে।

১৬৮। “ভাণ্ডিয়া” = লুকাইয়া; ফাঁকি দিয়া।

১৬৯। “কৃষ্ণের উন্মাদে” = কৃষ্ণপ্রেমানন্দের মত্ততায়। ১৭১। “ডাক” = গর্জ্জন।

“এ সকল………ধার” = তাহা হইলে তখন এ সব আস্ফালনী কথা ও কাজের প্রতিশোধ লই।

১৭২। “ভাবক-মণ্ডল” = বৈরাগীগুলো।

অনন্ত অর্ব্বুদ 'হরি হরি'-ধ্বনি শুনি।
হুঙ্কার করিয়া নাচে দ্বিজ-কুল-মণি ॥
সে কমল-নয়নে বা কত আছে জল।
কতেক বা ধারা বহে পরম নির্ম্মল ॥ ১৭৬ ॥
কম্প-ভাবে উঠে পড়ে অন্তরীক্ষ হৈতে।
কান্দে নিত্যানন্দ প্রভু—না পারে ধরিতে ॥
শেষে বা যে হয় মূর্চ্ছা আনন্দ-সহিত।
প্রহরেকো ধাতু নাহি—সবে চমকিত ॥ ১৭৭ ॥
এইমত অপূর্ব্ব দেখিয়া সর্ব্ব জন।
সবেই বলেন—"এ পুরুষ নারায়ণ ॥"
কেহো বলে—"নারদ প্রহ্লাদ শুক যেন ॥"
কেহো বলে—"যে সে হউ, মনুষ্য নহেন"॥১৭৮
এইমত বলে যেন যার অনুভব।
অত্যন্ত তার্কিক বলে—"পরম বৈষ্ণব ॥"
বাহ্য নাহি প্রভুর পরম-ভক্তি-রসে।
বাহু তুলি 'হরি বোল, হরি বোল' ঘোষে ॥
শ্রীমুখের বচন শুনিয়া একেবারে।
সর্ব্ব লোকে 'হরি হরি' বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥১৭৯
গৌরাঙ্গসুন্দর যায় যে দিকে নাচিয়া।
সেই দিকে সর্ব্ব লোক চলয়ে ধাইয়া ॥
কাজির বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর।
বাদ্য-কোলাহল কাজি শুনয়ে প্রচুর ॥ ১৮০ ॥

কাজি বলে "শুনি ভাই! কি গীত বাদন।
কিবা কারো বিভা, কিবা ভূতের কীর্ত্তন ॥
মোর বোল লঙ্ঘিয়া কে করে হিন্দুয়ানি।
ঝাট জানি আও, তবে চলিব আপনি" ॥১৮১॥
কাজির আদেশে তার অনুচর ধায়।
সমৃদ্ধ দেখিয়া আপনার শাস্ত্র গায় ॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোকে বলে—"কাজি মার।"
ডরে ফেলাইল তবে বেঠন মাথার ॥ ১৮২ ॥
রড় দিয়া কাজিরে কহিল ঝাট গিয়া।
"কি কর, চলহ ঝাট যাই পলাইয়া ॥ ১৮৩ ॥
কোটি কোটি লোক-সঙ্গে নিমাই-আচার্য্য।
সাজিয়া আইসে আজি, কিবা করে কার্য্য ॥
লাখ লাখ মহাতাপ দেউটি সব জ্বলে।
লাখ কোটি লোক মেলি হিন্দুয়ানি বলে ॥
দুয়ারে দুয়ারে কলা, ঘট, আম্রসার।
পুষ্পময় পথ-সব দেখি নদীয়ার ॥ ১৮৪ ॥
না জানি কতেক খই, কড়ি, ফুল পড়ে।
বাজন শুনিতে দুই শ্রবণ উপড়ে ॥
এইমত নদীয়ার নগরে নগরে।
রাজা আসিতেও কেহো এমত না করে ॥১৮৫
সব ভাবকের বড় নিমাই-পণ্ডিত।
সবে চলে, সে নাচিয়া যায় যেই ভিত ॥

১৭৪। "বচন তোলাই"—মিছে ক'রে বলিগে; মিছে মিছে রটনা ক'রে দেইগে।

১৭৭। "ধাতু"—জীবনী-শক্তি; নাড়ী।

১৭৯। "অত্যন্ত……বৈষ্ণব"—যে খুব তর্কনিষ্ঠ ও খুব অবিশ্বাসী, সে বলিতে লাগিল—না, ঠাকুর ঠাকুর ও-সব কিছু না, তবে একজন ভাল বৈষ্ণব বটে।

১৮২। "সমৃদ্ধ"—বিপুল জাঁকজমক; বিরাট্ ব্যাপার। "আপনার শাস্ত্র গায়"—কোরাণ আওড়াইতে লাগিল; আল্লা আল্লা বলিতে লাগিল।

"মাথার বেঠন"—মাথার পাগ্‌ড়ি বা টুপি।

১৮৪। "হিন্দুয়ানি বলে"—'হরি বোল' বল্‌ছে। যবনে ত আর 'হরিনাম' উচ্চারণ করিবে না, তাই বলিল 'হিন্দুয়ানি বলে'।

১৮৫। "শ্রবণ উপড়ে"—কাণ ছেঁদা হইয়া যায়; কাণ ছিঁড়িয়া যায়।

যে সকল নগরিয়া মারিল আমরা।
'কাজি মার' বলি আজি আইসে তাহারা॥
একো যে হুঙ্কার করে নিমাই-আচার্য্য।
সেই'সে হিন্দুর ভূত যে তাহার কার্য্য" ॥১৮৬॥
কেহো বলে "বামনা এতেক কান্দে কেন।
বামনের দুই চক্ষে নদী বহে যেন॥"
কেহো বলে "বামনা আছাড় যত খায়।
সেই দুঃখে কাঁদে হেন বুঝিয়ে সদায়" ॥১৮৭॥
কেহো বলে "বামনা দেখিতে লাগে ভয়।
গিলিতে আইসে যেন, দেখি কম্প হয়॥"
কাজি বলে "হেন বুঝি নিমাই-পণ্ডিত।
বিহা করিবারে বা চলিলা কোন্ ভিত॥ ১৮৮॥
এবা নহে, মোরে লঙ্ঘি হিন্দুয়ানি করে।
তবে জাতি নিমু আজি সবার নগরে॥"
সর্ব্ব-লোক-চূড়ামণি প্রভু বিশ্বম্ভর।
আইলা নাচিতে যথা কাজির নগর॥ ১৮৯॥
কোটি কোটি হরি-ধ্বনি মহা-কোলাহল।
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালাদি পূরিল সকল॥
শুনিয়া কম্পিত কাজি গণ-সহে ধায়।
সর্প-ভয়ে যেন ভেক ইন্দুর পলায়॥ ১৯০॥
পূরিল সকল স্থান বিশ্বম্ভর-গণে।
ভয়ে পলাইতে কেহো দিক্ নাহি জানে॥
মাথার ফেলিয়া পাগ কেহো সেই মেলে।
অলক্ষিতে নাচয়ে—অন্তরে প্রাণ হালে॥১৯১॥
যার দাড়ি আছয়ে সে হৈয়া অধোমুখ।
নাচে, মাথা নাহি তোলে, ডরে হালে বুক॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক কেবা কারে চিনে।
আপনার দেহমাত্র কেহো নাহি জানে॥১৯২॥
সবেই নাচেন, সবে গায়েন কৌতুকে।
ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া 'হরি' বলে সর্ব্ব লোকে॥
আসিয়া কাজির দ্বারে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করয়ে বহুতর॥ ১৯৩॥
ক্রোধে বলে প্রভু "আরে কাজি বেটা কোথা।
ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেলোঁ মাথা॥
নির্যবন করোঁ আজি সকল ভুবন।
পূর্ব্বে যেন বধিয়াছোঁ সে কাল-যবন" ॥১৯৪॥

"এইমত......নগরে নগরে" = নবদ্বীপের পাড়ায় পাড়ায় এইরূপ মহা আড়ম্বর হইয়াছে।

১৮৬। "সে" = নিমাই-পণ্ডিত।

"সেই.........কার্য্য" = তার কাজ দেখিয়া মনে হয়, সেইই হিন্দুর দেবতা হইবে।

১৮৮। "বিহা" = বিয়ে।

১৯০। "গণ-সহে" = নিজের লোকজন লইয়া।

১৯১। "বিশ্বম্ভর-গণে" = শ্রীগৌরাঙ্গের লোকজনে।

"মাথায়........হালে" = কোন কোন যবন বা মাথার টুপি ফেলিয়া দিয়া ছদ্মবেশে সেই দলে মিশিয়া নাচিতে লাগিল, কিন্তু মনে মনে ভয়ে তাহাদের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতেছে, পাছে কেহ তাহাদিগকে যবন বলিয়া চিনিতে পারে।

১৯২। "আপনার... .....জানে" = সকলেই আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছেন, আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন।

১৯৪। "পূর্ব্বে......কাল-যবন" = বীরবর কাল-যবন দেবর্ষি শ্রীনারদ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তিন কোটী ম্লেচ্ছ সৈন্য সহ মথুরা-নগরী অবরোধ করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ দ্বাদশ-যোজনব্যাপী এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া যোগমায়া-প্রভাবে স্বজনবর্গকে সেই নগরে লইয়া গেলেন এবং শ্রীবলরামকে বলিলেন, আপনি এখানে থাকিয়া প্রজা পালন করুন, আমি মুচুকুন্দ দ্বারা কাল-যবনকে বধ করিয়া

প্রাণ লৈয়া কোথা কাজি গেল দিয়া দ্বার।
"ঘর ভাঙ্গ, ভাঙ্গ"—প্রভু বলে বারবার॥
সর্ব্ব-ভূত-অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন।
আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক হেন আছে কোন্ জন॥
মহামত্ত সর্ব্ব লোক চৈতন্যের রসে।
ঘরে উঠিলেন সবে প্রভুর আদেশে॥ ১৯৫॥
কেহো ঘর ভাঙ্গে, কেহো ভাঙ্গয়ে দুয়ার।
কেহো লাথি মারে, কেহো করয়ে হুঙ্কার॥
আম্র পনসের ডাল ভাঙ্গি কেহো ফেলে।
কেহো কদলক-বন ভাঙ্গি 'হরি' বলে॥১৯৬॥
পুষ্পের উদ্যানে লক্ষ লক্ষ লোক গিয়া।
উপাড়িয়া ফেলে সব হুঙ্কার করিয়া॥
পুষ্পের সহিত ডাল ছিণ্ডিয়া ছিণ্ডিয়া।
'হরি' বলি নাচে সবে শ্রুতি-মূলে দিয়া॥১৯৭॥
একটি করিয়া পত্র সর্ব্ব লোকে নিতে।
কিছু না রহিল আর কাজির বাড়ীতে॥
ভাঙ্গিলেক যত সব বাহিরের ঘর।
প্রভু বলে "অগ্নি দেহ বাড়ীর ভিতর॥১৯৮॥

পুড়িয়া মরুক সব গণের সহিতে।
সর্ব্ব বাড়ী বেড়ি অগ্নি দেহ চারি ভিতে॥
দেখোঁ মোরে কি করে উহার নরপতি।
দেখোঁ আজি কোন্ জনে করে অব্যাহতি॥
যম, কাল, মৃত্যু—মোর সেবকের দাস।
মোর দৃষ্টিপাতে হয় সবার প্রকাশ॥ ১৯৯।
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে মোহার অবতার।
কীর্ত্তন-বিরোধী পাপী করিমু সংহার॥
সর্ব্ব-পাতকীও যদি করয়ে কীর্ত্তন।
অবশ্য তাহার মুই করিমু স্মরণ॥ ২০০॥
তপস্বী সন্ন্যাসী জ্ঞানী যোগী যে যে জন।
সংহারিব—যদি সব না করে কীর্ত্তন॥
অগ্নি দেহ ঘরে তোরা না করিহ ভয়।
আজি সব যবনের করিমু প্রলয়" ॥ ২০১॥
দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ সর্ব্ব-ভক্তগণ।
গলায় বান্ধিয়া বস্ত্র পড়িলা তখন॥
ঊর্দ্ধবাহু করিয়া সকল ভক্তগণ।
প্রভুর চরণারবিন্দে করে নিবেদন॥ ২০২॥

আসি। ইহা বলিয়া তিনি বনমালা বিভূষিত হইয়া নিরস্ত্র-ভাবে বাহির হইলেন। কাল-যবন তাঁহার অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া ভাবিতে লাগিল, ইনিই নারদ-বর্ণিত সেই মহাপুরুষ কৃষ্ণ হইবেন। ইনি যখন নিরস্ত্র, আমিও তখন নিরস্ত্র হইয়া ইঁহার সহিত যুদ্ধ করিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া কাল-যবন শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। তখন শ্রীভগবান্ যেন কাল-যবনের হস্তগত হইয়া পড়িলেন এইরূপ ভাব দেখাইতে দেখাইতে, তাহাকে অতি দূরবর্ত্তী এক পর্ব্বত-গুহায় লইয়া গেলেন। কাল-যবনও তথায় প্রবেশ করিল, কিন্তু সেখানে কৃষ্ণকে দেখিতে পাইল না, কেবল দেখিল আর একজন পুরুষ নিদ্রিত রহিয়াছে। তখন সে ভাবিল, কৃষ্ণই বুঝি এইরূপ কপট নিদ্রা যাইতেছে; এই ভাবিয়া সেই নিদ্রিত পুরুষকে শ্রীকৃষ্ণ-জ্ঞানে পদাঘাত করিল। তখন তিনি নিদ্রাভঙ্গে উত্থিত হইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতঃ পার্শ্বে কাল-যবনকে দেখিতে পাইলেন। নিদ্রাভঙ্গ-হেতু তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার গাত্র হইতে অগ্নি নির্গত হইতে লাগিল; কাল-যবন সেই অগ্নিতেই দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইয়া গেল। যে মহাপুরুষ কাল-যবনকে বিনাশ করিলেন, ইনি হইলেন ইক্ষ্বাকুবংশীয় মান্ধাতার পুত্র পরম ভাগবত মহারাজ মুচুকুন্দ।

১৯৯। "করে অব্যাহতি"—রক্ষা করে; বাঁচায়।

"তোমার প্রধান অংশ প্রভু সঙ্কর্ষণ।
তাঁহার অকালে ক্রোধ না হয় কখন॥
যে কালে হইব সর্ব্ব সৃষ্টির সংহার।
সঙ্কর্ষণ ক্রোধে হন রুদ্র-অবতার॥ ২০৩॥
যে রুদ্র সকল সৃষ্টি ক্ষণেকে সংহরে।
শেষে তিহোঁ আসি মিলে তোমার শরীরে॥
অংশাংশের ক্রোধে যাঁর সকল সংহরে।
সে তুমি করিলে ক্রোধ কোন্ জন তরে॥২০৪
'অক্রোধ পরমানন্দ তুমি'—বেদে গায়।
বেদ-বাক্য প্রভু ঘুচাইতে না জুয়ায়॥
ব্রহ্মাদিও তোমার ক্রোধের নহে পাত্র।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়—তোমার লীলা-মাত্র॥২০৫
করিলা ত কাজির অনেক অপমান।
আর যদি ঘটে, তবে সংহারিহ প্রাণ॥
জয় বিশ্বম্ভর মহারাজরাজেশ্বর।
জয় সর্ব্ব-লোক-নাথ শ্রীগৌরসুন্দর॥ ২০৬॥
জয় জয় অনন্ত-শয়ন রমাকান্ত।"
বাহু তুলি স্তুতি করে সকল মহান্ত॥
হাসে মহাপ্রভু সর্ব্ব দাসের বচনে।
'হরি' বলি নৃত্য-রসে চলিলা তখনে॥২০৭॥

কাজিরে করিয়া দণ্ড সর্ব্ব-লোক-রায়।
সঙ্কীর্ত্তন-রসে সর্ব্ব-গণে নাচি যায়॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল।
রাম-কৃষ্ণ-জয়-ধ্বনি গোবিন্দ গোপাল॥২০৮॥
কাজির ভাঙ্গিয়া ঘর সর্ব্ব নগরিয়া।
মহানন্দে 'হরি' বলি যায়েন নাচিয়া॥
পাষণ্ডীর হইল পরম চিত্ত-ভঙ্গ।
পাষণ্ডী বিষাদ ভাবে, বৈষ্ণবের রঙ্গ॥২০৯॥
"জয় কৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী।"
গায় সব নগরিয়া দিয়া করতালী॥
'জয়'-কোলাহল প্রতি নগরে নগরে।
ভাসয়ে সকল লোক আনন্দ-সাগরে॥ ২১০॥
কেবা কোন্ দিকে নাচে, কেবা গায়, বায়।
হেন নাহি জানি কেবা কোন্ দিকে ধায়॥
আগে নৃত্য করিয়া চলয়ে ভক্তগণ।
শেষে চলে মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দন॥ ২১১॥
কীর্ত্তনীয়া—ব্রহ্মা শিব অনন্ত আপনি।
নৃত্য করে সর্ব্ব-বৈষ্ণবের চূড়ামণি॥
ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ মনে।
সেই প্রভু কহিয়াছে কৃপায় আপনে॥ ২১২॥

"প্রকাশ" = আবির্ভাব; আগমন।

২০১। "প্রলয়" = ধ্বংস।

২০৪। "অংশাংশের" = অংশেরও যিনি অংশ, তাঁহার।

২০৫। "ব্রহ্মাদিও··· পাত্র" = ব্রহ্মাদি দেবতাগণ পর্য্যন্তও তোমার ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে পারেন না।

২০৬। "আর যদি ঘটে" = আর কখনও যদি এরূপ করে।

"সর্ব্ব-লোক-নাথ" = চতুর্দ্দশ ভুবনের অধিপতি।

২০৯। "হইল পরম চিত্ত ভঙ্গ" = বুক একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল; একেবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িল।

২১২। "কীর্ত্তনীয়া ·· ········চূড়ামণি" = স্বয়ং ব্রহ্মা-শিবাদি দেবগণ ও শ্রীঅনন্তদেব গৌরাঙ্গ-পার্ষদরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন, আর নিখিল-বৈষ্ণবাধিরাজ শ্রীবিশ্বম্ভর আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। "কীর্ত্তনীয়া" = গায়ক।

"সর্ব্ব-বৈষ্ণবের চূড়ামণি" = শ্রীমন্মহাপ্রভু; তিনি ভক্তাবতার বলিয়া তাঁহাকে এ কথা বলা হইতেছে।

"ইহাতে····· ······আপনে" = তাঁহাকে সর্ব্ব-

অনন্ত-অর্ব্বুদ-লোক-সঙ্গে বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা শঙ্খবণিক-নগর॥
শঙ্খবণিকের ঘরে উঠিল আনন্দ।
'হরি' বলি বাজায় মৃদঙ্গ ঘণ্টা শঙ্খ॥ ২১৩॥
পুষ্পময় পথে নাচি চলে বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিকে জ্বলে দীপ পরম সুন্দর॥
সে চন্দ্রের শোভা কিবা কহিবারে পারি।
যাহাতে কীর্ত্তন করে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥২১৪॥
প্রতি দ্বারে পূর্ণকুম্ভ রম্ভা আম্রসার।
নারীগণে 'হরি' বলি দেয় জয়কার॥
এইমত সকল নগরে শোভা করে।
আইলা ঠাকুর তন্তুবায়ের নগরে॥ ২১৫॥
উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি 'জয়'-কোলাহল।
তন্তুবায়-সব হৈলা আনন্দে বিহ্বল॥
নাচে সব নগরিয়া দিয়া করতালী।
"হরি বোল মুকুন্দ গোপাল বনমালী॥"
সর্ব্ব-মুখে 'হরি'-নাম শুনি প্রভু হাসে।
নাচিয়া চলিলা প্রভু শ্রীধরের বাসে॥২১৬॥
ভাঙ্গা এক ঘর মাত্র শ্রীধরের সার।
উত্তরিলা গিয়া প্রভু তাহার দুয়ার॥
সবে এক লৌহ-পাত্র আছয়ে দুয়ারে।
কত ঠাঁই তালি, তাহা চোরেও না হরে॥২১৭॥

নৃত্য করে মহাপ্রভু শ্রীধর-অঙ্গনে।
জল-পূর্ণ পাত্র প্রভু দেখিলা আপনে॥
ভক্ত-প্রেম বুঝাইতে শ্রীশচী-নন্দন।
লৌহ-পাত্র তুলি লইলেন ততক্ষণ॥ ২১৮॥
জল পিয়ে মহাপ্রভু সুখে আপনার।
কার শক্তি আছে তাহা 'নয়' করিবার॥
"মইলুঁ মইলুঁ" বলি ডাকয়ে শ্রীধর।
"মোরে সংহারিতে সে আইলা মোর ঘর॥"
বলিয়া মূর্চ্ছিত হৈলা সুকৃতী শ্রীধর।
প্রভু বলে "শুদ্ধ মোর আজি কলেবর॥২১৯॥
আজি মোর ভক্তি হৈল কৃষ্ণের চরণে।
শ্রীধরের জল পান করিলোঁ যখনে॥
এখনে সে বিষ্ণু-ভক্তি হইল আমার।"
কহিতে কহিতে পড়ে নয়নে সু-ধার॥
'বৈষ্ণবের জল-পানে বিষ্ণু-ভক্তি হয়।'
সবারে বুঝায় প্রভু হইয়া সদয়॥ ২২০॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—

প্রার্থয়েদ্ বৈষ্ণবাদন্নং প্রযত্নেন বিচক্ষণঃ।
সর্ব্বপাপ-বিশুদ্ধ্যর্থং তদভাবে জলং পিবেৎ॥১১

ভক্ত-বাৎসল্য দেখি সর্ব্বভক্তগণ।
সবার উঠিল মহা-আনন্দ-ক্রন্দন॥

বৈষ্ণবের চূড়ামণি বলিয়াছি বটে, কিন্তু তথাপি তিনি যে শ্রীভগবান্, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না, কেননা সেই প্রভু নিজেই বলিয়াছেন (৯০ পৃষ্ঠা ৪৪ দাগে মূলগ্রন্থ)।
দ্রষ্টব্য ঃ— 'এমন বৈষ্ণব মুই হইমু সংসারে।
অজ ভব আসিবেক আমার দুয়ারে॥'
তিনি যে হইলেন ভক্তাবতার।
২১৭। "সার"=যথাসর্ব্বস্ব; পুঁজি।
"তালি"=সারাই করা।
২১৮। "ভক্ত-প্রেম"=ভক্তের প্রতি প্রীতি।
২১৯। "নয় করিবার"=না না, খাইও না খাইও না—এইরূপে নিষেধ করিবার।
মইলুঁ মইলুঁ"=মলুম মলুম।
২১৯-২২০। "প্রভু......আমার"=এতদ্দ্বারা মহাপ্র[illegible] শিক্ষা দিতেছেন যে, ভক্তের জল পান করিলে দে[illegible] পবিত্র হয় এবং শ্রীবিষ্ণু-ভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

নিত্যানন্দ গদাধর পড়িলা কান্দিয়া।
অদ্বৈত শ্রীবাস কান্দে ভূমিতে পড়িয়া।২২২॥
কান্দে হরিদাস গঙ্গাদাস বক্রেশ্বর।
মুরারি মুকুন্দ কান্দে শ্রীচন্দ্রশেখর॥
গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ শ্রীগর্ভ শ্রীমান্।
কান্দে কাশীশ্বর শ্রীজগদানন্দ রাম॥ ২২৩॥
জগদীশ গোপীনাথ কান্দেন নন্দন।
শুক্লাম্বর গরুড়—কান্দয়ে সর্ব্ব জন॥
লক্ষ-কোটি লোক কান্দে শিরে দিয়া হাত।
'কৃষ্ণ রে ঠাকুর মোর! অনাথের নাথ'॥২২৪॥
কি হৈল বলিতে নারি শ্রীধরের বাসে।
সর্ব্ব-ভাবে প্রেমভক্তি হইল প্রকাশে॥
'কৃষ্ণ' বলি কান্দে সর্ব্ব জগৎ হরিষে।
সঙ্কল্প হইল সিদ্ধি, গৌরচন্দ্র হাসে॥ ২২৫॥
দেখ ভাই-সব! এই ভক্তের মহিমা।
ভক্ত-বাৎসল্যের প্রভু করিলেন সীমা॥
লৌহময় জলপাত্র, বাহিরের জল।
পরম-আদরে পান কৈলেন সকল॥ ২২৬॥
পরমার্থে পান-ইচ্ছা হইল যখনে।
শুদ্ধামৃত ভক্ত-জল হইল তখনে॥
ভক্তি বুঝাইতে সে এমত পাত্রে জল।
পরমার্থে বৈষ্ণবের সকল নির্ম্মল॥ ২২৭॥
দাম্ভিকের রত্ন-পাত্র দিব্য-জল-সনে।
আছুক পিবার কার্য্য, না দেখে নয়নে॥
যে সে দ্রব্য সেবকের সর্ব্ব-ভাবে খায়।
নৈবেদ্যাদি বিধিরো অপেক্ষা নাহি চায়॥২২৮॥
অল্প দেখি দাসেও না দিলে বলে খায়।
তার সাক্ষী ব্রাহ্মণের খুদ দ্বারকায়॥
অবশেষো সেবকের করে আত্মসাৎ।
তার সাক্ষী বনবাসে যুধিষ্ঠির-শাক॥ ২২৯॥
সেবক কৃষ্ণের পিতা মাতা পত্নী ভাই।
দাস বই কৃষ্ণের দ্বিতীয় আর নাই॥
যেরূপ চিন্তয়ে দাসে সেইরূপ হয়।
দাসে কৃষ্ণে করিবারে পারয়ে বিক্রয়॥২৩০॥
'সেবক-বৎসল প্রভু'—চারি বেদে গায়।
সেবকের স্থানে প্রভু প্রকাশ সদায়॥
নয়ন ভরিয়া দেখ দাসের প্রভাব।
হেন দাস্য-ভাবে কৃষ্ণে কর অনুরাগ॥ ২৩১॥
অল্প হেন না মানিহ 'কৃষ্ণ-দাস'-নাম।
অল্প ভাগ্যে 'দাস' নাহি করে ভগবান্॥

২২১। বিচক্ষণ অর্থাৎ পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবার নিমিত্ত পরমানন্দে বৈষ্ণবের নিকট অন্ন যাচ্ঞা করিবেন, তদভাবে তাঁহার জল পান করিবেন।

২২৬। "সঙ্কল্প"=মনোভিলাষ; অভিপ্রায়।

২২৭। "পরমার্থে পান .....তখনে"=পরমার্থ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে যখন ভক্তের জল পান করিবার ইচ্ছা হইল, তখন ভক্তের সেই জল পরম পবিত্র অমৃত-রূপে পরিণত হইল, উহা পরম বিশুদ্ধ বলিয়া উপলব্ধি হইল। পরমার্থ-হিসাবে বৈষ্ণবের কিছুই অপবিত্র নহে।

২২৮। "আছুক.........নয়নে"=পান করা ত দূরের কথা, সে দিকে একবার ফিরিয়াও দেখেন না।

"বিধিরো.........চায়" = যথাবিধি নিবেদনের জন্যও অপেক্ষা করেন না।

২২৯। "অল্প দেখি"=অতি তুচ্ছ বা সামান্য পদার্থ জানিয়া। "বলে"=জোর করিয়া।

"অবশেষো"=অবশিষ্ট সামান্য যা কিছু থাকে, তাহাও। "তার......শাক"=এই উপাখ্যান ২৭৬ পৃষ্ঠায় ২৫ দাগের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

বহু কোটি জন্ম যে করিল নিজ-ধর্ম্ম।
অহিংসায় অমায়ায় করে সর্ব্ব কর্ম্ম ॥ ২৩২ ॥
অহর্নিশ দাস্য-ভাবে যে করে প্রার্থন।
গঙ্গা লভ্য হয় কালে বলি 'নারায়ণ' ॥
তবে হয় মুক্ত—সর্ব্ব-বন্ধের বিনাশ।
তবে সে হইতে পারে গোবিন্দের দাস ॥
এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজে।
'মুক্ত-সব লীলা-তনু করি কৃষ্ণ ভজে ॥২৩৩॥

তথা চোক্তং ভাষ্যকৃদ্ভিঃ—
মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥২৩৪

অতএব ভক্ত হয় ঈশ্বর-সমান।
ভক্ত-স্থানে পরাভব মানে ভগবান্ ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে স্তুতিমালা।
'ভক্ত'-হেন স্তুতির না ধরে কেহো কলা ॥২৩৫
'দাস'-নামে ব্রহ্মা শিব হরিষ সবার।
ধরণী-ধরেন্দ্র চাহে দাস-অধিকার ॥
এ সব ঈশ্বর-তুল্য—স্বভাবেই ভক্ত।
তথাপিহ 'ভক্ত' হইবারে অনুরক্ত ॥ ২৩৬॥
হেন 'ভক্ত' অদ্বৈতেরে বলিতে হরিষে।
পাপি-সব দুঃখ পায় নিজ-কর্ম্ম-দোষে ॥

২৩১। "প্রকাশ" = বিরাজমান।

২৩২। "অল্প-হেন……ভগবান্ = 'কৃষ্ণ-দাস' হওয়া বড় সোজা কথা ভাবিও না। কৃষ্ণ-দাস হইবার জন্য—এমন কি কৃষ্ণ-দাসেরও দাস হইবার জন্য অতি মহৎ মহৎ ব্যক্তিগণও কিরূপ ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করেন, তাহা দেখুন যথা :—

কর্ণ বলিলেন—

নান্যং বদামি ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি
নান্যং স্মরামি ন ভজামি ন চাশ্রয়ামি।
ভক্ত্যা ত্বদীয়-চরণাম্বুজমন্তরেণ
শ্রীশ্রীনিবাস পুরুষোত্তম ! দেহি দাস্যং।

শ্রীপাণ্ডব-গীতা।

কৃপাচার্য্য বলিলেন—

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধু-কৈটভারে
মৎপ্রার্থনীয়-মদনুগ্রহ এষ এব।
ত্বদ্ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য-
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ ! ॥

শ্রীপাণ্ডব-গীতা।

"করিল নিজ-ধর্ম্ম" = স্বধর্ম্মাচরণ করিল।

"অহিংসায়" = কাহারও প্রতি হিংসা দ্বেষ না করিয়া।

"অমায়ায়" = অকপট-চিত্তে।

২৩৪। ইহার অনুবাদ ৩৫৪ পৃষ্ঠায় ৫৩ অঙ্কের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

২৩৫। "অনন্ত ……….কলা" = বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যত রকমের স্তুতি-বাক্য থাকুক না কেন, যদি কাহাকেও বলা যায় যে, 'আপনি একজন কৃষ্ণ-ভক্ত', তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্তুতি-বাক্য আর কিছু হইতে পারে না; অপিচ কাহাকেও "ভক্ত" বলিলে তাঁহার যাদৃশ প্রশংসাবাদ করা হয়, অন্য কোনরূপ কথা দ্বারা সেরূপ হইতে পারে না।

২৩৬। "দাস নামে……সবার" = ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণ পর্য্যন্তও 'আমরা কৃষ্ণ-দাস' ইহা ভাবিয়া পরম আনন্দিত হন।

"ধরণীধরেন্দ্র" = শ্রীঅনন্তদেব।

"এ সব………অনুরক্ত" = ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত—ইঁহারা সকলেই ত ঈশ্বর-সদৃশ এবং ইঁহারা হইলেন স্বভাবতঃই কৃষ্ণ-ভক্ত; তথাপি ইঁহারা এইরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, 'আমরা যেন ভক্ত হইতে পারি'।

কৃষ্ণের সন্তোষ বড় 'ভক্ত'-হেন নামে।
কৃষ্ণচন্দ্র বহি ভক্ত আর কেবা জানে ॥ ২৩৭ ॥
উদর-ভরণ লাগি এবে পাপি-সব।
লওয়ায় 'ঈশ্বর আমি'—মূলে জরদ্গব ॥
গর্দ্দভ-শৃগাল-তুল্য শিষ্যগণ লৈয়া।
কেহো বলে 'আমি রঘুনাথ' ভাব গিয়া ॥২৩৮॥
কুক্কুরের ভক্ষ্য-দেহ—ইহারে লইয়া।
বোলায় 'ঈশ্বর' বিষ্ণুমায়া-মুগ্ধ হৈয়া ॥
সর্ব্ব-প্রভু গৌরচন্দ্র শ্রীশচীনন্দন।
দেখ তান শক্তি এই ভরিয়া নয়ন ॥ ২৩৯ ॥
ইচ্ছামাত্র কোটি কোটি সমৃদ্ধ হইল।
কত কোটি মহাদীপ জ্বলিতে লাগিল ॥
কেবা রুইলেক কলা প্রতি ঘরে ঘরে।
কেবা গায়, বায়, কেবা পুষ্প-বৃষ্টি করে ॥২৪০॥
করিলেন মাত্র শ্রীধরের জল-পান।
কি হইল না জানি প্রেমের অধিষ্ঠান ॥
ভকত-বাৎসল্য দেখি ত্রিভুবন কান্দে।
ভূমিতে লোটায় কেহো কেশ নাহি বান্ধে ॥
শ্রীধর কান্দয়ে তৃণ ধরিয়া দশনে।
উচ্চ করি 'হরি' বলে সজল-নয়নে ॥ ২৪১ ॥
কি জল করিল পান ত্রিদশের রায়।
নাচয়ে শ্রীধর, কান্দে, করে 'হায় হায়' ॥
ভক্ত-জল পান করি প্রভু বিশ্বম্ভর ।
শ্রীধর-অঙ্গনে নাচে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ॥ ২৪২ ॥
প্রিয়-গণে চতুর্দ্দিকে গায় মহা-রসে।
নিত্যানন্দ গদাধর শোভে দুই পাশে ॥
খোলাবেচা সেবকের দেখ ভাগ্য-সীমা।
ব্রহ্মা শিব কান্দে যার দেখিয়া মহিমা ॥
ধনে, জনে, পাণ্ডিত্যে কৃষ্ণেরে নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঁই ॥ ২৪৩ ॥
জল-পানে শ্রীধরেরে অনুগ্রহ করি।
নগরে আইলা পুনঃ গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥
নাচে গৌরচন্দ্র—ভক্তি-রসের ঠাকুর।
চতুর্দ্দিকে হরি-ধ্বনি শুনিয়া প্রচুর ॥ ২৪৪ ॥
সর্ব্ব লোক জিনে নবদ্বীপের শোভায়।
'হরি বোল' শুনি মাত্র সবার জিহ্বায় ॥
যে সুখে বিহ্বল শুক নারদ শঙ্কর।
সে সুখে বিহ্বল সর্ব্ব নদীয়া-নগর ॥ ২৪৫ ॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে নাচে ত্রিভুবন-রায়।
গাদিগাছা, পারডাঙ্গা আদি দিয়া যায় ॥
'এক নিশা'-হেন জ্ঞান না করিহ মনে।
কত কল্প গেল সেই নিশার কীর্ত্তনে ॥ ২৪৬ ॥
চৈতন্যচন্দ্রের কিছু অসম্ভব নয়।
ভ্রূ-ভঙ্গে যাঁহার হয় ব্রহ্মাণ্ড-প্রলয় ॥

২৩৭। "কৃষ্ণের . ...জানে" = 'ভক্ত' এই বাক্য শুনিলেই কৃষ্ণ বড়ই আনন্দিত হন। ভক্তের মর্ম্ম অর্থাৎ ভক্ত যে কি বস্তু ও ভক্তের যে কি মহিমা, তাহা কৃষ্ণ বই আর কে জানে?

২৩৮। "উদর·········জরদ্গব" = ইদানীং দেখা যাইতেছে যে, পাপিষ্ঠগুলা নিজের পেট পূরাইবার জন্য নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া জাহির করে, বস্তুতঃ তাহারা বুড়ো গরু ব্যতীত আর কিছুই নহে অর্থাৎ তাহারা একেবারেই অকেজো, অধিকন্তু আবার পরের ভার-বোঝা মাত্র—তাহাদের মত গাধা বোকা দুনিয়ায় আর কেহ নাই।

২৪৫। "লোক" = ভুবন।

২৪৬। "কল্প" = ইহা হইল ব্রহ্মার এক দিন-রাত্রি। ৪,৩২,০০,০০,০০০ বৎসরে ব্রহ্মার এক দিন এবং ঐ পরিমাণ বৎসরে এক রাত্রি।

মহা-ভাগ্যবানে সে এ সব তত্ত্ব জানে।
শুষ্ক-তর্কবাদী পাপী কিছুই না মানে॥ ২৪৭॥
যে নগরে নাচে বৈকুণ্ঠের অধিরাজ।
তাহারা ভাসয়ে আনন্দের সিন্ধু-মাঝ॥
সে হুঙ্কার, সে গর্জ্জন, সে প্রেমের ধার।
দেখিয়া কান্দয়ে স্ত্রী পুরুষ নদীয়ার॥ ২৪৮॥
কেহো বলে "শচীর চরণে নমস্কার।
হেন মহাপুরুষ জন্মিলা গর্ভে যাঁর॥"
কেহো বলে—"জগন্নাথ মিশ্র পুণ্যবন্ত।"
কেহো বলে—"নদীয়ার ভাগ্যের নাহি অন্ত॥'
এইমত বলি সবে দেই জয়কার।
সর্ব্ব লোক 'হরি' বই নাহি বলে আর॥২৪৯॥
প্রভু দেখি সর্ব্ব লোক দণ্ডবত হৈয়া।
পড়য়ে পুরুষ স্ত্রীয়ে বালক লইয়া॥
শুভ দৃষ্টি গৌরচন্দ্র করি সবাকারে।
স্বানুভাবানন্দে প্রভু কীর্ত্তনে বিহরে॥ ২৫০॥
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব'—এই কহে বেদ॥
যেখানে যেরূপে ভক্তগণে করে ধ্যান।
সেইরূপে সেইখানে প্রভু বিদ্যমান॥ ২৫১॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (৩।৯।১১)—

যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায়! বিভাবয়ন্তি।
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥ ২৫২॥

অদ্যাপিও চৈতন্য এ সব লীলা করে।
যার ভাগ্যে থাকে, সে দেখয়ে নিরন্তরে॥
মধ্যখণ্ড-কথা বড় অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর পাষণ্ড॥ ২৫৩॥
ভক্ত লাগি প্রভুর সকল অবতার।
ভক্ত বহি কৃষ্ণ-মর্ম্ম না জানয়ে আর॥
কোটি জন্ম যদি যোগ যজ্ঞ তপ করে।
ভক্তি বিনা কোনো কর্ম্মে ফল নাহি ধরে॥
হেন 'ভক্তি', বিনে ভক্ত সেবিলে, না হয়।
অতএব ভক্ত-সেবা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥ ২৫৪॥
আদিদেব জয় জয় নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্য-কীর্ত্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥
কেহো বলে—"নিত্যানন্দ বলরাম-সম।"
কেহো বলে "চৈতন্যের বড় প্রিয়তম"॥২৫৫॥
কেহো বলে—"বড় তেজী অংশ-অধিকারী।"
কেহো বলে "কোনোরূপ বুঝিতে না পারি॥"

২৫২। হে উত্তম-শ্লোক! ভক্ত-সকল তোমার যেমন যেমন রূপ চিন্তা করেন, তুমি তাঁহাদিগের প্রতি কৃপা প্রদর্শনের জন্য সেই সেই রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন দিয়া থাক।

২৫৪। "আর" = অন্য আর কেহ; অন্যে।

"কোটী......ধরে" = কোটী কোটী জন্ম ধরিয়াও যদি যাগ, যোগ, জপ, তপাদি করা যায়, কিন্তু ভক্তি না থাকে, তাহা হইলে এই সমস্ত কর্ম্ম বিফল হয় অর্থাৎ এতদ্দ্বারা প্রকৃত ফল যে শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম লাভ, তাহা হয় না। এতৎ-সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলিতেছেন—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি ন।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনং॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

কিং তস্য বহুভির্মন্ত্রৈঃ শাস্ত্রৈঃ কিং বহুবিস্তরৈঃ।
বাজপেয়-সহস্রৈঃ কিং ভক্তির্যস্য জনার্দ্দনে॥

পদ্মপুরাণ।

"হেন......কয়" = এহেন পরম বস্তু যে 'ভক্তি', তাহা ভক্তগণের সেবা ব্যতীত লাভ হইতে পারে

কিবা জীব নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত, জ্ঞানী।
যার যেনমত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি॥
যে সে কেনে নিত্যানন্দ চৈতন্যের নহে।
তবু সে চরণ-ধন রহুক হৃদয়ে॥ ২৫৬॥
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ। তার শিরের উপরে॥
চৈতন্য-প্রিয়ের পায়ে মোর নমস্কার।
'অবধূত-চন্দ্র' প্রভু হউক আমার॥ ২৫৭॥
চৈতন্যের কৃপায় সে নিত্যানন্দ চিনি।
নিত্যানন্দ জানাইলে গৌরচন্দ্র জানি॥
গৌরচন্দ্র-নিত্যানন্দ—শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
গৌরচন্দ্র-নিত্যানন্দ—কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণ॥ ২৫৮॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপ সে চৈতন্যেরে ভক্তি।
সর্ব্বভাবে করিতে ধরয়ে প্রভু শক্তি॥
চৈতন্যের যত প্রিয় সেবক প্রধান।
তাঁহারা সে জ্ঞাতা নিত্যানন্দের আখ্যান॥২৫৯
তবে যে দেখহ দ্বন্দ্ব অন্যোন্যে বাজে।
রঙ্গ করে কৃষ্ণচন্দ্র—কেহো নাহি বুঝে॥
ইহাতে যে এক বৈষ্ণবের পক্ষ লয়।
আর বৈষ্ণবেরে নিন্দে সেই যায় ক্ষয়॥২৬০॥
সর্ব্বভাবে ভজে কৃষ্ণ, কারে যে না নিন্দে।
সেই সব গণ পায় বৈষ্ণবের বৃন্দে॥

অদ্বৈত-চরণে মোর এই নমস্কার।
তান প্রিয় তাহে মতি রহুক আমার॥২৬১॥
সর্ব্ব-গোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলেই মধ্যখণ্ড ভক্তি লভ্য হয়॥
অদ্বৈতের পক্ষ লৈয়া নিন্দে গদাধর।
সে পাপিষ্ঠ কভু নহে অদ্বৈত-কিঙ্কর॥ ২৬২॥
চৈতন্য-চন্দ্রের কথা অমৃত-মধুর।
সকল জীবের মনে বাড়ুক প্রচুর॥
শুনিলে চৈতন্য-কথা যার হয় সুখ।
সে অবশ্য দেখিবেক চৈতন্য-শ্রীমুখ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ২৬৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে নগরকীর্ত্তনাদি-বর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

জয় জয় জয় গৌর-সিংহ মহাধীর।
জয় জয় শিষ্ট-পাল, জয় দুষ্ট-বীর॥
জয় জগন্নাথ-পুত্র শ্রীশচীনন্দন।
জয় জয় জয় পুণ্য-শ্রবণ-কীর্ত্তন॥ ১॥

না: তন্নিমিত্ত সর্ব্ব শাস্ত্রে ভক্তগণের সেবা করিবার কথা উপদেশ দিয়াছেন।

২৫৬। "অংশ-অধিকারী" = ভগবানের অংশ উঁহাতে আছে।

২৫৮। "কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণ" = কৃষ্ণ-বলরাম।

২৫৯। "নিত্যানন্দ... ....শক্তি" = একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুই শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সর্ব্ব প্রকারে ভক্তি করিবার শক্তি ধারণ করেন; এরূপ ভাবে ভক্তি করিবার শক্তি আর কাহারও নাই।

"আখ্যান" = মহামহিমময় বৃত্তান্ত।

২৬১। "সেই······বৃন্দে" = সেই সমস্ত ব্যক্তি বৈষ্ণব-সমাজে বৈষ্ণব-রূপে স্থান লাভ করিতে পান অর্থাৎ তাঁহারা বৈষ্ণবের দল-ভুক্ত হইয়া যান।

১। "পুণ্য-শ্রবণ-কীর্ত্তন" = যাঁহার গুণ, নাম, লীলা, যশ প্রভৃতি কীর্ত্তন ও শ্রবণ করা পরম পবিত্রকর।

জয় জয় শ্রীজগদানন্দের জীবন।
জয় হরিদাস-কাশীশ্বর-প্রাণধন ॥
জয় কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু সর্ব্ব-তাত।
যে বলে তোমারে 'প্রভু', তার হও নাথ ॥২॥
হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর-রায়।
বিদিত কীর্ত্তন প্রভু করয়ে সদায় ॥
হেন সে হইলা প্রভু হরি-সঙ্কীর্ত্তনে।
'নাম'-শ্রুতি-মাত্র প্রভু পড়ে যে-তে স্থানে ॥৩
কি নগরে, কি চত্বরে, কিবা জলে, বনে।
নিরবধি অশ্রু-ধারা বহে শ্রীনয়নে ॥
আপ্তগণে রক্ষিয়া বুলেন নিরন্তর।
ভক্তিরসময় হইলেন বিশ্বম্ভর ॥ ৪ ॥
কেহো মাত্র কোনোরূপে যদি বলে 'হরি'।
শুনিলেই পড়ে প্রভু আপনা পাসরি ॥
মহা-কম্প-অশ্রু হয়, পুলক সর্ব্বাঙ্গে।
গড়াগড়ি যায়েন নগরে মহারঙ্গে ॥ ৫ ॥
যে আবেশ দেখিলে ব্রহ্মাদি ধন্য হয়।
তাহা দেখে নদীয়ার লোক-সমুচ্চয় ॥
শেষে অতি মূর্চ্ছা দেখি মিলি সর্ব্ব দাসে।
আলগ করিয়া নিয়া চলেন আবাসে ॥ ৬ ॥
তবে দ্বার দিয়া সে করেন সঙ্কীর্ত্তন।
সে সুখে পূর্ণিত হয় অনন্ত ভুবন ॥
যত সব ভাব হয়—অকথ্য সকল।
হেন নাহি বুঝি প্রভু কি রসে বিহ্বল ॥ ৭ ॥
ক্ষণে বলে—"মুই সেই মদনগোপাল।"
ক্ষণে বলে—"মুই কৃষ্ণ-দাস সর্ব্ব-কাল ॥"
'গোপী গোপী গোপী' মাত্র কোনো দিন জপে
শুনিলে কৃষ্ণের নাম জ্বলে মহাকোপে ॥ ৮ ॥
কোথাকার কৃষ্ণ তোর, মহাদস্যু সে।
শঠ ধৃষ্ট কিতব—ভজে বা তারে কে ॥
স্ত্রী-জিত হইয়া কাটে স্ত্রীর নাক কাণ।
লুব্ধকের প্রায় লৈল বালির পরাণ ॥ ৯ ॥
কি কার্য্য আমার সে বা চোরের কথায়।
যে 'কৃষ্ণ' বলয়ে, তারে খেদাড়িয়া যায় ॥
'গোকুল গোকুল' মাত্র বলে ক্ষণে ক্ষণে।
'বৃন্দাবন বৃন্দাবন' বলে কোনো দিনে ॥১০॥

৩। "বিদিত……সদায়" = প্রভু সর্ব্বদাই হরি-সঙ্কীর্ত্তন করেন। তাঁহার কীর্ত্তনের কথা সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইল; তখন সকলেই তাহা জানিতে পারিয়া, প্রতিনিয়তই তৎসম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিল, তাহারই আন্দোলন চলিতে লাগিল।

৪। "চত্বরে" = উঠানে।

"আপ্তগণে………নিরন্তর" = তাঁহার নিজ জন অর্থাৎ পরিকরগণ তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদাই কাছে কাছে থাকেন।

৭। "অকথ্য সকল" = যে সমস্ত কেহ বর্ণনা করিতে পারে না।

৯। "মহাদস্যু সে" = সে হৃদয়াভ্যন্তরে ডাকাতি করিয়া চিত্ত হরণ করিয়া লইয়া গিয়া ভীষণ মনঃকষ্ট দেয়, যাহা অন্য কোনও ডাকাইতে পারে না।

"শঠ" = প্রবঞ্চক।

"ধৃষ্ট" = নির্লজ্জ; লম্পট। "কিতব" = কপট।

"স্ত্রী-জিত……..কাণ" = স্ত্রী-জিত অর্থাৎ স্ত্রীর বশীভূত হইয়া—স্ত্রীর কথা শুনিয়া সোণার হরিণকে ধরিতে যাইয়াই শ্রীরামচন্দ্রকে রাবণ-ভগ্নী সূর্পণখার নাক ও কাণ কাটিতে হইয়াছিল।

"লুব্ধকের………পরাণ" = ব্যাধ যেরূপে হরিণ মারে, সেইরূপে বালি বধ করিল। ইহা রামাবতারের কথা।

'মথুরা মথুরা' কোনো দিন বলে সুখে।
কোনো দিন পৃথিবীতে নখে অঙ্ক লেখে ॥
ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে ত্রিভঙ্গ-আকৃতি।
চাহিয়া রোদন করে, ভাসে সব ক্ষিতি ॥ ১১ ॥
ক্ষণে বলে "ভাই-সব! বড় দেখি বন।
পালে পালে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকের গণ ॥
দিবসেরে বলে রাতি, রাত্রিরে দিবস।
এইমত প্রভু হইলেন ভক্তি-বশ ॥ ১২ ॥
প্রভুর আবেশ দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ।
অন্যোন্যে গলা ধরি করেন ক্রন্দন ॥
যে আবেশ দেখিতে ব্রহ্মার অভিলাষ।
সুখে তাহা দেখে যত বৈষ্ণবের দাস ॥ ১৩ ॥
ছাড়িয়া আপন-বাস প্রভু বিশ্বম্ভর।
বৈষ্ণব-সবের ঘরে থাকে নিরন্তর ॥
বাহ্য-চেষ্টা ঠাকুর করেন কোনো ক্ষণে।
সে কেবল জননীর সন্তোষ-কারণে ॥ ১৪ ॥
সুখময় হইলেন সর্ব্ব ভক্তগণ।
বিনি ঠাকুরেও সবে করেন কীর্ত্তন ॥
নিত্যানন্দ মত্ত-সিংহ সর্ব্ব নদীয়ায়।
ঘরে ঘরে বুলে প্রভু অনন্ত লীলায় ॥ ১৫ ॥
প্রভু-সঙ্গে গদাধর থাকেন সর্ব্বথা।
অদ্বৈত লইয়া সর্ব্ব বৈষ্ণবের কথা ॥

এক দিন অদ্বৈত নাচেন গোপী-ভাবে।
কীর্ত্তন করেন সবে মহা-অনুরাগে ॥ ১৬ ॥
আর্ত্তি করি নাচয়ে অদ্বৈত-মহাশয়।
পুনঃপুনঃ দন্তে তৃণ করিয়া পড়য় ॥
গড়াগড়ি যায়েন অদ্বৈত প্রেমরসে।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ গায়েন উল্লাসে ॥ ১৭ ॥
দুই প্রহরেও নৃত্য নহে সম্বরণ।
শ্রান্ত হইলেন সব ভাগবতগণ ॥
সবে মেলি আচার্য্যেরে স্থির করাইয়া।
বসিলেন চতুর্দ্দিকে আচার্য্যে বেড়িয়া ॥ ১৮ ॥
কিছু স্থির হৈয়া যদি আচার্য্য বসিলা।
শ্রীবাস, রামাই-আদি তবে স্নানে গেলা ॥
আর্ত্তিযোগ অদ্বৈতের পুনঃপুনঃ বাড়ে।
একেশ্বর শ্রীবাস-অঙ্গনে গড়ি পাড়ে ॥ ১৯ ॥
কার্য্যান্তরে নিজ-গৃহে ছিলা বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতের আর্ত্তি চিত্তে হইল গোচর ॥
ভক্ত-আর্ত্তি-পূর্ণকারী সদানন্দ-রায়।
আইলা অদ্বৈত যথা গড়াগড়ি যায় ॥ ২০ ॥
অদ্বৈতের আর্ত্তি দেখি ধরি তাঁর করে।
দ্বার দিয়া বসিলেন গিয়া বিষ্ণু-ঘরে ॥
হাসিয়া ঠাকুর বলে "শুনহ আচার্য্য।
কি তোমার ইচ্ছা, বল, কিবা চাহ কার্য্য" ॥ ২১

১১। "অঙ্ক লেখে" = আঁচড় দেয়; দাগ কাটে।
"লেখে ত্রিভঙ্গ-আকৃতি" = ত্রিভঙ্গ-মূর্ত্তি অঙ্কন করে।
"চাহিয়া" = সেই ত্রিভঙ্গ-মূর্ত্তির দিকে দেখিয়া।
১২। "এইমত........বশ" = ভক্তির প্রভাবে মহাপ্রভুর এইরূপ বিকার-ভাবাপন্ন দশা হইল।
১৪। "আপন-বাস" = নিজের বাড়ী।
"বাহ্য-চেষ্টা" = স্নান, আহার প্রভৃতি বাহ্য-দেহের কার্য্য সকল।
১৫। "বিনি......কীর্ত্তন"—মহাপ্রভু যখন না থাকেন, তখনও সকলে কীর্ত্তন করেন।
১৯। "একেশ্বর .....পাড়ে" = একাই শ্রীবাস-অঙ্গনে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন।
২০। "ভক্ত-আর্ত্তি-পূর্ণকারী" = ভক্ত যে পাদপদ্ম-দর্শনের নিমিত্ত ছট্‌ফট্ করেন—ব্যাকুল হন, ভক্তের সেই আকাঙ্ক্ষা যিনি পূর্ণ করেন।

অদ্বৈত বলয়ে "তুমি সর্ব্ববেদ-সার।
তোমারেই চাহোঁ প্রভু! কি চাহিব আর॥"
হাসি বলে প্রভু "আমি এই ত সাক্ষাৎ।
আর কি আমারে চাহ, বল ত আমাত" ॥২২
অদ্বৈত বলয়ে "প্রভু! কহিলা সুসত্য।
এই তুমি প্রভু—সর্ব্ব-বেদান্তের তত্ত্ব॥
তথাপিহ বিভব দেখিতে কিছু চাই।"
প্রভু বলে "কিবা ইচ্ছা বল মোর ঠাঁই" ॥২৩
অদ্বৈত বলয়ে "প্রভু! পূর্ব্বে অর্জ্জুনেরে।
যাহা দেখাইলে, তাহা ইচ্ছা বড় ধরে॥"
বলিতে অদ্বৈত মাত্র দেখে এক রথ।
চতুর্দ্দিকে সৈন্য দেখে মহা-যুদ্ধ-পথ॥ ২৪॥
রথের উপরে দেখে শ্যামল-সুন্দর।
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-রূপ দেখে সেই ক্ষণে।
চন্দ্র সূর্য্য সিন্ধু গিরি নদী উপবনে॥ ২৫॥
কোটি চক্ষু বাহু মুখ দেখে পুনঃপুন।
সম্মুখে দেখয়ে স্তুতি করয়ে অর্জ্জুন॥
মহা অগ্নি যেন জ্বলে সকল বদনে।
পোড়ে যত পাষণ্ড-পতঙ্গ দুষ্টগণে॥ ২৬॥
যে পাপিষ্ঠ পর নিন্দে পরদ্রোহ করে।
চৈতন্যের মুখাগ্নিতে সেই পুড়ি মরে॥
এ রূপ দেখিতে অন্য কারো শক্তি নাই।
প্রভুর কৃপাতে দেখে আচার্য্য-গোসাঁই॥
প্রেম-সুখে অদ্বৈত কান্দেন অনুরাগে।
দন্তে তৃণ করি পুনঃপুনঃ দাস্য মাগে ॥২৭॥
পরম আনন্দে প্রভু নিত্যানন্দ-রায়।
পর্য্যটন-সুখে ভ্রমে সর্ব্ব নদীয়ায়॥
প্রভুর প্রকাশ সব জানে নিত্যানন্দ।
জানিলেন—হইয়াছেন প্রভু বিশ্ব-অঙ্গ॥ ২৮।
সত্বরে আইলা যথা আছেন ঠাকুর।
বিষ্ণুগৃহ-দ্বারে গিয়া গর্জ্জেন প্রচুর॥
নিত্যানন্দ-আগমন জানি বিশ্বম্ভর।
দ্বার ঘুচাইয়া প্রভু লইলা ভিতর॥ ২৯॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-রূপ নিত্যানন্দ দেখি।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা বুজি আঁখি॥
প্রভু বলে "উঠ নিত্যানন্দ! মোর প্রাণ।
তুমি সে জানহ মোর সকল আখ্যান ॥৩০॥
যে তোমারে প্রীত করে, মুই সত্য তার।
তোমা বই প্রিয়তম নাহিক আমার॥
তুমি আর অদ্বৈতে যে করে ভেদ-বুদ্ধি।
ভালমতে না জানে সে অবতার-শুদ্ধি" ॥৩১॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত দেখিয়া বিশ্বরায়।
আনন্দে কান্দিয়া বিষ্ণু-গৃহে গড়ি যায়॥

"সদানন্দ-রায়" = নিত্য পরমানন্দময়।

২৩। "বিভব" = ঐশ্বর্য্য।

২৪। "পূর্ব্বে......ধরে" = দ্বাপর-যুগে শ্রীঅর্জ্জুন-মহাশয়কে যে অপূর্ব্ব 'বিশ্বরূপ' দেখাইয়াছিলে, তাহাই দেখিবার জন্য বড় ইচ্ছা হয়।

২৫। "অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-রূপ" = অর্জ্জুনকে যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডময়-রূপ দেখাইয়াছিলে, সেই বিশ্বরূপ।

২৬। "কোটি.....পুনঃপুন" = তদীয়াভ্যন্তরে কোটী কোটী দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষ, নর, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি অবস্থান করিতেছে, ইহা পুনঃপুনঃ দেখিতে পাইলেন।

২৮। "বিশ্ব-অঙ্গ" = বিশ্বরূপ।

৩১। "অবতার-শুদ্ধি" = অবতারের তত্ত্ব ও মহিমা।

৩২। "বিশ্বরায়" = বিশ্বব্রহ্মাণ্ডাধিপতি শ্রীগৌরচন্দ্র।

হুঙ্কার গর্জ্জন করে শ্রীশচীনন্দন।
'দেখ দেখ' করি প্রভু ডাকে ঘনেঘন ॥ ৩২ ॥
'প্রভু প্রভু' করি স্তুতি করে দুই জন।
বিশ্বমূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দময় মন ॥
এ সব কৌতুক হয় শ্রীবাস-মন্দিরে।
তথাপি দেখিতে শক্তি অন্যে নাহি ধরে ॥৩৩ ॥
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।
ইহা যে না মানয়ে, সে দুষ্কৃতী সর্ব্বথা ॥
'সর্ব্ব-মহেশ্বর গৌরচন্দ্র'—যে না বলে।
বৈষ্ণবের অদৃশ্য সে পাপী সর্ব্ব-কালে ॥ ৩৪ ॥
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এই সে ভরসা আমি ধরিয়ে অন্তর ॥
নবদ্বীপ হেন সব প্রকাশের স্থান।
তথাপিহ ভক্ত বহি না জানয়ে আন ॥ ৩৫ ॥
ভক্তিযোগ ভক্তিযোগ ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণনাম-স্মরণ ক্রন্দন ॥
'কৃষ্ণ' বলি কান্দিলে সে কৃষ্ণ-নাথ মিলে।
ধনে কুলে কিছু নহে—কৃষ্ণ না ভজিলে ॥৩৬॥
মধ্যখণ্ড-কথা বড় অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর পাষণ্ড ॥
দুই ঠাকুরের বিশ্বরূপ-দরশন।
ইহা যে শুনয়ে তারে মিলে কৃষ্ণ-ধন ॥ ৩৭ ॥
ক্ষণেকে সকল সম্বরিয়া গৌরচন্দ্র।
চলিলেন নিজ-গৃহে লই ভক্তবৃন্দ ॥
বিশ্বরূপ দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
কাহারো নাহিক বাহ্য—পরম-আনন্দ ॥৩৮॥
বিভব-দর্শন-সুখে মত্ত দুই জন।
ধূলায় যায়েন গড়ি সকল অঙ্গন ॥
কেহো নাচে, কেহো গায় দিয়া করতালী।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুলে দুই মহাবলী ॥ ৩৯ ॥
এইমত দুই জনে মহা-কুতূহলী।
শেষে দুই জনেতে বাজিল গালাগালী ॥
অদ্বৈত বলয়ে "অবধূত মাতালিয়া।
এথা কোন্ জন তোকে আনিল ডাকিয়া ॥৪০
দুয়ার ভাঙ্গিয়া আসি সান্তাইলি কেনে।
'সন্ন্যাসী' করিয়া তোরে বলে কোন্ জনে ॥
হেন জাতি নাহি, না খাইলা যার ঘরে।
'জাতি আছে' হেন কোন্ জনে বলে তোরে ॥
বৈষ্ণব-সভায় কেনে মহা-মাতোয়াল।
ঝাট নাহি পলাইলে, নহিবেক ভাল" ॥ ৪১ ॥

৩৩। "বিশ্বমূর্ত্তি" = বিশ্বরূপ।

৩৪। "বৈষ্ণবের............কালে" = বৈষ্ণবগণ কখনও তাহার মুখ দর্শন করেন না।

৩৬। "ভক্তি এই... .....ক্রন্দন" = কৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন করা, কৃষ্ণের লীলা স্মরণ করা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ক্রন্দন করা—এই সবই হইতেছে ভক্তি।

৩৭। "দুই ঠাকুরের" = শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর।

৪০-৪১। "এথা... . কেনে" = ভক্ত না ডাকিলেও শ্রীভগবান্ আসিয়া জোর করিয়া ভক্তের গৃহে প্রবেশ করেন। এতদ্দ্বারা নিত্যানন্দ-প্রভু যে শ্রীভগবান্, তাহাই প্রকারান্তরে বলিয়া দিলেন।

৪১। "হেন.... তোরে" = এতদ্দ্বারা নিন্দাচ্ছলে স্তুতি দ্বারা শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব বলিতেছেন। যে তাঁহারে ভক্তি করে, তিনি তাহারই ঘরে খাইয়া থাকেন, ইহাতে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভেদ নাই। এরূপ নিরপেক্ষ, এরূপ পক্ষপাত-শূন্য, একমাত্র ভগবান্ ব্যতীত আর কে হইতে পারেন? অতএব, এতদ্দ্বারা শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু যে ভগবান্, তাহাই ব্যক্ত করিলেন। তার পর, যিনি সকল জাতির

নিত্যানন্দ বলে "আরে নাড়া! বসি থাক।
কিলাইয়া পাড়োঁ পাছে দেখাই প্রতাপ ॥
আরে বুড়া বামন! তোমার ভয় নাই।
আমি অবধূত মত্ত—ঠাকুরের ভাই ॥ ৪২ ॥
স্ত্রীয়ে পুত্রে গৃহে তুমি পরম সংসারী।
পরমহংসের পথে আমি অধিকারী ॥
আমি মারিলেও কিছু বলি'তে না পার।
আমা-সনে তুমি অকারণে গর্ব্ব কর ॥"
শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি-হেন জ্বলে।
দিগম্বর হইয়া অশেষ মন্দ বলে ॥ ৪৩ ॥
"মৎস্য খাও, মাংস খাও, কেমত সন্ন্যাসী।
বস্ত্র এড়িলাম আমি এই দিগ্‌বাসী ॥

কোথা মাতা-পিতা, কোন্ দেশে বা বসতি।
কে জানয়ে ইহ', সে বলুক দেখি ইথি ॥ ৪৪ ॥
এক চোরা আসিয়া এতেক করে পাক।
খাইমু শুষিমু সংহারিমু সব থাক ॥
তারে বলি 'সন্ন্যাসী', যে কিছু নাহি চায়।
বোলায় 'সন্ন্যাসী', দিনে তিনবার খায় ॥৪৫॥
শ্রীনিবাস-পণ্ডিতের মূলে জাতি নাই।
কোথাকার অবধূতে আনি দিলা ঠাঁই ॥
অবধূত করিব সকল জাতি নাশ।
কোথা হৈতে মদ্যপের হৈল পরকাশ ॥"
কৃষ্ণপ্রেম-সুধারসে মত্ত দুই জন।
অন্যোন্যে কলহ করয়ে সর্ব্বক্ষণ ॥ ৪৬ ॥

ভাত খাইলেন, তাঁহার আর জাতি রহিল কোথায়? এতদ্দ্বারা বলা হইতেছে, তুমি জাতির অতীত অর্থাৎ সর্ব্ব বর্ণের অতীত শ্রীভগবান্।

"বৈষ্ণব······মাতোয়াল" = ইহাতে নিন্দাচ্ছলে স্তুতি করা হইতেছে। বৈষ্ণব না হইলে ত বৈষ্ণব-সভায় কেহ কখনও মিশিতে পারে না। কিন্তু তুমি হইলে মহা-মাতাল, তুমি বৈষ্ণব-সভায় কেন? এতদ্দ্বারা ইহা বুঝাইতেছেন যে, তিনি পূর্ব্ব হইতেই বৈষ্ণব-সভায় মিশিয়া রহিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে চৈতন্য-প্রেমেরই মহা-মাতাল বলা হইল।

৪২। "ঠাকুরের" = শ্রীগৌরাঙ্গের।

৪৩। "স্ত্রীয়ে পুত্রে গৃহে" = স্ত্রী-পুত্র ঘর-বাড়ী লইয়া। "পরমহংসের" = সন্ন্যাসীর।

"মন্দ বলে" = গালি দেয়।

৪৪। "মৎস্য········ সন্ন্যাসী" = ইহা হইতেছে মিথ্যা বিদ্রূপ উক্তি। লোকে যেমন মিছামিছি ঠাট্টা তামাসা করিয়া বলে, ওঃ! মাছ মাংস খেয়ে মেরে দিচ্ছ, তুমি ত খুব সন্ন্যাসী দেখ্‌ছি! ইহাও তদ্রূপ বিদ্রূপোক্তি মাত্র, কিন্তু ইহা মূলে কিছুই না।

"দিগ্‌বাসী" = উলঙ্গ।

"কোথা········বসতি" = শ্রীনিত্যানন্দ হইলেন ঈশ্বর, সুতরাং মূলে তাঁহার জন্মই নাই, তা পিতা-মাতা থাকিবে কিরূপে; তাই তাঁহার এক নাম হইল অজ। আর তিনি হইলেন সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং তাঁহার বাসস্থান বা বাড়ী কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় হইতে পারে না। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু এইরূপে নিন্দাচ্ছলে নিত্যানন্দের তত্ত্ব ব্যক্ত করিলেন।

৪৫। "এক·········পাক" = ইহা মহাপ্রভুর উদ্দেশে বলিলেন। তিনি 'চোর', কেন না তিনি মন চুরি করেন, যাহা আর কেহ করিতে পারে না; তা ছাড়া কৃষ্ণাবতারে ননী চুরি করা ত আছেই। 'চোরা' শব্দ দ্বারা মহাপ্রভুই যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহাই সঙ্কেতে বলা হইল।

"এতেক করে পাক" = এত কাণ্ড করিতেছে।

"সব = সমস্তই। "থাক" = এই দেখ না।

৪৬। "শ্রীনিবাস ·········নাই" = এতদ্দ্বারা নিন্দাচ্ছলে স্তুতি করা হইল। তিনি মূলে ত হচ্ছেন ভগবৎ-পার্ষদ, সুতরাং তাঁহার আবার জাতি কি?

ইথে একজনের হৈয়া পক্ষ করে যে।
অন্য জনে নিন্দা করে ক্ষয় যায় সে॥
হেন প্রেম-কলহের মর্ম্ম না জানিয়া।
এক নিন্দে, আর বন্দে, সে মরে পুড়িয়া ॥৪৭॥
অদ্বৈতের পক্ষ হৈয়া নিন্দে গদাধর।
সে অধম কভু নহে অদ্বৈত-কিঙ্কর॥
ঈশ্বরে সে ঈশ্বরের কলহের পাত্র।
কে বুঝিবে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের লীলা মাত্র॥
সকল বৈষ্ণব প্রতি অভেদ দেখিয়া।
যে কৃষ্ণ-চরণ ভজে সে যায় তরিয়া॥ ৪৮॥
ভক্ত-গোষ্ঠী-সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়।
বিষ্ণু আর বৈষ্ণব সমান দুই হয়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ-যুগে গান॥ ৪৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে বিশ্বরূপ-দর্শনাদি-বর্ণনং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

জয় জয় সর্ব্ব-লোক-নাথ গৌরচন্দ্র।
জয় দেব-ধর্ম্ম-বিপ্র-সন্ন্যাসি-মহেন্দ্র॥
জয় শচী-গর্ভ-রত্ন কারুণ্য-সাগর।
জয় নিত্যানন্দ-প্রভু, জয় বিশ্বম্ভর॥ ১॥
ভক্ত-গোষ্ঠী-সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়।
মধ্যখণ্ড-কথা ভক্তি-রসের নিধান।
নবদ্বীপে যে ক্রীড়া করিলা সর্ব্ব-প্রাণ॥ ২॥
নিরবধি করে প্রভু হরি-সঙ্কীর্ত্তন।
আপন ঐশ্বর্য্য প্রকাশয়ে সর্ব্ব-ক্ষণ॥
নৃত্য করে মহাপ্রভু নিজ-নামাবেশে।
হুঙ্কার করিয়া মহা অট্ট অট্ট হাসে॥ ৩॥
প্রেম-রসে নিরবধি গড়াগড়ি যায়।
ব্রহ্মার বন্দিত অঙ্গ পূর্ণিত ধূলায়॥
প্রভুর আনন্দ-আবেশের নাহি অন্ত।
নয়ন ভরিয়া দেখে সব ভাগ্যবন্ত॥ ৪॥
বাহ্য হৈলে বৈসে সব ভাগবত লৈয়া।
কোনো দিন গঙ্গাজলে বিহরয়ে গিয়া॥
কোনো দিন নৃত্য করি বসেন অঙ্গনে।
ঘরে স্নান করায়েন সর্ব্ব ভক্তগণে॥ ৫॥
যতক্ষণ প্রভুর আনন্দ-নৃত্য হয়।
ততক্ষণ 'দুঃখী' পুণ্যবতী জল বয়॥
ক্ষণেক দেখয়ে নৃত্য সজল-নয়ানে।
পুনঃপুনঃ গঙ্গাজল বহি বহি আনে॥ ৬॥

এতদ্দ্বারা শ্রীবাস-পণ্ডিত যে শ্রীভগবৎ-পার্ষদ, তাহাই সঙ্কেতে ব্যক্ত করিলেন।

৪৭। "হেন ....বন্দে"=এই কলহ যে প্রকৃত কলহ নহে অর্থাৎ ইহা যে প্রীতির কলহ মাত্র, ইহা যে নিন্দাচ্ছলে স্তুতি, তাহা বুঝিতে না পারিয়া যে এক জনের নিন্দা করে ও আর এক জনের বন্দনা করে।

৪৮। "ঈশ্বরে........মাত্র"—ঈশ্বরই ঈশ্বরের সঙ্গে কলহ করিবার যোগ্য, ঈশ্বরের সঙ্গে কলহ করিতে আর কে সমর্থ হইবে? শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুও ঈশ্বর, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুও ঈশ্বর; তাই এরূপ কলহ তাঁহাদের পক্ষেই সম্ভবে। এ সমস্তই কৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তগণের খেলা মাত্র; ইহা বুঝিতে পারে, এমন ক্ষমতা কার আছে?

"সকল......দেখিয়া"=সব বৈষ্ণবকেই সমান জ্ঞান করিয়া।

২। "সর্ব্ব-প্রাণ"=সকলের জীবন-ধন শ্রীগৌরাঙ্গ।

সারি করি চতুর্দ্দিকে এড়ে কুম্ভগণ।
দেখিয়া সন্তোষ বড় শ্রীশচীনন্দন ॥
শ্রীবাসের স্থানে প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে।
"প্রতিদিন গঙ্গাজল আনে কোন্ জনে" ॥ ৭ ॥
শ্রীবাস বলয়ে "প্রভু 'দুঃখী' বহি আনে।"
প্রভু বলে 'সুখী' করি বোল সর্ব্ব-জনে ॥
এ জনের 'দুঃখী'-নাম কভু যোগ্য নয়।
সর্ব্বকাল 'সুখী'—হেন মোর চিত্তে লয়" ॥৮॥
এতেক কারুণ্য শুনি প্রভুর শ্রীমুখে।
কান্দিতে লাগিলা ভক্তগণ প্রেম-সুখে ॥
সবে 'সুখী' বলিলেন প্রভুর আজ্ঞায়।
দাসী-বুদ্ধি শ্রীবাস না করে সর্ব্বথায় ॥ ৯ ॥
প্রেম-যোগে সেবা সে করিলে কৃষ্ণ পাই।
মাথা মুড়াইলে যম-দণ্ড না এড়াই ॥
কুলে রূপে ধনে বা বিদ্যায় কিছু নহে।
প্রেম-যোগে ভজিলে সে কৃষ্ণ তুষ্ট হয়ে ॥১০॥
যতেক কহেন তত্ত্ব বেদে ভাগবতে।
সব দেখায়েন গৌরসুন্দর সাক্ষাতে ॥
দাসী হই যে প্রসাদ দুঃখীরে হইল।
বৃথা-অভিমানি-সব তাহা না দেখিল ॥ ১১ ॥
কি কহিব শ্রীবাসের ভাগ্যের মহিমা।
যার দাস-দাসীর ভাগ্যের নাহি সীমা ॥
এক দিন নাচে প্রভু শ্রীবাস-মন্দিরে।
সুখেতে শ্রীবাস-আদি সঙ্কীর্ত্তন করে ॥ ১২ ॥

দৈবে ব্যাধি-যোগে গৃহে শ্রীবাস-নন্দন।
পরলোক হইলেন দেখে নারীগণ ॥
আনন্দে করেন নৃত্য শ্রীশচীনন্দন।
আচম্বিতে শ্রীবাস-গৃহে উঠিল ক্রন্দন ॥ ১৩॥
সত্বরে আইলা গৃহে পণ্ডিত শ্রীবাস।
দেখে পুত্র হইয়াছে পরলোক-বাস ॥
পরম গম্ভীর ভক্ত মহা-তত্ত্বজ্ঞানী।
স্ত্রীগণেরে প্রবোধিতে লাগিলা আপনি ॥১৪॥
"তোমরা তো সব জান কৃষ্ণের মহিমা।
সম্বর রোদন সবে, চিত্তে দেহ ক্ষমা ॥
অন্তকালে সকৃৎ শুনিলে যাঁর নাম।
অতি মহাপাতকীও যায় কৃষ্ণ-ধাম ॥ ১৫ ॥
হেন প্রভু আপনে সাক্ষাৎ করে নৃত্য।
গুণ গায় যত তার ব্রহ্মাদিক ভৃত্য ॥
এ সময়ে যাহার হইল পরলোক।
ইহাতে কি জুয়ায় করিতে আর শোক ॥১৬॥
কোনো কালে এ শিশুর ভাগ্য পাই যবে।
কৃতার্থ করিয়া আপনারে মানি তবে ॥
যদি বা সংসার-ধর্ম্মে নার' সম্বরিতে।
বিলম্বে কান্দিহ যার যেই লয় চিত্তে ॥ ১৭॥
অন্য কেহো এ আখ্যান যেন না শুনয়।
পাছে ঠাকুরের নৃত্য-সুখ ভঙ্গ হয় ॥
কলরব শুনি যদি প্রভু বাহ্য পায়।
তবে ত গঙ্গায় প্রবেশিমু সর্ব্বথায়" ॥ ১৮ ॥

৫। "ভাগবত" = বৈষ্ণব।
৬। "দুঃখী" = ইনি শ্রীবাস-পণ্ডিতের দাসী।
১৩। "পরলোক হইলেন" = মরিয়া গেলেন।
১৪। "হইয়াছে পরলোক-বাস" = মারা গিয়াছে।
১৫। "চিত্তে দেহ ক্ষমা" = মন হইতে শোক ত্যাগ কর; শোক দমন করিয়া রাখ।
১৬। "জুয়ায়" = উচিত হয়।
১৭। "সংসার-ধর্ম্মে নার সম্বরিতে" = মায়ার বশে দারুণ-শোক-হেতু নিজেকে দমন করিতে না পার; আপনাকে সাম্‌লাইতে না পার।

সবে স্থির হইলেন শ্রীবাস-বচনে।
চলিলেন শ্রীবাস প্রভুর সঙ্কীর্ত্তনে॥
পরানন্দে সঙ্কীর্ত্তন করয়ে শ্রীবাস।
পুনঃপুনঃ বাড়ে আরো বিশেষ উল্লাস॥ ১৯॥
শ্রীনিবাস-পণ্ডিতের এমন মহিমা।
চৈতন্যের পার্ষদের এই গুণ-সীমা॥
স্বানুভাবানন্দে নৃত্য করি গৌরচন্দ্র।
কতক্ষণে রহিলেন লই ভক্ত-বৃন্দ॥ ২০॥
পরস্পর শুনিলেন সর্ব্ব ভক্তগণ।
পণ্ডিতের পুত্রের হৈল বৈকুণ্ঠ-গমন॥
তথাপিহ কেহো কিছু ব্যক্ত নাহি করে।
দুঃখ বড় পাইলেন সবেই অন্তরে॥ ২১॥
সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি শ্রীগৌরসুন্দর।
জিজ্ঞাসেন প্রভু-সর্ব্ব জনের অন্তর॥
প্রভু বলে "আজি মোর চিত্ত কেমন করে।
কোনো দুঃখ হইয়াছে পণ্ডিতের ঘরে"॥ ২২॥
পণ্ডিত বলেন "প্রভু মোর কোন্ দুখ।
যার ঘরে সুপ্রসন্ন তোমার শ্রীমুখ॥"
শেষে আছিলেন যত সকল মহান্ত।
কহিলেন পণ্ডিতের পুত্রের বৃত্তান্ত॥ ২৩॥
সম্ভ্রমে বলয়ে প্রভু—"কহ কতক্ষণ।"
সবে বলে "চারি দণ্ড রজনী যখন॥
তোমার আনন্দ-ভঙ্গ-ভয়ে শ্রীনিবাস।
কাহারেও ইহা নাহি করেন প্রকাশ॥ ২৪॥
পরলোক হইয়াছে আড়াই প্রহর।
এবে আজ্ঞা দেহ কার্য্য করিতে সত্বর॥"
শুনি শ্রীনিবাসের অতি অদ্ভুত কথন।
'গোবিন্দ গোবিন্দ' প্রভু করেন স্মরণ॥ ২৫॥
প্রভু বলে—"হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমতে।"
এত বলি মহাপ্রভু লাগিলা কান্দিতে॥
"পুত্র-শোক না জানিল যে মোহার প্রেমে।
হেন সব সঙ্গ মুই ছাড়িব কেমনে॥"
এত বলি মহাপ্রভু কান্দেন নির্ভর।
ত্যাগ-বাক্য শুনি সবে চিন্তেন অন্তর॥ ২৬॥
নাহি জানি কি প্রমাদ পড়য়ে কখন।
অন্যোন্যে চিন্তয়ে সকল ভক্তগণ॥
"গারিহস্থ ছাড়ি প্রভু করিব সন্ন্যাস।"
সবে ধ্বনি করি কান্দে ছাড়িয়া নিশ্বাস॥ ২৭॥
স্থির হইলেন যদি ঠাকুর দেখিয়া।
সৎকার করিতে শিশু যায়েন লইয়া॥
মৃত-শিশু প্রতি প্রভু বলেন বচন।
"শ্রীবাসের ঘর ছাড়ি যাও কি কারণ"॥২৮॥
শিশু বলে "প্রভু! যেন নির্ব্বন্ধ তোমার।
অন্যথা করিতে শক্তি আছয়ে কাহার॥"

"যার যেই লয় চিত্তে"=যত পার।

২০। "কতক্ষণে রহিলেন"=কিছুক্ষণ পরে থামিলেন।

২২। "জিজ্ঞাসেন........অন্তর"=সর্ব্বান্তর্যামী মহাপ্রভু ভক্তগণের অন্তরের দুঃখ বুঝিতে পারিয়া সকলের কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন।

২৫। "কার্য্য"=সৎকার; অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া; দাহ-কার্য্যাদি।

২৬। "ছাড়িব"=ত্যাগ করিব। এতদ্দ্বারা মহাপ্রভু প্রকারান্তরে সন্ন্যাসের পূর্ব্বাভাষ জ্ঞাপন করিলেন। "ত্যাগ-বাক্য"=মূল গ্রন্থে ইহার ঠিক উপরে যে বলিলেন "হেন সব সঙ্গ মুই ছাড়িব কেমনে", এতদ্দ্বারা তাহাই বুঝাইতেছে।

২৭। "গারিহস্থ"=গার্হস্থ্যাশ্রম; সংসারাশ্রম "ধ্বনি করি"=উচ্চৈঃস্বরে।

২৯। "নির্ব্বন্ধ"=বিধান; নিয়ম; লিখন।

মৃত শিশু উত্তর করয়ে প্রভু-সনে।
পরম অদ্ভুত—শুনে সর্ব্ব ভক্তগণে ॥ ২৯ ॥
শিশু বলে "এ দেহেতে যতেক দিবস।
নির্ব্বন্ধ আছিল, ভুঞ্জিলাম সেই সব ॥
নির্ব্বন্ধ ঘুচিল—আর রহিতে না পারি।
এবে চলিলাম আর নির্ব্বন্ধিত পুরী ॥ ৩০ ॥
কে কাহার বাপ প্রভু! কে কার নন্দন।
সবে আপনার কর্ম্ম করয়ে ভুঞ্জন ॥
যত দিন ভাগ্য ছিল শ্রীবাসের ঘরে।
আছিলাম, এবে চলিলাম অন্য পুরে ॥ ৩১ ॥
সপার্ষদে তোমার চরণে নমস্কার।
অপরাধ না লইহ, বিদায় আমার ॥"
এত বলি নীরব হইল শিশু-কায়।
এমত কৌতুক করে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায় ॥ ৩২ ॥
মৃত-পুত্র-মুখে শুনি অপূর্ব্ব কথন।
আনন্দ-সাগরে ভাসে সব ভক্ত-গণ ॥
পুত্র-শোক-দুঃখ গেল শ্রীবাস-গোষ্ঠীর।
কৃষ্ণ-প্রেমানন্দ-সুখে হইলা অস্থির ॥ ৩৩ ॥
কৃষ্ণ-প্রেমে শ্রীনিবাস গোষ্ঠীর সহিতে।
প্রভুর চরণ ধরি লাগিলা কান্দিতে ॥
"জন্ম জন্ম তুমি পিতা মাতা পুত্র প্রভু।
তোমার চরণ যেন না পাসরি কভু ॥ ৩৪ ॥
যেখানে সেখানে প্রভু কেনে জন্ম নহে।
তোমার চরণে যেন প্রেমভক্তি রহে ॥"
চারি ভাই প্রভুর চরণে কাকু করে।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥ ৩৫ ॥
কৃষ্ণ-প্রেমে চতুর্দ্দিকে উঠিল ক্রন্দন।
কৃষ্ণপ্রেমময় হৈল শ্রীবাস-ভবন ॥
প্রভু বলে "শুন শুন শ্রীবাস-পণ্ডিত।
তুমি ত সকল জান সংসারের রীত ॥ ৩৬ ॥
এ সব সংসার-দুঃখ—তোমার কি দায়।
যে তোমারে দেখে সেহো কভু নাহি পায়।
আমি, নিত্যানন্দ—দুই নন্দন তোমার।
চিত্তে তুমি ব্যথা কিছু না ভাবিহ আর" ॥৩৭॥
শ্রীমুখের পরম-কারুণ্য-বাক্য শুনি।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ করে জয়-ধ্বনি ॥
সর্ব্ব-গণ-সহ প্রভু বালক লইয়া।
চলিলেন গঙ্গা-তীরে কীর্ত্তন করিয়া ॥ ৩৮ ॥
যথোচিত ক্রিয়া করি, করি গঙ্গা-স্নান।
'কৃষ্ণ' বলি সবে গৃহে করিলা পয়ান ॥
প্রভু, ভক্তগণে—সবে গেলা নিজ-ঘর।
শ্রীবাসের গোষ্ঠী-সব হইলা বিহ্বল ॥ ৩৯ ॥
এ সব নিগূঢ় কথা যে করে শ্রবণ।
অবশ্য মিলিব তারে কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥

৩০। "নির্ব্বন্ধিত পুরী" = আমার কর্ম্মফলানুসারে যে স্থান আমার জন্য নিরূপিত হইয়াছে, তথায়।

৩২। "নীরব" = নিঃস্তব্ধ।
"নীরব হইল" = চুপ করিল; নিশ্চল হইল।
"শিশু-কায়" = বালক-দেহ।

৩৬। "সংসারের রীত" = জগতের রীতি বা গতি; সংসারের ধর্ম্ম বা নিয়ম।

৩৭। "এ সব……পায়" = তোমার কথা ত দূরে থাকুক, যে তোমাকে দেখে, সেও পর্য্যন্ত এ সমস্ত সংসার-দুঃখ পায় না অর্থাৎ এরূপ সাংসারিক দুঃখে ক্লেশানুভব করে না বা ইহাতে কিছুমাত্র অভিভূত হয় না। তোমার হৃদয়খানি যে কৃষ্ণপ্রেমে পরিপূর্ণ, উহাতে শোক তাপের ত স্থানই নাই।

৩৮। "বালক" = মৃত শিশু।

৩৯। "যথোচিত ক্রিয়া" = যথাযথ সৎকার-কার্য্য।

শ্রীবাসের চরণে রহুক নমস্কার।
গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ নন্দন যাঁহার ॥ ৪০ ॥
এ সব অদ্ভুত সেই নবদ্বীপে হয়।
তথাপিহ ভক্ত বহি অন্যে না জানয়॥
মধ্যখণ্ডে পরম অপূর্ব্ব সব কথা।
মৃত শিশু তত্ত্ব-জ্ঞান কহিলেন যথা॥ ৪১ ॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
বিহরয়ে সঙ্কীর্ত্তন-সুখে নিরন্তর ॥
প্রেম-রসে প্রভুর সংসার নাহি স্ফুরে।
অন্যের কি দায়, বিষ্ণু পূজিতে না পারে॥৪২॥
স্নান করি বৈসে প্রভু শ্রীবিষ্ণু পূজিতে।
প্রেম-জলে সকল শ্রীঅঙ্গ বস্ত্র তিতে॥
বাহির হইয়া প্রভু সে বস্ত্র ছাড়িয়া।
পুনঃ অন্য বস্ত্র পরি বিষ্ণু পূজে গিয়া॥ ৪৩ ॥
পুনঃ প্রেমানন্দ-জলে তিতে সে বসন।
পুনঃ বাহিরাই অঙ্গ করে প্রক্ষালন ॥
এইমত বস্ত্র পরিবর্ত্ত করে মাত্র।
প্রেমে বিষ্ণু পূজিতে না পারে তিলমাত্র॥৪৪॥
শেষে গদাধর প্রতি বলিলেন বাক্য।
"তুমি বিষ্ণু পূজ, মোর নাহিক সে ভাগ্য॥"
এইমত বৈকুণ্ঠ-নায়ক ভক্তি-রসে।
বিহরয়ে নবদ্বীপে রাত্রিয়ে দিবসে॥ ৪৫ ॥

একদিন শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারি-স্থানে।
কৃপায় তাহান অন্ন মাগিলা আপনে॥
"তোর অন্ন খাইতে আমার ইচ্ছা বড়।
কিছু না করিহ ভয়, বলিলাম দঢ়"॥ ৪৬ ॥
এইমত মহাপ্রভু বলে বারবার।
শুনি শুক্লাম্বর কাকু করেন অপার ॥
"ভিক্ষুক অধম মুই পাপিষ্ঠ গর্হিত।
তুমি ধর্ম্ম সনাতন, মুই সে পতিত॥ ৪৭ ॥
মোরে কোথা দিবে প্রভু! চরণের ছায়া।
কীট-তুল্য নহোঁ প্রভু! মোরে এত মায়া॥"
প্রভু বলে "মায়া হেন না বাসিহ মনে।
বড় ইচ্ছা বসে মোর তোমার রন্ধনে॥ ৪৮ ॥
সত্বরে নৈবেদ্য গিয়া করহ বাসায়।
আজি আমি মধ্যাহ্নে যাইব সর্ব্বথায়॥"
তথাপিহ শুক্লাম্বর ভয় পাই মনে।
যুক্তি জিজ্ঞাসিলেন সকল ভক্তগণে॥ ৪৯ ॥
সবে বলিলেন "তুমি কেনে কর ভয়।
পরমার্থে ঈশ্বরের কেহো ভিন্ন নয়॥
বিশেষে যে জন তানে সর্ব্ব-ভাবে ভজে।
সর্ব্ব-কাল তান অন্ন আপনেই খোঁজে॥ ৫০
দেখ না শূদ্রার পুত্র বিদুরের স্থানে।
অন্ন মাগি খাইলেন স্বভাব-কারণে॥

৪০। "গৌরচন্দ্র……যাঁহার" = গৌর-নিত্যানন্দ স্বেচ্ছায় যাঁহার পুত্র-স্বরূপ হইলেন।

৪২। "প্রেমরসে……পারে" = মহাপ্রভু সর্ব্বদাই প্রেমানন্দে বিভোর, সাংসারিক কোন কার্য্যের কথাই তাঁহার মনে আসে না; অন্য কথা দূরে থাকুক, তিনি বিষ্ণু-পূজাই করিতে পারেন না; ইহার যে কি কারণ, তাহা মূল-গ্রন্থে ইহার পরেই বলিয়াছেন।

৪৭। "পাপিষ্ঠ গর্হিত" = অত্যন্ত ঘৃণিত পাপী।

৪৮। "মোরে এত মায়া" = আমাকে এত কৃপা কেন করিতেছ? এত প্রীতি কেন প্রভু?

"বড় …. ……রন্ধনে" = তোমার হাতের রান্না খে'তে খুব সাধ হয়।

৫০। "পরমার্থে" = পরমার্থ-হিসাবে; ভক্তিভাবে।

"ভিন্ন" = পর।

ভক্ত-স্থানে মাগি খায় প্রভুর স্বভাব।
দেহ গিয়া তুমি বড় করি অনুরাগ ॥ ৫১ ॥
তথাপিহ তুমি যদি ভয় বাস' মনে।
আলগোছে তুমি গিয়া করহ রন্ধনে ॥
বড় ভাগ্য তোমার—এমত কৃপা যারে।"
শুনি বিপ্র হরিষে আইলা নিজ-ঘরে ॥ ৫২ ॥
স্নান করি শুক্লাম্বর অতি সাবধানে।
সুবাসিত জল তপ্ত করিলা আপনে ॥
তণ্ডুল সহিত তবে দিব্য গর্ভথোড়।
আলগোছে দিয়া বিপ্র কৈলা করযোড় ॥ ৫৩
'জয় কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ বনমালী'।
বলিতে লাগিলা শুক্লাম্বর কুতূহলী ॥
সেই ক্ষণে ভক্ত-অন্নে রমা জগন্মাতা।
দৃষ্টিপাত করিলেন মহা-পতিব্রতা ॥ ৫৪ ॥
ততক্ষণে সর্ব্বামৃত হইল সে অন্ন।
স্নান করি প্রভু আসি হৈলা উপসন্ন ॥
সঙ্গে নিত্যানন্দ-আদি আপ্ত কত জন।
তিতা-বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচীনন্দন ॥ ৫৫ ॥
আপনে লইলা অন্ন তান ইচ্ছা পালি।
শুক্লাম্বর দেখিয়া হাসেন কুতূহলী ॥
গঙ্গার অগ্রেতে ঘর গঙ্গার সমীপে।
বিষ্ণু-নিবেদন করিলেন বড় সুখে ॥ ৫৬ ॥
হাসি বসিলেন প্রভু আনন্দ-ভোজনে।
নয়ন ভরিয়া দেখে সব ভৃত্যগণে ॥
ব্রহ্মাদির যজ্ঞ-ভোক্তা শ্রীগৌরসুন্দর।
সেহো ধ্যানে—এইমত সাক্ষাৎ দুষ্কর ॥৫৭॥
হেন প্রভু বলে "জন্ম যাবৎ আমার।
এমত অন্নের স্বাদু নাহি পাই আর ॥
কি গর্ভ-থোড়ের স্বাদু, না পারি কহিতে।
আল্‌গোছে এমত রান্ধিলে কোন্ মতে ॥৫৮॥
তুমি-হেন জন সে আমার বন্ধু কুল।
তুমি-সব লাগি সে আমার আদি মূল ॥"
শুক্লাম্বর প্রতি দেখি কৃপার বৈভব।
কান্দিতে লাগিলা অন্যোন্যে ভক্ত-সব ॥ ৫৯॥
এইমত প্রভু পুনঃপুনঃ আস্বাদিয়া।
করিলেন ভোজন আনন্দ-যুক্ত হৈয়া ॥
যে প্রসাদ পায়েন ভিক্ষুক শুক্লাম্বর।
দেখুক অভক্ত যত পাপী কোটীশ্বর ॥ ৬০ ॥
ধনে জনে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
ভক্তি-রসে বশ কৃষ্ণ সর্ব্ব শাস্ত্রে গাই ॥

৫১। "দেহ গিয়া" = দাওগে।
"অনুরাগ" = প্রীতি ; আদর।
৫৫। "সর্ব্বামৃত" = পূর্ণামৃতময়।
৫৬। "তান ইচ্ছা পালি" = তিনি নিজে ইচ্ছা করিয়া যে বলিয়াছিলেন, তাঁহার সেই ইচ্ছা রক্ষা করিবার জন্য।
৫৭। "ব্রহ্মাদির·····দুষ্কর" = এই গৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণরূপে ব্রহ্মাদি দেবতাগণের যজ্ঞান্ন ভোজন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষ খান নাই, তাঁহাকে ধ্যান দ্বারা খাওয়াইতে হইয়াছিল ; পরন্তু শুক্লাম্বরের মত এইরূপ প্রত্যক্ষ ভোজন করান অতীব দুরূহ—ইহা মহা মহা সৌভাগ্যের কথা বটে, যে সৌভাগ্য দেবতাগণেরও দুর্লভ।
৫৯। "তুমি হেন ··· কুল" = তোমরাই আমার বন্ধু, তোমরাই আমার জাতি কুল সবই।
"তুমি সব·········মূল" = তোমার মত লোকই আমার বন্ধ-মধ্যে পরিগণিত। অপিচ, আমার ত আদি নাই, যেহেতু আমি হইলাম অনাদি, কিন্তু তোমাদের জন্যই আমাকে আদি-বিশিষ্ট হইতে হইল অর্থাৎ জন্মাইতে হইল।

বসিলেন প্রভু প্রেম-ভোজন করিয়া।
তাম্বূল খায়েন কিবা হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৬১ ॥
পত্র লই ভক্তগণ ভাসিলা আনন্দে।
ব্রহ্মা শিব অনন্ত যে পত্র শিরে বন্দে ॥
কি আনন্দ হইল সে ভিক্ষুকের ঘরে।
এমত কৌতুক করে প্রভু বিশ্বম্ভরে ॥ ৬২ ॥
কৃষ্ণ-কথা-প্রসঙ্গ কহিয়া কতক্ষণ।
সেইখানে মহাপ্রভু করিলা শয়ন ॥
ভক্তগণ করিলেন তথাই শয়ন।
তথি মধ্যে অদ্ভুত দেখয়ে একজন ॥ ৬৩ ॥
ঠাকুরের এক শিষ্য শ্রীবিজয় দাস।
সে মহাপুরুষে কিছু দেখিলা প্রকাশ ॥
নবদ্বীপে এমত নাহিক আখরিয়া।
প্রভুরে অনেক পুঁথি দিয়াছে লিখিয়া ॥ ৬৪ ॥
'আখরিয়া বিজয়' করিয়া সবে ঘোষে।
মর্ম্ম নাহি জানে লোক ভক্তি-হীন-দোষে ॥
শয়নে ঠাকুর তান অঙ্গে দিলা হস্ত।
বিজয় দেখেন অতি অপূর্ব্ব সমস্ত ॥ ৬৫ ॥
হেমস্তম্ভ-প্রায় হস্ত দীর্ঘ সুবলন।
পরিপূর্ণ দেখে তঁহি রত্ন-আভরণ ॥
শ্রীরত্নমুদ্রিকা যত অঙ্গুলীর মূলে।
না জানি কি কোটি সূর্য্য চন্দ্র মণি জ্বলে ॥ ৬৬॥
আব্রহ্ম পর্য্যন্ত সব দেখে জ্যোতির্ম্ময়।
হস্ত দেখি পরানন্দ হইলা বিজয় ॥
বিজয় উদ্‌যোগ মাত্র করিলা ডাকিতে।
শ্রীহস্ত দিলেন প্রভু তাহার মুখেতে ॥ ৬৭ ॥
প্রভু বলে "যত দিন মুই থাকোঁ এথা।
তাবৎ কাহারে পাছে কহ এই কথা ॥"
এত বলি হাসে প্রভু বিজয় চাহিয়া।
বিজয় উঠিলা মহা হুঙ্কার করিয়া ॥ ৬৮ ॥
বিজয়ের হুঙ্কারে জাগিলা ভক্তগণ।
ধরেন বিজয়ে তবু না যায় ধারণ ॥
কতক্ষণ উন্মাদ করিয়া মহাশয়।
শেষে হৈলা পরানন্দ-মূৰ্চ্ছিত তন্ময় ॥ ৬৯ ॥
ভক্ত-সব বুঝিলেন বিভব-দর্শন।
সর্ব্ব গণ লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥
সবারে জিজ্ঞাসে প্রভু "কি বল ইহার।
আচম্বিতে বিজয়ের বড় ত হুঙ্কার" ॥ ৭০ ॥
প্রভু বলে "জানিলাঙ গঙ্গার প্রভাব।
বিজয়ের বিশেষ গঙ্গায় অনুরাগ ॥

৬২। "পত্র লই" = প্রভু যে পাতায় ভোজন করিয়াছিলেন, সেই পাতা লইয়া।

৬৪। "ঠাকুরের" = শ্রীবাস-পণ্ডিতের।

"আখরিয়া" = যার হাতের লেখা খুব ভাল।

৬৬। "সুবলন" = সুগঠিত।

"রত্নমুদ্রিকা" = রত্নাঙ্গুরি।

৬৭। "আব্রহ্ম পর্য্যন্ত = ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত।

"উদ্‌যোগ........ডাকিতে" = চেঁচাইতে যাবে এমন সময়।

৬৮। "মুই থাকো এথা" = আমি এই পৃথিবীতে প্রকট থাকি।

"তাবৎ......কথা" = ততদিন যদি কাহাকেও বলিয়া ফেল, তাই তোমাকে নিষেধ ও সাবধান করিয়া দিতেছি।

৬৯। "ধরেন.........ধারণ" = ভক্তগণ তখন বিজয়কে ধরিয়া রাখিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না।

৭০। "কি বল ইহার" = তোমরা ইহার কারণ কি বুঝিতেছ?

নহে, শুক্লাম্বর-গৃহে দেব-অধিষ্ঠান।
কিবা দেখিলেন তাহা—কৃষ্ণ সে প্রমাণ" ॥৭১
এত বলি বিজয়ের অঙ্গে দিয়া হস্ত।
চেতন করিলা, হাসে বৈষ্ণব সমস্ত ॥
উঠিয়াও বিজয় হইল জড়-প্রায়।
সপ্ত দিন ভ্রমিলেন সর্ব্ব নদীয়ায় ॥ ৭২ ॥
না আহার, না নিদ্রা—রহিত দেহ-ধর্ম্ম।
ভ্রমেন বিজয়, কেহো নাহি জানে মর্ম্ম ॥
কতদিনে বাহ্য-চেষ্টা জানিলা বিজয়।
শুক্লাম্বর-গৃহে হেন-সব রঙ্গ হয় ॥ ৭৩ ॥
শুক্লাম্বর-ভাগ্য বলিবার শক্তি কার।
গৌরচন্দ্র অন্ন-পরিগ্রহ কৈলা যাঁর ॥
এইমত ভাগ্যবন্ত শুক্লাম্বর-ঘরে।
গোষ্ঠীর সহিত গৌরসুন্দর বিহরে ॥ ৭৪ ॥
বিজয়েরে কৃপা, শুক্লাম্বরান্ন-ভোজন।
ইহার শ্রবণ-মাত্র মিলে ভক্তি-ধন ॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
সর্ব্ব-দেব-বন্দ্য লীলা করে নিরন্তর ॥ ৭৫ ॥
এইমত প্রতি বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে।
প্রতিদিন নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে ॥
নিরবধি প্রেম-রসে শরীর বিহ্বল।
'ভাব' নামে যত, তাহা প্রকাশে সকল ॥ ৭৬ ॥

মৎস্য কূর্ম্ম নরসিংহ বরাহ বামন।
রঘুসিংহ বৌদ্ধ কল্কি শ্রীনন্দনন্দন ॥
এইমত যত অবতার সে সকল।
সব রূপ হয় প্রভু, করি ভাব-ছল ॥ ৭৭ ॥
এ সকল ভাব হই, লুকায় তখনে।
সবে না ঘুচিল 'রাম-ভাব' চিরদিনে ॥
মহামত্ত হৈলা প্রভু হলধর-ভাবে।
'মদ আন, মদ আন' বলি উচ্চ ডাকে ॥৭৮
নিত্যানন্দ জানেন প্রভুর সমীহিত।
ঘট ভরি গঙ্গাজল দিলা সাবহিত ॥
হেন সে হুঙ্কার করে, হেন সে গর্জ্জন।
নবদ্বীপ আদি করি কাঁপে ত্রিভুবন ॥ ৭৯ ॥
হেন সে করেন মহা তাণ্ডব প্রচণ্ড।
পৃথিবীতে পড়িলে পৃথিবী হয় খণ্ড ॥
টলমল করে ভূমি ব্রহ্মাণ্ড-সহিতে।
ভয় পায় ভৃত্য-সব সে নৃত্য দেখিতে ॥ ৮০।
বলরাম-বর্ণনা গায়েন সবে গীত।
শুনিয়া হয়েন প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত ॥
আর্য্যা-তর্জ্জা পড়েন পরম-মত্ত-প্রায়।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া সব অঙ্গনে বেড়ায় ॥ ৮১ ॥
কি সৌন্দর্য্য প্রকাশ হইল রাম-ভাবে।
দেখিতে দেখিতে কারো আর্ত্তি নাহি ভাঙ্গে ॥

৭১। "নহে" = তা যদি না হয়, তবে।
"কৃষ্ণ সে প্রমাণ" = কৃষ্ণই তা জানেন।
৭৩। "না আহার......ধর্ম্ম" = স্নান, আহার, নিদ্রা, মলমূত্র-ত্যাগ ইত্যাদি কার্য্য হইতেছে দেহের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। বিজয়ের এই সমস্ত কার্য্য একেবারে লোপ পাইল।
"বাহ্য-চেষ্টা জানিলা" = বাহ্যজ্ঞান পাইলেন।
৭৪। "অন্ন-পরিগ্রহ" = অন্ন-গ্রহণ।

৭৬। "ভাব নামে যত" = অশ্রু, কম্পাদি অষ্ট সাত্ত্বিকভাব-বিকার যা কিছু আছে।
৭৭। "রঘুসিংহ" = শ্রীরামচন্দ্র।
"বৌদ্ধ" = শ্রীবুদ্ধদেব। "করি ভাব-ছল" = ভাবের ছিলা করিয়া; ভাবের ভাণ করিয়া।
৭৮। "রাম-ভাব" = বলরাম-ভাব।
৭৯। "সমীহিত" = অভিপ্রায়; মনোভাব।
"সাবহিত" = সাবধানে। ৮০। "তাণ্ডব" = নৃত্য।

অতি অনির্ব্বচনীয় দেখি মুখ-চন্দ্র।
ঘন ঘন ডাকে 'নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ' ॥ ৮২
কদাচিৎ কখনো প্রভুর বাহ্য হয়।
'প্রাণ যায় মোর'—সবে এই কথা কয় ॥
প্রভু বলে "বাপ কৃষ্ণ রাখিলেন প্রাণ।
মারিলেন দেখি হেন জেঠা বলরাম" ॥ ৮৩।
এতেক বলিয়া প্রভু হেন মূর্চ্ছা যায়।
দেখি ত্রাসে ভক্তগণ কান্দে উচ্চরায় ॥
যেই ক্রীড়া করে প্রভু সেই মহাদ্ভুত।
নানা ভাবে নৃত্য করে জগন্নাথ-সুত ॥ ৮৪ ॥
কখনো বা বিরহ-প্রকাশ হেন হয়।
অকথ্য অদ্ভুত প্রেম-সিন্ধু যেন বয় ॥
হেন সে ডাকিয়া প্রভু করেন রোদন।
শুনিলে বিদীর্ণ হয় অনন্ত ভুবন ॥ ৮৫ ॥
আপনার রসে প্রভু আপনে বিহ্বল।
আপনা পাসরি যেন করেন সকল ॥
পূর্ব্বে যেন গোপী-সব কৃষ্ণের বিরহে।
পায়েন মরণ-ভয় চন্দ্রের উদয়ে ॥ ৮৬ ॥
সেই সব ভাব প্রভু করিয়া স্বীকার।
কান্দেন সবার গলা ধরিয়া অপার ॥
ভাবাবেশে প্রভুর দেখিয়া বিহ্বলতা।
রোদন করেন গৃহে শচী জগন্মাতা ॥ ৮৭ ॥
এইমত প্রভুর অপূর্ব্ব প্রেম-ভক্তি।
মনুষ্য কি তাহা বর্ণিবারে ধরে শক্তি ॥
নানারূপে নাট্য প্রভু করে দিনে দিনে।
যে ভাব প্রকাশ প্রভু করেন যখনে ॥ ৮৮ ॥
এক দিন গোপী-ভাবে জগত-ঈশ্বর।
'বৃন্দাবন' 'গোপী গোপী' বলে নিরন্তর ॥
কোনো যোগে তঁহি এক পড়ুয়া আছিল।
ভাব-মর্ম্ম না জানিয়া সে উত্তর দিল ॥ ৮৯ ॥
"গোপী গোপী কেনে বল নিমাই-পণ্ডিত।
'গোপী গোপী' ছাড়ি 'কৃষ্ণ' বলহ ত্বরিত ॥
কি পুণ্য জন্মিবে 'গোপী গোপী' নাম লৈলে।
'কৃষ্ণনাম লইলে সে পুণ্য'—বেদে বলে" ॥ ৯০
ভিন্ন ভাব প্রভুর—সে অজ্ঞে নাহি বুঝে।
প্রভু বলে "দস্যু কৃষ্ণ কোন্ জন ভজে ॥

৮২। "দেখিতে দেখিতে ...... ভাঙ্গে" = যতই দেখিতেছে, ততই আরও দেখিবার জন্য প্রাণ অধিক অধিক ব্যাকুল হইতেছে।

৮৩। "বাপ......বলরাম" = পিতা কৃষ্ণের যশ-কীর্ত্তন শুনিয়া প্রেমানন্দে তবু প্রাণ যায় নাই, কিন্তু জ্যেঠা বলরামের যশোগান শুনিয়া পরমানন্দে প্রাণ যায় দেখিতেছি।

৮৬। "আপনা পাসরি" = আত্ম-বিস্মৃত হইয়া।

"পূর্ব্বে..................উদয়ে" — অক্রূর আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গেলে, তাঁহার বিরহে গোপীগণ শোকে দুঃখে এত কাতর হইয়াছিলেন ও তাঁহাদের হৃদয়ে এরূপ ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল যে, চন্দ্র উঠিয়াছে দেখিয়া তাঁহাদের এই ভয় হইতে লাগিল, ঐ বুঝি কে আমাদের প্রাণনাথকে আমাদের হৃদয় হইতে বাহির করিয়া লইবার জন্য আসিতেছে, তাহা হইলেই এইবার আমাদের মৃত্যু হইবে। অথবা এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে যে, কৃষ্ণ-বিরহানলে তাঁহাদের হৃদয় এরূপ দগ্ধ হইতেছিল যে, চন্দ্র উদিত হইলে, সেই চন্দ্র-কিরণ তাঁহাদের নিকট এতাদৃশ উত্তপ্ত বোধ হইলে লাগিল যাহাতে তাঁহাদের ভয় হইল এইবার বুঝি আমরা পুড়িয়া মরিব।

৮৭। "সেই......স্বীকার" = সেই সমস্ত ভাবে বিভাবিত হইয়া।

৮৮। "নানারূপে...........যখনে" — এইরূপে

কৃতঘ্ন হইয়া বালি মারে দোষ বিনে।
স্ত্রী-জিত হইয়া কাটে স্ত্রীর নাক কাণে ॥৯১॥
সর্ব্বস্ব লইয়া বলি পাঠায় পাতালে।
কি হইবে আমার, তাহার নাম লৈলে ॥"
এত বলি মহাপ্রভু স্তম্ভ হাতে লৈয়া।
পড়ুয়া মারিতে যায় ভাবাবিষ্ট হৈয়া ॥ ৯২ ॥
আথে-ব্যথে পড়ুয়া উঠিয়া দিল রড়।
পাছে ধায় মহাপ্রভু—বলে 'ধর্ ধর্' ॥
দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ—ঠেঙ্গা হাতে ধায়।
সত্বরে সংশয় মানি পড়ুয়া পলায় ॥ ৯৩ ॥
ভিন্ন ভাবে যায় প্রভু না জানে পড়ুয়া।
প্রাণ লইয়া মহা-ত্রাসে যায় পলাইয়া ॥
আথে-ব্যথে ধাইয়া প্রভুর ভক্তগণ।
আনিলেন ধরিয়া প্রভুরে ততক্ষণ ॥ ৯৪ ॥
সবে মেলি স্থির করাইলেন প্রভুরে।
মহাভয়ে পড়ুয়া পলাইয়া গেল দূরে ॥
সত্বরে চলিলা যথা পড়ুয়ার গণ।
সর্ব্ব অঙ্গে ঘর্ম্ম শ্বাস বহে ঘনেঘন ॥ ৯৫ ॥
সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে সবে ভয়ের কারণ।
"কি জিজ্ঞাস ? আজি ভাগ্যে রহিল জীবন ॥
সবে বলে—'বড় সাধু নিমাই-পণ্ডিত'।
দেখিতে গেলাম আমি তাহার বাড়ী'ত ॥৯৬॥
দেখিলাম বসিয়া জপেন এই নাম।
অহনিশ 'গোপী, গোপী'—না বলয়ে আন ॥
তাহে আমি বলিলাম—'কি কর পণ্ডিত।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল—যেন শাস্ত্রের বিহিত' ॥৯৭॥
এই বাক্য শুনি মহা-ক্রোধে অগ্নি হৈয়া।
ঠেঙ্গা হাতে আমারে আনিল খেদাড়িয়া ॥
কৃষ্ণেরেও হইল যতেক গালাগালি।
তাহা আর মুখে আমি আনিতে না পারি ॥৯৮
রক্ষা পাইলাম আজি পরমায়ু-গুণে।
কহিলাম এই আজিকার বিবরণে ॥"
শুনিয়া হাসয়ে সব মহামূর্খগণে।
বলিতে লাগিলা যার যেই লয় মনে ॥ ৯৯ ॥
কেহো বলে "ভাল ত বৈষ্ণব বলে লোকে।
ব্রাহ্মণ লজ্জিতে আইলেন মহাকোপে ॥"
কেহো বলে "বৈষ্ণব বা বলিব কেমনে।
'কৃষ্ণ'-হেন নাম ত না বলয়ে বদনে" ॥১০০॥
কেহো বলে "শুনিলাম অদ্ভুত আখ্যান।
বৈষ্ণবে জপয়ে মাত্র 'গোপী, গোপী' নাম।"

প্রতিদিন প্রভু নানা ভাবে নানা লীলা করেন, সে সবই যেন অভিনয়ের ন্যায় মনোমুগ্ধকর হইয়া থাকে।

৯১। "ভিন্ন ভাব" = মানাদি প্রতিকূল ভাব। "কৃতঘ্ন......বিনে" = রামাবতারে বালি-বধের কথা।

"স্ত্রী-জিত......কাণে" – ৪৩৪ পৃষ্ঠায় ৯ দাগের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

৯২। "সর্ব্বস্ব......পাতালে" = বামনাবতারের কথা।

৯৭। "যেন শাস্ত্রের বিহিত" = শাস্ত্রে যে বিধান দিয়াছেন।

৯৮। "কৃষ্ণেরেও.......গালাগালি" = মানিনীর মানভরে প্রাণবল্লভ কৃষ্ণের প্রতি এরূপ গালাগালি যে কি মধুর, তাহা অভক্তের বুঝিবার শক্তি নাই যথা :—

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদ-স্তুতি হৈতে তাহা হরে মোর মন ॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এ ভাব অভক্ত পড়ুয়াগণের বুঝিবার সাধ্যই বা কোথায়, আর তাহাদের সে ভাগ্যই বা কোথায় ?

কেহো বলে "এত বা সম্ভ্রম কেনে করি।
আমরা কি ব্রাহ্মণের তেজ নাহি ধরি॥ ১০১॥
তেঁহো সে ব্রাহ্মণ, আমরা কি বিপ্র নহি।
তেঁহো মারিতে বা আমরা কেনে সহি॥
রাজা ত নহেন তেঁহো মারিবেন কেনে।
আমরাও সমবায় হও সর্ব্ব জনে॥ ১০২॥
যদি তেঁহো মারিতে ধায়েন পুনর্ব্বার।
আমরা সকলে তবে না সহিব আর॥
তিঁহো নবদ্বীপে জগন্নাথ-মিশ্র-পুত।
আমরাও নহি অল্প-মানুষের সুত॥ ১০৩॥
হের সবে পড়িলাম কালি তার সনে।
আজি তিঁহো গোসাঁই বা হইলা কেমনে॥"
এইমত যুক্তি করিলেন পাপিগণ।
জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন॥ ১০৪॥
একদিন মহাপ্রভু আছেন বসিয়া।
চতুর্দ্দিকে সকল পার্ষদগণ লৈয়া॥
এক বাক্য অদ্ভুত বলিলা আচম্বিত।
কেহো না বুঝিল অর্থ—সবে চমকিত॥১০৫॥
"করিল পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে॥"
বলি অট্ট অট্ট হাসে সর্ব্ব-লোক-নাথ।
কারণ না বুঝি ভয় জন্মিল সবা'ত॥ ১০৬॥
নিত্যানন্দ বুঝিলেন প্রভুর অন্তর।
জানিলেন—'প্রভু শীঘ্র ছাড়িবেন ঘর'॥
বিষাদে হইলা মগ্ন নিত্যানন্দ-রায়।
হইব সন্ন্যাসি-রূপ প্রভু সর্ব্বথায়॥ ১০৭॥
এ সুন্দর কেশের হইব অন্তর্দ্ধান।
দুঃখে নিত্যানন্দের বিকল হৈল প্রাণ॥
ক্ষণেকে ঠাকুর নিত্যানন্দ-হস্তে ধরি।
নিভৃতে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥১০৮॥
প্রভু বলে "শুন নিত্যানন্দ-মহাশয়।
তোমারে কহিয়ে নিজ-হৃদয়-নিশ্চয়॥
ভাল সে আইনু আমি জগৎ তারিতে।
তারণ নহিল, আমি আইনু সংহারিতে॥১০৯॥
আমা দেখি কোথা পাইবেক বন্ধ-নাশ।
একগুণ বন্ধ আরো হৈল কোটি পাশ॥

১০২। "সমবায়"=একত্রিত; দলবদ্ধ।

১০৩। "পুত"=পুত্র।

"আমরাও.........সুত"=আমরাও ত নিতান্ত হাট-খাঁটো বা যে-সে লোকের ছেলে নই; আমরাও ত এক-একজন নামজাদা মানুষের ছেলে।

১০৪। "গোসাঁই"=ঠাকুর।

১০৬। "করিল......দেহেতে"=আমি শ্লেষ্মা-রোগ দূর করিবার জন্য পিপ্পলিখণ্ড ঔষধ তৈয়ার করিলাম, কিন্তু তাহাতে শ্লেষ্মা না কমিয়া বরং আরও বাড়িতে লাগিল। আমি রোগ-নিবারণের জন্য ঔষধ তৈয়ার করিলাম বটে, কিন্তু তাহাতে রোগ না সারিয়া আরও যে রোগের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাৎপর্য্য এই, জীবের ভবরোগ-নিবারণের জন্য "হরিনাম"-রূপ ঔষধ আনিলাম, কিন্তু তাহাতে লোকের ভব-ব্যাধি নিবারণ না হইয়া, আমাকে নিন্দা করার অপরাধে, তাহাদের ব্যাধি আরও বাড়িয়া যাইতে লাগিল—তাহারা আরও সংসার-দুঃখসাগরে ও মহা-নরকে নিমগ্ন হইতে লাগিল। এ বিষয়টী ৪৪৯ পৃষ্ঠায় মূলের ১০৯ হইতে ১১৩ দাগে বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন।

"সর্ব্ব-লোক-নাথ" = চতুর্দ্দশ-ভুবনাধিপতি।

১০৮। "বিকল"=চঞ্চল; অস্থির।

১০৯। "নিজ-হৃদয়-নিশ্চয়" = নিজের মনের কথা; নিজের মনের গূঢ় অভিপ্রায়; মনের সঙ্কল্প।

১১০। "আমা.........পাশ"=আমাকে দর্শন

আমারে মারিতে যবে করিলেক মনে।
তখনেই পড়ি গেল অশেষ-বন্ধনে ॥ ১১০ ॥
ভাল লোক তারিতে করিনু অবতার।
আপনে করিনু সব জীবের সংহার ॥
দেখ কালি শিখা সূত্র সব মুণ্ডাইয়া।
ভিক্ষা করি বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া ॥ ১১১ ॥
যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে।
ভিক্ষুক হইমু কালি তাহার দুয়ারে ॥
তবে মোরে দেখি সেই ধরিব চরণ।
এইমতে উদ্ধারিব সকল ভুবন ॥ ১১২ ॥
সন্ন্যাসীরে সর্ব্ব-লোকে করে নমস্কার।
সন্ন্যাসীরে কেহো আর না করে প্রহার ॥
সন্ন্যাসী হইয়া কালি প্রতি ঘরে ঘরে।
ভিক্ষা করি বুলোঁ। দেখি কে মোহারে মারে ॥
তোমারে কহিনু এই আপন-হৃদয়।
গারিহস্থ-বাস মুই ছাড়িব নিশ্চয় ॥ ১১৩ ॥
ইথে কিছু দুঃখ তুমি না ভাবিহ মনে।
বিধি দেহ তুমি মোরে সন্ন্যাস-করণে ॥
যেরূপ করাহ তুমি, সেই হই আমি।
এতেকে বিধান দেহ অবতার জানি ॥১১৪॥
জগত উদ্ধার যদি চাহ করিবারে।
ইহাতে নিষেধ নাহি করিবা আমারে ॥
ইথে তুমি দুঃখ না ভাবিহ কোনো ক্ষণ।
তুমি ত জানহ অবতারের কারণ" ॥ ১১৫ ॥
শুনি নিত্যানন্দ শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান।
অন্তরে বিদীর্ণ হৈল মন দেহ প্রাণ ॥
কোন্ বিধি দিব হেন না আইসে বদনে।
অবশ্য করিব প্রভু জানিলেন মনে ॥ ১১৬ ॥
নিত্যানন্দ বলে "প্রভু! তুমি ইচ্ছাময়।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু! সেই সে নিশ্চয় ॥
বিধি বা নিষেধ কে তোমারে দিতে পারে।
সেই সত্য যে তোমার আছয়ে অন্তরে ॥১১৭॥
সর্ব্ব-লোক-পাল তুমি, সর্ব্ব-লোক-নাথ।
ভাল হয় যেমতে, সে বিদিত তোমা'ত ॥
যেরূপে করিবা প্রভু! জগত-উদ্ধার।
তুমি সে জানহ তাহা, কে জানয়ে আর ॥১১৮॥

করিয়া কোথায় লোকের ভব-বন্ধন ছিন্ন হইবে, তা না হইয়া আমার নিন্দা করিয়া, আমাকে অমান্য করিয়া, তাহারা আরও বিষম বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মরিবার পথ করিতেছে।

১১১। "ভাল..................অবতার" = আমি লোক উদ্ধার করিবার জন্য বেশ ত অবতার হইলাম দেখিতেছি।

"আপনে............সংহার" = আমি নিজেই যে তাহাদের ধ্বংস সাধন করিলাম দেখিতেছি, যেহেতু আমার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া সেই অপরাধে তাহাদের যে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে।

১১৩। "সন্ন্যাসীরে........ প্রহার" = সন্ন্যাসীকে কেউ ত আর মারে না, বা মারিতে সাহসও করে না।

"গারিহস্থ-বাস" = গার্হস্থ্যাশ্রম; সংসারাশ্রম।

১১৪। "বিধি.........করণে" = 'সন্ন্যাস লওয়া কর্ত্তব্য' এই বলিয়া তুমি ব্যবস্থা দাও; সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে সম্মতি দাও।

"এতেকে... . জানি" = তুমি ও আমি যে জীব-উদ্ধারের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছি, তাহা বুঝিয়া আমাকে সন্ন্যাস-গ্রহণের মত দাও।

১১৫। "তুমি........কারণ" = জীব-উদ্ধার যে আমার অবতারের মুখ্য কারণ, তাহা ত তুমি জান।

১১৮। "সর্ব্ব-লোক-পাল" = চতুর্দ্দশ ভুবনের পালন-কর্ত্তা। ১২০। "তাহারে" = তাহাই।

স্বতন্ত্র পরমানন্দ তোমার চরিত।
তুমি যে করিব সেই হইব নিশ্চিত॥
তথাপিহ কহ সব সেবকের স্থানে।
কেবা কি বলয়ে, তাহা শুনহ আপনে॥১১৯॥
তবে যে তোমার ইচ্ছা, করিবা তাহারে।
কে তোমার ইচ্ছা প্রভু! বিরোধিতে পারে॥'
নিত্যানন্দ-বাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা।
পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলা॥ ১২০॥
এইমত নিত্যানন্দ-সঙ্গে যুক্তি করি।
চলিলা বৈষ্ণব-মাঝে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
গৃহ ছাড়িবেন প্রভু জানি নিত্যানন্দ।
বাহ্য নাহি স্ফুরে—দেহ হইল নিস্পন্দ॥১২১॥
স্থির হই নিত্যানন্দ মনে মনে গণে।
"প্রভু গেলে আই প্রাণ ধরিব কেমনে॥
কেমতে বঞ্চিব আই কাল দিন রাতি।"
এতেক চিন্তিতে মূর্চ্ছা পায় মহামতি॥১২২॥
ভাবিয়া আইর দুঃখ নিত্যানন্দ-রায়।
নিভৃতে বসিয়া প্রভু কান্দয়ে সদায়॥
মুকুন্দের বাসায় আইলা গৌরচন্দ্র।
দেখিয়া মুকুন্দ হৈলা পরম-আনন্দ॥ ১২৩॥
প্রভু বলে—"গাও কিছু কৃষ্ণের মঙ্গল।"
মুকুন্দ গায়েন—প্রভু শুনিয়া বিহ্বল॥
'বোল বোল'-হুঙ্কার—করয়ে দ্বিজমণি।
পুণ্যবন্ত মুকুন্দের হেন দিব্য-ধ্বনি॥ ১২৪॥
ক্ষণেকে করিলা প্রভু ভাব-সম্বরণ।
মুকুন্দের সঙ্গে তবে কহেন কথন॥

প্রভু বলে "মুকুন্দ শুনহ কিছু কথা।
বাহির হইব আমি, না রহিব হেথা॥ ১২৫॥
গারিহস্থ ছাড়িবাঙ আমি সুনিশ্চিত।
শিখা সূত্র ছাড়িয়া চলিব যে-তে ভিত॥"
শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান শুনিয়া মুকুন্দ।
পড়িলা বিরহে—সব ঘুচিল আনন্দ॥ ১২৬॥
কাকুতি করিয়া বলে মুকুন্দ-মহাশয়।
"যদি প্রভু! এমত সে করিবা নিশ্চয়॥
দিন কত এইরূপে করহ কীর্ত্তন।
তবে প্রভু! করিবা সে, যে তোমার মন"॥১২৭
মুকুন্দের বাক্য শুনি শ্রীগৌরসুন্দর।
চলিলেন যথায় আছেন গদাধর॥
সম্ভ্রমে চরণ বন্দিলেন গদাধর।
প্রভু বলে "শুন কিছু আমার উত্তর॥ ১২৮॥
না রহিব গদাধর! আমি গৃহ-বাসে।
যে-তে দিকে চলিবাঙ কৃষ্ণের উদ্দেশে॥
শিখা সূত্র সর্ব্বথায় আমি না রাখিব।
মাথা মুণ্ডাইয়া যে সে দেশেরে চলিব"॥১২৯
শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান শুনি গদাধর।
বজ্রপাত হৈল যেন শিরের উপর॥
অন্তরে দুঃখিত হই বলে গদাধর।
"যতেক অদ্ভুত প্রভু! তোমার উত্তর॥১৩০॥
শিখা সূত্র ঘুচাইলেই সে কৃষ্ণ পাই।
গৃহস্থ তোমার মতে বৈষ্ণব কি নাই।
মাথা মুণ্ডাইলে সে—সকল দেখি হয়।
তোমার এ মত—এ বেদের মত নয়॥ ১৩১॥

১৩০-১৩১। "যতেক............নাই"—প্রভু, তুমি কি বল্‌ছো? তোমার মুখে যে অদ্ভুত কথা শুনছি! তুমি ভাব্‌ছো, শিখাসূত্র ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইলেই বুঝি একজন খুব বড় বৈষ্ণব হইয়া গেলাম, কৃষ্ণ পাইয়া গেলাম! তাহা হইলে কি তুমি বলিতে চাও যে, গৃহস্থের মধ্যে কেহ বৈষ্ণব নাই, না গৃহস্থ ভক্তেরা কৃষ্ণ পাইবে না?

১৩১। "মাথা......নয়"—সন্ন্যাস নিলেই অমনি সব

অনাথিনী মায়েরে বা কেমতে ছাড়িবে।
প্রথমেই জননী-বধের ভাগী হবে॥
তুমি গেলে সর্ব্বথা জীবন নাহি তান।
সবে অবশিষ্ট আছ তুমি—তাঁর প্রাণ॥ ১৩২॥
ঘরেতে থাকিলে কি ঈশ্বর প্রীত নহে।
গৃহস্থ সে সবার প্রীতের স্থলী হয়ে॥
তথাপিহ মাথা মুণ্ডাইলে স্বাস্থ্য পাও;
যে তোমার ইচ্ছা তাই কর, চল যাও"॥১৩৩
এইমত আপ্ত-বৈষ্ণবের স্থানে স্থানে।
'শিখা সূত্র ঘুচাইমু'—বলিলা আপনে॥
সবেই শুনিয়া শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান।
মূর্চ্ছিত পড়য়ে, কারু নাহি রহে জ্ঞান॥১৩৪॥

রামকিরি রাগ।
করিবেন মহাপ্রভু শিখার মুণ্ডন।
শিখা সঙরিয়া কান্দে ভাগবতগণ॥ ধ্রু॥

কেহো বলে "সুন্দর চাঁচর চিকুরে।
আর মালা গাঁথিয়া কি না দিব উপরে॥"
কেহো বলে "না দেখিয়া সে কেশ-বন্ধন।
কেমতে রহিব এই পাপিষ্ঠ-জীবন॥ ১৩৫॥
সে কেশের দিব্য গন্ধ না লইব আর।"
এত বলি শিরে কর হানয়ে অপার॥
কেহো বলে "সে সুন্দর কেশে আরবার।
আমলকি দিয়া কি না করিব সংস্কার"॥১৩৬
'হরি হরি' বলি কেহো কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
ডুবিলেন ভক্তগণ দুঃখের সাগরে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ১৩৭॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাস-গ্রহণ-প্রস্তাবাদ্ভক্ত-দুঃখ-বর্ণনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

এইমত অন্যোন্যে সর্ব্ব ভক্তগণ।
প্রভুর বিরহে সবে করেন ক্রন্দন॥
"কোথা যাইবেন প্রভু সন্ন্যাস করিয়া।
কোথা বা আমরা সব দেখিবাঙ গিয়া॥১॥

পেয়ে গেলুম, সর্ব্ব বাঞ্ছা সিদ্ধ হইল, এ তোমার মত হইতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রের মত কদাচ এরূপ নহে। বলা বাহুল্য, ভগবানের প্রতি ভক্তের এরূপ জোরের উত্তর কেবল প্রগাঢ় ভালবাসারই পরিচায়ক।

১৩০। "ঘরেতে......নহে"=গৃহে থাকিলে কি ভগবান্ প্রীত হন না বলিতে চাও?

"গৃহস্থ......হয়ে"=কি দেবতাগণ, কি সন্ন্যাসিগণ, কি তপস্বিগণ, কি অতিথিগণ, কি প্রাণিগণ—সকলেই গৃহস্থকে প্রীতি করিয়া থাকেন। দেবতাগণ গৃহস্থদিগের পূজা পাইয়া সন্তুষ্ট হন এবং সন্ন্যাসী প্রভৃতি ত্যাগিগণ গৃহস্থদিগের সেবা-শুশ্রূষায়, অতিথিগণ সৎকার পাইয়া এবং সমস্ত প্রাণিগণ খাদ্যাদি প্রাপ্ত হইয়া প্রীতি লাভ করে। সুতরাং গার্হস্থ্য-ধর্ম্মই ত সব চেয়ে ভাল। শ্রীবিষ্ণুসংহিতায় বলিয়াছেন:—

ঋষয়ঃ পিতরো দেবা ভূতান্যতিথয়স্তথা।
আশাসতে কুটুম্বিভ্যস্তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠো গৃহাশ্রমী॥

"তথাপিহ......যাও"=তথাপি সন্ন্যাস লইলে যদি সুখী হও, তবে যাও, যা ইচ্ছা কর গিয়ে। শ্রীগদাধর-দেব অভিমান-ভরে ক্রোধ করিয়া এই কথা বলিলেন। অত্যন্ত ভালবাসার পাত্রের প্রতি লোকে এইরূপ করিয়া বলিয়া থাকে।

১৩৫। "কর......অপার"=বারবার করাঘাত করে।

সন্ন্যাস করিলে গ্রামে না আসিবে আর।
কোন্ দিকে যায়েন বা করিয়া বিচার॥”
এইমত ভক্তগণ ভাবে নিরন্তরে।
অন্ন পানি কারো নাহি রোচয়ে শরীরে ॥২॥
সেবকের দুঃখ প্রভু সহিতে না পারে।
প্রসন্ন হইয়া প্রভু প্রবোধে সবারে॥
প্রভু বলে “তোমরা চিন্তহ কি কারণ।
তুমি-সব যথা, তথা আমি সর্ব্বক্ষণ॥ ৩॥
তোমরা সে ভাব ‘আমি সন্ন্যাস করিয়া।
চলিবাঙ আমি তোমা-সবারে ছাড়িয়া’॥
সর্ব্বথা তোমরা ইহা না ভাবিহ মনে।
তোমা-সবা আমি না ছাড়িব কোনো ক্ষণে॥৪॥
সর্ব্বকাল তোমরা সকলে মোর সঙ্গ।
এই জন্ম হেন না—জানিবা জন্ম জন্ম॥
এই জন্মে যেন তুমি-সব আমা-সঙ্গে।
নিরবধি আছ সঙ্কীর্ত্তন-সুখ-রঙ্গে॥ ৫॥
এইমত আরো আছে দুই অবতার।
কীর্ত্তন-আনন্দ রূপ হইব আমার॥
তাহাতেও তুমি-সব এইমত রঙ্গে।
কীর্ত্তন করিবা মহাসুখে আমা-সঙ্গে॥ ৬॥
লোক-রক্ষা-নিমিত্ত সে আমার সন্ন্যাস।
এতেকে তোমরা-সব চিন্তা কর নাশ॥”
এতেক বলিয়া প্রভু ধরিয়া সবারে।
প্রেম-আলিঙ্গন সুখে পুনঃপুনঃ করে॥ ৭॥
প্রভু-বাক্যে ভক্ত-সব কিছু স্থির হৈলা।
সবা প্রবোধিয়া প্রভু নিজ-গৃহে গেলা॥
পরস্পর এ সকল যতেক আখ্যান।
শুনিয়া শচীর দেহে নাহি রহে প্রাণ॥ ৮॥
প্রভুর সন্ন্যাস শুনি শচী জগন্মাতা।
হেন দুঃখ জন্মিল—না জানে আছে কোথা॥
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ক্ষণে পৃথিবীতে।
নিরবধি ধারা বহে, না পারে রাখিতে॥
বসি আছে বিশ্বম্ভর কমল-লোচন।
কহিতে লাগিলা শচী করিয়া ক্রন্দন॥ ৯॥

ভাটিয়ারি রাগ।

“না যাইহ, না যাইহ বাপ! মায়েরে ছাড়িয়া।
পাপিনী আছয়ে সবে তোর মুখ চাইয়া॥
(গৌরাঙ্গ হে!॥ ধ্রু॥)
কমল নয়ন তোর, শ্রীচন্দ্র বদন।
অধর সুরঙ্গ, কুন্দ-মুকুতা দশন॥ ১০॥
অমিয়া বরিখে যেন সুন্দর বচন।
কেমনে বাঁচিব না দেখি গজেন্দ্র-গমন॥
অদ্বৈত-শ্রীবাস-আদি তোর অনুচর।
নিত্যানন্দ আছে তোর প্রাণের দোসর॥১১
পরম বান্ধব গদাধর-আদি-সঙ্গে।
গৃহে রহি সঙ্কীর্ত্তন কর তুমি রঙ্গে॥
ধর্ম্ম বুঝাইতে বাপ! তোর অবতার।
জননী ছাড়িবা কোন্ ধর্ম্ম বা বিচার॥ ১২॥

৪। “সর্ব্বথা. ...ক্ষণে” = ভগবান্ যে ভক্তকে কোনও অবস্থাতেই ছাড়িতে পারেন না, তাহাই ব্যক্ত করিয়া বলিলেন।

৫। “এই জন্ম......জন্ম জন্ম” = কেবল যে এই জন্মে তাহা নহে, কিন্তু জন্মে জন্মেই তোমরা আমার সহচর।

৬। “এইমত........অবতার” = শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর পুত্র শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামিপ্রভু-রূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু একবার আসিয়াছিলেন অনেকেরই এইরূপ মত। আর একবার আসিয়াছিলেন, শ্রীনিবাসাচার্য্য-

তুমি ধর্ম্মময় যদি জননী ছাড়িবা।
কেমতে জগতে তুমি ধর্ম্ম বুঝাইবা॥"
প্রেম-শোকে কহে শচী শুনে বিশ্বম্ভর।
প্রেমেতে রোধিত-কণ্ঠ না করে উত্তর॥ ১৩॥
"তোমার অগ্রজ আমা ছাড়িয়া চলিলা।
বৈকুণ্ঠে তোমার বাপ গমন করিলা॥
তোমা দেখি সকল সন্তাপ পাসরিনু।
তুমি গেলে প্রাণ মুই সর্ব্বথা ছাড়িমু॥ ১৪॥
প্রাণের গৌরাঙ্গ! হের বাপ।
অনাথিনী ছাড়িতে না জুয়ায়॥
সবা লৈয়া কর নিজ-অঙ্গনে কীর্ত্তন।
নিত্যানন্দ আছয়ে সহায়॥ ধ্রু॥
তোর প্রেমময় দুটী আঁখি, দীর্ঘ দুই ভুজ দেখি,
বচনেতে অমিয়া বরিষে।
বিনা দীপে ঘর মোর, তোর অঙ্গে উজোর,
রাঙ্গা পায়ে কত মধু বৈসে॥"
প্রেম-শোকে কহে শচী, বিশ্বম্ভর শুনে বসি,
(যেন) রঘুনাথে কৌশল্যা বুঝায়।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ- চান্দ প্রভু সদানন্দ,
বৃন্দাবন দাস রস গায়॥ ১৫॥
এইমত বিলাপ করেন শচীমাতা।
মুখ তুলি ঠাকুর না কহে একো কথা॥
বিবর্ণ হইলা শচী—অস্থি-চর্ম্ম-সার।
শোকাকুলী দেবী কিছু না করে আহার॥১৬॥
প্রভু দেখি জননীর জীবন না রহে।
নিভৃতে বসিয়া কিছু গোপ্য কথা কহে॥
প্রভু বলে "মাতা! তুমি স্থির কর মন।
শুন যত জন্ম আমি তোমার নন্দন॥ ১৭॥
চিত্ত দিয়া শুনহ আপন-গুণগ্রাম।
কোনো কালে আছিল তোমার 'পৃশ্নি' নাম॥
তথায় আছিলা তুমি আমার জননী।
তবে তুমি স্বর্গে হৈলে অদিতি আপনি॥১৮॥
তবে আমি হইলুঁ বামন-অবতার।
তথাও আছিলা তুমি জননী আমার॥
তবে তুমি দেবহূতি হৈলা আরবার।
তথাও কপিল আমি নন্দন তোমার॥ ১৯॥
তবে ত কৌশল্যা আরবার হৈলা তুমি।
তথাও তোমার পুত্র রামচন্দ্র আমি॥
তবে তুমি মথুরায় দেবকী হইলা।
কংসাসুর-অন্তঃপুরে বন্ধনে আছিলা॥ ২০॥
তথাও আমার তুমি আছিলা জননী।
তুমি সেই দেবকী, দেবকী-পুত্র আমি॥
আরো দুই জন্ম এই সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥ ২১॥
এইমত তুমি মোর মাতা জন্মে জন্মে।
তোমার আমার কভু ত্যাগ নাহি মর্ম্মে॥
অমায়ায় এই সব কহিলাম কথা।
আর তুমি মনে দুঃখ না কর সর্ব্বথা"॥ ২২॥

ঠাকুর, শ্রীনরোত্তম-ঠাকুর-মহাশয় ও শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু এই তিন ভক্তবিগ্রহ-রূপে; ইঁহারা তিনে এক, একে তিন। ১৪। "তোমার অগ্রজ"=তোমার দাদা বিশ্বরূপ। ১৬। "বিবর্ণ"=কুশ্রী; কাল। ১৭। "পৃশ্নি" = সুতপা-রাজার রাজমহিষী; ইনি হইলেন জন্মান্তরে দেবকী। ইঁহার গর্ভে শ্রীভগবান্ 'পৃশ্নিগর্ভ'-নামে আবির্ভূত হন। "আমার"='পৃশ্নিগর্ভ'-নামে আমার।

২১। "আরো......অবিলম্বে"=৪৫৩ পৃষ্ঠায় ৬ দাগের ব্যাখা দ্রষ্টব্য।

২২। "তোমার........মর্ম্মে"=তোমাতে ও আমাতে কখনও অন্তরে অন্তরে অর্থাৎ আসলে বা

কহিলেন প্রভু অতি রহস্য-কথন।
শুনিয়া শচীর কিছু স্থির হৈল মন॥
এইমত আছেন ঠাকুর-বিশ্বম্ভর।
সঙ্কীর্ত্তন-আনন্দ করেন নিরন্তর॥ ২৩॥
স্বেচ্ছাময় মহেশ্বর কখন কি করে।
ঈশ্বরের মর্ম্ম কেহো বুঝিতে না পারে॥
নিরবধি পরানন্দ সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে।
হরিষে থাকেন সর্ব্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে॥ ২৪॥
পরানন্দে বিহ্বল সকল ভক্তগণ।
পাসরি রহিলা সবে প্রভুর গমন॥
সর্ব্ব দেবে ভাবেন যে প্রভুরে দেখিতে।
ক্রীড়া করে ভক্তগণ সে প্রভু-সহিতে॥ ২৫॥
যে দিন চলিব প্রভু সন্ন্যাস করিতে।
নিত্যানন্দ-স্থানে তাহা কহিলা নিভৃতে॥
"শুন শুন নিত্যানন্দস্বরূপ-গোসাঁই।
এ কথা কহিবা সবে পঞ্চ-জন-ঠাঁই॥ ২৬॥
এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে।
নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে॥
ইন্দ্রাণী-নিকটে কাটোয়া নামে গ্রাম।
তথা আছে কেশব-ভারতী শুদ্ধ নাম॥ ২৭॥

তান স্থানে আমার সন্ন্যাস সুনিশ্চিত।
এই পাঁচ জনে মাত্র করিবা বিদিত॥
আমার জননী, গঙ্গাধর, ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, অপর মুকুন্দ"॥ ২৮॥
এই কথা নিত্যানন্দ-স্বরূপের স্থানে।
কহিলেন প্রভু, ইহা কেহো নাহি জানে॥
পঞ্চ-জন-স্থানে মাত্র এ সব কথন।
কহিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর গমন॥ ২৯॥
সেই দিন প্রভু সর্ব্ব-বৈষ্ণবের সঙ্গে।
সর্ব্ব দিন গোঙাইলা সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে॥
পরম আনন্দে প্রভু করিয়া ভোজন।
সন্ধ্যায় করিলা গঙ্গা দেখিতে গমন॥ ৩০॥
গঙ্গা নমস্করিয়া বসিলা গঙ্গা-তীরে।
ক্ষণেক থাকিয়া পুনঃ আইলেন ঘরে॥
আসিয়া বসিলা গৃহে শ্রীগৌরসুন্দর।
চতুর্দ্দিকে বসিলেন সব অনুচর॥ ৩১॥
সে দিন চলিব প্রভু কেহো নাহি জানে।
কৌতুকে আছেন সবে ঠাকুরের সনে॥
বসিয়া আছেন প্রভু কমল-লোচন।
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত মালা সুগন্ধি চন্দন॥ ৩২॥

প্রকৃতপক্ষে ত্যাগ বা ছাড়ান হইতে পারে না, যেহেতু আমাদের পরস্পর নিত্য-সম্বন্ধ বিদ্যমান।

২৩। "রহস্য-কথন"=গূঢ় কথা।

২৫। "প্রভুর গমন"=প্রভু যে সন্ন্যাস লইবেন, সে কথা।

২৬। "নিভৃতে"=নির্জ্জনে; গোপনে।

২৭। "এই.........দিবসে"=উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলেই সেই মাসের সংক্রান্তির দিন। মাঘ মাস হইতে উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়; সুতরাং মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিন বুঝিতে হইবে।

"নিশ্চয় চলিব"=বাটী হইতে ঠিকই বাহির হইব।

"ইন্দ্রাণী"=বর্দ্ধমান জেলার একটী পরগণা।

"কাটোয়া"=বর্দ্ধমান জেলার একটী মহাকুমা। ই আই রেলের হাবড়া ষ্টেশানে উঠিয়া ব্যাণ্ডেলে নামিয়া তথা হইতে ব্যাণ্ডেল-বারহারোয়া ব্রাঞ্চ লইনে গিয়া কাটোয়া ষ্টেশানে নামিতে হয়।

২৮। "ব্রহ্মানন্দ"=শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী।

২৯। "প্রভুর গমন"=প্রভু যে সন্ন্যাস লইতে যাইবেন, সেই কথা।

যতেক বৈষ্ণব আইসেন দেখিবারে।
সবেই চন্দন মালা লই দুই করে ॥ ৩৩ ॥
হেন আকর্ষণ প্রভু করিলা আপনি।
কেবা কোন্ দিক্ হৈতে আইসে না জানি ॥
কতেক বা নগরিয়া আইসে দেখিতে।
ব্রহ্মাদিরো শক্তি ইহা নাহিক লিখিতে ॥
দণ্ড-পরণাম হৈয়া পড়ে সর্ব্বজন।
একদৃষ্টে সবেই চাহেন শ্রীচরণ ॥ ৩৪ ॥
আপন-গলার মালা সবাকারে দিয়া।
আজ্ঞা করে প্রভু "সবে কৃষ্ণ গাও গিয়া ॥
বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ-নাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহো কিছু না ভাবিহ আন ॥৩৫॥
যদি আমা প্রতি স্নেহ থাকয়ে সবার।
তবে কৃষ্ণ-ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর ॥
কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে" ॥ ৩৬ ॥
এইমত শুভদৃষ্টি করি সবাকারে।
উপদেশ কহি, আজ্ঞা করে যাইবারে ॥
এইমত কত যায়, কত বা আইসে।
কেহো কারো না চিনে, আনন্দে সব ভাসে ॥
পূর্ণ হৈল শ্রীবিগ্রহ চন্দন মালায়।
চন্দ্রে বা কতেক শোভা কহনে না যায় ॥৩৭ ॥
প্রসাদ পাইয়া সবে হরষিত হৈয়া।
উচ্চ হরিধ্বনি সবে যায়েন করিয়া ॥
এক লাউ হাতে করি সুকৃতী শ্রীধর।
হেনই সময়ে আসি হইলা গোচর ॥ ৩৮ ॥

লাউ ভেট দেখি হাসে শ্রীগৌরসুন্দরে।
"কোথায় পাইলা"—প্রভু জিজ্ঞাসে তাহারে ॥
নিজ-মনে জানে প্রভু "কালি চলিবাঙ।
এই লাউ ভোজন করিতে নারিলাঙ ॥ ৩৯ ॥
শ্রীধরের পদার্থ কি হইব অন্যথা।
এ লাউ ভোজন আজি করিব সর্ব্বথা ॥"
এতেক চিন্তিয়া ভক্ত-বাৎসল্য রাখিতে।
জননীরে বলিলেন রন্ধন করিতে ॥ ৪০ ॥
হেনই সময়ে আর কোনো ভাগ্যবান্।
দুগ্ধ ভেট আনিয়া দিলেন বিদ্যমান ॥
হাসিয়া ঠাকুর বলে "বড় ভাল ভাল।
দুগ্ধ-লাউ পাক গিয়া করহ সকাল" ॥ ৪১ ॥
সন্তোষে চলিলা শচী করিতে রন্ধন।
হেন ভক্ত-বৎসল শ্রীশচী-নন্দন ॥
এইমতে মহানন্দে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
কৌতুকে আছেন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর ॥ ৪২ ॥
সবারে বিদায় দিয়া প্রভু বিশ্বম্ভর।
ভোজনে বসিলা আসি ত্রিদশ-ঈশ্বর ॥
ভোজন করিয়া প্রভু মুখ-শুদ্ধি করি।
চলিলা শয়ন-ঘরে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥ ৪৩ ॥
যোগনিদ্রা প্রতি দৃষ্টি করিলা ঈশ্বর।
নিকটে শুইলা হরিদাস গদাধর ॥
আই জানে—আজি নিমাই করিবে গমন।
আইর নাহিক নিদ্রা, কান্দে অনুক্ষণ ॥ ৪৪ ॥
দণ্ড চারি রাত্রি আছে—ঠাকুর জানিয়া।
উঠিলেন চলিবারে সামগ্রী লইয়া ॥

৩৭। "যাইবারে" = বাড়ী যাইতে।
"চন্দ্রে......যায়" = চন্দ্র-কিরণেই বা কত শোভা হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না।

৪৫। "দণ্ড........লইয়া" = ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণার্থে বাটী হইতে শেষরাত্রে বহির্গত হন।

গদাধর হরিদাস উঠিলেন জানি।
গদাধর বলেন—"চলিব সঙ্গে আমি" ॥ ৪৫ ॥
প্রভু বলে "আমার নাহিক কারু সঙ্গ।
এক অদ্বিতীয় সে আমার সর্ব্ব রঙ্গ ॥"
আই জানিলেন মাত্র প্রভুর গমন।
দুয়ারে আসিয়া রহিলেন ততক্ষণ ॥ ৪৬ ॥
জননীরে দেখি প্রভু ধরি তান কর।
বসিয়া কহেন তানে প্রবোধ-উত্তর ॥
"বিস্তর করিলা তুমি আমার পালন।
পড়িলাম শুনিলাম তোমার কারণ ॥ ৪৭ ॥
আপনার তিলার্দ্ধেকো নাহি কৈলে সুখ।
আজন্ম আমার তুমি বাড়াইলে ভোগ ॥
দণ্ডে দণ্ডে যত তুমি করিলা আমার।
আমি কোটি-কল্পেও নারিব শোধিবার ॥৪৮॥
তোমার সদ্গুণ সে তাহার প্রতিকার।
আমি পুনঃ জন্ম-জন্ম ঋণী সে তোমার ॥

শুন মাতা! ঈশ্বরের অধীন সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার ॥ ৪৯ ॥
সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ।
তান ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত ॥
দশ দিন অন্তরে, কি এখনে বা আমি।
চলিলেহ কোনো চিন্তা না করিহ তুমি ॥৫০
ব্যবহার, পরমার্থ—যতেক তোমার।
সকল আমাতে লাগে—সব মোর ভার ॥"
বুকে হাত দিয়া প্রভু বলে বারবার।
"তোমার সকল ভার আমার আমার" ॥৫১॥
যত কিছু বলে প্রভু, শচী সব শুনে।
উত্তর না করে—কান্দে অঝোর-নয়নে ॥
পৃথিবী-স্বরূপা হৈলা শচী জগন্মাতা।
কে বুঝিব কৃষ্ণের অচিন্ত্য-লীলা-কথা ॥ ৫২ ॥
জননীর পদ-ধূলি লই প্রভু শিরে।
প্রদক্ষিণ করি তানে চলিলা সত্বরে ॥

৪৬। "এক......রঙ্গ" = আমার সমস্ত খেলাই অদ্বিতীয়—আমিও অদ্বিতীয়, আমার লীলাও অদ্বিতীয়, আমার গুণও অদ্বিতীয়, আমার ধামও অদ্বিতীয়, আমার কীর্ত্তিও অদ্বিতীয়—আমার সমস্তই অদ্বিতীয়। এতদ্দ্বারা তিনি যে শ্রীভগবান্, তাহাই প্রকারান্তরে প্রকাশ করিলেন, কারণ একমাত্র শ্রীভগবানেরই সমস্ত বস্তু হইতেছে অদ্বিতীয় বা তুলনা-রহিত। ৪৮। "ভোগ" = সুখ-ভোগ।

৪৯। "তোমার......তোমার" = তোমার নিজ-গুণই আমার এই ঋণ-পরিশোধের একমাত্র উপায় হইলেও এবং তুমি সেই নিজ-গুণেই আমার সব ঋণ পরিশোধ করিয়া লইলেও, আমি কিন্তু জন্ম জন্ম তোমার নিকট ঋণী।

৫০। "সংযোগ............নাথ" = পিতামাতা-পুত্রকন্যা, স্বামী-স্ত্রী প্রভৃতির পরস্পর মিলনও সেই প্রভু করিয়া দেন, আবার বিচ্ছেদও তিনি করিয়া থাকেন।

"দশ দিন .....তুমি" = সুতরাং সন্ন্যাস লওয়ার জন্য আমি এখনই চলিয়া যাই, বা দশ দিন পরেই যাই, তুমি কিছু ভেবো না মা!

৫১। "ব্যবহার.....ভার" = তোমার ইহকাল কি পরকালের সমস্ত ভারই আমার উপর রহিল—তোমার সংসারও আমি চালাইব, আর পরলোকে যাহাতে তোমার ভাল হয়, তাহাও আমি দেখিব।

৫২। "পৃথিবী.....জগন্মাতা" = পৃথিবীর উপর যে যত অত্যাচার করুক না কেন, পৃথিবী সবই সহ্য করেন; শচীমাতাও তদ্রূপই সহ্যশালিনী হইলেন। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর একমাত্র পুত্র-বিরহের শোকে

চলিলেন বৈকুণ্ঠ-নায়ক গৃহ হৈতে।
সন্ন্যাস করিয়া সব জীব উদ্ধারিতে॥ ৫৩॥
শুন শুন আরে ভাই! প্রভুর সন্ন্যাস।
যে কথা শুনিলে সর্ব্ব-বন্ধ হয় নাশ॥
প্রভু চলিলেন মাত্র শচী জগন্মাতা।
জড় হইলেন—কিছু নাহি স্ফুরে কথা॥ ৫৪॥
ভক্ত-সব না জানেন এ সব বৃত্তান্ত।
উষাকালে স্নান করি যতেক মহান্ত॥
প্রভু নমস্করিতে আইলা প্রভু-ঘরে।
আসি সবে দেখে আই বাহির-দুয়ারে॥ ৫৫
প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার।
"আই কেনে রহিয়াছে বাহির-দুয়ার॥"
জড়-প্রায় আই কিছু না স্ফুরে উত্তর।
নয়নের ধারা মাত্র বহে নিরন্তর॥ ৫৬॥
ক্ষণেকে বলিলা আই "শুন বাপ-সব।
বিষ্ণুর দ্রব্যের ভাগী সকল বৈষ্ণব॥
এতেকে যে কিছু দ্রব্য আছয়ে তাহান।
তোমরা-সবের হয় শাস্ত্রের প্রমাণ॥ ৫৭॥
এতেকে তোমরা সবে আপনে মিলিয়া।
যেন ইচ্ছা তেন কর, মো যাঙ চলিয়া॥"
শুনি মাত্র ভক্তগণ প্রভুর গমন।
ভূমিতে পড়িলা সবে হই অচেতন॥ ৫৮॥
কিবা সে হৈল বৈষ্ণবগণের বিষাদ।
কান্দিতে লাগিলা সবে করি আর্ত্তনাদ॥
অন্যোন্যে সবেই সবার ধরি গলা।
বিবিধ বিলাপ সবে করিতে লাগিলা॥ ৫৯॥
"কি দারুণ নিশি পোহাইল গোপীনাথ।"
বলিয়া কান্দেন সবে শিরে দিয়া হাত॥
না দেখি সে চাঁদ-মুখ বঞ্চিব কেমনে।
কিবা কার্য্য এ বা আর পাপিষ্ঠ জীবনে॥৬০॥
আচম্বিতে কেনে হেন হৈল বজ্রপাত।
গড়াগড়ি যায় কেহো করে আত্মঘাত॥
সম্বরণ নহে ভক্তগণের ক্রন্দন।
হইল ক্রন্দনময় প্রভুর ভবন॥ ৬১॥
যে ভক্ত আইসে প্রভু দেখিবার তরে।
সেই আসি ডুবে মহা-বিরহ-সাগরে॥
কান্দে সব ভক্তগণ ভূমিতে পড়িয়া।
"সন্ন্যাস করিতে প্রভু গেলেন চলিয়া॥
অনাথের নাথ প্রভু গেলেন চলিয়া।
আমা-সবা বিরহ-সমুদ্রে ফেলাইয়া"॥ ৬২॥
কান্দে সব ভক্তগণ, হইয়া অচেতন,
'হরি হরি' বলি উচ্চৈঃস্বরে।
কিবা মোর ধন জন, কিবা মোর জীবন,
প্রভু ছাড়ি গেলা সবাকারে॥ ৬৩॥
মাথায় দিয়া হাত, বুকে মারে নির্ঘাত,
হরি হরি! প্রভু বিশ্বম্ভর।
সন্ন্যাস করিতে গেলা, আমা-সবা না বলিলা,
কান্দে ভক্ত ধূলায় ধূসর॥ ৬৪॥

কেহ বা পাগল হইয়া যায়, কেহ বা প্রাণত্যাগও করে; কিন্তু শচীমাতা এরূপ শোকও সহ্য করিলেন।

৫৬। "জড়-প্রায়……নিরন্তর"=লোকে যখন অসহ্য শোকে অভিভূত হয়, তখন এইরূপ অবস্থাই হইয়া থাকে, যেন পুতুলের মত নিস্পন্দ হইয়া যায়।

৫৭। "ভাগী"=অধিকারী।

৫৮। "মো যাঙ চলিয়া"=আমি আর এ ঘরে থাকিব না, আমি এক দিকে চলিয়া যাই। দারুণ কষ্ট যখন অসহ্য হইয়া উঠে, তখনই লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে।

প্রভুর অঙ্গনে পড়ি, কান্দে মুকুন্দ মুরারি,
শ্রীধর গদাধর গঙ্গাদাস।
শ্রীবাসের গণ যত, তারা কান্দে অবিরত,
শ্রীআচার্য্য কান্দে হরিদাস ॥ ৬৫ ॥
শুনিয়া ক্রন্দন-রব, নদীয়ার লোক-সব,
দেখিতে আইসে সব ধাইয়া।
না দেখি প্রভুর মুখ, সবে পায় মহা শোক,
কান্দে সবে মাথে হাত দিয়া ॥ ৬৬ ॥
নগরিয়া যত ভক্ত, তারা কান্দে অবিরত,
বাল বৃদ্ধ নাহিক বিচার।
কান্দে সব স্ত্রী পুরুষে, পাষণ্ডীগণ হাসে,
নিমাইরে না দেখিমু আর ॥ ৬৭ ॥
কতক্ষণে ভক্তগণ হই কিছু শান্ত।
শচীদেবী বেড়ি সব বসিলা মহান্ত ॥
কতক্ষণে সর্ব্ব নবদ্বীপে হৈল ধ্বনি।
সন্ন্যাস করিতে চলিলেন দ্বিজ-মণি ॥ ৬৮ ॥
শুনি সর্ব্বলোকের লাগিল চমৎকার।
ধাইয়া আইসে সর্ব্ব লোক নদীয়ার ॥
আসি সর্ব্ব লোক দেখে প্রভুর বাড়ীতে।
শূন্য বাড়ী—সবে লাগিয়াছেন কান্দিতে॥৬৯॥
তখনে সে 'হায় হায়!' করে সর্ব্বলোক।
পরম নিন্দক পাষণ্ডীও পায় শোক ॥
পাপিষ্ঠ আমরা না চিনিল হেন জন।
অনুতাপ ভাবি সবে করেন ক্রন্দন ॥ ৭০ ॥
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে নগরিয়াগণ।
"আর না দেখিব মোরা সে চন্দ্র-বদন ॥"
কেহো বলে "চল ঘর-দ্বারে অগ্নি দিয়া।
কাণে পরি কুণ্ডল চলিব যোগী হৈয়া ॥ ৭১ ॥
হেন প্রভু নবদ্বীপ ছাড়িল যখন।
আরে কেনে আছে আমা-সবার জীবন।।"
কি পুরুষ, কি স্ত্রী—যে শুনিল নদীয়ার।
সবেই বিষাদ বহি না ভাবয়ে আর ॥ ৭২ ॥
প্রভু সে জানয়ে যারে তারিব যেমতে।
সর্ব্ব জীব উদ্ধার পাইব হেনমতে।।
নিন্দা দ্বেষ যার যার মনেতে আছিল।
প্রভুর বিরহে সর্ব্ব জীবের খণ্ডিল ॥ ৭৩ ॥
সর্ব্ব-জীব-নাথ গৌরচন্দ্র জয় জয়।
ভাল রঙ্গে সবে উদ্ধারিলে দয়াময় ॥
শুন শুন আরে ভাই! প্রভুর সন্ন্যাস।
যে কথা শুনিলে কর্ম্ম-বন্ধ যায় নাশ ॥ ৭৪ ॥
গঙ্গার হইয়া পার শ্রীগৌরসুন্দর।
সেই দিনে আইলেন কণ্টক-নগর ॥
যাঁরে যাঁরে আজ্ঞা প্রভু পূর্ব্বে করি ছিলা।
তাঁহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা ॥৭৫॥
শ্রীঅবধূত-চন্দ্র, গদাধর, মুকুন্দ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, আর ব্রহ্মানন্দ ॥
আইলেন প্রভু যথা কেশব-ভারতী।
মত্ত-সিংহ-প্রায় প্রিয়বর্গের সংহতি ॥ ৭৬ ॥

৭০-৭২। "তখনে ....আর" = এতদ্দ্বারা মহাপ্রভু যে শ্রীভগবান্, তাহাই প্রকারান্তরে ব্যক্ত হইতেছে। শ্রীভগবানের প্রতি লোকের আকর্ষণ স্বাভাবিক। তিনি সন্ন্যাস লইতেছেন, তাহাতে লোকের দুঃখ করিবার কি আছে? যাঁহারা আত্মীয়-স্বজন, তাঁহারাই না হয় দুঃখ করিবেন। কিন্তু তিনি শ্রীভগবান্ বলিয়া, তাঁহার প্রতি লোকের ভালবাসা স্বাভাবিক হওয়ায়, তাঁহার সন্ন্যাসে সকলেই দারুণ কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন।

৭৩। "খণ্ডিল" = নিন্দা, দ্বেষাদি সমস্ত কুভাব দূর হইয়া গেল।

৭৫। "কণ্টক-নগর" = কাটোয়া।

অদ্ভুত দেহের জ্যোতি দেখিয়া তাহান।
উঠিলেন কেশব-ভারতী পুণ্যবান্॥
দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া প্রভু তানে।
করযোড় করি স্তুতি করেন আপনে॥ ৭৭॥
"অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়।
পতিত-পাবন তুমি মহা-কৃপাময়॥
তুমি সে দিবারে পার কৃষ্ণ প্রাণনাথ।
নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র বসয়ে তোমা'ত॥ ৭৮॥
কৃষ্ণদাস্য বিনু যেন মোর নহে আন।
হেন উপদেশ তুমি মোরে দেহ দান॥"
প্রেম-জলে অঙ্গ ভাসে প্রভুর কহিতে।
হুঙ্কার করিয়া শেষে লাগিলা নাচিতে॥ ৭৯॥
গাইতে লাগিলা মুকুন্দাদি ভক্তগণ।
নিজাবেশে মত্ত নাচে শ্রীশচীনন্দন॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ লোক শুনি সেই ক্ষণে।
আসিয়া মিলিলা নাহি জানি কোথা হনে॥
দেখিয়া প্রভুর রূপ পরম সুন্দর।
একদৃষ্টে পান সবে করেন নির্ভর॥ ৮০॥
অকথ্য অদ্ভুত ধারা প্রভুর নয়নে।
তাহা কি কহিলে হয় অনন্ত-বদনে॥
পাক দিয়া নৃত্য করিতে যে ছুটে জল।
তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল॥ ৮১॥
সর্ব্ব লোক তিতিল প্রভুর প্রেম-জলে।
স্ত্রী-পুরুষে বাল-বৃদ্ধে 'হরি হরি' বলে॥
ক্ষণে কম্প, ক্ষণে স্বেদ, ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়।
আছাড় দেখিতে সর্ব্ব লোকে ভয় পায়॥৮২॥

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ নিজ-দাস্য-ভাবে।
দন্তে তৃণ করি সবা-স্থানে দাস্য মাগে॥
সে কারুণ্য দেখিয়া কান্দয়ে সর্ব্ব লোক।
সন্ন্যাস শুনিয়া সবে ভাবে মহা শোক॥ ৮৩॥
"কেমনে ধরিব প্রাণ উহার জননী।
আজি তানে পোহাইল কি কাল-রজনী॥
কোন্ পুণ্যবতী হেন পাইলেক নিধি।
কোন্ বা দারুণ দোষে হরিলেক বিধি॥ ৮৪॥
আমরা-সবের প্রাণ বিদরে দেখিতে।
ভার্য্যা জননী প্রাণ রাখিব কেমতে॥"
এইমত নারীগণ দুঃখ ভাবি কান্দে।
পড়িলেন সর্ব্ব জীব চৈতন্যের ফান্দে॥ ৮৫॥
ক্ষণেকে সম্বরি নৃত্য বৈসে বিশ্বম্ভর।
বসিলেন চতুর্দ্দিকে সব অনুচর॥
দেখিয়া প্রভুর ভক্তি কেশব-ভারতী।
আনন্দ-সাগরে পূর্ণ হই করে স্তুতি॥ ৮৬॥
"যে ভক্তি তোমার আমি দেখিনু নয়নে।
এ শক্তি অন্যের নহে ঈশ্বরের বিনে॥
তুমি সে জগত-গুরু জানিনু নিশ্চয়।
তোমার গুরুর যোগ্য কেহো কভু নয়॥৮৭॥
তবু তুমি লোক-শিক্ষা-নিমিত্ত কারণে।
করিবে আমারে গুরু হেন লয় মনে॥"
প্রভু বলে "মায়া মোরে না কর প্রকাশ।
হেন দীক্ষা দেহ—যেন হও কৃষ্ণ-দাস" ॥৮৮॥
এইমত কৃষ্ণকথা-আনন্দ-প্রসঙ্গে।
বঞ্চিলেন সে নিশা ঠাকুর সবা-সঙ্গে॥

৮০। "হনে" =হইতে

৮১। "তাহা.........বদনে" = লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী বদন পাইলেও, তাহা কি বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায়? ৮৪। "নিধি" = পতি-রত্ন।

৮৮। "তবু.........কারণে" = সন্ন্যাস লইতে হইলে যে গুরু করিতেই হয়, ইহা লোককে শিক্ষা দিবার জন্য।

"মায়া" = ছলনা; প্রবঞ্চনা; কপটতা।

পোহাইল নিশা, সর্ব্ব ভুবনের পতি।
আজ্ঞা করিলেন চন্দ্রশেখরের প্রতি ॥ ৮৯ ॥
"বিধি-যোগ্য যত কর্ম্ম সব কর তুমি।
তোমারেই প্রতিনিধি করিলাঙ আমি ॥"
প্রভুর আজ্ঞায় চন্দ্রশেখর-আচার্য্য।
করিতে লাগিলা সর্ব্ব বিধিযোগ্য কার্য্য ॥৯০
নানা গ্রাম হৈতে সব নানা উপায়ন।
আসিতে লাগিল অতি অকথ্য-কথন ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মুদ্গ তাম্বূল চন্দন।
পুষ্প যজ্ঞসূত্র বস্ত্র আনে সর্ব্ব জন ॥ ৯১ ॥
নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য লাগিল আসিতে।
হেন নাহি জানি—কে আনয়ে কোন্ ভিতে ॥
পরম-আনন্দে সবে করে হরি-ধ্বনি।
ত্রিবিধ লোকের মুখে আর নাহি শুনি ॥৯২॥
তবে মহাপ্রভু সর্ব্ব জগতের প্রাণ।
বসিলা করিতে শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান ॥
নাপিত বসিলা আসি সম্মুখে যখন।
ক্রন্দনের কলরব উঠিল তখন ॥ ৯৩ ॥
ক্ষুর দিতে নাপিত সে চাঁচর চিকুরে।
হাত নাহি দেয় সে, ক্রন্দন মাত্র করে ॥
নিত্যানন্দ আদি করি যত ভক্তগণ।
ভূমিতে পড়িয়া সবে করেন ক্রন্দন ॥ ৯৪ ॥
ভক্তের কি দায়, যত ব্যবহারি-লোক।
তাহারাও কান্দিতে লাগিলা করি শোক ॥
কেহো বলে—"কোন্ বিধি সৃজিল সন্ন্যাস।"
এত বলি নারীগণ ছাড়ে মহাশ্বাস ॥ ৯৫ ॥
অগোচরে থাকি সব কান্দে দেবগণ।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডময় হইল ক্রন্দন ॥
হেন সে কারুণ্য-রস গৌরচন্দ্র করে।
শুষ্ক-কাষ্ঠ, পাষাণাদি দ্রবয়ে অন্তরে ॥ ৯৬ ॥
এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার-কারণ।
এই তার সাক্ষী দেখ—কান্দে সর্ব্বজন ॥
প্রেম-রসে পরম চঞ্চল গৌরচন্দ্র।
স্থির নহে—নিরবধি ভাব অশ্রু কম্প ॥ ৯৭ ॥
'বোল বোল' করি প্রভু উঠে বিশ্বম্ভর।
গায়েন মুকুন্দ—প্রভু নাচে নিরন্তর ॥
বসিলেও প্রভু স্থির হইতে না পারে।
প্রেমরসে মহাকম্প, বহে অশ্রু-ধারে ॥ ৯৮ ॥
'বোল বোল' করি প্রভু করেন হুঙ্কার।
ক্ষৌরকর্ম্ম নাপিত না পারে করিবার ॥
কথং কথমপি সর্ব্বদিন-অবশেষে।
ক্ষৌরকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইল প্রেমরসে ॥ ৯৯ ॥
তবে সর্ব্ব-লোক-নাথ করি গঙ্গা-স্নান।
আসিয়া বসিলা যথা সন্ন্যাসের স্থান ॥

৯০। "বিধি-যোগ্য যত......আমি"=সন্ন্যাস-গ্রহণের নিয়মানুযায়ী যত কিছু যোগাড় যাগাড় সব তুমি কর। এ কার্য্য আমি নিজে না করিয়া, তোমার উপর সব ভার দিলাম।

৯১। "উপায়ন" = উপঢৌকন; উপহার; (Present).

"অকথ্য-কথন" = বর্ণনাতীত; বলিয়া শেষ করা যায় না।

৯২। "ত্রিবিধ লোকের মুখে"=কি বৃদ্ধ, কি যুবক, কি শিশু—সকলেরই মুখে।

"আর" =হরি-ধ্বনি ভিন্ন অন্য আর কিছু।

৯৩। "অন্তর্দ্ধান" = মুণ্ডন; ত্যাগ।

৯৪। "হাত নাহি দেয়" =মাথায় হাত দিতে পারিল না।

৯৫। "ব্যবহারি-লোক" =সাংসারিক লোক; বিষয়ি-লোক।

'সর্ব্ব-শিক্ষাগুরু গৌরচন্দ্র'—বেদে বলে।
কেশব-ভারতী-স্থানে তাহা কহে ছলে॥ ১০০
প্রভু কহে "স্বপ্নে মোরে কোনো মহাজন।
কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিলা কথন॥
বুঝি দেখ তাহা তুমি—হয় কিবা নয়।"
এই বলি প্রভু তাঁর কর্ণে মন্ত্র কয়॥ ১০১॥
ছলে প্রভু কৃপা করি তাঁরে শিষ্য কৈল।
ভারতীর চিত্তে মহা বিস্ময় জন্মিল॥
ভারতী বলেন "এই মহামন্ত্র-বর।
কৃষ্ণের প্রসাদে কি তোমার অগোচর॥"
প্রভুর আজ্ঞায় তবে কেশব-ভারতী।
সেই মন্ত্র প্রভুরে কহিলা মহামতি॥ ১০২॥
চতুর্দ্দিকে 'হরিনাম'-সুমঙ্গল-ধ্বনি।
সন্ন্যাস করিলা বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি॥
পরিলেন অরুণ-বসন মনোহর।
তাহাতে হইলা কোটি-কন্দর্প-সুন্দর॥ ১০৩॥
সর্ব্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক চন্দনে লেপিত।
মালায় পূর্ণিত শ্রীবিগ্রহ সুশোভিত॥
দণ্ড কমণ্ডলু দুই শ্রীহস্তে উজ্জ্বল।
নিরবধি নিজ-প্রেম-আনন্দে বিহ্বল॥ ১০৪॥
কোটি কোটি চন্দ্র জিনি শোভে শ্রীবদন।
প্রেমধারে পূর্ণ দুই কমল-নয়ন॥
কিবা সে সন্ন্যাসি-রূপ হইল প্রকাশ।
পূর্ণ করি তাহা বর্ণিবেন বেদব্যাস॥ ১০৫॥
সহস্রনামেতে যে কহিলা বেদব্যাস।
কোনো অবতারে প্রভু করেন সন্ন্যাস॥
এই তাহা সত্য করিলেন দ্বিজরাজ।
এ মর্ম্ম জানয়ে সব বৈষ্ণব-সমাজ॥ ১০৬॥

তথাহি মহাভারতে সহস্রনাম-স্তোত্রে—
সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তি-পরায়ণঃ॥ ১০৭॥

তবে নাম থুইবারে কেশব-ভারতী।
মনে মনে চিন্তিতে লাগিলা মহামতি॥
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে এমত বৈষ্ণব।
আমার নয়নে নাহি হয় অনুভব॥ ১০৮॥
এতেকে কোথাও যে নাহিক, হেন নাম।
থুইলে সে ইহান—আমার পূর্ণ কাম॥
মূলে ভারতীর শিষ্য 'ভারতী' সে হয়।
ইহানে ত তাহা থুইবারে যোগ্য নয়॥ ১০৯॥
ভাগ্যবান্ ন্যাসিবর এতেক চিন্তিতে।
শুদ্ধা সরস্বতী তান আইলা জিহ্বাতে॥
পাইলা উচিত নাম কেশব-ভারতী।
প্রভু-বক্ষে হস্ত দিয়া বলে শুদ্ধমতি॥ ১১০॥
যত জগতেরে তুমি 'কৃষ্ণ' বোলাইয়া।
করাইলা চৈতন্য—কীর্ত্তন প্রকাশিয়া॥
এতেকে তোমার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
সর্ব্ব লোক তোমা হৈতে যাতে হৈল ধন্য॥
এত যদি ন্যাসিবর বলিলা বচন।
জয়ধ্বনি, পুষ্পবৃষ্টি হইল তখন॥ ১১১॥

৯৯। "কথং কথমপি" = অতিকষ্টে কোনও প্রকারে। "সর্ব্বদিন-অবশেষে" = সন্ধ্যাকালে।
"নির্ব্বাহ হইল" = শেষ হইল।
"প্রেমরসে" = চতুর্দ্দিকে এইরূপ প্রেমরসময় ক্রন্দনের মধ্যে।
১০০। "কহে ছলে" = ভাবান্তরে ব্যক্ত করিলেন।
১০১-১০২। "এই.........কৈল" = এতদ্দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ তিনি যে সর্ব্বগুরু, তাহাই দেখাইলেন।
১০৩। "অরুণ" = ঈষৎ রক্তবর্ণ।
"কোটী-কন্দর্প-সুন্দর" = কোটী কোটী কন্দর্পের ন্যায় মনোহর।
১০৯। "পূর্ণ কাম" = মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হয়।

চতুর্দ্দিকে মহা-হরিধ্বনি-কোলাহল।
করিয়া আনন্দে ভাসে বৈষ্ণব-সকল॥
ভারতীরে সর্ব্ব ভক্ত করিলা প্রণাম।
প্রভুও হইলা তুষ্ট লভিয়া স্ব-নাম॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নাম হইল প্রকাশ।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা সব দাস॥ ১১২॥
হেনমতে সন্ন্যাস করিলা প্রভু ধন্য।
প্রকাশিল আত্ম-নাম—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'॥
এ সকল কথার অবধি নাহি হয়।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' মাত্র বেদে কয়॥
সর্ব্বকাল চৈতন্য সকল লীলা করে।
কৃপায় যখন যে দেখায়েন যাহারে॥ ১১৩॥
আর কত লীলারস হইল সে স্থানে।
নিত্যানন্দ-স্বরূপে সে সব তত্ত্ব জানে॥
তাঁহার আজ্ঞায় আমি কৃপা-অনুরূপে।
কিছুমাত্র সূত্র লিখিলাঙ এ পুস্তকে॥ ১১৪॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥
বেদে ইহা কোটি কোটি মুনি বেদব্যাসে।
বর্ণিবেন নানামতে অশেষ-বিশেষে॥ ১১৫॥
এইমতে মধ্যখণ্ডে প্রভুর সন্ন্যাস।
যে কথা শুনিলে হয় চৈতন্যের দাস॥
মধ্যখণ্ডে ঈশ্বরের সন্ন্যাস-করণ।
ইহার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণপ্রেম-ধন॥ ১১৬॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ দুই প্রভু।
এই বাঞ্ছা—ইহা যেন না পাসরি কভু॥
হেন দিন হৈবে কি চৈতন্য নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দ্দিকে ভক্তবৃন্দ॥ ১১৭॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥
মুখেও যে জন বলে 'নিত্যানন্দ-দাস'।
সে অবশ্য দেখিবেক চৈতন্য-প্রকাশ॥ ১১৮॥
চৈতন্যের প্রিয়তম নিত্যানন্দ-রায়।
প্রভু-ভৃত্য-সঙ্গে যেন না ছাড়ে আমায়॥
জগতের প্রেমদাতা হেন নিত্যানন্দ।
তান হৈয়া যেন ভজোঁ প্রভু গৌরচন্দ্র॥১১৯॥
সংসারের পার হৈয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই-চাঁদেরে॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায়॥ ১২০॥
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যত শক্তি থাকে, তত দূর উড়ি যায়॥
এইমত চৈতন্য-কথার অন্ত নাই।
যার যত শক্তি, সবে তত তত গাই॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ১২১॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গ-
সন্ন্যাস-বর্ণনং নাম ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

মধ্যখণ্ড সম্পূর্ণ।

১১১। "যত জগতেরে" = জগতের যত লোককে।

"করাইলা চৈতন্য" = কৃষ্ণ-বিষয়ে চৈতন্য প্রদান করিলে; কৃষ্ণ-ভজন-বিষয়ে অজ্ঞানান্ধ জীবের চৈতন্য আনয়ন করিলে।

১১৩। "যে" = যে লীলা।

১১৪। "কিছুমাত্র..........পুস্তকে" = অতি সংক্ষেপে সামান্য একটু বিবরণ এই গ্রন্থে লিখিলাম।

১১৯। "প্রভু-ভৃত্য-সঙ্গে" = তাঁহার প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ও ভক্তবৃন্দের সহিত।

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈত-পাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত।

অন্ত্যখণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

অবতীর্ণৌ স্বকারুণ্যো পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে ॥ ১ ॥

নমস্ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথ-সুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ ॥ ২ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লক্ষ্মীকান্ত।
জয় জয় নিত্যানন্দ-বল্লভ একান্ত ॥
জয় জয় বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ন্যাসিরাজ।
জয় জয় জয় শ্রীভকত-সমাজ ॥ ৩ ॥
জয় জয় পতিত-পাবন গৌরচন্দ্র।
দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদ-দ্বন্দ্ব ॥
শেষখণ্ড-কথা ভাই! শুন এক-চিতে।
নীলাচলে গৌরচন্দ্র আইলা যেমতে ॥ ৪ ॥
করিয়া সন্ন্যাস বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
সে রাত্রি আছিলা প্রভু কণ্টক-নগর ॥
করিলেন মাত্র প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ।
মুকুন্দেরে আজ্ঞা হৈল করিতে কীর্ত্তন ॥ ৫ ॥
'বোল বোল' বলি প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য।
চতুর্দ্দিকে গাইতে লাগিলা সব ভৃত্য ॥
শ্বাস হাস স্বেদ কম্প পুলক হুঙ্কার।
না জানি কতেক হয় অনন্ত বিকার ॥ ৬ ॥
কোটি-সিংহ-প্রায় যেন বিশাল গর্জ্জন।
আছাড় দেখিতে ভয় পায় সর্ব্ব জন ॥
কোন্ দিকে দণ্ড কমণ্ডলু বা পড়িলা।
নিজ-প্রেমে বৈকুণ্ঠের পতি মত্ত হৈলা ॥ ৭ ॥
নাচিতে নাচিতে প্রভু গুরুরে ধরিয়া।
আলিঙ্গন করিলেন বড় তুষ্ট হৈয়া ॥
পাইয়া প্রভুর অনুগ্রহ-আলিঙ্গন।
ভারতীর প্রেমভক্তি হইল তখন ॥ ৮ ॥
পাক দিয়া দণ্ড কমণ্ডলু দূরে ফেলি।
সুকৃতী ভারতী নাচে 'হরি হরি' বলি ॥

১-২। অনুবাদ ১ পৃষ্ঠায় ২-৩ দাগে দ্রষ্টব্য।

৭। "নিজ-প্রেমে" = কৃষ্ণ-প্রেমে।

বাহ্য দূরে গেল ভারতীর প্রেম-রসে।
গড়াগড়ি যায়, বস্ত্র না সম্বরে শেষে॥ ৯॥
ভারতীরে কৃপা হৈল প্রভুর দেখিয়া।
সর্ব্ব-গণ 'হরি' বলে ডাকিয়া ডাকিয়া॥
সন্তোষে গুরুর সঙ্গে প্রভু করে নৃত্য।
দেখিয়া পরম সুখে গায় সব ভৃত্য॥ ১০॥
চারি বেদে ধ্যানে যাঁরে দেখিতে দুষ্কর।
তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে নাচয়ে ন্যাসিবর॥
কেশব-ভারতী-পায়ে বহু নমস্কার।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ শিষ্য-রূপে যাঁর॥ ১১॥
এইমত সর্ব্ব রাত্রি গুরুর সংহতি।
নৃত্য করিলেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি॥
প্রভাত হইলে প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
চলিলেন গুরু-স্থানে বিদায় লইয়া॥ ১২॥
"অরণ্যে প্রবিষ্ট মুই হইমু সর্ব্বথা।
প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা॥"
গুরু বলে "আমিহ চলিব তোমা-সঙ্গে।
থাকিব তোমার সাথে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে"॥১৩
কৃপা করি প্রভু সঙ্গে লইলেন তানে।
অগ্রে গুরু করিয়া চলিলা প্রভু বনে॥
তবে চন্দ্রশেখর-আচার্য্যে কোলে করি।
উচ্চস্বরে কান্দিতে লাগিলা গৌরহরি॥১৪॥
"গৃহে চল তুমি সর্ব্ব বৈষ্ণবের স্থানে।
কহিও সবারে আমি চলিলাঙ বনে॥
গৃহে চল তুমি, দুঃখ না ভাবিহ মনে।
তোমার হৃদয়ে আমি বন্দী সর্ব্বক্ষণে॥ ১৫॥
তুমি মোর পিতা—মুই নন্দন তোমার।
জন্ম জন্ম তুমি প্রেম-সংহতি আমার॥"
এতেক বলিয়া তানে ঠাকুর চলিলা।
মূর্চ্ছাগত হই চন্দ্রশেখর পড়িলা॥ ১৬॥
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি বুঝনে না যায়।
অতএব সে বিরহে প্রাণ রক্ষা পায়॥
ক্ষণেকে চৈতন্য পাই শ্রীচন্দ্রশেখর।
নবদ্বীপ প্রতি তিঁহো গেলেন সত্বর॥ ১৭॥
তবে নবদ্বীপে চন্দ্রশেখর আইলা।
সবা-স্থানে কহিলেন—"প্রভু বনে গেলা॥"
শ্রীচন্দ্রশেখর-মুখে শুনি ভক্তগণ।
আর্ত্তনাদে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥ ১৮॥
শুনিয়া অদ্বৈত মাত্র হইলা মূর্চ্ছিত।
প্রাণ নাহি দেহে, প্রভু পড়িলা ভূমি'ত॥
শচীদেবী শোকে রহিলেন জড় হৈয়া।
কৃত্রিম পুতলী যেন আছে দাণ্ডাইয়া॥ ১৯॥
ভক্ত-পত্নী যত সব পতিব্রতাগণ।
ভূমিতে পড়িয়া সবে করেন ক্রন্দন॥
কোটি মুখ হইলেও সে সব বিলাপ।
বর্ণিতে না পারি সে সবার অনুতাপ॥ ২০॥
অদ্বৈত বলয়ে মোর না রহে জীবন।
বিদরে পাষাণ কাষ্ঠ শুনি সে ক্রন্দন॥

৯। "পাক............... ফেলি" = কৃষ্ণ-প্রেম লাভ হইলে তখন আর কোনও উপাধি রাখিতে ইচ্ছা হয় না।

"বস্ত্র না সম্বরে শেষে" = শেষকালে উলঙ্গ হইয়া পড়িলেন।

১১। "চারি......দুষ্কর" = নিখিল বেদ অধ্যয়ন করিয়া অথবা ধ্যান করিয়াও যাঁহার দর্শন সুদুর্লভ।

১৩। "সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে" = কীর্ত্তনানন্দে।

১৬। "প্রেম-সংহতি" = প্রেমময় সঙ্গী।

১৮। "আর্ত্তনাদে" = চীৎকার করিয়া।

অদ্বৈত বলয়ে "আর কি কার্য্য জীবনে।
সে-হেন ঠাকুর মোর ছাড়িল যখনে॥ ২১ ॥
প্রবিষ্ট হইমু আজি সর্ব্বথা গঙ্গায়।
দিনে লোকে ধরিবেক, চলিমু নিশায়॥"
এইমত বিরহে সকল ভক্তগণ।
সবার হইল বড় চিত্ত উচাটন॥ ২২ ॥
কোনোমতে চিত্তে কেহো স্বাস্থ্য নাহি পায়।
দেহ এড়িবারে সবে চাহেন সদায়॥
যগুপিহ সবেই পরম মহাধীর।
তবু কেহো কাহারে করিতে নারে স্থির॥২৩॥
ভক্তগণে দেহ-ত্যাগ ভাবিলা নিশ্চয়।
জানি সবা প্রবোধি আকাশ-বাণী হয়॥
"দুঃখ না ভাবিহ অদ্বৈতাদি ভক্তগণ।
সবে সুখে কর কৃষ্ণচন্দ্র-আরাধন॥ ২৪ ॥
সেই প্রভু এই দিন দুই চারি ব্যাজে।
আসিয়া মিলিব তোমা-সবার সমাজে॥
দেহত্যাগ কেহো কিছু না ভাবিহ মনে।
পূর্ব্ববৎ সবে বিহরিবা প্রভু-সনে॥ ২৫ ॥
শুনিয়া আকাশ-বাণী সর্ব্ব ভক্তগণ।
দেহ-ত্যাগ প্রতি সবে ছাড়িলেন মন॥
করি অবলম্বন প্রভুর গুণ নাম।
শচী বেড়ি ভক্তগণ থাকে অবিরাম॥ ২৬ ॥
তবে গৌরচন্দ্র সন্ন্যাসীর চূড়ামণি।
চলিলা পশ্চিম-মুখে করি হরি-ধ্বনি॥
নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ সংহতি।
গোবিন্দ পশ্চাতে, অগ্রে কেশব-ভারতী॥২৭॥
চলিলেন মাত্র প্রভু মত্ত-সিংহ-প্রায়।
লক্ষ কোটি লোক কান্দি পাছে পাছে ধায়॥
চতুর্দ্দিকে লোক কান্দি বন ভাঙ্গি যায়।
সবারে করেন প্রভু কৃপা অমায়ায়॥ ২৮ ॥
"সবে গৃহে যাহ, গিয়া লহ কৃষ্ণ-নাম।
সবার হউক কৃষ্ণচন্দ্র ধন প্রাণ॥
ব্রহ্মা, শিব, শুকাদি যে রস বাঞ্ছা করে।
হেন রস হউক তোমা-সবার শরীরে"॥ ২৯ ॥
বর শুনি সর্ব্ব লোক কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
পরবশ-প্রায় সবে আইলেন ঘরে॥
রাঢ়ে আসি গৌরচন্দ্র হইলা প্রবেশ।
অদ্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য রাঢ়-দেশ॥৩০॥
রাঢ়দেশে ভূমি যত দেখিতে সুন্দর।
চতুর্দ্দিকে অশ্বত্থ-মণ্ডলী মনোহর॥
স্বভাব-সুন্দর স্থান শোভে গাভীগণে।
দেখিয়া আবিষ্ট প্রভু হয় সেই ক্ষণে॥ ৩১ ॥
'হরি হরি' বলি প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য।
চতুর্দ্দিকে গাইতে লাগিলা সব ভৃত্য॥
হুঙ্কার গর্জ্জন করে বৈকুণ্ঠের রায়।
জগতের লোক যত শুনি মূর্চ্ছা পায়॥ ৩২ ॥
এইমত প্রভু ধন্য করি রাঢ়-দেশ।
সর্ব্ব পথে চলিলেন করি নৃত্যাবেশ॥
প্রভু বলে "বক্রেশ্বর আছেন যে বনে।
তথায় যাইমু মুই, থাকিমু নির্জ্জনে"॥ ৩৩ ॥
এতেক বলিয়া প্রেমাবেশে চলি যায়।
নিত্যানন্দ-আদি সব পাছে পাছে ধায়॥

২২। "প্রবিষ্ট.........গঙ্গায়"—প্রিয় বস্তুর বিরহে প্রেমিকের মরণোদ্যম আনয়ন করা প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

২৩। "মহাধীর"—খুব পণ্ডিত ও গম্ভীর-প্রকৃতি।

২৪। "আকাশ-বাণী"—দৈববাণী।

২৯। "রস"—কৃষ্ণপ্রেম-রস।

৩০। "পরবশ-প্রায়"—পরাধীনের মত হইয়া।

৩৩। "বক্রেশ্বর"—বক্রেশ্বর-শিব।

অদ্ভুত প্রভুর নৃত্য, অদ্ভুত কীর্ত্তন।
শুনি মাত্র ধাইয়া আইসে সর্ব্ব জন ॥ ৩৪ ॥
যদ্যপিহ কোনো দেশে নাহি সঙ্কীর্ত্তন।
কেহো নাহি দেখে কৃষ্ণ-প্রেমের ক্রন্দন ॥
তথাপি প্রভুর দেখি অদ্ভুত ক্রন্দন।
দণ্ডবত হইয়া পড়য়ে সর্ব্ব-জন ॥ ৩৫ ॥
তথি মধ্যে কেহো কেহো অত্যন্ত পামর।
তারা বলে—"এত কেনে কান্দেন বিস্তর ॥"
সেহো সব জন এবে প্রভুর কৃপায়।
সেই প্রেম সঙরিয়া কান্দি গড়ি যায় ॥ ৩৬ ॥
সকল ভুবন এবে গায় গৌরচন্দ্র।
তথাপিহ সবে নাহি গায় ভূতবৃন্দ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামে বিমুখ যে জন।
নিশ্চয় জানিহ সেই পাপী ভূতগণ ॥ ৩৭ ॥
হেন মতে নৃত্য-রসে বৈকুণ্ঠের নাথ।
নাচিয়া যায়েন সব ভক্তগণ-সাথ ॥
দিন-অবশেষে প্রভু এক ধন্য গ্রামে।
রহিলেন পুণ্যবন্ত-ব্রাহ্মণ-আশ্রমে ॥ ৩৮ ॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিলা শয়ন।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া শুইলা ভক্তগণ ॥
প্রহর খানেক নিশা থাকিতে ঠাকুর।
সবা ছাড়ি পলাইয়া গেলা কত দূর ॥ ৩৯ ॥
শেষে সবে উঠিয়া চাহেন ভক্তগণ।
না দেখিয়া প্রভু সবে করেন ক্রন্দন ॥
সর্ব্ব গ্রাম বিচার করিয়া ভক্তগণ।
প্রান্তর-ভূমিতে তবে করিলা গমন ॥ ৪০ ॥
নিজ-প্রেম-রসে বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
প্রান্তরে রোদন করে করি উচ্চৈঃস্বর ॥
'কৃষ্ণ রে প্রভু রে ওরে কৃষ্ণ মোর বাপ'।
বলিয়া রোদন করে সর্ব্ব-জীব-নাথ ॥ ৪১ ॥
হেন সে ডাকিয়া কান্দে ন্যাসি-চূড়ামণি।
ক্রোশেকের পথ যায় রোদনের ধ্বনি ॥
কতদূর থাকিয়া সকল ভক্তগণ।
শুনেন প্রভুর অতি অদ্ভুত রোদন ॥ ৪২ ॥
চলিলেন সবে ক্রন্দনের অনুসারে।
দেখিলেন সবে—প্রভু কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
প্রভুর ক্রন্দনে কান্দে সর্ব্ব ভক্তগণ।
মুকুন্দ লাগিলা তবে করিতে কীর্ত্তন ॥ ৪৩ ॥
শুনিয়া কীর্ত্তন প্রভু লাগিলা নাচিতে।
আনন্দে গায়েন সবে বেড়ি চারি ভিতে ॥
এইমত সর্ব্ব পথে নাচিয়া নাচিয়া।
যায়েন পশ্চিম-মুখে আনন্দিত হৈয়া ॥৪৪॥
ক্রোশ চারি সকলে আছেন বক্রেশ্বর।
সেই স্থানে ফিরিলেন গৌরাঙ্গসুন্দর ॥
নাচিয়া যায়েন প্রভু পশ্চিমাভিমুখে।
পূর্ব্ব-মুখ হইলেন প্রভু নিজ-সুখে ॥ ৪৫ ॥
পূর্ব্ব-মুখে চলিয়া যায়েন নৃত্য-রসে।
অন্তর-আনন্দে প্রভু অট্ট অট্ট হাসে ॥
বাহ্য প্রকাশিয়া প্রভু নিজ-কুতূহলে।
বলিলেন "আমি চলিলাম নীলাচলে ॥ ৪৬ ॥
জগন্নাথ-প্রভুর হইল আজ্ঞা মোরে।
'নীলাচলে তুমি ঝাট আইস সত্বরে' ॥

৩৭। "ভূতবৃন্দ" = ভূতপ্রেতের দল অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য-বিমুখ পাষণ্ডীগণ।

৪০। "চাহেন" = খুঁজিতে লাগিলেন। "বিচার করিয়া" = তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া। "প্রান্তর-ভূমিতে" = মাঠে; মাঠের দিকে।

৪৫। "সকলে" = কেবলমাত্র।

এত বলি চলিলেন হই পূর্ব্ব-মুখ।
ভক্ত-সব পাইলেন পরানন্দ-সুখ ॥ ৪৭ ॥
তান ইচ্ছা তিঁহো সে জানেন সবে মাত্র।
তান অনুগ্রহে জানে তান কৃপাপাত্র।
কি ইচ্ছায় চলিলেন 'বক্রেশ্বর' প্রতি।
কেনে বা না গেলা, বুঝে কাহার শকতি ॥
হেন বুঝি করি প্রভু বক্রেশ্বর-ব্যাজ।
ধন্য করিলেন সর্ব্ব রাঢ়ের সমাজ ॥ ৪৮ ॥
গঙ্গা-মুখ হইয়া চলিলা গৌরচন্দ্র।
নিরবধি দেহে নিজ-প্রেমের আনন্দ ॥
ভক্তিশূন্য সর্ব্ব দেশ, না জানে কীর্ত্তন।
কারো মুখে নাহি কৃষ্ণনাম-উচ্চারণ ॥ ৪৯ ॥
প্রভু বলে "হেন দেশে আইলাম কেনে।
'কৃষ্ণ' হেন নাম কারো না শুনি বদনে ॥
কেন হেন দেশে মুই করিনু পয়ান।
না রাখিমু দেহ মুই—ছাড়োঁ এই প্রাণ" ॥৫০॥
হেনই সময়ে ধেনু রাখে শিশুগণ।
তার মধ্যে সুকৃতী আছয়ে এক জন ॥
'হরি-ধ্বনি' করিতে লাগিলা আচম্বিত।
শুনিয়া হইলা প্রভু অতি হরষিত ॥ ৫১ ॥
'হরি বোল'-বাক্য প্রভু শুনি শিশু-মুখে।
বিচার করিতে লাগিলেন মহাসুখে ॥
"দিন দুই চারি যত দেখিলাম গ্রাম।
কাহারো মুখেতে না শুনিনু হরিনাম ॥ ৫২ ॥
আচম্বিতে শিশু-মুখে শুনি হরি-ধ্বনি।
কি হেতু ইহার সবে কহ দেখি শুনি ॥"
প্রভু বলে—"গঙ্গা কত দূর এথা হৈতে।"
সবে বলিলেন—"এক প্রহরের পথে" ॥ ৫৩ ॥
প্রভু বলে "এ মহিমা কেবল গঙ্গার।
অতএব এথা হরিনামের প্রচার ॥
গঙ্গার বাতাস সে আসিয়া লাগে এথা।
অতএব শুনিলাম হরি-গুণ-গাথা" ॥ ৫৪ ॥
গঙ্গার মহিমা ব্যাখ্যা করিতে ঠাকুর।
গঙ্গা প্রতি অনুরাগ বাড়িল প্রচুর ॥
প্রভু বলে "আজি আমি সর্ব্বথা গঙ্গায়।
মজ্জন করিব"—এত বলি চলি যায় ॥ ৫৫ ॥
মত্ত-সিংহ-প্রায় চলিলেন গৌর-সিংহ।
পাছে ধাইলেন সব চরণের ভৃঙ্গ ॥
গঙ্গা-দরশনাবেশে প্রভুর গমন।
নাগালি না পায় কেহো যত ভক্তগণ ॥ ৫৬ ॥
সবে এক নিত্যানন্দ-সিংহ করি সঙ্গে।
সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে আইলেন রঙ্গে ॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে করি গঙ্গায় মজ্জন।
'গঙ্গা গঙ্গা' বলি বহু করিলা স্তবন ॥ ৫৭ ॥
পূর্ণ করি করিলেন গঙ্গাজল পান।
পুনঃপুনঃ স্তুতি করি করেন প্রণাম ॥
"প্রেম-রস-স্বরূপ তোমার দিব্য জল।
শিব সে তোমার তত্ত্ব জানেন সকল ॥ ৫৮ ॥

৪৮। "হেন...... সমাজ" = দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে, মহাপ্রভু, বক্রেশ্বর দেখিবার ভাণ করিয়া, সমস্ত রাঢ়বাসীদিগকে পবিত্র করিলেন।

৫০। "করিনু পয়ান" = আসিলাম।

৫৩। "কি হেতু ইহার" = ইহার কারণ কি।

"এক প্রহরের পথে" = ৩ ঘণ্টার রাস্তা।

৫৬। "চরণের ভৃঙ্গ" = ভক্তগণ।

"গঙ্গা দরশনাবেশে" = গঙ্গা-দর্শন-লালসায় আবিষ্ট হইয়া।

৫৮। "প্রেমরস........সকল" = তোমার এই স্বর্গীয় পবিত্র জল, ইহা জল নহে—ইহা হইতেছে প্রেমরস। দেবাদিদেব মহাদেব তোমার মহিমা সব

সকৃৎ তোমার নাম করিলে শ্রবণ।
তার বিষ্ণুভক্তি হয়, কি পুনঃ ভক্ষণ॥
তোমার সে প্রসাদে 'শ্রীকৃষ্ণ'-হেন নাম।
স্ফুরয়ে জীবের মুখে, ইথে নাহি আন॥ ৫৯।
কীট পক্ষী কুক্কুর শৃগাল যদি হয়।
তথাপি তোমার যদি নিকটে বসয়॥
তবে সে তাহার যত ভাগ্যের উপমা।
অন্যত্রের কোটীশ্বর নহে তার সমা॥ ৬০॥
পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
তোমার সমান তুমি বহি নাহি আর॥"
এইমত স্তুতি করে শ্রীগৌরসুন্দর।
শুনিয়া জাহ্নবী-দেবী লজ্জিত-অন্তর॥ ৬১॥
যে প্রভুর পাদপদ্মে বসতি গঙ্গার।
সে প্রভু করয়ে স্তুতি—হেন অবতার॥
যে শুনয়ে গৌরাঙ্গের গঙ্গা প্রতি স্তুতি।
তার হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে রতি-মতি॥ ৬২॥

নিত্যানন্দ-সংহতি সে নিশা সেই গ্রামে।
আছিলেন কোন পুণ্যবন্তের আশ্রমে॥
তবে আর দিনে কতক্ষণে ভক্তগণ।
আসিয়া পাইলা সবে প্রভুর দর্শন॥ ৬৩॥
তবে প্রভু সর্ব্ব ভক্তগণ করি সঙ্গে।
নীলাচল প্রতি শুভ করিলেন রঙ্গে॥
প্রভু বলে "শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি॥ ৬৪॥
শ্রীবাসাদি করি যত সব ভক্তগণ।
সবার করহ গিয়া দুঃখ-বিমোচন॥
এই কথা গিয়া তুমি কহিও সবারে।
'আমি যাব নীলাচলচন্দ্র দেখিবারে'॥ ৬৫॥
সবার অপেক্ষা আমি করি শান্তিপুরে।
রহিবাঙ শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যের ঘরে॥
তা-সবা লইয়া তুমি আসিবা সত্বর।
আমি যাই হরিদাসের ফুলিয়া-নগর"॥ ৬৬॥

জানেন; সে কারণে তিনি তোমাকে শিরে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন।

৫৯। "কি পুনঃ ভক্ষণ"=তোমার জল পান করিলে যে আরও কি ফল হয়, তাহা আর কি বলিব?

"ইথে নাহি আন"=ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

৬০। "কীট.......সমা"=পশু পক্ষী পোকা-মাকড় হইয়াও যদি তোমার তীরে বাস করে, তবুও তাহাদের যে সৌভাগ্য, সে সৌভাগ্যের সঙ্গে কোটী-পতি হইয়াও অন্যস্থানে বাসের তুলনাই হয় না।

৬১। "তোমার.........আর"=তুমিই তোমার তুলনা, তোমার সমান আর কেহই হইতে পারে না।

৬২। "যে প্রভুর.........গঙ্গার"=যেহেতু গঙ্গা হইলেন বিষ্ণু-পাদোদ্ভবা, সুতরাং তিনি বিষ্ণুর শ্রীচরণে অবস্থান করিতেছেন বুঝিতে হইবে; আর মহাপ্রভু হইলেন যখন বিষ্ণু, তাই মহাপ্রভুর শ্রীচরণে গঙ্গা বাস করিতেছেন বলিতেছেন।

"সে .....অবতার"=তিনি এরূপ ভক্তাবতার যে, তিনি হইলেন চূড়ান্ত ভক্ত—এরূপ ভক্তি জীবের হইতে পারে না। তিনি ভক্ত-রূপে স্বয়ং স্তব করিয়া সকলকে গঙ্গা-ভক্তি শিক্ষা দিতেছেন।

৬৪। "শুভ"=যাত্রা।

৬৫। "নীলাচলচন্দ্র"=শ্রীজগন্নাথ-দেব।

৬৬। "হরিদাসের ফুলিয়া-নগরে"=হরিদাস ঠাকুর শান্তিপুরের নিকট যে ফুলিয়া-গ্রামে বাস করিতেন, সেইখানে।

"গূঢ়রূপে নবদ্বীপে লভিলেন জন্ম।
না বুঝিয়া নিন্দা করিলাম তান ধর্ম্ম ॥
এবে লই গিয়া তান চরণে শরণ।
তবে সব অপরাধ হইবে খণ্ডন" ॥ ৯২ ॥
এইমত বলি লোক মহানন্দে ধায়।
হেন নাহি জানি লোক কত পথে যায় ॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক হৈল খেয়াঘাটে।
খেয়ারি করিতে পার পড়িল সঙ্কটে ॥ ৯৩ ॥
কেহো বান্ধে ভেলা, কেহো ঘট বুকে করে।
কেহো বা কলার গাছ ধরিয়া সাঁতারে ॥
কত বা হইল লোক নাহি সমুচ্চয়।
যে যেমতে পারে, সেইমতে পার হয় ॥ ৯৪ ॥
গর্ভবতী নারী চলে ঘন শ্বাস বয়।
চৈতন্যের নাম করি সেহো পার হয় ॥
অন্ধ, খোঁড়া লোক-সব চলে সাথে সাথে।
চৈতন্যের নামেতে প্রশস্ত পথ দেখে ॥ ৯৫ ॥
সহস্র সহস্র লোক এক নায়ে চড়ে।
কতদূর গিয়া মাত্র নৌকা ডুবি পড়ে ॥ ৯৬ ॥
তথাপিহ চিত্তে কেহো বিষাদ না করে।
ভাসে সর্ব্ব লোক, 'হরি' বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥
হেন সে আনন্দ জন্মিয়াছয়ে অন্তরে।
সর্ব্ব লোক ভাসে মহা-আনন্দ-সাগরে ॥৯৭॥
যে না জানে সাঁতারিতে সেহো ভাসে সুখে।
ঈশ্বর-প্রভাবে কূল পায় বিনা দুখে ॥
কত দিকে লোক পার হয় নাহি জানি।
সবে মাত্র চতুর্দ্দিকে শুনি হরিধ্বনি ॥ ৯৮ ॥
এইমত আনন্দে চলিলা সব লোক।
পাসরিয়া ক্ষুধা, তৃষ্ণা, গৃহ-ধর্ম্ম, শোক ॥
আইলা সকল লোক ফুলিয়া-নগরে।
ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শিয়া 'হরি' বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥৯৯॥
শুনিয়া অপূর্ব্ব অতি উচ্চ হরি-ধ্বনি।
বাহির হইলা সর্ব্ব-ন্যাসি-চূড়ামণি ॥
কি অপূর্ব্ব শোভা সে কহিলে কিছু নয়।
কোটি চন্দ্র যেন আসি করিল উদয় ॥ ১০০ ॥
সর্ব্বদা শ্রীমুখে 'হরে কৃষ্ণ হরে হরে'।
বলিতে আনন্দ-ধারা নিরবধি ঝরে ॥
চতুর্দ্দিকে সর্ব্ব লোক দণ্ডবত হয়।
কে কার উপরে পড়ে নাহি সমুচ্চয় ॥ ১০১ ॥
কণ্টক-ভূমিতে লোক নাহি করে ভয়।
আনন্দিত সর্ব্ব লোক দণ্ডবত হয় ॥
সর্ব্ব লোক 'ত্রাহি ত্রাহি' বলে হাত তুলি।
এমত করয়ে গৌরচন্দ্র কুতূহলী ॥ ১০২ ॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক একত্র হইল।
কি প্রান্তর, কিবা গ্রাম—সকল পূরিল ॥
নানা গ্রাম হৈতে লোক লাগিল আসিতে।
কেহো নাহি যায় ঘর সে মুখ দেখিতে ॥ ১০৩
হইতে লাগিল বড় লোকের গহন।
গৌরাঙ্গ-পূর্ণিত-মন হৈল সর্ব্ব জন ॥

৯২। "গূঢ়রূপে..........খণ্ডন"=এই কথা পাষণ্ডীগণ বলিতে লাগিল।

৯৩। "কত পথে যায়"=পথে যে কতলোক যাইতেছে, তার আর সীমা-সংখ্যা নাই।

৯৪। "ঘট"=কলসী। ৯৫। "প্রশস্ত"=ভল-রকম; সুন্দর। ৯৮। "কূল"=তীর।

৯৯। "গৃহ-ধর্ম্ম"=ঘর-সংসারের কাজ।

১০০। "সে কহিলে কিছু নয়"=তাহা যদি কেহ বর্ণনা করে, তবে সে বর্ণনা কিছুই হয় না, কেননা তাহা বর্ণনাতীত।

১০৩। "কেহো......দেখিতে"=সে চাঁদ-বদন দেখিয়া কেহ আর ঘরে ফিরিতে পারে না।

দেখি গৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ মনোহর।
সর্ব্ব লোক পূর্ণ হৈল বাহির অন্তর ॥ ১০৪ ॥
তবে প্রভু কৃপাদৃষ্টি করিয়া সবারে।
চলিলেন শান্তিপুর—আচার্য্যের ঘরে ॥
সম্ভ্রমে অদ্বৈত দেখি নিজ-প্রাণনাথ।
পাদপদ্মে পড়িলেন হই দণ্ডবৎ ॥ ১০৫ ॥
আর্ত্তনাদে লাগিলেন ক্রন্দন করিতে।
না ছাড়েন পাদপদ্ম দুই বাহু হৈতে ॥
শ্রীচরণ অভিষেক করি প্রেম-জলে।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হই পড়ে পদতলে ॥ ১০৬ ॥
দুই হস্তে তুলি প্রভু লইলেন কোলে।
আচার্য্য ভাসিলা ঠাকুরের প্রেম-জলে ॥
স্থির হই ঠাকুর বসিলা কতক্ষণে।
উঠিল পরমানন্দ অদ্বৈত-ভবনে ॥ ১০৭ ॥
দিগম্বর শিশু-রূপ অদ্বৈত-তনয়।
নাম 'শ্রীঅচ্যুতানন্দ'—মহাজ্যোতির্ম্ময় ॥
পরম সর্ব্বজ্ঞ তিঁহো অকথ্য-প্রভাব।
যোগ্য অদ্বৈতের পুত্র সেই মহাভাগ ॥ ১০৮ ॥
ধূলাময় সর্ব্ব অঙ্গ হাসিতে হাসিতে।
জানিয়া আইলা প্রভু-চরণ দেখিতে ॥
আসিয়া পড়িলা গৌরচন্দ্র-পদতলে।
ধূলার সহিত প্রভু লইলেন কোলে ॥ ১০৯ ॥
প্রভু বলে "অচ্যুত! আচার্য্য মোর পিতা।
সে সম্বন্ধে তোমায় আমায় দুই ভ্রাতা ॥"
অচ্যুত বলেন "তুমি দৈবে জীব-সখা।
সবে কে তোমার বাপ, তার নাহি লেখা ॥১১০
হাসে প্রভু ভক্তগণ অচ্যুত-বচনে।
বিস্ময় সবার বড় উপজিল মনে ॥
এ সকল কথা ত শিশুর কভু নয়।
না জানি জন্মিয়াছেন কোন্ মহাশয় ॥ ১১১ ॥
হেনই সময়ে শ্রীঅনন্ত-নিত্যানন্দ।
আইলা নদীয়া হৈতে সঙ্গে ভক্তবৃন্দ ॥
শ্রীবাসাদি-ভক্তগণ দেখিয়া ঠাকুর।
লাগিলেন 'হরিধ্বনি' করিতে প্রচুর ॥ ১১২॥
দণ্ডবত হইয়া সকল ভক্তগণ।
ক্রন্দন করেন সবে ধরি শ্রীচরণ ॥
সবারে করিলা প্রভু আলিঙ্গন-দান।
সবেই প্রভুর নিজ-প্রাণের সমান ॥ ১১৩ ॥
আর্ত্তনাদে ক্রন্দন করয়ে ভক্তগণ।
শুনিয়া পবিত্র হয় সকল ভুবন ॥

১০৪। "গৌরাঙ্গ-পূর্ণিত-মনং" = শ্রীগৌরাঙ্গে একাগ্রচিত্ত; গৌরগত-চিত্ত।

১০৬। "অভিষেক করি" = সিক্ত করি; ধৌত করি।

১০৭। "প্রেমজলে" = প্রেমাশ্রু-ধারায়।

১০৮। "তিঁহো অকথ্য-প্রভাব" = তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা কাহারও সাধ্য নয়।

১১০। "অচ্যুত বলেন......লেখা" = তখন পাঁচ বৎসরের শিশু অচ্যুত বলিতে লাগিলেন, হে প্রভো! তুমি জীবের পরম সৌভাগ্য বশতঃ তাহাদেরই মঙ্গলার্থে তাহাদের বন্ধু-স্বরূপ হইয়াছ; সুতরাং তুমি যে আমাকে ভাই বলিলে, তাহা না হয় মানিয়া লইলাম, তবে যে তুমি বলিলে আচার্য্য তোমার পিতা, ইহা ত হইতে পারে না, ইহা আমি স্বীকার করিতে পারি না, কারণ তোমার পিতা যে কে, তাহা ত কেহই বলিতে পারে না—বেদে পুরাণেও নহে, যেহেতু তুমি হইলে অনাদি, অজ—তোমার আবার জন্মদাতা কে হইতে পারে?

১১১। "প্রভু ভক্তগণ" = মহাপ্রভু ও ভক্তবৃন্দ

কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে কান্দে যে সুকৃতী জন।
সে ধ্বনি-শ্রবণে সর্ব্ব-বন্ধ-বিমোচন ॥ ১১৪ ॥
চৈতন্য-প্রসাদে ব্যক্ত হৈল হেন ধন।
ব্রহ্মাদি-দুর্ল্লভ প্রেম ভুঞ্জে যে-তে জন ॥
ভক্তগণ দেখি প্রভু পরম-হরিষে।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু নিজ-প্রেমরসে ॥১১৫॥
সত্বরে গাইতে লাগিলেন ভক্তগণ।
'বোল বোল' বলি প্রভু গর্জ্জে ঘনে-ঘন ॥
ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী।
অলক্ষিতে অদ্বৈত লয়েন পদধূলী ॥১১৬॥
অশ্রু কম্প পুলক হুঙ্কার অট্টহাস।
কিবা সে অদ্ভুত অঙ্গ-ভঙ্গীর প্রকাশ ॥
কিবা সে মধুর পদ-চালন-ভঙ্গিমা।
কিবা সে শ্রীহস্ত-চালনাদির মহিমা ॥ ১১৭ ॥
কি কহিব সে বা প্রেম-রসের মাধুরী।
আনন্দে তুলিয়া বাহু বলে 'হরি হরি' ॥
রসময় নৃত্য অতি অদ্ভুত-কথন।
দেখিয়া পরমানন্দে ডুবে ভক্তগণ ॥ ১১৮ ॥
হারাইয়াছিলা প্রভু সর্ব্ব ভক্তগণ।
হেন প্রভু পুনর্ব্বার দিলা দরশন ॥
আনন্দে নাহিক বাহ্য কাহারো শরীরে।
প্রভু বেড়ি সবেই উল্লাসে নৃত্য করে ॥ ১১৯ ॥
কেবা কার গায়ে পড়ে, কে কাহারে ধরে।
কেবা কার চরণ ধরিয়া বক্ষে করে ॥
কারে কেবা ধরি কান্দে, কেবা কিবা বলে।
কেহো কিছু না জানে প্রেমের কুতূহলে ॥১২০
সপার্ষদে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
এমত অপূর্ব্ব হয় পৃথিবী-ভিতর ॥
"হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল ভাই।"
ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই ॥ ১২১॥
কি আনন্দ হইল সে অদ্বৈত-ভবনে।
সে মর্ম্ম জানেন সবে সহস্র-বদনে ॥
আপনে ঠাকুর সবা ধরি জনে জনে।
সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে করে প্রেম-আলিঙ্গনে ॥১২২॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠ-নায়কের আলিঙ্গন।
বিশেষ আনন্দে মত্ত হৈল ভক্তগণ ॥
'হরি' বলি সর্ব্ব গণে করে সিংহনাদ।
পুনঃপুনঃ বাড়ে আরো সবার উন্মাদ ॥ ১২৩ ॥
সাঙ্গোপাঙ্গে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠের পতি।
পদ-ভরে টলমল করে বসুমতী ॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু পরম উদ্দাম।
চৈতন্য বেড়িয়া নাচে মহাজ্যোতির্ধাম ॥১২৪॥
আনন্দে অদ্বৈত নাচে করিয়া হুঙ্কার।
সবেই চরণ ধরে যে পায় যাহার ॥
নবদ্বীপে যেন হৈল আনন্দ-প্রকাশ।
সেই মত নৃত্য-গীত, সকল বিলাস ॥ ১২৫ ॥
কতক্ষণে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
স্বানুভাবে বৈসে বিষ্ণু-খট্টার উপর ॥
যোড়হস্তে সবে রহিলেন চারিভিতে।
প্রভু লাগিলেন নিজ-তত্ত্ব প্রকাশিতে ॥ ১২৬॥
"মুই কৃষ্ণ, মুই রাম, মুই নারায়ণ।
মুই মৎস্য, মুই কূর্ম্ম, বরাহ বামন ॥

১১৪। "কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে.........বিমোচন"= যদি কোনও মহা-ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কৃষ্ণপ্রেমানন্দে বিভোর হইয়া ক্রন্দন করেন, তবে তাঁহার সেই ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিলে জীবের সর্ব্ব-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়

১১৫। "ব্যক্ত" – প্রকট; প্রচার; প্রকাশ।
"ব্রহ্মাদি-দুর্ল্লভ" = দেব-দুর্ল্লভ।
"ভুঞ্জে" = পরমানন্দে উপভোগ করে।

মুই পৃশ্নিগর্ভ, হয়গ্রীব, মহেশ্বর।
মুই বুদ্ধ, কল্কি, হংস, মুই হলধর ॥ ১২৭॥
মুই নীলাচলচন্দ্র, কপিল, নৃসিংহ।
দৃশ্যাদৃশ্য সব মোর চরণের ভৃঙ্গ ॥
মোহার সে গুণগ্রাম বলে সর্ব্ব বেদে।
মোহারে সে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কোটি সেবে ॥১২৮

মুই সর্ব্ব-কালরূপী ভক্তজন বিনে।
সকল আপদ খণ্ডে মোহার স্মরণে॥
দ্রৌপদীরে লজ্জা হৈতে মুই উদ্ধারিনু।
জউ-গৃহে মুই পঞ্চ পাণ্ডবে রক্ষিনু ॥ ১২৯॥
বৃকাসুর বধি মুই রাখিনু শঙ্কর।
মুই উদ্ধারিনু মোর গজেন্দ্র কিঙ্কর॥

১২৭। "হয়গ্রীব"=মধুকৈটভ-দৈত্য বেদ হরণ করিয়া লইয়া গেলে, তাহা উদ্ধার করিবার জন্য 'হয়গ্রীব' নামে শ্রীবিষ্ণুর অবতার হইয়াছিলেন।

১২৮। "দৃশ্যাদৃশ্য"=যাহা কিছু দেখা যাইতেছে এবং যাহা কিছু দেখা নাও যাইতেছে।

"গুণগ্রাম বলে"=গুণসমূহ কীর্ত্তন করে।

১২৯। "মুই... . বিনে"=আমার ভক্ত ব্যতীত আর সকলেরই আমি সংহার-কর্ত্তা।

"জউ-গৃহে............রক্ষিনু"=রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে পোড়াইয়া মারিবার জন্য জতু-গৃহ নির্ম্মাণ করেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকে এই মহা বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। (বিশেষ বিবরণ মহাভারত আদি-পর্ব্বে দ্রষ্টব্য)।

"জউ-গৃহ"=জতু-গৃহ; গালার ঘর।

১৩০। "বৃকাসুর.........শঙ্কর"=শকুনির পুত্র দুর্ম্মতি বৃকাসুর বর লাভ করিবার জন্য দেবর্ষি নারদের উপদেশে কেদারতীর্থে গমন পূর্ব্বক স্বীয় গাত্র-মাংস দ্বারা শিবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। সাত দিন উপাসনার পর, মহাদেব প্রসন্ন হইলেন না দেখিয়া, ঐ দৈত্য খড়্গ দ্বারা নিজ-মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত হইল। তখন দেবদেব শঙ্কর অগ্নি হইতে উত্থিত হইয়া তাহাকে বলিল, তুমি মস্তক ছেদন করিও না, কি বর চাও বল। তখন দৈত্য বলিল, আমাকে এই বর দাও, আমি যাহার মাথায় হাত দিব, সে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিবে। মহাদেব কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া পরে বলিলেন—'তথাস্তু'। তখন ঐ দৈত্য বলিল আচ্ছা, আগে তোমার মাথায় হাত দিয়া আমি বর পরীক্ষা করিব; এই বলিয়া সে শঙ্করের মস্তকে হাত দিতে উদ্যত হইলে, তিনি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিতে লাগিলেন, কিন্তু ব্রহ্মাদি দেবতাগণ এ বিপদের কোনও উপায় বিধান করিতে না পারিয়া সকলে অবশেষে শ্রীবৈকুণ্ঠে নারায়ণ-সমীপে উপস্থিত হইলেন ও সমস্ত নিবেদন করিলেন। নারায়ণ তখন একটী বালক-ব্রহ্মচারীর বেশে বৃকাসুরের সম্মুখে আসিয়া অতি মধুর বাক্যে বলিলেন, তুমি পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছ দেখিতেছি, অতএব এইখানে বসিয়া বিশ্রাম কর এবং তোমার যদি কিছু বলিবার থাকে, তাহা বলিতে বাধা না থাকিলে, আমার নিকট বল, আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। তখন ঐ দৈত্য আদ্যোপান্ত সব বৃত্তান্ত বলিল। অনন্তর ব্রহ্মচারি-রূপী ভগবান্ বলিলেন, হে দানব-বর! দেখ, শিব দক্ষের শাপে পিশাচ-স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া ভূতপ্রেতের অধীশ্বর হইয়াছে। তথাপি তাঁহাকে যদি তোমার জগদ্গুরু বলিয়া বিশ্বাস হইয়া থাকে, তবে তাঁহার বর পরীক্ষার জন্য তুমি প্রথমে নিজ-মস্তকেই হাত দিয়া দেখ না, যদি তাঁহার কথা মিথ্যা হইয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ সেই মিথ্যাবাদী শঙ্করকে বিনাশ করিও। এই কথা শুনিয়া ভগবন্মায়ায় হতবুদ্ধি সেই দুর্ম্মতি তখন নিজ-মস্তকে যেমন হস্তার্পণ করিল,

যে-তে মতে কেনে কোটি যত্ন নাহি করে।
ঈশ্বরের ইচ্ছা সে হইলে ফল ধরে ॥ ২৪ ॥
হেনমতে প্রভু তত্ত্ব কহিতে কহিতে।
উত্তরিলা আসি আটিসারা-নগরেতে ॥
সেই আটিসারা-গ্রামে মহা ভাগ্যবান্।
আছেন পরম সাধু—শ্রীঅনন্ত নাম ॥ ২৫ ॥
রহিলেন আসি প্রভু তাঁহার আলয়ে।
কি কহিব আর তাঁর ভাগ্য-সমুচ্চয়ে ॥
অনন্ত-পণ্ডিত অতি পরম উদার।
পাইয়া পরমানন্দ বাহ্য নাহি আর ॥ ২৬ ॥
বৈকুণ্ঠের পতি আসি অতিথি হইলা।
সন্তোষে ভিক্ষার সজ্জ করিতে লাগিলা ॥
সর্ব্ব-গণ-সহ প্রভু করিলেন ভিক্ষা।
সন্ন্যাসীরে ভিক্ষা-ধর্ম্ম করাইলা শিক্ষা ॥ ২৭॥
সর্ব্ব রাত্রি কৃষ্ণ-কথা-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে।
আছিলেন অনন্ত-পণ্ডিত-গৃহে রঙ্গে ॥
শুভদৃষ্টি অনন্ত-পণ্ডিত প্রতি করি।
প্রভাতে চলিলা প্রভু বলি 'হরি হরি' ॥
দেখি সর্ব্ব-তাপ-হর শ্রীচন্দ্র-বদন।
'হরি' বলি সর্ব্বলোকে ডাকে অনুক্ষণ ২৮।
যোগীন্দ্র-হৃদয়ে অতি দুর্ল্লভ চরণ।
হেন প্রভু চলি যায় দেখে সর্ব্বজন ॥

এইমত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।
আইলেন ছত্রভোগ মহা-কুতূহলে ॥ ২৯ ॥
সেই ছত্রভোগে গঙ্গা হই শতমুখী।
বহিতে আছেন সর্ব্ব লোকে করি সুখী ॥
জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে।
'অম্বুলিঙ্গ-ঘাট' করি বলে সর্ব্বজনে ॥ ৩০ ॥
অম্বুলিঙ্গ শঙ্কর হইলা যে নিমিত্ত।
সেই কথা কহি শুন হৈয়া এক-চিত্ত ॥
পূর্ব্বে ভগীরথ করি গঙ্গা-আরাধন।
গঙ্গা আনিলেন বংশ-উদ্ধার-কারণ ॥ ৩১ ॥
গঙ্গার বিরহে শিব বিহ্বল হইয়া।
শিব আইলেন শেষে গঙ্গা সঙরিয়া ॥
গঙ্গারে দেখিয়া শিব সেই ছত্রভোগে।
বিহ্বল হইলা অতি গঙ্গা-অনুরাগে ॥ ৩২ ॥
গঙ্গা দেখি মাত্র শিব গঙ্গায় পড়িলা।
জল-রূপে শিব জাহ্নবীতে মিশাইলা ॥
জগন্মাতা জাহ্নবীও দেখিয়া শঙ্কর।
পূজা করিলেন ভক্তি করিয়া বিস্তর ॥ ৩৩ ॥
শিব সে জানেন গঙ্গা-ভক্তির মহিমা।
গঙ্গাও জানেন শিব-ভক্তির যে সীমা ॥
গঙ্গাজল স্পর্শি শিব হৈল জলময়।
গঙ্গাও পাইয়া শিব করিলা বিনয় ॥ ৩৪ ॥

২৫। "আটিসারা"=২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণ-ভাগস্থ বারুইপুরের নিকট আটঘরা গ্রামই আটিসারা বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

"যোগীন্দ্র············চরণ"=মহা মহা যোগিগণ ধ্যান দ্বারাও যে চরণ হৃদয়ে লাভ করিতে পারেন না।

৩০। "ছত্রভোগ"=এই স্থান ই বি রেলের (সাউথ সেক্সান South Section) মথুরাপুর রোড্ ষ্টেশান হইতে দুই ক্রোশ দূরে ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণ অংশে অবস্থিত। এখানে ত্রিপুরাসুন্দরী নামে দেবী-মন্দির বিরাজমান।

"অম্বুলিঙ্গ-ঘাট"=এই ঘাট ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির হইতে প্রায় ১ ক্রোশ দূরে। পূর্ব্বে এখানে গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন।

৩৪। "করিলা বিনয়"=দৈন্য সহকারে স্তবস্তুতি করিলেন।

জল-রূপে শিব রহিলেন সেই স্থানে।
'অম্বুলিঙ্গ-ঘাট' করি ঘোষে সর্ব্বজনে॥
গঙ্গা-শিব-প্রভাবে সে ছত্রভোগ-গ্রাম।
হইল পরম ধন্য—মহাতীর্থ নাম॥ ৩৫॥
তথি মধ্যে বিশেষ মহিমা হৈল আর।
পাইয়া চৈতন্যচন্দ্র-চরণ-বিহার॥
ছত্রভোগ গেলা প্রভু অম্বুলিঙ্গ-ঘাটে।
শতমুখী গঙ্গা প্রভু দেখিলা নিকটে॥ ৩৬॥
দেখিয়া হইল প্রভু আনন্দে বিহ্বল।
'হরি' বলি হুঙ্কার করেন কোলাহল॥
আছাড় খায়েন নিত্যানন্দ কোলে করি।
সর্ব্ব গণে 'জয়' দিয়া বলে 'হরি হরি'॥ ৩৭॥
আনন্দ-আবেশে প্রভু সর্ব্ব গণ লৈয়া।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন সুখী হৈয়া॥
অনেক কৌতুকে প্রভু করিলেন স্নানে।
বেদব্যাস তাহা সব লিখিব পুরাণে॥ ৩৮॥
স্নান করি মহাপ্রভু উঠিলেন কূলে।
যেই বস্ত্র পরে, সেই তিতে প্রেমজলে॥
পৃথিবীতে রহে এক শতমুখী ধার।
প্রভুর নয়নে বহে শতমুখী আর॥ ৩৯॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সব হাসে ভক্তগণ।
হেন মহাপ্রভু গৌরচন্দ্রের ক্রন্দন॥
সেই গ্রামে অধিকারী রামচন্দ্র খান।
যদ্যপি বিষয়ী, তবু মহা-ভাগ্যবান্॥ ৪০॥
অন্যথা প্রভুর সঙ্গে দেখা তান কেনে।
দৈবগতি আসিয়া মিলিলা সেই স্থানে॥
দেখিয়া প্রভুর তেজ ভয় হৈল মনে।
দোলা হৈতে সত্বরে নামিলা সেইক্ষণে॥ ৪১॥
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা পদতলে।
প্রভুর নাহিক বাহ্য প্রেমানন্দ-জলে॥
'হা হা জগন্নাথ-প্রভু!' বলে ঘনে-ঘন।
পৃথিবীতে পড়ি ক্ষণে করয়ে ক্রন্দন॥ ৪২॥
দেখিয়া প্রভুর আর্ত্তি রামচন্দ্র খান।
অন্তরে বিদীর্ণ হৈল সজ্জনের প্রাণ॥
'কোন্ মতে এ আর্ত্তির হয় সম্বরণ।'
কান্দে আর এইমত চিন্তে মনে-মন॥ ৪৩॥
ত্রিভুবনে হেন আছে দেখি সে ক্রন্দন।
বিদীর্ণ না হয় কাষ্ঠ-পাষাণের মন॥
কিছু স্থির হই বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি।
জিজ্ঞাসিলা রামচন্দ্র খানেরে "কে তুমি" ॥৪৪॥
সম্ভ্রমে করিয়া দণ্ডবৎ করযোড়।
বলে "প্রভু! দাস-অনুদাস মুই তোর"॥
তবে শেষে সর্ব্ব লোক লাগিলা কহিতে।
"এই অধিকারী প্রভু দক্ষিণ-রাজ্যেতে" ॥৪৫॥
প্রভু বলে "তুমি অধিকারী বড় ভাল।
নীলাচলে আমি যাই কেমতে সকাল॥"
বহয়ে আনন্দ-ধারা কহিতে কহিতে।
'নীলাচল-চন্দ্র' বলি পড়িলা ভূমিতে॥ ৪৬॥

৩৬। "তথি.........আর"=তাহাতে আবার শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের চরণ-ধূলি লাভ করিয়া ছত্রভোগ-তীর্থের মহিমা আরও বাড়িয়া গেল।

৩৯। "পৃথিবীতে......আর"=পৃথিবীতে ত একটী শতমুখী গঙ্গা (উপরে ৩৬ দাগ দ্রষ্টব্য) রহিয়াছেন, মহাপ্রভুর নয়নের প্রেমাশ্রু-ধারায় আর একটী শতমুখী গঙ্গা প্রবাহিত হইতে লাগিলেন।

৪১। "দৈবগতি"=দৈবাৎ; By chance.

"দেখিয়া........মনে"=ইহা হইল মহৈশ্বর্য্যময় শ্রীভগবানের স্বাভাবিক প্রভাব।

৪৩। "কোন্‌মতে"=কেমন করিয়া।

৪৬। "সকাল"=শীঘ্র শীঘ্র।

রামচন্দ্র খান বলে "শুন মহাশয়।
যে আজ্ঞা তোমার—সেই কর্ত্তব্য নিশ্চয়॥
সবে প্রভু! হইয়াছে বিষম সময়।
সে দেশে এ দেশে কেহো পথ নাহি বয়॥
রাজারা ত্রিশূল পুঁতিয়াছে স্থানে স্থানে।
পথিক পাইলে 'জাশু' বলি লয় প্রাণে॥৪৭॥
কোনো দিক্ দিয়া বা পাঠাঙ লুকাইয়া।
তাহাতে ডরাঙ প্রভু! শুন মন দিয়া॥
মুই সে নস্কর এথা—সব মোর ভার।
নাগালি পাইলে, আগে সংশয় আমার॥৪৮॥
তথাপিহ যে তে কেনে প্রভু মোর নয়।
যে তোমার আজ্ঞা, তাহা করিব নিশ্চয়॥
যদি মোরে 'ভৃত্য' হেন জ্ঞান থাকে মনে।
তবে আজি ভিক্ষা এথা কর সর্ব্ব জনে॥৪৯॥
জাতি প্রাণ ধন কেনে মোহার না যায়।
রাত্রে আজি তোমা পাঠাইব সর্ব্বথায়॥"
শুনিয়া হইল সুখী বৈকুণ্ঠের নাথ।
হাসি তানে করিলেন শুভ-দৃষ্টিপাত॥ ৫০॥
দৃষ্টিমাত্র তাঁর সর্ব্ব-বন্ধ ক্ষয় করি।
ব্রাহ্মণ-আশ্রমে রহিলেন গৌরহরি॥
ব্রাহ্মণ-মন্দিরে হৈল পরম মঙ্গল।
প্রত্যক্ষ পাইল সর্ব্ব সুকৃতির ফল॥ ৫১॥

নানা যত্নে দৃঢ়-ভক্তিযোগ-চিত্ত হৈয়া।
প্রভুর রন্ধন বিপ্র করিলেন গিয়া॥
নামে সে ঠাকুর মাত্র করেন ভোজন।
নিজাবেশে অবকাশ নাহি একক্ষণ॥ ৫২॥
ভিক্ষা করে প্রভু প্রিয়বর্গ-সন্তোষার্থ।
নিরবধি প্রভুর ভোজন—'পরমার্থ'॥
বিশেষে চলিলা যে অবধি জগন্নাথে।
নামে সে ভোজন প্রভু করে সেই হৈতে॥
নিরবধি জগন্নাথ প্রতি আর্ত্তি করি।
আইসেন সব পথ আপনা পাসরি॥ ৫৩॥
কারে বলি রাত্র দিন পথের সঞ্চার।
কিবা জল, কিবা স্থল, কিবা পারাপার॥
কিছু নাহি জানে প্রভু ডুবি ভক্তিরসে।
প্রিয়বর্গ রাখে নিরবধি রহি পাশে॥ ৫৪॥
যে আবেশ মহাপ্রভু করেন প্রকাশ।
তাহা কে কহিতে পারে বিনা বেদব্যাস॥
ঈশ্বরের চরিত্র বুঝিতে শক্তি কার।
কখন কিরূপে কৃষ্ণ করেন বিহার॥ ৫৫॥
কারে বা করেন আর্ত্তি, কান্দেন বা কারে।
এ মর্ম্ম জানিতে নিত্যানন্দ শক্তি ধরে॥
নিজ-ভক্তি-রসে ডুবি বৈকুণ্ঠের রায়।
আপনা না জানে প্রভু আপন-লীলায়॥৫৬॥

৪৭। "ত্রিশূল"=ধারালো সরু আগা-যুক্ত অস্ত্র।
"জাশু"=গুপ্তচর।

৪৮। "নাগালি.........আমার"=কোনরূপে জানিতে পারিলে আগে আমার প্রাণ লইবে।
"নস্কর"=ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী; Manager.

৫১। "ব্রাহ্মণ-আশ্রমে রহিলেন"=সেইখানে এক ব্রাহ্মণ-বাড়ীতে থাকিলেন।

৫৩। "ভিক্ষা...........পরমার্থ"=ভক্তগণের সন্তোষের নিমিত্ত প্রভু নামমাত্র পার্থিব দ্রব্য ভোজন করেন বটে, কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই অপার্থিব কৃষ্ণপ্রেম-সুধারস ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন।

৫৪। "কারে......সঞ্চার"=তাঁহার রাত্রি দিন জ্ঞান নাই, ক্রমাগতই পথ চলিতেছেন। "পারাপার"=নদীর এপার-ওপার। "রাখে"=রক্ষা করে।

৫৬। "কারে বা......বা কারে"=কার জন্যই বা এত ব্যাকুল হন, আর কার জন্যই বা এত ক্রন্দন করেন।

আপনেই জগন্নাথ, ভাবেন আপনে।
আপনে করিয়া আর্ত্তি লওয়ায়েন জনে॥
যদি কৃপাদৃষ্টি না করেন জীব প্রতি।
তবে কার আছে তানে জানিতে শকতি ॥৫৭
নিত্যানন্দ-আদি সব প্রিয়বর্গ লৈয়া।
ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া॥
কিছুমাত্র অন্ন প্রভু পরিগ্রহ করি।
উঠিলেন হুঙ্কার করিয়া গৌরহরি॥ ৫৮॥
আবিষ্ট হইলা প্রভু করি আচমন।
"কত দূর জগন্নাথ"—বলে ঘনে-ঘন॥
মুকুন্দ লাগিলা মাত্র কীর্ত্তন করিতে।
আরম্ভিলা বৈকুণ্ঠের ঈশ্বর নাচিতে॥ ৫৯॥
পুণ্যবন্ত যত যত ছত্রভোগ-বাসী।
সবে দেখে—নৃত্য করে বৈকুণ্ঠ-বিলাসী॥
অশ্রু কম্প হুঙ্কার পুলক স্তম্ভ ঘর্ম্ম।
কত হয় কে জানে সে বিকারের মর্ম্ম॥ ৬০॥
কিবা সে অদ্ভুত নয়নের প্রেমধার।
ভাদ্রমাসে যে-হেন গঙ্গার অবতার॥
পাক দিয়া নৃত্যে নয়নে যে ছুটে জল।
তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল॥ ৬১॥
ইহারে সে কহি প্রেমময় অবতার।
এ শক্তি চৈতন্যচন্দ্র বহি নাহি আর॥
এইমতে গেল রাত্রি তৃতীয় প্রহর।
স্থির হইলেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর॥ ৬২॥
সকল লোকের চিত্তে যেন ক্ষণপ্রায়।
সবার নিস্তার হৈল চৈতন্য-কৃপায়॥
হেনই সময়ে কহে রামচন্দ্র খান।
নৌকা আসি ঘাটে প্রভু হৈল বিদ্যমান॥৬৩॥
ততক্ষণে 'হরি' বলি শ্রীগৌরসুন্দর।
উঠিলেন গিয়া প্রভু নৌকার উপর॥
শুভ-দৃষ্ট্যে লোকেরে বিদায় দিয়া ঘরে।
চলিলেন প্রভু নীলাচল—নিজ-পুরে॥ ৬৪॥
প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীমুকুন্দ-মহাশয়।
কীর্ত্তন করেন—প্রভু নৌকায় বিজয়॥
অবুধ নাবিক বলে "হইল সংশয়।
বুঝিলাম আজি আর প্রাণ নাহি রয়॥ ৬৫॥
কূলেতে উঠিলে বাঘে লৈয়া সে পলায়।
জলেতে পড়িলে সে কুম্ভীরে ধরি খায়॥
নিরন্তর এ পানীতে ডাকাইত ফিরে।
পাইলেই ধন প্রাণ দুই নাশ করে॥ ৬৬॥
এতেকে যাবৎ না উড়িয়া-দেশ পাই।
তাবৎ নীরব হও সকল গোসাঁই॥"
সঙ্কোচ হইল সবে নাবিকের বোলে।
প্রভু সে ভাসেন নিরবধি প্রেম-জলে।৬৭॥

৫৭। "আপনেই........আপনে" = মহাপ্রভু নিজেই ত হইলেন জগন্নাথ, অথচ আবার নিজেই সেই জগন্নাথের চিন্তা করিতেছেন।

৬১। "যে-হেন গঙ্গার অবতার" = গঙ্গার যেরূপ আকার বা অবস্থা হয়।

৬৩। "সকল............ক্ষণপ্রায়" = তিন প্রহর রাত্রি অতীত হইয়া গেল, কিন্তু তাহা যেন সকলের নিকট নিমেষের মত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

৬৪। "নিজ-পুরে" = এতদ্দ্বারা মহাপ্রভু নিজেই যে জগন্নাথ, তাহাই বলা হইল। 'নিজ-পুরে' অর্থে তাঁহার নিজের পুরে অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্রে।

৬৫। "প্রভু নৌকায় বিজয়" = প্রভু নৌকা করিয়া যেমন যাইতে লাগিলেন।

"অবুধ" = নির্ব্বোধ; বোকা।

৬৭। "এতেকে............পাই" = সে কারণে যতক্ষণ পর্য্যন্ত উড়েদেশে না পৌঁছিতে পারি।

ক্ষণেকে উঠিলা প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
সবারে বলেন "কেনে ভয় কর কার॥
এই না সম্মুখে সুদর্শন-চক্র ফিরে।
বৈষ্ণব-জনের নিরবধি বিঘ্ন হরে॥ ৬৮।
কিছু চিন্তা নাহি, কর কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
তোরা কি না দেখ হের ফিরে সুদর্শন॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্ব ভক্তগণ।
আনন্দে লাগিল সবে করিতে কীর্ত্তন॥ ৬৯॥
ব্যপদেশে মহাপ্রভু কহেন সবারে।
"নিরবধি সুদর্শন ভক্ত রক্ষা করে॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের পক্ষ হিংসা করে।
সুদর্শন-অগ্নিতে সে পাপী পুড়ি মরে॥ ৭০॥
বিষ্ণু-চক্র সুদর্শন রক্ষক থাকিতে।
কার শক্তি আছে ভক্ত-জনেরে লঙ্ঘিতে॥"
এইমত শ্রীগৌরচন্দ্রের গোপ্য-কথা।
তান কৃপা যারে, সেই বুঝয়ে সর্ব্বথা॥ ৭১॥
হেনমতে মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তন-রসে।
প্রবেশ হইলা আসি শ্রীউৎকল-দেশে॥
উত্তরিলা গিয়া নৌকা শ্রীপ্রয়াগ-ঘাটে।
নৌকা হৈতে মহাপ্রভু উঠিলেন তটে॥ ৭২॥
প্রবেশ করিলা গৌরচন্দ্র ওড্রদেশে।
ইহা যে শুনয়ে সে ভাসয়ে প্রেম-রসে॥
আনন্দে ঠাকুর ওড্রদেশ হই পার।
সর্ব্ব-গণ-সহিত হইলা নমস্কার॥ ৭৩॥
সেই স্থানে আছে—তার 'গঙ্গাঘাট' নাম।
তঁহি গৌরচন্দ্র প্রভু করিলেন স্নান॥
যুধিষ্ঠির-স্থাপিত মহেশ তথি আছে।
স্নান করি তাঁরে নমস্করিলেন পাছে॥ ৭৪॥
ওড্রদেশে প্রবেশ করিলা গৌরচন্দ্র।
গণ-সহ হইলেন পরম-আনন্দ॥
এক দেবস্থানেতে থুইয়া সবাকারে।
আপনে চলিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে॥৭৫॥
যার ঘরে গিয়া প্রভু উপসন্ন হয়।
সে বিগ্রহ দেখিতে কাহার মোহ নয়॥
আঁচল পাতেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
সবেই তণ্ডুল আনি দেয়েন সত্বর॥ ৭৬॥
ভক্ষ্য দ্রব্য উৎকৃষ্ট যে থাকে যার ঘরে।
সন্তোষে সবেই আনি দেয়েন প্রভুরে॥
'জগতের অন্নপূর্ণা' যে লক্ষ্মীর নাম।
সে লক্ষ্মী মাগয়ে যাঁর পাদপদ্মে স্থান॥ ৭৭।
হেন প্রভু আপনে সকল ঘরে ঘরে।
ন্যাসিরূপে ভিক্ষা-ছলে জীব ধন্য করে॥
ভিক্ষা করি প্রভু হই হরষিত-মন।
আইলেন যথা বসি আছে ভক্তগণ॥ ৭৮॥

"সঙ্কোচ হইল"=ঈষৎ ভীত হইলেন; জড়সড় হইলেন।

৭০-৭১। "ব্যপদেশে...... ..লঙ্ঘিতে"=সকল ভক্তের পক্ষেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই মহা আশ্বাস-সূচক অভয়-বাণীতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক ভজন-পথে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা হইলেই সর্ব্ববিধ বিঘ্নাদির আশঙ্কা দূরীভূত হইবে।

৭৩। "ওড্রদেশে"=উড়িষ্যাদেশে।

"আনন্দে .... নমস্কার"=শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু নদী পার হইয়া উড়িষ্যা-দেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীজগন্নাথ-রাজ্যে প্রবেশ করায় অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং স্বীয় পার্ষদবর্গ সহ ওড্রদেশকে ও উদ্দেশে শ্রীজগন্নাথদেবকে নমস্কার করিলেন।

৭৬। "কাহার মোহ নয়"=কে না মুগ্ধ হয়?

৭৭। "জগতের অন্নপূর্ণা"=যিনি সমস্ত জগৎকে অন্ন যোগাইতেছেন।

ভিক্ষা-দ্রব্য দেখি সবে লাগিলা হাসিতে।
সবেই বলেন "প্রভু! পারিবা পোষিতে॥"
সন্তোষে জগদানন্দ করিলা রন্ধন।
সবার সংহতি প্রভু করিলা ভোজন॥ ৭৯॥
সর্ব্ব রাত্রি সেই গ্রামে করি সঙ্কীর্ত্তন।
উষাকালে মহাপ্রভু করিলা গমন॥
কতদূর গেলে মাত্র দানী দুরাচার।
রাখিলেক, দান চাহে, না দেয় যাইবার॥৮০
দেখিয়া প্রভুর তেজ পাইল বিস্ময়।
জিজ্ঞাসিল 'কতেক তোমার লোক হয়॥
প্রভু কহে "জগতে আমার কেহো নয়।
আমিহ কাহারো নহি—কহিল নিশ্চয়॥
এক আমি—দুই নহি, সকল আমার।"
কহিতে নয়নে বহে অবিরত ধার॥ ৮১॥
দানী বলে "গোসাঁই! করহ শুভ তুমি।
এ সবার দান পাইলে ছাড়ি দিব আমি॥"
শুভ করিলেন প্রভু 'গোবিন্দ' বলিয়া।
কতদূরে সবা ছাড়ি বসিলেন গিয়া॥ ৮২॥
সবা পরিহরি প্রভু করিলা গমন।
হরিষ-বিষাদ হইলেন ভক্তগণ॥
দেখিয়া প্রভুর অতি নিরপেক্ষ খেলা।
অন্যোন্যে সর্ব্ব গণে হাসিতে লাগিলা॥ ৮৩॥

"পাছে প্রভু সবা ছাড়ি করেন গমন।"
এতেকে বিষাদ আসি ধরিলেক মন॥
নিত্যানন্দ সবা প্রবোধেন "চিন্তা নাই।
আমা-সবা ছাড়িয়া না যাবেন গোসাঁই॥"
দানী বলে তোমরা ত সন্ন্যাসীর নহ।
এতেকে আমারে সে উচিত দান দেহ॥ ৮৪॥
কতদূরে প্রভু সব পার্ষদ ছাড়িয়া।
হেটমাথা করি মাত্র কান্দেন বসিয়া॥
কাষ্ঠ, পাষাণাদি দ্রবে শুনি সে ক্রন্দন।
অদ্ভুত দেখিয়া দানী ভাবে মনে-মন॥ ৮৫॥
দানী বলে "এ পুরুষ নর কভু নহে।
মনুষ্যের নয়নে কি এত ধারা বহে॥"
সবারে জিজ্ঞাসে দানী প্রণতি করিয়া।
"কে তোমরা, কার লোক, কহ ত ভাঙ্গিয়া॥"
সবে বলিলেন "অই 'ঠাকুর' সবার।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম শুনিয়াছ যাঁর॥ ৮৬॥
সবেই উঁহার ভৃত্য আমরা সকল।"
কহিতে সবার আঁখি বহি পড়ে জল॥
দেখিয়া সবার প্রেম মুগ্ধ হৈল দানী।
দানীর নয়ন দুই বহি পড়ে পানী॥ ৮৭॥
আথে-ব্যথে দানী গিয়া প্রভুর চরণে।
দণ্ডবত হই বলে বিনয়-বচনে॥

"যাঁর" = যে মহাপ্রভুর, কেননা তিনি হইলেন যে লক্ষ্মীপতি বিষ্ণু।

৮০। "রাখিলেক" = বাধা দিল; গতি রোধ করিল।

৮১। "প্রভু......আমার" = মহাপ্রভু বলিলেন, 'আমি হইলাম অদ্বিতীয়' এবং সমস্ত বিশ্বসংসারই আমার অধীন। এতদ্দ্বারা 'তিনি যে ঈশ্বর' তাহাই সঙ্কেতে ব্যক্ত করিলেন, কেননা একমাত্র ঈশ্বরই হইতেছেন অদ্বিতীয় ও বিশ্বপতি।

৮২। "করহ শুভ" = গমন কর; যাও।

৮৩। "নিরপেক্ষ" = কাহারও অপেক্ষা করেন না; কাহারও দিকে তাকান না; স্বেচ্ছাচারী।

৮৪। "সন্ন্যাসীর নহ" = সন্ন্যাসীর লোক নও।

৮৬। "অই ঠাকুর সবার" = উনিই হইতেছেন আমাদের ঠাকুর, উনিই আমাদের সব।

"কোটি কোটি জন্মে যত আছিল মঙ্গল।
তোমা দেখি আজি পূর্ণ হইল সকল ॥ ৮৮ ॥
অপরাধ ক্ষমা কর করুণা-সাগর।
চল—নীলাচল গিয়া দেখহ সত্বর ॥"
দানী প্রতি করি প্রভু শুভ-দৃষ্টিপাত।
'হরি' বলি চলিলেন সর্ব্ব-জীব-নাথ ॥ ৮৯ ॥
সবার করিব গৌরসুন্দর উদ্ধার।
বিনা পাপী বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার ॥
অসুর দ্রবিল চৈতন্যের গুণ-নামে।
অত্যন্ত দুষ্কৃতী পাপী সেই নাহি মানে ॥৯০॥
হেনমতে নীলাচলে বৈকুণ্ঠের নাথ।
আইসেন সবারে করিয়া দৃষ্টিপাত ॥
নিজ-প্রেমানন্দে প্রভু পথ নাহি জানে।
অহর্নিশ সুবিহ্বল প্রেমরস-পানে ॥ ৯১ ॥
এইমতে মহাপ্রভু চলিয়া আসিতে।
কত দিনে উত্তরিলা সুবর্ণরেখাতে ॥
সুবর্ণরেখার জল পরম নির্ম্মল।
স্নান করিলেন প্রভু বৈষ্ণব-সকল ॥ ৯২ ॥
স্নান করি স্বর্ণরেখা-নদী ধন্য করি।
চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি ॥
রহিলা অনেক পাছে নিত্যানন্দ-চন্দ্র।
সংহতি তাঁহার সবে শ্রীজগদানন্দ ॥
কতদূরে গৌরচন্দ্র বসিলেন গিয়া।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের অপেক্ষা করিয়া ॥ ৯৩ ॥
চৈতন্য-আবেশে মত্ত নিত্যানন্দ-রায়।
বিহ্বলের প্রায় ব্যবসায় সর্ব্বথায় ॥
কখনো হুঙ্কার করে, কখনো রোদন
ক্ষণে মহা অট্টহাস্য, ক্ষণে বা গর্জ্জন ॥ ৯৪ ॥
ক্ষণে বা নদীর মাঝে এড়েন সাঁতার।
ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গে ধূলা মাখেন অপার ॥
ক্ষণে বা যে আছাড় খায়েন প্রেম-রসে।
চূর্ণ হয় অঙ্গ—হেন সর্ব্ব লোক বাসে ॥ ৯৫ ॥
আপনা-আপনি নৃত্য করেন কখনে।
টলমল করয়ে পৃথিবী ততক্ষণে ॥
এ সকল কথা তানে কিছু চিত্র নয়।
অবতীর্ণ আপনে 'অনন্ত'-মহাশয় ॥ ৯৬ ॥
নিত্যানন্দ-কৃপায় এ সব শক্তি হয়।
নিরবধি গৌরচন্দ্র যাঁহার হৃদয় ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপে থুইয়া এক স্থানে।
চলিলা জগদানন্দ ভিক্ষা-অন্বেষণে ॥ ৯৭ ॥
ঠাকুরের দণ্ড শ্রীজগদানন্দ বহে।
দণ্ড থুই নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে কহে ॥
"ঠাকুরের দণ্ডে মন দিও সাবধানে।
ভিক্ষা করি আমিহ আসিব এইক্ষণে ॥"
আথে-ব্যথে নিত্যানন্দ দণ্ড ধরি করে।
বসিলেন সেই স্থানে বিহ্বল-অন্তরে ॥ ৯৮ ॥
দণ্ড হাতে করি হাসে নিত্যানন্দ-রায়।
দণ্ডের সহিত কথা কহেন লীলায় ॥
"অহে দণ্ড! আমি যারে বহিয়ে হৃদয়ে।
সে তোমারে বহিবেক এ ত যুক্ত নহে ॥"
এত বলি বলরাম পরম প্রচণ্ড।
ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি করি তিন খণ্ড ॥ ৯৯ ॥

৮৮। "তোমা......সকল"—আমার সব মঙ্গল আজ যথার্থ সার্থক হইল, আজ উহা প্রকৃত মঙ্গল অর্থাৎ পরম মঙ্গলে পরিণত হইল, আজ আমার সমস্তই পরম-মঙ্গলময় হইল।

৯০। "অসুর দ্রবিল"—দানব-প্রভৃতির লোকও গলিয়া গেল।

৯৩। "ব্যবসায়"—কার্য্য; উদ্যম; চেষ্টা।

৯৫। "বাসে"—মনে করে।

ঈশ্বরের ইচ্ছা যেন ঈশ্বর সে জানে।
কেন ভাঙ্গিলেন দণ্ড, জানিব কেমনে॥
নিত্যানন্দ জ্ঞাতা গৌরচন্দ্রের অন্তর।
নিত্যানন্দেরেও জানে শ্রীগৌরসুন্দর॥ ১০০॥
আগে যেন দুই ভাই শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
দোঁহার অন্তর দোঁহে জানে অনুক্ষণ॥
এক বস্তু দুই ভাগ, ভক্তি বুঝাইতে।
গৌরচন্দ্র জানি সবে নিত্যানন্দ হৈতে॥১০১॥
বলরাম বিনা অন্যে চৈতন্যের দণ্ড।
ভাঙ্গিবারে পারে হেন কে আছে প্রচণ্ড॥
সকল বুঝায় ছলে শ্রীগৌরসুন্দরে।
যে জানয়ে মর্ম্ম, সেই জন সুখে তরে॥ ১০২॥
দণ্ড ভাঙ্গি নিত্যানন্দ আছেন বসিয়া।
ক্ষণেকে জগদানন্দ মিলিলা আসিয়া॥
ভগ্ন দণ্ড দেখি মহা হইলা বিস্মিত।
অন্তরে জগদানন্দ হইলা চিন্তিত॥ ১০৩॥
বার্ত্তা জিজ্ঞাসেন 'দণ্ড ভাঙ্গিলেক কে'।
নিত্যানন্দ বলে "দণ্ড ধরিলেক যে॥
আপনার দণ্ড প্রভু ভাঙ্গিলা আপনে।
তাঁর দণ্ড ভাঙ্গিতে কি পারে অন্য জনে॥"
শুনি বিপ্র আব না করিলা প্রত্যুত্তর।
ভাঙ্গা দণ্ড লই মাত্র চলিলা সত্বর॥ ১০৪॥

বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌরসুন্দর।
ভাঙ্গা দণ্ড ফেলি দিল প্রভুর গোচর॥
প্রভু বলে "কহ দণ্ড ভাঙ্গিলে কেমনে।
পথে নাকি কন্দল করিলা কারো সনে॥"
কহিলা জগদানন্দ-পণ্ডিত সকল।
"ভাঙ্গিলেক নিত্যানন্দ দণ্ড সুবিহ্বল" ॥১০৫॥
নিত্যানন্দ প্রতি প্রভু জিজ্ঞাসে আপনি।
"কি লাগি ভাঙ্গিলা দণ্ড কহ দেখি শুনি॥
নিত্যানন্দ বলে "ভাঙ্গিয়াছি বাঁশ-খান।
না পার ক্ষমিতে, কর যে শাস্তি প্রমাণ॥"
প্রভু বলে "যঁহি সর্ব্ব-দেব-অধিষ্ঠান।
সে তোমার মতে কি হইল বাঁশ-খান" ॥১০৬
কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের লীলা।
মনে করে এক, মুখে পাতে আর খেলা॥
এতেকে যে বলে—'বুঝি কৃষ্ণের হৃদয়'।
সেই সে অবোধ ইহা জানিহ নিশ্চয়॥ ১০৭॥
মারিবেন যারে হেন আছয়ে অন্তরে।
তাহারেও দেখি যেন মহা-প্রীতি করে॥
প্রাণ-সম অধিক যে সব ভক্তগণ।
তাহারেও দেখি যেন নিরপেক্ষ-মন॥ ১০৮॥
এইমত অচিন্ত্য অগম্য লীলা মাত্র।
তান অনুগ্রহে বুঝে তান কৃপা-পাত্র॥

৯৯। "সে......নহে" = তিনি তোমাকে বহিয়া বহিয়া বেড়াইবে এ ত ঠিক না, তাঁহার আবার এ ঝঞ্ঝাট কেন? ইহা আমি দেখিতে বা সহিতে পারি না।

১০১। "এক......... বুঝাইতে" = শ্রীগৌর-ভগবান্‌কে কিরূপে ভক্তি করিতে হয়, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু স্বয়ং আচরণ করিয়া লোককে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত, উভয়ে মূলে এক বস্তু হইয়াও, দুই ভাগ হইলেন।

১০৫। "সুবিহ্বল" = অতি চঞ্চল।

১০৬। "কর যে শাস্তি প্রমাণ" = যে সাজা দেওয়া ভাল মনে কর, তাই দাও।

১০৭। "মনে............খেলা" = তাঁহার মনে রহিয়াছে—দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, ভালই হইয়াছে, কৃষ্ণভক্ত সন্ন্যাসীর আবার উপাধি কেন? কৃষ্ণই তাঁহাদের দণ্ড-বিধানকর্ত্তা, কৃষ্ণই তাঁহাদের নিয়ন্তা,

দণ্ড ভাঙ্গিলেন আপনেই ইচ্ছা করি ;
ক্রোধ ব্যঞ্জিবারে লাগিলেন গৌরহরি ॥১০৯॥
প্রভু বলে "সবে দণ্ড মাত্র ছিল সঙ্গ।
তাহা আজ কৃষ্ণের ইচ্ছাতে হৈল ভঙ্গ ॥
এতেকে আমার সঙ্গে কারো সঙ্গ নাই।
তোমরা বা আগে চল, কিবা আমি যাই" ॥
দ্বিরুক্তি করিতে আজ্ঞা শক্তি আছে কার।
সবেই হইলা শুনি চিন্তিত অপার ॥ ১১০ ॥
মুকুন্দ বলেন "তবে তুমি চল আগে।
আমরা-সবার কিছু কৃত্য আছে পাছে" ॥১১১॥
"ভাল" বলি চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
মত্ত-সিংহ-প্রায় গতি লখিতে দুষ্কর ॥
মুহূর্ত্তেকে গেলা প্রভু জলেশ্বর-গ্রামে।
বরাবর গেলা জলেশ্বর-দেব-স্থানে ॥ ১১২ ॥
জলেশ্বর পূজিতে আছেন বিপ্রগণে।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ মাল্য বিভূষণে ॥
বহুবিধ বাদ্য উঠিয়াছে কোলাহল।
চতুর্দ্দিকে নৃত্য গীত পরম মঙ্গল ॥ ১১৩॥
দেখি প্রভু ক্রোধ পাসরিলেন সন্তোষে।
সেই বাদ্যে প্রভু মিশাইলা প্রেমরসে ॥
নিজ-প্রিয় শঙ্করের বিভব দেখিয়া।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র পরানন্দ হৈয়া ॥ ১১৪ ॥
শিবের গৌরব বুঝায়েন গৌরচন্দ্র।
এতেকে শঙ্কর-প্রিয় সর্ব্ব ভক্তবৃন্দ ॥
না মানে চৈতন্য-পথ বোলায় 'বৈষ্ণব'।
শিবেরে অমান্য করে—ব্যর্থ তার সব ॥১১৫॥
করিতে আছেন নৃত্য জগত-জীবন।
পর্ব্বত বিদরে হেন হুঙ্কার গর্জ্জন ॥
দেখি শিব-দাস সব হইলা বিস্মিত।
সবেই বলেন—"শিব হইলা বিদিত" ॥ ১১৬ ॥
আনন্দে অধিক সবে করে গীত বাদ্য।
প্রভুও নাচেন, তিলার্দ্ধেকো নাহি বাহ্য ॥

দণ্ড আবার তাঁহাদিগকে কি দণ্ড দিবে বা কি সংযমাদি শিখাইবে? কিন্তু তিনি মুখে অবশ্য অন্যরূপ বলিতেছেন—ক্রোধ প্রকাশ করিতেছেন।

১০৮। "প্রাণ সম .. . মন" = যে সমস্ত ভক্তগণ প্রাণের তুল্য, এমন কি প্রাণের চেয়েও অধিক, তাঁহাদিগকেও দেখিয়া যেন তিনি গ্রাহ্য করিতেছেন না বলিয়া বোধ হইতেছে।

১০৯। "দণ্ড......গৌরহরি" = তিনিই স্বেচ্ছায় ভাঙ্গাইলেন, আবার তিনিই তাহাতে ক্রোধ প্রকাশ করিতেছেন।

১১১। "কৃত্য" = কার্য্য।

১১২। "লখিতে দুষ্কর" = দেখিতে পাওয়া ভার। "জলেশ্বর-গ্রাম" = ইহা বালেশ্বর জেলায়। "জলেশ্বর-দেব" = জলেশ্বর-শিব।

১১৩। "বহুবিধ........কোলাহল" = অনেক প্রকার বাদ্যের তুমুল ধ্বনি উঠিয়াছে।

১১৪। "মিশাইলা প্রেমরসে" = কৃষ্ণপ্রেমানন্দ মিলিত করিলেন।

১১৫। "এতেকে······ভক্তবৃন্দ" = এই নিমিত্তই সমস্ত ভক্তগণ শিবকে আদর করেন।

"না মানে..............সব" = লোকের কাছে দেখায় আমি একজন বৈষ্ণব, অথচ মহাপ্রভুর শিক্ষা মানে না অর্থাৎ মহাপ্রভু শিবকে যেরূপ ভক্তি করিয়া শিক্ষা দিলেন যে শিবকে এইরূপে ভক্তি করিতে হয়, কিন্তু সে তাহা না মানিয়া শিবের অমান্য করে, তাই তাহার সবই বিফল হয়।

১১৬। "শিব-দাস সব" = শৈবগণ; শিবের ভক্তগণ।

কতক্ষণে ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা।
আসিয়াই মুকুন্দাদি গাইতে লাগিলা॥ ১১৭॥
প্রিয়গণ দেখি প্রভু অধিক আনন্দে।
নাচিতে লাগিলা, বেড়ি গায় ভক্তবৃন্দে॥
সে বিকার কহিতে বা শক্তি আছে কার।
নয়নে বহয়ে সুরধুনী-শত-ধার॥ ১১৮॥
এবে সে শিবের পুর হইল সফল।
যঁহি নৃত্য করে বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর॥
কতক্ষণ প্রভু পরানন্দ প্রকাশিয়া।
স্থির হইলেন তবে প্রিয়-গোষ্ঠী লৈয়া॥ ১১৯॥
সবা প্রতি করিলেন প্রেম-আলিঙ্গন।
সবে হৈলা নির্ভয় পরমানন্দ-মন॥
নিত্যানন্দ দেখি প্রভু লইলেন কোলে।
বলিতে লাগিলা তাঁরে কিছু কুতূহলে॥ ১২০॥
"কোথা তুমি আমারে করিবা সম্বরণ।
যেমতে আমার রহে সন্ন্যাস-গ্রহণ॥
আরো আমা পাগল করিতে তুমি চাও।
আর যদি কর, তবে মোর মাথা খাও॥ ১২১॥
যেন কর তুমি আমা, তেন আমি হই।
সত্য সত্য এই আমি সবা-স্থানে কই॥"
সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র-ভগবান্।
"নিত্যানন্দ প্রতি সবে হও সাবধান॥ ১২২॥
মোর দেহ হৈতে নিত্যানন্দ-দেহ বড়।
সত্য সত্য সবারে কহিনু এই দঢ়॥
নিত্যানন্দ-স্থানে যার হয় অপরাধ।
মোর দোষ নাহি, তার প্রেমভক্তি-বাধ॥ ১২৩॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে॥"
আত্ম-স্তুতি শুনি নিত্যানন্দ-মহাশয়।
লজ্জায় রহিলা প্রভু মাথা না তোলয়॥ ১২৪॥
পরম-আনন্দ হইলেন ভক্তগণ।
হেন লীলা করে প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
এইমতে জলেশ্বরে সে রাত্রি রহিয়া।
উষাকালে চলিলা সকল ভক্ত লৈয়া॥ ১২৫॥
বাঁশদায় পথে এক শাক্ত ন্যাসি-বেশ।
আসিয়া প্রভুরে পথে করিল আদেশ॥
'শাক্ত' হেন প্রভু জানিলেন নিজ-মনে।
সম্ভাষিতে লাগিলেন মধুর-বচনে॥ ১২৬॥
প্রভু বলে "কহ কহ কোথা তুমি-সব।
চিরদিনে আজি সব দেখিলুঁ বান্ধব॥"
প্রভুর মায়ায় শাক্ত মোহিত হইলা।
আপনার তত্ত্ব যত কহিতে লাগিলা॥ ১২৭॥
যত যত শাক্ত বৈসে যত যত দেশে।
সব কহে একে একে, শুনি প্রভু হাসে॥
শাক্ত বলে "চল ঝাট মঠেতে আমার।
সবেই 'আনন্দ' আজি করিব অপার"॥ ১২৮॥
পাপী শাক্ত মদিরারে বলয়ে 'আনন্দ'।
বুঝিয়া হাসেন গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ॥

১১৯। "যঁহি"—যেখানে।

১২১। "আমারে করিবা সম্বরণ"—আমি কোনও অন্যায় কাজ করিতে যাইলে, আমাকে সামাল করিবে, সাবধান করিয়া দিবে।

"যেমতে......গ্রহণ"—যাহাতে আমার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম রক্ষা পায়।

"মোর মাথা খাও"—আমার দিব্যি লাগে।

১২৩। "মোর দোষ............বাধ"—তার যে কখনও প্রেমভক্তি লাভ হইবে না, তজ্জন্য সে যেন আমায় দোষ না দেয়।

১২৭। "কহ কহ কোথা তুমি-সব"—বল দেখি, তোমাদের সব কে কোথায় আছে, শুনিয়া তৃপ্ত হই।

প্রভু বলে "আসি আমি 'আনন্দ' করিতে।
আগে গিয়া তুমি সজ্জ করহ ত্বরিতে" ॥১২৯॥
শুনিয়া চলিলা শাক্ত হই হরষিত।
এইমত ঈশ্বরের অগাধ চরিত॥
'পতিত-পাবন কৃষ্ণ' সর্ব্ব বেদে কহে।
অতএব শাক্ত-সনে প্রভু কথা কহে॥ ১৩০ ॥
লোকে বলে "এ শাক্তের হইল উদ্ধার।
এ শাক্ত-পরশে অন্য শাক্তের নিস্তার॥"
এইমত শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্।
নানামতে করিলেন সর্ব্ব-জীব-ত্রাণ॥ ১৩১ ॥
হেনমতে শাক্তের সহিত রস করি।
আইলা রেমুণা-গ্রামে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
রেমুণায় দেখি নিজ-মূর্ত্তি গোপীনাথ।
বিস্তর করিলা নৃত্য ভক্তবর্গ-সাথ॥ ১৩২ ॥
আপনার প্রেমে প্রভু পাসরি আপনা।
রোদন করেন অতি করিয়া করুণা॥
সে করুণা শুনিতে পাষাণ কাষ্ঠ দ্রবে।
এবে না দ্রবিলা ধর্ম্মধ্বজিগণ সবে॥ ১৩৩ ॥

কতদিনে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
আইলেন যাজপুর—ব্রাহ্মণ-নগর॥
যঁহি আদি-বরাহের অদ্ভুত প্রকাশ।
যাঁর দরশনে হয় সর্ব্ব-বন্ধ-নাশ॥ ১৩৪ ॥
মহাতীর্থ—বহে যথা নদী বৈতরণী।
যাঁর দরশনে পাপ পলায় আপনি॥
জন্তুমাত্র যে নদীর হইলেই পার।
দেবগণে দেখে চতুর্ভুজের আকার॥ ১৩৫ ॥
নাভিগয়া—বিরজা-দেবীর যথা স্থান।
যথা হৈতে ক্ষেত্র দশ-যোজন-প্রমাণ॥
যাজপুরে আছয়ে যতেক দেবস্থান।
লক্ষ বৎসরেও লৈতে নারি সব নাম॥ ১৩৬ ॥
দেবালয় নাহি হেন নাহি তথা স্থান।
কেবল দেবের বাস যাজপুর-গ্রাম॥
প্রথমে দশাশ্বমেধ-ঘাটে ন্যাসিমণি।
স্নান করিলেন ভক্ত-সংহতি আপনি॥ ১৩৭ ॥
তবে প্রভু গেলা আদিবরাহ-সম্ভাষে।
বিস্তর করিলা নৃত্য-গীত প্রেমরসে॥

"মায়ায়" = সাদর সম্ভাষণে।

১৩২। "রেমুণা" = বালেশ্বর হইতে প্রায় ৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

"গোপীনাথ" = ক্ষীরচোরা-গোপীনাথ।

"নিজ-মূর্ত্তি গোপীনাথ" = এতদ্দ্বারা মহাপ্রভুই যে গোপীনাথ তাহাই ব্যক্ত করিলেন।

১৩৩। "ধর্ম্মধ্বজিগণ" = যে পাপিষ্ঠগণ ধার্ম্মিকের ভাণ করিয়া অর্থাৎ ধার্ম্মিকের সাজ সাজিয়া লোককে প্রতারিত করে। "সবে" = কেবলমাত্র।

১৩৪। "ব্রাহ্মণ-নগর" = যাজপুর হইতেছে ব্রাহ্মণ-প্রধান সহর অর্থাৎ সেখানে অধিকাংশই ব্রাহ্মণের বাস।

"আদি-বরাহ" = শ্রীবিষ্ণুর বরাহাবতার-মূর্ত্তি।

১৩৫। "মহাতীর্থ........ বৈতরণী" = যেখানে মহাতীর্থ-স্বরূপিণী বৈতরণী নদী প্রবাহিতা হইতেছেন।

"জন্তুমাত্র.........আকার" = জীবমাত্রই যে নদী পার হইলেই দেবতাগণ তাহাদিগকে চতুর্ভুজাকৃতি দেখিতে পান। ভাবার্থ এই যে, তদ্দ্বারা জীবগণ চতুর্ভুজ হইয়া বৈকুণ্ঠলোকে গমন করে।

১৩৬। "নাভিগয়া" = এই পুণ্যতীর্থ যাজপুরে অবস্থিত। "যথা......প্রমাণ" = যে নাভিগয়া হইতে শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্র হইলেন ৮০ মাইল বা ৪০ ক্রোশ দূর। ৪ ক্রোশে এক যোজন।

বড় সুখী হৈলা প্রভু দেখি যাজপুর।
পুনঃপুনঃ বাড়ে আনন্দাবেশ প্রচুর ॥ ১৩৮ ॥
কে জানে কি ইচ্ছা তান ধরিলেক মনে।
সবা ছাড়ি একা পলাইলেন আপনে ॥
প্রভু না দেখিয়া সবে হইলা বিকল।
দেবালয়ে চাহি চাহি বুলেন সকল ॥ ১৩৯ ॥
না পাইয়া কোথাও প্রভুর অন্বেষণ।
পরম চিন্তিত হইলেন ভক্তগণ ॥
নিত্যানন্দ বলে "সবে স্থির কর চিত্ত।
জানিলাম প্রভু গিয়াছেন যে নিমিত্ত ॥ ১৪০ ॥
নিভৃতে ঠাকুর সব যাজপুর গ্রাম।
দেখিবেন যত দেবালয় পুণ্য-স্থান ॥ ১৪১ ॥
আমরাও সবে ভিক্ষা করি এই ঠাঁই।
আজি থাকি, কালি প্রভু পাইব এথাই ॥"
সেইমত করিলেন সর্ব্ব ভক্তগণ।
ভিক্ষা করি আনি সবে করিলা ভোজন ॥
প্রভুও বুলিয়া সব যাজপুর-গ্রাম।
দেখিয়া যতেক যাজপুর-পুণ্যস্থান ॥ ১৪২ ॥
সর্ব্ব ভক্তগণ যথা আছেন বসিয়া।
আর দিনে সেই স্থানে মিলিলা আসিয়া ॥
আথে-ব্যথে ভক্তগণ 'হরি হরি' বলি।
উঠিলেন সবেই হইয়া কুতূহলী ॥ ১৪৩ ॥
সবা-সহ প্রভু যাজপুর ধন্য করি।
চলিলেন 'হরি' বলি গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥
হেনমতে মহানন্দে শ্রীগৌরসুন্দর।
আইলেন কতদিনে কটক-নগর ॥ ১৪৪ ॥
ভাগ্যবতী-মহানদী-জলে করি স্নান।
আইলেন প্রভু সাক্ষি-গোপালের স্থান ॥
দেখি সাক্ষি-গোপালের লাবণ্য মোহন।
আনন্দে করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন ॥ ১৪৫ ॥
'প্রভু' বলি নমস্কার করেন তখন।
অদ্ভুত করেন প্রেম-আনন্দ-ক্রন্দন ॥
যাঁর মন্ত্রে সকল মূর্ত্তিতে বৈসে প্রাণ।
সেই প্রভু—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র নাম ॥ ১৪৬ ॥
তথাপিহ নিরবধি করে দাস্যলীলা।
অবতার হৈলে হয় এইমত খেলা ॥
তবে প্রভু আইলেন শ্রীভুবনেশ্বর।
গুপ্তকাশী—বাস যথা করেন শঙ্কর ॥ ১৪৭ ॥
সর্ব্ব-তীর্থ-জল যথা বিন্দু বিন্দু আনি।
'বিন্দু-সরোবর' শিব সৃজিলা আপনি ॥

১৩৭। "দশাশ্বমেধ-ঘাট" = ইহা যাজপুরস্থ বৈতরণী-নদীর একটী প্রসিদ্ধ পবিত্র ঘাট।

১৩৮। "আদিবরাহ-সম্ভাষে" = আদিবরাহ-দেব দর্শন করিবার জন্য।

১৩৯। "চাহি চাহি" = খুঁজিয়া খুঁজিয়া।

১৪৩। "আর দিনে" = পরদিন।

১৪৫। "লাবণ্য মোহন" = মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য্য।

১৪৬। "প্রভু বলি" = সাক্ষিগোপালকে প্রভু বলিয়া।

১৪৬-১৪৭। "যাঁর······খেলা" = যে বিষ্ণু-মন্ত্রে সমস্ত বিগ্রহের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়, সেই বিষ্ণুই ধরাধামে শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম ধারণ করিয়াছেন। পরন্তু যদিও ইনি স্বয়ং কৃষ্ণ, তথাপি কৃষ্ণের দাসরূপে লীলা করিতেছেন; ভক্তরূপ অবতার বলিয়াই ইঁহার এইরূপ খেলা। অতএব ইনি সাক্ষিগোপাল হইতে অভিন্ন হইলেও, তাঁহার ভক্তরূপে কার্য্য করিলেন। যখন যে ভাবের অবতার হন, তখন সেই ভাবেরই লীলা করিয়া থাকেন।

১৪৭। "গুপ্তকাশী" = ভুবনেশ্বরকে গুপ্তকাশী বলিতেছেন।

'শিব-প্রিয় সরোবর' জানি শ্রীচৈতন্য।
স্নান করি বিশেষে করিলা অতি ধন্য ॥১৪৮॥
দেখিলেন গিয়া প্রভু প্রকট শঙ্কর।
চতুর্দ্দিকে 'শিব'-ধ্বনি করে অনুচর ॥
চতুর্দ্দিকে সারি সারি ঘৃত-দীপ জ্বলে।
নিরবধি অভিষেক হইতেছে জলে ॥ ১৪৯ ॥
নিজ-প্রিয়-শঙ্করের দেখিয়া বিভব।
তুষ্ট হইলেন প্রভু, সকল-বৈষ্ণব ॥
যে চরণ-রসে শিব বসন না জানে।
হেন প্রভু নৃত্য করে শিব-বিদ্যমানে ॥ ১৫০ ॥
নৃত্য গীত শিব-অগ্রে করিয়া আনন্দ।
সে রাত্রি রহিলা সেই গ্রামে গৌরচন্দ্র ॥
সেই স্থান শিব পাইলেন যেনমতে।
সেই কথা কহি স্কন্দপুরাণের মতে ॥ ১৫১ ॥
কাশী-মধ্যে পূর্ব্বে শিব পার্ব্বতী-সহিতে।
আছিলা অনেক কাল পরম নিভৃতে ॥
তবে গৌরী-সহ শিব গেলা ত কৈলাস।
নররাজগণে কাশী করয়ে বিলাস ॥ ১৫২ ॥
তবে কাশীরাজ-নামে হৈলা এক রাজা।
কাশী-পুর ভোগ করে করি শিব-পূজা ॥
দৈবে আসি কাল-পাশ লাগিল তাহারে।
উগ্র তপে শিব পূজে কৃষ্ণে জিনিবারে ॥১৫৩॥
প্রত্যক্ষ হইলা শিব তপের প্রভাবে।
'বর মাগ' বলেন, সে রাজা বর মাগে ॥
"এক বর মাগোঁ প্রভু! তোমার চরণে ;
যেন মুই কৃষ্ণ জিনিবারে পারোঁ রণে ॥"
ভোলানাথ শঙ্করের চরিত্র অগাধ।
কে বুঝে কিরূপে কারে করেন প্রসাদ ॥১৫৪॥
তারে বলিলেন "রাজা! চল যুদ্ধে তুমি।
তোর পাছে সর্ব্ব-গণ-সহ আছি আমি ॥
তোরে জিনিবেক হেন কার শক্তি আছে।
পাশুপত-অস্ত্র লই মুই তোর পাছে ॥"
পাইয়া শিবের বর সেই মূঢ়মতি।
চলিলা হরিষে যুদ্ধে কৃষ্ণের সংহতি ॥ ১৫৫ ॥
শিব চলিলেন তার পাছে সর্ব্ব-গণে।
তার পক্ষ হই যুদ্ধ করিবার মনে ॥
সর্ব্বভূত-অন্তর্যামী দেবকীনন্দন।
সকল বৃত্তান্ত জানিলেন সেইক্ষণ ॥ ১৫৬ ॥
জানিয়া বৃত্তান্ত নিজ-চক্র সুদর্শন।
এড়িলেন মহাপ্রভু—সবার দলন ॥
কারো অব্যাহতি নাই সুদর্শন-স্থানে।
কাশীরাজ-মুণ্ড গিয়া কাটিল প্রথমে ॥ ১৫৭ ॥
শেষে তার সম্বন্ধে সকল বারাণসী।
পোড়াইয়া সকল করিল ভস্মরাশি ॥
বারাণসী-দাহ দেখি ক্রুদ্ধ মহেশ্বর।
পাশুপত-অস্ত্র এড়িলেন ভয়ঙ্কর ॥ ১৫৮ ॥
পাশুপত-অস্ত্র কি করিব চক্র-স্থানে।
চক্র-তেজ দেখি পলাইল সেইক্ষণে ॥
শেষে মহেশ্বর প্রতি যায়েন ধাইয়া।
চক্র-ভয়ে শঙ্কর যায়েন পলাইয়া ॥ ১৫৯ ॥
চক্র-তেজে ব্যাপিলেক সকল ভুবন।
পলাইতে দিক্ না পায়েন ত্রিলোচন ॥

১৪৯। "প্রকট শঙ্কর" = সাক্ষাৎ শ্রীমহাদেব।
১৫২। "নররাজগণে" = নৃপতিবৃন্দ ; রাজা সকল।
১৫৩। "কাশী-পুর" = কাশীধাম।
"দৈবে" = দুর্ভাগ্যক্রমে ; ভাগ্যদোষে।
"কাল-পাশ" = যমের বন্ধন ; মৃত্যুর বাঁধন।
"উগ্র তপে" = প্রচণ্ড তপস্যা দ্বারা।

পূর্ব্বে যেন চক্র-তেজে দুর্ব্বাসা পীড়িত।
শিবেরো হইল এবে সেই সব রীত ॥ ১৬০ ॥
শেষে শিব বুঝিলেন—'সুদর্শন-স্থানে।
রক্ষা করিবেক হেন নাহি কৃষ্ণ বিনে' ॥
এতেক চিন্তিয়া বৈষ্ণবাগ্র ত্রিলোচন।
ভয়ে ত্রস্ত হই গেলা গোবিন্দ-শরণ ॥ ১৬১ ॥
"জয় জয় মহাপ্রভু দেবকীনন্দন।
জয় সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজীবের শরণ ॥
জয় জয় সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি সর্ব্ব-দাতা।
জয় জয় স্রষ্টা হর্ত্তা সবার রক্ষিতা ॥ ১৬২ ॥
জয় জয় অদোষ-দরশী কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় সন্তপ্ত জনের এক-বন্ধু ॥
জয় জয় অপরাধ-ভঞ্জন-শরণ।
দোষ ক্ষম প্রভু! তোর লইনু শরণ" ॥ ১৬৩ ॥
শুনি শঙ্করের স্তব সর্ব্ব-জীব-নাথ।
চক্র-তেজ নিবারিয়া হইলা সাক্ষাত ॥
চতুর্দ্দিকে শোভা করে গোপগোপীগণ।
কিছু ক্রোধ-হাস্য-মুখে বলেন বচন ॥ ১৬৪ ॥
"কেনে শিব! তুমি ত জানহ মোর শুদ্ধি।
এত কালে তোমার এমত কেনে বুদ্ধি ॥
কোন্ কীট কাশীরাজ অধম নৃপতি।
তার লাগি যুদ্ধ কর আমার সংহতি ॥ ১৬৫ ॥
এই যে দেখহ মোর চক্র-সুদর্শন।
তোমারেও না সহে যাহার পরাক্রম ॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র পাশুপত-অস্ত্র আদি যত।
পরম অব্যর্থ মহা-অস্ত্র আর কত ॥ ১৬৬ ॥
সুদর্শন-স্থানে কারো নাহি প্রতিকার।
যার অস্ত্র তারে চাহে করিতে সংহার ॥
হেন ত না দেখি আমি পৃথিবী-ভিতর।
তোমা বই যে আমারে করে অনাদর ॥"
শুনিয়া প্রভুর কিছু সক্রোধ উত্তর।
অন্তরে কম্পিত বড় হইলা শঙ্কর ॥ ১৬৭ ॥
তবে শেষে ধরিয়া প্রভুর শ্রীচরণ।
করিতে লাগিলা শিব আত্ম-নিবেদন ॥
"তোমার অধীন প্রভু! সকল সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি আছয়ে কাহার ॥ ১৬৮ ॥

১৫৭। "মহাপ্রভু" = কৃষ্ণ-প্রভু।

১৬০। "পূর্ব্বে......পীড়িত" = পরম ভাগবত মহারাজ অম্বরীষের প্রতি বিদ্বেষ করায় সুদর্শন-চক্রের হস্তে দুর্ব্বাসা ঋষির নিগ্রহের কথা সকলেই অবগত আছেন।

১৬১। "বৈষ্ণবাগ্র" = বৈষ্ণব-চূড়ামণি।

"ভয়ে ত্রস্ত হই" = নিগ্রহাশঙ্কায় ভীত হইয়া।

"গেলা গোবিন্দ-শরণ" = শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলেন।

১৬২। "সুবুদ্ধি......সর্ব্বদাতা" = ভাল-বুদ্ধিও তুমি দাও, মন্দ-বুদ্ধিও তুমি দাও—সবই তুমি দিয়া থাক। শ্রীঅর্জ্জুন-মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন :—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

"হর্ত্তা" = সংহার-কর্ত্তা।

১৬৩। "অপরাধ-ভঞ্জন-শরণ" = অপরাধ খণ্ডন করিবার তুমিই আশ্রয়।

১৬৪। "ক্রোধ-হাস্য-মুখে" = ক্রোধ ও সন্তোষ-মিশ্রিত বদনে; ঈষৎ রাগ-যুক্ত হাসিমুখে।

১৬৫। "শুদ্ধি" = মাহাত্ম্য; মহিমা।

১৬৬। "তোমারেও.........পরাক্রম" তুমিও

পবনে চালায় যেন সূক্ষ্ম তৃণগণ।
এইমত অস্বতন্ত্র সকল ভুবন॥
যে করাহ প্রভু! তুমি, সেই জীবে করে।
হেন কেবা আছে যে তোমার মায়া তরে॥
বিশেষে দিয়াছ প্রভু! মোরে অহঙ্কার।
আপনারে বড় বই নাহি দেখি আর॥ ১৬৯॥
তোমার মায়ায় মোরে করায় দুর্গতি।
কি করিব প্রভু! মুই অস্বতন্ত্র-মতি॥
তোর পাদপদ্ম মোর একান্ত জীবন।
অরণ্যে থাকিব চিন্তি তোমার চরণ॥ ১৭০॥
তথাপিহ মোরে সে লওয়াও অহঙ্কার।
মুই কি করিব প্রভু! যে ইচ্ছা তোমার॥
তথাপিহ প্রভু! মুই কৈনু অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ॥ ১৭১॥
এমত কুবুদ্ধি মোর যেন আর নহে।
এই বর দেহ প্রভু! হইয়া সদয়ে॥
যেন অপরাধ কৈনু করি অহঙ্কার।
হইল তাহার শাস্তি, শেষ—নাহি আর॥১৭২॥
এবে আজ্ঞা কর প্রভু! থাকিব কোথায়।
তোমা বই আর বা বলিব কার পায়॥"

শুনি শঙ্করের বাক্য ঈষত হাসিয়া।
বলিতে লাগিলা প্রভু কৃপাযুক্ত হৈয়া॥১৭৩॥
"শুন শিব! তোমারে দিলাম দিব্য স্থান।
সর্ব্ব-গোষ্ঠী-সহ তথা করহ পয়ান॥
'একাম্রক-বন'-নাম স্থান মনোহর।
তথায় হইবা তুমি কোটি-লিঙ্গেশ্বর॥ ১৭৪॥
সেহো বারাণসী-প্রায় সুরম্য নগরী।
সেই স্থানে আমার পরম-গোপ্য পুরী॥
সেই স্থান শিব! আজ কহি তোমা-স্থানে।
সে পুরীর মর্ম্ম মোর কেহো নাহি জানে॥
সিন্ধুতীরে বট-মূলে নীলাচল-নাম।
ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম অতি রম্য স্থান॥ ১৭৫
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংহারে।
তবু সে স্থানের কিছু করিতে না পারে॥
সর্ব্বকাল সেই স্থানে আমার বসতি।
প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি॥ ১৭৬॥
সে স্থানের প্রভাবে যোজন-দশ ভূমি।
তাহাতে বসয়ে যত জন্তু কীট কৃমি॥
সবারে দেখয়ে চতুর্ভুজ দেবগণে।
'মরণ-মঙ্গল' করি কহিয়ে সে স্থানে॥ ১৭৭

যার বিক্রম, যার তেজ সহ্য করিতে সমর্থ নও।

১৬৯। "তোমার মায়া তরে" = তোমার মায়াকে জয় করিতে পারে; তোমার মায়া-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে।

১৭০। "মুই অস্বতন্ত্র-মতি" = আমি মনের অধীন —আমার মন তোমার চরণ চিন্তা করিতে চায় না।

১৭২। "যেন অপরাধ .....আর" = আমি অহঙ্কার করিয়া যে অপরাধ করিয়াছি, এই শাস্তিতেই যেন উহার শেষ হয়—আমি যেন আর কখনও এরূপ কার্য্য না করি।

১৭৬। "কালে" = মহাকাল; মহারুদ্র।

"অনন্ত......সংহারে" = যখন মহাপ্রলয় হয়।

১৭৭। "সে স্থানের·········দেবগণে" = এতৎ-সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলিতেছেন :—

ক্ষেত্রং সুদুর্ল্লভং বিপ্র! সমন্তাদ্দশ-যোজনং।
তত্রস্থা দেহিনো দেবৈর্দৃশ্যন্তে চ চতুর্ভুজাঃ॥

পদ্মপুরাণ।

"মরণ-মঙ্গল......সে স্থানে" = সেখানে মরিলেই পরম মঙ্গল লাভ হইবে অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি হইবে, তাই সে স্থানের নাম 'মরণ-মঙ্গল'।

নিদ্রাতেও যে স্থানে সমাধি-ফল হয়।
শয়নে প্রণাম-ফল যথা বেদে কয়॥
প্রদক্ষিণ-ফল পায় করিলে ভ্রমণ।
কথা-মাত্র যথা হয় আমার স্তবন॥ ১৭৮॥

হেন সে ক্ষেত্রের অতি প্রভাব নির্ম্মল।
মৎস্য খাইলেও পায় হবিষ্যের ফল॥
নিজ-নামে স্থান মোর হেন প্রিয়তম।
তাহাতে যতেক বৈসে সে আমার সম॥ ১৭৯॥

১৭৮। "নিদ্রাতেও........ স্তবন" = সেখানে ঘুমাইলে ভগবানের ধ্যান করার ফল হইবে, শুইলে প্রণাম করার ফল, বেড়াইলে পরিক্রমার ফল এবং কথা বলিলে স্তব করার ফল হইবে। এতদ্দ্বারা স্থানের অলৌকিক মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছেন।

১৭৯। "মৎস্য.........ফল" = এতদ্দ্বারা ইহাই বলিতেছেন যে, এ স্থানে মৎস্য খাইলেও হবিষ্যান্ন-ভোজনের ন্যায় ফলপ্রদ হইবে; ভাবার্থ এই যে, স্থান-মাহাত্ম্যে তদ্দ্বারা তমোগুণ উৎপন্ন না হইয়া সত্ত্বগুণের কাজ করিবে—শ্রীভগবৎপাদপদ্মে সাধারণ-ভাবে শ্রদ্ধা বিনষ্ট হইবে না। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা হইতে পারে না যে, এতদ্দ্বারা এ স্থানে মৎস্য-ভোজনের বিধি দিতেছেন অথবা মৎস্য-ভোজনে দোষ নাই বলিতেছেন, যেহেতু মৎস্য-ভোজন সর্ব্বত্র সর্ব্বথা নিষিদ্ধ—বিশেষ বিষ্ণুভক্তগণের পক্ষে ত একেবারেই নিষিদ্ধ; শ্রীকৃষ্ণভজনেচ্ছু ভক্তগণের পক্ষে প্রাণিমাত্রেরই হিংসা কোনও মতে বিধেয় নহে। যাঁহারা সুদুর্ল্লভ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-লাভের জন্য লালায়িত, তাঁহাদের পক্ষে ত মৎস্য-ভোজন কোনও অবস্থাতেই বিধেয় বা শাস্ত্রসম্মত হইতে পারে না—তা সে যে স্থানেই হউক না কেন। শ্রীক্ষেত্রে মৎস্য খাইলে হবিষ্যান্নের মত ফল হইবে বলিতেছেন, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ইহা বুঝা যাইবে যে, হবিষ্যান্ন এমনই সাধারণ-ভাবে পবিত্র হইলেও, উহা শ্রীভগবন্নিবেদিত মহাপ্রসাদের পবিত্রতার কাছে কিছুই নহে। আবার এই মহা-প্রসাদের মাহাত্ম্য হইতেছে শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শাস্ত্রে বলিতেছেন :—

জগন্নাথস্য নৈবেদ্যে নাস্তি সংস্পর্শ-দূষণং।
সকৃত্তক্ষণ-মাত্রেণ পাপেভ্যো মুচ্যতে পুমান্॥
বিষ্ণুপুরাণ।

চণ্ডালেনাপি সংস্পৃষ্টং গ্রাহ্যং তত্রান্নমগ্রজৈঃ।
সাক্ষাদ্‌বিষ্ণুর্যতস্তত্র চণ্ডালোঽপি দ্বিজোত্তমঃ॥
তত্রান্ন-পাচিকা লক্ষ্মীঃ স্বয়ং ভোক্তা জনার্দ্দনঃ।
তস্মাৎ তদন্নং বিপ্রর্ষিদৈবতৈরপি দুর্ল্লভং॥
হরিভুক্তাবশিষ্টং তৎ পবিত্রং ভুবি দুর্ল্লভং।
অন্নং যে ভুঞ্জতে মর্ত্ত্যাস্তেষাং মুক্তির্ন দুর্ল্লভা॥
পবিত্রং ভুবি সর্ব্বত্র যথা গঙ্গাজলং দ্বিজ!।
তথা পবিত্রং সর্ব্বত্র তদন্নং পাপ-নাশনং॥
পদ্মপুরাণ।

শ্রীভগবান্ বলিলেন :—

কুক্কুরস্য মুখাদ্‌ভ্রষ্টং মমান্নং যদি জায়তে।
ব্রহ্মাদ্যৈরপি তদ্‌ভক্ষ্যং ভাগ্যতো যদি লভ্যতে॥
বিষ্ণুপুরাণ।

সুতরাং যেখানে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী রন্ধন করিতেছেন এবং স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু তাহা ভোজন করিতেছেন, সেখানে মহাপ্রসাদের যে কি মাহাত্ম্য, তাহা কে বলিতে সক্ষম হইবে? এই মহাপ্রসাদ, মনুষ্যগণের কথা ত দূরে থাকুক, দেবতাগণেরও দুর্ল্লভ। ইহাতে চণ্ডালাদি অতি নীচ জাতি পর্য্যন্তেরও স্পর্শ-দোষ বিন্দুমাত্রও নাই; ইহা কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট হইলেও দূষণীয় নহে। ইহাতে সর্ব্ব প্রকার পাপ ভস্মীভূত হইয়া যায় ও অনায়াসে পরিত্রাণ লাভ হইয়া থাকে। ঈদৃশ মহামহিমময় মহাপ্রসাদ যে স্থানে

সে স্থানে নাহিক যমদণ্ড-অধিকার।
আমি করি ভাল-মন্দ-বিচার সবার ॥
হেন সে আমার পুরী, তাহার উত্তরে।
তোমারে দিলাম স্থান রহিবার তরে ॥ ১৮০ ॥
ভক্তি-মুক্তি-প্রদ সেই স্থান মনোহর।
তথায় বিখ্যাত হৈবা 'শ্রীভুবনেশ্বর' ॥"
শুনিয়া অদ্ভুত-পুরী-মহিমা শঙ্কর।
পুনঃ শ্রীচরণ ধরি করিলা উত্তর ॥ ১৮১ ॥
"শুন প্রাণনাথ! মোর এক নিবেদন।
মুই সে পরম অহঙ্কৃত সর্ব্বক্ষণ ॥
এতেকে তোমারে ছাড়ি আমি অন্য স্থানে।
থাকিলে কুশল মোর নাহিক কখনে ॥ ১৮২॥
তোমার নিকটে থাকি—সবে মোর মন।
দুষ্ট-সঙ্গ-দোষে ভাল নাহিক কখন ॥
এতেকে আমারে যদি থাকে ভৃত্য-জ্ঞান।
তবে নিজ-ক্ষেত্রে মোরে দেহ এক স্থান ॥
ক্ষেত্রের মহিমা শুনি শ্রীমুখে তোমার।
বড় ইচ্ছা হৈল তথা থাকিতে আমার ॥১৮৩॥
নিকৃষ্ট হইয়া প্রভু! সেবিব তোমারে।
তথায় তিলেক স্থান দেহ প্রভু! মোরে ॥
ক্ষেত্র-বাস প্রতি মোর বড় লয় মন।"
এত বলি মহেশ্বর করেন ক্রন্দন ॥ ১৮৪ ॥
শিব-বাক্যে তুষ্ট হই শ্রীচন্দ্রবদন।
বলিতে লাগিলা তাঁরে করি আলিঙ্গন ॥
"শুন শিব! তুমি মোর নিজ-দেহ-সম।
যে তোমার প্রিয়, সে মোহার প্রিয়তম ॥১৮৫॥
যথা তুমি, তথা আমি, ইথে নাহি আন।
সর্ব্ব-ক্ষেত্রে তোমারে দিলাম আমি স্থান ॥
ক্ষেত্রের পালক তুমি সর্ব্বথা আমার।
সর্ব্ব-ক্ষেত্রে তোমারে দিলাম অধিকার ॥
একাম্রক-বন যে তোমারে দিল আমি।
তাহাতেও পরিপূর্ণ-রূপে থাক তুমি ॥ ১৮৬ ॥

বিদ্যমান, সেখানে হবিষ্যান্ন ত তার কাছে অতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ পদার্থ, মৎস্য-ভক্ষণের ত কথাই নাই, উহা ত একেবারেই ঘৃণিত পদার্থ। তবে এ স্থানের কীদৃশ মাহাত্ম্য, তাহাই বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন যে, এখানে মৎস্য-ভক্ষণ করিলেও স্থানের গুণে উহা সাত্ত্বিক-আহার-রূপে পরিণত হইবে। এতদ্দ্বারা এ স্থানে মৎস্য-ভক্ষণ করিলে যে ভগবদ্ভজনের পক্ষে দূষণীয় হইবে না, সে কথা বলা হইল না, বা তথায় মৎস্য-ভোজনের বিধিও দেওয়া হইল না। বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি লাভ ও বিশুদ্ধ ভজনের পক্ষে মৎস্য-ভোজন সর্ব্বত্রই নিষিদ্ধ জানিতে হইবে। মৎস্য-ভোজন-নিষেধ-বিষয়ক বিচার ও শাস্ত্র-প্রমাণসমূহ 'শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার' গ্রন্থের ৫ম সংস্করণের ৪র্থ খণ্ডে 'সংক্ষিপ্ত-সদাচার' প্রবন্ধের 'মৎস্য ও মাংস-ভক্ষণ-নিষেধ" বিষয়ে (Heading এ) দ্রষ্টব্য।

"নিজ-নামে স্থান" = আমার নাম জগন্নাথ বা পুরুষোত্তম; তদনুসারে আমার এই স্থানের নামও জগন্নাথ-ক্ষেত্র বা পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র।

"তাহাতে..................সম" = এতদ্দ্বারা ইহাই বলিতেছেন যে, শ্রীক্ষেত্রের জীবমাত্রেই বিষ্ণু-তুল্য। এতৎ-সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলিতেছেন, যথা পদ্মপুরাণে :—

প্রবিশন্তস্তু তৎক্ষেত্রং সর্ব্বে স্যুর্বিষ্ণুমূর্ত্তয়ঃ।

অর্থাৎ এস্থানে আসিলেই জীবমাত্র বিষ্ণুমূর্ত্তি-স্বরূপ হইয়া যায়, বাস করিলে ত কথাই নাই।

১৮৬। "সর্ব্ব......আমার" = তোমাকে তোমার স্বেচ্ছামত শ্রীক্ষেত্রের সর্ব্বত্রই থাকিবার স্থান দিলাম এবং সমস্ত ক্ষেত্রের অধিকার ও তথাকার রক্ষণা-বেক্ষণের ভারও তোমাকে দিলাম।

সেই ক্ষেত্র আমার পরম-প্রিয়-স্থান।
মোর প্রীতে তথায় থাকিবে সর্ব্বক্ষণ ॥
যে আমার ভক্ত হই তোমা অনাদরে।
সে আমারে মাত্র যেন বিড়ম্বনা করে" ॥১৮৭॥
হেনমতে শিব পাইলেন সেই স্থান।
অদ্যাপিও বিখ্যাত—'ভুবনেশ্বর' নাম ॥
কৃষ্ণ বড় শিব-প্রিয় তাহা বুঝাইতে।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র শিবের সাক্ষাতে ॥ ১৮৮॥
যত কিছু কৃষ্ণ কহিয়াছেন পুরাণে।
এবে তাহা দেখায়েন সাক্ষাতে আপনে ॥
'শিব রাম গোবিন্দ' বলিয়া গৌররায়।
হাতে তালি দিয়া নৃত্য করেন সদায় ॥ ১৮৯ ॥
আপনে ভুবনেশ্বর গিয়া গৌরচন্দ্র।
শিব-পূজা করিলেন লই ভক্তবৃন্দ ॥
শিক্ষাগুরু ঈশ্বরের শিক্ষা যে না মানে।
নিজ-দোষে দুঃখ পায় সেই সব জনে ॥১৯০॥
সেই শিব-গ্রামে প্রভু ভক্তবৃন্দ-সঙ্গে।
শিবলিঙ্গ দেখি দেখি ভ্রমিলেন রঙ্গে ॥
পরম নিভৃত এক দেখি শিব-স্থান।
সুখী হৈলা শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্ ॥ ১৯১ ॥
সেই গ্রামে যতেক আছয়ে দেবালয়।
সব দেখিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাশয় ॥
এইমতে সর্ব্ব পথে সন্তোষে আসিতে।
উত্তরিলা আসি প্রভু কমল-পুরেতে ॥ ১৯২ ॥
দেউলের ধ্বজ মাত্র দেখিলেন দূরে।
প্রবেশিলা প্রভু নিজ-আনন্দ-সাগরে ॥
অকথ্য অদ্ভুত প্রভু করেন হুঙ্কার।
বিশাল গর্জ্জন, কম্প সর্ব্ব-দেহে তাঁর ॥১৯৩॥
প্রাসাদের দিকে মাত্র চাহিতে চাহিতে।
চলিলেন প্রভু শ্লোক পড়িতে পড়িতে ॥
শ্রীমুখের অর্দ্ধ-শ্লোক শুন সাবধানে।
যে লীলা করিলা গৌরচন্দ্র-ভগবানে ॥১৯৪॥

তথাহি।

প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মেরবক্ত্রারবিন্দো।
মামালোক্য স্মিত-সুবদনো বালগোপাল-মূর্ত্তিঃ ॥১৯৫॥

প্রভু বলে "দেখ প্রাসাদের অগ্রমূলে।
হাসেন আমারে দেখি শ্রীবাল-গোপালে ॥"
এই শ্লোক পুনঃপুনঃ পড়িয়া পড়িয়া।
আছাড় খায়েন প্রভু বিবশ হইয়া ॥ ১৯৬ ॥
সে দিনের যে আছাড়, যে আর্ত্তি, ক্রন্দন।
অনন্তের জিহ্বায় সে হয়েন বর্ণন ॥
চক্র প্রতি দৃষ্টি মাত্র করেন সকলে।
সেই শ্লোক পড়িয়া পড়েন ভূমিতলে ॥ ১৯৭ ॥

১৮৭। "যে.........করে" = এতদ্দ্বারা ইহাই বলিলেন যে, বিষ্ণু ও শিবকে পৃথক্ ঈশ্বর-জ্ঞান করা অপরাধ-জনক। শিবের বিন্দুমাত্র অনাদর করিলে বিষ্ণু কদাচ প্রীত হন না।

১৯০। "শিক্ষাগুরু......মানে" = ভক্তাবতার-রূপে শিক্ষাগুরু যে শ্রীচৈতন্য-ভগবান্, তাঁহার উপদেশ না মানিয়া যে জন শিবকে বিষ্ণু হইতে পৃথক্ জ্ঞানে তাঁহার তাদৃশ সমাদর না করে।

১৯১। "শিব-গ্রামে" = ভুবনেশ্বরে।

১৯৩। "দেউলের" = শ্রীমন্দিরের অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের। "ধ্বজ" = চূড়া।

১৯৫। যাঁহার মুখারবিন্দ ঈষৎ হাস্যযুক্ত, সেই বালগোপাল-বিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমন্দিরের মস্তক হইতে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পরম মধুর হাস্য করিতে করিতে, ঐ দেখ কি এক অপূর্ব্ব শোভায় বিরাজিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

এইমত দণ্ডবৎ হইতে হইতে।
সর্ব্ব পথ আইলেন প্রেম প্রকাশিতে॥
ইহারে সে বলি প্রেমময় অবতার।
এ শক্তি চৈতন্য বহি অন্যে নাহি আর॥১৯৮॥
পথে যত দেখয়ে সুকৃতী নরগণ।
তারা বলে—"এই ত সাক্ষাৎ-নারায়ণ॥"
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া আইসে ভক্তগণ।
আনন্দ-ধারায় পূর্ণ সবার নয়ন॥ ১৯৯॥
সবে চারি দণ্ডের পথ প্রেমের আবেশে।
প্রহর-তিনেতে আসি হইলা প্রবেশে॥
আইলেন মাত্র প্রভু আঠারো-নালায়।
সর্ব্ব ভাব সম্বরণ কৈলা গৌর-রায়॥ ২০০॥
স্থির হই বসিলেন প্রভু সবা লৈয়া।
সবারে বলেন অতি বিনয় করিয়া॥
"তোমরা ত আমার করিলা বন্ধু-কাজ।
দেখাইলা আনি জগন্নাথ-মহারাজ॥ ২০১॥
এবে আগে তোমরা চলহ দেখিবারে।
আমি বা যাইব আগে, তাহা বল মোরে॥"
মুকুন্দ বলেন "তবে তুমি আগে যাও।"
"ভাল" বলি চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়॥২০২॥
মত্তসিংহ-গতি জিনি চলিলা সত্বর।
প্রবিষ্ট হইলা আসি পুরীর পুরীর ভিতর॥
প্রবেশ হইলা গৌরচন্দ্র নীলাচলে।
ইহা যে শুনয়ে সেই ভাসে প্রেম-জলে॥২০৩॥
ঈশ্বর-ইচ্ছায় সার্ব্বভৌম সেই কালে।
জগন্নাথ দেখিতে আছেন কুতূহলে॥
হেনকালে গৌরচন্দ্র জগত-জীবন।
দেখিলেন জগন্নাথ সুভদ্রা সঙ্কর্ষণ॥ ২০৪॥
দেখি মাত্র প্রভু করে পরম হুঙ্কার।
ইচ্ছা হৈল জগন্নাথে কোলে করিবার॥
লম্ফ দেন বিশ্বম্ভর আনন্দে বিহ্বল।
চতুর্দ্দিকে ছুটে সব নয়নের জল॥ ২০৫॥
ক্ষণেকে পড়িলা হই আনন্দে মূর্চ্ছিত।
কে বুঝয়ে ঈশ্বরের অগাধ চরিত॥
অজ্ঞ পড়িহারী সব উঠিল মারিতে।
আস্তে-ব্যস্তে সার্ব্বভৌম পড়িলা পৃষ্ঠেতে॥
হৃদয়ে চিন্তেন সার্ব্বভৌম-মহাশয়।
এত শক্তি মনুষ্যের কোনো কালে নয়॥২০৬॥
এ হুঙ্কার, এ গর্জ্জন, এ প্রেমের ধার।
যত কিছু অলৌকিক শক্তির প্রচার॥
এই জন হেন বুঝি—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
এইমত চিন্তে সার্ব্বভৌম অতি ধন্য॥ ২০৭॥
সার্ব্বভৌম-নিবারণে সর্ব্ব পড়িহারী।
রহিলেন দূরে সবে মহা-ভয় করি॥

১৯৬। "প্রাসাদের অগ্রমূলে" — শ্রীমন্দিরের মাথায়।

১৯৭। "অনন্তের.........বর্ণন" = শ্রীঅনন্তদেব যদি তাহা বর্ণনা করিতে পারেন ত পারিলেন, অন্য আর কাহারও ক্ষমতা নাই।

"চক্র" — মন্দিরের চূড়া। "সকলে" = কেবল।

২০০। "সবে......প্রবেশে" = প্রেমাবেশে অঙ্গ এত শিথিল হইয়াছিল যে, চারি দণ্ড অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক ১৷৷০ ঘণ্টার পথ আসিতে তিন প্রহর অর্থাৎ ৯ ঘণ্টা লাগিল।

"আঠারো-নালা" = শ্রীপুরীধামে প্রবেশ করিতে পথে যে একটী ক্ষুদ্র নদী আছে, তাহার পুল বা সাঁকোর আঠারটী ফোঁকোর আছে বলিয়া, উহার নাম আঠার-নালা। ২০৪। "দেখিতে আছেন" — দেখিতেছিলেন।

"সঙ্কর্ষণ" — বলরাম।

প্রভু সে হইয়া আছেন অচেতন-প্রায়।
দেখি মাত্র জগন্নাথ—নিজ-প্রিয়-কায় ॥২০৮॥
কি আনন্দে মগ্ন হৈলা বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
বেদেও এ সব তত্ত্ব জানিতে দুষ্কর ॥
সেই প্রভু গৌরচন্দ্র চতুর্ব্ব্যূহ-রূপে।
আপনে বসিয়াছেন সিংহাসনে সুখে ॥ ২০৯ ॥
আপনেই উপাসক হই করে ভক্তি।
অতএব কে বুঝয়ে ঈশ্বরের শক্তি ॥
আপনার তত্ত্ব প্রভু আপনে সে জানে।
বেদে ভাগবতে এইমত সে বাখানে ॥ ২১০ ॥
তথাপি যে লীলা প্রভু করেন যখনে।
তাহা কহে বেদে জীব-উদ্ধার-কারণে ॥
মগ্ন হইলেন প্রভু বৈষ্ণব-আবেশে।
বাহ্য গেল দূরে, প্রেম-সিন্ধু-মাঝে ভাসে ॥
আবরিয়া সার্ব্বভৌম আছেন আপনে।
প্রভুর আনন্দ-মূর্চ্ছা না হয় খণ্ডনে ॥ ২১১ ॥
শেষে সার্ব্বভৌম যুক্তি করিলেন মনে।
প্রভু লই যাইবারে আপন-ভবনে ॥

সার্ব্বভৌম বলে "ভাই পড়িহারিগণ।
সবে তুলি লহ এই পুরুষ-রতন" ॥ ২১২ ॥
পাণ্ডু-বিজয়ের যত নিজ-ভৃত্যগণ।
সবে প্রভু কোলে করি করিলা গমন ॥
কে বুঝিবে ঈশ্বরের চরিত্র গহন।
হেন রূপে সার্ব্বভৌম-মন্দিরে গমন ॥ ২১৩ ॥
চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি করিয়া করিয়া।
বহিয়া আনেন সবে হরিষ হইয়া ॥
হেনই সময়ে সর্ব্ব ভক্ত সিংহদ্বারে।
আসিয়া মিলিলা সবে হরিষ-অন্তরে ॥ ২১৪ ॥
পরম অদ্ভুত সবে দেখেন আসিয়া।
পিপীলিকাগণ যেন অন্ন যায় লৈয়া ॥
এইমত প্রভুরে অনেক লোক ধরি।
লইয়া যায়েন সবে মহানন্দ করি ॥ ২১৫ ॥
সিংহদ্বারে নমস্করি সর্ব্ব ভক্তগণ।
হরিষে প্রভুর পাছে করিলা গমন ॥
সর্ব্ব লোকে ধরি সার্ব্বভৌমের মন্দিরে।
আনিলেন, কপাট পড়িল তাঁর দ্বারে ॥ ২১৬ ॥

২০৬। "পড়িহারী"=প্রহরী।

"পৃষ্ঠেতে"=মহাপ্রভুর পিঠে।

২০৭। "প্রেমের ধার"=প্রেমাশ্রুধারা।

২০৮। "দেখি.........কায়"=নিজেরই অভিন্ন কলেবর শ্রীজগন্নাথ দেখিবামাত্র। এতদ্দ্বারা মহাপ্রভু ও জগন্নাথ যে একই বস্তু, তাহাই বলিতেছেন। 'প্রিয়' বলিতেছেন কেন, না—তিনি ভক্তাবতার বলিয়া ভগবান্ শ্রীজগন্নাথ-দেব হইলেন তাঁহার পরম প্রিয়।

২০৯। "বেদেও.........দুষ্কর"=বেদেও এ সব তত্ত্ব জানে না।

"সেই...............সুখে"=শ্রীরত্নবেদীর উপর জগন্নাথদেব, সুভদ্রা ও শ্রীবলদেব রহিয়াছেন এবং শ্রীসুদর্শন-চক্র শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন বলিয়া তথায় বিরাজিত ঐ শ্রীচক্রকে লইয়া চতুর্ব্ব্যূহ হইল। মহাপ্রভুই ঐ চারি-বিগ্রহ-রূপে রত্ন-সিংহাসনে পরমানন্দে বিরাজমান রহিয়াছেন।

২১০। "আপনেই............ভক্তি"=মহাপ্রভু নিজেই নিজের অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথদেবের উপাসক হইয়া তাঁহাকে পরম ভক্তি করিতেছেন।

২১১। "মগ্ন ....আবেশে"=ভক্ত-রূপে কৃষ্ণপ্রেমরসানন্দে বিভোর হইলেন।

"না হয় খণ্ডনে"=দূর হইতেছে না।

২১৩। "গহন"=গভীর।

প্রভুরে আসিয়া সে মিলিলা ভক্তগণ।
দেখি হৈলা সার্ব্বভৌম হরষিত-মন॥
যথাযোগ্য সম্ভাষা করিয়া সবা-সনে।
বসিলেন, সন্দেহ ভাঙ্গিল ততক্ষণে॥ ২১৭॥
বড় সুখী হৈলা সার্ব্বভৌম-মহাশয়।
আর তাঁর কিবা ভাগ্য-ফলের উদয়॥
যাঁর কীর্ত্তি-মাত্র সর্ব্ব বেদে ব্যাখ্যা করে।
অনায়াসে সে ঈশ্বর আইলা তাঁর ঘরে॥২১৮॥
নিত্যানন্দ দেখি সার্ব্বভৌম-মহাশয়।
লইলা চরণ-ধূলি করিয়া বিনয়॥
মনুষ্য দিলেন সার্ব্বভৌম সবা-সনে।
চলিলেন সবে জগন্নাথ-দরশনে॥ ২১৯॥
যে মনুষ্য যায় দেখাইতে জগন্নাথ।
নিবেদন করে সে করিয়া যোড়হাত॥
"স্থির হই জগন্নাথ সবেই দেখিবা।
পূর্ব্ব-গোসাঁইর মত কেহো না করিবা॥২২০॥
কিরূপ তোমরা কিছু না পারি বুঝিতে।
স্থির হই দেখ, তবে যাই দেখাইতে॥
যেরূপ তোমার করিলেন একজনে।
জগন্নাথ দৈবে রহিলেন সিংহাসনে॥ ২২১॥
বিশেষে বা কি কহিব—যে দেখিনু তান।
সে আছাড়ে অন্যের কি দেহে রহে প্রাণ॥
এতেকে তোমরা সব—অচিন্ত্য-কথন।
সম্বরিয়া দেখিবা, করিনু নিবেদন"॥ ২২২॥
শুনি সব হাসিতে লাগিলা ভক্তগণ।
'চিন্তা নাহি' বলি সবে করিলা গমন॥
আসি দেখিলেন চতুর্ব্ব্যূহ জগন্নাথ।
প্রকট-পরমানন্দ ভক্তবর্গ-সাথ॥ ২২৩॥
দেখি সবে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন।
দণ্ডবৎ প্রদক্ষিণ করেন স্তবন॥
প্রভুর গলার মালা ব্রাহ্মণ আনিয়া।
দিলেন সবার গলে সন্তোষিত হৈয়া॥ ২২৪॥
আজ্ঞা-মালা পাইয়া সবে সন্তোষিত-মনে।
আইলা সত্বরে সার্ব্বভৌমের ভবনে॥
প্রভুর আনন্দ-মূর্চ্ছা হইল যেমতে।
বাহ্য নাহি তিলেক, আছেন সেইমতে॥২২৫॥

২১৭। "সন্দেহ ভাঙ্গিল ততক্ষণে"=ভক্তগণকে দেখিয়া তখন বুঝিতে পারিলেন যে, ইনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

২১৮। "কীর্ত্তি-মাত্র"=প্রত্যেক কার্য্যই।

"অনায়াসে"=বিনা আরাধনায়।

২১৯। "মনুষ্য"=লোক; চাকর বা অন্য লোক।

২২০। "পূর্ব্ব-গোসাঁইর" = মহাপ্রভুর কথা বলিতেছেন। ২২১। "যেরূপ...একজনে" = তোমাদের দলের একজন যেমন করিলেন। তিনি কে?—না, মহাপ্রভু।

"জগন্নাথ.. ......সিংহাসনে"=বড় ভাগ্যে তাই জগন্নাথ সিংহাসনে রহিয়া গেলেন, নতুবা ত উনি ছুটিয়া গিয়া ঠাকুরকে জড়াইয়া ধরিয়া সিংহাসন হইতে ফেলিয়া দিতেন।

২২২। "এতেকে……কথন"=এজন্য বলিতেছি, তোমরা যে কি অসাধারণ মানুষ, তাহা ভাবিয়া ঠিক করা যায় না।

"সম্বরিয়া"=সামাল হইয়া; ভাবাবেশে অস্থির না হইয়া; খুব সাবধানে।

২২৩। "প্রকট-পরমানন্দ"=পূর্ণানন্দ যেন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন; পরমানন্দময় বিগ্রহ প্রকাশ করিয়া রহিয়াছেন।

২২৪। "প্রভুর"=শ্রীজগন্নাথদেবের।

২২৫। "প্রভুর…………সেইমতে"=মহাপ্রভু

বসিয়া আছেন সার্ব্বভৌম পদতলে।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ 'রাম কৃষ্ণ' বলে॥
অচিন্ত্য অগম্য গৌরচন্দ্রের চরিত।
তিন প্রহরেও বাহ্য নহে কদাচিত॥ ২২৬॥
ক্ষণেকে উঠিলা সর্ব্ব-জগত-জীবন।
হরিধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্তগণ॥
স্থির হই প্রভু জিজ্ঞাসেন সবা-স্থানে।
"কহ দেখি আজি মোর কোন্ বিবরণে॥"
শেষে নিত্যানন্দ প্রভু কহিতে লাগিলা।
"জগন্নাথ দেখি মাত্র তুমি মূর্চ্ছা গেলা॥২২৭॥
দৈবে সার্ব্বভৌম আছিলেন সেই স্থানে।
ধরি তোমা আনিলেন আপন-ভবনে॥
আনন্দ-আবেশে তুমি হই পরবশ।
বাহ্য না জানিলা তিন প্রহর দিবস॥ ২২৮॥
এই সার্ব্বভৌম নমস্করেন তোমারে।"
আথে-ব্যথে প্রভু সার্ব্বভৌমে কোলে করে॥
প্রভু বলে "জগন্নাথ বড় কৃপাময়।
আনিলেন মোরে সার্ব্বভৌমের আলয়॥২২৯॥
পরম সন্দেহ চিত্তে আছিল আমার।
কিরূপে পাইব আমি সংহতি তোমার॥
কৃষ্ণ তাহা পূর্ণ করিলেন অনায়াসে।"
এত বলি সার্ব্বভৌমে চাহি প্রভু হাসে॥২৩০
প্রভু বলে "শুন আজি আমার আখ্যান।
জগন্নাথ দেখিলাঙ আমি বিদ্যমান॥
জগন্নাথ দেখি চিত্তে হইল আমার।
ধরি আনি বক্ষ-মাঝে থুই আপনার॥ ২৩১॥
ধরিতে গেলাম মাত্র জগন্নাথ আমি।
তবে কি হইল শেষে আর নাহি জানি॥
দৈবে সার্ব্বভৌম আজি আছিল নিকটে।
অতএব রক্ষা হৈল এ মহা-সঙ্কটে॥ ২৩২॥
আজি হৈতে এই আমি বলি দঢ়াইয়া।
জগন্নাথ দেখিবাঙ বাহিরে থাকিয়া॥
অভ্যন্তরে আর আমি প্রবেশ নহিব।
গরুড়ের পাছে রহি ঈশ্বর দেখিব॥ ২৩৩॥
ভাগ্যে আমি আজি না ধরিলুঁ জগন্নাথ।
তবে ত সঙ্কট বড় হইত আমা'ত॥"
নিত্যানন্দ বলে "আজি এড়াইলে ভাল।
বেলা নাহি, এবে স্নান করহ সকাল" ॥২৩৪॥
প্রভু বলে "নিত্যানন্দ! সম্বরিবা মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে॥"
তবে কতক্ষণে স্নান করি প্রেম-সুখে।
বসিলেন সবার সহিত হাস্য-মুখে॥ ২৩৫॥
বহুবিধ মহাপ্রসাদ আনিয়া সত্বর।
সার্ব্বভৌম থুইলেন প্রভুর গোচর॥

যেরূপ মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন, সেই ভাবেই রহিয়াছেন।

২২৭। "কহ.........বিবরণে" = আজি আমার কি অবস্থা হইয়াছিল, বল দেখি।

২২৮। "তুমি হই পরবশ" = তুমি বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া, আত্মহারা হইয়া। "দিবস" = কাল।

২৩০। "সংহতি" = সঙ্গ।

২৩১। "বিদ্যমান" = সাক্ষাৎ; প্রত্যক্ষ।

২৩২। "ধরিতে............জানি" = যেই আমি জগন্নাথকে ধরিতে গেলাম, সেই আমার সংজ্ঞা লোপ হইল; তার পর যে আর কি হইল, তাহা আমি জানি না।

২৩৩। "দঢ়াইয়া" = নিশ্চয় করিয়া।

"অভ্যন্তরে.......নহিব" = ভিতরে বা ভিতর-মন্দিরে আর আমি যাব না।

"গরুড়ের" = গরুড়-স্তম্ভের।

২৩৪। "সকাল" = শীঘ্র শীঘ্র।

মহাপ্রসাদেরে প্রভু করি নমস্কার।
বসিলা ভুঞ্জিতে লই সর্ব্ব পরিবার ॥ ২৩৬ ॥
প্রভু বলে "বিস্তর লাফরা মোরে দেহ।
পিঠা পানা ছেনাবড়া তোমরা সে লহ ॥"
এইমত বলি প্রভু মহা-প্রেমরসে।
লাফরা খায়েন, সর্ব্ব ভক্তগণ হাসে ॥ ২৩৭ ॥
জন্ম-জন্ম সার্ব্বভৌম প্রভুর পার্ষদ।
অন্যথা অন্যের নাহি হয় এ সম্পদ ॥
সুবর্ণ-থালীতে অন্ন আনিয়া আপনে।
সর্ব্বভৌম দেন, প্রভু করেন ভোজনে ॥২৩৮॥
সে ভোজনে যতেক হইল প্রেমরঙ্গ।
বেদব্যাস বর্ণিবেন সে সব প্রসঙ্গ ॥
অশেষ কৌতুকে করি ভোজন-বিলাস।
বসিলেন প্রভু—ভক্তবর্গ চারি পাশ ॥ ২৩৯ ॥
নীলাচলে প্রভুর ভোজন-মহারঙ্গ।
ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্যের সঙ্গ ॥
শেষখণ্ডে চৈতন্য আইলা নীলাচলে।
এ আখ্যান শুনিলে ভাসয়ে প্রেমজলে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ ২৪০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে মহাপ্রভোর্নীলাচল-গমন-বর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয় অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণধাম।
জয় জয় নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণ ॥
জয় জয় বৈকুণ্ঠ-নায়ক কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় ন্যাসি-চূড়ামণি দীনবন্ধু ॥ ১ ॥
ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥
শেষখণ্ড-কথা ভাই! শুন এক-চিত্তে।
শ্রীগৌরসুন্দর বিহরিলা যেনমতে ॥ ২ ॥
অমৃতের অমৃত শ্রীগৌরাঙ্গের কথা।
ব্রহ্মা শিবো যে অমৃত বাঞ্ছেন সর্ব্বথা ॥
অতএব শ্রীচৈতন্য-কথার শ্রবণে।
সবার সন্তোষ হয়, দুষ্টগণ বিনে ॥ ৩ ॥
শুন শেষখণ্ড-কথা চৈতন্য-রহস্য।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইবা অবশ্য ॥
হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
আত্ম-সঙ্গোপন করি আছে কুতূহলে ॥ ৪ ॥
যদি তিঁহো ব্যক্ত না করেন আপনারে।
তবে কার শক্তি আছে তাঁরে জানিবারে ॥
দৈবে একদিন সার্ব্বভৌমের সহিতে।
বসিলেন প্রভু তানে লইয়া নিভৃতে ॥ ৫ ॥
প্রভু বলে "শুন সার্ব্বভৌম-মহাশয়।
তোমারে কহিয়ে আমি আপন-হৃদয় ॥

২৩৫। "সম্বরিবা" = সামাল করিবা; রক্ষা করিবা।

২৩৬। "মহাপ্রসাদেরে...নমস্কার" = শ্রীভগবানের প্রসাদকে যে প্রথমে সযত্নে দণ্ডবৎ করিয়া পরে ভোজন করিতে হয়, তাহা ত ভক্তগণ সকলেই অবগত আছেন। "ভুঞ্জিতে" = ভোজন করিতে।

২৩৭। "লাফ্‌রা" = চচ্চড়ি, ডাউল, শুকুতা, ডাল্‌না প্রভৃতি সাধারণ (Ordinary) ব্যঞ্জন বা তরকারী।

৩। "অমৃতের অমৃত" = অমৃত হইতেও সুমধুর।

৪। "আত্ম-সঙ্গোপন করি" = নিজের ঈশ্বর-ভাব গোপন করিয়া; আত্ম-প্রকাশ না করিয়া

জগন্নাথ দেখিতে যে আইলাম আমি।
উদ্দেশ্য আমার মূল—এথা আছ তুমি ॥ ৬ ॥
জগন্নাথ আমারে কি কহিবেন কথা ?।
তুমি সে আমার বন্ধু—জানিবা সর্ব্বথা ॥
তোমাতে সে বৈসে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি।
তুমি সে দিবারে পার কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি ॥ ৭ ॥
এতেকে তোমার আমি লইনু আশ্রয়।
তাহা কর যেরূপে আমার ভাল হয় ॥
কি বিধি করিব মুই, থাকিব কিরূপে।
যেমতে না পড়োঁ মুই এ সংসার-কূপে ॥ ৮ ॥
সব উপদেশ মোরে কহ আমায়ায়।
তোমার সে আমি—ইহা জান সর্ব্বথায় ॥"
এইমতে অনেক প্রকারে মায়া করি।
সার্ব্বভৌম প্রতি কহিলেন গৌরহরি ॥ ৯ ॥
না জানিয়া সার্ব্বভৌম ঈশ্বরের মর্ম্ম।
কহিতে লাগিলা সে জীবের যত ধর্ম্ম ॥
সার্ব্বভৌম বলেন "কহিলা যত তুমি।
সকল তোমার ভাল বাসিলাম আমি ॥ ১০ ॥
যে তোমার হইয়াছে ভক্তির উদয়।
অত্যন্ত অপূর্ব্ব—সে কহিলে কভু নয় ॥
কৃষ্ণ-কৃপা হইয়াছে তোমার উপর।
সবে এক খানি করিয়াছ অব্যভার ॥ ১১ ॥
পরম সুবুদ্ধি তুমি হইয়া আপনে।
তবে তুমি সন্ন্যাস করিলা কি কারণে ॥
বুঝ দেখি বিচারিয়া কি আছে সন্ন্যাসে।
প্রথমেই বদ্ধ হয় অহঙ্কার-পাশে ॥ ১২ ॥
দণ্ড ধরি মহাজ্ঞানী হয় আপনারে।
কাহারেও বল যোড়হস্ত নাহি করে ॥
যাঁর পদধূলি লৈতে বেদের বিহিত।
হেন জন নমস্করে, তবু নহে ভীত ॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম বা বলিবা—সেহো নহে।
বুঝ এই ভাগবতে যেনমত কহে ॥ ১৩ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (১১।২৯।১৭)—

প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডাল-গো-খরং।
প্রবিষ্টো জীব-কলয়া তত্রৈব ভগবানিতি ॥১৪ ॥

ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি ॥
এই সে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম—সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্মধ্বজী, যার ইথে নাহি রতি ॥ ১৫ ॥

৫। "যদি......আপনারে" = তিনি যে ঈশ্বর, তাহা যদি প্রকাশ না করেন।

৬। "উদ্দেশ্য......তুমি" = শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্রে আসিবার আমার আসল উদ্দেশ্য এই যে, তুমি এখানে আছ, তোমার সঙ্গ করিতে পাইব।

৯। "মায়া করি" = ছল বা কপট করিয়া।

১১। "অব্যভার" = অনুচিত কার্য্য।

১৩। "কাহারেও............করে" = দেখিতে পাইতেছ ত, সন্ন্যাসী কাহাকেও হাতজোড় করে না অর্থাৎ নমস্কার করে না। "যাঁর" = যে সমস্ত মহৎ মহৎ লোকের। "নমস্করে" = দণ্ডবৎ করে।

"সন্ন্যাসীর.........নহে" = তুমি যদি বল যে, ইহাই হইতেছে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম অর্থাৎ সন্ন্যাসী সকলের নমস্কার লইবে, কাহাকেও নমস্কার করিবে না ; কিন্তু এ কথা ত হইতে পারে না।

১৪। শ্রীভগবান্ স্বয়ংই জীব-রূপ অংশ অর্থাৎ জীবাত্মা-রূপে সকল প্রাণীরই দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছেন, ইহা চিন্তা করিয়া কুকুর, চণ্ডাল, গরু, গাধা প্রভৃতি সকলকেই দণ্ডের ন্যায় ভূপতিত হইয়া নমস্কার করিতে হইবে।

শিখা সূত্র ঘুচাইয়া সবে এই লাভ।
নমস্কার করে আসি মহা-মহাভাগ ॥
প্রথমে শুনিলে এই এক অপচয়।
এবে আর শুন সর্ব্বনাশ—বুদ্ধি-ক্ষয় ॥ ১৬ ॥
জীবের স্বভাব-ধর্ম্ম—ঈশ্বর-ভজন।
তাহা ছাড়ি আপনারে বলে 'নারায়ণ' ॥
গর্ভবাসে যে ঈশ্বর করিলেন রক্ষা।
যাঁহার প্রসাদে হৈল বুদ্ধি জ্ঞান শিক্ষা ॥ ১৭॥
যাঁর দাস্য লাগি শেষ অজ ভব রমা।
পাইয়াও নিরবধি করেন কামনা ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যাঁহার দাসে করে।
লজ্জা নাহি হেন 'প্রভু' বলে আপনারে ॥১৮॥
নিদ্রা হৈলে 'আপনে কে' ইহাও না জানে।
আপনারে 'নারায়ণ' বলে হেন জনে ॥
'জগতের পিতা কৃষ্ণ'—সর্ব্ব বেদে কয়।
পিতারে যে ভক্তি করে, সে সুপুত্র হয় ॥১৯॥

তথাহি শ্রীগীতায়াং (৯।১৭)—

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ॥২০॥

গীতা-শাস্ত্রে অর্জ্জুনেরে সন্ন্যাস-করণ।
শুন যে কহিয়াছেন দেব-নারায়ণ ॥ ২১ ॥

তথাহি শ্রীগীতায়াং (৬।৬)—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ২২ ॥

১৫। "ব্রাহ্মণাদি......রতি"=ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল কুক্কুর পর্য্যন্ত সকলেই সসম্মানে দণ্ডবৎ করিবে। এরূপে সকলকেই দণ্ডবৎ করাই হইতেছে বৈষ্ণবের ধর্ম্ম। এ কথায় যাহার শ্রদ্ধা নাই, তাহাকে ভণ্ড-তপস্বী বলিয়া জানিবে অর্থাৎ বুঝিতে হইবে, সে ধার্ম্মিকের বেশ ধরিয়া লোকের চোখে ধূলা দিতেছে, সে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধার্ম্মিক নহে।

১৬। "মহা-মহাভাগ"=মহাশয় মহাশয় লোক-সকল। "অপচয়"=ক্ষতি।

"এবে......ক্ষয়"=এখন আর একটী সর্ব্বনাশ হয়, তাহাও শুন; তাহা কি?—না, বুদ্ধি একেবারে লোপ পাইয়া যায়; সে যে কিরূপ, তাহা পরেই বলিতেছেন।

১৭। জীবের......ভজন"=ভগবানের ভজন করাই হইতেছে জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

১৮। "যাঁর......কামনা"=অনন্ত, ব্রহ্মা, শিব ও লক্ষ্মী যাঁহার দাস্য পাইয়াও আবার সেই দাস্যের জন্য নিরন্তর কামনা করেন অর্থাৎ বলেন যে, আমরা চিরদিনই যেন এইরূপ দাস হইয়া থাকিতে পারি।

"সৃষ্টি ....আপনারে"=ইহারা কি নির্লজ্জ, কি বেহায়া, কি পাজি যে, যে প্রভুর অর্থাৎ যে নারায়ণের দাসগণ অর্থাৎ ব্রহ্মা, শিবাদি দেবগণ জগৎ সৃজন করেন, পালন করেন ও সংহার করেন, ইহারা বলে আমরাই সেই প্রভু—সেই 'নারায়ণ'।

১৯। "নিদ্রা......জনে"=ঘুমাইলে যাহাদের আর কোনও জ্ঞান থাকে না, তাহারা কিরূপে নিজেকে 'আমি নারায়ণ' বলে, তাহা বুঝিতে পারি না। তাহাদিগকে ধিক্ ধিক্ শত ধিক্!

২০। আমিই এ জগতের পিতা, মাতা, রক্ষাকর্ত্তা ও পিতামহ।

২১। "সন্ন্যাস-করণ"=সন্ন্যাসের লক্ষণ।

২২। যিনি ফল-লাভের বাসনা না করিয়া কেবল কৃষ্ণ-প্রীতির নিমিত্ত শাস্ত্রোক্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম-সমূহ করিয়া যান, তিনিই হইলেন যথার্থ সন্ন্যাসী ও যথার্থ যোগী; অগ্নিহোত্রাদি বিহিত কর্ম্মসমূহ ত্যাগ করিলেই যে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী হইলেন, তাহা নহে; আর শারীরিক কর্ম্মসমূহ ত্যাগ করিলেই যে যোগী যোগী হইলেন, তাহা নহে। তাৎপর্য্য এই যে,

নিষ্কাম হইয়া করে যে কৃষ্ণ-ভজন।
তাহারে সে বলি 'যোগী'-'সন্ন্যাসী'-লক্ষণ॥
বিষ্ণু-ক্রিয়া না করিয়া পরান্ন খাইলে।
কিছু নহে, সাক্ষাতেই এই বেদে বলে॥ ২৩॥

তথাহি (ভাঃ ৪।২৯।৪৯)—

তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।
হরির্দেহভৃতামাত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ॥ ২৪॥

তাহারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার।
ঈশ্বরে সে জন্মে প্রীতি—সম্মত সবার॥
তাহারে সে বলি বিদ্যা মন্ত্র অধ্যয়ন।
কৃষ্ণ-পাদপদ্মে যে করায় স্থির মন॥ ২৫॥
সবার জীবন কৃষ্ণ—জনক সবার।
হেন কৃষ্ণ যে না ভজে, সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥
যদি বল শঙ্করের মত সেহ নয়।
তাঁর অভিপ্রায় দাস্য—তাঁরি মুখে কয়॥২৬॥

তথাহি ষট্পদীস্তোত্রে শ্রীশঙ্করাচার্য্য-বাক্যং—

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ! তবাহং ন মামকীনস্ত্বং।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥ ২৭॥

যদ্যপিও জগতে ঈশ্বরে ভেদ নাই।
সর্ব্বময়—পরিপূর্ণ আছে সর্ব্ব ঠাঁই॥
তবু তোমা হৈতে সে হইয়াছি আমি।
আমা হৈতে নাহি কভু হইয়াছ তুমি॥
যেন 'সমুদ্রের সে তরঙ্গ'—লোকে বলে।
'তরঙ্গের সমুদ্র'—না হয় কোনো কালে॥২৮॥
অতএব জগত তোমার—তুমি পিতা।
ইহলোকে পরলোকে তুমি সে রক্ষিতা॥

বাসনা ত্যাগ করিতে না পারিলে কোনও কিছুতেই ফল হয় না।

২৩। "বিষ্ণু-ক্রিয়া" = কৃষ্ণ-কার্য্য; কৃষ্ণ-ভজন। "বিষ্ণু-ক্রিয়া..... বলে" = সর্ব্ব শাস্ত্রেই বলিতেছেন, সন্ন্যাসী হইয়া কৃষ্ণ-ভজন না করিয়া কেবল পরের অন্ন খাইয়া বেড়াইলে তাহাতে কি ফল হইবে?

২৪। তাহাই হইতেছে 'কর্ম্ম যদ্দ্বারা শ্রীহরি প্রীত হন, এবং তাহাই হইতেছে বিদ্যা যদ্দ্বারা শ্রীহরিতে মতি লাভ হয়, যেহেতু শ্রীহরিই হইলেন সর্ব্ব জীবের আত্মা; তিনিই ঈশ্বর এবং তিনিই সকলের আদি-কারণ।

২৫। "তাহারে......সবার" = তাহাই হইতেছে প্রকৃত ধর্ম্ম, প্রকৃত কর্ম্ম ও প্রকৃত সদাচার, যাহা ঈশ্বরের প্রীতি উৎপাদন করে অর্থাৎ যদ্দ্বারা ঈশ্বর প্রীত হন; ইহাই শাস্ত্র ও সাধুগণের মত।

"স্থির" = দৃঢ়।

২৬। "যদি.....কয়" = যদি বল কৃষ্ণ-ভজন শঙ্করাচার্য্যের মত নয়, কিন্তু তোমার এ কথা ত হ'তে পারে না, যেহেতু তাঁহার মনোগত ভাবই হইল ঈশ্বরের দাস্য—ইহা তাঁহার নিজ-মুখেরই কথা।

২৭। হে প্রভো! যদিও জীবে ও তোমাতে কোনও ভেদ নাই, তথাপি আমি কিন্তু জীব হইলেও তোমা হইতে আমার উৎপত্তি বলিয়া আমি তোমারই অধীন বলিয়া আমাকে জ্ঞান করি, পরন্তু তুমি আমার অধীন নহ; সে কিরূপ?—না, সমুদ্র হইতে তরঙ্গের উৎপত্তি হয় বলিয়া তরঙ্গকে সমুদ্রেরই বলিয়া জানিতে হইবে, কিন্তু সমুদ্র কদাচ তরঙ্গের নহে।

২৮। "যদ্যপিও······কালে" = সমস্ত জগৎ ঈশ্বরেই অবস্থিত রহিয়াছে এবং ঈশ্বরও সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন বলিয়া যদিও জগৎ ও ঈশ্বর অভিন্ন, তথাপি হে জগদীশ্বর, হে প্রভো! ইহাই সত্য যে, তোমা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, জগৎ হইতে তুমি উৎপন্ন হও নাই; সে কিরূপ—না, যেমন সমুদ্র হইতে তরঙ্গ অভিন্ন হইলেও, সকলেই জানে যে সমুদ্র হইতেই তরঙ্গের উৎপত্তি, কিন্তু তরঙ্গ হইতে সমুদ্রের উৎপত্তি নহে।

যাঁহা হৈতে হয় জন্ম, যে করে পালন।
তাঁরে যে না ভজে, বর্জ্জ্য হয় সেই জন॥
এই শঙ্করের বাক্য, এই অভিপ্রায়।
ইহা না জানিয়া মাথা কি কার্য্যে মুড়ায় ॥২৯॥
সন্ন্যাসী হইয়া নিরবধি 'নারায়ণ'।
বলিবেক প্রেমভক্তি-যোগে অনুক্ষণ॥
না বুঝিয়া শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায়।
ভক্তি ছাড়ি মাথা মুড়াইয়া দুঃখ পায়॥ ৩০॥
অতএব তোমারে সে কহি এই আমি।
হেন পথে প্রবিষ্ট হইলা কেনে তুমি॥
যদি কৃষ্ণ ভক্তিযোগে করিব উদ্ধার।
তবে শিখা-সূত্র-ত্যাগে কোন্ লভ্য আর ॥৩১
যদি বল মাধবেন্দ্র-আদি মহাভাগ।
তাঁহারাও করিয়াছে শিখা-সূত্র-ত্যাগ॥
তথাপিহ তোমার সন্ন্যাস করিবার।
এ সময়ে কেমতে হইল অধিকার॥ ৩২॥
সে সব মহান্ত শেষ ত্রিভাগ বয়সে।
গ্রাম্য-রস ভুঞ্জিয়া সে করিলা সন্ন্যাসে॥
যৌবন-প্রবেশ মাত্র সকলে তোমার।
কেমতে হইল সন্ন্যাসের অধিকার॥ ৩৩॥
পরমার্থে সন্ন্যাসে কি করিব তোমারে।
যেই ভক্তি হইয়াছে তোমার শরীরে॥
যোগীন্দ্রাদি সবেরো দুর্ল্লভ যে প্রসাদ।
তবে কেনে করিয়াছ এমত প্রমাদ"॥ ৩৪॥

২৯। "বর্জ্জ্য" = পরিত্যাজ্য।

"বর্জ্জ্য হয় সেই জন" = তাহার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ রাখিতে নাই।

"মাথা কি কার্য্যে মুড়ায়" = কেন মিছামিছি সন্ন্যাস-গ্রহণ করে?

৩১। "যদি ....আর" = কৃষ্ণভক্তিই যখন জীবকে পরিত্রাণ করে, তখন সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া কি লাভ?

৩২। "করিয়াছে শিখা-সূত্র-ত্যাগ" = সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছেন।

৩৩। "শেষ ত্রিভাগ বয়সে" = বয়সের তৃতীয় ভাগের শেষে। কলিকালে মানুষের আয়ুকাল সাধারণতঃ ১০০ বৎসর ধরা হয়। তাহাকে চারি ভাগ করিলে চারিটী আশ্রম অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারিটী আশ্রমের জন্য প্রত্যেক আশ্রমে পরপর ২৫ বৎসর করিয়া পড়ে; তদনুসারে বয়সের তৃতীয় ভাগের শেষে অর্থাৎ ৭৫ বৎসর বয়সের পরই তবে সন্ন্যাস লওয়াই বিহিত হইতেছে। পরন্তু শ্রীভগবদ্ভজনসাধনোদ্দেশ্যে, তৎপ্রতি অনিবার্য্য আকর্ষণ বশতঃ, যাঁহাদের সংসারে বিরক্তি জন্মে, তাঁহারা তখন আর কোনও বিধি-নিষেধের ধার ধারেন না এবং তাহাও তাঁহাদের পক্ষে কিছুমাত্র দোষাবহ হয় না, কারণ তাঁহারা উহা শ্রীভগবৎ-প্রীতির নিমিত্ত করিয়া থাকেন।

"গ্রাম্য-রস ভুঞ্জিয়া" = সংসার-সুখ ভোগ করিয়া।

"যৌবন......তোমার" = তোমার যৌবন-কাল এই সবে আরম্ভ হইয়াছে; তুমি যৌবনে কেবলমাত্র পদার্পণ করিয়াছ।

৩৪। "পরমার্থে............শরীরে" = তোমার হৃদয়ে যে তীব্র ভক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাতে তোমার পরকালের মঙ্গলের জন্য সন্ন্যাস নিলেই বা কি, আর না নিলেই বা কি? সন্ন্যাসে তোমার কি মঙ্গল করিবে? তোমার এই ভক্তির কাছে সন্ন্যাস ত কিছুই নহে, তোমার ত সন্ন্যাসের কোনও প্রয়োজনই ছিল না।

"যোগীন্দ্রাদি·········প্রসাদ" = শ্রীভগবানের যে

শুনি ভক্তিযোগ—সার্ব্বভৌমের বচন।
বড় সুখী হৈলা গৌরচন্দ্র-নারায়ণ॥
প্রভু বলে "শুন সার্ব্বভৌম-মহাশয়।
'সন্ন্যাসী' আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণের বিরহে মুই বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহির হইনু শিখা-সূত্র মুণ্ডাইয়া॥ ৩৫॥
'সন্ন্যাসী' করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি।
কৃপা কর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি॥"
প্রভু হই নিজ-দাসে মোহে হেনমতে।
এ মায়ায় দাসে প্রভু জানিব কেমতে॥৩৬॥
যদি তিঁহো নাহি জানায়েন আপনারে।
তবে কার শক্তি আছে জানিতে তাঁহারে॥
না জানিয়া সেবকে যতেক কথা কয়।
তাহাতেও ঈশ্বরের মহাপ্রীত হয়॥ ৩৭॥
সর্ব্বকাল ভৃত্য-সঙ্গে প্রভু ক্রীড়া করে।
সেবকের নিমিত্তে আপনে অবতরে॥
যেমতে সেবক ভজে কৃষ্ণের চরণে।
কৃষ্ণ সেইমত দাসে ভজেন আপনে॥ ৩৮॥
এই তান স্বভাব—শ্রীভক্ত-বৎসল।
ইহা তানে নিবারিতে কার আছে বল॥
হাসে প্রভু সার্ব্বভৌমে চাহিয়া চাহিয়া।
না বুঝেন সার্ব্বভৌম মায়া-মুগ্ধ হৈয়া॥ ৩৯॥
সার্ব্বভৌম বলেন "আশ্রমে বড় তুমি।
শাস্ত্র-মতে তুমি বন্দ্য, উপাসক আমি॥
তুমি যে আমারে স্তব কর—যুক্ত নয়।
তাহাতে আমার পাছে অপরাধ হয়"॥ ৪০॥
প্রভু বলে "ছাড় মোরে এ সকল মায়া।
সর্ব্বভাবে তোমার লইনু মুই ছায়া॥"
হেনমতে প্রভু ভৃত্য-সঙ্গে করে খেলা।
কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের লীলা॥ ৪১॥
প্রভু বলে "মোর এক আছে মনোরথ।
তোমার মুখেতে শুনিবাঙ ভাগবত॥
যতেক সংশয় চিত্তে আছয়ে আমার।
তোমা বই ঘুচাইতে হেন নাহি আর"॥ ৪২॥
সার্ব্বভৌম বলে "তুমি সকল বিদ্যায়।
পরম প্রবীণ, আমি জানি সর্ব্বথায়॥
কোন্ ভাগবত-অর্থ না জান বা তুমি।
তোমারে বা কোন্‌রূপে প্রবোধিব আমি॥
তথাপিহ অন্যোন্যে ভক্তির বিচার।
করিবেক—সুজনের স্বভাব ব্যভার॥ ৪৩॥

কৃপা তুমি লাভ করিয়াছ, তাহা মহা মহা মুনিগণের পক্ষেও লাভ করা বড় দুষ্কর।

"প্রমাদ" = ভুল; বিভ্রাট।

৩৬। "মোহে" = মায়াভিভূত করে; মায়ামুগ্ধ করে।

"প্রভু.........কেমতে" = প্রভু হইয়া যদি এরূপ করিয়া মায়া বিস্তার করেন, তবে দাসে তাঁহাকে চিনিতে কি প্রকারে সমর্থ হইবে?

৩৮। "যেমতে.........আপনে" = শ্রীভগবান্ স্বয়ংই শ্রীঅর্জ্জুন-মহাশয়কে বলিয়াছেন :—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

৪০। "আশ্রমে......আমি" = আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড় হইলেও, আমি গৃহস্থ, আর তুমি সন্ন্যাসী; সুতরাং আশ্রম হিসাবে তুমি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও আমার পূজ্য, আর আমি তোমার সেবক।

৪১। "সর্ব্বভাবে" = সর্ব্বপ্রকারে।

"ছায়া" = শরণ।

৪৩। "প্রবীণ" = অভিজ্ঞ; পটু; দক্ষ।

বল দেখি, সন্দেহ তোমার কোন্ স্থানে।
আছে—তাহা যথাশক্তি করিব বাখানে॥”
তবে শ্রীবৈকুণ্ঠ-নাথ ঈষত হাসিয়া।
বলিলেন এক শ্লোক—অষ্ট-আখরিয়া॥ ৪৪॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (১।৭।১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ ৪৫॥

সরস্বতীপতি-গৌরচন্দ্রের অগ্রেতে।
কৃপায় লাগিলা সার্ব্বভৌম বাখানিতে॥
সার্ব্বভৌম বলেন “শ্লোকার্থ এই সত্য।
কৃষ্ণপদে ভক্তি সে সবার মূল তত্ত্ব॥ ৪৬॥
সর্ব্বকাল পরিপূর্ণ হয় যে যে জন।
অন্তরে বাহিরে যার নাহিক বন্ধন॥
এবম্বিধ মুক্ত-সবো করে কৃষ্ণভক্তি।
হেন কৃষ্ণ-গুণের স্বভাব মহাশক্তি॥ ৪৭॥
হেন কৃষ্ণ-গুণ-নাম মুক্ত-সবো গায়।
ইথে অনাদর যার সেই নাশ যায়॥”
এইমতে নানামত পক্ষ তোলাইয়া।
ব্যাখ্যা করে সার্ব্বভৌম আবিষ্ট হইয়া॥ ৪৮॥
ত্রয়োদশ প্রকার শ্লোকার্থ বাখানিয়া।
রহিলেন—‘আর শক্তি নাহিক’ বলিয়া॥
ঈষত হাসিয়া গৌরচন্দ্র প্রভু কহে।
“যত বাখানিলে তুমি সব সত্য হয়ে॥ ৪৯॥
এবে শুন আমি কিছু করিয়ে ব্যাখ্যান।
বুঝ দেখি বিচারিয়া হয় কি প্রমাণ॥”
তখনে বিস্মিত সার্ব্বভৌম-মহাশয়।
“আরো অর্থ নরের শক্তিতে কভু হয়” ॥৫০॥

“প্রবোধিব” = বুঝাইব।

“তথাপিহ..........ব্যভার” = ভাগবত-অর্থ ত তোমার সবই জানা রহিয়াছে, তবুও যে আমার মুখে শুনিতে চাহিতেছ, তাহার কারণ এই যে, সাধু-সজ্জনগণের আচরণই হইতেছে, পরস্পরে মিলিয়া ভক্তি-সম্বন্ধীয় বিচার করা।

৪৪। “অষ্ট-আখরিয়া” = যে শ্লোকের প্রত্যেক চরণে আটটী করিয়া অক্ষর আছে, যথা:—“আত্মারামাশ্চ মুনয়ো” এই একটী চরণে ৮টী অক্ষর; আর ৩টী চরণেও এইরূপ।

৪৫। যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে অহঙ্কার-পরিশূন্য হইয়া আনন্দময় আত্মার সহিত রমণ করিতেছেন, ঈদৃশ আত্মারাম-মুনিগণও ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি নিষ্কাম ভক্তি বহন করিয়া থাকেন, যেহেতু শ্রীহরির গুণই হইতেছে এইরূপ অর্থাৎ উহা আত্মারাম-মুনিগণকে পর্য্যন্তও আকর্ষণ করিয়া থাকে।

৪৭। “অন্তরে..............বন্ধন” = যাঁহাদের ভিতরের ও বাহিরের বন্ধন অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। ভিতরের বন্ধন হইতেছে অহঙ্কার, অভিমান, কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, হিংসা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি-সমূহের বশ্যতা; বাহিরের বন্ধন হইল স্ত্রী-পুত্র, বিষয়-আশয়, ঘর-বাড়ী প্রভৃতি বাহিক বস্তু-সমূহে আসক্তি।

“মুক্ত-সবো” = মুক্ত-পুরুষগণও।

“হেন.........মহাশক্তি” = শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলীর স্বভাবই হইতেছে এইরূপ এবং তাঁহার গুণের ক্ষমতাও হইল এইরূপ। অথবা এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ-গুণাবলীর স্বাভাবিক শক্তিই হইতেছে এইরূপ।

৪৮। “নানামত পক্ষ তোলাইয়া” = পাণ্ডিত্য প্রকাশ পূর্ব্বক নানা রকমে ব্যাখ্যা করিয়া।

আপনার অর্থ প্রভু আপনে বাখানে।
যাহা কেহো কোনো কল্পে উদ্দেশো না জানে ॥
ব্যাখ্যা শুনি সার্ব্বভৌম পরম বিস্মিত।
মনে ভাবে—"এই কিবা ঈশ্বর বিদিত" ॥৫১॥
শ্লোক ব্যাখ্যা করে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
আত্মভাবে হইয়া ষড়্ভুজ-অবতার ॥
প্রভু বলে "সার্ব্বভৌম কি তোর বিচার।
সন্ন্যাসে আমার নাহি হয় অধিকার ॥ ৫২ ॥
'সন্ন্যাসী কি আমি' হেন তোর চিত্তে লয়।
তোর লাগি এথা আমি হইনু উদয় ॥
বহু জন্ম মোর প্রেমে ত্যজিলা জীবন।
অতএব তোরে আমি দিনু দরশন ॥ ৫৩ ॥
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে মোহার অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে মুই বহি নাহি আর ॥
জন্ম-জন্ম তুমি মোর শুদ্ধ-প্রেম-দাস।
অতএব তোরে মুই হইনু প্রকাশ ॥ ৫৪ ॥
সাধু উদ্ধারিমু, দুষ্ট বিনাশিমু সব।
চিন্তা কিছু নাহি তোর, পড় মোর স্তব ॥"
অপূর্ব্ব ষড়্ভুজ-মূর্ত্তি কোটিসূর্য্যময়।
দেখি মূর্চ্ছা গেলা সার্ব্বভৌম-মহাশয় ॥ ৫৫ ॥
বিশাল করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
আনন্দে ষড়্ভুজ-গৌরচন্দ্র-নারায়ণ ॥

বড় সুখী প্রভু সর্ব্বভৌমেরে অন্তরে।
'উঠ' বলি শ্রীহস্ত দিলেন তান শিরে ॥ ৫৬ ॥
শ্রীহস্ত-পরশে বিপ্র পাইলা চেতন।
তথাপি আনন্দে জড়—না স্ফুরে বচন ॥
করুণা-সমুদ্র প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
পাদপদ্ম দিলা তার হৃদয়-উপর ॥ ৫৭ ॥
পাই শ্রীচরণ সার্ব্বভৌম-মহাশয়।
হইলা কেবল পরানন্দ-প্রেমময় ॥
দৃঢ় করি পাদপদ্ম ধরি প্রেমানন্দে।
"আজি সে পাইনু চিত্তচোর", বলি কান্দে ॥
আর্ত্তনাদে সার্ব্বভৌম করেন রোদন।
ধরিয়া অপূর্ব্ব পাদপদ্ম—রমা-ধন ॥ ৫৮ ॥
"প্রভু মোর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাণনাথ।
মুই অধমেরে প্রভু কর দৃষ্টিপাত ॥
তোমারে সে মুই পাপী শিখাইনু ধর্ম্ম।
না জানিয়া তোমার অচিন্ত্য শুদ্ধ মর্ম্ম ॥৫৯॥
হেন কোন্ আছে প্রভু তোমার মায়ায়।
মহাযোগেশ্বর-আদি মোহ নাহি পায় ॥
সে তুমি যে আমারে মোহিবে কোন্ শক্তি।
এবে দেহ তোমার চরণে প্রেমভক্তি ॥ ৬০ ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাণনাথ।
জয় জয় শচী-পুণ্যবতী-গর্ভজাত ॥

৫০। "বুঝ......প্রমাণ" = আমার ব্যাখ্যা ঠিক হয় কি না, বিচার করিয়া দেখুন।

৫১। "যাহা............জানে" = কেহ কোনও কালেও যাহার কোনও খোঁজ-খবর পায় নাই।

৫৪। "অনন্ত......আর" = বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু বস্তু আছে, সমস্তই আমার প্রকাশমাত্র, আমিই সর্ব্বময়, সর্ব্বব্যাপী—আমা বই আর কিছুই নাই।

"শুদ্ধ-প্রেম-দাস" = বিশুদ্ধ-প্রেমময় ভক্ত।

৫৭। "জড়" = অচেতন পদার্থের ন্যায় সংজ্ঞাহীন।

৫৮। "রমা-ধন" = যে পাদপদ্ম লক্ষ্মীর যথাসর্ব্বস্ব।

৫৯। "শুদ্ধ মর্ম্ম" = পরম নির্ম্মল তত্ত্ব।

৬০। "তোমার মায়ায়" = তোমার মায়া-শক্তির সমীপে।

"মোহিবে" = মোহাভিভূত বা মুগ্ধ করিবে।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্ব-প্রাণ।
জয় জয় বেদ-বিপ্র-সাধু-ধর্ম্ম-ত্রাণ ॥ ৬১ ॥
জয় জয় বৈকুণ্ঠাদি লোকের ঈশ্বর।
জয় জয় শুদ্ধসত্ত্বরূপ ন্যাসিবর ॥"
পরম সুবুদ্ধি সার্ব্বভৌম মহামতি।
শ্লোক পড়ি পড়ি পুনঃপুনঃ করে স্তুতি ॥ ৬২ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে ষষ্ঠাঙ্কে—

"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্য-নামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্ত-ভৃঙ্গঃ ॥ ৬৩ ॥

কাল-বশে ভক্তি লুকাইয়া দিনে দিনে।
পুনর্ব্বার নিজ-ভক্তি-প্রকাশ-কারণে ॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নাম প্রভু অবতার।
তাঁর পাদপদ্মে চিত্ত রহুক আমার ॥ ৬৪ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে ষষ্ঠাঙ্কে—

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥ ৬৫ ॥

বৈরাগ্য-সহিত নিজ-ভক্তি বুঝাইতে।
যে প্রভু কৃপায় অবতীর্ণ পৃথিবীতে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তনু পুরুষ পুরাণ।
ত্রিভুবনে নাহি যাঁর অধিক সমান ॥ ৬৬ ॥
হেন কৃপাসিন্ধুর চরণ গুণ নাম।
স্ফুরুক আমার হৃদয়েতে অবিরাম ॥"
এইমত সার্ব্বভৌম শত-শ্লোক করি।
স্তুতি করে চৈতন্যের পাদপদ্ম ধরি ॥ ৬৭ ॥
"পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
মুই-পতিতেরে প্রভু! করহ উদ্ধার ॥
বন্দী করিয়াছ মোরে অশেষ-বন্ধনে।
বিদ্যা ধনে কুলে—তোমা জানিব কেমনে ॥৬৮
এবে এই কৃপা কর সর্ব্ব-জীব-নাথ।
অহর্নিশ চিত্ত মোর রহুক তোমা'ত ॥
অচিন্ত্য অগম্য প্রভু! তোমার বিহার।
তুমি না জানাইলে, জানিতে শক্তি কার ॥৬৯॥
আপনেই দারুব্রহ্ম-রূপে নীলাচলে।
বসিয়া আছহ ভোজনের কুতূহলে ॥
আপন-প্রসাদ কর আপনে ভোজন।
আপনে আপনা দেখি করহ ক্রন্দন ॥ ৭০ ॥

৬৩। কালক্রমে যাহা লোপ পাইয়াছে, সেই অপূর্ব্ব স্বভক্তিযোগ পুনরায় প্রচার করিবার জন্য যিনি অবতীর্ণ হইয়া 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নাম ধারণ করিয়াছেন, আমার মানস-ভ্রমর তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অতীব গাঢ়রূপে লিপ্ত হউক।

৬৫। বিষয়-বৈরাগ্য, কৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞান ও স্বীয় ভক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি উপদেশ প্রদানের নিমিত্ত যে কৃপাময় মহাপুরুষ মানব-দেহ ধারণ পূর্ব্বক ধরাতলে আবির্ভূত হইয়া 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নাম ধারণ করিয়াছেন, আমি তাঁহারই শ্রীচরণে শরণাগত হইতেছি।

৬৬। "পুরুষ পুরাণ" = আদি-পুরুষ।

"ত্রিভুবনে......সমান" = স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল—ত্রিজগতে রূপে গুণে যাঁহার তুল্যও কেহ নাই, বা যাঁর চেয়ে বড়ও কেহ নাই।

৬৭। "এইমত·········করি" = এই শত শ্লোক লইয়াই "সার্ব্বভৌম-শতকং" নামে পুস্তক হইয়াছে।

৬৮। "বিদ্যা ধনে কুলে" = এইরূপ নানা রকমের অহঙ্কার অভিমান-জনিত বন্ধনে।

৭০। "দারুব্রহ্ম-রূপে" = দারু অর্থাৎ কাষ্ঠ-

আপনে আপনা দেখি হও মহামত্ত।
এতেকে কে বুঝে প্রভু! তোমার মহত্ত্ব॥
আপনে সে আপনারে জান তুমি মাত্র।
আর জানে যে জন তোমার কৃপাপাত্র॥৭১॥
মুই ছার তোমারে বা জানিব কেমনে।
যাতে মোহ মানে অজ ভব দেবগণে॥"
এইমত অনেক করিয়া কাকুর্ব্বাদ।
স্তুতি করে সার্ব্বভৌম পাইয়া প্রসাদ॥ ৭২ ॥
শুনিয়া ষড়্ভুজ-গৌরচন্দ্র-নারায়ণ।
হাসি সার্ব্বভৌম প্রতি বলিলা বচন॥
"শুন সার্ব্বভৌম! তুমি আমার পার্ষদ।
এতেকে দেখিলা তুমি এ সব সম্পদ॥ ৭৩॥
তোমার নিমিত্তে মোর এথা আগমন।
অনেক করেছ তুমি মোর আরাধন॥
ভক্তির মহিমা তুমি যতেক কহিলা।
ইহাতে আমারে বড় সন্তোষ করিলা॥৭৪॥
যতেক কহিলা তুমি—সব সত্য কথা।
তোমার মুখেতে কেনে আসিবে অন্যথা॥
শত-শ্লোক করি তুমি যে কৈলে স্তবন।
যে জন করিবে ইহা শ্রবণ পঠন॥ ৭৫ ॥
আমাতে তাহার ভক্তি হইবে নিশ্চয়।
'সার্ব্বভৌম-শতক' যে-হেন কীর্ত্তি রয়॥
যে কিছু দেখিলা তুমি প্রকাশ আমার।
সঙ্গোপ করিবা, পাছে জানে কেহো আর॥
যতেক দিবস মুই থাকোঁ পৃথিবীতে।
তাবৎ নিষেধ কৈনু কাহারে কহিতে॥ ৭৬॥
আমার দ্বিতীয়-দেহ নিত্যানন্দ-চন্দ্র।
ভক্তি করি সেবিহ তাঁহার পদদ্বন্দ্ব॥
পরম নিগূঢ় তিঁহো আমার বচনে।
আমি যারে ব্যক্ত করি জানে সেই জনে॥"
এই সব তত্ত্ব সার্ব্বভৌমেরে কহিয়া।
রহিলেন আপনে ঐশ্বর্য্য সম্বরিয়া॥ ৭৭॥

নির্ম্মিত বিগ্রহস্বরূপ ভগবান্ শ্রীজগন্নাথ-রূপে। 'দারু' = কাষ্ঠ; 'ব্রহ্ম' = পরং ব্রহ্ম, পরমেশ্বর। শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বলিয়া, তাঁহাকে "দারুব্রহ্ম" বলা হইয়া থাকে। শ্রীমূর্ত্তি অষ্ট প্রকারের হয়, যথা:—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমা অষ্টবিধা মতাঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবত।

"আপন.........ভোজন" = নিজমূর্ত্তি-শ্রীজগন্নাথ-দেবের প্রসাদই নিজে ভোজন করিতেছেন—ভক্তাবতার হইয়া ভক্তের ন্যায় আচরণ করিয়া লোককে মহাপ্রসাদ-ভোজনই কর্ত্তব্য ও তন্মাহাত্ম্য শিক্ষা দিতেছেন।

"আপনে............ক্রন্দন" = তুমি নিজ-বিগ্রহ শ্রীজগন্নাথ-দেবকে দর্শন করিয়া প্রেমানন্দ-ভরে ক্রন্দন করিতেছ। শ্রীভগবদ্বিগ্রহ দর্শন করিয়া যে প্রেমভরে অধীর হইয়া ক্রন্দন করিবার ভাগ্য-লাভ করিতে হয়, তাহাই মহাপ্রভু শিক্ষা দিতেছেন।

৭১। "কৃপাপাত্র" = ভক্তগণ; দাসগণ।

৭২। "যাতে.........দেবগণে" = ব্রহ্মা, শিবাদি দেবতাগণ তাই তোমার মহিমা বুঝিতে পারেন না, তা আমি ত কোন্ ছার।

"প্রসাদ" = অনুগ্রহ; কৃপা।

৭৬। "থাকোঁ" = প্রকট থাকি।

৭৭। "পরম.........বচনে" = আমি বলিতেছি শোন:—তিনি অত্যন্ত নিগূঢ়, তাঁহার তত্ত্ব কেহ জানে না, তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারে না।"

"ব্যক্ত করি" = প্রকাশ করি; জানাই।

চিনি নিজ-প্রভু সার্ব্বভৌম-মহাশয়।
বাহ্য আর নাহি, হৈলা পরানন্দময়॥
যে শুনয়ে এ সব চৈতন্য-গুণগ্রাম।
সে যায় সংসার তরি শ্রীচৈতন্য-ধাম॥ ৭৮।
পরম নিগূঢ় এ সকল কৃষ্ণকথা।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইয়ে সর্ব্বথা॥
হেনমতে করি সার্ব্বভৌমেরে উদ্ধার।
নীলাচলে করে প্রভু কীর্ত্তন-বিহার॥ ৭৯॥
নিরবধি নৃত্য-গীত-আনন্দ-আবেশে।
রাত্রি দিন না জানেন কৃষ্ণ-প্রেমরসে॥
নীলাচল-বাসী যত অপূর্ব্ব দেখিয়া।
সর্ব্ব লোকে 'হরি' বলে ডাকিয়া ডাকিয়া॥
প্রভুকে 'সচল জগন্নাথ' লোকে বলে।
হেন নাহি যে প্রভুরে দেখিয়া না ভোলে॥
যে পথে যায়েন চলি শ্রীগৌরসুন্দর।
সেই দিকে 'হরিধ্বনি' শুনি নিরন্তর॥ ৮০॥
যেখানে পড়য়ে প্রভুর চরণ-যুগল।
সে স্থানের ধূলি লুট করয়ে সকল॥
ধূলি-গুঁড়ি পায় মাত্র যে সুকৃতী জন।
তাহার আনন্দ অতি অকথ্য-কথন॥ ৮১॥
কিবা সে বিগ্রহের সৌন্দর্য্য অনুপাম।
দেখিতেই সর্ব্ব-চিত্ত হরে অবিরাম॥
নিরবধি শ্রীআনন্দ-ধারা শ্রীনয়নে।
'হরে কৃষ্ণ'-নাম-মাত্র শুনি শ্রীবদনে॥ ৮২॥
চন্দন মালায় পরিপূর্ণ কলেবর।
মত্ত-সিংহ জিনি গতি পরম সুন্দর॥
পথে চলিতেও ঈশ্বরের বাহ্য নাই।
ভক্তিরসে বিহরেন চৈতন্য-গোসাঁই॥ ৮৩॥
কতদিন বিলম্বে পরমানন্দ-পুরী।
আসিয়া মিলিলা তীর্থ-পর্য্যটন করি॥
দূরে প্রভু দেখিয়া পরমানন্দ-পুরী।
সম্ভ্রমে উঠিলা প্রভু গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥ ৮৪॥
প্রিয়-ভক্ত দেখি প্রভু পরম হরিষে।
স্তুতি করি নৃত্য করে মহা-প্রেমরসে॥
বাহু তুলি বলিতে লাগিলা 'হরি হরি'।
"দেখিলাম নয়নে পরমানন্দ-পুরী॥ ৮৫॥
আজি ধন্য লোচন, সফল আজি জন্ম।
সফল আমার আজি হৈল সর্ব্ব ধর্ম্ম॥"
প্রভু বলে "আজি মোর সফল সন্ন্যাস।
আজি মাধবেন্দ্র মোরে হইলা প্রকাশ॥৮৬॥
এত বলি প্রিয়-ভক্তে লই প্রভু কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-জলে॥
পুরীও প্রভুর মাত্র শ্রীমুখ দেখিয়া।
আনন্দে আছেন আত্ম-বিস্মৃত হইয়া॥ ৮৭॥
কতক্ষণে অন্যোন্যে করেন প্রণাম।
পরমানন্দ-পুরী—চৈতন্যের প্রিয়-ধাম॥
পরম সন্তোষ প্রভু তাঁহারে পাইয়া।
রাখিলেন নিজ-সঙ্গে পার্ষদ করিয়া॥ ৮৮॥
নিজ-প্রভু পাইয়া পারমানন্দ-পুরী।
রহিলা আনন্দে পাদপদ্ম-সেবা করি॥
মাধব-পুরীর প্রিয়-শিষ্য মহাশয়।
শ্রীপরমানন্দ-পুরী—তনু প্রেমময়॥ ৮৯॥

৮৪। "দূরে......পুরী" = মহাপ্রভু শ্রীপরমানন্দ পুরী-মহারাজকে দূরে আসিতে দেখিয়া।

৮৬। "আজি......প্রকাশ" = আজি পরমানন্দ-পুরীকে দেখিয়া আমার মনে হইতেছে, যেন শ্রীমন্মাধবেন্দ্র-পুরীকেই দর্শন করিলাম, শ্রীমন্মাধবেন্দ্রই যেন শ্রীপরমানন্দপুরী-রূপে প্রকট হইয়াছেন। শ্রীপরমানন্দ-পুরী হইলেন শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর শিষ্য।

৮৯। "তনু প্রেমময়" = কৃষ্ণপ্রেমময়-মূর্ত্তি।

দামোদর-স্বরূপ মিলিলা কতদিনে।
রাত্রিদিন যাঁহার বিহার প্রভু-সনে॥
দামোদর-স্বরূপ সঙ্গীত রসময়।
যাঁর ধ্বনি শুনিলে প্রভুর নৃত্য হয়॥ ৯০ ॥
দামোদর-স্বরূপ পরমানন্দ-পুরী।
শেষখণ্ডে এই দুই সঙ্গে অধিকারী॥
এইমতে নীলাচলে যে যে ভক্তগণ।
অল্পে অল্পে আসি হৈল সবার মিলন॥ ৯১ ॥
যে যে পার্ষদের জন্ম উৎকলে হৈলা।
তাঁহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা॥
মিলিলা প্রদ্যুম্ন-মিশ্র প্রেমের শরীর।
পরমানন্দ রামানন্দ—দুই মহাধীর॥ ৯২ ॥
দামোদর-পণ্ডিত শ্রীশঙ্কর-পণ্ডিত।
কতদিনে আসিয়া হইলা উপনীত॥
শ্রীপ্রদ্যুম্ন-ব্রহ্মচারী—নৃসিংহের দাস।
যাঁহার শরীরে নৃসিংহের পরকাশ॥ ৯৩ ॥
কীর্ত্তনে বিহরে নরসিংহ ন্যাসিরূপে।
জানিয়া রহিলা আসি প্রভুর সমীপে॥
ভগবান্ আচার্য্য আইলা মহাশয়।
শ্রবণেও যাঁরে নাহি পরশে বিষয়॥ ৯৪ ॥
এইমত যতেক সেবক যথা ছিলা।
সবেই প্রভুর পাশে আসিয়া মিলিলা॥
প্রভু দেখি সবার হইল দুঃখ-নাশ।
সবে করে প্রভু-সঙ্গে কীর্ত্তন-বিলাস॥ ৯৫ ॥
সন্ন্যাসীর রূপে বৈকুণ্ঠের অধিপতি।
কীর্ত্তন করেন সব ভক্তের সংহতি॥
চৈতন্যের রসে নিত্যানন্দ মহাধীর।
পরম উদ্দাম—এক স্থানে নহে স্থির॥ ৯৬ ॥
জগন্নাথ দেখিয়া যায়েন ধরিবারে।
পড়িহারিগণে কেহো রাখিতে না পারে॥
এক দিন উঠিয়া সুবর্ণ-সিংহাসনে।
বলরাম ধরিয়া করিলা আলিঙ্গনে॥ ৯৭ ॥
উঠিতেই পড়িহারী ধরিলেক হাতে।
ধরিতে পড়িলা গিয়া হাত পাঁচ সাতে॥
নিত্যানন্দ-প্রভু বলরামের গলার।
মালা লই পরিলেন গলে আপনার॥ ৯৮ ॥
মালা পরি চলিলেন গজেন্দ্র-গমনে।
পড়িহারী উঠিয়া চিন্তেন মনে মনে॥
এ ত অবধূতের মনুষ্য-শক্তি নহে।
বলরাম-স্পর্শে কি অন্যের দেহ রহে॥ ৯৯ ॥
মত্ত হস্তী ধরি মুই পারোঁ রাখিবারে।
আমি ধরিলেও কি মনুষ্য যাইতে পারে॥
হেন মুই হস্ত দৃঢ় করিয়া ধরিনু।
তৃণ-প্রায় হই গিয়া কোথায় পড়িনু॥ ১০০ ॥

৯০। "দামোদর-স্বরূপ" = স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী। ইঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম আচার্য্য।

৯১। "শেষখণ্ডে...... অধিকারী" = মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলায় পরমপ্রিয়-পার্ষদ-শিরোমণি এই দুই মহাশয় নিরন্তর তাঁহার কাছ ছাড়া হইতেন না। ইঁহারা কৃষ্ণপ্রেমের মহা অধিকারী। ও মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিবার প্রকৃত যোগ্যপাত্র।

৯৩। "নৃসিংহের দাস" = শ্রীনৃসিংহদেবের ভক্ত।

৯৪। "কীর্ত্তনে ......সমীপে" = শ্রীনৃসিংহদেব সন্ন্যাসি-বেশে শ্রীজগন্নাথ-ধামে আসিয়া কীর্ত্তন-বিলাস করিতেছেন বুঝিতে পারিয়া, তিনি নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকটেই রহিলেন। 'ন্যাসি-রূপে'— এতদ্দ্বারা সন্ন্যাসি-বেশধারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুকেই বুঝাইতেছেন।

"শ্রবণেও........বিষয়" = যিনি বিষয়ের কথা কাণেও কখনও শোনেন না।

এইমত চিত্তে পড়িহারী মহাশয়।
নিত্যানন্দ দেখিলেই করেন বিনয়॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপ সবারে বাল্যভাবে।
আলিঙ্গন করেন পরম-অনুরাগে॥ ১০১ ॥
তবে কতদিনে গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীপতি।
সমুদ্র-তীরেতে আসি করিলা বসতি॥
সিন্ধু-তীর-স্থান অতি রম্য মনোহর।
দেখিয়া সন্তোষ বড় শ্রীগৌরসুন্দর॥ ১০২ ॥
চন্দ্রবতী রাত্রি, বহে দক্ষিণ-পবন।
বৈসেন সমুদ্র-কূলে শ্রীশচীনন্দন॥
সর্ব্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক শোভিত চন্দনে।
নিরবধি 'হরে কৃষ্ণ' বলে শ্রীবদনে॥ ১০৩ ॥
মালায় পূর্ণিত বক্ষ—অতি মনোহর।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া আছয়ে অনুচর॥
সমুদ্রের তরঙ্গ নিশায় শোভে অতি।
হাসি দৃষ্টি করে প্রভু তরঙ্গের প্রতি॥ ১০৪ ॥
গঙ্গা যমুনার যত ভাগ্যের উদয়।
তাহা পাইলেন এবে সিন্ধু-মহাশয়॥
হেনমতে সিন্ধু-তীরে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
বসতি করেন লই সর্ব্ব অনুচর॥ ১০৫ ॥
সর্ব্ব রাত্রি সিন্ধু-তীরে পরম বিরলে।
কীর্ত্তন করেন প্রভু মহা-কুতূহলে॥
তাণ্ডব-পণ্ডিত প্রভু নিজ-প্রেমরসে।
করেন তাণ্ডব—ভক্তগণ সুখে ভাসে॥ ১০৬॥
রোমহর্ষ অশ্রু কম্প হুঙ্কার গর্জ্জন।
স্বেদ, বহুবিধ বর্ণ হয় ক্ষণে-ক্ষণ॥
যত ভক্তি-বিকার সকল একেবারে।
পরিপূর্ণ হয় আসি প্রভুর শরীরে॥ ১০৭ ॥
যত ভক্তি-বিকার সবেই মূর্ত্তিমন্ত।
সবেই ঈশ্বর-কলা—মহা জ্ঞানবন্ত॥
আপনে ঈশ্বর নাচে বৈষ্ণব-আবেশে।
জানি সবে নিরবধি থাকে প্রভু-পাশে॥ ১০৮
অতএব তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ প্রেম-সনে।
নাহিক গৌরাঙ্গ-সুন্দরের কোনো ক্ষণে॥
যত শক্তি ঈষৎ লীলায় করে প্রভু।
সেহো আর অন্যের সম্ভব্য নহে কভু॥ ১০৯ ॥

৯৭। "সুবর্ণ-সিংহাসনে" = শ্রীজগন্নাথ-দেবের রত্ন-সিংহাসনে।

১০৩। "চন্দ্রবতী রাত্রি" = জ্যোৎস্না রা'ত।

১০৪। "অনুচর" = ভক্তবর্গ।

১০৫। "গঙ্গা .... মহাশয়" = শ্রীনবদ্বীপে অবস্থান-কালে শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু গঙ্গায় ক্রীড়া করিতেন, তন্নিমিত্ত শ্রীগঙ্গাদেবীর মহাভাগ্য; শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে যমুনার জলে ক্রীড়া করিতেন বলিয়া শ্রীযমুনারও মহাভাগ্য। এক্ষণে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু সমুদ্র-তীরে বাস করিতে লাগিলেন; সুতরাং তাঁহার শ্রীপাদ-স্পর্শে সমুদ্রেরও গঙ্গা-যমুনার ন্যায় মহা-ভাগ্যোদয় হইল।

১০৬। "তাণ্ডব-পণ্ডিত" = নর্ত্তন-পটু; নৃত্য-বিশারদ।

১০৭। "ভক্তি-বিকার" = অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিক বিকার-সকল।

"পরিপূর্ণ হয়" = পূর্ণরূপে আসিয়া উদয় হয়; পূরিয়া যায়।

১০৮। "যত·········জ্ঞানবন্ত" = অশ্রু-কম্পাদি অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকার-সমূহ প্রত্যক্ষ-রূপে অর্থাৎ মূর্ত্তি ধরিয়া প্রভুর কাছে আসেন; ইঁহারা সকলেই ঈশ্বরের অংশ-বিশেষ এবং সকলেই পরম-জ্ঞানময়।

১০৯। "যত......প্রভু" = প্রভু অবলীলাক্রমে যে শক্তি প্রকাশ করেন।

ইহাতে সে তান শক্তি অসম্ভব্য নয়।
সর্ব্ব বেদে ঈশ্বরের এই তত্ত্ব কয়॥
যে প্রেম প্রকাশে প্রভু চৈতন্য-গোসাঁই।
তাঁহা বই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আর নাই॥ ১১০॥
এতেকে সে শ্রীচৈতন্য-প্রভুর উপমা।
তাঁহা বই আর কারে দিতে নাহি সীমা॥
সবে যারে শুভদৃষ্টি করেন আপনে।
সে তাহান শক্তি ধরে, সেই তত্ত্ব জানে॥
অতএব সর্ব্ব-ভাবে ঈশ্বর-শরণ।
লইলে সে ভক্তি হয়, খণ্ডয়ে বন্ধন॥ ১১১॥
যে প্রভুরে অজ ভব আদি ঈশগণে।
পূর্ণ হইয়াও নিরবধি ভাবে মনে॥
হেন প্রভু আপনে সকল-ভক্ত-সঙ্গে।
নৃত্য করে আপনার প্রেমযোগ-রঙ্গে॥ ১১২॥
সে সব ভক্তের পায়ে বহু নমস্কার।
গৌরচন্দ্র-সঙ্গে যাঁর কীর্ত্তন-বিহার॥
হেনমতে সিন্ধু-তীরে শ্রীগৌরসুন্দর।
সর্ব্ব রাত্রি নৃত্য করে অতি মনোহর॥ ১১৩॥
নিরবধি গদাধর থাকেন সংহতি।
প্রভু-গদাধরের বিচ্ছেদ নাহি কতি॥
কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা পর্য্যটনে।
গদাধর প্রভুরে সেবেন অনুক্ষণে॥ ১১৪॥
গদাধর সম্মুখে পড়েন ভাগবত।
শুনি প্রভু হয় প্রেমরসে মহামত্ত॥
গদাধর-বাক্যে মাত্র প্রভু সুখী হয়।
ভ্রমে গদাধর-সঙ্গে বৈষ্ণব-আলয়॥ ১১৫॥
একদিন প্রভু পুরী-গোসাঁইর মঠে।
বসিলেন গিয়া তান পরম নিকটে॥
পরমানন্দ-পুরীরে প্রভুর বড় প্রীত।
পূর্ব্বে যেন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন দুই মিত॥ ১১৬॥
কৃষ্ণকথা-বাকোবাক্য-রহস্য-প্রসঙ্গে।
নিরবধি পুরী-সঙ্গে থাকে প্রভু রঙ্গে॥
পুরী-গোসাঁইর কূপে ভাল নহে জল।
অন্তর্যামী প্রভু তাহা জানেন সকল॥ ১১৭॥
পুরী গোসাঁইরে প্রভু জিজ্ঞাসে আপনি।
কূপে জল কেমত হইল কহ শুনি॥
পুরী বলে প্রভু! বড় অভাগিয়া কূপ।
জল হৈল যেন ঘোল-কর্দ্দমের রূপ॥ ১১৮॥
শুনি প্রভু 'হায় হায়' করিতে লাগিলা।
প্রভু বলে "জগন্নাথ কৃপণ হইলা॥

১১০। "ইহাতে........নয়" = সুতরাং এমন কোনও কিছু নাই, যাহা তাঁহার শক্তিতে সম্পাদিত হইতে না পারে, যেহেতু তিনি হইলেন সর্ব্ব-শক্তিমান্।

"তাঁহা.........নাই" = তিনি ভিন্ন অন্য আর কাহাতেও ঈদৃশ প্রেম পরিদৃষ্ট হয় না।

১১১। "এতেকে ......সীমা" = সে কারণে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর তুলনা আর কাহারও সঙ্গে দেওয়া হইতে পারে না, তাঁহার তুলনা একমাত্র তিনিই—তাঁহার সমান আর কেহই নাই।

"সে......জানে" = সে তখন শ্রীচৈতন্যের শক্তি লাভ করে এবং তখন সে তাঁহার তত্ত্ব বুঝিতে পারে।

"সর্ব্ব-ভাবে" = একান্ত-ভাবে।

১১২। "পূর্ণ... ...মনে" = তাঁহারাও এক এক জন পূর্ণ ঈশ্বর হইয়াও কৃষ্ণ-চিন্তা করেন, যেহেতু কৃষ্ণ হইলেন পূর্ণতম ঈশ্বর অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বা স্বয়ং ভগবান্। "প্রেমযোগ-রঙ্গে" = প্রেমানন্দে।

১১৫। "ভ্রমে" = ভ্রমণ করেন; বেড়ান।

"বৈষ্ণব-আলয়" = ভক্তগণের বাড়ীতে বাড়ীতে।

১১৬। "মিত" = মিত্র; মিতা; বন্ধু।

পুরীর কূপের জল পরশিবে যে।
সর্ব্ব পাপ থাকিলেও তরিবেক সে॥ ১১৯॥
অতএব জগন্নাথ-দেবের মায়ায়।
নষ্ট-জল হৈল যেন কেহো নাহি খায়॥"
এত বলি মহাপ্রভু আপনে উঠিলা।
তুলিয়া শ্রীভুজ দুই কহিতে লাগিলা॥ ১২০॥
"জগন্নাথ মহাপ্রভু! মোর এই বর।
গঙ্গা প্রবেশুক এই কূপের ভিতর॥
ভোগবতী গঙ্গা যে আছেন পাতালেতে।
তাঁরে আজ্ঞা কর এই কূপে প্রবেশিতে॥"
সর্ব্ব ভক্তগণ শ্রীমুখের বাক্য শুনি।
উচ্চ করি বলিতে লাগিলা হরিধ্বনি॥ ১২১॥
তবে কতক্ষণে প্রভু বাসায় চলিলা।
ভক্তগণ সবে গিয়া শয়ন করিলা॥
সেইক্ষণে গঙ্গাদেবী আজ্ঞা ধরি শিরে।
পূর্ণ হই প্রবেশিলা কূপের ভিতরে॥ ১২২॥
প্রভাতে উঠিয়া সবে দেখেন অদ্ভুত।
পরম নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ কূপ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া 'হরি' বলে ভক্তগণ।
পুরী-গোসাঁই আনন্দে হৈলা অচেতন॥১২৩॥
গঙ্গার বিজয় সবে বুঝিয়া কূপেতে।
কূপ প্রদক্ষিণ সবে লাগিলা করিতে॥
মহাপ্রভু শুনিয়া আইলা সেই ক্ষণে।
জল দেখি পরম-আনন্দযুক্ত-মনে॥ ১২৪॥
প্রভু বলে "শুনহ সকল ভক্তগণ।
এ কূপের জলে যে করিবে স্নান পান॥
সত্য সত্য হৈব তার গঙ্গাস্নান-ফল।
কৃষ্ণভক্তি হৈব তার পরম নির্ম্মল" ॥ ১২৫॥
সর্ব্ব ভক্তগণ শ্রীমুখের বাক্য শুনি।
উচ্চ করি বলিতে লাগিলা হরিধ্বনি॥
পুরী-গোসাঁইর কূপে সেই দিব্য জলে।
স্নান পান করে প্রভু মহা-কুতূহলে॥ ১২৬॥
প্রভু বলে "আমি যে আছিয়ে পৃথিবীতে।
নিশ্চয় জানিহ—পুরী-গোসাঁইর প্রীতে॥
'পুরী-গোসাঁইর আমি'—নাহিক অন্যথা।
পুরী বেচিলেও আমি বিকাই সর্ব্বথা॥ ১২৭॥
সকৃৎ যে দেখে পুরী-গোসাঁইরে মাত্র।
সেহো হইবেক শ্রীকৃষ্ণের প্রেমপাত্র॥"
পুরীর মহিমা প্রভু কহিয়া সবারে।
কূপ ধন্য করি প্রভু চলিলা বাসারে॥ ১২৮॥
ঈশ্বর সে জানে ভক্ত-মহিমা বাড়া'তে।
হেন প্রভু না ভজে কৃতঘ্ন কেন-মতে॥
ভক্ত-রক্ষা লাগি প্রভু করে অবতার।
নিরবধি ভক্ত-সঙ্গে করেন বিহার॥ ১২৯॥
অকর্ত্তব্য করে প্রভু সেবক রাখিতে।
তার সাক্ষী বালি-বধ সুগ্রীব-নিমিত্তে॥
দাস্য প্রভু সেবকের করে নিজানন্দে।
অজয় চৈতন্য-সিংহ জিনে ভক্তবৃন্দে॥ ১৩০॥

১১৮। "জল......রূপ" = ঠিক যেন ঘোলানে কাদার মত জল।

১২১। "ভোগবতী গঙ্গা" = গঙ্গা হইলেন স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্ত্ত্যে ভাগীরথী ও পাতালে ভোগবতী নামে অভিহিতা। "বর" = প্রার্থনা। "প্রবেশুক" = প্রবেশ করুন; আসুন।

১২২। "পূর্ণ হই" = পূর্ণ-রূপে।

১২৯। "হেন ....কেন-মতে" = এমন প্রভুকে অকৃতজ্ঞ পশুতুল্য ব্যক্তিগণ যে কি জন্য ভজে না, তাহা বুঝিতে পারি না; হায় হায়! এমন প্রভুকে যাহারা না ভজে, তাহারা পশু বই আর কিছুই নহে—তাহারা পশু অপেক্ষাও অধম।

ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভু সমুদ্রের তীরে।
সর্ব্ব-বৈকুণ্ঠাদি-নাথ কীর্ত্তনে বিহরে॥
বাস করিলেন প্রভু সমুদ্রের তীরে।
বিহরেন প্রভু ভক্তি-আনন্দ-সাগরে॥ ১৩১॥
এই অবতারে সিন্ধু কৃতার্থ করিতে।
অতএব লক্ষ্মী জন্মিলেন তাহা হৈতে॥
নীলাচল-বাসীর যে কিছু পাপ হয়।
অতএব সিন্ধু-স্নানে সব যায় ক্ষয়॥ ১৩২॥
অতএব গঙ্গাদেবী বেগবতী হৈয়া।
সেই ভাগ্যে সিন্ধু-মাঝে মিলিলা আসিয়া॥
হেনমতে সিন্ধুতীরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
বৈসেন সকল-মতে সিন্ধু করি ধন্য॥ ১৩৩॥
যে সময়ে ঈশ্বর আইলা নীলাচলে।
তখনে প্রতাপরুদ্র নাহিক উৎকলে॥
যুদ্ধ-রসে গিয়াছেন বিজয়-নগরে।
অতএব প্রভু নাহি দেখিলা সে বারে॥১৩৪॥
ঠাকুর থাকিয়া কতদিন নীলাচলে।
পুনঃ গৌড়দেশে আইলেন কুতূহলে॥
গঙ্গা প্রতি মহা অনুরাগ বাড়াইয়া।
অতি শীঘ্র গৌড়দেশে আইলা চলিয়া॥১৩৫॥

সার্ব্বভৌম-ভ্রাতা 'বিদ্যাবাচস্পতি'-নাম।
শান্ত দান্ত ধর্ম্মশীল মহা-ভাগ্যবান্॥
সব-পারিষদ-সঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দর।
আচম্বিতে আসি উত্তরিলা তাঁর ঘর॥ ১৩৬॥
বৈকুণ্ঠ-নায়কে গৃহে অতিথি পাইয়া।
পড়িলেন বাচস্পতি দণ্ডবত হৈয়া॥
হেন সে আনন্দ হৈল বিপ্রের শরীরে।
কি বিধি করিব, তাহা কিছুই না স্ফুরে॥১৩৭॥
প্রভুও তাঁহারে করিলেন আলিঙ্গন।
প্রভু বলে "শুন কিছু আমার বচন॥
চিত্ত মোর হইয়াছে মথুরা যাইতে।
কতদিন গঙ্গাস্নান করিব এথাতে॥ ১৩৮॥
নিভৃতে আমারে একখানি দিবা স্থান।
যেন কতদিন মুই করোঁ গঙ্গাস্নান॥
তবে শেষে মোরে মথুরায় চালাইবা।
যদি মোরে চাহ ইহা অবশ্য করিবা"॥ ১৩৯॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য বিদ্যাবাচস্পতি।
লাগিলেন কহিতে হইয়া নম্রমতি॥
বিপ্র বলে "ভাগ্য সর্ব্ব বংশের আমার।
যথায় চরণ-ধূলি আইল তোমার॥ ১৪০॥

১৩০। "অকর্ত্তব্য করে"=যাহা করা উচিত নয় বা যাহা করা অত্যন্ত দুষ্কর, তাহাও করেন; শাস্ত্র-নিষিদ্ধ বা লোক-নিন্দনীয় অনুচিত কার্য্যও করেন।

"অজয়......ভক্তবৃন্দে"=যে চৈতন্য-মহাবীরকে কেহ জয় করিতে পারে না, বশে আনিতে পারে না, ভক্তগণ তাঁহাকেও ভক্তির বলে জয় করেন, বশীভূত করেন, বাঁধিয়া ফেলেন।

১৩২। "এই......করিতে"=শ্রীগৌরাঙ্গাবতারে সমুদ্রে বিহার করিয়া তাহাকে ধন্য করিবেন বলিয়া

"অতএব"=সেই জন্য।

১৩৩। "সকল-মতে"=সর্ব্বপ্রকারে।

১৩৬। "আচম্বিতে"=সহসা; হঠাৎ।

"উত্তরিলা"=উপস্থিত হইলেন।

১৩৭। "কি বিধি...স্ফুরে"=তিনি আনন্দে এরূপ আত্মহারা হইয়াছেন যে, কিরূপে যে শ্রীগৌরাঙ্গের যত্ন করিবেন, আদর অভ্যর্থনা করিবেন, তাহা আর তাঁহার কিছুই মনে আসিতেছে না।

মোর ঘর দ্বার যত—সকল তোমার।
সুখে থাক তুমি, কেহো না জানিবে আর ॥"
শুনি তাঁর বাক্য প্রভু সন্তোষ হইলা।
তান ভাগ্যে কতদিন তথাই রহিলা ॥ ১৪১ ॥
সূর্য্যের উদয় কি কখনো গোপ্য হয়।
সর্ব্ব লোক শুনিলেক প্রভুর বিজয় ॥
নবদ্বীপ-আদি সর্ব্বদিকে হৈল ধ্বনি।
বাচস্পতি-ঘরে আইলা ন্যাসি-চূড়ামণি ॥১৪২॥
শুনিয়া লোকের হৈল চিত্তের উল্লাস।
সশরীরে যেন হৈল বৈকুণ্ঠেতে বাস ॥
আনন্দে সকল লোক বলে 'হরি হরি'।
স্ত্রী পুত্র দেহ গেহ সকল পাসরি ॥ ১৪৩ ॥
অন্যোন্যে সব লোকে করে কোলাহল।
চল দেখি গিয়া তান চরণ-যুগল ॥
এত বলি সর্ব্ব লোক পরম উল্লাসে।
চলিলেন, কেহো কারে নাহিক সম্ভাষে ॥১৪৪॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক বলি 'হরি হরি'।
চলিলেন দেখিবারে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥
লোকের গহনে কেহো পথ নাহি পায়।
বন ডাল ভাঙ্গি লোক দশ দিকে ধায় ॥১৪৫॥
শুন শুন আরে ভাই! চৈতন্য-আখ্যান।
যেরূপে করিলা সর্ব্ব-জীব-পরিত্রাণ ॥
বন ডাল কণ্টক ভাঙ্গিয়া লোক যায়।
তথাপি আনন্দে কেহো দুঃখ নাহি পায় ॥১৪৬॥

লোকের গহনে যত অরণ্য আছিল।
ক্ষণেকে সকল দিব্য পথময় হৈল ॥
সর্ব্বদিকে লোক-সব 'হরি' বলি যায়।
হেন রঙ্গ করে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-রায় ॥ ১৪৭ ॥
কেহো বলে "মুই তান ধরিয়া চরণ।
মাগিব যেমতে মোর খণ্ডয়ে বন্ধন ॥"
কেহো বলে "মুই তানে দেখিলে নয়নে।
তবেই সকল পাঙ, মাগিব বা কেনে" ॥১৪৮॥
কেহো বলে "মুই তান না জানি মহিমা।
যত নিন্দা করিয়াছোঁ তার নাহি সীমা ॥
এবে তান পাদপদ্ম ধরিয়া হৃদয়ে।
মাগিব—কিরূপে মোর সে পাপ ঘুচয়ে" ॥১৪৯॥
কেহো বলে "মোর পুত্র পরম জুয়ার।
মোর এই বর—যেন না খেলয়ে আর ॥"
কেহো বলে "মোর এই বর কায়-মনে।
তাঁর পাদপদ্ম যেন না ছাড়োঁ কখনে" ॥১৫০॥
কেহো বলে "ধন্য ধন্য মোর এই বর।
কভু যেন না পাসরোঁ গৌরাঙ্গ-সুন্দর ॥"
এইমত বলিয়া আনন্দে সর্ব্বজন।
চলিয়া যায়েন সবে পরানন্দ-মন ॥ ১৫১ ॥
ক্ষণেকে আইল সব লোক খেয়াঘাটে।
খেয়ারি করিতে পার পড়িল সঙ্কটে ॥
সহস্র সহস্র লোক এক নায়ে চড়ে।
বড় বড় নৌকা সেইক্ষণে ভাঙ্গি পড়ে ॥১৫২॥

১৪৪। "চলিলেন......সম্ভাষে" = কেউ কারো সঙ্গে আর কথাটী কহিতেছেন না, সকলেই আনন্দে আত্মহারা হইয়া চলিয়াছেন।

১৪৫। "গহনে" = ভিঁড়ে; ঠেলাঠেলিতে।
"বন ডাল" = বন-জঙ্গল গাছ-পালা।

১৪৬। "কণ্টক" = কাঁটা-খোঁচা।

১৪৮। "তবেই সকল পাঙ" = তাহা হইলেই আমার সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়।

১৫০। "জুয়ার" = জুয়াড়; যে জুয়া-খেলা করে; Gambler.

নানা দিকে লোক খেয়ারিরে বস্ত্র দিয়া।
পার হই যায় সবে আনন্দিত হৈয়া॥
নৌকা যে না পায়, তারা নানা বুদ্ধি করে।
ঘট বুকে দিয়া কেহো গঙ্গায় সাঁতারে॥১৫৩॥
কেহো বা কলার গাছ বান্ধি করে ভেলা।
কেহো কেহো সাঁতারিয়া যায় করি খেলা॥
চতুর্দ্দিকে সর্ব্ব লোক করে হরিধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি॥ ১৫৪ ॥
সত্বরে আসিয়া বাচস্পতি-মহাশয়।
করিলেন অনেক নৌকার সমুচ্চয়॥
নৌকার অপেক্ষা আর কেহো নাহি করে।
নানামতে পার হয়, যে যেমতে পারে॥১৫৫॥
হেন আকর্ষণ মন শ্রীচৈতন্য-দেবে।
এহো কি ঈশ্বর বিনে অন্যেতে সম্ভবে॥
হেনমতে গঙ্গা পার হই সর্ব্বজন।
সবেই ধরেন বাচস্পতির চরণ॥ ১৫৬ ॥
"পরম সুকৃতী তুমি মহা ভাগ্যবান্।
যার ঘরে আইলা চৈতন্য-ভগবান্॥
এতেকে তোমার ভাগ্য কে বলিতে পারে।
এখনে নিস্তার কর আমা-সবাকারে॥ ১৫৭ ॥
ভব-কূপে পতিত পাপিষ্ঠ আমি-সব।
এক গ্রামে—না জানিল তান অনুভব॥
এখনে দেখাও তান চরণ-যুগল।
তবে আমি-পাপি-সব হইয়ে সফল"॥ ১৫৮ ॥
দেখিয়া লোকের আর্ত্তি বিদ্যাবাচস্পতি।
সন্তোষে রোদন করে বিপ্র মহামতি॥
সবা লই আইলেন আপন-মন্দিরে।
লক্ষ-কোটি লোক মহা হরিধ্বনি করে॥১৫৯॥
'হরিধ্বনি'-মাত্র শুনি সবার বদনে।
আর বাক্য কেহো নাহি বলে, নাহি শুনে॥
করুণা-সাগর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
সবা উদ্ধারিতে হইয়াছেন গোচর॥ ১৬০ ॥
'হরিধ্বনি' শুনি প্রভু পরম-সন্তোষে।
হইলেন বাহির পরম-ভাগ্যবশে॥
কিবা সে বিগ্রহের সৌন্দর্য্য মনোহর।
সে রূপের উপমা সেই সে কলেবর॥ ১৬১ ॥
সর্ব্বদায় প্রসন্ন শ্রীমুখ বিলক্ষণ।
আনন্দ-ধারায় পূর্ণ দুই শ্রীনয়ন॥
ভক্তগণে লেপিয়াছে সর্ব্বাঙ্গে চন্দন।
মালায় পূর্ণিত বক্ষ, গজেন্দ্র-গমন॥ ১৬২ ॥
আজানুলম্বিত দুই শ্রীভুজ তুলিয়া।
'হরি' বলি সিংহনাদ করেন গর্জ্জিয়া॥
দেখিয়া প্রভুরে চতুর্দ্দিকে সর্ব্ব লোকে।
'হরি' বলি নৃত্য সবে করেন কৌতুকে॥১৬৩॥
দণ্ডবত হই সবে পড়ে ভূমিতলে।
আনন্দে হইয়া মগ্ন 'হরি হরি' বলে॥
দুই বাহু তুলি সর্ব্ব লোকে স্তুতি করে।
উদ্ধারহ প্রভু! আমি-সব পাপিষ্ঠেরে॥১৬৪॥
ঈষত হাসিয়া প্রভু সর্ব্ব লোক প্রতি।
আশীর্ব্বাদ করেন "কৃষ্ণেতে হউ মতি॥
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণ-নাম।
কৃষ্ণ হউ সবার জীবন-ধন প্রাণ"॥ ১৬৫ ॥

১৫৬। "হেন......দেবে"=মহাপ্রভুর প্রতি তাঁহাদের এতদূর মনের টান হইয়াছে।

১৫৮। "এক গ্রামে·········অনুভব"=তাঁহার সঙ্গে এতদিন একগ্রামে বাস করিয়াছি, তবুও তাঁহার মহিমা কিছু বুঝিতে পারি নাই।

"হইয়ে সফল"=আমরা পূর্ণ-মনোরথ হই অর্থাৎ আমাদের সমস্ত পাপ বিধ্বংস হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে মতি লাভ করিতে পারি।

সর্ব্বলোকে 'হরি' বলে শুনি আশীর্ব্বাদ।
পুনঃপুনঃ সবেই করেন কাকুর্ব্বাদ॥
জগত-উদ্ধার লাগি তুমি গূঢ়রূপে।
অবতীর্ণ হৈলা শচী-গর্ভে নবদ্বীপে॥ ১৬৬॥
আমি-সব পাপিষ্ঠ তোমারে না চিনিয়া।
অন্ধকূপে পড়িলাম আপনা খাইয়া॥
করুণা-সাগর তুমি পর-হিতকারী।
কৃপা কর আর যেন তোমা না পাসরি॥১৬৭॥
এইমত সর্ব্বদিকে লোকে স্তুতি করে।
হেন রঙ্গ করায়েন গৌরাঙ্গ-সুন্দরে॥
মনুষ্যে হইল পরিপূর্ণ সর্ব্ব গ্রাম।
নগর চত্বর প্রান্তরেও নাহি স্থান॥ ১৬৮॥
দেখিতে সবার পুনঃপুনঃ আর্ত্তি বাড়ে।
সহস্র সহস্র লোক এক বৃক্ষে চড়ে॥
গৃহের উপরে বা কত লোক চড়ে।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় ঘর ভাঙ্গিয়া না পড়ে॥ ১৬৯॥
দেখি মাত্র সর্ব্ব লোক শ্রীচন্দ্রবদন।
'হরি' বলি সিংহনাদ করে ঘনে-ঘন॥
নানাদিক্ থাকি লোক আইসে সদায়।
শ্রীমুখ দেখিয়া কেহো ঘরে নাহি যায়॥১৭০॥
নানা রঙ্গ জানে প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
লুকাইয়া গেল প্রভু কুলিয়া-নগর॥
নিত্যানন্দ-আদি জন কত সঙ্গে লৈয়া।
চলিলেন বাচস্পতিরেও না কহিয়া॥ ১৭১॥
কুলিয়ায় আইলেন বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
এথা সর্ব্ব লোক হইল পরম কাতর॥

চতুর্দ্দিকে বাচস্পতি লাগিলা চাহিতে।
কোথা গেলা প্রভু নাহি পায়েন দেখিতে॥১৭২
বিচার করিয়া বিপ্র, প্রভু না দেখিয়া।
কান্দিতে লাগিলা ঊর্দ্ধ-বদন করিয়া॥
"বিরলে আছেন প্রভু বাড়ীর ভিতরে।"
এই জ্ঞান হইয়াছে সবার অন্তরে॥ ১৭৩॥
বাহির হয়েন প্রভু 'হরিনাম' শুনি।
অতএব সবে করে মহা 'হরিধ্বনি'॥
কোটি কোটি লোকে হেন হরিধ্বনি করে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি সর্ব্ব লোক পূরে॥১৭৪॥
কতক্ষণে বাচস্পতি হইয়া বাহিরে।
প্রভুর বৃত্তান্ত আসি কহিল সবারে॥
"কত রাত্রে কোন্ দিকে হেন নাহি জানি।
আমা-পাপিষ্ঠেরে বঞ্চি গেলা ন্যাসিমণি॥১৭৫
সত্য কহি ভাই-সব তোমা-সবা-স্থানে।
না জানি চৈতন্য গিয়াছেন কোন্ গ্রামে॥"
যত-মতে বাচস্পতি কহেন লোকেরে।
প্রতীত কাহারো নাহি জন্ময়ে অন্তরে॥১৭৬॥
"লোকের গহন দেখি আছেন বিরলে।"
এই কথা সবে বাচস্পতি-স্থানে বলে॥
কেহো কেহো সাধে বাচস্পতিরে বিরলে।
"আমারে দেখাও আমি কেবল একলে"॥১৭৭
সর্ব্ব লোক ধরে বাচস্পতির চরণে।
"একবার মাত্র তাঁরে দেখিমু নয়নে॥
তবে সবে ঘরে যাই আনন্দিত হৈয়া
এই বাক্য প্রভু-স্থানে জানাইবা গিয়া॥১৭৮॥

১৬৭। "অন্ধকূপে" — ঘোর নরকে।
১৭২। "এথা" — এখানে অর্থাৎ নবদ্বীপে।
"চাহিতে" = খোঁজ করিতে।
১৭৩। "বিচার করিয়া" — তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া।
১৭৪। "সর্ব্ব লোক" — সকল ভুবন; সমস্ত জগৎ।
১৭৬। "প্রতীত" = প্রত্যয়; বিশ্বাস।
১৭৭। "বিরলে" — নির্জ্জনে; গোপনে।

কভু নাহি লঙ্ঘিবেন তোমার বচন।
যেমতে আমরা পাপী পাই দরশন॥"
যত মতে বাচস্পতি প্রবোধিয়া কয়।
কাহারো চিত্তেতে আর প্রতীত না হয়॥১৭৯॥
কতক্ষণে সর্ব্ব লোক দেখা না পাইয়া।
বাচস্পতিরেও বলে মুখর হইয়া॥
"ঘরে লুকাইয়া বাচস্পতি ন্যাসিমণি।
আমা-সবা ভাণ্ডেন কহিয়া মিথ্যাবাণী॥১৮০॥
আমরা তরিলে বা উঁহার কোন্ দুখ।
আপনেই তরি মাত্র—এই কোন্ সুখ॥"
কেহো বলে "সুজনের এই ধর্ম্ম হয়।
সবার উদ্ধার করে হইয়া সদয়॥ ১৮১॥
আপনার ভাল হউ যে-তে জনে দেখে।
সুজন আপনা ছাড়িয়াও পর রাখে॥"
কেহো বলে "ব্যভারেও মিষ্ট দ্রব্য আনি।
একা উপভোগ কৈলে অপরাধ গণি॥ ১৮২॥
এত মিষ্ট ত্রিভুবনে অতি অনুপাম।
একেশ্বর ইহা কি করিতে আছে পান॥"
কেহো বলে "বিপ্র কিছু কপট-হৃদয়।
পর-উপকারে তত নহেন সদয়"॥ ১৮৩॥
একে বাচস্পতি দুঃখী প্রভুর বিরহে।
আরো সর্ব্ব লোকেও দুর্যশ-বাণী কহে॥

এইমতে দুঃখী বিপ্র পরম উদার।
না জানেন কোন্ মতে হয় প্রতীকার॥ ১৮৪॥
হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
বাচস্পতি-কর্ণমূলে কহিলা-বচন॥
"চৈতন্য-গোসাঁই গেলা কুলিয়া-নগর।
এবে যে জুয়ায় তাহা করহ সত্বর"॥ ১৮৫॥
শুনি মাত্র বাচস্পতি পরম-সন্তোষে।
ব্রাহ্মণেরে আলিঙ্গন দিলেন হরিষে॥
ততক্ষণে আইলেন সর্ব্ব লোক যথা।
সবারেই আসি কহিলেন গোপ্য কথা॥১৮৬॥
"তোমরা সকল লোক তত্ত্ব না জানিয়া।
দোষো আমা—'আমি থুইয়াছি লুকাইয়া'॥
এবে এই শুনিলাম কুলিয়া-নগরে।
আছেন—আসিয়া কহিলেন দ্বিজবরে॥১৮৭॥
চল সবে, যদি সত্য হয় এ বচন।
তবে সে আমারে সবে বলিহ 'ব্রাহ্মণ'॥"
সর্ব্ব লোক 'হরি' বলি বাচস্পতি-সঙ্গে।
সেই ক্ষণে চলিলেন সবে মহারঙ্গে॥ ১৮৮॥
"কুলিয়া-নগরে আইলেন ন্যাসিমণি।"
সেই ক্ষণে সর্ব্বদিকে হৈল মহাধ্বনি॥
সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।
শুনি মাত্র সর্ব্ব লোকে মহানন্দে ধায়॥১৮৯॥

১৭৯। "যত মতে" = যত রকমে।
"প্রবোধিয়া" = বুঝাইয়া।

১৮০। "মুখর হইয়া" = কর্কশ-বাক্যে।

১৮২। "যে-তে জনে" = ছোট লোকে; নীচ লোকে। "পর রাখে" = পরের ভাল করে।
"ব্যভারেও" = লোকাচারেও।

১৮৩। "এত... ..পান" = যে গৌরাঙ্গ হইলেন অমৃত অপেক্ষাও এরূপ সুমধুর এবং ত্রিজগতে যাঁহার রূপ-গুণের তুলনা নাই, তাঁহাকে কি একা উপভোগ করিতে আছে?

১৮৪। "দুর্যশ বাণী" = অপযশ বা অখ্যাতির কথা।

১৮৭। "তত্ত্ব" = আসল ব্যাপার।

১৮৯। "সবে গঙ্গা......কুলিয়ায়" = কুলিয়া ও নবদ্বীপের মধ্যে কেবল গঙ্গা অবস্থিত রহিয়াছেন মাত্র অর্থাৎ গঙ্গার এক পারে নবদ্বীপ, অপর পারে কুলিয়া।

বাচস্পতি-গ্রামে যত গহন আছিল।
তার কোটি কোটি গুণে সকল পূরিল॥
কুলিয়ার আকর্ষণ না যায় কথন।
কেবল বর্ণিতে শক্তি সহস্র-বদন॥ ১৯০॥
লক্ষ লক্ষ লোক বা আইল কোথা হৈতে।
না জানি কতেক পার হয় কত মতে॥
কত বা ডুবয়ে নৌকা গঙ্গার ভিতরে।
তথাপি সবেই তরে, জনেক না মরে॥ ১৯১॥
নৌকা ডুবিলেই মাত্র গঙ্গা হয় স্থল।
হেন চৈতন্যের অনুগ্রহ-ইচ্ছা-বল॥
যে প্রভুর নাম গুণ সকৃৎ যে গায়।
সংসার-সাগর তরে বৎসপদ-প্রায়॥ ১৯২॥
হেন প্রভু সাক্ষাতে দেখিতে যে আইসে।
তাদের সে গঙ্গা তরিবার চিত্র কিসে॥
লক্ষ লক্ষ লোক ভাসে জাহ্নবীর জলে।
সবে পার হয়েন পরম-কুতূহলে॥ ১৯৩॥
গঙ্গায় হইয়া পার আপনা-আপনি।
কোলাকোলি করেন করিয়া হরিধ্বনি॥
খেয়ারীর কত বা হইল উপার্জ্জন।
কত হাট বাজার বসায় কত জন॥ ১৯৪॥
চতুর্দ্দিকে যার যেই ইচ্ছা সেই কিনে।
হেন নাহি জানি ইহা করে কোন্ জনে॥
ক্ষণেকের মধ্যে গ্রাম নগর প্রান্তর।
পরিপূর্ণ হৈল—স্থল নাহি অবসর॥ ১৯৫॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক করে হরিধ্বনি।
বাহির না হয়—গুপ্তে আছে ন্যাসিমণি॥১৯৬॥
ক্ষণেকে আইলা মহাশয় বাচস্পতি।
তিঁহো নাহি পায়েন প্রভুর কোথা স্থিতি॥
কতক্ষণে মাত্র বাচস্পতি একেশ্বরে।
ডাকি আনাইলা প্রভু-গৌরাঙ্গসুন্দরে॥
দেখি মাত্র প্রভু, বিশারদের নন্দন।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা সেই ক্ষণ॥ ১৯৭॥
চৈতন্যের অবতার বর্ণিয়া বর্ণিয়া।
শ্লোক পড়ে পুনঃপুনঃ প্রণত হইয়া॥
"সংসার-উদ্ধার লাগি যে চৈতন্য-রূপে।
তারিলেন যতেক পতিত ভব-কূপে॥ ১৯৮॥
সে গৌরসুন্দর-কৃপাসমুদ্রের পায়।
জন্ম-জন্ম চিত্ত মোর বসুক সদায়॥
সংসার-সমুদ্রে মগ্ন জগত দেখিয়া।
নিরবধি বর্ষে প্রেম কৃপাযুক্ত হৈয়া॥ ১৯৯॥
হেন সে অতুল কৃপাময় গৌরধাম।
স্ফুরুক আমার হৃদয়েতে অবিরাম॥"
এইমতে শ্লোক পড়ি করে বিপ্র স্তুতি।
পুনঃপুনঃ দণ্ডবৎ হয় বাচস্পতি॥ ২০০॥
বিশারদ চরণে আমার নমস্কার।
সার্ব্বভৌম বাচস্পতি নন্দন যাঁহার॥
বাচস্পতি দেখি প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
কৃপা-দৃষ্টে্য বসিবারে বলিলা উত্তর॥ ২০১॥

১৯০। "সকল পূরিল"=সমস্ত স্থান পূর্ণ হইল।
১৯২। "সংসার........প্রায়"=যে প্রভুর নাম বা গুণ একবার-মাত্র কীর্ত্তন করিলে, বাছুরের পায়ের গর্ত্তপূর্ণ জল পার হওয়ার মত, ভব-সমুদ্র অনায়াসে পার হওয়া যায়। "অনুগ্রহ-ইচ্ছা-বল"=কৃপা ও ইচ্ছার শক্তি। ১৯৩। "চিত্র"=আশ্চর্য্য।
১৯৫। "স্থল নাহি অবসর"=কোথাও একটু ফাঁক নাই। ১৯৭। "পায়েন......স্থিতি"=কোথায় আছেন তার সন্ধান পাইতেছেন না।
"বিশারদের নন্দন"=মহেশ্বর বিশারদের পুত্র বিদ্যাবাচস্পতি।
২০১। "সার্ব্বভৌম বাচস্পতি"=পুরীধামের

দাণ্ডাইয়া কর যুড়ি বলে বাচস্পতি।
"মোর এক নিবেদন শুন মহামতি॥
স্বচ্ছন্দ পরমানন্দ তুমি মহাশয়।
সব কর্ম্ম তোমার আপন-ইচ্ছাময়॥ ২০২॥
আপন-ইচ্ছায় থাক, চলহ আপনে।
আপনে জানাহ তেঁই লোকে তোমা জানে॥
এতেকে তোমার কর্ম্ম তুমি সে প্রমাণ।
বিধি বা নিষেধ কে তোমারে দিবে আন॥২০৩
সবে সর্ব্ব-লোক তোমা-তত্ত্ব না জানিয়া।
দোষেন অন্তরে মোরে 'ক্রূর' যে বলিয়া॥
'তোমারে আপন-ঘরে মুই লুকাইয়া।
থুইয়াছোঁ', লোকে বলে তত্ত্ব না জানিয়া॥২০৪
তুমি প্রভু! তিলার্দ্ধেকো বাহির হইলে।
তবে মোরে 'ব্রাহ্মণ' করিয়া লোকে বলে॥"
হাসিতে লাগিলা প্রভু ব্রাহ্মণ-বচনে।
তাঁর ইচ্ছা পালিয়া চলিলা সেই ক্ষণে॥২০৫॥
যেই মাত্র মহাপ্রভু বাহির হইলা।
দেখি সবে আনন্দ-সাগরে মগ্ন হৈলা॥
চতুর্দ্দিকে লোক দণ্ডবৎ হই পড়ে।
যার যেনমত স্ফুরে, সেই স্তুতি পড়ে॥ ২০৬॥

অনন্ত অর্ব্বুদ লোক 'হরিধ্বনি' করে।
ভাসিল সকল লোক আনন্দ-সাগরে॥
সহস্র সহস্র কীর্ত্তনীয়া-সম্প্রদায়।
স্থানে স্থানে সবেই পরমানন্দে গায়॥ ২০৭॥
অহর্নিশ পরানন্দ কৃষ্ণনাম-ধ্বনি।
সকল ভুবন পূর্ণ কৈলা ন্যাসিমণি॥
ব্রহ্মলোক, শিবলোক-আদি যত লোক।
যে সুখের কণা-লেশে সবেই অশোক॥২০৮॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মত্ত যে সুখের লেশে।
পৃথিবীতে কৃষ্ণ প্রকাশিলা ন্যাসি-বেশে॥
হেন সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত ভগবান্।
যে পাপিষ্ঠ মায়া-বশে বলে অপ্রমাণ॥ ২০৯॥
তার জন্ম, কর্ম্ম, বিদ্যা, ব্রহ্মণ্য-আচার।
সব মিথ্যা—সেই পাপী শোচ্য সবাকার॥
ভজ ভজ আরে ভাই! চৈতন্য-চরণে।
অবিদ্যা-বন্ধন খণ্ডে যাহার শ্রবণে॥ ২১০॥
যাহার শরণে সর্ব্ব-তাপ-বিমোচন।
ভজ ভজ হেন ন্যাসিমণির চরণ॥
এইমত চতুর্দ্দিকে দেখি সঙ্কীর্ত্তন।
আনন্দে ভাসেন প্রভু লই ভক্তগণ॥ ২১১॥

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও নবদ্বীপের বিদ্যাবাচস্পতি—এই দুই জন।

"বসিবারে বলিলা উত্তর" = বসিতে বলিলেন।

২০৩। "এতেকে.........প্রমাণ" = সে কারণে বলিতেছি—তুমি যে কার্য্য কর, তদ্বিষয়ে তোমার অভিপ্রায় কে বুঝিতে পারিবে অর্থাৎ তাহা কেন যে কর, তা শুধু তুমিই জান। "আন" = অন্যে।

২০৪। "সবে...........বলিয়া" = লোক সকল তোমার সন্ধান না জানিয়া আমাকে কেবল নিষ্ঠুর বলিয়া গালি দিতেছে।

২০৫। "পালিয়া" = পূর্ণ করিতে।

২০৮। "অশোক" = দুঃখহীন; পরম সুখী।

২০৯। "প্রকাশিলা" = তাহা প্রকাশ করিলেন।

"বলে অপ্রমাণ" = 'মানি না' বলে।

২১০। "ব্রহ্মণ্য আচার" = ব্রাহ্মণ বা সজ্জনোচিত সদাচার। "শোচ্য সবাকার" = তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া সকলেই দুঃখ করে। 'শোচ্য' = Pitiable.

"অবিদ্যা.......শ্রবণে" = যে শ্রীচরণের মহিমা-কীর্ত্তন শ্রবণ করিলে মায়ার বন্ধন ছিন্ন হয়।

"যাহার শরণে" = যে শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লইলে।

আনন্দ-ধারায় পূর্ণ শ্রীগৌরসুন্দর।
যেন চতুর্দ্দিকে বহে জাহ্নবীর জল॥
বাহ্য নাহি পরানন্দ-সুখে আপনার।
সঙ্কীর্ত্তন-আনন্দ-বিহ্বল অবতার॥ ২১২॥
যেই সম্প্রদায় প্রভু দেখেন সম্মুখে।
তাহাতেই নৃত্য করে পরানন্দ-সুখে॥
তাহারা কৃতার্থ হেন মানে আপনারে।
হেনমতে রঙ্গ করে শ্রীগৌরসুন্দরে॥ ২১৩॥
বিহ্বলের অগ্রগণ্য নিত্যানন্দ-রায়।
কখনো ধরিয়া তাঁরে আপনে নাচায়॥
আপনে কখনো নৃত্য করে তাঁর সঙ্গে।
আপনে বিহ্বল আপনার প্রেম-রঙ্গে॥ ২১৪॥
নৃত্য করে মহাপ্রভু করি সিংহনাদ।
যে নাদ-শ্রবণে খণ্ডে সকল বিষাদ॥
যাঁর রসে মত্ত—বস্ত্র না জানে শঙ্কর।
হেন প্রভু নাচে সর্ব্বলোকের ভিতর॥ ২১৫॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হয় যাঁর শক্তি-বশে।
সে প্রভু নাচয়ে পৃথিবীতে প্রেমরসে॥
যে প্রভু দেখিতে সর্ব্ব দেবে কাম্য করে।
সে প্রভু নাচয়ে সর্ব্ব জীবের গোচরে॥ ২১৬॥
এইমত সর্ব্ব লোক মহানন্দে ভাসে।
সংসার তরিল চৈতন্যের পরকাশে॥
যতেক আইসে লোক দশদিক্ হৈতে।
সবেই আসিয়া দেখে প্রভুরে নাচিতে॥ ২১৭॥
বাহ্য নাহি প্রভুর—বিহ্বল প্রেমরসে।
দেখি সর্ব্ব লোক সুখসিন্ধু-মাঝে ভাসে॥
কুলিয়ার প্রকাশে যতেক পাপী ছিল।
উত্তম, মধ্যম, নীচ—সবে পার হৈল॥ ২১৮॥
কুলিয়া-গ্রামেতে চৈতন্যের পরকাশ।
ইহার শ্রবণে সর্ব্ব-কর্ম্ম-বন্ধ-নাশ॥
সকল জীবেরে প্রভু দরশন দিয়া।
সুখময় চিত্তবৃত্তি সবার করিয়া॥ ২১৯॥
তবে সব আপন-পার্ষদগণ লৈয়া।
বসিলেন মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া॥
হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
দৃঢ় করি ধরিলেন প্রভুর চরণ॥ ২২০॥
বিপ্র বলে "প্রভু মোর এক নিবেদন।
আছে তাহা কহোঁ, যদি ক্ষণে দেহ মন॥
ভক্তির প্রভাব মুই পাপী না জানিয়া।
বিস্তর করিনু নিন্দা আপনা খাইয়া॥ ২২১॥
'কলিযুগে কিসের বৈষ্ণব, কি কীর্ত্তন।'
এইমত অনেক নিন্দিনু অনুক্ষণ॥
এবে প্রভু! সেই পাপকর্ম্ম সঙরিতে।
অনুক্ষণ চিত্ত মোর দহে সর্ব্ব-মতে॥ ২২২॥

২১২। "সঙ্কীর্ত্তন..........অবতার"=তিনি যে কীর্ত্তনানন্দে বিভোর-বিগ্রহ; তিনি যে কীর্ত্তনানন্দে উন্মত্ত হইবার অবতার।

২১৪। "তাঁরে"=মহাপ্রভুকে।

২১৫। "যাঁর........শঙ্কর"=যাঁর প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া শিব উলঙ্গ হইয়াছেন।

২১৬। "অনন্ত ...বশে"=যাঁর শক্তি-প্রভাবে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট ও পালিত হয়।

২১৭। "তরিল"=উদ্ধার পাইল।

"পরকাশে"=আবির্ভাবে।

২১৮। "উত্তম, মধ্যম, নীচ"=কি ছোট, কি বড়, কি মাঝামাঝি—সব রকম পাপীই।

২২০। "বাহ্য প্রকাশিয়া"=প্রকৃতিস্থ হইয়া; সহজ লোকের মত হইয়া।

সংসার-উদ্ধার-সিংহ তোমার প্রতাপ।
বল মোর কিরূপে খণ্ডয়ে সেই পাপ॥"
শুনি প্রভু অকৈতব বিপ্রের বচন।
হাসিয়া উপায় কহে শ্রীশচীনন্দন॥ ২২৩॥
"শুন বিপ্র! বিষ করি যে মুখে ভক্ষণ।
সেই মুখে করি যবে অমৃত-গ্রহণ॥
বিষ হয় জীর্ণ, দেহ হয় ত অমর।
অমৃত-প্রভাবে—এবে শুন সে উত্তর॥ ২২৪॥
না জানিয়া তুমি যত করিলা নিন্দন।
সে কেবল বিষ তুমি করিলা ভোজন॥
পরম অমৃত এবে কৃষ্ণ-গুণ-নাম।
নিরবধি সেই মুখে কর তুমি পান॥ ২২৫॥
যে মুখে করিলা তুমি বৈষ্ণব-নিন্দন।
সেই মুখে কর তুমি বৈষ্ণব-বন্দন॥
সবা হৈতে ভক্তের মহিমা বাড়াইয়া।
সঙ্গীত কবিত্ব ভক্তি-মত কর গিয়া॥ ২২৬॥
কৃষ্ণ-যশ-পরানন্দ-অমৃতে তোমার।
নিন্দা-বিষ যত সব করিব সংহার॥
এই সত্য কহি তোমা-সবারে কেবল।
না জানিয়া নিন্দা যেবা করিল সকল॥ ২২৭॥
আর যদি নিন্দা-কর্ম্ম কভু না আচরে।
নিরন্তর বিষ্ণু-বৈষ্ণবের স্তুতি করে॥
এ সকল পাপ ঘুচে এই সে উপায়ে।
কোটি প্রায়শ্চিত্তেও অন্যথা নাহি যায়ে॥২২৮
চল বিপ্র! কর গিয়া ভক্তের বর্ণন।
তবে সে তোমার সব-পাপ-বিমোচন॥"
সকল বৈষ্ণব শ্রীমুখের বাক্য শুনি।
আনন্দে করয়ে জয় জয় হরিধ্বনি॥ ২২৯॥
নিন্দা-পাতকের এই প্রায়শ্চিত্ত সার।
কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর অবতার॥
এই আজ্ঞা যে না মানে, নিন্দে সাধুজন।
দুঃখ-সিন্ধু-মাঝে ভাসে সেই পাপিগণ॥ ২৩০॥
চৈতন্যের আজ্ঞা যে মানয়ে বেদ-সার।
সুখে সেই জন হয় ভবসিন্ধু-পার॥
বিপ্রেরে করিতে প্রভু তত্ত্ব-উপদেশ।
ক্ষণেকে পণ্ডিত-দেবানন্দের প্রবেশ॥ ২৩১॥
গৃহ-বাসে যখন আছিলা গৌরচন্দ্র।
তখনে যতেক করিলেন পরানন্দ॥
সে সময়ে দেবানন্দ-পণ্ডিতের মনে।
নহিল বিশ্বাস, না দেখিল তে কারণে॥২৩২॥
দেখিবার যোগ্যতা আছয়ে পুনি তান।
তবে কেনে না দেখিলা, কৃষ্ণ সে প্রমাণ॥
সন্ন্যাস করিয়া যদি ঠাকুর চলিলা।
দৈবে তান ভাগ্যে বক্রেশ্বর সে মিলিলা॥২৩৩

২২৩। "সংসার……প্রতাপ" = দুর্দ্ধর্ষ সংসার-রূপ মত্ত-হস্তী দলন করিতে তোমার শক্তিরূপ প্রবল সিংহই একমাত্র সমর্থ। কিম্বা এ অর্থও করা যায় যে, সংসার-রূপ দুর্দান্ত ব্যাঘ্রের কবল হইতে রক্ষা করিতে একমাত্র তোমার প্রতাপ-রূপ সিংহই সমর্থ।

"অকৈতব" = নিষ্কপট; খোলাখুলি।

২২৪। "এবে শুন সে উত্তর" = এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর বলি শোন—উপায় বলি শোন।

২২৭। "এই………কেবল" = হে ভক্তগণ! তোমাদের সকলকেই একমাত্র এই সুনিশ্চিত কথা বলিতেছি যে।

২২৮। "কোটি………যায়ে" = নতুবা অন্যবিধ কোটী কোটী প্রায়শ্চিত্ত করিলেও, সে অপরাধের কদাচ খণ্ডন হয় না। ২২৯। "চল" = যাও।

২৩২। "নহিল……কারণে" = বিশ্বাস হয় নাই বলিয়া, সে সমস্ত আনন্দ-কীর্ত্তন দেখে নাই।

বক্রেশ্বর-পণ্ডিত—চৈতন্য-কৃপাপাত্র।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র যাঁর স্মরণেই মাত্র॥
নিরবধি কৃষ্ণপ্রেম-বিগ্রহ বিহ্বল।
যাঁর নৃত্যে দেবাসুর মোহিত সকল॥ ২৩৪॥
অশ্রু কম্প স্বেদ হাস্য পুলক হুঙ্কার।
বৈবর্ণ্য আনন্দ-মূর্চ্ছা আদি যে বিকার॥
চৈতন্য-কৃপায় মাত্র নৃত্যে প্রবেশিলে।
সকল আসিয়া বক্রেশ্বর-দেহে মিলে॥ ২৩৫॥
বক্রেশ্বর-পণ্ডিতের উদ্দাম বিকার।
সকল কহিতে শক্তি আছয়ে কাহার॥
দৈবে দেবানন্দ-পণ্ডিতের ভাগ্য-বশে।
রহিলেন তাঁহার আশ্রমে প্রেমরসে॥ ২৩৬॥
দেখিয়া তাঁহার তেজঃপুঞ্জ-কলেবর।
ত্রিভুবনে অতুলিত বিষ্ণুভক্তি-ধর॥
দেবানন্দ-পণ্ডিত পরম সুখী মনে।
অকৈতব প্রেমে তানে করেন সেবনে॥ ২৩৭॥
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত নাচেন যতক্ষণ।
বেত্র-হস্তে আপনে বুলেন ততক্ষণ॥
আপনে করেন সব লোক এক ভিতে।
পড়িলে আপনে ধরি রাখেন কোলেতে॥২৩৮
তাঁহার অঙ্গের ধূলা বড় ভক্তি-মনে।
আপনার সর্ব্ব অঙ্গে করেন লেপনে॥
তাঁর সঙ্গে থাকি তাঁর দেখিয়া প্রকাশ।
তখনে জন্মিল প্রভু-চৈতন্যে বিশ্বাস॥ ২৩৯॥
বৈষ্ণব-সেবার ফল যে কহে পুরাণে।
তার সাক্ষী এই সবে দেখ বিদ্যমানে॥
আজন্ম ধার্ম্মিক উদাসীন জ্ঞানবান্।
ভাগবত অধ্যাপনা বিনা নাহি আন॥ ২৪০॥
শান্ত দান্ত জিতেন্দ্রিয় নির্লোভ বিষয়ে।
প্রায় আরো কতেক বা গুণ তানে হয়ে॥
তথাপিহ গৌরচন্দ্রে নহিল বিশ্বাস।
বক্রেশ্বর-প্রসাদে সে কুবুদ্ধি-বিনাশ॥ ২৪১॥
কৃষ্ণ-সেবা হৈতে বৈষ্ণবের সেবা বড়।
ভাগবত-আদি সর্ব্ব শাস্ত্রে কৈল দঢ়॥ ২৪২॥

তথাহি—

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুত-সেবিনাং।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্ত-পরিচর্য্যা-রতাত্মনাং॥ ২৪৩॥

এতেকে বৈষ্ণব-সেবা পরম উপায়।
ভক্ত-সেবা হৈতে সে সবেই কৃষ্ণ পায়॥

২৩৩। "দেখিবার........তান"=সে সমস্ত কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিবার উপযুক্ত সদ্গুণাবলী তাঁহার ছিল বটে।

"কৃষ্ণ সে প্রমাণ"=তা কৃষ্ণই জানেন।

"দৈবে তান ভাগ্যে"=দৈবাৎ দেবানন্দ-পণ্ডিতের সৌভাগ্য-ক্রমে।

২৩৪। "কৃষ্ণপ্রেম-বিগ্রহ বিহ্বল"=কৃষ্ণপ্রেমময়-মূর্ত্তি-স্বরূপ ও কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর।

২৩৫। "সকল"=অশ্রু-কম্পাদি অষ্টসাত্ত্বিক-বিকার-সমূহ। "মিলে"=উপস্থিত হয়।

২৩৭। "ত্রিভুবনে......ধর"=তাঁহার কৃষ্ণভক্তি এরূপ অপূর্ব্ব যে, ত্রিজগতে তাহার তুলনা নাই—ওরূপ ভক্তি কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

"তানে"=বক্রেশ্বর-পণ্ডিতকে।

২৩৮। "আপনে"=দেবানন্দ-পণ্ডিত নিজে।

২৪১। "প্রায় আরো কতেক"=এইরূপ আরও কতকগুলি।

"বক্রেশ্বর...... ....বিনাশ"=পরম-ভাগবত শ্রীবক্রেশ্বর-পণ্ডিতের কৃপায় শ্রীগৌরচন্দ্রে দেবানন্দ-পণ্ডিতের অবিশ্বাস-রূপ অসদ্বুদ্ধি ধ্বংস প্রাপ্ত হইল।

বক্রেশ্বর-পণ্ডিতের সঙ্গের প্রভাবে।
গৌরচন্দ্র দেখিতে চলিলা অনুরাগে ॥ ২৪৪ ॥
বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র-ভগবান্।
দেবানন্দ-পণ্ডিত হইলা বিদ্যমান ॥
দণ্ডবৎ দেবানন্দ-পণ্ডিত করিয়া।
রহিলেন একদিকে সঙ্কোচিত হৈয়া ॥ ২৪৫ ॥
প্রভুও তাহানে দেখি সন্তোষিত হৈলা।
বিরল হইয়া তানে লইয়া বসিলা ॥
পূর্ব্বে তান যত কিছু ছিল অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া প্রভু করিলা প্রসাদ ॥ ২৪৬ ॥
প্রভু বলে "তুমি যে সেবিলা বক্রেশ্বর।
অতএব হৈলা তুমি আমার গোচর ॥
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত—কৃষ্ণের পূর্ণ-শক্তি।
সেই কৃষ্ণ পায়, যে তাহারে করে ভক্তি ॥২৪৭
বক্রেশ্বর-হৃদয়ে কৃষ্ণের নিজ-ঘর।
কৃষ্ণ নৃত্য করেন, নাচিতে বক্রেশ্বর ॥
যে-তে স্থানে যদি বক্রেশ্বর-সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্ব-তীর্থ-শ্রীবৈকুণ্ঠময়" ॥ ২৪৮॥
শুনি দ্বিজ-দেবানন্দ প্রভুর বচন।
যোড়হস্তে লাগিলেন করিতে স্তবন ॥

"জগত-উদ্ধার লাগি তুমি কৃপাময়।
নবদ্বীপ-মাঝে আসি হইলা উদয় ॥ ২৪৯ ॥
মুই পাপী দৈব-দোষে তোমা না জানিনু।
তোমার পরমানন্দে বঞ্চিত হইনু ॥
সর্ব্ব-ভূতে কৃপালুতা তোমার স্বভাব।
এই মাগোঁ—'তোমাতে হউক অনুরাগ' ॥২৫০॥
এক নিবেদন প্রভু! তোমার চরণে।
করিব—উপায় মোরে কহিবা আপনে ॥
মুই অসর্ব্বজ্ঞ—সর্ব্বজ্ঞের গ্রন্থ লৈয়া।
ভাগবত পড়াঙ আপনে অজ্ঞ-হৈয়া ॥ ২৫১ ॥
কিবা বাখানিব, পড়াইব বা কেমনে।
ইহা মোরে আজ্ঞা প্রভু! করহ আপনে॥"
শুনি তান বাক্য গৌরচন্দ্র-ভগবান্।
কহিতে লাগিলা ভাগবতের প্রমাণ ॥ ২৫২ ॥
"শুন বিপ্র! ভাগবতে এই বাখানিবা।
'ভক্তি' বিনা আর কিছু মুখে না আনিবা ॥
আদি-মধ্য-অন্তে ভাগবতে এই কয়।
বিষ্ণুভক্তি নিত্যসিদ্ধ অক্ষয় অব্যয় ॥ ২৫৩ ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সবে সত্য বিষ্ণুভক্তি।
মহা-প্রলয়েও যার থাকে পূর্ণ-শক্তি ॥

২৪২। "কৃষ্ণ-সেবা......বড়"=এবিষয়ে শাস্ত্রে বলিয়াছেন ;—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চ্চনং ॥
পদ্মপুরাণ।

২৪৩। কেবলমাত্র অচ্যুত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলে ইষ্ট-সিদ্ধি-বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত অর্থাৎ বৈষ্ণবের সেবা করিলে ইষ্ট-সিদ্ধি লাভ করিবার পক্ষে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

২৪৪। "চলিলা"=দেবানন্দ-পণ্ডিত চলিলেন।
২৪৬। "বিরল হইয়া"=একটু নির্জ্জনে।
২৪৮। "নিজ-ঘর"=বসতি; অধিষ্ঠান।
২৫০। "দৈব-দোষে"=দুর্ভাগ্যক্রমে।
"পরমানন্দে"=প্রেমানন্দে।
"মাগোঁ"=প্রার্থনা করি; চাই।
২৫১। "অসর্ব্বজ্ঞ"=মূর্খ। "সর্ব্বজ্ঞের গ্রন্থ"=যে গ্রন্থ পণ্ডিতগণেরই আলোচনার যোগ্য।
২৫২। "ভাগবতের প্রমাণ"=ভাগবতের তত্ত্ব
২৫৩। "আদি-মধ্য-অন্তে"=ভাগবতের সর্ব্বত্রই

মোক্ষ দিয়া ভক্তি গোপ্য করে নারায়ণে।
হেন ভক্তি না জানি কৃষ্ণ-কৃপা বিনে ॥২৫৪
ভাগবত-শাস্ত্রে সে ভক্তির তত্ত্ব কহে।
তেঁই ভাগবত-সম কোনো শাস্ত্র নহে ॥
যেনরূপ মৎস্য, কূর্ম্ম-আদি অবতার।
আবির্ভাব তিরোভাব যেন তাঁ-সবার ॥২৫৫॥
এইমত ভাগবত কারো কৃত নয়।
আবির্ভাব তিরোভাব আপনেই হয় ॥
ভক্তিযোগে ভাগবত ব্যাসের জিহ্বায়।
স্ফূর্ত্তি সে হইলা মাত্র কৃষ্ণের কৃপায় ॥ ২৫৬ ॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন বুঝনে না যায়।
এইমত ভাগবত—সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ॥
'ভাগবত বুঝি' হেন যার আছে জ্ঞান।
সেই না জানয়ে—ভাগবতের প্রমাণ ॥ ২৫৭ ॥
অজ্ঞ হই ভাগবতে যে লয় শরণ।
ভাগবত-অর্থ তার হয় দরশন ॥
প্রেমময় ভাগবত—কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণ-রঙ্গ ॥ ২৫৮ ॥
বেদ শাস্ত্র পুরাণ কহিয়া বেদব্যাস।
তথাপি চিত্তের নাহি পায়েন প্রকাশ ॥
যখনে শ্রীভাগবত জিহ্বায় স্ফুরিল।
ততক্ষণে চিত্তবৃত্তি প্রসন্ন হইল ॥ ২৫৯ ॥
হেন গ্রন্থ পড়ি কেহো সঙ্কটে পড়িল।
শুন বিপ্র! অকপটে তোমারে কহিল ॥
আদি, মধ্য, অবসানে তুমি ভাগবতে।
ভক্তিযোগ মাত্র বাখানিহ সর্ব্ব-মতে ॥ ২৬০ ॥
তবে আর তোমার নহিব অপরাধ।
সেইক্ষণে চিত্তবৃত্তে পাইবা প্রসাদ ॥
সকল শাস্ত্রেই মাত্র 'কৃষ্ণ-ভক্তি' কয়।
বিশেষে শ্রীভাগবত কৃষ্ণ-রসময় ॥ ২৬১ ॥
চল তুমি, যাহ অধ্যাপনা কর গিয়া।
কৃষ্ণভক্তি-অমৃত সবারে বুঝাইয়া ॥"
দেবানন্দ-পণ্ডিত প্রভুর বাক্য শুনি।
দণ্ডবৎ হইলেন ভাগ্য হেন মানি ॥ ২৬২ ॥
প্রভুর চরণ কায়-মনে করি ধ্যান।
চলিলেন বিপ্র করি বিস্তর প্রণাম ॥
সবারেই এই ভাগবতের ব্যাখ্যান।
কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর-ভগবান্ ॥ ২৬৩ ॥
'ভক্তিযোগ মাত্র' ভাগবতের ব্যাখ্যান।
আদি, মধ্য, অন্তে কভু না বুঝায়ে আন ॥
না বাখানে 'ভক্তি'—ভাগবত যে পড়ায়।
ব্যর্থ বাক্য ব্যয় করে, অপরাধ পায় ॥ ২৬৪ ॥
মূর্ত্তিমন্ত ভাগবত ভক্তিরস মাত্র।
ইহা বুঝে, যে হয় কৃষ্ণের প্রেমপাত্র ॥

২৫৪। "মোক্ষ.........নারায়ণে"=শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থেও বলিয়াছেন ;—

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া ॥

২৫৭। "এইমত ভাগবত"=শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্বও ঈশ্বর-তত্ত্বের মত ঐরূপ অচিন্ত্য অগম্য—কেহই তাহা বুঝিতে পারে না।

"ভাগবতের প্রমাণ"=শ্রীভাগবতের তত্ত্ব।

২৫৮। "অজ্ঞ হই"=আমি কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না—এইরূপ ভাবনা করিয়া।

২৫৯। "প্রকাশ"=আনন্দ ; সন্তোষ ; আত্ম-প্রসাদ।

২৬৫। "মূর্ত্তিমন্ত......মাত্র"=শ্রীভাগবত হইতেছেন কেবলমাত্র মূর্ত্তিমান্ কৃষ্ণভক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণ-ভক্তি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীভাগবতগ্রন্থ-রূপে বিরাজ করিতেছেন।

ভাগবত-পুস্তকো থাকয়ে যার ঘরে।
কোনো অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে ॥২৬৫॥
ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়।
ভাগবত-পঠন-শ্রবণ ভক্তিময় ॥
দুই স্থানে 'ভাগবত' নাম শুনি মাত্র।
'গ্রন্থ ভাগবত', আর 'কৃষ্ণ-কৃপাপাত্র' ॥২৬৬॥
নিত্য পূজে পড়ে শুনে চাহে ভাগবত।
সত্য সত্য সেহো হইবেক সেইমত ॥
হেন ভাগবত কোনো দুষ্কৃতী পড়িয়া।
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে তত্ত্ব না জানিয়া ॥২৬৭॥
ভাগবত-রস—নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।
ইহা জানে যে হয় পরম ভাগ্যবন্ত ॥
নিরবধি নিত্যানন্দ সহস্র বদনে।
ভাগবত-অর্থ সে গায়েন অনুক্ষণে ॥ ২৬৮ ॥
আপনেই নিত্যানন্দ অনন্ত যদ্যপি।
তথাপিহ পার নাহি পায়েন অদ্যাপি ॥
হেন ভাগবত হেন অনন্তেরো পার।
ইহাতে কহিল সব ভক্তিরস-সার ॥ ২৬৯ ॥
দেবানন্দ-পণ্ডিতের লক্ষ্যে সবাকারে।
ভাগবত-অর্থ বুঝাইলেন ঈশ্বরে ॥
এইমত যে যত আইসে জিজ্ঞাসিতে।
সবারেই প্রতিকার কহেন সু-রীতে ॥ ২৭০ ॥
কুলিয়া-গ্রামেতে আসি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
হেন নাহি যারে প্রভু না করিলা ধন্য ॥
সর্ব্ব লোক সুখী হৈলা প্রভুরে দেখিয়া।
পুনঃপুনঃ দেখে সবে নয়ন ভরিয়া ॥ ২৭১ ॥
মনোরথ পূর্ণ করি দেখে সর্ব্ব লোক।
আনন্দে ভাসয়ে পাসরিয়া দুঃখ শোক ॥
এ সব বিলাস যে শুনয়ে হর্ষ-মনে।
শ্রীচৈতন্য-সঙ্গ পায় সেই সব জনে ॥ ২৭২ ॥
যথা তথা জন্মুক সবার শ্রেষ্ঠ হয়।
কৃষ্ণ-যশ শুনিলে কখনো মন্দ নয় ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ ২৭৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে নীলাচল-
বিলাসাদি-বর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

জয় জয় জয় কৃপাসিন্ধু গৌরচন্দ্র।
জয় জয় সকল-মঙ্গল-পদদ্বন্দ্ব ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ন্যাসিরাজ।
জয় জয় চৈতন্যের শ্রীভক্ত-সমাজ ॥ ১ ॥
হেনমতে প্রভু সর্ব্ব জীব উদ্ধারিয়া।
মথুরায় চলিলেন ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া ॥
গঙ্গা-তীরে-তীরে প্রভু লইলেন পথ।
স্নান, পানে পূরান গঙ্গার মনোরথ ॥
গৌড়ের নিকটে গঙ্গাতীরে এক গ্রাম।
ব্রাহ্মণ-সমাজ—তার 'রামকেলি' নাম ॥ ২ ॥

২৬৬। "কৃষ্ণ-কৃপাপাত্র" = বৈষ্ণব।

২৬৭। "সেইমত" = শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায়ই পূজ্য।

২৬৮। "ভাগবত.........মূর্ত্তিমন্ত" = নিত্যানন্দ হইলেন শ্রীভাগবতরস-বিগ্রহ।

২৬৯। "তথাপিহ .... অদ্যাপি" = তথাপি শ্রীভাগবত-মহিমার শেষ পান না।

২৭০। "সবারেই.........সু-রীতে" = সকলকেই ভব-ব্যাধি দূরীকরণের উপায় ভালরূপে বলিয়া দেন।

দিন চারি পাঁচ প্রভু সেই পুণ্য স্থানে।
আসিয়া রহিলা যেন কেহো নাহি জানে॥
সূর্য্যের উদয় কি কখনো গোপ্য রয়।
সর্ব্ব লোক শুনিলেন চৈতন্য-বিজয়॥ ৩॥
সর্ব্ব লোক দেখিতে আইসে হর্ষ-মনে।
স্ত্রী বালক বৃদ্ধ আদি সজ্জন দুর্জ্জনে॥
নিরবধি প্রভুর আবেশময় অঙ্গ।
প্রেমভক্তি বিনা আর নাহি কোনো রঙ্গ॥৪॥
হুঙ্কার গর্জ্জন কম্প পুলক ক্রন্দন।
নিরন্তর আছাড় পাড়েন ঘনে-ঘন॥
নিরবধি ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
তিলার্দ্ধেকো অন্য কর্ম্ম নাহি কোনো ক্ষণ॥৫॥
হেন সে ক্রন্দন প্রভু করেন ডাকিয়া।
লোকে শুনে ক্রোশেকের পথেতে থাকিয়া॥
যদ্যপিহ ভক্তিরসে অজ্ঞ সর্ব্ব লোক।
তথাপিহ প্রভু দেখি সবার সন্তোষ॥ ৬॥
দূরে থাকি সর্ব্ব লোক দণ্ডবত করি।
সবে মেলি উচ্চ করি বলে 'হরি হরি'॥
শুনি মাত্র প্রভু 'হরিনাম' লোক-মুখে।
বিশেষে উল্লাস বাঢ়ে প্রেমানন্দ-সুখে॥ ৭॥
"বোল বোল বোল" প্রভু বলে বাহু তুলি।
বিশেষে বলেন সবে হই কুতূহলী॥
হেন সে আনন্দ প্রকাশেন গৌর-রায়।
যবনেও বলে 'হরি'—অন্যের কি দায়॥ ৮॥
যবনেও দূরে থাকি করে নমস্কার।
হেন গৌরচন্দ্রের কারুণ্য-অবতার॥

তিলার্দ্ধেকো প্রভুর নাহিক অন্য কর্ম্ম।
নিরন্তর লওয়ায়েন সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম॥ ৯॥
চতুর্দ্দিক্ হৈতে লোক আইসে দেখিতে।
দেখিয়া কাহারো চিত্ত না লয় যাইতে॥
সবে মেলি আনন্দে করেন হরিধ্বনি।
নিরন্তর চতুর্দ্দিকে আর নাহি শুনি॥ ১০॥
নিকটে যবন-রাজ পরম দুর্ব্বার।
তথাপিহ চিত্তে ভয় না জন্মে কাহার॥
নির্ভয় হইয়া সর্ব্ব লোক বলে 'হরি'।
দুঃখ-শোক ঘর-দ্বার সকল পাসরি॥ ১১॥
কোতোয়াল গিয়া কহিলেক রাজ-স্থানে।
"এক ন্যাসী আসিয়াছে রামকেলি-গ্রামে॥
নিরবধি করয়ে ভূতের সঙ্কীর্ত্তন।
না জানি তাহার স্থানে মিলে কত জন"॥১২॥
রাজা বলে "কহ কহ সন্ন্যাসী কেমন।
কি খায়, কি নাম, কৈছে দেহের গঠন॥"
কোতোয়াল বলে "শুন শুনহ গোসাঁই।
এমত অদ্ভুত কভু দেখি শুনি নাই॥ ১৩॥
সন্ন্যাসীর শরীরের সৌন্দর্য্য দেখিতে।
কামদেব-সম হেন না পারি বলিতে॥
জিনিয়া কনক-কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
আজানুলম্বিত ভুজ, নাভি সুগভীর॥ ১৪॥
সিংহ-গ্রীব, গজ-স্কন্ধ, কমল-নয়ান।
কোটি-চন্দ্র সে মুখের না করি সমান॥
সুরঙ্গ অধর, মুক্তা জিনিয়া দশন।
কাম-শরাসন যেন ভ্রূ-ভঙ্গ-পত্তন॥ ১৫॥

৩। "চৈতন্য-বিজয়" = শ্রীচৈতন্যের শুভাগমন।
৬। "ডাকিয়া" = উচ্চৈঃস্বরে।
১১। "দুর্ব্বার" = দুর্দ্দান্ত।
১২। "রাজ-স্থানে" = যবন-রাজার নিকটে।
"রামকেলি-গ্রামে" = এই গ্রামে শ্রীরূপ শ্রীসনাতন প্রভুর বাস ছিল। "ভূতের সঙ্কীর্ত্তন" = যবনে ত হরিনাম করিবে না, তাই বলিল ভূতের কীর্ত্তন।
১৫। "সিংহ-গ্রীব" = সিংহের মত ঘাড়।

সুন্দর সুপীন বক্ষে লেপিত চন্দন।
মহা কটিতটে শোভে অরুণ বসন ॥
রাতুল চরণ যেন কমল-যুগল।
দশ নখ যেন দশ দর্পণ নির্ম্মল ॥ ১৬ ॥
কোনো বা রাজ্যের কোনো রাজার নন্দন।
জ্ঞান পাই ন্যাসী হই করয়ে ভ্রমণ ॥
নবনীত হৈতেও কোমল সর্ব্ব অঙ্গ।
তাহাতে অদ্ভুত শুন আছাড়ের রঙ্গ ॥ ১৭ ॥
এক দণ্ডে পড়েন আছাড় শত শত।
পাষাণ ভাঙ্গয়ে তবু অঙ্গ নহে ক্ষত ॥
নিরন্তর সন্ন্যাসীর উর্দ্ধ রোমাবলী।
পনসের প্রায় যেন পুলক-মণ্ডলী ॥ ১৮ ॥
ক্ষণে ক্ষণে সন্ন্যাসীর হেন কম্প হয়।
সহস্র জনেও ধরিবারে শক্ত নয় ॥
দুই লোচনের জল অদ্ভুত দেখিতে।
কত নদী বহে হেন না পারি কহিতে ॥ ১৯ ॥
কখনো বা সন্ন্যাসীর হেন হাস্য হয়।
অট্ট অট্ট দুই প্রহরেও ক্ষমা নয় ॥
কখনো মূর্চ্ছিত হয় শুনিয়া কীর্ত্তন।
সবে ভয় পায়, কিছু না থাকে চেতন ॥ ২০ ॥
বাহু তুলি নিরন্তর বলে 'হরিনাম'।
ভোজন শয়ন কিছু নাহি আর কাম ॥
চতুর্দ্দিকে থাকি লোক আইসে দেখিতে।
কাহারো না লয় চিত্ত ঘরেতে যাইতে ॥ ২১॥
কত দেখিয়াছি আমি ন্যাসী যোগী জ্ঞানী।
এমত অদ্ভুত কভু নাহি দেখি শুনি ॥
কহিলাঙ এই মহারাজ! তোমা-স্থানে।
দেশ ধন্য হৈল এ পুরুষ-আগমনে ॥ ২২ ॥
না খায়, না লয় কারো, না করে সম্ভাষ।
সবে নিরবধি এক কীর্ত্তন-বিলাস ॥"
যদ্যপি যবন-রাজা পরম দুর্ব্বার।
কথা শুনি চিত্তে বড় হৈল চমৎকার ॥ ২৩ ॥
কেশব খানেরে রাজা ডাকিয়া আনিয়া।
জিজ্ঞাসয়ে রাজা বড় বিস্মিত হইয়া ॥
"কহ ত কেশব খান কি মত তোমার।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলি নাম বল যার ॥ ২৪ ॥
কেমত তাঁহার কথা, কেমত মনুষ্য।
কেমত গোসাঁই তিঁহো, কহিবা অবশ্য ॥
চতুর্দ্দিকে থাকি লোক তাঁহারে দেখিতে।
কি নিমিত্তে আইসে—কহিবা ভালমতে ॥"
শুনিয়া কেশব খান—পরম সজ্জন।
ভয় পাই লুকাইয়া কহেন কথন ॥ ২৫ ॥
"কে বলে 'গোসাঁই', এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী।
দেশান্তরী গরিব—বৃক্ষের তলবাসী ॥"
রাজা বলে "গরিব না বল কভু তানে।
মহাদোষ হয় ইহা শুনিলে শ্রবণে ॥ ২৬ ॥
হিন্দু যাঁরে বলে 'কৃষ্ণ',—'খোদায়' যবনে।
সেই তিঁহো—নিশ্চয় জানিহ সর্ব্বজনে ॥

"গজ-স্কন্ধ" = হাতীর ন্যায় কাঁধ।

"কাম..............পত্তন" = নয়নের ভ্রূভঙ্গি দেখিলে মনে হয়, ঠিক যেন কন্দর্পের ফুলধনু।

১৮। "উর্দ্ধ রোমাবলী" = শরীরের লোম-সকল খাড়া হইয়া রহিয়াছে; ইহা হইল পুলক বা রোমাঞ্চ নামে সাত্ত্বিক-বিকারের লক্ষণ।

"পনস" = কাঁটাল। ১৯। "শক্ত" = সমর্থ।

২০। "অট্ট অট্ট... নয়" = দুই প্রহর ধরিয়া তাঁহার অট্টহাস্য হইতে লাগিল, তথাপি বিরাম নাই। ৩ ঘণ্টায় ১ প্রহর। ২১। "কাম" = কার্য্য।

"চতুর্দ্দিকে থাকি" = চারিদিক্ হইতে।

"না লয় চিত্ত" = মন হয় না।

আপনার রাজ্যে সে আমার আজ্ঞা রহে।
তাঁর আজ্ঞা শিরে করি সর্ব্ব দেশে বহে ॥২৭॥
এই নিজ-রাজ্যেই আমারে কত জনে।
মন্দ করিবারে লাগিয়াছে মনে মনে ॥
তাঁহারে সকল দেশে কায়-বাক্য-মনে।
ঈশ্বর নহিলে, বিনা অর্থে ভজে কেনে ॥
ছয় মাস আজি আমি জীবিকা না দিলে।
নানা যুক্তি করিবেক সেবক-সকলে ॥ ২৮ ॥
আপনার খাই লোক তাহানে সেবিতে।
চাহে, তাহো কেহো নাহি পায় ভালমতে ॥
অতএব তিঁহো সত্য জানিহ 'ঈশ্বর'।
'গরিব' করিয়া তাঁরে না বল উত্তর ॥"
রাজা বলে "এই মুই বলিয়ে সবারে।
কেহো যদি উপদ্রব করয়ে তাঁহারে ॥ ২৯ ॥
যেখানে তাহান ইচ্ছা থাকুন সেখানে।
আপনার শাস্ত্র-মত করুন বিধানে ॥
সর্ব্বলোক লই সুখে করুন কীর্ত্তন।
বিরলে থাকুন, কিবা যেন লয় মন ॥ ৩০ ॥
কাজি বা কোটাল কিবা হউ কোনো জন।
কিছু বলিলেই তার লইব জীবন ॥"
এই আজ্ঞা করি রাজা গেলা অভ্যন্তর।
হেন রঙ্গ করে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ॥ ৩১ ॥
যে হুসেন সাহা সর্ব্ব উড়িয়ার দেশে।
দেব-মূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল-বিশেষে ॥
হেন যবনেও মানিলেক গৌরচন্দ্র।
তথাপিহ এবে না মানয়ে যত অন্ধ ॥ ৩২ ॥
মাথা মুড়াইয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধরে।
চৈতন্যের গুণ শুনি পোড়য়ে অন্তরে ॥
যাঁর যশে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ।
যাঁর যশে অবিদ্যা-সমূহ করে চূর্ণ ॥ ৩৩ ॥
যাঁর যশে শেষ রমা অজ ভব মত্ত।
যাঁর যশ গায় চারি বেদে করি তত্ত্ব ॥
হেন শ্রীচৈতন্য-যশে যার অসন্তোষ।
সর্ব্ব গুণ থাকিলেও, তার সর্ব্ব দোষ ॥ ৩৪ ॥
সর্ব্ব-গুণ-হীনো যদি, চৈতন্য-চরণ।
স্মরণ করিলে যায় বৈকুণ্ঠ-ভুবন ॥
শুন আরে ভাই-সব! শেষখণ্ড-লীলা।
যেরূপে খেলিলা কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন-খেলা ॥ ৩৫ ॥
শুনিয়া রাজার মুখে সুসত্য বচন।
তুষ্ট হইলেন যত সুসজ্জনগণ ॥
সবে মেলি এক স্থানে বসিয়া নিভৃতে।
লাগিলেন যুক্তিবাদ মন্ত্রণা করিতে ॥ ৩৬ ॥
"স্বভাবেই রাজা মহা-কাল-যবন।
মহা-তমোগুণ-বুদ্ধি হয় ঘনে-ঘন ॥
ওড্রদেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ।
ভাঙ্গিলেক, কত কত করিল প্রমাদ ॥ ৩৭ ॥
দৈবে আসি সত্ত্বগুণ উপজিল মনে।
তেঁই ভাল কহিলেক আমা-সবা-স্থানে ॥

২৫। "লুকাইয়া" = সত্য কথা গোপন করিয়া।
২৮। "জীবিকা" = বেতন।
২৯। "আপনার........ ভালমতে" = লোকে ঘরের ভাত খাইয়া তাঁহার সেবা করিতে চায়, তাহাও ভালরূপে করিতে পায় না।
৩২। "দেউল-বিশেষে" = প্রধান প্রধান দেব-মন্দির। "অন্ধ" = অজ্ঞান-তমোভিভূত।
৩৩। "অবিদ্যা-সমূহ" = অজ্ঞান-রাশি; মায়াজাল।
৩৪। "করি তত্ত্ব" = মহামহিমময়-রূপে; মহিমা বিস্তার করিয়া।
৩৫। "সর্ব্বগুণ-হীনো যদি" = যদি কোন গুণ নাও থাকে, তবু। ৩৭। "প্রাসাদ" = মন্দির।

পুনঃ কোনো পাত্র আসি কুমন্ত্রণা দিলে।
আর-বার কুবুদ্ধি আসিয়া পাছে মিলে ॥ ৩৮
যদি কদাচিৎ বলে কেমন গোসাঁই।
আন গিয়া, দেখিবারে চাহি এই ঠাঁই ॥
অতএব গোসাঁইরে পাঠাই কহিয়া।
রাজার নিকট-গ্রামে কি কার্য্য রহিয়া ॥”
এই যুক্তি করি সবে এক সুব্রাহ্মণ।
পাঠাইয়া সঙ্গোপে দিলেন ততক্ষণ ॥ ৩৯ ॥
নিজানন্দে মহাপ্রভু মত্ত সর্ব্বক্ষণ।
প্রেমরসে নিরবধি হুঙ্কার গর্জ্জন ॥
লক্ষ-কোটি লোক মেলি করে ‘হরিধ্বনি’।
আনন্দে নাচয়ে মাঝে প্রভু ন্যাসিমণি ॥ ৪০॥
অন্য কথা, অন্য কার্য্য নাহি কোনো ক্ষণ।
অহর্নিশ বলায়েন বলেন কীর্ত্তন ॥
দেখিয়া বিস্মিত বড় হইলা ব্রাহ্মণ।
কথা কহিবারে অবসর নাহি ক্ষণ ॥ ৪১ ॥
অন্য-জন-সহিত কথার কোন্ দায়।
নিজ-পারিষদেই সম্ভাষা নাহি পায় ॥
কিবা দিবা, কিবা রাত্রি, কিবা নিজ, পর।
কিবা জল, কিবা স্থল, কি গ্রাম, প্রান্তর ॥
কিছু নাহি জানে প্রভু নিজ-ভক্তিরসে।
অহর্নিশ নিজ-প্রেমসিন্ধু-মাঝে ভাসে ॥
প্রভু-সঙ্গে কথা কহিবারে নাহি ক্ষণ।
ভক্তবর্গ-স্থানে কথা কহিল ব্রাহ্মণ ॥ ৪২ ॥
দ্বিজ বলে “তুমি-সব গোসাঁইর গণ।
সময় পাইলে এই কহিও কথন ॥
‘রাজার নিকট-গ্রামে কি কার্য্য রহিয়া’।
এই কথা সবে পাঠাইলেন কহিয়া ॥”

কহি এই কথা দ্বিজ গেলা নিজ-স্থানে।
প্রভুরে করিয়া কোটি দণ্ড-পরণামে ॥ ৪৩ ॥
কথা শুনি ঈশ্বরের পারিষদগণে।
সবে কিছু চিন্তাযুক্ত হইলেন মনে ॥
ঈশ্বরের স্থানে সে কহিতে নাহি ক্ষণ।
বাহ্য নাহি প্রকাশেন শ্রীশচীনন্দন ॥ ৪৪ ॥
‘বোল বোল হরি বোল, হরি বোল হরি’।
এই মাত্র বলে প্রভু দুই বাহু তুলি ॥
চতুর্দ্দিকে মহানন্দে কোটি কোটি লোকে।
তালি দিয়া ‘হরি’ বলে পরম কৌতুকে ॥৪৫॥
যাঁর সেবকের নাম করিলে স্মরণ।
সর্ব্ব বিঘ্ন দূর হয়, খণ্ডয়ে বন্ধন ॥
যাঁহার শক্তিতে জীব বলে, করে, চলে।
‘পরং ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধ’ যাঁরে বেদে বলে ॥৪৬॥
যাঁহার মায়ায় জীব পাসরি আপনা।
বদ্ধ হই পাইয়াছে সংসার-যাতনা ॥
সে প্রভু আপনে সর্ব্ব জীব উদ্ধারিতে।
অবতরিয়াছে ভক্তিরসে পৃথিবীতে ॥ ৪৭ ॥
কোন্ বা তাহানে রাজা, কারে তাঁর ভয়।
যম-কাল-আদি যাঁর ভৃত্য বেদে কয় ॥
স্বচ্ছন্দে করেন সবা লই সঙ্কীর্ত্তন।
সর্ব্বলোক-চূড়ামণি শ্রীশচীনন্দন ॥ ৪৮ ॥
আছুক তাহান ভয়, তাহানে দেখিতে।
যতেক আইসে লোক চতুর্দ্দিক্ হৈতে ॥
তাহারাই কেহো ভয় না করে রাজারে।
হেন সে আনন্দ দিয়াছেন সবাকারে ॥ ৪৯ ॥
যদ্যপিহ সর্ব্বলোক পরম অজ্ঞান।
তথাপিহ দেখিয়া চৈতন্য-ভগবান্ ॥

৪১। “অহর্নিশ......কীর্ত্তন”=দিবারাত্রি নিজেও কীর্ত্তন করিতেছেন এবং অন্যকেও করাইতেছেন।

৪২। “সম্ভাষা নাহি পায়”=আলাপ করিতে পায় না; কথা কহিবার সুযোগ পায় না।

হেন সে আনন্দ জন্মে লোকের শরীরে।
'যম' করি ভয় নাহি, কি দায় রাজারে ॥৫০॥
নিরন্তর সর্ব্ব লোক করে 'হরিধ্বনি'।
কারো মুখে আর কোনো শব্দ নাহি শুনি ॥
হেনমতে মহাপ্রভু বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
সঙ্কীর্ত্তন করে সর্ব্ব লোকের ভিতর ॥ ৫১ ॥
মনে কিছু চিন্তা পাইলেন ভক্তগণ।
জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন ॥
ঈষত হাসিয়া কিছু বাহ্য প্রকাশিয়া।
লাগিলা কহিতে প্রভু মায়া ঘুচাইয়া ॥ ৫২ ॥
প্রভু বলে "তুমি-সব ভয় পাও মনে।
রাজা আমা দেখিবারে নিবে কি কারণে ॥
আমা চাহে হেন জন আমিও তা' চাঙ।
সবে আমা চাহে হেন কোথাও না পাঙ ॥৫৩
তোমরা ইহাতে কেনে ভয় পাও মনে।
রাজা আমা চাহে, আমি যাইব আপনে ॥
রাজা বা আমারে কেনে বলিব চাহিতে।
কি শক্তি রাজার এ বা বোল উচ্চারিতে ॥৫৪॥
আমি যদি বোলাই সে রাজার মুখেতে।
তবে সে বলিব রাজা আমারে চাহিতে ॥
আমা দেখিবারে শক্তি কোন্ বা তাহার।
বেদে অন্বেষিয়া দেখা না পায় আমার ॥৫৫॥
দেবর্ষি রাজর্ষি সিদ্ধ পুরাণে ভারতে।
আমা অন্বেষয়ে, কেহো না পায় দেখিতে ॥
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে মোহার অবতার।
উদ্ধার করিমু সর্ব্ব পতিত সংসার ॥ ৫৬ ॥
যে দৈত্য যবনে মোরে কভু নাহি মানে।
এ যুগে তারাও কান্দিবেক মোর নামে ॥
যতেক অস্পৃশ্য দুষ্ট যবন চণ্ডাল।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত অধম রাখাল ॥ ৫৭ ॥
হেন ভক্তিযোগ দিমু এ যুগে সবারে।
সুর মুনি সিদ্ধ যে নিমিত্ত কাম্য করে ॥
বিদ্যা ধন কুল জ্ঞান তপস্যার মদে।
যে মোর ভক্তের স্থানে করে অপরাধে ॥৫৮॥
সেই সব জন হৈবে এ যুগে বঞ্চিত।
সবে তারা না মানিবে আমার চরিত ॥

৪৯। "আছুক তাহান ভয়" = রাজার প্রতি তাঁহার নিজের কোনও ভয় থাকা ত দূরের কথা।

৫০। "কি দায় রাজারে" = রাজারে ভয় করা দূরে থাকুক।

"মায়া ঘুচাইয়া" = নিষ্কপটে; খোলাখুলি ভাবে।

৫৩। "আমা চাহে......পাঙ" = আমাকে চায়, এমন লোক যে আছে, আমিও তাহাকে চাই; কিন্তু আমাকে চায়, এরূপ লোকই ত দেখিতে পাই না। এতদ্দ্বারা মহাপ্রভু যে শ্রীভগবান্, তাহাই ব্যক্ত করিলেন। জগতে এমন লোক কে আছে, যে সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া মনে প্রাণে ভগবান্‌কে চায়? যে এইরূপে তাঁহাকে চায়, সে কখনও স্থির থাকিতে পারে না, তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে, সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার জন্য লালায়িত হইয়া বেড়ায়; এরূপ লালসা কয় জনের ভাগ্যে ঘটে? এরূপ অবস্থা হইলে, ভগবান্‌ও তখন দর্শন দিয়া তাহাকে কৃতার্থ করেন।

৫৪। "আমারে কেনে বলিব চাহিতে" — আমাকে লইয়া যাইবার জন্য কেন বলিবে?

৫৫। "বেদে......আমার" = বেদেও আমাকে খোঁজ করিয়া দেখিতে পায় না, যেহেতু আমি জ্ঞানাতীত। এতদ্দ্বারা মহাপ্রভু যে ভগবান্, তাহাই ব্যক্ত হইল।

৫৭। "যে দৈত্য যবনে" = যে দৈত্যরূপ পাষণ্ডগণ ও যবনগণ।

পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম ॥ ৫৯ ॥
পৃথিবীতে আসিয়া আমি সে ইহা চাঙ।
খোঁজে মোরে হেন জন কোথাও না পাঙ ॥
রাজা মোরে কেনে চাহিবেক দেখিবারে।
এ কথা সকল মিথ্যা—কহিল সবারে" ॥ ৬০
বাহ্য প্রকাশিলা প্রভু এতেক কহিয়া।
ভক্ত-সব সন্তোষিত হইলা শুনিয়া ॥
এইমত প্রভু কতদিন সেই গ্রামে।
নির্ভয়ে আছেন নিজ-কীর্ত্তন-বিধানে ॥ ৬১ ॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবার শক্তি কার।
না গেলেন মথুরা, ফিরিলা আর-বার ॥
ভক্ত-সব-স্থানে কহিলেন এই কথা।
আমি চলিবাঙ নীলাচল-চন্দ্র যথা ॥ ৬২ ॥
এত বলি স্বতন্ত্র পরমানন্দ রায়।
চলিলা দক্ষিণ-মুখে কীর্ত্তন-লীলায় ॥
নিজানন্দে রহিয়া রহিয়া গঙ্গাতীরে।
কতদিনে আইলেন অদ্বৈত-মন্দিরে ॥ ৬৩ ॥
পুত্রের মহিমা দেখি অদ্বৈত-আচার্য্য।
আবিষ্ট হইয়া আছে ছাড়ি সর্ব্ব কার্য্য ॥
হেনই সময়ে গৌরচন্দ্র-ভগবান্।
অদ্বৈতের গৃহে আসি হৈলা অধিষ্ঠান ॥ ৬৪ ॥
যে নিমিত্ত অদ্বৈত আবিষ্ট পুত্র-সঙ্গে।
সে বড় অদ্ভুত কথা, কহি শুন রঙ্গে ॥

যোগ্য পুত্র অদ্বৈতের সেই সে উচিত।
'শ্রীঅচ্যুতানন্দ'-নাম জগতে বিদিত ॥ ৬৫ ॥
দৈবে একদিন এক উত্তম সন্ন্যাসী।
অদ্বৈত-আচার্য্য-স্থানে মিলিলেন আসি ॥
অদ্বৈত দেখিয়া ন্যাসী সঙ্কোচে রহিলা।
ন্যাসীরে অদ্বৈত নমস্করি বসাইলা ॥ ৬৬ ॥
অদ্বৈত বলেন—"ভিক্ষা করহ গোসাঁই"।
সন্ন্যাসী বলেন "ভিক্ষা দেহ যাহা চাই ॥
কিছু মোর জিজ্ঞাসা আছয়ে তোমা-স্থানে।
মোর সেই ভিক্ষা, তাহা কহিবা আপনে ॥"
আচার্য্য বলেন "আগে করহ ভোজন।
শেষে জিজ্ঞাসার তবে হইব কথন" ॥ ৬৭ ॥
ন্যাসী বলে "আগে আছে জিজ্ঞাসা আমার।"
আচার্য্য বলেন—"বল যে ইচ্ছা তোমার ॥"
সন্ন্যাসী বলেন—"এই কেশব-ভারতী।
চৈতন্যের কে হয়েন, কহ মোর প্রতি" ॥ ৬৮ ॥
মনে মনে চিন্তেন অদ্বৈত-মহাশয়।
"ব্যবহার, পরমার্থ—দুই পক্ষ হয় ॥
যদ্যপিহ ঈশ্বরের পিতা মাতা নাই।
তথাপিহ 'দেবকীনন্দন' করি গাই ॥ ৬৯ ॥
পরমার্থে গুরু সে তাঁহার কেহো নাই।
তথাপি যে করে প্রভু, তাহা সবে গাই ॥
প্রথমেই পরমার্থ কি কার্য্য কহিয়া।
ব্যবহার কহিয়াই যাই প্রবোধিয়া ॥"

"যত অধম রাখাল"=যত নীচ লোক, ছোট লোক—এমন কি গরুর রাখাল পর্য্যন্তও।

৫৯। "সঞ্চার"=প্রচার।

৬০। "খোঁজে মোরে"=কিন্তু আমাকে খোঁজে।

৬৪। "আবিষ্ট"=ভাবাভিভূত।

৬৬। "সঙ্কোচে"=সম্ভ্রমে।

৬৭। "ভিক্ষা করহ"=ভোজন কর।

৬৯। "ব্যবহার"=লৌকিক।

"পরমার্থ"=পারমার্থিক।

"দুই পক্ষ হয়"=দুইটা দিক্ আছে।

৭০। "তথাপি……গাই"=তবুও প্রভু যে কার্য্য করেন, লোকে তাহাই কীর্ত্তন করে।

এত ভাবি বলিলা অদ্বৈত-মহাশয়।
"কেশব-ভারতী চৈতন্মের গুরু হয়॥ ৭০॥
দেখিতেছ—গুরু তান কেশব-ভারতী।
আর কেনে তবে জিজ্ঞাসহ মোর প্রতি॥"
এইমাত্র অদ্বৈত বলিতে সেইক্ষণে।
ধাইয়া অচ্যুতানন্দ আইলা সেই স্থানে॥
পঞ্চবর্ষ বয়স—মধুর, দিগম্বর।
খেলা খেলি সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর॥ ৭১॥
অভিন্ন-কার্ত্তিক যেন—সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর।
সর্ব্বজ্ঞ, পরম-ভক্ত, সর্ব্ব-শক্তিধর॥
'চৈতন্মের গুরু আছে' বচন শুনিয়া।
ক্রোধাবেশে কহে কিছু হাসিয়া হাসিয়া॥৭২
"কি বলিলা বাপ! বল দেখি আর-বার।
চৈতন্মের গুরু আছে—বিচার তোমার॥
কোন্ বা সাহসে তুমি এমত বচন।
জিহ্বায় আনিলে ইহা, না বুঝি কারণ॥ ৭৩॥
তোমার জিহ্বায় যদি এমত আইল।
হেন বুঝি—এখনে সে কলিকাল হৈল॥
অথবা চৈতন্ম-মায়া—পরম দুস্তর।
যাহাতে পায়েন মোহ ব্রহ্মাদি শঙ্কর॥ ৭৪॥
বুঝিলাম বিষ্ণুমায়া হইল তোমারে।
কেবা চৈতন্যের মায়া তরিবারে পারে॥
'চৈতন্যের গুরু আছে' বলিলা যখনে।
মায়াবশ বিনা ইহা কহিলা কেমনে॥ ৭৫॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যবে চৈতন্য-ইচ্ছায়।
সব চৈতন্যের লোমকূপেতে মিশায়॥
জলক্রীড়া-পরায়ণ চৈতন্য-গোসাঁই।
বিহরেন আত্মক্রীড়—আর দুই নাই॥ ৭৬॥
যত দেখ মহামুনি মহা অভিমান।
উদ্দেশো না থাকে কারো কোথা কার নাম॥
পুনঃ সেই চৈতন্মের অচিন্ত্য ইচ্ছায়।
নাভিপদ্ম হৈতে ব্রহ্মা হয়েন লীলায়॥ ৭৭॥
হইয়াও না থাকে দেখিতে কিছু শক্তি।
অবশেষে করেন একান্ত-ভাবে ভক্তি॥
তবে ভক্তি-বশে তুষ্ট হৈয়া তাহানে।
তত্ত্ব-উপদেশ প্রভু কহেন আপনে॥ ৭৮॥
তবে সেই ব্রহ্মা প্রভু-আজ্ঞা ধরি শিরে।
সৃষ্টি করি সেই জ্ঞান কহেন সবারে॥
সেই জ্ঞান সনকাদি পাই ব্রহ্মা হৈতে।
প্রচার করেন তবে কৃপায় জগতে॥ ৭৯॥

"প্রথমেই......কহিয়া" = পারমার্থিক হিসাবে তিনিই যে সকলেরই গুরু এবং তাঁহার গুরু যে কেহই হইতে পারে না, এ কথা আগেই বলিয়া কাজ নাই।

"প্রবোধিয়া" = বুঝাইয়া।

৭২। "অভিন্ন-কার্ত্তিক" = কার্ত্তিকের মত পরম সুপুরুষ; অতীব সুশ্রী।

৭৪। "হেন......হৈল" = কলিকালের শেষ-ভাগে যে অসত্যের মহাপ্রভাব হইবে, এখনই বুঝি তাহা হইল।

"চৈতন্ম-মায়া" = ভগবানের মায়া।

৭৫। "বুঝিলাম......তোমারে" = তুমি সেই বিষ্ণু-মায়ায় অভিভূত হইয়াছ দেখিতেছি।

"মায়াবশ বিনা" = মায়াভিভূত না হইলে।

৭৬। "যবে" = যখন অর্থাৎ মহাপ্রলয়-কালে।

"জলক্রীড়া-পরায়ণ" = লীলাচ্ছলে জলরাশিতে ভাসিতে থাকেন।

"বিহরেন........নাই" = নিজেই নিজের সঙ্গে ক্রীড়া-পরায়ণ হইয়া কেবলমাত্র একাকী বিহার করেন, দ্বিতীয় আর কেহ থাকে না।

যাঁহা হৈতে হয় আসি জ্ঞানের প্রচার।
তাঁর গুরু কেমতে বলহ আছে আর॥
বাপ তুমি, তোমা হৈতে শিখিবাঙ কোথা।
শিক্ষাগুরু হই কেনে বলহ অন্যথা" ॥ ৮০ ॥
এত বলি শ্রীঅচ্যুতানন্দ মৌন হৈলা।
শুনিয়া অদ্বৈত পরানন্দে প্রবেশিলা ॥
'বাপ বাপ' বলি ধরি করিলেন কোলে।
সিঞ্চিলেন অচ্যুতের অঙ্গ প্রেম-জলে ॥ ৮১ ॥
"তুমি সে জনক বাপ! মুই সে তনয়।
শিখাইতে পুত্র-রূপে হইলা উদয় ॥
অপরাধ করিনু, ক্ষমহ বাপ! মোরে।
আর না বলিব—এই কহিনু তোমারে" ॥৮২॥
আত্ম-স্তুতি শুনি শ্রীঅচ্যুত-মহাশয়।
লজ্জায় রহিলা প্রভু, মাথা না তোলয় ॥
শুনিয়া সন্ন্যাসী শ্রীঅচ্যুত-বচন।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা সেইক্ষণ ॥ ৮৩ ॥
সন্ন্যাসী বলেন "যোগ্য অদ্বৈত-নন্দন।
যেন পিতা, তেন পুত্র—অচিন্ত্য কথন ॥
এই ত ঈশ্বর-শক্তি বহি অন্য নয়।
বালকের মুখে কি এমত কথা হয় ॥ ৮৪ ॥
শুভ-লগ্নে আইলাঙ অদ্বৈত দেখিতে।
অদ্ভুত মহিমা দেখিলাঙ নয়নেতে ॥"
পুত্রের সহিত অদ্বৈতেরে নমস্করি।
পূর্ণ হই ন্যাসী চলে বলি 'হরি হরি' ॥ ৮৫ ॥
ইহানে সে বলি যোগ্য অদ্বৈত-নন্দন।
যে চৈতন্য-পাদপদ্মে একান্ত-শরণ ॥

অদ্বৈতেরে ভজে, গৌরচন্দ্রে করে হেলা।
পুত্র হউ অদ্বৈতের, তবু তেঁহো গেলা ॥ ৮৬ ॥
পুত্রের মহিমা দেখি অদ্বৈত-আচার্য্য।
পুত্র কোলে করি কান্দে ছাড়ি সর্ব্ব কার্য্য ॥
পুত্রের অঙ্গের ধূলা আপনার অঙ্গে।
লেপেন অদ্বৈত অতি পরানন্দ-রঙ্গে ॥ ৮৭ ॥
"চৈতন্যের পার্ষদ জন্মিলা মোর ঘরে।"
এত বলি নাচে প্রভু তালি দিয়া করে ॥
পুত্র-কোলে করি নাচে অদ্বৈত-গোসাঁই।
ত্রিভুবনে যাঁহার ভক্তির সম নাই ॥ ৮৮ ॥
পুত্রের মহিমা দেখি অদ্বৈত বিহ্বল।
হেনকালে উপসন্ন সর্ব্ব সুমঙ্গল ॥
সপার্ষদে শ্রীগৌরসুন্দর সেইক্ষণে।
আসি আবির্ভাব হৈলা অদ্বৈত-ভবনে ॥ ৮৯ ॥
প্রাণনাথ ইষ্টদেবে অদ্বৈত দেখিয়া।
পড়িলেন পৃথিবীতে দণ্ডবত হৈয়া ॥
'হরি' বলি শ্রীঅদ্বৈত করেন হুঙ্কার।
পরানন্দে দেহ পাসরিলা আপনার ॥ ৯০ ॥
জয়-জয়কার-ধ্বনি করে নারীগণে।
উঠিল পরমানন্দ অদ্বৈত-ভবনে ॥
প্রভুও করিলা অদ্বৈতেরে নিজ-কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-জলে ॥ ৯১ ॥
পাদপদ্ম বক্ষে ধরি আচার্য্য-গোসাঁই।
রোদন করেন অতি—বাহ্য কিছু নাই ॥
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ করেন ক্রন্দন।
কি অদ্ভুত প্রেম, সেহ না যায় বর্ণন ॥ ৯২ ॥

৮০। "যাঁহা হৈতে"=যে শ্রীচৈতন্য-রূপী ভগবান্ হইতে।

৮৫। "পূর্ণ হই"=পরমানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া।

৮৬। "অদ্বৈতেরে........গেলা"=যে জন শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদকে উপেক্ষা করিয়া অদ্বৈতের ভজনা করেন, তিনি অদ্বৈতের পুত্রই হউন বা যেই হউন না

স্থির হই ক্ষণেকে অদ্বৈত-মহাশয়।
বসিতে আসন দিলা করিয়া বিনয়॥
বসিলেন মহাপ্রভু উত্তম আসনে।
চতুর্দ্দিকে শোভা করে পারিষদগণে॥ ৯৩॥
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে হইল কোলাকোলি।
দোঁহা দেখি অন্তরেতে দোঁহে কুতূহলী॥
আচার্য্যেরে নমস্করিলেন ভক্তগণ।
আচার্য্য সবারে কৈলা প্রেম-আলিঙ্গন॥ ৯৪॥
যে আনন্দ উপজিল অদ্বৈতের ঘরে।
বেদব্যাস বিনা তাহা কে বর্ণিতে পারে॥
ক্ষণেকে অচ্যুতানন্দ—অদ্বৈত-কুমার।
প্রভুর চরণে আসি হৈলা নমস্কার॥ ৯৫॥
অচ্যুতেরে কোলে করি শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রেমজলে ধুইলেন তাঁর কলেবর॥
অচ্যুতেরে প্রভু না ছাড়েন বক্ষ হৈতে।
অচ্যুত প্রবিষ্ট হৈলা প্রভুর দেহেতে॥ ৯৬॥
অচ্যুতেরে কৃপা দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ।
প্রেমে সবে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥
যত চৈতন্যের প্রিয় পারিষদগণ।
অচ্যুতের প্রিয় নহে হেন নাহি জন॥ ৯৭॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণের সমান।
গদাধর-পণ্ডিতের শিষ্যের প্রধান॥
ইহারে সে বলি যোগ্য অদ্বৈত-নন্দন।
যেন পিতা তেন পুত্র—উচিত মিলন॥ ৯৮॥
এইমত শ্রীঅদ্বৈত গোষ্ঠীর সহিতে।
আনন্দে ডুবিলা প্রভু পাইয়া সাক্ষাতে॥
শ্রীচৈতন্য কতদিন অদ্বৈত-ইচ্ছায়।
রহিলা অদ্বৈত-ঘরে কীর্ত্তন-লীলায়॥ ৯৯॥
প্রাণনাথ গৃহে পাই আচার্য্য-গোসাঁই।
না জানেন আনন্দে আছেন কোন্ ঠাঁই॥
কিছু স্থির হইয়া অদ্বৈত মহামতি।
আই-স্থানে লোক পাঠাইলা শীঘ্রগতি॥১০০॥
দোলা লই নবদ্বীপে আইলা সত্বরে।
আইরে বৃত্তান্ত কহে চলিবার তরে॥
প্রেমরস-সমুদ্রে ডুবিয়া আছেন আই।
কি বলেন, কি শুনেন, বাহ্য কিছু নাই॥১০১॥
সম্মুখে যাহারে আই দেখেন, তাহারে।
জিজ্ঞাসেন "মথুরার কথা কহ মোরে॥
রাম-কৃষ্ণ কেমত আছেন মথুরায়।
পাপী কংস কেমত বা করে ব্যবসায়॥ ১০২॥
চোর অক্রূরের কথা কহ জান কে।
রাম কৃষ্ণ মোর চুরি করি নিল যে॥
শুনিলাম পাপী কংস মরি গেল হেন।
মথুরার রাজা কি হইল উগ্রসেন"॥ ১০৩॥
'রাম কৃষ্ণ' বলিয়া কখনো ডাকে আই।
ঝাট গাভী দোহ, দুগ্ধ বেচিবারে যাই॥
হাতে বাড়ি করিয়া কখনো আই ধায়।
"ধর ধর সবে এই ননীচোরা যায়॥ ১০৪॥

কেন, তথাপি তাঁহাকে নিশ্চয়ই অধঃপাতে যাইতে হইবে অর্থাৎ তাঁহার সর্ব্বনাশ হইল, তিনি মরিলেন।

৯৬। "প্রবিষ্ট হৈলা" = যেন মিশিয়া গেলেন।

৯৮। "গদাধর......প্রধান" = যিনি শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য।

১০২। "ব্যবসায়" = ব্যবহার; আচরণ।

১০৩। "উগ্রসেন" = কংসের পিতা।

১০৪। "বাড়ি" = ছড়ি; পাঁচন।

"ননীচোরা" = যশোদার গোপাল।

কোথা পলাইবা আজি এড়িমু বান্ধিয়া।"
এত বলি ধায় আই আবিষ্ট হইয়া ॥
কখনো কাহারে কহে সম্মুখে দেখিয়া।
"চল যাই যমুনায় স্নান করি গিয়া" ॥ ১০৫ ॥
কখনো যে উচ্চ করি করেন ক্রন্দন।
পাষাণ দ্রবয়ে তাহা করিতে শ্রবণ ॥
অবিচ্ছিন্ন ধারা দুই নয়নেতে ঝরে।
সে কাকু শুনিয়া কাষ্ঠ পাষাণ বিদরে ॥১০৬॥
কখনো বা ধ্যানে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ সে করি।
অট্ট অট্ট হাসে আই আপনা পাসরি ॥
হেন সে আনন্দ-হাস্য—অদ্ভুত পরম।
দুই প্রহরেও কভু নহে উপশম ॥ ১০৭ ॥
কখনো বা আই হয় আনন্দ-মূর্চ্ছিত।
প্রহরেক ধাতু নাহি থাকে কদাচিত ॥
কখনো বা হেন কম্প উপজে আসিয়া।
পৃথিবীতে কেহো যেন তোলে আছাড়িয়া ॥
আইর সে কৃষ্ণাবেশ—কি তার উপমা।
আই বই অন্য আর নাহি তার সীমা ॥ ১০৮॥
গৌরচন্দ্র-শ্রীবিগ্রহে যত কৃষ্ণভক্তি।
আইরেও প্রভু দিয়াছেন সেই শক্তি ॥
অতএব আইর যে ভক্তির বিকার।
তাহা বর্ণিবেক সব—হেন শক্তি কার ॥ ১০৯॥
হেনমতে পরানন্দ-সমুদ্র-তরঙ্গে।
ভাসেন দিবস নিশি আই মহারঙ্গে ॥
কদাচিৎ আইর যে কিছু বাহ্য হয়।
সেহো বিষ্ণু-পূজা লাগি—জানিহ নিশ্চয় ॥১১০

কৃষ্ণের প্রসঙ্গে আই আছেন বসিয়া।
হেনই সময়ে শুভ বার্ত্তা হৈল গিয়া ॥
"শান্তিপুরে আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
চল আই! ঝাট গিয়া দেখহ সত্বর।"
বার্ত্তা শুনি যে সন্তোষ হইলেন আই।
তাহার অবধি আর কহিবারে নাই ॥ ১১১ ॥
বার্ত্তা শুনি প্রভুর যতেক ভক্তগণ।
সবেই হইলা অতি পরানন্দ-মন ॥
গঙ্গাদাস-পণ্ডিত—প্রভুর প্রিয়-পাত্র।
আই লই চলিলেন সেইক্ষণ মাত্র ॥ ১১২ ॥
শ্রীমুরারি গুপ্ত আদি যত ভক্তগণ।
সবেই আইর সঙ্গে করিলা গমন ॥
সত্বরে আইলা শচী-আই শান্তিপুরে।
বার্ত্তা শুনিলেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরে ॥১১৩॥
শ্রীগৌরসুন্দর প্রভু আইরে দেখিয়া।
সত্বরে পড়িলা দূরে দণ্ডবত হৈয়া ॥
পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ হইয়া হইয়া।
দণ্ডবত হয় শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া ॥ ১১৪ ॥
"তুমি বিশ্বজননী কেবল ভক্তিময়ী।
তোমারে সে গুণাতীত-সত্ত্বরূপা কহি ॥
তুমি যদি শুভদৃষ্টি কর জীব প্রতি।
তবে সে জীবের হয় কৃষ্ণে রতি মতি ॥ ১১৫ ॥
তুমি সে কেবল মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তি।
যাহা হৈতে সব হয়—তুমি সেই শক্তি ॥
তুমি গঙ্গা দেবকী যশোদা দেবহূতি।
তুমি পৃশ্নি অনসূয়া কৌশল্যা অদিতি ॥১১৬॥

১০৭। "সাক্ষাৎ সে করি" = প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া।

"আনন্দ-হাস্য" = পাগলে যেমন হো হো করিয়া হাসে।

"নহে উপশম" = থামে না।

১০৮। "উপজে" = উপস্থিত হয়; আসে।

১১৬। "দেবহূতি" = ইনি হইলেন ভগবদবতার শ্রীকপিলদেবের জননী।

যত দেখি সব তোমা হৈতে সে উদয়।
পালয়িতা তুমি সে, তোমাতে লীন হয়॥
তোমার প্রভাব বলিবারে শক্তি কার।
সবার হৃদয়ে পূর্ণ বসতি তোমার"॥ ১১৭॥
শ্লোক-বন্ধে এইমত করিয়া স্তবন।
দণ্ডবত হয় প্রভু ধর্ম্ম-সনাতন॥
কৃষ্ণ বই ও কি পিতৃ-মাতৃ-গুরু-ভক্তি।
করিবারে ধরয়ে এমত কেহো শক্তি॥ ১১৮॥
বহিতেছে আনন্দাশ্রু-ধারা সর্ব্বাঙ্গেতে।
শ্লোক পড়ি নমস্কার হয় বহুমতে॥
আই সে দেখিয়া মাত্র গৌরাঙ্গ-বদন।
পরানন্দে জড় হইলেন ততক্ষণ॥ ১১৯॥
রহিয়াছে আই যেন কৃত্রিম পুতলী।
স্তুতি করে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর কুতূহলী॥
প্রভু বলে "কৃষ্ণভক্তি যে কিছু আমার।
কেবল একান্ত সব প্রসাদে তোমার॥ ১২০॥
কোটি দাস-দাসেরো যে সম্বন্ধ তোমার।
সেহ জন প্রাণ হৈতে বল্লভ আমার॥
বারেকো যে জন তোমা করিব স্মরণ।
তার কভু নহিবেক সংসার-বন্ধন॥ ১২১॥
সকল পবিত্র করে যে গঙ্গা তুলসী।
তাঁরাও হয়েন ধন্য তোমারে পরশি॥
তুমি যত করিয়াছ আমার পালন।
আমার শক্তিতে তাহা নহিব শোধন॥ ১২২॥
দণ্ডে দণ্ডে যত স্নেহ করিলে আমারে।
তোমার সদ্‌গুণ সে তাহার প্রতিকারে॥"
এইমত স্তুতি প্রভু করেন সন্তোষে।
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মহানন্দে ভাসে॥ ১২৩॥
আই জানে—অবতীর্ণ 'প্রভু নারায়ণ'।
যখনে যে ইচ্ছা তান, কহেন তেমন॥
কতক্ষণে আই বলিলেন এই মাত্র।
"তোমার বচন বুঝে কেবা আছে পাত্র॥১২৪॥
প্রাণহীন জন যেন সিন্ধু-মাঝে ভাসে।
স্রোতে যথা লয়, তথা চলয়ে অবশে॥
এইমত সর্ব্ব জীব সংসার-সাগরে।
তোমার মায়ায় যে করায়, তাহা করে॥১২৫॥
সবে এই বলোঁ বাপ! তোমারে উত্তর।
ভাল হয় যেমতে সে তোমার গোচর॥
স্তুতি, প্রদক্ষিণ কিবা, কর নমস্কার।
মুই ত না বুঝোঁ কিছু, যে ইচ্ছা তোমার॥"
শুনিয়া আইর বাক্য সর্ব্ব ভাগবতে।
মহা জয়-জয়-ধ্বনি লাগিলা করিতে॥ ১২৬॥
আইর ভক্তির সীমা কে বলিতে পারে।
গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ যাঁহার উদরে॥
প্রাকৃত-শব্দেও যেবা বলিবেক 'আই'।
'আই'-শব্দ-প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই॥১২৭॥
প্রভু দেখি সন্তোষে পূর্ণিত হৈলা আই।
ভক্তগণো আনন্দে কাহারো বাহ্য নাই॥

"অনসূয়া" = ইনি হইলেন শ্রীভগবদবতার দত্তাত্রেয়ের জননী; অত্রি মুনির পত্নী।

১১৮। "কৃষ্ণ......শক্তি" = ঐরূপ পিতৃ, মাতৃ ও গুরু-ভক্তি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহার থাকিতে পারে?

১২৩। "দণ্ডে দণ্ডে·········প্রতিকারে" = তুমি প্রতি মুহূর্ত্তে আমারে যে স্নেহ আদর করিয়াছ, তোমার সে ধার শোধ করিবার নয়, কেবল তোমার নিজ-গুণেই তাহা শোধ হইতে পারে।

১২৫। "প্রাণহীন জন" = মরা মানুষ।

তখনে যে হইল আনন্দ-সমুচ্চয়।
মনুষ্যের শক্তিতে কি তাহা কহা যায় ॥ ১২৮॥
নিত্যানন্দ মহামত্ত আইর সন্তোষে।
পরানন্দ-সিন্ধু-মাঝে ভাসেন হরিষে ॥
দেবকীর স্তুতি পড়ি আচার্য্য-গোসাঁই।
আইরে করেন দণ্ডবৎ—অন্ত নাই ॥ ১২৯ ॥
হরিদাস শ্রীগর্ভ মুরারি নারায়ণ।
জগদীশ গোপীনাথ আদি ভক্তগণ॥
আইর সন্তোষে সবে হেন সে হইলা।
পরানন্দে যে-হেন সবেই মিশাইলা ॥ ১৩০ ॥
এ সব আনন্দ পঠে শুনে যেই জন।
অবশ্য মিলয়ে তারে প্রেমভক্তি-ধন ॥
প্রভুরে দিবেন ভিক্ষা আই ভাগ্যবতী।
প্রভু-স্থানে অদ্বৈত লইলা অনুমতি ॥ ১৩১ ॥
সন্তোষে চলিলা আই করিতে রন্ধন।
প্রেমযোগে চিন্তি গৌরচন্দ্র-নারায়ণ ॥
কতেক প্রকারে আই করিলা রন্ধন।
নাম নাহি জানি হেন রান্ধিলা ব্যঞ্জন ॥১৩২॥
আই জানে—প্রভুর সন্তোষ বড় শাকে।
বিংশতি প্রকার শাক রান্ধিলা এতেকে ॥
এক এক ব্যঞ্জন প্রকার দশ বিশে।
রান্ধিলেন আই অতি চিত্তের সন্তোষে ॥১৩৩॥
অশেষ-প্রকারে আই রন্ধন করিয়া।
ভোজনের স্থানে তবে থুইলেন লৈয়া ॥
শ্রীঅন্ন ব্যঞ্জন সব উপস্কার করি।
সবার উপরে দিলা তুলসী-মঞ্জরী ॥ ১৩৪ ॥
চতুর্দ্দিকে সারি করি শ্রীঅন্ন ব্যঞ্জন।
মধ্যে পাতিলেন ল'য়ে উত্তম আসন ॥
আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
সংহতি লইয়া সব পারিষদগণ ॥ ১৩৫ ॥
দেখি প্রভু শ্রীঅন্ন-ব্যঞ্জনের উপস্কার।
দণ্ডবত হইয়া করিলা নমস্কার ॥
প্রভু বলে "এ অন্নের থাকুক ভোজন।
এ অন্ন দেখিলে হয় বন্ধ-বিমোচন ॥ ১৩৬ ॥
কি রন্ধন—ইহা ত কহিলে কিছু নয়।
এ অন্নের গন্ধেও কৃষ্ণেতে ভক্তি হয় ॥
বুঝিলাম কৃষ্ণ লই সব পরিবার।
এ অন্ন করিয়াছেন আপনে স্বীকার ॥"
এত বলি প্রভু অন্ন প্রদক্ষিণ করি।
ভোজনে বসিলা শ্রীগৌরাঙ্গ-নরহরি ॥ ১৩৭ ॥
প্রভুর আজ্ঞায় সব পারিষদগণ।
বসিলেন চতুর্দ্দিকে দেখিতে ভোজন ॥
ভোজন করেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি।
নয়ন ভরিয়া দেখে আই পুণ্যবতী ॥ ১৩৮ ॥
প্রত্যেকে প্রত্যেকে প্রভু সকল ব্যঞ্জন।
মহা আমোদিয়া নাথ করেন ভোজন ॥
সবা হৈতে ভাগ্যবন্ত শ্রীশাক-ব্যঞ্জন।
পুনঃপুনঃ যাহা প্রভু করেন গ্রহণ ॥ ১৩৯ ॥

১৩৩। "এতেকে" = এজন্য।

"এক......বিশে" = এক এক তরকারী কত রকম করিয়াছেন অর্থাৎ ডাল্‌নাই কত রকম, চচ্চড়িই কত রকম, অম্বলই কত রকম—এইরূপ।

১৩৪। "উপস্কার করি" = সাজাইয়া।

১৩৭। "ইহা ত কহিলে কিছু নয়" = ইহা ত বর্ণনা করা যায় না।

"স্বীকার" = অঙ্গীকার; গ্রহণ।

"শ্রীগৌরাঙ্গ-নরহরি" = ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র।

১৩৯। "প্রত্যেকে প্রত্যেকে" = এক একটী করিয়া।

"আমোদিয়া" = আনন্দ করিয়া।

শাকেতে দেখিয়া বড় প্রভুর আদর।
হাসেন প্রভুর যত সব অনুচর ॥
শাকের মহিমা প্রভু সবারে কহিয়া।
ভোজন করেন প্রভু ঈষত হাসিয়া ॥ ১৪০ ॥
প্রভু বলে "এই যে 'অচ্যুতা'-নামে শাক।
ইহার ভোজনে হয় কৃষ্ণে অনুরাগ ॥
'পটোল'-'বাস্তুক'-'কাল'-শাকের ভোজনে।
জন্ম-জন্ম বিহরয়ে বৈষ্ণবের সনে ॥ ১৪১ ॥
'সালঞ্চা'-হেলাঞ্চা'-শাক ভোজন করিলে।
আরোগ্য থাকয়ে, তারে কৃষ্ণভক্তি মিলে ॥"
এইমত শাকের মহিমা কহি কহি।
ভোজন করেন প্রভু পুলকিত হই ॥ ১৪২ ॥
যতেক আনন্দ হৈল এ দিন ভোজনে।
সবে ইহা জানে প্রভু সহস্র-বদনে ॥
এই যশ সহস্র জিহ্বায় নিরন্তর।
গায়েন অনন্ত আদিদেব মহীধর ॥ ১৪৩ ॥
সেই প্রভু কলিযুগে অবধূত-রায়।
সূত্রমাত্র লিখি আমি তাহান আজ্ঞায় ॥
বেদব্যাস আদি করি যত মুনিগণ।
এই সব যশ সবে করেন বর্ণন ॥ ১৪৪ ॥
এ যশের যদি করে শ্রবণ পঠন।
তবে সে জীবের খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন ॥

হেন রঙ্গে মহাপ্রভু করিয়া ভোজন
বসিলেন গিয়া প্রভু করি আচমন ॥
আচমন করি মাত্র ঈশ্বর বসিলা।
ভক্তগণ অবশেষ লুটিতে লাগিলা। ১৪৫ ॥
কেহো বলে "ব্রাহ্মণের ইহাতে কি দায়।
শূদ্র আমি, আমারে সে উচ্ছিষ্ট জুয়ায় ॥"
আর কেহো বলে "আমি নহিয়ে ব্রাহ্মণ।"
আড়ে থাকি লই কেহো করে পলায়ন ॥
কেহো বলে "শূদ্রেরে উচ্ছিষ্ট যোগ্য নহে।
হয় নয় বিচারিয়া বুঝ—শাস্ত্রে কহে" ॥১৪৬॥
কেহো বলে "আমি অবশেষ নাহি চাই।
শুধু পাতখানা মাত্র আমি লই যাই ॥"
কেহো বলে "আমি পাত ফেলি সর্ব্বকাল।
তোমরা যে লও, সে কেবল ঠাকুরাল" ॥১৪৭॥
এইমত কৌতুকে চপল ভক্তগণ।
ঈশ্বর-অধরামৃত করেন ভোজন ॥
আইর রন্ধন—ঈশ্বরের অবশেষ।
কার বা ইহাতে লোভ না জন্মে বিশেষ ॥
পরানন্দে ভোজন করিয়া ভক্তগণ।
প্রভুর সম্মুখে সবে করিলা গমন ॥ ১৪৮ ॥
বসিয়া আছেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
চতুর্দ্দিকে বসিলেন সর্ব্ব অনুচর ॥

শ্রীশাক-ব্যঞ্জন" = শাকের তরকারী।

১৪৪। "সূত্রমাত্র" = সংক্ষেপ-মাত্র; মোটামুটি।

১৪৫। "অবশেষ" = উচ্ছিষ্ট; প্রসাদ; অধরামৃত।

১৪৬। "ব্রাহ্মণের ইহাতে কি দায়" = বামনের ইহাতে কি অধিকার আছে?

"শূদ্র......জুয়ায়" = আমি হইলাম শূদ্র, আমিই উচ্ছিষ্ট পাইবার যোগ্য, যেহেতু উচ্ছিষ্টে ত শূদ্রেরই অধিকার।

"আড়ে থাকি" = লুকাইয়া।

"কেহো .....কহে" = কেহ বলিতেছে, শূদ্র ত অতি নীচ; সে উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ অধরামৃতের মহিমা কি বুঝিবে? সুতরাং শূদ্রকে উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ অধরামৃত দিতে নাই, শাস্ত্রে এইরূপ বলিতেছে; বিচার করিয়া দেখ, ইহা সত্য কি না।

১৪৭। "ঠাকুরাল" = প্রবঞ্চনা; শঠতা।

মুরারি গুপ্তেরে প্রভু সম্মুখে দেখিয়া।
বলিলেন তারে কিছু ঈষত হাসিয়া॥ ১৪৯॥
"পড় গুপ্ত! রাঘবেন্দ্র বর্ণিয়াছ তুমি।
অষ্ট-শ্লোক করিয়াছ, শুনিয়াছি আমি॥"
ঈশ্বরের আজ্ঞা গুপ্ত মুরারি শুনিয়া।
পড়িতে লাগিলা শ্লোক ভাবাবিষ্ট হৈয়া॥১৫০॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতে ২য় প্রক্রমে ৭ম সর্গে—

অগ্রে ধনুর্দ্ধর-বরঃ কনকোজ্জ্বলাঙ্গো
জ্যেষ্ঠানুসেবন-রতো বর-ভূষণাঢ্যঃ।
শেষাখ্যধাম-বর-লক্ষ্মণ-নাম যস্য
রামং জগত্রয়-গুরুং সততং ভজামি॥ ১৫১॥
হত্বা খর-ত্রিশিরসৌ কবন্ধং
শ্রীদণ্ড-কাননমদূষণমেব কৃত্বা।
সুগ্রীব-মৈত্রমকরোদ্ বিনিহত্য শক্রং
রামং জগত্রয়-গুরুং সততং ভজামি॥ ১৫২॥

এইমত অষ্ট-শ্লোক মুরারি পড়িলা।
প্রভুর আজ্ঞায় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলা॥
"দূর্ব্বাদল-শ্যামল, কোদণ্ড-দীক্ষাগুরু।
ভক্তগণ প্রতি অতি বাঞ্ছা-কল্পতরু॥ ১৫৩॥
হাস্যমুখে রত্নময় রাজ-সিংহাসনে।
বসিয়া আছেন শ্রীজানকী-দেবী বামে॥
অগ্রে মহাধনুর্দ্ধর অনুজ লক্ষ্মণ।
কনকের প্রায় দ্যুতি কনক-ভূষণ॥ ১৫৪॥
আপনে অনুজ হই শ্রীঅনন্তধাম।
জ্যেষ্ঠের সেবনে রত—শ্রীলক্ষ্মণ নাম॥
সর্ব্ব-মহাগুরু হেন শ্রীরঘুনন্দন।
জন্ম-জন্ম ভজোঁ মুই তাঁহার চরণ॥ ১৫৫॥
ভরত শত্রুঘ্ন দুই চামর ঢুলায়।
সম্মুখে কপীন্দ্রগণ পুণ্য কীর্ত্তি গায়॥
যে প্রভু করিলা গুহ চণ্ডালেরে মিত।
জন্ম-জন্ম গাঙ যেন তাঁহার চরিত॥ ১৫৬॥
গুরু-আজ্ঞা শিরে ধরি ছাড়ি নিজ-রাজ্য।
বন ভ্রমিলেন যে করিতে সুর-কার্য্য॥
বালি মারি সুগ্রীবেরে রাজ্য-ভার দিয়া।
মৈত্র-পদ দিলা তারে করুণা করিয়া॥ ১৫৭॥
যে প্রভু করিলা অহল্যার বিমোচন।
ভজোঁ হেন ত্রিভুবন-গুরুর চরণ॥
দুস্তর-তরঙ্গ-সিন্ধু ঈষত লীলায়।
কপি দ্বারে যে বান্ধিলা লক্ষ্মণ-সহায়॥ ১৫৮॥

১৫০। "রাঘবেন্দ্র" = শ্রীরাম-মহিমা।

১৫১। ধনুর্দ্ধর-শিরোমণি, স্বর্ণোজ্জ্বল-কলেবর, অগ্রজ-সেবা-নিরত, অনুত্তম-ভূষণ-ভূষিত 'লক্ষ্মণ'-নামধারী অনন্ত-রূপী পুরুষ-প্রবর যাঁহার সম্মুখে বিরাজমান রহিয়াছেন, সেই ত্রিভুবন-গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে আমি নিরন্তর ভজনা করি।

১৫২। যিনি খর ও ত্রিশিরা নামে রাক্ষস দুইটীকে সপরিবারে হনন করিয়াছিলেন, যিনি কবন্ধ রাক্ষসের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন, যিনি দূষণ নামক রাক্ষসকে বধ করিয়া দণ্ডকারণ্যকে দূষণ-হীন অর্থাৎ রাক্ষস-শূন্য করিয়াছিলেন, যিনি শক্র অর্থাৎ বালিকে বিনাশ করিয়া সুগ্রীবের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই ত্রিভুবন-গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে আমি অনুক্ষণ ভজনা করি।

১৫৩। "কোদণ্ড-দীক্ষাগুরু" = ধনুর্দ্ধারিগণের অগ্রণী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ।

১৫৬। "গুহ" = গুহক। "মিত" = বন্ধু।

১৫৭। "গুরু-আজ্ঞা" = মহাগুরু পিতা দশরথের আজ্ঞা। "সুর-কার্য্য" = দেব-কার্য্য; দেবতাগণের রক্ষা-কার্য্য।

ইন্দ্রাদির অজিত রাবণ বংশ-সনে।
যে প্রভু মারিলা—ভজোঁ তাঁহার চরণে॥
যাঁহার কৃপায় বিভীষণ ধর্ম্মপর।
ইচ্ছা নাহি, তথাপি হইলা লঙ্কেশ্বর॥ ১৫৯॥
যবনেও যাঁর কীর্ত্তি শ্রদ্ধা করি শুনে।
ভজোঁ হেন রাঘবেন্দ্র-প্রভুর চরণে॥
দুষ্ট-ক্ষয় লাগি নিরন্তর ধনুর্দ্ধর।
পুত্রের সমান প্রজা-পালনে তৎপর॥ ১৬০॥
যাঁহার কৃপায় সব অযোধ্যা-নিবাসী।
সশরীরে হইলেন শ্রীবৈকুণ্ঠ-বাসী॥
যাঁর নাম-রসে মহেশ্বর দিগম্বর।
রমা যাঁর পাদপদ্ম সেবে নিরন্তর॥ ১৬১॥
'পরং ব্রহ্ম জগন্নাথ'—বেদে যাঁরে গায়।
ভজোঁ হেন সর্ব্বগুরু-রাঘবেন্দ্র-পায়॥"
এইমত অষ্ট-শ্লোক আপনার কৃত।
পড়িলা মুরারি রাম-মহিমা-অমৃত॥ ১৬২॥
শুনি তুষ্ট হই তাঁরে শ্রীগৌরসুন্দর।
পাদপদ্ম দিলা তাঁর মস্তক-উপর॥
"শুন গুপ্ত! এই তুমি আমার প্রসাদে।
জন্ম-জন্ম রাম-দাস হও নির্ব্বিরোধে॥ ১৬৩॥
ক্ষণেকো যে করিবেক তোমার আশ্রয়।
সেহো রাম-পদাম্বুজ পাইবে নিশ্চয়॥"
মুরারি গুপ্তেরে চৈতন্যের বর শুনি।
সবেই করেন মহা জয়-জয়-ধ্বনি॥ ১৬৪॥
এইমত কৌতুকে আছেন গৌরসিংহ।
চতুর্দ্দিকে শোভে সব চরণের ভৃঙ্গ॥
হেনই সময়ে কুষ্ঠরোগী একজন।
প্রভুর সম্মুখে আসি দিল দরশন॥ ১৬৫॥
দণ্ডবত হইয়া পড়িল আর্ত্তনাদে।
দুই বাহু তুলি মহা আর্ত্তি করি কাঁদে॥
"সংসার উদ্ধার লাগি তুমি কৃপাময়।
পৃথিবীর মাঝে আসি হইলা উদয়॥ ১৬৬॥
পর-দুঃখ দেখি তুমি স্বভাবে কাতর।
এতেকে আইনু মুই তোমার গোচর॥
কুষ্ঠরোগে পীড়িত—জ্বালায় মুই মরোঁ।
বলহ উপায় মোহে কোন্ মতে তরোঁ॥"
শুনি মহাপ্রভু কুষ্ঠরোগীর বচন।
বলিতে লাগিলা ক্রোধে তর্জ্জন-বচন॥ ১৬৭॥
"ঘুচ ঘুচ মহাপাপি! বিদ্যমান হৈতে।
তোরে দেখিলেও পাপ জন্ময়ে লোকেতে॥

"মৈত্র-পদ দিলা" = বন্ধু করিলেন।

১৫৮। "যে প্রভু.........বিমোচন" = মহর্ষি-গৌতম-পত্নী অহল্যাদেবীর সতীত্ব দেবরাজ ইন্দ্র ছল পূর্ব্বক হরণ করিলেও, মহর্ষি ক্রুদ্ধ হইয়া অহল্যাকে শাপ দিলেন—তুমি পাষাণী হও। তখন দেবী অহল্যা অনেক কান্নাকাটি করিলে, মহর্ষি বলিলেন, রামাবতারে তদীয় শ্রীপাদস্পর্শে তোমার মোচন হইবে। তন্নিমিত্ত শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শ-মাত্রেই পাষাণ-রূপিণী অহল্যার উদ্ধার সাধন হইয়াছিল।

"দুস্তর-তরঙ্গ-সিন্ধু" = প্রবল ঢেউ-সমূহে পরিপূর্ণ অপার সমুদ্র।

"ত্রিভুবন-গুরু" = ত্রিজগদ্‌গুরু অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র।

"ঈষত লীলায়" = অবলীলাক্রমে; অনায়াসে।

"কপি দ্বারে" = বানরের দ্বারা।

"লক্ষ্মণ-সহায়" = লক্ষ্মণের সাহায্যে।

১৫৯। "ইন্দ্রাদির অজিত" = ইন্দ্রাদি দেবতাগণ যাহাকে জয় করিতে পারেন নাই।

"ধর্ম্মপর" = পরম ধার্ম্মিক। "বংশ-সনে" = সবংশে

১৬৭। "স্বভাবে" = স্বভাবতঃই।

১৬৮। "ঘুচ ঘুচ" = দূর হ, দূর হ

পরম ধার্ম্মিকো যদি দেখে তোর মুখ।
সে দিবসে তাহার অবশ্য হয় দুখ ॥ ১৬৮ ॥
বৈষ্ণব-নিন্দক তুই পাপী দুরাচার।
ইহা হৈতে দুঃখ তোর কত আছে আর ॥
এই জ্বালা সহিতে না পার দুষ্ট-মতি।
কেমতে করিবা কুম্ভীপাকেতে বসতি ॥ ১৬৯ ॥
যে 'বৈষ্ণব'-নামে হয় সংসার পবিত্র।
ব্রহ্মাদি গায়েন যেই বৈষ্ণব-চরিত্র ॥
যে বৈষ্ণব ভজিলে অচিন্ত্য-কৃষ্ণ পাই।
যে বৈষ্ণব-পূজা হৈতে বড় আর নাই ॥
শেষ, রমা, অজ, ভব, নিজ-দেহ হৈতে।
বৈষ্ণব কৃষ্ণের প্রিয় কহে ভাগবতে ॥ ১৭০ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (১১।১৪।১৫)—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥১৭১॥

হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই জন।
সেই পায় দুঃখ জন্ম জীবন মরণ ॥
বিদ্যা কুল তপ—সব বিফল তাহার।
বৈষ্ণবেরে নিন্দে যেই পাপী দুরাচার ॥

"বিদ্যমান"=সম্মুখ; সাম্‌নে।

১৬৯। "বৈষ্ণব.........বসতি"=এতৎ-সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলিতেছেন;—

নিন্দন্তি যে হরের্ভক্তান্নরাঃ পাপেন মোহিতাঃ।
পৃথিব্যাং যানি পাপানি গৃহ্লন্তি তে নরাধমাঃ ॥
নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে ॥
পদ্মপুরাণ।

১৭০। "যে বৈষ্ণব-নামে......পবিত্র"=এতৎ-সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলিতেছেন;—

যেষাং স্মরণমাত্রেণ পাপলক্ষশতানি চ।
দহন্তে নাত্র সন্দেহো বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং ॥
স্কন্দপুরাণ।

তস্মাদেতে মহাভাগা বৈষ্ণবা বীতকল্মষাঃ।
পুনন্তি সকলাল্লোকাংস্তত্তীর্থমধিকং ততঃ ॥
ইতিহাস-সমুচ্চয়।

"ব্রহ্মাদি............চরিত্র"=এতৎ-সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলিতেছেন;—

সর্ব্বত্র বৈষ্ণবাঃ পূজ্যাঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে।
দেবতানাং মনুষ্যাণাং তথৈবোরগ-রক্ষসাং ॥
স্কন্দপুরাণ।

"যে বৈষ্ণব ভজিলে.........পাই"=এতৎ-সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলিতেছেন;—

হরিভক্তি-রতান্ যস্তু হরি-বুদ্ধ্যা প্রপূজয়েৎ।
তস্য তুষ্যন্তি বিপ্রেন্দ্রা! ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ ॥
হরিপূজা-রতানাঞ্চ হরিনাম-রতাত্মনাং।
শুশ্রূষাভিরতা যান্তি পাপিনোঽপি পরাং গতিং ॥
যো বিষ্ণুভক্তান্ নিষ্কামান্ ভোজয়েৎ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
ত্রিসপ্ত-কুল-সংযুক্তঃ স যাতি হরি-মন্দিরং ॥
দেব-পূজা-পরো যস্য গৃহে বসতি সর্ব্বদা।
তত্রৈব সর্ব্বদেবাশ্চ হরিশ্চৈব শ্রিয়ান্বিতঃ ॥
বৃহন্নারদীয়-পুরাণ।

"যে বৈষ্ণব-পূজা............নাই"=এতৎ-সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলিতেছেন;—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চ্চনং ॥
পদ্মপুরাণ।

১৭১। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! তুমি আমার যেরূপ প্রিয়, ব্রহ্মা, মহেশ, সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী অথবা এমন কি আমার নিজ দেহও, আমার তদ্রূপ প্রিয় নহে।

১৭২। "সেই.........মরণ"—জন্মে, জীবনে,

পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।
বৈষ্ণবেরে নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন ॥ ১৭২॥
যে বৈষ্ণব নাচিতে পৃথিবী ধন্য হয়।
যার দৃষ্টি মাত্র দশদিকে পাপ-ক্ষয় ॥
যে বৈষ্ণব-জন বাহু তুলিয়া নাচিতে।
স্বর্গেরো সকল বিঘ্ন ঘুচে ভালমতে ॥ ১৭৩ ॥
হেন মহাভাগবত শ্রীবাস-পণ্ডিত।
তুই পাপী নিন্দা কৈলি তাঁহার চরিত ॥
এতেকে তোহার কুষ্ঠ-জ্বালা কোন্ কাজ।
মূল শাস্তা পশ্চাতে আছেন ধর্ম্মরাজ ॥ ১৭৪ ॥
এতেকে আমার দৃশ্য-যোগ্য নহ তুমি।
তোমার নিষ্কৃতি করিবারে নারি আমি ॥"
সেই কুষ্ঠরোগী শুনি প্রভুর উত্তর।
দন্তে তৃণ ধরি বলে হইয়া কাতর ॥ ১৭৫ ॥
"কিছু না জানিনু মুই আপনা খাইয়া।
বৈষ্ণবের নিন্দা কৈনু প্রমত্ত হইয়া ॥
অতএব তার শাস্তি পাইনু উচিত।
এখনে ঈশ্বর তুমি চিন্ত মোর হিত ॥ ১৭৬ ॥

সাধুর স্বভাব-ধর্ম্ম—দুঃখীরে উদ্ধারে।
কৃত-অপরাধেরেও সাধু কৃপা করে ॥
এতেকে তোমার মুই লইনু শরণ।
তুমি উপেক্ষিলে উদ্ধারিবে কোন্ জন ॥ ১৭৭ ॥
যাহার যে প্রায়শ্চিত্ত—সব তুমি জ্ঞাতা।
প্রায়শ্চিত্ত বল মোরে—তুমি সর্ব্ব-পিতা ॥
বৈষ্ণব-জনের যেন নিন্দন করিনু।
উচিত তাহার প্রভু! শাস্তিও পাইনু ॥"
প্রভু বলে "বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই জন।
কুষ্ঠরোগ কোন্ তার শাস্তিয়ে এখন ॥ ১৭৮ ॥
আপাততঃ ফল কিছু পাইয়াছ মাত্র।
আরো কত আছে—যম-যাতনার পাত্র ॥
চৌরাশি-সহস্র যম-যাতনা প্রত্যেকে।
পুনঃপুনঃ করি ভুঞ্জে বৈষ্ণব-নিন্দকে ॥ ১৭৯ ॥
চল কুষ্ঠরোগি! তুমি শ্রীবাসের স্থানে।
সত্বরে পড়হ গিয়া তাঁহার চরণে ॥
তাঁর ঠাঁই তুমি করিয়াছ অপরাধ।
নিষ্কৃতি তোমার—তিঁহো করিলে প্রসাদ ॥

মরণে—সব সময়েই সে দুঃখ ভোগ করে।

"বিদ্যা.........দুরাচার" = এতৎ-সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলিতেছেন :—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥
শ্রীমদ্ভাগবত।

"পূজাও................জন" = এ বিষয়ে শাস্ত্রে বলিতেছেন :—

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে ॥
স্কন্দপুরাণ।

বৈষ্ণব-নিন্দাকারীর যখন ঘোর নরকে পতন হয় শাস্ত্রে লিখিতেছেন, তখন তাহার কৃষ্ণপূজা যে বিফল হয়, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে, কারণ তাহা না হইলে, তাহার নরক-গমন কি প্রকারে হইতে পারে?

১৭৭। "কৃত-অপরাধেরেও" = যে অপরাধ করিয়াছে, তাহাকেও।

১৭৮। "কুষ্ঠরোগ... ..এখন" = এখন তাহার এই যে কুষ্ঠরোগ হইয়াছে, ইহা ত শাস্তির মধ্যেই নহে।

১৭৯। "আরো......পাত্র" = তুমি অনেক যম-যাতনা পাইবার যোগ্য—তোমার অদৃষ্টে এখনও আরও কত নরক-যন্ত্রণা ভোগ রহিয়াছে।

কাঁটা ফুটে যেই মুখে, সেই মুখে যায়।
পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায় ॥১৮০
এই কহিলাম তোর নিস্তার-উপায়।
শ্রীবাস-পণ্ডিত ক্ষমিলেই দুঃখ যায় ॥
মহা-শুদ্ধবুদ্ধি তিঁহো, তাঁর ঠাঁই গেলে।
ক্ষমিবেন সব তোরে—নিস্তারিবে হেলে ॥”
শুনিয়া প্রভুর অতি সুসত্য বচন।
মহা জয়-জয়-ধ্বনি করে ভক্তগণ ॥ ১৮১ ॥
সেই কুষ্ঠরোগী শুনি প্রভুর বচন।
দণ্ডবত হইয়া চলিলা ততক্ষণ ॥
সেই কুষ্ঠরোগী পাই শ্রীবাস-প্রসাদ।
মুক্ত হৈল—খণ্ডিল সকল অপরাধ ॥ ১৮২ ॥
যতেক অনর্থ হয় বৈষ্ণব-নিন্দায়।
আপনে কহিলা এই শ্রীবৈকুণ্ঠ-রায় ॥
তথাপিহ বৈষ্ণবেরে নিন্দয়ে যে জন।
তার শাস্তা আছে শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ ॥১৮৩॥
বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে যে দেখহ গালাগালী।
পরম আনন্দ, ইথে কৃষ্ণ কুতূহলী ॥
সত্যভামা-রুক্মিণীতে গালাগালি যেন।
পরমার্থে এক তাঁরা, দেখি ভিন্ন হেন ॥ ১৮৪॥
এইমত বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে ভিন্ন নাই।
ভিন্ন করায়েন রঙ্গ চৈতন্য-গোসাঁই ॥
ইহাতে যে এক বৈষ্ণবের পক্ষ লয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে সেই যায় ক্ষয় ॥১৮৫॥
এক হস্তে ঈশ্বরেরে সেবয়ে কেবল।
আর হস্তে দুঃখ দিলে তার কি কুশল ॥
এইমত সব ভক্ত—কৃষ্ণের শরীর।
ইহা বুঝে, যে হয় পরম মহাধীর ॥ ১৮৬॥
অভেদ-দৃষ্টিতে সব বৈষ্ণব ভজিয়া।
যে কৃষ্ণ-চরণ ভজে, সে যায় তরিয়া ॥
যে গায়, যে শুনে এ সকল পুণ্য-কথা।
বৈষ্ণবাপরাধ তার না জন্মে সর্ব্বথা ॥ ১৮৭॥
হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে।
আছেন পরমানন্দে অদ্বৈতের ঘরে ॥
মাধব-পুরীর আরাধনা পুণ্য-তিথি।
দৈবযোগে উপসন্ন হৈল আসি তথি ॥ ১৮৮॥
মাধবেন্দ্রে অদ্বৈতে যদ্যপি ভেদ নাই।
তথাপি তাহান শিষ্য আচার্য্য-গোসাঁই ॥
মাধবেন্দ্র-পুরী-দেহে শ্রীগৌরসুন্দর।
সত্য সত্য সত্য বিহরয়ে নিরন্তর ॥ ১৮৯
মাধবেন্দ্র-পুরীর অকথ্য বিষ্ণুভক্তি।
কৃষ্ণের প্রসাদে সর্ব্বকাল পূর্ণ-শক্তি ॥
যেমতে অদ্বৈত শিষ্য হইলেন তান।
চিত্ত দিয়া শুন সেই মঙ্গল-আখ্যান ॥ ১৯০ ॥
যে সময়ে না ছিল চৈতন্য-অবতার।
বিষ্ণুভক্তি-শূন্য সব আছিল সংসার ॥
তখনেও মাধবেন্দ্র চৈতন্য-কৃপায়।
প্রেম-সুখ-সিন্ধু-মাঝে ভাসেন সদায় ॥ ১৯১ ॥
নিরবধি দেহে রোমহর্ষ, অশ্রু, কম্প।
হুঙ্কার, গর্জ্জন, মহা-হাস্য, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম ॥
নিরবধি গোবিন্দের ধ্যানে নাহি বাহ্য।
আপনেও না জানেন কি করেন কার্য্য ॥১৯২॥

“চৌরাশি-সহস্র যম-যাতনা” = চৌরাশি হাজার নরক-যন্ত্রণা। “চল” = যাও।

১৮০। “সেই মুখে যায” = সেই মুখ দিয়া বাহির হয়।

১৮১। “নিস্তারিবে... .....হেলে” = অনায়াসে উদ্ধার পাইবে।

১৮৮। “আরাধনা...... ......পুণ্যতিথি” = তিরোভাব-মহোৎসব-তিথি।

পথে চলি যাইতেও আপনা-আপনি।
নাচেন পরম-রঙ্গে করি হরিধ্বনি ॥
কখনো বা হেন সে আনন্দ-মূর্চ্ছা হয়।
দুই তিন প্রহরেও দেহে বাহ্য নয় ॥ ১৯৩ ॥
কখনো বা বিরহে যে করেন রোদন।
গঙ্গা-ধারা বহে যেন—অদ্ভুত-কথন ॥
কখনো হাসেন অতি অট্ট অট্ট হাস।
পরানন্দে ক্ষণে ক্ষণে হয় দিগ্‌বাস ॥ ১৯৪ ॥
এইমত কৃষ্ণ-সুখে মাধবেন্দ্র সুখী।
সবে ভক্তিশূন্য লোক—দেখি বড় দুখী ॥
তার হিত চিন্তিতে ভাবেন নিতি নিতি।
কৃষ্ণ প্রকট হয়েন এই তাঁর মতি ॥ ১৯৫ ॥
কৃষ্ণ-যাত্রা-মহোৎসব কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
ইহার উদ্দেশো নাহি জানে কোনো জন ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক-সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥ ১৯৬ ॥
দেবতা জানেন সবে 'ষষ্ঠী, বিষহরী'।
তাহারে সেবেন সবে মহা-দম্ভ করি ॥
'ধন বংশ বাড়ুক' করিয়া কাম্য মনে।
মদ্য মাংসে দানব পূজয়ে কোনো জনে ॥১৯৭॥
যোগিপাল ভোগিপাল মহীপালের গীত।
ইহা শুনিতে সে সর্ব্ব লোক আনন্দিত ॥
অতি বড় সুকৃতী সে স্নানের সময়।
'গোবিন্দ' 'পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারয় ॥১৯৮॥
কারে বা বৈষ্ণব বলি, কিবা সঙ্কীর্ত্তন।
কেনে বা কৃষ্ণের নৃত্য, কেনে বা ক্রন্দন ॥
বিষ্ণুমায়া-বশে লোক কিছুই না জানে।
সকল জগৎ বদ্ধ মহাতমোগুণে ॥ ১৯৯ ॥
লোক দেখি দুঃখ ভাবে শ্রীমাধব-পুরী।
হেন নাহি তিলার্দ্ধ সম্ভাষা যারে করি ॥
সন্ন্যাসীর সনে বা করিবে সম্ভাষণ।
সেহো আপনারে মাত্র বলে 'নারায়ণ' ॥২০০॥
এ দুঃখে সন্ন্যাসি-সঙ্গে না কহেন কথা।
হেন স্থান নাহি, কৃষ্ণভক্তি শুনি যথা ॥
'জ্ঞানী যোগী তপস্বী বিরক্ত' খ্যাতি যার।
কারো মুখে নাহি দাস্য-মহিমা-প্রচার ॥২০১॥
যত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাখানে।
তারা বল কৃষ্ণের বিগ্রহ নাহি মানে ॥
দেখিতে শুনিতে দুঃখে শ্রীমাধব-পুরী।
মনে মনে চিন্তে "বনবাস গিয়া করি ॥ ২০২ ॥

১৯২। "রোমহর্ষ" = রোমাঞ্চ ; পুলক।

১৯৪। "অদ্ভুত-কথন" = এরূপ আশ্চর্য্য যে বর্ণনা করা যায় না।

১৯৫। "নিতি নিতি" = সর্ব্বদা ; নিত্যই।

১৯৬। "কৃষ্ণ-যাত্রা....মহোৎসব" = চন্দনযাত্রা, ফুলদোল, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি যাত্রা ও মহোৎসব।

"ইহার......জন" = এ সমস্ত যাত্রা মহোৎসবের অনুষ্ঠান করা ত দূরে থাকুক, ইহার খোঁজ খবরও কেহ রাখে না।

১৯৭। "বিষহরী" = মনসা-দেবী।

১৯৮। "যোগিপাল......গীত" = যেমন মনসার ভাষাণ, এইরূপ ধরণের ঠাকুর-দেবতার গান বা পাঁচালি।

১৯৯। "বদ্ধ মহাতমোগুণে" = ঘোর দাম্ভিকতায় পরিপূর্ণ ও প্রমত্ত।

২০০। "লোক দেখি" = লোকের কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ দুরবস্থা দেখিয়া।

২০১। "কারো.........প্রচার" = শ্রীভগবানের দাস হওয়ার মাহাত্ম্য কেহ ঘোষণা করেন না।

লোক-মধ্যে ভ্রমি কেনে 'বৈষ্ণব' দেখিতে।
কোথাও 'বৈষ্ণব'-নাম না শুনি জগতে॥
অতএব এ সকল লোক-মধ্য হৈতে।
বনে যাই, লোক যেন না পাই দেখিতে॥২০৩
এতেকে সে বন ভাল এ সব লোক হৈতে।
বনে কথা নহে অবৈষ্ণবের সহিতে॥"
এইমত মনোদুঃখে ভাবিতে চিন্তিতে।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় দেখা অদ্বৈত-সহিতে॥ ২০৪॥
বিষ্ণুভক্তি-শূন্য দেখি সকল সংসার।
অদ্বৈত-আচার্য্য দুঃখ ভাবেন অপার॥
তথাপি অদ্বৈত-সিংহ কৃষ্ণের কৃপায়।
প্রৌঢ় করি বিষ্ণুভক্তি বাখানে সদায়॥ ২০৫॥
নিরন্তর পড়ায়েন গীতা ভাগবত।
ভক্তি বাখানেন মাত্র—গ্রন্থের যে মত॥
হেনই সময়ে মাধবেন্দ্র-মহাশয়।
অদ্বৈতের গৃহে আসি হইলা উদয়॥ ২০৬॥
দেখিয়া অদ্বৈত তান বৈষ্ণব-লক্ষণ।
প্রণাম হইয়া পড়িলেন সেইক্ষণ॥
মাধবেন্দ্রপুরীও অদ্বৈতে করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-জলে॥ ২০৭॥
অন্যোন্যে কৃষ্ণকথা-রসে দুই জন।
আপনার দেহ কারো না হয় স্মরণ॥
মাধব-পুরীর প্রেম অকথ্য-কথন।
মেঘ-দরশনে মূর্চ্ছা পায় সেই ক্ষণ॥ ২০৮॥

কৃষ্ণনাম শুনিলেই করেন হুঙ্কার।
দণ্ডেকে সহস্র হয় কৃষ্ণের বিকার॥
দেখিয়া তাঁহার বিষ্ণুভক্তির উদয়।
বড় সুখী হইলা অদ্বৈত-মহাশয়॥ ২০৯॥
তাঁর ঠাঁই উপদেশ করিলা গ্রহণ।
হেনমতে মাধবেন্দ্র-অদ্বৈত-মিলন॥
মাধব-পুরীর আরাধনার দিবসে।
সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করে অদ্বৈত হরিষে॥ ২১০॥
দৈবে সেই পুণ্য-তিথি আসিয়া মিলিলা।
সন্তোষে অদ্বৈত সজ্জ করিতে লাগিলা॥
শ্রীগৌরসুন্দর সব-পারিষদ-সনে।
বড় সুখী হইলেন সেই পুণ্য-দিনে॥ ২১১॥
সেই তিথি পূজিবারে আচার্য্য-গোসাঁই।
যত সজ্জ করিলেন, তার অন্ত নাই॥
নানা দিক্ হৈতে সজ্জ লাগিলা আসিতে।
হেন নাহি জানি কে আনয়ে কোন্ ভিতে॥
মাধবেন্দ্র-পুরী প্রতি প্রীত সবাকার।
সবেই লইল যথাযোগ্য অধিকার॥ ২১২॥
আই লইলেন যত রন্ধনের ভার।
আই বেড়ি সর্ব্ব বৈষ্ণবের পরিবার॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু সন্তোষ অপার।
বৈষ্ণব পূজিতে লইলেন অধিকার॥ ২১৩॥
কেহো বলে—"আমি সব ঘষিব চন্দন।"
কেহো বলে—"মালা আমি করিব গ্রন্থন॥"

২০২। "তর্ক সে বাখানে"=তর্ক বা ন্যায় শাস্ত্রের খুব ব্যাখ্যা করে। "তারা বল"=তাহারা কিন্তু।
২০৫। "প্রৌঢ় করি"=শ্লাঘা করিয়া; খুব পোষকতা করিয়া; দৃঢ়তার সহিত উৎকর্ষ দেখাইয়া।
২১০। "মাধব.........হরিষে"=শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর তিরোভাব-তিথিতে তৎপূজা ও মহোৎসবের জন্য শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করেন। শ্রীবৈষ্ণব-গণের তিরোধানে তাঁহাদের কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবাপ্রাপ্তি-হেতু পরমানন্দ লাভ হয় বলিয়া, ঐ তিরোভাব-তিথিতে তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত বা অনুগত ভক্তগণও আনন্দে যথাসাধ্য মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন।
২১২। "সবেই.........অধিকার"=যিনি যে

কেহো বলে—"জল আনিবারে মোর ভার।"
কেহো বলে "মোর দায় স্থান উপস্কার" ॥২১৪
কেহো বলে—"মুই যত বৈষ্ণব-চরণ।
মোর ভার সকল করিব প্রক্ষালন ॥"
কেহো বান্ধে পতাকা, চান্দোয়া কেহো টানে।
কেহো ভাণ্ডারের দ্রব্য দেয় কেহো আনে ॥২১৫
কত জনে লাগিলা করিতে সঙ্কীর্ত্তন।
আনন্দে করেন নৃত্য আর কত জন ॥
আর কত জন 'হরি' বলয়ে কীর্ত্তনে।
শঙ্খ ঘণ্টা বাজায়েন আর কত জনে ॥ ২১৬ ॥
কত জন করে তিথি পূজিবার কার্য্য।
কেহো বা হইলা তিথি-পূজার আচার্য্য ॥
এইমত পরানন্দ-রসে ভক্তগণ।
সবেই করেন কর্ম্ম—যার যেই মন ॥ ২১৭ ॥
খাও পিও লেহ দেহ আর হরিধ্বনি।
ইহা বই চতুর্দ্দিকে আর নাহি শুনি ॥
শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গ মন্দিরা করতাল।
সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্গে ধ্বনি বাজয়ে বিশাল ॥ ২১৮ ॥
পরানন্দে কাহারো নাহিক বাহ্য-জ্ঞান।
অদ্বৈত-ভবন হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ॥
আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র পরম-সন্তোষে।
সম্ভারের সজ্জ দেখি বুলেন হরিষে ॥ ২১৯ ॥
তণ্ডুল দেখয়ে প্রভু ঘর দুই চারি।
পর্ব্বত-প্রমাণ দেখে কাষ্ঠ সারি সারি ॥
ঘর পাঁচ দেখে ঘট রন্ধনের স্থালী।
ঘর দুই চারি দেখে মুদেগর বিয়লি ॥ ২২০ ॥
নানাবিধ বস্ত্র দেখে ঘর পাঁচ সাত।
ঘর দশ বার প্রভু দেখে খোলা পাত ॥
ঘর দুই চারি প্রভু দেখে চিপিটক।
সহস্র সহস্র কান্দী দেখে কদলক ॥ ২২১ ॥
না জানি কতেক নারিকেল গুয়া পাণ।
কোথা হৈতে আসিয়া হইল বিদ্যমান ॥
পটোল বার্ত্তাকু থোড় আলু শাক মান।
কত ঘর ভরিয়াছে—নাহিক প্রমাণ ॥ ২২২॥
সহস্র সহস্র ঘড়া দেখে দধি দুগ্ধ।
ক্ষীর ইক্ষুদণ্ড অঙ্কুরের সনে মুদ্গ ॥
তৈল লবণ ঘৃত-কলস দেখে যত।
সকলি অনন্ত—লিখিবারে পারি কত ॥ ২২৩
অতি অমানুষী দেখি সকল সম্ভার।
চিত্তে যেন প্রভুর হইল চমৎকার ॥
প্রভু বলে "এ সম্পত্তি মনুষ্যের নয়।
আচার্য্য 'মহেশ' হেন মোর চিত্তে লয়।২২৪
মনুষ্যের এতেক কি সম্পত্তি সম্ভবে।
এ সম্পত্তি সকল সম্ভবে মহাদেবে ॥
বুঝিলাম—আচার্য্য 'মহেশ-অবতার।"
এইমত হাসি প্রভু বলে বারবার ॥ ২২৫ ॥
ছলে অদ্বৈতের তত্ত্ব মহাপ্রভু কয়।
যে হয় সুকৃতী সে পরমানন্দে লয় ॥
তান বাক্যে অনাদর অনাস্থা যাহার।
তারে শ্রীঅদ্বৈত হয় অগ্নি-অবতার ॥ ২২৬ ॥
যদ্যপি অদ্বৈত কোটি-চন্দ্র-সুশীতল।
তথাপি চৈতন্য-বিমুখের কালানল ॥

কাজের উপযুক্ত, তিনি সেই কাজের ভার লইলেন।

২২০। "মুদেগর বিয়লি" = মুগের ডাউল।

২২২। "মান" = মানকচু।

২২৩। "অঙ্কুরের সনে মুদ্গ" = গোটা মুগ ভিজাইয়া যাহার কলা বাহির হইয়াছে। ইদানীং ছোলা সম্বন্ধে এইরূপ ভাব প্রচলিত দেখা যায়, কিন্তু

সকৃৎ যে জন বলে 'শিব' হেন নাম।
সেহো কোনো প্রসঙ্গে, না জানি তত্ত্ব তান ॥
সেই ক্ষণে সর্ব্ব পাপ হৈতে শুদ্ধ হয়।
বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কয় ॥
হেন 'শিব'-নাম শুনি যার দুঃখ হয়।
সেই জন অমঙ্গল-সমুদ্রে ভাসয় ॥ ২২৭ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (৪।৪।১৪)—

যদ্ দ্ব্যক্ষরং নাম গিরেরিতং নৃণাং
সকৃৎ প্রসঙ্গাদঘমাশু হন্তি তৎ।
পবিত্র-কীর্ত্তিং তমলঙ্ঘ্য-শাসনং
ভবানহো দ্বেষ্টি শিবং শিবেতরঃ ॥ ২২৮ ॥

শ্রীবদনে কৃষ্ণচন্দ্র বলেন আপনে।
শিব যে না পূজে, সে বা মোরে পূজে কেনে ॥
মোর প্রিয় শিব প্রতি অনাদর যার।
কেমতে বা মোরে ভক্তি হইব তাহার ॥২২৯॥

তথাহি—

কথং বা ময়ি ভক্তিং স লভতাং পাপ-পূরুষঃ।
যো মদীয়ং পরং ভক্তং শিবং সম্পূজয়েন্ন হি ॥ ২৩০ ॥

অতএব সর্ব্বাদ্যে শ্রীকৃষ্ণ পূজি তবে।
প্রীতে শিব পূজি, পূজিবেক সর্ব্ব দেবে ॥২৩১॥

তথাহি স্কন্দপুরাণে।

প্রথমং কেশবং পূজ্য ততো দেব-মহেশ্বরং।
পূজনীয়া মহাভক্ত্যা যে চান্যে সন্তি দেবতাঃ ॥ ২৩২ ॥

হেন 'শিব' অদ্বৈতেরে বলে সাধু-জনে।
সেহো শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-ইঙ্গিত-কারণে ॥
ইহাতে অবুধগণ মহা কলি করে।
অদ্বৈতের মায়া না বুঝিয়া ভালে মরে ॥২৩৩॥

সাধারণতঃ মুগ ভাঙ্গিয়া খোসা ফেলিয়া তাহা ভিজাইয়া মুগের অঙ্কুরি করারই প্রচলন পরিদৃষ্ট হয়।

২২৬। "লয়"=ঐ কথা গ্রহণ করে।

"তান বাক্যে"=মহাপ্রভুর কথায়।

"হয় অগ্নি-অবতার"=রাগে আগুন হইয়া উঠে।

২২৭। "চৈতন্য-বিমুখের"=চৈতন্য-দ্বেষীর।

"কালানল"=ধ্বংস করিবার অগ্নি-স্বরূপ।

"সেহো……তান"=তাহাও আবার তাঁহার মাহাত্ম্য না জানিয়াও, কোন কথাচ্ছলে।

২২৮। দুইটী অক্ষরে গঠিত যাঁহার 'শিব' এই নাম কথা-প্রসঙ্গেও একবার মাত্র উচ্চারিত হইলে মনুষ্যগণের পাপরাশি তৎক্ষণাৎ বিধ্বংস করে, যাঁহার যশোরাশি অতীব পবিত্র এবং যাঁহার আদেশ অলঙ্ঘনীয়, হায় হায়! আপনি সেই পরম মঙ্গলময় শিবের দ্বেষ করিতেছেন—আপনি যে মূর্ত্তিমান্ অমঙ্গল দেখিতেছি।

২৩০। শ্রীভগবান্ বলেন, আমার মহাভক্ত শিবের যথাযোগ্য পূজা যে না করে, আমার প্রতি সেই পাপাত্মার কিরূপে ভক্তিলাভ হইবে?

২৩১। "প্রীতে……দেবে"=ঐ কৃষ্ণ-নির্ম্মাল্য-প্রসাদাদি দ্বারা পরমাদরে প্রথমে শিবের পূজা করিয়া পরে স্বেচ্ছানুরূপ অন্যান্য দেবতার পূজা করিবে।

ঐকান্তিক ভক্তগণের পক্ষে অন্য দেব-দেবীর পূজার আবশ্যক না হইলেও, তাঁহারা কাহাকেও বিদ্বেষ করেন না, প্রণামাদি দ্বারা সকলেরই পরম সমাদর ও সম্মাননা করিয়া থাকেন।

২৩২। সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া তৎপরেই শ্রীমহাদেবের পূজা করিবে। অতঃপর অন্যান্য দেবতাগণকে পরম ভক্তি সহকারে পূজা করিতে হইবে।

২৩৩। "হেন……কারণে"=শ্রীচৈতন্যচাঁদ ইঙ্গিতে বলিয়াছেন বলিয়া, মহানুভব ব্যক্তিগণ শ্রীঅদ্বৈতকে

নব নব বস্তু সব দেখে প্রভু যত।
সকলি অনন্ত, লিখিবারে পারি কত ॥
সম্ভার দেখিয়া প্রভু মহাহর্ষ-মন।
আচার্য্যের প্রশংসা করেন অনুক্ষণ ॥ ২৩৪ ॥
একে একে দেখি প্রভু সকল সম্ভার।
সঙ্কীর্ত্তন-স্থানেতে আইলা পুনর্ব্বার ॥
প্রভু মাত্র আইলেন সঙ্কীর্ত্তন-স্থানে।
পরানন্দ পাইলেন সর্ব্ব ভক্তগণে ॥ ২৩৫ ॥
না জানি কে কোন্ দিকে নাচে গায় বায়।
না জানি কে কোন্ দিকে মহানন্দে ধায় ॥
সবে করে জয় জয় মহা-হরিধ্বনি।
'বোল বোল হরি বোল', আর নাহি শুনি ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের অঙ্গ চন্দনে ভূষিত।
সবার সুন্দর বক্ষ মালায় পূর্ণিত ॥ ২৩৬ ॥
সবেই প্রভুর পারিষদের প্রধান।
সবে নৃত্য গীত করে প্রভু-বিদ্যমান ॥
মহানন্দে উঠিল শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন।
সে ধ্বনি পবিত্র করে অনন্ত ভুবন ॥ ২৩৭ ॥
নিত্যানন্দ মহামত্ত প্রেমসুখময়।
বাল্যভাবে নৃত্য করিলেন অতিশয় ॥
বিহ্বল হইয়া অতি আচার্য্য-গোসাঁই।
যত নৃত্য করিলেন, তার অন্ত নাই ॥ ২৩৮ ॥
নাচিলেন অনেক ঠাকুর-হরিদাস।
সবেই নাচেন অতি পাইয়া উল্লাস ॥
মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বশেষে।
নৃত্য করিলেন অতি অশেষ-বিশেষে ॥ ২৩৯ ॥
সর্ব্ব পারিষদ প্রভু আগে নাচাইয়া।
শেষে নৃত্য করেন আপনে সবা লৈয়া ॥
মণ্ডলী করিয়া নাচে সর্ব্ব ভক্তগণ।
মধ্যে নাচে মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥ ২৪০ ॥
এইমত সর্ব্ব দিন নাচিয়া গাইয়া।
বসিলেন মহাপ্রভু সবারে লইয়া ॥
তবে শেষে আজ্ঞা মাগি অদ্বৈত-আচার্য্য।
ভোজনের করিতে লাগিলা সর্ব্ব কার্য্য ॥২৪১॥
বসিলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
মধ্যে প্রভু—চতুর্দ্দিকে সর্ব্ব ভক্তগণ।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ যেন তারাময়।
মধ্যে কোটি-চন্দ্র যেন প্রভুর উদয় ॥ ২৪২ ॥
দিব্য অন্ন বহুবিধ পিষ্টক ব্যঞ্জন।
মাধবেন্দ্র-আরাধনা—আইর রন্ধন ॥
মাধব-পুরীর কথা কহিয়া কহিয়া।
ভোজন করেন প্রভু সর্ব্ব গণ লৈয়া ॥ ২৪৩ ॥
প্রভু বলে "মাধবেন্দ্র-আরাধনা-তিথি।
ভক্তি হয় গোবিন্দে, ভোজন কৈলে ইথি ॥"
এইমত রঙ্গে প্রভু করিয়া ভোজন।
বসিলেন গিয়া প্রভু করি আচমন ॥ ২৪৪ ॥
তবে দিব্য সুগন্ধি চন্দন দিব্য মালা।
প্রভুর সম্মুখে আনি অদ্বৈত থুইলা ॥

এতাদৃশ মহামহিমময় শিব-রূপই বলিয়া থাকেন।

"ইহাতে........মরে" = শিব যেমন কৃষ্ণভক্ত, শিবাবতার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুও তেমনই কৃষ্ণ-রূপী মহাপ্রভুর ভক্ত; কিন্তু মূর্খগণ ইহা না বুঝিয়া মহাপাপের সৃষ্টি করে অর্থাৎ তাহারা অদ্বৈতের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে 'শ্রীচৈতন্য-ভক্ত' না বলিয়া 'ঈশ্বর' বলে বলিয়া, ভালরূপে তাহাদের সর্ব্বনাশ হয় অর্থাৎ তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

২৩৪। "নব নব বস্তু" = নূতন নূতন জিনিষ।

২৩৭। "প্রভু-বিদ্যমান" = প্রভুর সাক্ষাতে।

২৪১। "ভোজনের...........কার্য্য" = প্রসাদ পাওয়াইবার সব যোগাড়-যাগাড় করিতে লাগিলেন।

তবে প্রভু নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে আগে।
দিলেন চন্দন মালা মহা অনুরাগে॥ ২৪৫ ॥
তবে প্রভু সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে জনে জনে।
শ্রীহস্তে চন্দন মালা দিলেন আপনে॥
শ্রীহস্তের প্রসাদ পাইয়া ভক্তগণ।
সবার হৈল পরমানন্দময় মন॥ ২৪৬ ॥
উচ্চ করি সভেই করেন হরিধ্বনি।
কিবা সে আনন্দ হৈল কহিতে না জানি॥
অদ্বৈতের যে আনন্দ অন্ত নাহি তার।
আপনে বৈকুণ্ঠনাথ গৃহ-মধ্যে যাঁর॥ ২৪৭ ॥
এ সকল রঙ্গ প্রভু করিলেন যত।
মনুষ্যের শক্তি ইহা বর্ণিবেক কত॥
এক দিবসের যত চৈতন্য-বিহার।
কোটি বৎসরেও কেহো নারে বর্ণিবার॥২৪৮॥
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যত দূর শক্তি তত দূর উড়ি যায়॥
এইমত চৈতন্য-যশের অন্ত নাই।
তিঁহো যত শক্তি দেন, তত সবে গাই॥২৪৯॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায়॥
এ সব কথার অনুক্রম নাহি জানি।
যে-তে মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি॥২৫০॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥
এ সকল পুণ্য কথা যে করে শ্রবণ।
যেবা পড়ে, তারে মিলে কৃষ্ণপ্রেম-ধন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ২৫১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীঅদ্বৈত-গৃহে বিলাস-বর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চম অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্ব-গুরু।
জয় জয় ভক্তজন-বাঞ্ছাকল্পতরু॥
জয় জয় ন্যাসিমণি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু! শুভ-দৃষ্টিপাত॥ ১ ॥
ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
জয় জয় শ্রীকরুণাসিন্ধু দয়াময়॥
শেষখণ্ড-কথা ভাই শুন একমনে।
শ্রীগৌরসুন্দর বিহরিলেন যেমনে॥ ২ ॥
কতদিন থাকি প্রভু অদ্বৈতের ঘরে।
আইলা কুমারহট্ট—শ্রীবাস-মন্দিরে॥
কৃষ্ণ-ধ্যানানন্দে বসি আছেন শ্রীবাস।
আচম্বিতে ধ্যান-ফল সম্মুখে প্রকাশ॥ ৩ ॥
নিজ-প্রাণনাথ দেখি শ্রীবাস-পণ্ডিত।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা পৃথিবী'ত॥
শ্রীচরণ বক্ষে করি পণ্ডিত-ঠাকুর।
উচ্চস্বরে দীর্ঘশ্বাসে কান্দেন প্রচুর॥ ৪ ॥
গৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীবাসেরে করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান নিজ-প্রেম-জলে॥

৩। "আচম্বিতে·········প্রকাশ"—যাঁহার জন্য ধ্যান করিতেছিলেন, সেই ধ্যেয় বস্তু শ্রীগৌরাঙ্গ হঠাৎ সাম্‌নে আসিয়া দেখা দিলেন।

৫। "সিঞ্চিলেন"—ভিজাইলেন

সুকৃতী শ্রীবাস-গোষ্ঠী চৈতন্য-প্রসাদে।
সবে প্রভু দেখি ঊর্দ্ধবাহু করি কান্দে ॥ ৫ ॥
বৈকুণ্ঠ-নায়ক গৃহে পাইয়া শ্রীবাস।
হেন নাহি জানেন কি জন্মিল উল্লাস ॥
আপনে মাথায় করি উত্তম আসন।
দিলেন, বসিলা তথি কমল-লোচন ॥ ৬ ॥
চতুর্দ্দিকে বসিলেন পারিষদগণ।
সবেই গায়েন কৃষ্ণনাম অনুক্ষণ ॥
গৃহে 'জয় জয়' করে পতিব্রতাগণ।
হইল আনন্দময় শ্রীবাস-ভবন ॥ ৭ ॥
প্রভু আইলেন মাত্র পণ্ডিতের ঘর।
বার্ত্তা পাই আইলা আচার্য্য-পুরন্দর ॥
তাহানে দেখিয়া প্রভু 'পিতা' করি বোলে।
প্রেমাবেশে মত্ত তানে করিলেন কোলে ॥ ৮ ॥
পরম সুকৃতী সে আচার্য্য-পুরন্দর।
প্রভু দেখি কান্দে অতি হৈয়া অসম্বর ॥
বাসুদেব দত্ত আইলেন সেইক্ষণে।
শিবানন্দ সেন আদি আপ্তবর্গ-সনে ॥ ৯ ॥

প্রভুর পরম প্রিয় বাসুদেব দত্ত।
প্রভুর কৃপায় সে জানেন সর্ব্ব তত্ত্ব ॥
জগতের হিতকারী বাসুদেব দত্ত।
সর্ব্বভূতে কৃপালু, চৈতন্য-রসে মত্ত ॥ ১০ ॥
গুণগ্রাহী অদোষ-দরশী সবা প্রতি।
ঈশ্বরে বৈষ্ণবে যথাযোগ্য রতি মতি ॥
বাসুদেব দত্ত দেখি শ্রীগৌরসুন্দর।
কোলে করি কান্দিতে লাগিলা বহুতর ॥১১॥
বাসুদেব দত্ত ধরি প্রভুর চরণ।
উচ্চস্বরে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥
বাসুদেব কান্দিতে কে আছে হেন জন।
শুষ্ক-কাষ্ঠ পাষাণ যে না করে ক্রন্দন ॥ ১২ ॥
বাসুদেব দত্তের যতেক গুণ-সীমা।
বাসুদেব দত্ত বহি নাহিক উপমা ॥
হেন সে প্রভুর প্রীতি দত্তের বিষয়।
প্রভু বলে "আমি বাসুদেবের নিশ্চয়" ॥ ১৩ ।
আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র বলে বারবার।
"এ শরীর বাসুদেব দত্তের আমার ॥

৯। "অসম্বর"—অসামাল; অধীর; আকুল।

১০। "জগতের হিতকারী"—শ্রীবাসুদেব দত্তকে জগতের হিতকারী অর্থাৎ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিলেন, কেননা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়, তিনি মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে এই নিবেদন করিলেন যে—'প্রভো! জীবের পাপ সব আমাকে দাও, আমি দুঃখ ভোগ করি, তাহারা উদ্ধার হইয়া যাউক'। এই অদ্ভুত প্রার্থনায় মহাপ্রভু গলিয়া গেলেন এবং বলিলেন—'তুমি যখন জীবের মঙ্গল কামনা করিতেছ, তখন তাহারা আর পাপের ফল ভোগ না করিয়াই উদ্ধার পাইবে'।

"সর্ব্বভূতে কৃপালু"—তাঁহার উপরোক্ত প্রার্থনা হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, সর্ব্ব জীবের প্রতিই তাঁহার অসীম কৃপা।

"চৈতন্য-রসে মত্ত"—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরসে সর্ব্বদাই বিভোর।

১১। "গুণগ্রাহী..........প্রতি"—সকলেরই গুণমাত্র দেখেন, কাহারও দোষ দেখেন না—কাহারও প্রশংসা বই নিন্দা করেন না, ভাল বই মন্দ বলেন না।

১৩। "দত্তের বিষয়" = বাসুদেব দত্তের উপর।

১৪। "এ শরীর....... আমার"—আমার এই দেহ আমার নহে, ইহা বাসুদেব দত্তের অর্থাৎ

দত্ত আমা যথা বেচে তথাই বিকাই।
সত্য সত্য ইহাতে অন্যথা কিছু নাই ॥ ১৪ ॥
বাসুদেব দত্তের বাতাস যার গায়।
লাগিয়াছে, তারে কৃষ্ণ রক্ষিবে সদায় ॥
সত্য আমি কহি—শুন বৈষ্ণব-মণ্ডল।
এ দেহ আমার—বাসুদেবের কেবল" ॥ ১৫ ॥
বাসুদেব দত্তেরে প্রভুর কৃপা শুনি।
আনন্দে বৈষ্ণবগণ করে 'হরিধ্বনি' ॥
ভক্ত বাড়াইতে গৌরসুন্দর সে জানে।
যেন করে ভক্ত, তেন করেন আপনে ॥ ১৬ ॥
এইমত রঙ্গে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
কতদিন রহিলেন শ্রীবাসের ঘর ॥
শ্রীবাস রামাই দুই ভাই গুণ গায়।
বিহ্বল হইয়া নাচে বৈকুণ্ঠের রায় ॥ ১৭ ॥
চৈতন্যের অতি প্রিয় শ্রীবাস রামাই।
দুই চৈতন্যের দেহ—দ্বিধা কিছু নাই ॥
সঙ্কীর্ত্তন ভাগবত-পাঠ ব্যবহারে।
বিদূষক-লীলায় কি অশেষ প্রকারে ॥ ১৮ ॥
জন্মায়েন প্রভুর সন্তোষ শ্রীনিবাস।
যার গৃহে প্রভুর সর্ব্বদা পরকাশ ॥
এক দিন প্রভু শ্রীনিবাসের সহিতে।
ব্যবহার-কথা কিছু কহেন নিভৃতে ॥ ১৯ ॥
প্রভু বলে "তুমি দেখি কোথাও না যাও।
কেমতে বা কুলাইবা, কেমতে কুলাও ॥"
শ্রীবাস বলেন "প্রভু কোথাও যাইতে।
না লয় আমার চিত্ত কহিনু তোমাতে" ॥২০॥
প্রভু বলে "পরিবার অনেক তোমার।
নির্ব্বাহ কেমতে তবে হইবে সবার ॥"
শ্রীবাস বলেন "যার অদৃষ্টে যা থাকে।
সেই হইবেক, মিলিবেক যে-তে পাকে" ॥২১॥
প্রভু বলে—"তবে তুমি করহ সন্ন্যাস।"
"তাহা না পারিব মুই"—বলেন শ্রীবাস ॥
প্রভু বলে "সন্ন্যাস-গ্রহণ না করিবা।
ভিক্ষা করিতেও কারো দ্বারে না যাইবা ॥
কেমতে করিবা পরিবারের পোষণ।
কিছু ত না বুঝি মুই তোমার বচন ॥ ২২ ॥
এ কালে ত কোথাও না গেলে, না আইলে।
বটমাত্র কাহারেও আসিয়া না মিলে ॥
না মিলিল যদি আসি তোমার দুয়ারে।
তবে তুমি কি করিবা বলহ আমারে" ॥ ২৩ ॥
শ্রীবাস বলেন হাতে তিন তালি দিয়া।
"এক দুই তিন—এই কহিনু ভাঙ্গিয়া ॥"
প্রভু বলে "এক দুই তিন—যে কহিলা।
কি অর্থ ইহার বল, কেনে তালি দিলা" ॥২৪॥
শ্রীবাস বলেন "এই দঢ়ান আমার।
তিন উপবাসে যদি না মিলে আহার ॥
তবে সত্য কহোঁ ঘট বান্ধিয়া গলায়।
প্রবেশ করিমু প্রভু। সর্ব্বথা গঙ্গায়" ॥ ২৫ ॥

ইহাতে আমার নিজের কোনও অধিকার নাই, বাসুদেব দত্তেরই অধিকার।

১৮। "দ্বিধা"=ভেদ অথবা সন্দেহ।

"ব্যবহারে"=লৌকিক যত্নে।

"বিদূষক-লীলায়"=কৃষ্ণ-বিষয়ক রঙ্গ-রসে বা হাস্য-কৌতুকে।

১৯। "ব্যবহার-কথা"=সাংসারিক কথা।

২০। "কুলাইবা"=সংসার চালাইবে।

২৩। "না গেলে, না আইলে"-ভিক্ষার জন্য যাতায়াত না করিলে। "বটমাত্র"=কড়িমাত্র।

২৫। "এই দঢ়ান আমার"=এই দৃঢ়-নিশ্চয় করিয়াছি।

এইমাত্র শ্রীবাসের শুনিয়া বচন।
হুঙ্কার করিয়া উঠে শ্রীশচীনন্দন॥
প্রভু বলে "কি বলিলি পণ্ডিত শ্রীবাস।
তোহার কি অন্ন-দুঃখে হৈব উপবাস॥ ২৬॥
যদি কদাচিৎ বা লক্ষ্মীও ভিক্ষা করে।
তথাপিহ দারিদ্র নহিব তোর ঘরে॥
আপনেও গীতাতে যে বলিয়াছোঁ মুই।
তাহা কি শ্রীবাস সব পাসরিলি তুই॥ ২৭॥
যে জন চিন্তয়ে মোরে অনন্য হইয়া।
তারে ভক্ষ্য দেও মুই মাথায় বহিয়া॥
যে মোরে চিন্তয়ে—নাহি যায় কারো দ্বারে।
আপনে আসিয়া সর্ব্ব সিদ্ধি মিলে তারে॥২৮॥

তথাহি শ্রীগীতায়াং (৯।২২)—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগ-ক্ষেমং বহাম্যহং॥২৯

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ আপনে আইসে।
তথাপিহ না চায়, না লয় মোর দাসে॥
মোর সুদর্শন-চক্রে রাখে মোর দাস।
মহাপ্রলয়েও যার নাহিক বিনাশ॥ ৩০॥
যে মোহার দাসেরেও করয়ে স্মরণ।
তাহারেও করোঁ মুই পোষণ পালন॥
সেবকের দাস সে মোহার প্রিয় বড়।
অনায়াসে সেই সে মোহারে পায় দঢ়॥ ৩১॥
কোন্ চিন্তা মোর সেবকের 'ভক্ষ্য' করি।
মুই যার পোষ্টা আছোঁ সকল-উপরি॥
সুখে শ্রীনিবাস! তুমি বসি থাক ঘরে।
আপনি আসিবে সব তোমার দুয়ারে॥ ৩২॥
অদ্বৈতেরে তোমারে আমার এই বর।
'জরাগ্রস্ত নহিব দোঁহার কলেবর'॥"
রাম-পণ্ডিতেরে ডাকি শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রভু বলে "শুন রাম! আমার উত্তর॥ ৩৩॥
জ্যেষ্ঠ ভাই শ্রীবাসেরে তুমি সর্ব্বথায়।
সেবিবে ঈশ্বর-বুদ্ধ্যে আমার আজ্ঞায়॥
প্রাণ-সম তুমি মোর শ্রীরাম-পণ্ডিত।
শ্রীবাসের সেবা না ছাড়িবা কদাচিত"॥ ৩৪॥

"শ্রীবাস.........গঙ্গায়" = এতদ্দ্বারা শ্রীভগবানে শ্রীবাসের অসাধারণ বিশ্বাস প্রদর্শিত হইতেছে। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ভগবান্ তাঁহার আহার যোগাবেনই। শ্রীভগবানের শ্রীমুখের "যোগক্ষেমং বহাম্যহং" এই বাক্যে যাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তাঁহাদের পক্ষেই ঐরূপ উক্তি সম্ভবে।

২৭। "আপনেও................মুই" = এতদ্দ্বারা মহাপ্রভু যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তাহাই তিনি ব্যক্ত করিলেন।

২৯। যাহারা একমাত্র আমাকেই পাইবার জন্য আমার চিন্তা করিতে করিতে সর্ব্বপ্রকারে আমারই ভজনা করে, সেই মদ্গত-চিত্ত ভক্তগণের অন্নাহরণ ও সংরক্ষণ আমিই করিয়া থাকি।

৩১। "সেবকের............দঢ়" = এতৎ-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বলিতেছেন :—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ! ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥
আদিপুরাণ

"সেবকের দাস" = দাসের দাস; ভক্তের দাস; বৈষ্ণবের দাস।

৩২। "কোন্ .....উপরি" = পুরাণ-বক্তা মহর্ষি শ্রীশৌনক বলিলেন :—

ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।
যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ স কিং ভক্তানুপেক্ষতে॥
শ্রীপাণ্ডব-গীতা।

৩৩। "আমার উত্তর" = আমার কথা।

শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীবাস শ্রীরাম।
অন্ত নাহি আনন্দে, হইলা পূর্ণকাম ॥
অদ্যাপিহ শ্রীবাসের চৈতন্য-কৃপায়।
দ্বারে সব উপসন্ন হৈতেছে লীলায় ॥ ৩৫ ॥
কি কহিব শ্রীবাসের উদার চরিত্র।
ত্রিভুবন হয় যাঁর স্মরণে পবিত্র ॥
সত্য সেবিলেন চৈতন্যেরে শ্রীনিবাস।
যাঁর ঘরে চৈতন্যের সকল বিলাস ॥ ৩৬ ॥
হেন রঙ্গে শ্রীবাস-মন্দিরে গৌররায়।
রহিলেন কত দিন শ্রীবাস-ইচ্ছায় ॥
ঠাকুর-পণ্ডিত সর্ব্ব গোষ্ঠীর সহিতে।
আনন্দে ভাসেন প্রভু দেখিতে দেখিতে ॥
কতদিন থাকি প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
তবে গেলা পাণিহাটী রাঘব-মন্দিরে ॥ ৩৭ ॥
কৃষ্ণ-কার্য্যে আছেন শ্রীরাঘব-পণ্ডিত।
সম্মুখে শ্রীগৌরচন্দ্র হইলা বিদিত ॥
প্রাণনাথ দেখিয়া শ্রীরাঘব-পণ্ডিত।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা পৃথিবীত ॥ ৩৮ ॥
দৃঢ় করি ধরি রমাবল্লভ-চরণ।
আনন্দে রাঘবানন্দ করেন ক্রন্দন ॥
প্রভুও রাঘব-পণ্ডিতেরে করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-জলে ॥ ৩৯ ॥
হেন সে আনন্দ হৈল রাঘব-শরীরে।
কোন্ বিধি করিবেন কিছুই না স্ফুরে ॥
রাঘবের ভক্তি দেখি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
রাঘবেরে করিলেন শুভ-দৃষ্টিপাত ॥ ৪০ ॥
প্রভু বলে "রাঘবের আলয়ে আসিয়া।
পাসরিনু সব দুঃখ রাঘব দেখিয়া ॥
গঙ্গায় মজ্জন কৈলে যে সন্তোষ হয়।
সেই সুখ পাইলাম রাঘব-আলয়" ॥ ৪১ ॥
হাসি বলে প্রভু "শুন রাঘব-পণ্ডিত।
কৃষ্ণের রন্ধন গিয়া করহ ত্বরিত ॥"
আজ্ঞা পাই শ্রীরাঘব পরম সন্তোষে।
চলিলেন রন্ধন করিতে প্রেমরসে ॥ ৪২ ॥
চিত্তবৃত্তি যতেক মানস আপনার।
সেইমত পাক বিপ্র করিলা অপার ॥
আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
নিত্যানন্দ সঙ্গে আর যত আপ্তগণ ॥ ৪৩ ॥
ভোজন করেন গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীকান্ত।
সকল ব্যঞ্জন প্রভু প্রশংসে একান্ত ॥
প্রভু বলে "রাঘবের কি সুন্দর পাক।
এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক ॥"
শাকেতে প্রভুর প্রীত রাঘব জানিয়া।
রান্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিয়া ॥ ৪৪ ॥

৩৫। "লীলায়" = অনায়াসে।

৩৯। "রমাবল্লভ-চরণ" – এতদ্দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গ হইলেন যে লক্ষ্মীকান্ত শ্রীনারায়ণ, তাহাই ব্যক্ত করিলেন।

৪০। "কোন্……স্ফুরে" = কিরূপে যে তাঁহার আদর অভ্যর্থনা করিবেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। মানুষ যখন অত্যধিক আনন্দে আত্মহারা হয়, তখন এইরূপই হতজ্ঞান হইয়া পড়ে।

৪১। "গঙ্গায়……হয়" = গঙ্গাস্নান করিলে যে কি আনন্দ হয়, গঙ্গার প্রতি যাঁহাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি আছে, তাঁহারাই তাহা অনুভব করিতে পারেন।

৪৩। "চিত্তবৃত্তি ……..আপনার" = আপনার মনে যা যা ভাল লাগিয়াছে।

"সেইমত" = মনের মত করিয়া।

এইমত রঙ্গে প্রভু করিয়া ভোজন।
বসিলেন গিয়া প্রভু করি আচমন ॥
রাঘব-মন্দিরে শুনি শ্রীগৌরসুন্দর।
গদাধর দাস ধাই আইলা সত্বর ॥ ৪৫ ॥
প্রভুর পরম প্রিয় গদাধর দাস।
ভক্তি-সুখে পূর্ণ যাঁর বিগ্রহ প্রকাশ ॥
প্রভুও দেখিয়া গদাধর সুকৃতীরে।
শ্রীচরণ তুলিয়া দিলেন তান শিরে ॥ ৪৬ ॥
পুরন্দর-পণ্ডিত পরমেশ্বর দাস।
যাঁহার বিগ্রহে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ ॥
সত্বরে ধাইয়া আইলেন সেইক্ষণে।
প্রভু দেখি প্রেমযোগে কান্দে দুই জনে ॥
রঘুনাথ বৈদ্য আইলেন ততক্ষণে।
পরম বৈষ্ণব—অন্ত নাহি যার গুণে ॥ ৪৭ ॥
এইমত যথা যত বৈষ্ণব আছিলা।
সবেই প্রভুর স্থানে আসিয়া মিলিলা ॥
পাণিহাটী গ্রামে হৈল পরম আনন্দ।
আপনে সাক্ষাৎ যথা প্রভু গৌরচন্দ্র ॥ ৪৮ ॥
রাঘব-পণ্ডিত প্রতি শ্রীগৌরসুন্দর।
নিভৃতে করিলা কিছু রহস্য-উত্তর ॥
"রাঘব! তোমারে আমি নিজ-গোপ্য কহি।
আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ বহি ॥ ৪৯ ॥
এই নিত্যানন্দ যেই করায় আমারে।
সেই করি আমি—এই বলিল তোমারে ॥
আমার সকল কর্ম্ম নিত্যানন্দ-দ্বারে।
এই আমি অকপটে কহিল তোমারে ॥ ৫০ ॥
যেই আমি, সেই নিত্যানন্দ—ভেদ নাই।
তোমার ঘরেই সব জানিবা এথাই ॥
মহাযোগেশ্বরো যাহা পাইতে দুর্ল্লভ।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইবা সুলভ ॥ ৫১ ॥
এতেকে হইয়া তুমি মহা সাবধান।
নিত্যানন্দ সেবিহ—যে-হেন ভগবান্॥"
মকরধ্বজ কর প্রতি শ্রীগৌরচন্দ্র।
বলিলেন "সেবিহ তুমি শ্রীরাঘবানন্দ ॥ ৫২ ॥
রাঘব-পণ্ডিত প্রতি যে প্রীতি তোমার।
সে সকল সুনিশ্চয় জানিহ আমার॥"
হেনমতে পাণিহাটী-গ্রাম ধন্য করি।
আছিলেন কত দিন গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥ ৫৩ ॥
তবে প্রভু আইলেন বরাহ-নগরে।
মহা-ভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে ॥
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে।
প্রভু দেখি ভাগবত লাগিলা পড়িতে ॥ ৫৪ ॥
শুনিয়া তাহান ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র-নারায়ণ ॥
'বোল বোল' বলে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করয়ে সদায় ॥ ৫৫ ॥
সেহো বিপ্র পড়ে পরানন্দে মগ্ন হৈয়া।
প্রভুও করেন নৃত্য বাহ্য পাসরিয়া ॥
ভক্তির মহিমা-শ্লোক শুনিতে শুনিতে।
পুনঃপুনঃ আছাড় পড়েন পৃথিবীতে ॥ ৫৬ ॥
হেন সে করেন প্রভু প্রেমের প্রকাশ।
আছাড় দেখিতে সর্ব্ব লোক পায় ত্রাস ॥

৪৯। "নিভৃতে........উত্তর" = গোপনে কিছু গূঢ় কথা বলিলেন।

"আমার............বহি" = একমাত্র নিত্যানন্দই কেবল আমা হইতে অভিন্ন; একমাত্র নিত্যানন্দ ও আমি একই বস্তু।

৫৩। "সে......আমার" = তোমার সেই প্রীতি শুধু আমার প্রতিই করা হইতেছে, ইহা নিশ্চয় জানিও।

৫৪। "এক ব্রাহ্মণের" = ইঁহার নাম শ্রীরঘুনাথ।

এইমত রাত্রি তিন প্রহর অবধি।
ভাগবত শুনিয়া নাচিলা গুণনিধি॥
বাহ্য পাই বসিলেন শ্রীশচীনন্দন।
সন্তোষে বিপ্রেরে করিলেন আলিঙ্গন॥ ৫৭॥
প্রভু বলে "ভাগবত এমত পড়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে॥
এতেকে তোমার নাম 'ভাগবতাচার্য্য'।
ইহা বিনা আর কোনো না করিহ কার্য্য॥"
বিপ্র প্রতি প্রভুর পদবী যোগ্য শুনি।
সবে করিলেন মহা 'হরি-হরি'-ধ্বনি॥ ৫৮॥
এইমত প্রতি গ্রামে গ্রামে গঙ্গা-তীরে।
রহিয়া রহিয়া প্রভু ভক্তের মন্দিরে॥
সবার করিয়া মনোরথ পূর্ণ কাম।
পুনঃ আইলে প্রভু নীলাচল-ধাম॥ ৫৯॥
গৌড়দেশে পুনর্ব্বার প্রভুর বিহার।
ইহা যে শুনয়ে তার দুঃখ নহে আর॥
সর্ব্ব নীলাচল-দেশে উপজিল ধ্বনি।
পুনঃ আইলেন প্রভু ন্যাসি-চূড়ামণি॥ ৬০॥
মহানন্দে সর্ব্বলোকে 'জয় জয়' বলে।
আইলা সচল-জগন্নাথ নীলাচলে॥
শুনি সব উৎকলের পারিষদগণ।
সার্ব্বভৌম আদি আইলেন সেইক্ষণ॥ ৬১॥

চিরদিন প্রভুর বিরহে ভক্তগণ।
আনন্দে প্রভুরে দেখি করেন ক্রন্দন॥
প্রভুও সবারে মহাপ্রেমে করি কোলে।
সিঞ্চিলা সবার অঙ্গ নয়নের জলে॥
হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
রহিলেন কাশীমিশ্র-গৃহে কুতূহলে॥ ৬২॥
নিরন্তর নৃত্য গীত আনন্দ-আবেশ।
প্রকাশেন গৌরচন্দ্র—দেখে সর্ব্ব দেশ॥
কখনো নাচেন জগন্নাথের সম্মুখে।
তিলার্দ্ধেকো বাহ্য নাহি নিজানন্দ-সুখে॥
কখনো নাচেন কাশীমিশ্রের মন্দিরে।
কখনো নাচেন মহাপ্রভু সিন্ধু-তীরে॥ ৬৩॥
এইমত নিরন্তর প্রেমের বিলাস।
তিলার্দ্ধেকো অন্য কর্ম্ম নাহিক প্রকাশ॥
পানীশঙ্খ বাজিলে উঠেন সেইক্ষণ।
কপাট খুলিলে জগন্নাথ-দরশন॥
জগন্নাথ দেখিতে যে প্রকাশেন প্রেম।
অকথ্য অদ্ভুত—গঙ্গাধারা বহে যেন॥ ৬৪॥
দেখিয়া অদ্ভুত সব উৎকলের লোক।
কারো দেহে আর নাহি রহে দুঃখ শোক॥
যে দিকে চৈতন্য-মহাপ্রভু চলি যায়।
সেই দিকে সর্ব্বলোক 'হরি হরি' গায়॥ ৬৫॥

৫৮। "ভাগবতাচার্য্য" = ইনি সুপ্রসিদ্ধ "শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী" গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ পয়ারচ্ছন্দে শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অপূর্ব্ব অনুবাদ। সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠের সুখানুভব করিয়া থাকেন।

৫৯। "সবার……কাম" = সকলের মনোবাসনা ও কামনা পূর্ণ করিয়া।

৬২। "কাশীমিশ্র-গৃহে" = বর্ত্তমান গম্ভীরা।

৬৪। "পানীশঙ্খ ……..সেইক্ষণ" = তৎকালে শঙ্খ বাজাইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের গাত্রোত্থান করান হইত। ইহা চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে হইত। যেই সেই শঙ্খ বাজিত, মহাপ্রভুও তখনই গাত্রোত্থান করিতেন।

৬৫। "উৎকলের" = উড়িষ্যার।

প্রতাপরুদ্রের স্থানে হইল গোচর।
'নীলাচলে আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর ॥
সেইক্ষণে শুনি মাত্র নৃপতি প্রতাপ।
কটক ছাড়িয়া আইলেন জগন্নাথ ॥ ৬৬ ॥
প্রভুরে দেখিতে সে রাজার বড় প্রীত।
প্রভু সে না দেন দরশন কদাচিত ॥
সার্ব্বভৌম-আদি সব-স্থানে রাজা কহে।
তথাপি প্রভুরে কেহো না জানায় ভয়ে ॥
রাজা বলে "তুমি-সব যদি কর ভয়।
অগোচরে আমারে দেখাহ মহাশয়" ॥ ৬৭ ॥
দেখিয়া রাজার আর্ত্তি সর্ব্ব ভক্তগণে।
সবে মেলি এই যুক্তি করিলেন মনে ॥
"যে সময়ে প্রভু নৃত্য করেন কীর্ত্তনে।
বাহ্য-জ্ঞান দৈবে নাহি থাকয়ে তখনে ॥ ৬৮ ॥
রাজাও পরম ভক্ত সেই অবসরে।
দেখিবেন প্রভুরে থাকিয়া অগোচরে ॥"
এই যুক্তি সবে কহিলেন রাজা-স্থানে।
রাজা বলে "যে-তে মতে দেখোঁ মাত্র তাঁনে ॥"
দৈবে একদিন নৃত্য করেন ঈশ্বর।
শুনি রাজা একেশ্বর আইলা সত্বর ॥ ৬৯ ॥
আড়ে থাকি দেখে রাজা নৃত্য করে প্রভু।
পরম অদ্ভুত যাহা নাহি দেখে কভু ॥
অবিচ্ছিন্ন কত ধারা বহে শ্রীনয়নে।
কম্প স্বেদ বৈবর্ণ্য পুলক ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৭০ ॥
হেন সে আছাড় প্রভু পড়েন ভূমিতে।
হেন নাহি যে বা ত্রাস না পায় দেখিতে ॥
হেন সে করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র ধরেন শ্রবণ ॥ ৭১ ॥
কখনো করেন হেন রোদন বিরহে।
রাজা দেখে পৃথিবীতে যেন নদী বহে ॥
এইমত কত হয় অনন্ত বিকার।
কত যায় কত হয়—লেখা নাহি তার ॥ ৭২ ॥
নিরবধি দুই মহা-বাহুদণ্ড তুলি।
'হরি বোল' বলিয়া নাচেন কুতূহলী ॥
এইমত নৃত্য প্রভু করি কতক্ষণে।
বাহ্য প্রকাশিয়া বসিলেন সর্ব্ব গণে ॥ ৭৩ ॥
রাজাও চলিলা অলক্ষিতে সেই ক্ষণে।
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য মহানন্দ-মনে ॥
দেখিয়া অদ্ভুত নৃত্য, অদ্ভুত বিকার।
রাজার মনেতে হৈল সন্তোষ অপার ॥ ৭৪ ॥
সবে একখানি মাত্র ধরিলেক মনে।
সেহো তান অনুগ্রহ হইবার কারণে ॥
প্রভুর নাসায় যত দিব্য ধারা বহে।
নিরবধি নাচিতে শ্রীমুখে লালা হয়ে ॥ ৭৫ ॥
ধূলায় লালায় নাসিকার প্রেমধারে।
সকল শ্রীঅঙ্গ ব্যাপ্ত কীর্ত্তন-বিকারে ॥
এ সকল কৃষ্ণ-ভাব না বুঝি নৃপতি।
ঈষত সন্দেহ তান ধরিলেক মতি ॥ ৭৬ ॥

৬৬। "হইল গোচর" = সংবাদ গেল।

৬৭। "অগোচরে" = তিনি যেন জানিতে না পারেন, এরূপ ভাবে।

৭০। "ক্ষণে ক্ষণে" = প্রতি মুহূর্ত্তে।

৭১। "ত্রাস" = ভয়। "শুনিয়া…শ্রবণ" = সেই ভীষণ গর্জ্জন-ধ্বনি সহ্য করিতে না পারিয়া, মহারাজ প্রতাপরুদ্র হাত দিয়ে কাণ চেপে ধল্লেন।

৭২। "রাজা" = মহারাজ প্রতাপরুদ্র। "যেন নদী বহে" = চোকের জলে নদী বহে যাচ্চে।

৭৫। "সবে…মনে" কেবলমাত্র একটী বিষয়ে তাঁহার মনে সন্দেহ হইল।

৭৬। "ধরিলেক মতি" = মনে আসিল।

কারো স্থানে রাজা ইহা না করি প্রকাশ।
পরম সন্তোষে রাজা গেলা নিজ-বাস ॥
প্রভুরে দেখিয়া রাজা মহাসুখী হৈয়া।
থাকিলেন গৃহে গিয়া শয়ন করিয়া ॥ ৭৭ ॥
আপনে শ্রীজগন্নাথ ন্যাসি-রূপ ধরি।
নিজে সঙ্কীর্ত্তন-ক্রীড়া করে অবতরি ॥
ঈশ্বর-মায়ায় রাজা মর্ম্ম নাহি জানে।
সেই প্রভু জানাইতে লাগিলা আপনে ॥৭৮॥
সুকৃতী প্রতাপ সেই রাত্রে স্বপ্ন দেখে।
স্বপ্নে গিয়াছেন জগন্নাথের সম্মুখে ॥
রাজা দেখে—জগন্নাথ-অঙ্গ ধূলাময়।
দুই শ্রীনয়নে যেন গঙ্গা-ধারা বয় ॥ ৭৯ ॥
দুই শ্রীনাসায় জল পড়ে নিরন্তর।
শ্রীমুখে পড়য়ে লালা তিতে কলেবর ॥
স্বপ্নে রাজা মনে চিন্তে "এ কিরূপ লীলা।
বুঝিতে না পারি জগন্নাথের কি খেলা" ॥৮০॥
জগন্নাথের চরণ স্পর্শিতে রাজা যায়।
জগন্নাথ বলে "রাজা এ ত না জুয়ায় ॥
কর্পূর কস্তুরী গন্ধ চন্দন কুঙ্কুমে।
লেপিত তোমার অঙ্গ সকল উত্তমে ॥ ৮১ ॥
আমার শরীর দেখ ধূলা-লালাময়।
আমা পরশিতে কি তোমার যোগ্য হয়
আমি যে নাচিতে আজি তুমি গিয়াছিলা।
ঘৃণা কৈলে মোর অঙ্গে দেখি ধূলা লালা ॥৮২॥
সেই ধূলা লালা দেখ সর্ব্বাঙ্গে আমার।
তুমি মহারাজা—মহারাজার কুমার ॥
আমারে স্পর্শিতে কি তোমার যোগ্য হয়।"
এত বলি ভৃত্যে চাহি হাসে দয়াময় ॥ ৮৩ ॥
সেইক্ষণে দেখে রাজা সেই সিংহাসনে।
চৈতন্য-গোসাঁই বসি আছেন আপনে ॥
সেইমত সকল শ্রীঅঙ্গ ধূলাময়।
রাজারে বলেন হাসি "এ ত যোগ্য নয় ॥ ৮৪॥
তুমি যে আমারে ঘৃণা করি গেলা মনে।
তবে তুমি আমা পরশিবা কি কারণে ॥"
এইমত প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা করি।
সিংহাসনে বসি হাসে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥৮৫॥
রাজার হইল কতক্ষণে জাগরণ।
পাইয়া চৈতন্য রাজা করেন ক্রন্দন ॥
"মহা-অপরাধী মুই পাপী দুরাচার।
না জানিনু চৈতন্য—ঈশ্বর-অবতার ॥ ৮৬ ॥
জীবের বা কোন্ শক্তি তাঁহারে জানিতে।
ব্রহ্মাদির মোহ হয় যাঁহার মায়াতে ॥
এতেকে ক্ষমহ প্রভু! মোর অপরাধ।
নিজ-দাস করি মোরে করহ প্রসাদ" ॥ ৮৭ ॥
"আপনে শ্রীজগন্নাথ—চৈতন্য-গোসাঁই।"
রাজা জানিলেন—"ইথে কিছু ভেদ নাই ॥"
বিশেষ উৎকণ্ঠা হৈল প্রভুরে দেখিতে।
তথাপি না পারে কেহো দেখা করাইতে ॥৮৮॥

৭৮। "আপনে......আপনে" = স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ-দেবই যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপে অবতীর্ণ হইয়া, সন্ন্যাসি-বেশ ধারণ পূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তন-লীলা করিতেছেন, মহারাজ প্রতাপরুদ্র ভগবানের মায়া-প্রভাবে সে তত্ত্ব অবগত নহেন। ঐ তত্ত্ব মহাপ্রভু এখন নিজেই তাঁহাকে জানাইতে লাগিলেন।

৭৯। "প্রতাপ" = মহারাজ প্রতাপরুদ্র।

৮১। "সকল উত্তমে" = সমস্ত ভাল ভাল গন্ধ-দ্রব্যে।

৮৬। "পাইয়া চৈতন্য" = জাগিয়া উঠিয়া।

"না......অবতার" = শ্রীচৈতন্য-দেব যে ঈশ্বরের অবতার, তাহা ত আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

৮৮। "আপনে...নাই" = স্বয়ং শ্রীজগন্নাথদেবই

দৈবে একদিন প্রভু পুষ্পের উদ্যানে।
বসিয়া আছেন কত পারিষদ-সনে ॥
একাকী প্রতাপরুদ্র গিয়া সেই স্থানে।
দীর্ঘ হই পড়িলেন প্রভুর চরণে ॥ ৮৯ ॥
অশ্রু কম্প পুলকে রাজার অন্ত নাই।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন সেই ঠাঁই ॥
বিষ্ণুভক্তি-চিহ্ন প্রভু দেখিয়া রাজার।
'উঠ' বলি শ্রীহস্ত দিলেন অঙ্গে তাঁর ॥ ৯০ ॥
শ্রীহস্ত-পরশে রাজা পাইল চেতন।
প্রভুর চরণ ধরি করেন ক্রন্দন ॥
"ত্রাহি ত্রাহি কৃপাসিন্ধু সর্ব্ব-জীব-নাথ।
মুই পাতকীরে কর শুভ-দৃষ্টিপাত ॥ ৯১ ॥
ত্রাহি ত্রাহি স্বতন্ত্র-বিহারি! কৃপাসিন্ধু।
ত্রাহি ত্রাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! দীনবন্ধু ॥
ত্রাহি ত্রাহি সর্ব্ব-বেদ-গোপ্য! রমাকান্ত।
ত্রাহি ত্রাহি ভক্তজন-বল্লভ! একান্ত ॥ ৯২ ॥
ত্রাহি ত্রাহি মহা-শুদ্ধসত্ত্বরূপ-ধারি।
ত্রাহি ত্রাহি সঙ্কীর্ত্তন-লম্পট! মুরারি ॥
ত্রাহি ত্রাহি অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব-গুণ-নাম।
ত্রাহি ত্রাহি পরম-কোমল গুণধাম ॥ ৯৩ ॥
ত্রাহি ত্রাহি অজ-ভব-বন্দ্য-শ্রীচরণ।
ত্রাহি ত্রাহি সন্ন্যাস-ধর্ম্মের বিভূষণ ॥
ত্রাহি ত্রাহি শ্রীগৌরসুন্দর! মহাপ্রভু।
এই কৃপা কর নাথ! না ছাড়িবা কভু ॥"
শুনি প্রভু প্রতাপরুদ্রের কাকুর্ব্বাদ।
তুষ্ট হই প্রভু তারে করিলা প্রসাদ ॥ ৯৪ ॥
প্রভু বলে "কৃষ্ণভক্তি হউক তোমার।
কৃষ্ণ-কার্য্য বিনা তুমি না করিবা আর ॥
নিরন্তর কর গিয়া কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
তোমার রক্ষিতা বিষ্ণু-চক্র সুদর্শন ॥ ৯৫ ॥
তুমি, সার্ব্বভৌম, আর রামানন্দ-রায়।
তিনের নিমিত্ত মুই আইনু এথায় ॥
সবে এক বাক্য মাত্র পালিবা আমার।
মোরে না করিবা তুমি কোথাও প্রচার ॥৯৬॥
এবে যদি আমারে প্রচার কর তুমি।
তবে এথা ছাড়ি সত্য চলিবাঙ আমি ॥"
এত বলি আপন-গলার মালা দিয়া।
বিদায় দিলেন তারে সন্তোষ হইয়া ॥ ৯৭ ॥
চলিলা প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা ধরি শিরে।
দণ্ডবত পুনঃপুনঃ করিয়া প্রভুরে ॥

যে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু—এ দুইয়ে যে কিছুমাত্র ভেদ নাই, রাজা তখন তাহা বুঝিতে পারিলেন।

৯২। "স্বতন্ত্র-বিহারি" = যিনি স্বেচ্ছামত বিহার করেন, তাঁহাকে স্বতন্ত্র-বিহারী বলা যায়।

৯৩। "মহা-শুদ্ধসত্ত্বরূপ-ধারি" = যাঁহার শ্রীঅঙ্গ কেবল বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় অপ্রাকৃত পদার্থে সংগঠিত; শুদ্ধসত্ত্ব-কলেবর।

"সঙ্কীর্ত্তন-লম্পট" = কীর্ত্তনলীলা-বিলাসি।

"মুরারি" = মুররিপু শ্রীকৃষ্ণ।

"অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব-গুণ-নাম" = যাঁহার নিগূঢ় তত্ত্ব এবং যাঁহার গুণ ও নামের মাহাত্ম্য কেহ সম্যক্‌রূপে অবগত নহে—কেউ ভাল জানে না।

"পরম কোমল" = অতীব সুকুমার ও সৌম্য-বিগ্রহ এবং দয়ার্দ্রচিত্ত।

"গুণধাম" = নিখিল সদ্‌গুণালঙ্কৃত।

৯৪। "অজ-ভব-বন্দ্য-শ্রীচরণ" = যাঁহার শ্রীপাদ-পদ্ম ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণও বন্দনা করেন।

"সন্ন্যাস-ধর্ম্মের বিভূষণ" = যিনি সন্ন্যাস-ধর্ম্মের অলঙ্কার-স্বরূপ অর্থাৎ যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করায় সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অলঙ্কৃত হইয়া সমুজ্জ্বল হইয়াছে।

প্রভু দেখি নৃপতি হইলা পূর্ণকাম।
নিরবধি করেন চৈতন্যচন্দ্র-ধ্যান ॥ ৯৮ ॥
প্রতাপরুদ্রের প্রভু-সহিত দর্শন।
ইহা যে শুনয়ে তারে মিলে প্রেমধন ॥
হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
রহিলেন কীর্ত্তন-বিহার-কুতূহলে ॥ ৯৯ ॥
উৎকলে জন্মিয়াছিলা যত অনুচর।
সবে চিনিলেন নিজ-প্রাণের ঈশ্বর ॥
শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র—কৃষ্ণ-প্রেমের সাগর।
আত্মপদ যাঁরে দিলা শ্রীগৌরসুন্দর ॥ ১০০ ॥
শ্রীপরমানন্দ-মহাপাত্র-মহাশয়।
যাঁর তনু শ্রীচৈতন্য-ভক্তিরসময় ॥
কাশী-মিশ্র পরম বিহ্বল কৃষ্ণ-রসে।
আপনে রহিলা প্রভু যাঁহার আবাসে ॥ ১০১ ॥
এইমত প্রভু সর্ব্ব ভৃত্য করি সঙ্গে।
নিরবধি গোঙায়েন সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে ॥
যত যত উদাসীন শ্রীচৈতন্য-দাস।
সবে করিলেন আসি নীলাচলে বাস ॥ ১০২ ॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু পরম উদ্দাম।
সর্ব্ব নীলাচলে ভ্রমে মহাজ্যোতির্ধাম ॥
নিরবধি পরানন্দ-রসে উনমত্ত।
লখিতে না পারে কেহো—অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব ॥
সদাই জপেন নাম—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
স্বপ্নেও নাহিক নিত্যানন্দ-মুখে অন্য ॥ ১০৩ ॥
লক্ষ্মণের রামচন্দ্রে যেন রতি মতি।
সেইমত নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য প্রতি ॥
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে সকল সংসার।
অদ্যাপিহ গায় শ্রীচৈতন্য-অবতার ॥ ১০৪ ॥
হেনমতে মহাপ্রভু—চৈতন্য নিতাই।
নীলাচলে বসতি করেন দুই ভাই ॥
একদিন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি।
নিভৃতে বসিলা নিত্যানন্দ সঙ্গে করি ॥১০৫ ॥
প্রভু বলে "শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি ॥
প্রতিজ্ঞা করিল আমি আপনার মুখে।
মূর্খ নীচ দরিদ্রে ভাসাব প্রেম-সুখে ॥ ১০৬ ॥
তুমিও থাকিলা যদি মুনি-ধর্ম্ম করি।
আপন-উদ্দাম-ভাব সব পরিহরি ॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কেবা করিবে উদ্ধার ॥ ১০৭ ॥
ভক্তিরস-দাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার কিবা নিমিত্ত করিলে ॥
এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও ॥১০৮॥

১০০। "আত্ম-পদ" = নিজ-শ্রীচরণ।

১০৩। "লখিতে...... .....তত্ত্ব" = তাঁহার তত্ত্ব, তাঁহার বিলাস এতাদৃশ নিগূঢ়, এরূপ দুর্জ্ঞেয় যে, তাঁহাকে চিনিতে পারিবার, তাঁহাকে ধরিতে পারিবার শক্তি কাহারও হয় না, কেহই তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া বুঝিতে পারে না।

১০৫। "হেনমতে............নিতাই" = এইরূপে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ এই দুই মহাপ্রভু অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু ও পরম-প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ।

১০৬। "প্রতিজ্ঞা .....মুখে" = আমি ত পূর্ব্বেই নিজ-মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।

১০৭। "তুমিও......করি" = তুমিও যদি মৌন হইয়া থাকিলে অর্থাৎ উদ্ধারের কার্য্য কিছু না করিয়া কেবল যদি চুপচাপ ক'রে ব'সে থাক্‌লে।

১০৮। "ভক্তিরস-দাতা......করিলে" = তুমি ত প্রেমভক্তি-দাতার শিরোমণি—তুমি যদি সব ছেড়ে-

মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সবার মোচন॥"
আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দ-চন্দ্র ততক্ষণে।
চলিলেন গৌড়দেশে লই নিজ-গণে॥ ১০৯॥
রামদাস গদাধর-দাস মহাশয়।
রঘুনাথ-বৈদ্য-ওঝা ভক্তিরসময়॥
কৃষ্ণদাস-পণ্ডিত পরমেশ্বর-দাস।
পুরন্দর-পণ্ডিতের পরম উল্লাস॥ ১১০॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের যত আপ্তগণ।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে সবে করিলা গমন॥
চলিলেন নিত্যানন্দ গৌড়দেশ প্রতি।
সর্ব্ব পারিষদগণ করিয়া সংহতি॥ ১১১॥
পথে চলিতেই নিত্যানন্দ-মহাশয়।
সর্ব্ব পারিষদ আগে কৈলা প্রেমময়॥
সবার হইল আত্ম-বিস্মৃতি অত্যন্ত।
কার দেহে কত ভাব নাহি হয় অন্ত॥ ১১২॥
প্রথমেই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য রামদাস।
তান দেহে হইলেন গোপাল প্রকাশ॥
মধ্য-পথে রামদাস ত্রিভঙ্গ হইয়া।
আছিলা প্রহর তিন বাহ্য পাসরিয়া॥ ১১৩॥
হইলা রাধিকা-ভাব গদাধর-দাসে।
"দধি কে কিনিবে"—বলি অট্ট অট্ট হাসে॥
রঘুনাথ-বৈদ্য-উপাধ্যায় মহামতি।
হইলেন মূর্ত্তিমতী যে-হেন রেবতী॥ ১১৪॥
কৃষ্ণদাস পরমেশ্বর-দাস দুই জন।
গোপাল-ভাবে হৈ হৈ করেন অনুক্ষণ॥
পুরন্দর-পণ্ডিত গাছেতে গিয়া চড়ে।
'মুই রে অঙ্গদ' বলি লম্ফ দিয়া পড়ে॥
এইমত নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্ত-ধাম।
সবারে দিলেন ভাব পরম উদ্দাম॥ ১১৫॥
দণ্ড-পথ ছাড়ি সবে ক্রোশ দুই চারি।
যায়েন দক্ষিণ-বামে আপনা পাসরি॥
কতক্ষণে পথ জিজ্ঞাসেন লোক-স্থানে।
"বল ভাই গঙ্গাতীরে যাইব কেমনে"॥১১৬॥
লোক বলে "হায় হায়! পথ পাসরিলা।
দুই প্রহরের পথ ফিরিয়া আসিলা॥"
লোক-বাক্যে ফিরিয়া যায়েন যথা পথ।
পুনঃ পথ ছাড়িয়া যায়েন সেইমত॥ ১১৭॥
পুনঃ পথ জিজ্ঞাসা করেন লোক-স্থানে।
লোক বলে "পথ রহে দশ ক্রোশ বামে॥"
পুনঃ হাসি সবেই চলেন পথ যথা।
নিজ-দেহ না জানেন পথের কা কথা॥১১৮॥
যত দেহ-ধর্ম্ম—ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় দুখ।
কাহারো নাহিক, পাই পরানন্দ-সুখ॥

ছুড়ে দিয়ে ব'সে থাক, তবে আমাদের অবতার হওয়ার কি ফল হইল?

"এতেকে......চাও" = সে কারণে বলিতেছি, যদি তুমি আমাকে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করাইতে চাও; যদি আমাকে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-দোষ হইতে বাঁচাইতে চাও।

১১৩। "তান........ প্রকাশ" = তাঁহার দেহে যশোদা-দুলাল শ্রীবাল-গোপালের আবির্ভাব হইল।

১১৫। "অঙ্গদ" = বানর-রাজ বালির পুত্র।

১১৬। "দণ্ড-পথ...... ..পাসরি" = ভাবাবেশে সকলে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া প্রশস্ত বা গন্তব্য পথ ছাড়িয়া কখনও ডাইনে কখনও বামে অর্থাৎ এদিকে ওদিকে দুই চারি ক্রোশ যাইতে লাগিলেন।

১১৮। "নিজ......কথা" = সকলেই আপনার আপনার দেহের কথাই ভুলিয়া গিয়াছেন, তা পথের কথা আর কি বলিব?

পথে যত লীলা করিলেন নিত্যানন্দ।
কে বর্ণিব—কেবা জানে—সকলি অনন্ত॥
হেনমতে নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্ত-ধাম।
আইলেন গঙ্গাতীরে পাণিহাটী-গ্রাম॥ ১১৯॥
রাঘব-পণ্ডিত-গৃহে সর্ব্বাদ্যে আসিয়া।
রহিলেন সকল পার্ষদগণ লৈয়া॥
পরম আনন্দ হৈলা রাঘব-পণ্ডিত।
শ্রীমকরধ্বজ কর গোষ্ঠীর সহিত॥ ১২০॥
হেনমতে নিত্যানন্দ পাণিহাটী-গ্রামে।
রহিলেন সকল-পার্ষদগণ-সনে॥
নিরন্তর পরানন্দে করেন হুঙ্কার।
বিহ্বলতা বই দেহে বাহ্য নাহি আর॥ ১২১॥
নৃত্য করিবারে ইচ্ছা হইল অন্তরে।
গায়ন সকল আসি মিলিলা সত্বরে॥
সুকৃতী মাধব ঘোষ—কীর্ত্তনে তৎপর।
হেন কীর্ত্তনীয়া নাহি পৃথিবী-ভিতর॥ ১২২॥
যাহারে কহেন—'বৃন্দাবনের গায়ন'।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের মহা-প্রিয়তম॥
মাধব গোবিন্দ বাসুদেব—তিন ভাই।
গাইতে লাগিলা, নাচে ঈশ্বর-নিতাই॥ ১২৩॥
হেন সে নাচেন অবধূত মহাবল।
পদ-ভরে পৃথিবী করয়ে টলমল॥
নিরবধি 'হরি' বলি করয়ে হুঙ্কার।
আছাড় দেখিতে লোক পায় চমৎকার॥১২৪॥
যাহারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে।
সেই প্রেমে ঢলিয়া পড়েন পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ প্রেমরসময় নিত্যানন্দ।
সংসার তারিতে করিলেন শুভারম্ভ॥ ১২৫॥
যতেক আছিল প্রেমভক্তির বিকার।
সব প্রকাশিয়া নৃত্য করেন অপার॥
কতক্ষণে বসিলেন খট্টার উপরে।
আজ্ঞা হৈল অভিষেক করিবার তরে॥১২৬॥
রাঘব-পণ্ডিত আদি পারিষদগণে।
অভিষেক করিতে লাগিলা সেই ক্ষণে॥
সহস্র সহস্র ঘট আনি গঙ্গাজল।
নানা গন্ধে সুবাসিত করিয়া সকল॥ ১২৭॥
সন্তোষে সবেই দেন শ্রীমস্তকোপরি।
চতুর্দ্দিকে সবেই বলেন 'হরি হরি'॥
সবেই পড়েন অভিষেক-মন্ত্র-গীত।
পরম আনন্দে সবে হৈলা পুলকিত॥ ১২৮॥
অভিষেক করাইয়া, নূতন বসন।
পরাইয়া, লেপিলেন শ্রীঅঙ্গে চন্দন॥
দিব্য দিব্য বনমালা তুলসী-সহিতে।
পীন বক্ষ পূর্ণ করিলেন নানামতে॥ ১২৯॥
তবে দিব্য খট্টা স্বর্ণে করিয়া ভূষিত।
সম্মুখে আনিয়া করিলেন উপনীত॥
খট্টায় বসিলা মহাপ্রভু-নিত্যানন্দ।
ছত্র ধরিলেন শিরে শ্রীরাঘবানন্দ॥ ১৩০॥
জয়ধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্তগণ।
চতুর্দ্দিকে হৈল মহা-আনন্দ-ক্রন্দন॥
'ত্রাহি ত্রাহি' সবেই বলেন বাহু তুলি।
কারো বাহ্য নাহি—সবে মহা-কুতূহলী॥১৩১॥

১২১। "বিহ্বলতা.... . আর"=ভাবাবেশ-জনিত হুঙ্কার, কম্প, অশ্রু প্রভৃতি বিকার ভিন্ন তাঁহার দেহে বাহ্য-চেষ্টার বা বাহ্য-জ্ঞানের চিহ্ন আর কিছুই নাই।

১২৩। "যাহারে......গায়ন"=সকলে যাঁহাকে ব্রজের গায়ক বলেন।

স্বানুভাবানন্দে প্রভু নিত্যানন্দ-রায়।
প্রেমবৃষ্টি-দৃষ্টি করি চারিদিকে চায়॥
আজ্ঞা করিলেন "শুন রাঘব-পণ্ডিত।
কদম্বের মালা গাঁথি আনহ ত্বরিত॥ ১৩২॥
বড় প্রীত আমার কদম্ব-পুষ্প প্রতি।
কদম্বের বনে নিত্য আমার বসতি॥"
করযোড় করিয়া রাঘবানন্দ কহে।
"কদম্ব-পুষ্পের যোগ এ সময়ে নহে" ॥১৩৩॥
প্রভু বলে "বাড়ী গিয়া চাহ ভাল-মনে।
কদাচিত ফুটিয়া বা থাকে কোনো স্থানে॥"
বাড়ীর ভিতরে গিয়া চাহেন রাঘব।
বিস্মিত হইলা দেখি মহা-অনুভব॥ ১৩৪॥
জম্বীরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল।
ফুটিয়া আছয়ে অতি-পরম-অতুল॥
কি অপূর্ব্ব বর্ণ সে বা, কি অপূর্ব্ব গন্ধ।
সে পুষ্প দেখিলে ক্ষয় যায় ভব-বন্ধ॥ ১৩৫॥
দেখিয়া কদম্ব-পুষ্প রাঘব-পণ্ডিত।
বাহ্য দূরে গেল, হৈলা মহা-আনন্দিত॥
আপনা সম্বরি মালা গাঁথিয়া সত্বরে।
আনিলেন নিত্যানন্দ-প্রভুর গোচরে॥১৩৬॥
কদম্বের মালা দেখি নিত্যানন্দ-রায়।
পরম সন্তোষে মালা দিলেন গলায়॥
কদম্ব-মালার গন্ধে সকল বৈষ্ণব।
বিহ্বল হইলা দেখি মহা-অনুভব॥ ১৩৭॥
আর মহা-আশ্চর্য্য হইল কতক্ষণে।
অপূর্ব্ব দনার গন্ধ পায় সর্ব্বজনে॥
দমনক-পুষ্পের সুগন্ধে মন হরে।
দশদিক্ ব্যাপ্ত হৈল সকল মন্দিরে॥ ১৩৮॥
হাসি নিত্যানন্দ বলে "শুন ভাই-সব।
বল দেখি কি গন্ধের পাই অনুভব॥"
করযোড় করি সবে লাগিলা কহিতে।
"অপূর্ব্ব দনার গন্ধ পাই চারি ভিতে॥"
সবার বচন শুনি নিত্যানন্দ-রায়।
কহিতে লাগিলা গোপ্য পরম কৃপায়॥ ১৩৯॥
প্রভু বলে "শুন সবে পরম রহস্য।
তোমরা সকলে ইহা জানিবা অবশ্য॥
চৈতন্য-গোসাঁই আজি শুনিতে কীর্ত্তন।
নীলাচল হৈতে করিলেন আগমন॥ ১৪০॥
সর্ব্বাঙ্গে পরিয়া দিব্য দমনক-মালা।
এক বৃক্ষে অবলম্ব করিয়া রহিলা॥

১৩২। "প্রেম-বৃষ্টি-দৃষ্টি-করি" = প্রেমবর্ষণ-সূচক দৃষ্টিপাত করিয়া; প্রেম-বর্ষণ-জনিত চক্ষে।

১৩৩। "কদম্বের......বসতি" = এতদ্দ্বারা তিনি প্রকারান্তরে আত্ম-প্রকাশ করিলেন অর্থাৎ তিনি যে ব্রজের সেই বলরাম, তাহাই ব্যক্ত করিলেন।

"কদম্ব-পুষ্পের......নহে" = এখন কদম-ফুলের সময় নহে; এখন কদম-ফুল ফোটে না।

১৩৪। "বাড়ী......মনে" = বাড়ীর ভিতরে গিয়া বেশ করিয়া খুঁজিয়া দেখ।

"মহা অনুভব" = অলৌকিক শক্তির প্রকাশ; অসাধারণ প্রভাব।

১৩৫। "জম্বীরের বৃক্ষে" = লেবু গাছে।

১৩৬। "আপনা সম্বরি" = অদ্ভুত ভাবাবেশে স্বীয় বিহ্বলতা সাম্‌লাইয়া লইয়া অর্থাৎ অপূর্ব প্রেমাবেগেও ধৈর্য্য ধরিয়া।

১৩৮। "আর" = অন্য আর একটী।

"কতক্ষণে" = একটু পরেই।

"দনার" = দমনক-পুষ্পের।

১৪১। "এক......রহিলা" = একটা গাছে ঠেশ দিয়া বসিয়া ছিলেন।

সেই শ্রীঅঙ্গের দিব্য-দমনক-গন্ধে।
চতুর্দ্দিক পূর্ণ হই আছয়ে আনন্দে ॥ ১৪১ ॥
তোমা-সবাকার নৃত্য কীর্ত্তন দেখিতে।
আপনে আইলা প্রভু নীলাচল হৈতে ॥
এতেকে তোমরা সর্ব্ব কার্য্য পরিহরি।
নিরবধি 'কৃষ্ণ' গাও আপনা পাসরি ॥ ১৪২ ॥
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-যশে।
সবার শরীর পূর্ণ হউ প্রেমরসে ॥"
এত কহি 'হরি' বলি করয়ে হুঙ্কার।
সর্ব্বদিকে প্রেমদৃষ্টি করিলা বিস্তার ॥ ১৪৩ ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রেম-দৃষ্টি-পাতে।
সবার হইল আত্ম-বিস্মৃতি দেহেতে ॥
শুন শুন আরে ভাই! নিত্যানন্দ-শক্তি।
যেরূপে দিলেন সর্ব্ব জগতেরে ভক্তি ॥ ১৪৪ ॥
যে ভক্তি গোপিকাগণে কহে ভাগবতে।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইল জগতে ॥
নিত্যানন্দ বসিয়া আছেন সিংহাসনে।
সম্মুখে করয়ে নৃত্য পারিষদগণে ॥ ১৪৫ ॥
কেহো গিয়া বৃক্ষের উপর-ডালে চড়ে।
পাতে পাতে বেড়ায়, তথাপি নাহি পড়ে ॥
কেহো কেহো প্রেমসুখে হুঙ্কার করিয়া।
বৃক্ষের উপরে থাকি পড়ে লম্ফ দিয়া ॥ ১৪৬ ॥
কেহো বা হুঙ্কার করে বৃক্ষ-মূল ধরি।
উপাড়িয়া ফেলে বৃক্ষ বলি 'হরি হরি' ॥
কেহ বা গুবাক-বনে যায় রড় দিয়া।
গাছ পাঁচ সাত গুয়া একত্র করিয়া ॥ ১৪৭ ॥
তৃণ-প্রায় উপাড়িয়া ফেলায় সকল।
হেন সে দেহেতে জন্মিয়াছে প্রেম-বল ॥
অশ্রু কম্প স্তম্ভ ঘর্ম্ম পুলক হুঙ্কার।
স্বরভঙ্গ বৈবর্ণ্য গর্জ্জন সিংহসার ॥ ১৪৮ ॥
শ্রীআনন্দ-মূর্চ্ছা আদি যত প্রেমভাব।
ভাগবতে কহে যত কৃষ্ণ-অনুরাগ ॥
সবার শরীরে পূর্ণ হইল সকল।
হেন নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রেম-বল ॥ ১৪৯ ॥
যে দিকে দেখেন নিত্যানন্দ-মহাশয়।
সেই দিকে মহা-প্রেমভক্তি-বৃষ্টি হয় ॥
যাহারে চাহেন সেই প্রেমে মূর্চ্ছা পায়।
বস্ত্র না সম্বরে ভূমে পড়ি গড়ি যায় ॥ ১৫০ ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে ধরিবারে যায়।
হাসে নিত্যানন্দ-প্রভু বসিয়া খট্টায় ॥
যত পারিষদ নিত্যানন্দের প্রধান।
সবাতে হইল সর্ব্বশক্তি অধিষ্ঠান ॥ ১৫১ ॥
সর্ব্বজ্ঞতা, বাক্য-সিদ্ধি হইল সবার।
সবে হইলেন যেন কন্দর্প-আকার ॥
সবে যারে পরশ করেন হস্ত দিয়া।
সেই হয় বিহ্বল সকল পাসরিয়া ॥ ১৫২ ॥
এইরূপে পাণিহাটী-গ্রামে তিন মাস।
নিত্যানন্দ-প্রভু করে ভক্তির বিলাস ॥

"চতুর্দ্দিক⋯ আনন্দে" = চতুর্দ্দিক্ যেন আনন্দময় হইয়া রহিয়াছে।

১৪৫। "যে ভক্তি⋯⋯ভাগবতে" = শ্রীব্রজগোপীগণে যে মধুররসময় প্রেমভক্তি আছে বলিয়া শ্রীভাগবতে বর্ণনা করিয়াছেন।

১৪৬। "উপরে থাকি" = উপর হইতে।

১৪৭। "গুবাক-বনে" = সুপারি-বাগানে।

১৫০। "বস্ত্র না সম্বরে" = কাহারও অঙ্গে কাপড় থাকে না অর্থাৎ সকলে উলঙ্গ হইয়া পড়িলেন।

১৫২। "সর্ব্বজ্ঞতা" = সমস্ত বিষয় জানিতে পারা। "বাক্য-সিদ্ধি" = মুখ দিয়া যে কথা বলিবে, কাজেও তাই হওয়া।

তিন মাস কারো বাহ্য নাহিক শরীরে।
দেহ-ধর্ম্ম তিলার্দ্ধেকো কারো নাহি স্ফুরে॥
তিন মাস কেহো নাহি করিল আহার।
সবে প্রেম-সুখে নৃত্য বহি নাহি আর॥১৫৩॥
পাণিহাটী গ্রামে যত হৈল প্রেমসুখ।
চারি বেদে বর্ণিবেন সে সব কৌতুক॥
একো দণ্ডে নিত্যানন্দ করিলেন যত।
তাহা বর্ণিবারে শক্তি আছে কার কত॥১৫৪॥
ক্ষণে ক্ষণে আপনে করেন নৃত্য-রঙ্গ।
চতুর্দ্দিকে লই সব পারিষদ সঙ্গ॥
কখনো বা আপনে বসিয়া বীরাসনে।
নাচায়েন সকল ভকত জনে জনে॥ ১৫৫ ॥
একো সেবকের নৃত্যে হেন রঙ্গ হয়।
চতুর্দ্দিকে দেখি যেন প্রেমবন্যাময়॥
মহাঝড়ে পড়ে যেন কদলক-বন।
এইমত প্রেমসুখে পড়ে সর্ব্বজন॥ ১৫৬॥
আপনে যে-হেন মহাপ্রভু-নিত্যানন্দ।
সেইমত করিলেন সর্ব্ব ভক্তবৃন্দ॥
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন।
করায়েন, করেন লইয়া ভক্তগণ॥ ১৫৭॥
হেন সে লাগিলা প্রেম প্রকাশ করিতে।
সেই হয় বিহ্বল যে আইসে দেখিতে॥

যে সেবক যখনে যে ইচ্ছা করে মনে।
সেই আসি উপসন্ন হয় ততক্ষণে॥ ১৫৮॥
এইমত পরানন্দ প্রেমসুখ-রসে।
ক্ষণ-প্রায় কেহো না জানিল তিন মাসে॥
তবে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কতদিনে।
অলঙ্কার পরিতে হইল ইচ্ছা মনে॥ ১৫৯॥
ইচ্ছামাত্র সর্ব্ব অলঙ্কার সেই ক্ষণে।
উপসন্ন আসিয়া হৈল বিদ্যমানে॥
সুবর্ণ রজত মরকত মনোহর।
নানাবিধ বহুমূল্য কতেক প্রস্তর॥ ১৬০॥
মণি সুপ্রবাল পট্টবাস মুক্তাহার।
সুকৃতি-সকলে দিয়া করে নমস্কার॥
কত বা নির্ম্মিত, কত করিয়া নির্ম্মাণ।
পরিলেন অলঙ্কার যেন ইচ্ছা তান॥ ১৬১॥
দুই হস্তে সুবর্ণের অঙ্গদ বলয়।
পুষ্ট করি পরিলেন, আত্ম-ইচ্ছাময়॥
সুবর্ণ-মুদ্রিকা রত্নে করিয়া খিচন।
দশ অঙ্গুলিতে শোভা করে বিভূষণ॥ ১৬২॥
কণ্ঠে শোভা করে বহুবিধ দিব্য হার।
মণি মুক্তা প্রবালাদি যত সর্ব্ব-সার॥
রুদ্রাক্ষ বিরালাক্ষ দুই সুবর্ণ রজতে।
বান্ধিয়া ধরিলা কণ্ঠে মহেশের প্রীতে॥১৬৩॥

"কন্দর্প-আকার" = মদনের ন্যায় সুন্দর।

১৫৬। "কদলক-বন" = কলা-বাগান।

১৫৭। "আপনে......ভক্তবৃন্দ" = শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু নিজেও যেমন কৃষ্ণপ্রেম-বিহ্বল, কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনোন্মত্ত, সমস্ত ভক্তগণকেও সেইরূপ করিলেন।

১৬০। "উপসন্ন...........বিদ্যমানে" = সাক্ষাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। "রজত" = রৌপ্য।

"মরকত" = পান্না।

"সুপ্রবাল" = উত্তম প্রবাল অর্থাৎ পলা—সমুদ্র-জাত লালবর্ণ গোলাকার রত্ন-বিশেষ।

"পট্টবাস" = রেশমী কাপড়।

১৬২। "অঙ্গদ" = বাজু। "বলয়" = বালা।

"পুষ্ট .....ইচ্ছাময়" = নিজের যেরূপ ইচ্ছা হইল, সেইমত গঠিত ও সজ্জিত করিয়া পরিলেন।

"সুবর্ণ......খিচন" = স্বর্ণ-নির্ম্মিত অঙ্গুরীতে মণি-মুক্তাদি বসাইয়া।

মুক্তা-কসা-সুবর্ণ করিয়া সুরচন।
দুই শ্রুতি-মূলে শোভে পরম শোভন॥
পাদপদ্মে রজত-নূপুর সুশোভন।
তদুপরি মল্ল শোভে জগত-মোহন॥
শুক্ল পট্ট নীল পীত বহুবিধ বাস।
অপূর্ব্ব শোভয়ে পরিধানের বিলাস॥ ১৬৪॥
মালতী মল্লিকা যূথী চম্পকের মালা।
শ্রীবক্ষে করয়ে শোভা আন্দোলন-খেলা॥
গোরোচনা-সহিত চন্দন দিব্য গন্ধে।
বিচিত্র করিয়া লেপিয়াছেন শ্রীঅঙ্গে॥ ১৬৫॥
শ্রীমস্তকে শোভিত বিবিধ পট্টবাস।
তদুপরি নানাবর্ণ-মাল্যের বিলাস॥
প্রসন্ন শ্রীমুখ কোটি-শশধর জিনি।
হাসিয়া করেন নিরবধি 'হরিধ্বনি'॥ ১৬৬॥
যে দিকে চাহেন দুই কমল-নয়নে।
সেই দিকে প্রেমরসে ভাসে সর্ব্বজনে॥
রজতের প্রায় লৌহদণ্ড সুশোভন।
দুই দিকে করি তাতে সুবর্ণ-বন্ধন॥ ১৬৭॥
নিরবধি সেই লৌহদণ্ড শোভে করে।
মুষল ধরিলা যেন প্রভু-হলধরে॥
পারিষদ সব ধরিলেন অলঙ্কার।
অঙ্গদ বলয় মল্ল নূপুর সু হার॥ ১৬৮॥
শিঙ্গা বেত্র বংশী ছাঁদডোড়ি গুঞ্জামালা।
সবে ধরিলেন—গোপালের অংশ-কলা॥

এইমত নিত্যানন্দ স্বানুভাব-রঙ্গে।
বিহরেন সকল পার্ষদ করি সঙ্গে॥ ১৬৯॥
তবে প্রভু সর্ব্ব পারিষদগণ মেলি।
ভক্ত-গৃহে করে প্রভু পর্য্যটন-কেলি॥
জাহ্নবীর দুই কূলে যত আছে গ্রাম।
সর্ব্বত্র ভ্রমেন নিত্যানন্দ জ্যোতির্ধাম॥১৭০॥
দরশন মাত্র সর্ব্ব জীব মুগ্ধ হয়।
নাম তনু দুই নিত্যানন্দ-রসময়॥
পাষণ্ডীও দেখিলেই মাত্র করে স্তুতি।
সর্ব্বস্ব দিবারে সেইক্ষণে হয় মতি॥ ১৭১॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের শরীর মধুর।
সবারেই কৃপাদৃষ্টি করেন প্রচুর॥
কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা পর্য্যটনে।
ক্ষণেক না যায় ব্যর্থ সঙ্কীর্ত্তন বিনে॥ ১৭২॥
যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
তথায় বিহ্বল হয় যত যত জন॥
গৃহস্থের শিশু কোনো কিছুই না জানে।
তাহারাও মহা মহা বৃক্ষ ধরি টানে॥ ১৭৩॥
হুঙ্কার করিয়া বৃক্ষ ফেলে উপাড়িয়া:
'মুই রে গোপাল' বলি বেড়ায় ধাইয়া॥
হেন সে সামর্থ্য এক শিশুর শরীরে।
শত জনে মিলিয়াও ধরিতে না পারে॥১৭৪॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ' বলি।
সিংহনাদ করে শিশু হই কুতুহলী॥

১৬৪। "মুক্তা......শোভন"=মুক্তা, কসা ও স্বর্ণে সুগঠিত কর্ণ-ভূষণ দুই কর্ণে পরম শোভা পাইতে লাগিল। "মল্ল"=মল।

১৬৫। "শ্রীবক্ষে......খেলা"=অতি সুন্দররূপে বক্ষে দুলিতে লাগিল। ১৬৮। "মুষল"=মুদ্গর। "সু-হার"=সুন্দর হার।

১৬৯। "সবে............কলা"=সকলেই ত মা যশোদার ব্রজগোপালেরই অংশ-স্বরূপ—সকলে সেই গোপালের মতই অলঙ্কার পরিলেন।

১৭০। "মেলি"=লইয়া; সমভিব্যাহারে।

১৭১। "নাম....... রসময়"=তাঁহার নাম ও দেহ দুইই প্রেমানন্দ-রসে পরিপূর্ণ।

এইমত নিত্যানন্দ—বালক-জীবন।
বিহ্বল করিতে লাগিলেন শিশুগণ ॥ ১৭৫ ॥
মাসেকেও এক শিশু না করে আহার।
দেখিতে লোকের চিত্তে লাগে চমৎকার ॥
হইলেন বিহ্বল সকল ভক্তবৃন্দ।
সবার রক্ষক হইলেন নিত্যানন্দ ॥ ১৭৬ ॥
পুত্র-প্রায় করি প্রভু সবারে ধরিয়া।
করায়েন ভোজন আপন-হস্ত দিয়া ॥
কাহারেও বান্ধিয়া রাখেন নিজ-পাশে।
বান্ধেন, মারেন, কভু অট্ট অট্ট হাসে ॥ ১৭৭ ॥
একদিন গদাধর দাসের মন্দিরে।
আইলেন তানে প্রীতি করিবার তরে ॥
গোপী-ভাবে গদাধর-দাস-মহাশয়।
হইয়া আছেন অতি পরানন্দময় ॥ ১৭৮ ॥
মস্তকে করিয়া গঙ্গাজলের কলস।
নিরবধি ডাকেন—'কে কিনিবে গো-রস' ॥
শ্রীবালগোপাল-মূর্ত্তি তান দেবালয়।
আছেন—পরম লাবণ্যের সমুচ্চয় ॥ ১৭৯ ॥
দেখি বাল-গোপালের মূর্ত্তি মনোহর।
প্রীতে নিত্যানন্দ লৈলা বক্ষের উপর ॥
'অনন্ত'-হৃদয়ে দেখি শ্রীবাল-গোপাল।
সর্ব্ব গণে 'হরি'-ধ্বনি করেন বিশাল ॥ ১৮০ ॥
হুঙ্কার করিয়া নিত্যানন্দ-মল্লরায়।
করিতে লাগিল নৃত্য গোপাল-লীলায় ॥
দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ।
শুনি অবধূত-সিংহ পরম সন্তোষ ॥ ১৮১ ॥

ভাগ্যবন্ত মাধবের হেন দিব্য ধ্বনি।
শুনিতে আবিষ্ট হয় অবধূতমণি ॥
সুকৃতী শ্রীগদাধর দাস করি সঙ্গে।
দানখণ্ড-নৃত্য প্রভু করে নিজ-রঙ্গে ॥ ১৮২ ॥
গোপীভাবে বাহ্য নাহি গদাধর দাসে।
নিরবধি আপনারে 'গোপী'-হেন বাসে ॥
দানখণ্ড-লীলা শুনি নিত্যানন্দ-রায়।
যে নৃত্য করেন তাহা বর্ণন না যায় ॥ ১৮৩ ॥
প্রেমভক্তি-বিকারের যত আছে নাম।
সব প্রকাশিয়া নৃত্য করে অনুপাম ॥
বিদ্যুতের প্রায় নৃত্য-গতির ভঙ্গিমা।
কিবা সে অদ্ভুত ভুজ-চালন-মহিমা ॥ ১৮৪ ॥
কিবা সে নয়ন-ভঙ্গী, কি সুন্দর হাস।
কিবা সে অদ্ভুত শির-কম্পন-বিলাস ॥
একত্র করিয়া দুই চরণ সুন্দর।
কিবা জোড়ে জোড়ে লম্ফ দেন মনোহর ॥
যে দিকে চাহেন নিত্যানন্দ প্রেমরসে।
সেই দিকে স্ত্রী পুরুষে কৃষ্ণ-সুখে ভাসে ॥ ১৮৫ ॥
হেন সে করেন কৃপাদৃষ্টি অতিশয়।
পরানন্দে দেহ-স্মৃতি কারো না থাকয় ॥
যে ভক্তি বাঞ্ছেন যোগীন্দ্রাদি মুনিগণে।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে ভুঞ্জে যে-তে জনে ॥
হস্তী-সম জনো না খাইলে তিন দিন।
চলিতে না পারে, দেহ হয় অতি ক্ষীণ ॥ ১৮৬ ॥
একমাসো এক শিশু না করে আহার।
তথাপিহ সিংহ-প্রায় সর্ব্ব ব্যবহার ॥

১৭৫। "এইমত..............শিশুগণ" = স্বয়ং বাল্যভাবাপন্ন অথবা বালকগণের প্রাণস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু এইরূপে শিশুগণকে নিজ-ভাবে বিভোর করিতে লাগিলেন।

১৭৮। "গোপী-ভাবে" = গোপীভাবাপন্ন হইয়া। "গো-রস" = দুগ্ধ। ১৮৬। "হস্তি-সম জনো" = হাতীর ন্যায় বলবান্ লোকও।

১৮৭। "এক মাসো" = কিন্তু এক মাস ধরিয়াও।

হেন শক্তি প্রকাশেন নিত্যানন্দ-রায়।
তথাপি না বুঝে কেহো চৈতন্য-মায়ায় ॥১৮৭॥
এইমত কতদিন প্রেমানন্দ-রসে।
গদাধর দাসের মন্দিরে প্রভু বৈসে॥
বাহ্য নাহি গদাধর দাসের শরীরে।
নিরবধি 'হরিবোল' বলায় সবারে ॥ ১৮৮ ॥
সেই গ্রামে কাজি আছে পরম দুর্ব্বার।
কীর্ত্তনের প্রতি দ্বেষ করয়ে অপার ॥
পরানন্দে মত্ত গদাধর মহাশয়।
নিশাভাগে গেলা সেই কাজির আলয় ॥১৮৯॥
যে কাজির ভয়ে লোক পলায় অন্তরে।
নির্ভয়ে চলিলা নিশাভাগে তার ঘরে॥
নিরবধি 'হরিধ্বনি' করিতে করিতে।
প্রবিষ্ট হইলা গিয়া কাজির বাড়ীতে ॥ ১৯০ ॥
দেখে মাত্র বসিয়া কাজির সর্ব্ব গণে।
বলিবারে কারো কিছু না আইসে বদনে॥
গদাধর বলে "আরে কাজি-বেটা কোথা।
ঝাট 'কৃষ্ণ' বোল, নহে ছিণ্ডিবাঙ মাথা" ॥১৯১
অগ্নি-হেন ক্রোধে কাজি হইলা বাহির।
গদাধর দাস দেখি মাত্র হৈলা স্থির॥
কাজি বলে "গদাধর তুমি কেনে এথা।"
গদাধর বলেন "আছয়ে কিছু কথা ॥ ১৯২ ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভু অবতরি।
জগতের মুখে বলাইলা 'হরি হরি' ॥
সবে তুমি মাত্র নাহি বল 'হরিনাম'।
তাহা বলাইতে আইলাম তোমা-স্থান ॥১৯৩॥
পরম-মঙ্গল হরিনাম বল তুমি।
তোমার সকল পাপ উদ্ধারিব আমি॥"
যদ্যপিহ কাজি মহা-হিংসক-চরিত।
তথাপি না বলে কিছু—হইলা স্তম্ভিত ॥১৯৪॥
হাসি বলে কাজি "শুন দাস-গদাধর।
কালি বলিবাঙ 'হরি', আজি যাহ ঘর॥"
'হরিনাম' মাত্র শুনিলেন তার মুখে।
গদাধর দাস পূর্ণ হৈলা প্রেমসুখে ॥ ১৯৫ ॥
গদাধর দাস বলে "আর কালি কেনে।
এই ত বলিলা 'হরি' আপন-বদনে॥
আর তোর অমঙ্গল নাহি কোনো ক্ষণে।
যখনে করিলা হরিনামের গ্রহণে" ॥ ১৯৬ ॥
এত বলি পরম-উন্মাদী গদাধর।
হাতে তালি দিয়া নৃত্য করে বহুতর॥
কতক্ষণে আইলেন আপন-মন্দিরে।
নিত্যানন্দ-অধিষ্ঠান যাঁহার শরীরে ॥ ১৯৭ ॥
হেনমত গদাধর দাসের মহিমা।
চৈতন্য-পার্ষদ-মধ্যে যাঁহার গণনা॥
যে কাজির বাতাস না লয় সাধুজনে।
পাইলেই মাত্র জাতি লয় সেইক্ষণে ॥ ১৯৮ ॥
হেন কাজি দুর্ব্বার দেখিলে জাতি লয়।
হেন জনে কৃপাদৃষ্টি কৈলা মহাশয়॥
হেন জন পাসরিল সব হিংসা-ধর্ম্ম।
ইহারে সে বলি কৃষ্ণ-আবেশের কর্ম্ম ॥ ১৯৯ ॥
সত্য কৃষ্ণ-ভাব হয় যাহার শরীরে।
অগ্নি সর্প ব্যাঘ্রেও লঙ্ঘিতে নাহি পারে॥

"তথাপিহ......ব্যবহার" = তবুও যেন সিংহের মত বলবান্ হইয়া সব কাজ করে।

১৯৭। "পরম-উন্মাদী" = মহোন্মত্ত।

২০০ "সত্য কৃষ্ণ-ভাব" = যথার্থ অর্থাৎ নিষ্কপট কৃষ্ণপ্রেম।

"অভীষ্ট" = বাঞ্ছিত।

ব্রহ্মাদির অভীষ্ট যে সব কৃষ্ণ-ভাব।
গোপীগণে ব্যক্ত যে সকল অনুরাগ ॥ ২০০ ॥
ইঙ্গিতে সে সব ভাব নিত্যানন্দ-রায়।
দিলেন সকল প্রিয়গণেরে কৃপায় ॥
ভজ ভাই! হেন নিত্যানন্দের চরণ।
যাঁহার প্রসাদে পাই চৈতন্য-শরণ ॥২০১ ॥
তবে নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু কতদিনে।
শচী আই দেখিবারে ইচ্ছা হৈল মনে ॥
শুভযাত্রা করিলেন নবদ্বীপ প্রতি।
পারিষদগণ সব করিয়া সংহতি ॥ ২০২ ॥
তবে আইলেন প্রভু খড়দহ-গ্রামে।
পুরন্দর-পণ্ডিতের দেবালয়-স্থানে ॥
খড়দহ-গ্রামে আসি নিত্যানন্দ-রায়।
যত নৃত্য করিলেন কহনে না যায় ॥ ২০৩ ॥
পুরন্দর-পণ্ডিতের পরম উন্মাদ।
বৃক্ষের উপরে চড়ি করে সিংহনাদ ॥
বাহ্য নাহি শ্রীচৈতন্য-দাসের শরীরে।
ব্যাঘ্র তাড়াইয়া যায় বনের ভিতরে ॥ ২০৪ ॥
কভু লম্ফ দিয়া উঠে ব্যাঘ্রের উপরে।
কৃষ্ণের প্রসাদে ব্যাঘ্র লঙ্ঘিতে না পারে ॥
মহা অজগর-সর্প লই নিজ-কোলে।
নির্ভয়ে চৈতন্য-দাস থাকে কুতূহলে ॥ ২০৫ ॥
ব্যাঘ্রের সহিত খেলা খেলেন নির্ভয়ে।
হেন কৃপা করে অবধূত-মহাশয়ে ॥
সেবক-বৎসল প্রভু নিত্যানন্দ-রায়।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ রস ইঙ্গিতে ভুঞ্জায় ॥ ২০৬ ॥
চৈতন্য-দাসের আত্ম-বিস্মৃতি সর্ব্বথা।
নিরন্তর কহেন আনন্দ-মনঃকথা ॥
দুই তিন দিন মজ্জি জলের ভিতরে।
থাকেন, কোথাও দুঃখ না হয় শরীরে ॥২০৭॥
জড়-প্রায় অলক্ষিত-বেশ-ব্যবহার।
পরম উদ্দাম সিংহ-বিক্রম অপার ॥
চৈতন্য-দাসের যত ভক্তির বিকার।
কত বা কহিতে পারি—সকল অপার ॥২০৮॥
যোগ্য শ্রীচৈতন্য-দাস মুরারি পণ্ডিত।
যার বাতাসেও কৃষ্ণ পাইয়ে নিশ্চিত ॥
এবে কেহো বোলায় 'চৈতন্য-দাস' নাম।
স্বপ্নেহো না বলে শ্রীচৈতন্য-গুণগ্রাম ॥ ২০৯ ॥
অদ্বৈতের প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যাঁর ভক্তি-প্রসাদে অদ্বৈত সত্য ধন্য ॥

২০১। "পাই চৈতন্য-শরণ" = শ্রীচৈতন্য পাদ-পদ্মে আশ্রয় পাই।

২০৩। "দেবালয়-স্থানে" = ঠাকুর-বাড়ীতে।

২০৫। "লঙ্ঘিতে" = কিছু অনিষ্ট করিতে।

২০৬। "ব্রহ্মার……ভুঞ্জায়" = ব্রহ্মাদি দেবতা-গণের দুর্ল্লভ যে কৃষ্ণ-প্রেমানন্দরস, তাহা এইরূপ ভঙ্গী করিয়া অথবা অবলীলাক্রমে সকলকে উপভোগ করাইতে লাগিলেন।

২০৭। "নিরন্তর……..মনঃকথা" = আনন্দরূপ মনঃকথা অর্থাৎ কৃষ্ণকথানন্দই হইতেছে তাঁহাদের মনের কথা এবং সেই কথাই কহিতে লাগিলেন অর্থাৎ তাঁহারা কৃষ্ণকথানন্দে অন্তরে নিরবধি আনন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন।

২০৮। "জড়প্রায়…ব্যবহার" = পাষাণাদি জড় অর্থাৎ নির্জীব পদার্থকে জলে ডুবাইলে বা ঐরূপ কিছু করিলে যেমন কষ্ট অনুভব করে না, তাঁহার ভাবও ঠিক সেইরূপ। তাঁহার বেশ বা কার্য্য দেখিয়া কেহ তাঁহার মহিমা অনুভব করিতে পারে না।

২০৯। "বলে" = কীর্ত্তন করে।

২১০। "যাহার" = যে চৈতন্য-ভক্তির।

জয় জয় অদ্বৈতের যে চৈতন্য-ভক্তি।
যাহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্ব্ব শক্তি ॥২১০॥
সাধু লোকে অদ্বৈতের এ মহিমা ঘোষে।
কেহো ইহা অদ্বৈতের নিন্দা হেন বাসে॥
সেহো ছার বোলায় 'চৈতন্য-দাস' নাম।
সে কেমনে জানিবে অদ্বৈত-গুণগ্রাম॥ ২১১ ॥
এ পাপীরে 'অদ্বৈতের লোক' বলে যে।
অদ্বৈতের হৃদয় কভু নাহি জানে সে॥
রাক্ষসের নাম যেন কহে 'পুণ্যজন'।
এইমত এ সব চৈতন্য-দাসগণ॥ ২১২॥
কতদিন থাকি নিত্যানন্দ খড়দহে।
সপ্তগ্রামে আইলেন সর্ব্ব গণ সহে॥
সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্ত-ঋষি-স্থান।
জগতে বিদিত সে 'ত্রিবেণীঘাট' নাম॥ ২১৩ ॥
সেই গঙ্গাঘাটে পূর্ব্বে সপ্ত-ঋষিগণ।
তপ করি পাইলেন গোবিন্দ-চরণ॥
তিন দেবী সেই স্থানে একত্র মিলন।
জাহ্নবী যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম॥ ২১৪॥
প্রসিদ্ধ ত্রিবেণীঘাট' সকল ভুবনে।
সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয় যার দরশনে॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু পরম আনন্দে।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন ভক্তবৃন্দে॥ ২১৫ ॥
উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন তথা প্রভু ত্রিবেণীর তীরে॥
কায়-বাক্য-মনে নিত্যানন্দের চরণ।
ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ॥ ২১৬॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের সেবা-অধিকার।
পাইলেন উদ্ধারণ—কিবা ভাগ্য তাঁর॥
জন্ম-জন্ম নিত্যানন্দ-স্বরূপ ঈশ্বর।
জন্ম-জন্ম উদ্ধারণ তাঁহার কিঙ্কর॥ ২১৭॥
যতেক বণিক-কুল নিত্যানন্দ হৈতে।
পবিত্র হইল, দ্বিধা নাহিক ইহাতে॥
বণিক তারিতে নিত্যানন্দ-অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি-অধিকার॥ ২১৮॥
সপ্তগ্রামে সর্ব্ব বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনে শ্রীনিত্যানন্দ কীর্ত্তনে বিহরে॥

২১১। "কেহো......বাসে" = শ্রীচৈতন্যের প্রতি শ্রীঅদ্বৈতের এতাদৃশ ভক্তি-মহিমা কেহ কেহ অর্থাৎ যাহারা শ্রীঅদ্বৈতকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করে, সেইরূপ কোন কোন লোক ঘৃণাজনক বলিয়া মনে করে।

"সেহো......গুণগ্রাম" = এরূপ অবস্থায় সে অধমও নিজেকে একজন চৈতন্য-দাস বলিয়া প্রচার করে, অথচ সে শ্রীঅদ্বৈতের গুণাবলীর যে কি মহিমা, তাহার কিছুই জানে না।

২১২। "এ পাপীরে......সে" = এরূপ অধমকে যে জন শ্রীঅদ্বৈতের প্রিয় বলিয়া মনে করে, সে অদ্বৈতের মনোভাব কিছুমাত্র বুঝে না, কারণ শ্রীঅদ্বৈত নিজে ইহাই জানেন যে, শ্রীচৈতন্য হইলেন ঈশ্বর, আর আমি সেই শ্রীচৈতন্য-ভগবানের একটী দাস মাত্র।

"রাক্ষসের......দাসগণ" = রাক্ষসকে 'পুণ্যজন' বলাও যা, আর এ সব লোককে 'চৈতন্য-দাস' বলাও তাই, কারণ রাক্ষসকে 'পুণ্যজন' বলিতেছি অথচ তাহাতে পুণ্যের লেশমাত্র নাই, আর এই সব লোককে চৈতন্য-দাস বলিতেছি অথচ ইহাদিগের হৃদয়ে চৈতন্য-ভক্তির লেশমাত্র নাই। রাক্ষসকে সাধু-ভাষায় পুণ্যজন বলে।

২১৩। "ত্রিবেণী ঘাট" = গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম-স্থল। প্রয়াগে মুক্তবেণী, আর এইটী হইলেন যুক্তবেণী। ২১৮। "দ্বিধা" = সন্দেহ।

বণিক-সকল নিত্যানন্দের চরণ।
সর্ব্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ ॥ ২১৯ ॥
বণিক-সবার কৃষ্ণ-ভজন দেখিতে।
মনে চমৎকার পায় সকল জগতে ॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভুর মহিমা অপার।
বণিক অধম মূর্খ যে কৈল নিস্তার ॥ ২২০ ॥
সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু-নিত্যানন্দ-রায়।
গণ-সহ সঙ্কীর্ত্তন করেন লীলায় ॥
সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্ত্তন-বিহার।
শত বৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার ॥ ২২১ ॥
পূর্ব্বে যেন সুখ হৈল নদীয়া-নগরে।
সেইমত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম-পুরে ॥
রাত্রিদিনে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি নিদ্রা ভয়।
সর্ব্বদিকে হৈল হরিসঙ্কীর্ত্তনময় ॥ ২২২ ॥
প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি নগরে চত্বরে।
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু কীর্ত্তন বিস্তারে ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের আবেশ দেখিতে।
হেন নাহি যে বিহ্বল না হয় জগতে ॥ ২২৩ ॥
অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ ॥
যবনের নয়নে দেখিতে প্রেমধার।
ব্রাহ্মণেও আপনারে করেন ধিক্কার ॥ ২২৪ ॥
জয় জয় অবধূত-চন্দ্র-মহাশয়।
যাঁহার কৃপায় হেন সব রঙ্গ হয় ॥
এইমত সপ্তগ্রামে আম্বুয়া-মুলুকে।
বিহরেন নিত্যানন্দ-স্বরূপ কৌতুকে ॥ ২২৫ ॥

তবে কতদিনে আইলেন শান্তিপুরে।
আচার্য্য-গোসাঁই প্রিয়-বিগ্রহের ঘরে ॥
দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দের শ্রীমুখ।
হেন নাহি জানেন জন্মিল কোন্ সুখ ॥ ২২৬ ॥
'হরি' বলি লাগিলেন করিতে হুঙ্কার।
প্রদক্ষিণ দণ্ডবত করেন অপার ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপ অদ্বৈত করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-জলে ॥ ২২৭ ॥
দোঁহে দোঁহা দেখি বড় হইলা বিবশ।
জন্মিল অনন্ত অনির্ব্বচনীয় রস ॥
দোঁহে দোঁহা ধরি গড়ি যায়েন অঙ্গনে।
দোঁহে চাহে ধরিবারে দোঁহার চরণে ॥ ২২৮ ॥
কোটি-সিংহ জিনি দোঁহে করে সিংহনাদ।
সম্বরণ নহে দুই প্রভুর উন্মাদ ॥
তবে কতক্ষণে দুই প্রভু হৈলা স্থির।
বসিলেন একস্থানে দুই মহাধীর ॥ ২২৯ ॥
করযোড় করিয়া অদ্বৈত মহামতি।
সন্তোষে করেন নিত্যানন্দ প্রতি স্তুতি ॥
"তুমি নিত্যানন্দ-মূর্ত্তি নিত্যানন্দ-নাম।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি চৈতন্যের গুণধাম ॥ ২৩০ ॥
সর্ব্বজীব-পরিত্রাণ তুমি মহাহেতু।
মহা-প্রলয়েতে তুমি সত্য-ধর্ম্মসেতু ॥
তুমি সে বুঝাও চৈতন্যের প্রেমভক্তি।
তুমি সে চৈতন্যের মাত্র ধর পূর্ণ-শক্তি ॥ ২৩১ ॥
ব্রহ্মা, শিব, নারদাদি 'ভক্ত' নাম যাঁর।
তুমি সে পরম উপদেষ্টা সবাকার ॥

২২৮। "অনির্ব্বচনীয় রস" = অত্যদ্ভুত আনন্দ।

২৩০। "তুমি..................নাম" = তোমার নামও যেমন নিত্যানন্দ, তোমার মূর্ত্তিও তেমনই নিত্যানন্দময়। "মূর্ত্তিমন্ত......গুণধাম" = শ্রীচৈতন্যের গুণসমূহের বিগ্রহ ধারণ করিয়া তুমি হইয়াছ; তুমি হইলে শ্রীচৈতন্য-গুণময়-বিগ্রহ।

২৩১। "সর্ব্ব......হেতু" = সমস্ত জীব উদ্ধার করিবার তুমিই মূল কারণ।

বিষ্ণুভক্তি সবেই লয়েন তোমা হৈতে।
তথাপিহ অভিমান না স্পর্শে তোমাতে ॥ ২৩২
পতিত-পাবন তুমি দোষদৃষ্টি-শূন্য।
তোমারে সে জানে, যার আছে বহু পুণ্য ॥
সর্ব্বযজ্ঞময় এই বিগ্রহ তোমার।
অবিদ্যা-বন্ধন খণ্ডে স্মরণে যাহার ॥ ২৩৩ ॥
যদি তুমি প্রকাশ না কর আপনারে।
তবে কার শক্তি আছে জানিতে তোমারে ॥
অক্রোধ পরমানন্দ তুমি মহেশ্বর।
সহস্র-বদন আদিদেব মহীধর ॥ ২৩৪ ॥
রক্ষকুল-হন্তা তুমি শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র।
তুমি গোপ-পুত্র হলধর মূর্ত্তিমন্ত ॥
মূর্খ নীচ অধম পতিত উদ্ধারিতে।
তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ পৃথিবীতে ॥ ২৩৫ ॥
যে ভক্তি বাঞ্ছয়ে যোগেশ্বর-সবে মনে।
তোমা হৈতে তাহা পাইবেক যে-তে জনে ॥"
কহিতে অদ্বৈত নিত্যানন্দের মহিমা।
আনন্দ-আবেশে পাসরিলেন আপনা ॥ ২৩৬ ॥
অদ্বৈত সে জ্ঞাতা নিত্যানন্দের প্রভাব।
এ মর্ম্ম জানয়ে কোনো কোনো মহাভাগ ॥
তবে যে কলহ হের অন্যোন্যে বাজে।
সে কেবল পরানন্দ যদি জনে বুঝে ॥ ২৩৭ ॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কার।
জানিহ ঈশ্বর-সনে ভেদ নাহি যাঁর ॥

হেনমতে দুই মহাপ্রভু মহারঙ্গে।
বিহরেন কৃষ্ণকথা-মঙ্গল-প্রসঙ্গে ॥ ২৩৮ ॥
অনেক রহস্য করি অদ্বৈত-সহিত।
অশেষ-প্রকারে তান জন্মাইলা প্রীত ॥
তবে অদ্বৈতের স্থানে লই অনুমতি।
নিত্যানন্দ আইলেন নবদ্বীপ প্রতি ॥ ২৩৯ ॥
সেইমতে সর্ব্বাদ্যে আইলা আই-স্থানে।
আসি নমস্করিলেন আইর চরণে ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে দেখি শচী আই।
কি আনন্দ পাইলেন, তার অন্ত নাই ॥ ২৪০॥
আই বলে "বাপ! তুমি সত্য অন্তর্যামী।
তোমারে দেখিতে ইচ্ছা করিলাম আমি ॥
মোর চিত্ত জানি তুমি আইলা সত্বর।
কে তোমা চিনিতে পারে সংসার-ভিতর ॥২৪১
কতদিন থাক বাপ! নবদ্বীপ-বাসে।
যেন তোমা দেখোঁ মুই দশে পক্ষে মাসে ॥
মুই দুঃখিতের ইচ্ছা তোমারে দেখিতে।
দৈবে তুমি আসিয়াছ দুঃখিত তারিতে" ॥২৪২
শুনিয়া আইর বাক্য হাসে নিত্যানন্দ।
যে জানে আইর প্রভাবের আদি অন্ত ॥
নিত্যানন্দ বলে "শুন আই সর্ব্ব-মাতা।
তোমারে দেখিতে আমি আসিয়াছোঁ হেথা ॥
মোর ইচ্ছা তোমা দেখোঁ থাকিয়া হেথায়।
রহিলাম নবদ্বীপে তোমার আজ্ঞায়" ॥ ২৪৩ ॥

"মহা...ধর্ম্মসেতু" = মহাপ্রলয়কালেও তুমি নিত্য অর্থাৎ অবিনশ্বর এবং ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা।

২৩৩। "দোষ-দৃষ্টি-শূন্য" = কাহারও দোষ গ্রহণ কর না। ২৩৫। "রক্ষকুল-হন্তা" = রাক্ষস-বংশ-ধ্বংসকারী। ২৩৭। "যদি জনে বুঝে" = লোকে যদি ঠিক বুঝিতে পারে।

২৩৮। "দুই মহাপ্রভু" = শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, এই দুই জন পরম-প্রভু।

২৪২। "যেন......মাসে" = তোমাকে যেন দশ দিনে বা পনর দিনে বা মাসেও একবার করিয়া দেখিতে পাই। ২৪৩। প্রভাবের আদি অন্ত" = কতদূর যে প্রভাব; কি পর্য্যন্ত যে মহিমা।

হেনমতে নিত্যানন্দ আই সম্ভাষিয়া।
নবদ্বীপে ভ্রমেন আনন্দ-যুক্ত হইয়া ॥
নবদ্বীপে নিত্যানন্দ প্রতি ঘরে ঘরে।
সব-পারিষদ-সঙ্গে কীর্ত্তন বিহরে ॥ ২৪৪ ॥
নবদ্বীপে আসি মহাপ্রভু-নিত্যানন্দ।
হইলেন কীর্ত্তন-আনন্দ মূর্ত্তিমন্ত ॥
প্রতি ঘরে ঘরে সব-পারিষদ-সঙ্গে।
নিরবধি বিহরেন সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে ॥ ২৪৫ ॥
পরম-মোহন সঙ্কীর্ত্তন-মল্লবেশ।
দেখিতে সুকৃতী পায় আনন্দ বিশেষ ॥
শ্রীমস্তকে শোভে বহুবিধ পট্টবাস্।
তদুপরি বহুবিধ মাল্যের বিলাস ॥ ২৪৬ ॥
কণ্ঠে বহুবিধ মণি-মুক্তা-স্বর্ণ-হার।
শ্রুতিমূলে শোভে মুক্তা কাঞ্চন অপার ॥
সুবর্ণের অঙ্গদ বলয় শোভে করে।
না জানি কতেক মালা শোভে কলেবরে ॥
গোরোচনা চন্দনে লেপিত সর্ব্ব অঙ্গ।
নিরবধি বাল-গোপালের প্রায় রঙ্গ ॥ ২৪৭ ॥
কি অপূর্ব্ব লৌহদণ্ড ধরেন লীলায়।
পূর্ণ দশ অঙ্গুলি সুবর্ণ-মুদ্রিকায় ॥
শুক্ল নীল পীত পট্ট বহুবিধ বাস।
পরম বিচিত্র পরিধানের বিলাস ॥ ২৪৮ ॥
বেত্র বংশী পাঁচনী জঠর-তটে শোভে।
যার দরশনে ধ্যানে জগ-মন লোভে ॥
রজত-নূপুর-মল্ল শোভে শ্রীচরণে।
পরম মধুর ধ্বনি গজেন্দ্র-গমনে ॥ ২৪৯ ॥

যে দিকে চাহেন মহাপ্রভু-নিত্যানন্দ।
সেই দিকে হয় কৃষ্ণ-রস মূর্ত্তিমন্ত ॥
হেনমতে নিত্যানন্দ পরম কৌতুকে।
আছেন চৈতন্য-জন্মভূমি নবদ্বীপে ॥ ২৫০ ॥
নবদ্বীপ যে-হেন মথুরা-রাজধানী।
কত মত লোক আছে, অন্ত নাহি জানি ॥
হেন সব সুজন আছেন যাহা দেখি।
সর্ব্ব মহাপাপ হৈতে মুক্ত হয় পাপী ॥ ২৫১ ॥
তথি মধ্যে দুর্জ্জনো যে কত কত বৈসে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ঘুচে তার ছায়ার পরশে ॥
তাহাদেরো নিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপায়।
কৃষ্ণে রতি মতি হৈল অতি অমায়ায় ॥ ২৫২ ॥
আপনে চৈতন্য কত করিলা মোচন।
নিত্যানন্দ-দ্বারে উদ্ধারিলা ত্রিভুবন ॥
চোর দস্যু অধম পতিত নাম যার।
নানামতে নিত্যানন্দ কৈলেন উদ্ধার ॥ ২৫৩ ॥
শুন শুন নিত্যানন্দ-প্রভুর আখ্যান।
চোর দস্যু যেমতে করিলা পরিত্রাণ ॥
নবদ্বীপে বৈসে এক ব্রাহ্মণ-কুমার।
তাহার সমান চোর দস্যু নাহি আর ॥ ২৫৪ ॥
যত চোর দস্যু তার মহা-সেনাপতি।
নামে সে ব্রাহ্মণ—অতি পরম কুমতি ॥
পর-বধে দয়া মাত্র নাহিক শরীরে।
নিরন্তর দস্যুগণ-সংহতি বিহরে ॥ ২৫৫ ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের দেখি অলঙ্কার।
সুবর্ণ প্রবাল মণি মুক্তা দিব্য-হার ॥

২৪৪। "কীর্ত্তন বিহরে"=কীর্ত্তন-লীলা করেন।
২৪৮। "লীলায়"=লীলাচ্ছলে বা অনায়াসে।
"সুবর্ণ......মুদ্রিকায়"=সোণার অঙ্গুরি অর্থাৎ আংটীতে।
২৪৯। "জঠর-তটে"=পেটের উপরে।
২৫২। "অতি...অমায়ায়"=অত্যন্ত নিষ্কপট-ভাবে।

প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি বহুবিধ ধন।
হরিতে হইল দস্যু-ব্রাহ্মণের মন॥ ২৫৬॥
মায়া করি নিরবধি নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
ভ্রময়ে তাঁহার ধন হরিবারে রঙ্গে॥
'অন্তরে পরম দুষ্ট বিপ্র ভাল নহে'।
জানিলেন নিত্যানন্দ-অনন্ত হৃদয়ে॥ ২৫৭॥
হিরণ্য-পণ্ডিত নামে এক সুব্রাহ্মণ।
সেই নবদ্বীপে বৈসে মহা-আকিঞ্চন॥
সেই ভাগ্যবন্তের মন্দিরে নিত্যানন্দ।
থাকিলা বিরলে প্রভু হইয়া অসঙ্গ॥ ২৫৮॥
সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণ—পরম-দুষ্টমতি।
লইয়া সকল দস্যু করয়ে যুকতি॥
আরে ভাই! সবে আর কেনে দুঃখ পাই।
চণ্ডী-মায়ে নিধি মিলাইলা এক ঠাঁই॥ ২৫৯॥
এই অবধূতের অঙ্গেতে অলঙ্কার।
সোণা মুক্তা হীরা কসা বহি নাহি আর॥
কত লক্ষ টাকার পদার্থ নাহি জানি।
চণ্ডী-মায়ে এক ঠাঁই মিলাইলা আনি॥২৬০॥
শূন্য-বাড়ী-মাঝে থাকে হিরণ্যের ঘরে।
কাড়িয়া আনিব এক দণ্ডের ভিতরে॥
ঢাল খাঁড়া লই সবে হও সমবায়।
আজি গিয়া হানা দিব কতক নিশায়॥২৬১॥
এইমত যুক্তি করি সব দস্যুগণ।
সবে নিশাভাগ করি করিল গমন॥
খাঁড়া ছুরি ত্রিশূল লইয়া জনে জনে।
আসিয়া বেড়িলা নিত্যানন্দ যেই স্থানে॥২৬২॥

এক স্থানে রহিয়া সকল দস্যুগণ।
আগে চর পাঠাইয়া দিল এক জন॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু করেন ভোজন।
চতুর্দ্দিকে হরিনাম লয় ভক্তগণ॥ ২৬৩॥
কৃষ্ণানন্দে মত্ত নিত্যানন্দ-ভৃত্যগণ।
কেহো করে সিংহ-নাদ, কেহো বা গর্জ্জন॥
রোদন করয়ে কেহো পরানন্দ-রসে।
কেহো করতালী দিয়া অট্ট অট্ট হাসে॥২৬৪॥
'হৈ হৈ হায় হায়' করে কোনো জন।
কৃষ্ণানন্দে নিদ্রা নাহি—সবেই চেতন॥
চর আসি কহিলেক দস্যুগণ-স্থানে।
"ভাত খায় অবধূত, জাগে সর্ব্ব জনে" ॥২৬৫॥
দস্যুগণ বলে "সবে শুউক খাইয়া।
আমরাও বসি সবে, হানা দিব গিয়া॥"
বসিলা সকল দস্যু এক বৃক্ষ-তলে।
পর-ধন লইবেক—এই কুতূহলে॥ ২৬৬॥
কেহো বলে—"মোহার সোণার তাড়বালা।"
কেহো বলে—"মুই নিমু মুকুতার মালা॥"
কেহো বলে—"মুই নিমু কর্ণ-আভরণ।"
"স্বর্ণ-হার নিমু মুই"—বলে কোনো জন॥২৬৭॥
কেহো বলে "মুই নিমু রজত-নূপুর।"
সবে এই মনঃকলা খায়েন প্রচুর॥
হেনই সময়ে নিত্যানন্দের ইচ্ছায়।
নিদ্রা-ভগবতী আসি চাপিলা সবায়॥ ২৬৮॥
সেইখানে ঘুমাইলা সব দস্যুগণ।
নিদ্রায় হইলা সবে মহা অচেতন॥

২৫৮। "হইয়া......অসঙ্গ"=নিঃসঙ্গ হইয়া; একাকী। ২৬১। "সমবায়"=একত্রিত। "হানা দিব"=আক্রমণ করিব।

২৬২। "নিশাভাগ করি"=অনেক রাত্রে।
২৬৬। "আমরাও......গিয়া"=এস, আমরা সকলে এখন এখানে বসি, পরে তখন আক্রমণ করিব।

প্রভুর মায়ায় হেন হইল মোহিত।
রাত্রি পোহাইল তবু নাহিক সম্বিত ॥ ২৬৯ ॥
কাক-রবে জাগিলা সকল দস্যুগণ।
রাত্রি নাহি দেখি সবে হৈলা দুঃখি-মন ॥
আস্তে-ব্যস্তে ঢাল খাঁড়া ফেলাইয়া বনে।
সত্বরে চলিলা সব দস্যু গঙ্গাস্নানে ॥ ২৭০ ॥
শেষে সব দস্যুগণ নিজ-স্থানে গেলা।
সবেই সবারে গালি পাড়িতে লাগিলা ॥
কেহো বলে—"তুই আগে পড়িলি শুইয়া।"
কেহো বলে—"তুই বড় আছিলি জাগিয়া॥"
কেহো বলে "কলহ করহ কেনে আর।
লজ্জা ধর্ম্ম চণ্ডী আজি রাখিল সবার" ॥২৭১॥
দস্যু-সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ দুরাচার।
সে বলয়ে "কলহ করহ কেনে আর ॥
যে হইল সে হইল চণ্ডীর ইচ্ছায়।
একদিন গেলে কি সকল দিন যায়॥ ২৭২ ॥
বুঝিলাম চণ্ডী আজি মোহিলা আপনে।
বিনি চণ্ডী পূজি সবে গেনু তে-কারণে ॥
ভাল করি আজি সবে মদ্য মাংস দিয়া।
চল সবে এক ঠাঁই চণ্ডী পূজি গিয়া" ॥ ২৭৩ ॥
এতেক করিয়া যুক্তি সব দস্যুগণ।
মদ্য মাংস দিয়া সবে করিলা পূজন ॥
আর দিন দস্যুগণ কাচি নানা অস্ত্র।
আইলেন বীরছাঁদে পরি নীলবস্ত্র ॥ ২৭৪ ॥
মহানিশা—সর্ব্বলোক আছেন শয়নে।
হেনই সময়ে বেড়িলেক দস্যুগণে ॥
বাড়ীর নিকটে থাকি দস্যুগণ দেখে।
চতুর্দ্দিকে অনেক পাইকে বাড়ী রাখে ॥২৭৫॥
চতুর্দ্দিকে অস্ত্রধারী পদাতিকগণ।
নিরবধি 'হরিনাম' করেন গ্রহণ ॥
পরম-প্রকাণ্ড-মূর্ত্তি—সবেই উদ্দণ্ড।
নানা-অস্ত্রধারী সবে—পরম-প্রচণ্ড ॥ ২৭৬ ॥
সর্ব্ব দস্যুগণ দেখে তার এক জনে।
শত জন মারিতে পারয়ে সেই ক্ষণে ॥
সবার গলায় মালা, সর্ব্বাঙ্গে চন্দন।
নিরবধি করিতেছে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ২৭৭ ॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু আছেন শয়নে।
চতুর্দ্দিকে 'কৃষ্ণ' গায় সেই সব গণে ॥
দস্যুগণ দেখি বড় হইলা বিস্মিত।
বাড়ী ছাড়ি সবে বসিলেন এক ভিত ॥ ২৭৮ ॥
সর্ব্ব দস্যুগণে যুক্তি লাগিল করিতে।
"কোথাকার পদাতিক আইল এথাতে ॥"
কেহো বলে "অবধূত কেমতে জানিয়া।
কাহারো পাইক আনিয়াছে সে মাগিয়া ॥"
কেহো বলে "ভাই! অবধূত বড় জ্ঞানী।
মাঝে মাঝে অনেক লোকের মুখে শুনি ॥২৭৯
জ্ঞানবান্ কিবা অবধূত-মহাশয়।
অপনার রক্ষা যেবা আপনে করয় ॥

২৬৯। "সম্বিত" = চৈতন্য; জ্ঞান।
২৭৪। "কাচি" = সজ্জা করিয়া।
"বীরছাঁদে" = বীরের ন্যায়।
২৭৫। "মহানিশা" = গভীর রাত্রি।
"পাইকে" = লাঠিয়ালে বা সশস্ত্র লোকে।
২৭৬। "পদাতিকগণ" = পদচারী সৈন্য-সকল।

২৮০। "জ্ঞানবান্...করয়" = এই সন্ন্যাসি-ঠাকুর কি পরম জ্ঞানী! ইঁহাকে দেখিয়া মনে হইতেছে, ইনি নিজের রক্ষার যোগাড় নিজেই করিয়াছেন।
"অন্যথা......জন" = তাহা না হইলে, এই যে সব প্রহরীগণ আসিয়াছে, ইহাদের একজনকেও ত মানুষের মত দেখিতেছি না, ইহাদের আকার প্রকার

অন্যথা যে সব দেখি পদাতিকগণ।
মনুষ্যের প্রায় যে না দেখি একো জন ॥২৮০॥
হেন বুঝি—এই সব শক্তির প্রভাবে।
গোসাঁই করিয়া তানে কহে লোক-সবে ॥"
আর কেহো বলে "তুমি বসি থাক ভাই।
যে খায়, যে পরে, সে বা কেমত গোসাঁই ॥"
সকল দস্যুর সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ।
সে বলয়ে "জানিলাম সকল কারণ ॥ ২৮১ ॥
যত বড় বড় লোক চারিদিক্ হৈতে।
সবে আইসেন অবধূতেরে দেখিতে ॥
কোনো দিক্ হৈতে কোনো বিশ্বাস নস্কর।
আসিয়াছে—তার পদাতিক বহুতর ॥ ২৮২ ॥
অতএব পদাতিক সকল ভাবক।
এই সে কারণে 'হরি হরি' করে জপ ॥
এ বা নহে—কোনো পদাতিক আনি থাকে।
তবে কত দিন এড়াইব এই পাকে॥ ২৮৩ ॥
অতএব চল সবে আজি ঘরে যাই।
চুপে-চাপে দিন দশ বসি থাকি ভাই ॥"
এত বলি সব দস্যুগণ গেল ঘরে।
অবধূত-চন্দ্র প্রভু স্বচ্ছন্দে বিহরে ॥ ২৮৪ ॥

নিত্যানন্দ-চরণ ভজয়ে যে যে জনে।
সর্ব্ব বিঘ্ন খণ্ডে তাঁহা সবার স্মরণে ॥
হেন নিত্যানন্দ-প্রভু বিহরে আপনে।
তাহানে করিতে বিঘ্ন পারে কোন্ জনে ॥২৮৫
অবিদ্যা খণ্ডয়ে যাঁর দাসের স্মরণে।
সে প্রভুরে বিঘ্ন করিবেক কোন্ জনে ॥
সর্ব্ব-গণ-সহ বিঘ্ননাথ যাঁর দাস।
যাঁর অংশ রুদ্র করে জগত-বিনাশ ॥ ২৮৬ ॥
যাঁর অংশ নড়িতে ভুবন-কম্প হয়।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ—কারে তান ভয়॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে করে স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন ক্রীড়া ভোজন শয়ন ॥ ২৮৭ ॥
সর্ব্ব অঙ্গে সকল অমূল্য অলঙ্কার।
যেন দেখি বলদেব—নন্দের কুমার ॥
কর্পূর তাম্বূল প্রভু করেন ভোজন।
ঈষত হাসিয়া মোহে ত্রিজগত-মন ॥ ২৮৮ ॥
অভয় পরমানন্দ বুলে সর্ব্ব স্থানে।
অভয় পরমানন্দ ভক্তগোষ্ঠী-সনে ॥
আর-বার যুক্তি করি পাপী দস্যুগণে।
আইলেন নিত্যানন্দ-চন্দ্রের ভবনে ॥ ২৮৯ ॥

সবই যে অমানুষিক। দস্যুগণ যে এরূপ দেখিতেছে তাহার কারণ হইল, ইঁহারা যে সেই বৈকুণ্ঠের প্রহরীগণই আসিয়াছেন; দস্যুগণের মহাসৌভাগ্য যে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল।

২৮১। "গোসাঁই"=ঠাকুর।

২৮৩। "এ বা......পাকে"=যদি বা ইহাও না হয়, পরন্তু পদাতিকই আনিয়া থাকে, তাহা হইলে দিন কতক পরেই এই হাঙ্গামা মিটিয়া যাইবে, কেননা পদাতিকগণ আর কতদিন থাকিবে, কয়েক দিন পরেই সকলে চলিয়া যাইবে।

২৮৬। "সর্ব্ব-গণ-সহ"=সপরিকরে।
"বিঘ্ননাথ"=বিঘ্ন-বিনাশকারী শ্রীগণেশ-দেব।
"রুদ্র"=মহারুদ্র।
"জগত-বিনাশ"=মহা-প্রলয়।

২৮৭। "যাঁর. .হয়"=যাঁর অংশ অর্থাৎ যে নিত্যানন্দের অংশ হইতেছেন 'শেষ'-নাগ, যিনি ফণার উপর পৃথিবী ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। যে নিত্যানন্দের অংশ 'শেষ'-নাগ একটু নড়িলে মেদিনী কম্পিত হয় অর্থাৎ ভূমিকম্প উপস্থিত হয়।

দৈবে সেই দিন মহা-ঘোর অন্ধকার।
মহা-ঘোর নিশা—নাহি লোকের সঞ্চার॥
মহা-ভয়ঙ্কর নিশা চোর দস্যুগণ।
দশ পাঁচ অস্ত্র একো জনের কাচন॥ ২৯০॥
প্রবিষ্ট হইলা মাত্র বাড়ীর ভিতরে।
সবে হৈল অন্ধ, কেহো চাহিতে না পারে॥
কিছু নাহি দেখে, অন্ধ হৈল দস্যুগণ।
সবেই হইল হত-প্রাণ-বুদ্ধি-মন॥ ২৯১॥
কেহো গিয়া পড়ে গড়খাইর ভিতরে।
জোঁকে পোকে ডাঁসে তারে কামড়াই মারে॥
উচ্ছিষ্ট গর্ত্তেতে কেহো কেহো গিয়া পড়ে।
তথায় মরয়ে বিছা-পোকের কামড়ে॥ ২৯২॥
কেহো কেহো পড়ে গিয়া কাঁটার ভিতরে।
সর্ব্ব অঙ্গে ফুটে কাঁটা নড়িতে না পারে॥
খালের ভিতরে গিয়া পড়ে কোনো জন।
হস্ত পদ ভাঙ্গিলেক, করয়ে ক্রন্দন॥ ২৯৩॥
সেইখানে কারো কারো গায়ে হৈল জ্বর।
সর্ব্ব দস্যুগণ চিন্তা পাইল অন্তর॥
হেনই সময়ে ইন্দ্র পরম-কৌতুকী।
করিতে লাগিলা মহা ঝড় বৃষ্টি তথি॥ ২৯৪॥
একে মরে দস্যু জোঁক-পোকের কামড়ে।
বিশেষে মরয়ে আরো মহা বৃষ্টি ঝড়ে॥
শিলাবৃষ্টি পড়ে সর্ব্ব অঙ্গের উপরে।
প্রাণ নাহি যায়, ভাসে দুঃখের সাগরে॥ ২৯৫॥

হেন সে পড়য়ে এক মহা-ঝন্‌ঝনা।
ত্রাসে মূর্চ্ছা যায় সবে পাসরি আপনা॥
মহাবৃষ্ট্যে দস্যুগণ তিতে নিরন্তর।
মহা-শীতে সবার কম্পিত কলেবর॥ ২৯৬॥
অন্ধ হইয়াছে—কিছু না পায় দেখিতে।
মরে দস্যুগণ মহা ঝড় বৃষ্টি শীতে॥
নিত্যানন্দ-দ্রোহে আসিয়াছে—এ জানিয়া।
ক্রোধে ইন্দ্র অধিক মারয়ে দুঃখ দিয়া॥২৯৭॥
কতক্ষণে দস্যু-সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ।
অকস্মাত ভাগ্যে তার হইল স্মরণ॥
মনে ভাবে বিপ্র "নিত্যানন্দ নর নহে।
সত্য সেহো ঈশ্বর—মনুষ্যে সত্য কহে॥২৯৮॥
একদিন মোহিলেন সবারে নিদ্রায়।
তথাপিহ না বুঝিনু ঈশ্বর-মায়ায়॥
আর-দিন অদভুত পদাতিকগণ।
দেখাইল, তবু মোর নহিল চেতন॥
যোগ্য মুই-পাপিষ্ঠের এ সব দুর্গতি।
হরিতে প্রভুর ধন যেন কৈলুঁ মতি॥ ২৯৯॥
এ মহা-সঙ্কটে মোরে কে করিবে পার।
নিত্যানন্দ বহি মোর গতি নাহি আর॥"
এত ভাবি দ্বিজ নিত্যানন্দের চরণ।
চিন্তিয়া—একান্ত-ভাবে লইল শরণ॥
যে চরণ চিন্তিলে আপদ নাহি আর।
সেইক্ষণে কোটী-অপরাধীরো নিস্তার॥৩০০॥

২৯০। "কাচন" = সাজ; সজ্জা।

২৯১। "হত প্রাণ বুদ্ধি মন" = বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গেল।

২৯২। "গড়খাই" = বাটীর চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত পরিখা অর্থাৎ ঝিল। শত্রু হইতে রক্ষার জন্য শত হস্ত প্রশস্ত ও দশ হস্ত গভীর যে খাত বাটীর চতুর্দ্দিকে খনন করা হয়, তাহার নাম পরিখা বা গড়খাই।

"উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তেতে" = এঁটোকাটা ফেলিবার গর্ত্ত।

২৯৮। "ভাগ্যে" = পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতির ফলে; অথবা শ্রীনিত্যানন্দ ও তদ্ভক্তগণের দর্শন-প্রভাবে।

কারুণ্যশারদা-রাগেন গীয়তে

"রক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ শ্রীবাল-গোপাল।
রক্ষা কর প্রভু! তুমি সর্ব্বজীব-পাল॥
যে জন আছাড় প্রভু! পৃথিবীতে খায়।
পুনশ্চ পৃথিবী তারে হয়েন সহায়॥ ৩০১॥
এইমত যে তোমাতে অপরাধ করে।
শেষে সেহো তোমার স্মরণে দুঃখে তরে॥
তুমি সে জীবের ক্ষম সর্ব্ব অপরাধ।
পতিত জনেহো তুমি করহ প্রসাদ॥ ৩০২॥
তথাপি যদ্যপি আমি ব্রহ্মঘ্ন গোবধী।
মোর বড় প্রভু! আর নাহি অপরাধী॥
সর্ব্ব মহাপাতকীও তোমার শরণ।
লইলে, খণ্ডয়ে তার সকল বন্ধন॥ ৩০৩॥
জন্মাবধি তুমি সে জীবের রাখ প্রাণ।
অন্তেও তুমি সে প্রভু! কর পরিত্রাণ॥
সঙ্কট হৈতে প্রভু! কর আজি রক্ষা।
যদি জীঙ প্রভু! তবে হৈল এই শিক্ষা॥৩০৪॥
জন্ম-জন্ম প্রভু তুমি, মুই তোর দাস।
কিবা জীঙ, মরোঁ—এই হউ মোর আশ॥"
নিত্যানন্দ-চন্দ্র কৃপাময় অবতার।
শুনি করিলেন দস্যুগণের উদ্ধার॥ ৩০৫॥
এইমত চিন্তিতে সকল দস্যুগণ।
সবার হইল দুই-চক্ষু-বিমোচন॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের স্মরণ-প্রভাবে।
ঝড় বৃষ্টি আর কারো দেহে নাহি লাগে॥
কতক্ষণে পথ দেখি সব দস্যুগণ।
মৃতপ্রায় হই সবে করিলা গমন॥ ৩০৬॥

সবে ঘরে গিয়া সেইমতে দস্যুগণ।
গঙ্গাস্নান করিলেন গিয়া সেইক্ষণ॥
দস্যু-সেনাপতি দ্বিজ কান্দিতে কান্দিতে।
নিত্যানন্দ-চরণে আইলা সেইমতে॥ ৩০৭॥
বসিয়া আছেন নিত্যানন্দ বিশ্বনাথ।
পতিত জনেরে করি শুভ-দৃষ্টিপাত॥
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ করে 'হরিধ্বনি'।
আনন্দে হুঙ্কার করে অবধূতমণি॥ ৩০৮॥
সেই মহাদস্যু দ্বিজ হেনই সময়।
'ত্রাহি' বলি বাহু তুলি দণ্ডবত হয়॥
আপাদ-মস্তক পুলকিত সর্ব্ব অঙ্গ।
নিরবধি অশ্রুধারা বহে মহাকম্প॥ ৩০৯॥
হুঙ্কার গর্জ্জন নিরবধি বিপ্র করে।
বাহ্য নাহি জানে, ডুবি আনন্দ-সাগরে॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রভাব দেখিয়া।
আপনা-আপনি নাচে হরষিত হৈয়া॥ ৩১০॥
"ত্রাহি বাপ নিত্যানন্দ! পতিত-পাবন।"
বাহু তুলি এইমত বলে ঘনেঘন॥
দেখি হইলেন সবে পরম বিস্মিত।
এমত দস্যুর কেনে এমত চরিত॥ ৩১১॥
কেহো বলে "মায়া বা করিয়া আসিয়াছে।
কোনো পাক করিয়া বা হানা দেয় পাছে॥"
কেহো বলে—"নিত্যানন্দ পতিত-পাবন!
কৃপায় ইহার বা হইল ভাল মন"॥ ৩১২॥
বিপ্রের অত্যন্ত প্রেম-বিকার দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল নিত্যানন্দ ঈষত হাসিয়া॥
প্রভু বলে "কহ দ্বিজ! কি তোমার রীত।
বড় ত তোমার দেখি অদ্ভুত চরিত॥ ৩১৩॥

৩০১। "যে......সহায়"=লোকে যে মাটীতে আছাড় খায়, আবার সেই মাটী ধরিয়াই তবে উঠিয়া থাকে।

৩০৫। "কিবা........আশ"=জীবনে মরণে ইহাই যেন আমার একমাত্র আশা হয়।

কি দেখিলা, কি শুনিলা কৃষ্ণ-অনুভব।
কিছু চিন্তা নাহি, অকপটে কহ সব॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সুকৃতী ব্রাহ্মণ।
কহিতে না পারে কিছু, করয়ে ক্রন্দন॥৩১৪॥
গড়াগড়ি যায় পড়ি সকল অঙ্গনে।
হাসে কান্দে নাচে গায় আপনা-আপনে॥
সুস্থির হইয়া দ্বিজ তবে কতক্ষণে।
কহিতে লাগিলা সব প্রভু-বিদ্যমানে॥ ৩১৫॥
"এই নদীয়ায় প্রভু! বসতি আমার।
নামে সে ব্রাহ্মণ—ব্যাধ-চণ্ডাল-আচার॥
নিরন্তর দুষ্ট-সঙ্গে করি ডাকা চুরি।
পরহিংসা বহি জন্মে আর নাহি করি॥ ৩১৬॥
আমা দেখি সর্ব্ব নবদ্বীপ কাঁপে ডরে।
কিবা পাপ নাহি হয় আমার শরীরে॥
দেখিয়া তোমার অঙ্গে দিব্য অলঙ্কার।
তাহা হরিবারে চিত্ত হইল আমার॥ ৩১৭॥
একদিন সাজি বহু লই দস্যুগণ।
হরিতে আইলুঁ মুই শ্রীঅঙ্গের ধন॥
সে দিন নিদ্রায় প্রভু! মোহিলা সবারে।
তোমার মায়ায় নাহি জানিলুঁ তোমারে॥
আর দিন নানামতে চণ্ডিকা পূজিয়া।
আইলাম খাঁড়া ছুরি ত্রিশূল কাচিয়া॥ ৩১৮॥
অদ্ভুত মহিমা দেখিলাম সেই দিনে।
সর্ব্ব বাড়ী আছে বেড়ি পদাতিকগণে॥
একেক পদাতি যেন মত্ত-হস্তি-প্রায়।
আজানুলম্বিত মালা সবার গলায়॥ ৩১৯॥
নিরবধি 'হরিধ্বনি' সবার বদনে।
তুমি আছ এই গৃহে আনন্দে শয়নে॥
হেন সে পাপিষ্ঠ চিত্ত আমা সবাকার
তবু নাহি বুঝিলাম মহিমা তোমার॥ ৩২০॥
'কারো পদাতিক আসিয়াছে কোথা হৈতে'।
এত ভাবি সে দিন গেলাম সেইমতে॥
তবে কতদিন ব্যাজে কালি আইলাম।
আসিয়াই মাত্র দুই চক্ষু খাইলাম॥ ৩২১॥
বাড়ীতে প্রবিষ্ট হই সব দস্যুগণে।
অন্ধ হই সবে পড়িলাম নানা স্থানে॥
কাঁটা জোঁক পোক ঝড় বৃষ্টি শিলাপাতে।
সবে মরি কারো শক্তি নাহিক যাইতে॥৩২২॥
মহা যম-যাতনা হইল যদি ভোগ।
তবে শেষে সবার হইল ভক্তিযোগ॥
তোমার কৃপায় সবে তোমার চরণ।
করিলুঁ একান্ত-ভাবে সবেই স্মরণ॥ ৩২৩॥
তবে হৈল সবার লোচন-বিমোচন।
হেন মহাপ্রভু তুমি পতিত-পাবন॥
আমি-সব এড়াইলুঁ এ সব যাতনা।
এ তোমার স্মরণের কোন্ বা মহিমা॥ ৩২৪॥
যাঁহার স্মরণে খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন।
অনায়াসে চলি যায় বৈকুণ্ঠ-ভুবন॥"
কহিয়া কহিয়া দ্বিজ কান্দে ঊর্দ্ধরায়।
হেন লীলা করে প্রভু অবধূত-রায়॥ ৩২৫॥
শুনিয়া সবার হৈল মহাশ্চর্য্য-জ্ঞান।
ব্রাহ্মণের প্রতি সবে করেন প্রণাম॥
দ্বিজ বলে "প্রভু! এবে আমার বিদায়।
এ দেহ রাখিতে আর মোর নাহি ভায়॥৩২৬॥
যেন মোর চিত্ত হৈল তোমার হিংসায়।
সেই মোর প্রায়শ্চিত্ত—মরিব গঙ্গায়॥"

৩১৮। "কাচিয়া"=সাজ-পাট করিয়া।
৩১৯। "আজানুলম্বিত"=হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা
৩২৪। "এ ....মহিমা"=তোমার স্মরণের এ মহিমা ত কিছুই নহে।

শুনি অতি অকৈতব দ্বিজের বচন।
তুষ্ট হইলেন প্রভু, সর্ব্ব ভক্তগণ ॥ ৩২৭ ॥
প্রভু বলে "দ্বিজ! তুমি ভাগ্যবান্ বড়।
জন্ম-জন্ম কৃষ্ণের সেবক তুমি দঢ় ॥
নহিলে এমত কৃপা করিবেন কেনে।
এ প্রকাশ অন্যে কি দেখয়ে ভক্ত বিনে ॥৩২৮॥
পতিত-তারণ-হেতু চৈতন্য-গোসাঁই।
অবতরি আছেন, ইহাতে অন্য নাই ॥
শুন দ্বিজ! যতেক পাতক কৈলি তুই।
আর যদি না করিস্, সব নিমু মুই ॥ ৩২৯ ॥
পরহিংসা ডাকা চুরি সব অনাচার।
ছাড় গিয়া—ইহা তুমি না করিহ আর ॥
ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লহ 'হরিনাম'।
তবে তুমি অন্যেরে করিবা পরিত্রাণ ॥ ৩৩০ ॥
যত চোর দস্যু সব ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্মপথ সবারে লওয়াও তুমি গিয়া ॥"
এত বলি আপন-গলার মালা আনি।
তুষ্ট হই ব্রাহ্মণেরে দিলেন আপনি ॥ ৩৩১ ॥
মহা জয়-জয়-ধ্বনি হইল তখন।
দ্বিজের হইল সর্ব্ব-বন্ধ-বিমোচন ॥
কাকু করে দ্বিজ প্রভু-চরণে ধরিয়া।
ক্রন্দন করয়ে অতি ডাকিয়া ডাকিয়া ॥৩৩২॥
"প্রভু মোর নিত্যানন্দ পাতকি-পাবন।
মুই-পাতকীরে দেহ চরণে শরণ ॥
তোমার হিংসায় সে হইল মোর মতি।
মুই-পাপিষ্ঠের কোন্ লোকে হৈব গতি ॥"
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু করুণা-সাগর।
পাদপদ্ম দিলা তার মস্তক-উপর ॥ ৩৩৩ ॥

চরণারবিন্দ পাই মস্তকে প্রসাদ।
ব্রাহ্মণের খণ্ডিল সকল অপরাধ ॥
সেই দ্বিজ-দ্বারে যত চোর-দস্যুগণ।
ধর্ম্মপথে লইলেন চৈতন্য-শরণ ॥ ৩৩৪ ॥
ডাকা চুরি পরহিংসা ছাড়ি অনাচার।
সবে লইলেন অতি সাধু ব্যবহার ॥
সবেই লয়েন 'হরিনাম' লক্ষ লক্ষ।
সবে হইলেন বিষ্ণু-ভক্তিযোগে দক্ষ ॥ ৩৩৫ ॥
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, কৃষ্ণগান নিরন্তর।
নিত্যানন্দ-প্রভু হেন করুণা-সাগর ॥
অন্য অবতারে কেহো ঝাট নাহি পায়।
নিরবধি নিত্যানন্দ 'চৈতন্য' লওয়ায় ॥ ৩৩৬ ॥
যে ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দ-স্বরূপে না মানে।
তাহারে লওয়ায় সেই চোর-দস্যুগণে ॥
যোগেশ্বর-সবে বাঞ্ছে যে প্রেম-বিকার।
যে অশ্রু যে কম্প যে বা পুলক হুঙ্কার ॥৩৩৭॥
চোর ডাকাইতের হইল হেন ভক্তি।
হেন প্রভু-নিত্যানন্দ-স্বরূপের শক্তি ॥
ভজ ভজ ভাই! হেন প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রসাদে পাই প্রভু গৌরচন্দ্র ॥ ৩৩৮ ॥
যে শুনয়ে নিত্যানন্দ-প্রভুর আখ্যান।
তাহারে মিলিব গৌরচন্দ্র-ভগবান্ ॥
দস্যুগণ-মোচন যে চিত্ত দিয়া শুনে।
নিত্যানন্দ চৈতন্য দেখিবে সেই জনে ॥৩৩৯॥
হেনমতে নিত্যানন্দ পরম কৌতুকে।
বিহরেন অভয় পরমানন্দ-সুখে ॥
তবে নিত্যানন্দ সব-পারিষদ-সঙ্গে।
প্রতি গ্রামে গ্রামে ভ্রমে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে ॥৩৪০॥

৩২৬ "নাহি ভায়"=ভাল লাগিতেছে না
৩২৭ "চিত্ত হৈল"=মন গেল।
৩২৯। "অন্য"=অন্যথা; সন্দেহ।
৩৩২। "কাকু"=মিনতি।

খানাচৌড়া, বড়্গাছি, আর দোগাছিয়া।
গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া॥
বিশেষে সুকৃতী অতি বড়্গাছি-গ্রাম।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের বিহারের স্থান॥ ৩৪১॥
বড়্গাছি-গ্রামের যতেক ভাগ্যোদয়।
তাহার করিতে নাহি পারি সমুচ্চয়॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের পারিষদগণ।
নিরবধি সবেই পরমানন্দ-মন॥ ৩৪২॥
কারো কোনো কর্ম্ম নাই সঙ্কীর্ত্তন বিনে।
সবার গোপাল-ভাব বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে॥
বেত্র বংশী শিঙ্গা ছাঁদ-দড়ি গুঞ্জাহার।
তাড় খাড়ু হাতে, পায়ে নূপুর সবার॥৩৪৩॥
নিরবধি সবার শরীরে কৃষ্ণ-ভাব।
অশ্রুকম্প পুলক—যতেক অনুরাগ॥
সবার সৌন্দর্য্য যেন অভিন্ন-মদন।
নিরবধি সবেই করেন সঙ্কীর্ত্তন॥ ৩৪৪॥
পাইয়া অভয় স্বামী প্রভু-নিত্যানন্দ।
নিরবধি কৌতুকে থাকেন ভক্তবৃন্দ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের দাসের মহিমা।
শত বৎসরেও করিবারে নারি সীমা॥ ৩৪৫॥

তথাপিহ নাম কহি জানি যাঁর যাঁর।
নাম-মাত্র স্মরণেও তরিয়ে সংসার॥
যাঁর যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দের বিহার।
সবে নন্দগোষ্ঠী-গোপ-গোপী-অবতার॥৩৪৬॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের নিষেধ লাগিয়া।
পূর্ব্ব-নাম না লিখিল বিদিত করিয়া॥
পরম পার্ষদ—রামদাস মহাশয়।
নিরবধি ঈশ্বর-ভাবে সে কথা কয়॥ ৩৪৭॥
যাঁর বাক্য কেহো ঝাট না পারে বুঝিতে।
নিরবধি গৌরচন্দ্র যাঁর হৃদয়েতে॥
সবার অধিক ভাবগ্রস্ত রামদাস।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ আছিলেন তিন মাস॥ ৩৪৮॥
প্রসিদ্ধ চৈতন্য-দাস মুরারি-পণ্ডিত।
যাঁর খেলা মহাসর্প ব্যাঘ্রের সহিত॥
রঘুনাথ-বৈদ্য-উপাধ্যায় মহামতি।
যাঁর দৃষ্টিপাতে কৃষ্ণে হয় রতি-মতি॥ ৩৪৯॥
প্রেমভক্তি-রসময় গদাধর দাস।
যাঁর দরশন-মাত্র সর্ব্ব-পাপ-নাশ॥
প্রেমরস-সমুদ্র সুন্দরানন্দ নাম।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের পার্ষদ-প্রধান॥ ৩৫০॥

৩৪১। "বড়্গাছি-গ্রাম"=বড়্গাছি গ্রামের অধিবাসিগণ।

৩৪২। "তাহার.........সমুচ্চয়"=তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না।

৩৪৩। "ছাঁদ-দড়ি"=গাই দুহিবার ছাঁদনদড়ি।

৩৪৪। "কৃষ্ণভাব"=শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমভাব।

"অনুরাগ"=ভাবের লক্ষণ বা বিকার-সমূহ।

"অভিন্ন-মদন"=অবিকল কামদেবের মত।

৩৪৫। "অভয়"=সর্ব্ববিধ-ভয়-নিবারণকারী।

৩৪৬। "সবে......অবতার"=সকলেই শ্রীনন্দ-মহারাজার স্বজন ও পরিচরবর্গ—তাঁহারাই সকলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

৩৪৭। "পূর্ব্বনাম.........করিয়া"=পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারের সময় এই পার্ষদগণের কাহার কি নাম ছিল, তাহা প্রকাশ করিয়া লিখিলাম না।

"ঈশ্বর-ভাবে"=ভগবদ্ভাবাবেশে।

৩৪৮। "যাঁর......বুঝিতে"=যাঁর ভাবপূর্ণ কথা অর্থাৎ ভাবের কথা হঠাৎ কেহ বুঝিতে পারে না।

পণ্ডিত কমলাকান্ত পরম উদ্দাম।
যাঁহারে দিলেন নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম॥
গৌরীদাস পণ্ডিত পরম ভাগ্যবান্।
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দ যাঁর প্রাণ ॥৩৫১॥
পুরন্দর-পণ্ডিত পরম শান্ত দান্ত।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের বল্লভ একান্ত॥
নিত্যানন্দ-জীবন পরমেশ্বর দাস।
যাঁহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস ॥ ৩৫২ ॥
ধনঞ্জয়-পণ্ডিত মহান্ত বিলক্ষণ।
যাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ সর্ব্বক্ষণ॥
প্রেমরসে মহামত্ত বলরাম দাস।
যাঁহার বাতাসে সব পাপ যায় নাশ ॥ ৩৫৩ ॥
যদুনাথ কবিচন্দ্র প্রেমরসময়।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহার হৃদয়॥
জগদীশ-পণ্ডিত পরম-জ্যোতির্ধাম।
সপার্ষদে নিত্যানন্দ যাঁর ধন প্রাণ ॥ ৩৫৪ ॥
পণ্ডিত পুরুষোত্তম নবদ্বীপে জন্ম।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের মহা ভৃত্য মর্ম্ম॥
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।
যাঁহার প্রসাদে হয় নিত্যানন্দে মতি ॥৩৫৫॥
রাঢ়ে জন্ম মহাশয় দ্বিজ-কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দ-পারিষদে যাঁহার বিলাস॥
প্রসিদ্ধ কালিয়া কৃষ্ণদাস ত্রিভুবনে।
গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাঁহার স্মরণে ॥ ৩৫৬ ॥
সদাশিব কবিরাজ মহাভাগ্যবান্।
যাঁর পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম দাস নাম॥
বাহ্য নাহি পুরুষোত্তম দাসের শরীরে।
নিত্যানন্দ-চন্দ্র যাঁর হৃদয়ে বিহরে॥ ৩৫৭ ॥
উদ্ধারণ দত্ত মহাবৈষ্ণব উদার।
নিত্যানন্দ-সেবায় যাঁহার অধিকার॥
মহেশ-পণ্ডিত অতি পরম মহান্ত।
পরমানন্দ উপাধ্যায় বৈষ্ণব একান্ত॥ ৩৫৮ ॥
চতুর্ভুজ-পণ্ডিত নন্দন গঙ্গাদাস।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস॥
আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ পরম উদার।
পূর্ব্বে রঘুনাথ-পুরী নাম খ্যাতি যাঁর ॥ ৩৫৯ ॥
প্রসিদ্ধ পরমানন্দ গুপ্ত মহাশয়।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের আলয়॥
বড়্গাছি-নিবাসী সুকৃতী কৃষ্ণদাস।
যাঁহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিলাস ॥ ৩৬০॥
কৃষ্ণদাস দেবানন্দ দুই শুদ্ধমতি।
মহান্ত আচার্য্যচন্দ্র নিত্যানন্দ-গতি॥
গায়ন মাধবানন্দ ঘোষ মহাশয়।
বাসুদেব ঘোষ অতি প্রেমরসময়॥ ৩৬১ ॥
মহাভাগ্যবন্ত জীব-পণ্ডিত উদার।
যাঁর ঘরে নিত্যানন্দ-চন্দ্রের বিহার॥
নিত্যানন্দ-প্রিয় মনোহর নারায়ণ।
কৃষ্ণদাস দেবানন্দ এই চারি জন॥ ৩৬২ ॥
যত ভৃত্য নিত্যানন্দ-চন্দ্রের সহিতে।
শত বৎসরেও তাহা না পারি লিখিতে॥
সহস্র সহস্র একো সেবকের গণ।
সবার চৈতন্য-নিত্যানন্দ ধন প্রাণ ॥ ৩৬৩ ॥

৩৫২। "বল্লভ" = প্রিয়।

৩৫৪। "যাঁহার হৃদয়" = যাঁহার হৃদয়ে রহিয়াছেন।

৩৫৫। "মহা ভৃত্য মর্ম্ম" = অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত।

৩৫৬। "প্রসিদ্ধ……ত্রিভুবনে" = যিনি সর্ব্বত্র কালা-কৃষ্ণদাস বলিয়া বিখ্যাত।

নিত্যানন্দ-প্রসাদে তাঁহারা গুরু-সম।
শ্রীচৈতন্য-রসে সবে পরম উদ্দাম ॥
কিছুমাত্র আমি লিখিলাম জানি যাঁরে।
সকল বিদিত হৈব বেদব্যাস-দ্বারে ॥ ৩৬৪ ॥
সর্ব্বশেষ-ভৃত্য তান বৃন্দাবন দাস।
অবশেষপাত্র-নারায়ণী-গর্ভজাত॥ ৩৬৫ ॥
অদ্যাপিহ বৈষ্ণব-মণ্ডলে যাঁর ধ্বনি।
"চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী॥"
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ ৩৬৬ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ-বিলাস-বর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয় জয় প্রভুর যতেক ভক্তবৃন্দ ॥
হেনমতে মহাপ্রভু-নিত্যানন্দচন্দ্র।
সর্ব্ব-দাস-সহ করে কীর্ত্তন-আনন্দ ॥ ১ ॥
বৃন্দাবন-মধ্যে যেন করিলেন লীলা।
সেইমত নিত্যানন্দ-স্বরূপের খেলা ॥
অকৈতব-রূপে সর্ব্ব জগতের প্রতি।
লওয়ায়েন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে রতি-মতি ॥ ২ ॥
সঙ্গে পারিষদগণ পরম উদ্দাম।
সর্ব্ব নবদ্বীপে ভ্রমে মহা-জ্যোতির্ধাম ॥
অলঙ্কার মালায় পূর্ণিত কলেবর।
কর্পূর-তাম্বূলে শোভে সুরঙ্গ অধর ॥ ৩ ॥

দেখি নিত্যানন্দ-মহাপ্রভুর বিলাস।
কেহো সুখ পায়, কারো না জন্মে বিশ্বাস॥
সেই নবদ্বীপে এক আছেন ব্রাহ্মণ।
চৈতন্যের সঙ্গে তান পূর্ব্ব অধ্যয়ন ॥ ৪ ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের দেখিয়া বিলাস।
চিত্তে তান কিছু জন্মিয়াছে অবিশ্বাস ॥
চৈতন্যচন্দ্রেতে তাঁর বড় দৃঢ় ভক্তি।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের না জানেন শক্তি ॥ ৫ ॥
দৈবে সেই ব্রাহ্মণ গেলেন নীলাচলে।
তথাই আছেন কতদিন কুতূহলে ॥
প্রতিদিন যায় বিপ্র শ্রীচৈতন্য-স্থানে।
পরম বিশ্বাস তান প্রভুর চরণে ॥ ৬ ॥
দৈবে একদিন সেই ব্রাহ্মণ নিভৃতে।
চিত্তে ইচ্ছা করিলেন কিছু জিজ্ঞাসিতে ॥
বিপ্র বলে "প্রভু! মোর এক নিবেদন।
করিব তোমার স্থানে, যদি দেহ মন ॥ ৭ ॥
নবদ্বীপে গিয়া নিত্যানন্দ-অবধূত।
কিছু ত না বুঝোঁ মুই করেন কিরূপ ॥
সন্ন্যাস-আশ্রম তান বলে সর্ব্ব জন।
কর্পূর-তাম্বূল সে ভোজন সর্ব্বক্ষণ ॥ ৮ ॥
ধাতু-দ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীরে।
সোণা রূপা মুক্তা সে সকল কলেবরে ॥
কাষায় কৌপীন ছাড়ি দিব্য পট্টবাস।
ধরেন চন্দন মালা সদাই বিলাস ॥ ৯ ॥
দণ্ড ছাড়ি লৌহদণ্ড ধরেন বা কেনে।
শূদ্রের আশ্রমে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণে ॥
শাস্ত্রমত মুই তান না দেখি আচার।
এতেকে মোহার চিত্তে সন্দেহ অপার ॥ ১০ ॥

৩৬৫। "বৃন্দাবন দাস" — এই গ্রন্থকর্ত্তা স্বয়ং

২। "অকৈতব-রূপে" — নিষ্কপটে।

'বড় লোক' বলি তাঁরে বলে সর্ব্ব জনে।
তথাপি আশ্রমাচার না করেন কেনে॥
যদি মোরে 'ভৃত্য' হেন জ্ঞান থাকে মনে।
কি মর্ম্ম ইহার প্রভু! কহ শ্রীবদনে" ॥ ১১ ॥
সুকৃতী ব্রাহ্মণ প্রশ্ন কৈল শুভ-ক্ষণে।
অমায়ায় প্রভু তত্ত্ব কহিলেন তানে॥
শুনিয়া বিপ্রের বাক্য শ্রীগৌরসুন্দর।
হাসিয়া বিপ্রের প্রতি কহিলা উত্তর॥
"শুন বিপ্র! মহা-অধিকারী যেবা হয়।
তবে তাঁরে দোষ গুণ কিছু না জন্ময়॥ ১২ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (১১।২০।৩৬)—

ন ময্যেকান্ত-ভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাং॥ ১৩ ॥

পদ্মপত্রে যেন কভু নাহি লাগে জল।
এইমত নিত্যানন্দ-স্বরূপ নির্ম্মল॥
পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাহান শরীরে।
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র! সর্ব্বদা বিহরে॥ ১৪॥
অধিকারী বই করে তাহান আচার।
দুঃখ পায় সেই জন, পাপ জন্মে তার॥
রুদ্র বিনে অন্যে যদি করে বিষপান।
সর্ব্বথায় মরে, সর্ব্ব পুরাণ প্রমাণ॥ ১৫ ॥

তথাহি (ভাঃ ১০।৩৩।২৯-৩০)—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষং॥১৬॥
ধর্ম্ম-ব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসং।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥১৭॥

৯। "কাষায়" = ঈষৎ রক্তবর্ণ।

১১। "আশ্রমাচার" – আশ্রম-বিহিত অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রম-যোগ্য আচার।

১৩। প্রকৃতির অতীত পরম-পুরুষ পরমেশ্বর-রূপ আমাকে যাহারা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই রাগ-দ্বেষাদি-রহিত, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি-সম্পন্ন ও আমার একান্ত ভক্ত সাধুগণের সহিত বিধি-নিষেধ-জনিত পাপ-পুণ্যের কোনও সম্বন্ধ নাই অর্থাৎ তাহাদিগকে পাপ-পুণ্যের ফলভোগ করিতে হয় না—পাপ-পুণ্য তাহাদিগকে স্পর্শই করিতে পারে না।

১৫। "অধিকারী…আচার" = তাঁহার এইরূপ আচার দেখিয়া অন্য কোন সাধারণ সন্ন্যাসী বা অনধিকারী ব্যক্তি যদি তাঁহার মত এইরূপ আচরণ করে, তাহা হইলে সে মহা দুঃখ পাইবে ও ধর্ম্মে পতিত হইবে, কারণ সে ঐরূপ উচ্চ অধিকারী হয় নাই। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেও উক্ত হইয়াছে :—

অধিকারী নহে ধর্ম্ম চাহে আচরিতে।
অবিলম্বে নাশ যায় হাসিতে খেলিতে॥

১৬। ইন্দ্রিয়-পরবশ সাধারণ ব্যক্তিগণ কদাচ, এমন কি মন দ্বারাও, ঈশ্বরগণের অর্থাৎ অসাধারণ মহাপুরুষগণের ধর্ম্ম-ব্যতিক্রম-বিশিষ্ট আচরণ-সমূহের অনুষ্ঠান করিবে না; মূঢ়তা-প্রযুক্ত যদি করে, তবে তাহার ফল এই হইবে যে, রুদ্র ভিন্ন অপর কোনও ব্যক্তি সমুদ্রোত্থিত বিষ ভক্ষণ করিলে যেরূপ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সেও ঠিক তদ্রূপই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

১৭। ঈশ্বরগণের অর্থাৎ ঐশ্বরিক-শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষগণের ধর্ম্মোল্লঙ্ঘন ও অধর্ম্মাচার-রূপ দুঃসাহসিকতার কার্য্য পরিদৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহা তাহাদিগের পক্ষে দোষের নহে; কেন নহে? না, বহ্নি অর্থাৎ আগুনের সর্ব্ব-ভোজন যেমন দোষের নহে, তদ্রূপ তেজীয়ান্‌দিগের ঐরূপ আচরণও দোষাবহ নহে।

এতেকে যে না জানিয়া নিন্দে তান কর্ম্ম।
নিজ-দোষে সেই দুঃখ পায় জন্ম-জন্ম ॥
গর্হিতো করয়ে যদি মহা-অধিকারী।
নিন্দার কি দায়, তাঁরে হাসিলেই মরি ॥১৮॥
ভাগবত হৈতে সে এ সব তত্ত্ব জানি।
তাহো যদি বৈষ্ণব-গুরুর মুখে শুনি ॥
মহান্তের আচরণে হাসিলে যে হয়।
চিত্ত দিয়া শুন ভাগবতে যেই কয় ॥ ১৯ ॥
এক-কালে রাম-কৃষ্ণ গেলেন পড়িতে।
বিদ্যা পূর্ণ করি, চিত্ত করিলা আসিতে ॥
'কি দক্ষিণা দিব' বলিলেন গুরু প্রতি।
তবে পত্নী-সঙ্গে গুরু করিলা যুকতি ॥
মৃত পুত্র মাগিলেন রাম-কৃষ্ণ-স্থানে।
তবে রাম-কৃষ্ণ গেলা যম-বিদ্যমানে ॥ ২০ ॥
আজ্ঞায় শিশুর সর্ব্ব কর্ম্ম ঘুচাইয়া।
যমালয় হৈতে পুত্র দিলেন আনিয়া ॥
পরম অদ্ভুত শুনি এ সব আখ্যান।
দেবকীও মাগিলেন মৃত-পুত্র-দান ॥ ২১ ॥
দৈবে রাম-কৃষ্ণে একদিন সম্বোধিয়া।
কহেন দেবকী অতি কাতর হইয়া ॥

"শুন শুন রাম কৃষ্ণ যোগেশ্বরেশ্বর।
তুমি দুই আদি নিত্য-শুদ্ধ-কলেবর ॥ ২২ ॥
সর্ব্ব জগতের পিতা তুমি দুই জন।
মুই জানোঁ তুমি দুই পরম-কারণ ॥
জগতের উৎপত্তি, স্থিতি বা প্রলয়।
তোমার অংশের অংশ হৈতে সব হয় ॥ ২৩ ॥
তথাপিহ পৃথিবীর খণ্ডাইতে ভার।
হইয়াছ মোর পুত্র-রূপে অবতার ॥
যম-ঘর হৈতে যেন গুরুর নন্দন।
আনিয়া দক্ষিণা দিলে তুমি দুই জন ॥ ২৪ ॥
মোর ছয় পুত্র যে মরিল কংস হৈতে।
বড় চিত্ত মোর—তাহা সবারে দেখিতে ॥
কত কাল গুরু-পুত্র আছিল মরিয়া।
তাহা যেন আনি দিলা শক্তি প্রকাশিয়া ॥
এইমত আমারেও কর পূর্ণ-কাম।
আনি দেহ মোরে মৃত ছয় পুত্র দান" ॥ ২৫ ॥
শুনি জননীর বাক্য কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণ।
সেই ক্ষণে চলি গেলা বলির ভবন ॥
নিজ-ইষ্টদেব দেখি বলি-মহারাজ।
মগ্ন হইলেন প্রেমানন্দ-সিন্ধু-মাঝ ॥ ২৬ ॥

১৮। "নিন্দার···মরি" = নিন্দা করা ত দূরের কথা, তাঁহাকে একটুমাত্র উপহাস করিলেই মরিতে হইবে—সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে।

১৯। "তাহো······ ·····শুনি" = তাহাও যদি বিষ্ণু-ভক্ত গুরু বা তদ্রূপ গুরুর ন্যায় মহতের মুখে শ্রবণ করি। অবৈষ্ণবের মুখে হরি-কথা শ্রবণ করিতে শাস্ত্রে নিষেধ করিয়াছেন, যথা শ্রীপদ্মপুরাণে—

অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতং।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ ॥

"ভাগবতে" = শ্রীমদ্ভাগবতে।

"যে হয়" = যে ভীষণ ফল হয়।

২০। "বিদ্যা······আসিতে" = বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইয়া গেলে গুরুগৃহ হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা করিলেন।

২১। "কর্ম্ম ঘুচাইয়া" = কর্ম্ম-ফল খণ্ডন করিয়া।

"মাগিলেন" = চাহিলেন।

২৬। "কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণ" = কৃষ্ণ-বলরাম।

গৃহ পুত্র দেহ বিত্ত সকল বান্ধব।
সেইক্ষণে পাদপদ্মে আনি দিলা সব ॥
লোমহর্ষ অশ্রুপাত পুলক আনন্দে।
স্তুতি করি পাদপদ্ম ধরি বলি কান্দে ॥ ২৭ ॥
"জয় জয় প্রকট অনন্ত সঙ্কর্ষণ।
জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র গোকুল-ভূষণ ॥
জয় সখ্য-গোপাচার্য্য হলধর রাম।
জয় জয় কৃষ্ণ ভক্ত-পূর্ণমনস্কাম ॥ ২৮ ॥
যদ্যপিহ শুদ্ধ-সত্ত্ব দেব-ঋষিগণ।
তাঁ সবারো দুর্ল্লভ তোমার দরশন ॥
তথাপি হেন সে প্রভু কারুণ্য তোমার।
তমোগুণ অসুরেও হও সাক্ষাৎকার ॥ ২৯ ॥
অতএব শত্রু মিত্র নাহিক তোমাতে।
বেদেও কহেন ইহা, দেখিও সাক্ষাতে ॥
যে মারিতে আইল লইয়া বিষস্তন।
তাহারেও পাঠাইলে বৈকুণ্ঠ-ভুবন ॥ ৩০ ॥
অতএব তোমার হৃদয় বুঝিবারে।
বেদে, শাস্ত্রে, যোগেশ্বর-সবেও না পারে ॥
যোগেশ্বর-সব যাঁর মায়া নাহি জানে।
মুই পাপী অসুর বা জানিব কেমনে ॥ ৩১ ॥
এই কৃপা কর মোরে সর্ব্ব-লোক-নাথ।
গৃহ-অন্ধকূপে মোরে না করিহ পাত ॥
তোর দুই পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া।
শান্ত হই বৃক্ষমূলে পড়ি থাকোঁ গিয়া ॥ ৩২ ॥
তোমার দাসের মেলে মোরে কর দাস।
আর যেন চিত্তে মোর না থাকয়ে আশ ॥"
রাম-কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধরিয়া হৃদয়ে।
এইমত স্তুতি করে বলি-মহাশয়ে ॥ ৩৩ ॥
ব্রহ্মলোক শিবলোক যে চরণোদকে।
পবিত্র করিতেছেন ভাগীরথী-রূপে ॥
হেন পুণ্য-জল বলি গোষ্ঠীর সহিতে।
পান করে, শিরে ধরে ভাগ্যোদয় হৈতে ॥৩৪॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বস্ত্র অলঙ্কার।
পাদপদ্মে দিয়া বলি করে নমস্কার ॥
"আজ্ঞা কর প্রভু! মোরে শিখাও আপনে।
যদি মোরে ভৃত্য-হেন জ্ঞান থাকে মনে ॥৩৫॥
যে করয়ে প্রভু! আজ্ঞা পালন তোমার।
সেই জন হয় বিধি-নিষেধের পার ॥"
শুনিয়া বলির বাক্য প্রভু তুষ্ট হৈলা।
যে নিমিত্ত আগমন কহিতে লাগিলা ॥ ৩৬ ॥

২৭। "গৃহ.........সব" = ইহারই নাম আত্ম-সমর্পণ। যথাসর্ব্বস্ব প্রভু-পাদপদ্মে সমর্পণ করিতে না পারিলে, সেই দেবদুর্ল্লভ শ্রীচরণ কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে? নিজের বলিয়া কিছুই থাকিবে না, যাহা কিছু সমস্তই কৃষ্ণে সমর্পণ করিতে হইবে।

২৮। "জয়...সঙ্কর্ষণ" = ইহা শ্রীবলরামের স্তুতি।

"সখ্য-গোপাচার্য্য" = গোপ-সখাগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

"ভক্ত-পূর্ণমনস্কাম" = ভক্ত-বাঞ্ছা-পূর্ণকারী।

৩২। "গৃহ......পাত" = সংসার-নরকে আর ফেলিও না।

"শান্ত হই" = মহাশান্তিতে; পরমানন্দে;

৩৩। "মেলে" = দলে।

"আর .....আশ" = আমি যেন মনে অন্য আর কোনও আশা না করি।

৩৪। "যে চরণোদকে" = যে বিষ্ণুর পদজলে, যেহেতু ভাগীরথী অর্থাৎ গঙ্গা হইলেন বিষ্ণু-পাদোদ্ভবা।

"ব্রহ্মলোক......রূপে" = গঙ্গা হইলেন ত্রিভুবন-পবিত্রকারিণী।

"পুণ্য-জল" = পরম-পবিত্র রাম-কৃষ্ণ-চরণামৃত।

প্রভু বলে "শুন শুন বলি-মহাশয়।
যে নিমিত্তে আইলাম তোমার আলয়॥
আমার মায়ের ছয় পুত্র পাপী কংসে।
মারিলেক, সেই পাপে সেহো মৈল শেষে॥
নিরবধি সেই পুত্র-শোক সঙরিয়া।
কান্দেন দেবকী-দেবী দুঃখিতা হইয়া॥ ৩৭॥
তোমার নিকটে আছে সেই ছয় জন।
তাহা নিব জননীর সন্তোষ-কারণ॥
সে সব ব্রহ্মার পৌত্র সিদ্ধ দেবগণ।
তা-সবার এত দুঃখ শুন যে কারণ॥ ৩৮॥
প্রজাপতি-মরীচি যে ব্রহ্মার নন্দন।
পূর্ব্বে তান পুত্র ছিল এই ছয় জন॥
দৈবে ব্রহ্মা কাম-বশে হইলা মোহিত।
লজ্জা ছাড়ি কন্যা প্রতি করিলেন চিত॥৩৯॥
তাহা দেখি হাসিলেন সেই ছয় জন।
সেই দোষে অধঃপাত হৈল সেই ক্ষণ॥
মহান্তের কর্ম্মেতে করিলা উপহাস।
অসুর-যোনিতে পাইলেন গর্ভবাস॥ ৪০॥
হিরণ্যকশিপু জগতের দ্রোহ করে।
দেব-দেহ ছাড়ি জন্মিলেন তার ঘরে॥
তথাও ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে ছয় জন।
নানা দুঃখ-যাতনায় পাইল মরণ॥ ৪১॥
তবে যোগমায়া ধরি পুনঃ আর-বার।
দেবকীর গর্ভে লৈয়া কৈলেন সঞ্চার॥
ব্রহ্মারে যে হাসিলেন সেই পাপ হৈতে।
সেহো দেহে দুঃখ পাইলেন নানামতে॥ ৪২॥
জন্ম হৈতে অশেষ-প্রকার যাতনায়।
ভাগিনা—তথাপি মারিলেন কংস-রায়॥
দেবকী এ সব গুপ্ত রহস্য না জানি।
কান্দেন তা-সবারে আপন-পুত্র মানি॥ ৪৩॥
সেই ছয় পুত্র জননীরে দিব দান।
সেই কার্য্য লাগি আইলাম তোমা-স্থান॥
দেবকীর স্তন-পানে সেই ছয় জন।
শাপ হৈতে মুক্ত হইবেন সেইক্ষণ" ॥ ৪৪॥
প্রভু বলে "শুন শুন বলি-মহাশয়।
বৈষ্ণবের কর্ম্মেতে হাসিলে হেন হয়॥
সিদ্ধ-সবো পাইলেন এতেক যাতনা।
অসিদ্ধ জনের দুঃখ কি কহিব সীমা॥ ৪৫॥
যে দুষ্কৃতী জন বৈষ্ণবের নিন্দা করে।
জন্ম-জন্ম নিরবধি সেই দুঃখে মরে॥
শুন বলি! এই শিক্ষা করাই তোমারে।
কভু জানি নিন্দা হাস্য কর বৈষ্ণবেরে॥ ৪৬॥
মোর পূজা মোর নাম-গ্রহণ যে করে।
মোর ভক্ত নিন্দে যদি, তারো বিঘ্ন ধরে॥

৩৬। "সেই…………পার" = আর তাহাকে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের বন্ধনের মধ্যে থাকিতে হয় না অর্থাৎ উহা মানিয়া চলিতে হয় না; তন্নিমিত্ত কোনও পাপ-পুণ্য আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

৪০। "অধঃপাত হৈল" = পতন হইল।

৪৫। "বৈষ্ণবের…………হয়" = শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যথা স্কন্দপুরাণে—

যো হি ভাগবতং লোকমুপহাসং নৃপোত্তম!।
করোতি তস্য নশ্যন্তি অর্থঃ ধর্ম্মঃ যশঃ সুতাঃ॥

৪৬। "যে… মরে" = শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যথা স্কন্দপুরাণে—

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে॥

"কভু জানি" = কেননা কি জানি, যদি কোনও সময়ে ভ্রম-ক্রমেও; যেহেতু কখনও পাছে যদি।

মোর ভক্ত প্রতি প্রেমভক্তি করে যে।
নিঃসংশয় বলিলাম মোরে পায় সে ॥ ৪৭ ॥

তথাহি বরাহপুরাণে—

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুত-সেবিনাং।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্ত-পরিচর্য্যা-রতাত্মনাং ॥ ৪৮ ॥

মোর ভক্ত না পূজে, আমারে পূজে মাত্র।
সে দাম্ভিক—নহে মোর প্রসাদের পাত্র ॥৪৯॥

তথাহি শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে—

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণু-প্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ ॥ ৫০ ॥

তুমি বলি! মোর প্রিয়-সেবক সর্ব্বথা।
অতএব তোমারে কহিনু গোপ্য-কথা॥"
শুনিয়া প্রভুর শিক্ষা বলি-মহাশয়।
অত্যন্ত আনন্দ-যুক্ত হইলা হৃদয় ॥ ৫১ ॥
সেই ক্ষণে ছয় পুত্র, আজ্ঞা শিরে ধরি।
সম্মুখে দিলেন আনি পুরস্কার করি ॥

তবে রাম-কৃষ্ণ-প্রভু লই ছয় জন।
জননীরে আনিয়া দিলেন তত্ক্ষণ ॥ ৫২ ॥
মৃত পুত্র দেখিয়া দেবকী সেইক্ষণে।
স্নেহে স্তন সবারে দিলেন হর্ষ-মনে ॥
ঈশ্বরের অবশেষ-স্তন করি পান।
সেই ক্ষণে সবার হইল দিব্য-জ্ঞান ॥ ৫৩ ॥
দণ্ডবত হই সবে ঈশ্বর-চরণে।
পড়িলেন সাক্ষাতে দেখয়ে সর্ব্বজনে ॥
তবে প্রভু কৃপাদৃষ্ট্যে সবারে চাহিয়া।
শিখাইতে লাগিলেন সদয় হইয়া ॥ ৫৪ ॥
"চল চল দেবগণ! যাহ নিজ-বাস।
মহান্তেরে আর নাহি কর উপহাস ॥
ঈশ্বরের শক্তি ব্রহ্মা—ঈশ্বর-সমান।
মন্দ কর্ম্ম করিলেও, মন্দ নহে তান ॥ ৫৫ ॥
তাহানে হাসিয়া এত পাইলে যাতনা।
হেন বুদ্ধি নাহি আর করিহ কামনা॥
ব্রহ্মা-স্থানে গিয়া মাগি লহ অপরাধ।
তবে সবে চিত্তে পুনঃ পাইবা প্রসাদ" ॥ ৫৬ ॥

৪৭। "মোর পূজা..........ধরে" = যে ব্যক্তি যথাবিধি আমার পূজা করে ও আমার নাম লয় অর্থাৎ যে আমার ভক্ত, সেও যদি আমার অন্য ভক্তের নিন্দা করে, তবে তাহারও বিপদ ঘটিয়া থাকে, যেহেতু আমার ভক্তের নিন্দাপরাধে তাহার ভজন ব্যর্থ হয় ও তন্নিমিত্ত সে দুঃখ ভোগ করে। ইহার অনুরূপ কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যথা :—

পূজিতো ভগবান্ বিষ্ণুর্জন্মান্তর-শতৈরপি।
প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাপমানিতে ॥
দ্বারকা-মাহাত্ম্য।

বৈষ্ণবের নিন্দা করিলে প্রকারান্তরে তাঁহার অপমানই করা হয়।

৪৮। কৃষ্ণ-সেবা-পরায়ণ ব্যক্তিগণের সিদ্ধিলাভ হইতেও পারে, না হইতেও পারে, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত-সেবা-পরায়ণ ব্যক্তিগণের সিদ্ধিলাভ-বিষয়ে একেবারে কোনও সন্দেহই নাই।

৫০। যাঁহারা শ্রীগোবিন্দের পূজা করেন, কিন্তু তদীয় ভক্তগণের পূজা করেন না, তাঁহারা কদাচ শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ-ভাজন নহেন, পরন্তু তাঁহারা কেবলই দাম্ভিক মাত্র।

৫১। "বলি" = হে মহারাজ বলি!

৫২। "পুরস্কার করি" = পরম সমাদরে।

৫৩। "ঈশ্বরের........পান" = যে স্তন পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পান করিয়াছেন, তাঁহার সেই উচ্ছিষ্ট

ঈশ্বরের আজ্ঞা শুনি সেই ছয় জন।
পরম-আদরে আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ ॥
পিতা-মাতা-রাম-কৃষ্ণ-পদে নমস্করি।
চলিলেন সর্ব্ব দেবগণ নিজ-পুরী ॥ ৫৭ ॥
"কহিলাম বিপ্র! এই ভাগবত-কথা।
নিত্যানন্দ প্রতি দ্বিধা ছাড়হ সর্ব্বথা ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপ পরম-অধিকারী।
অল্প ভাগ্যে তাহানে জানিতে নাহি পারি ॥
অলৌকিক চেষ্টা যেবা কিছু দেখ তান।
তাহাতেও আদর করিলে পাই ত্রাণ ॥ ৫৮ ॥
পতিতের ত্রাণ লাগি তাঁর অবতার।
তাঁহা হৈতে সর্ব্ব জীব হইব উদ্ধার ॥
তাঁহার আচার—বিধি-নিষেধের পার।
তাঁহারে জানিতে শক্তি আছয়ে কাহার ॥৫৯॥
না বুঝিয়া নিন্দে তান চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি তার হয় বাধ ॥
চল বিপ্র! তুমি শীঘ্র নবদ্বীপে যাও।
এই কথা কহি তুমি সবারে বুঝাও ॥ ৬০ ॥
পাছে তাঁরে কেহো কোনরূপে নিন্দা করে।
তবে আর রক্ষা তার নাহি যম-ঘরে ॥
যে তাঁহারে প্রীতি করে, সে করে আমারে।
সত্য সত্য সত্য বিপ্র! কহিল তোমারে ॥
মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে" ॥৬১॥

তথাহি শ্রীমুখকৃত-শিক্ষাশ্লোকঃ।

"গৃহ্লীয়াদ্ যবনী-পাণিং বিশেদ্ বা শৌণ্ডিকালয়ং।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দ-পদাম্বুজং ॥ ৬২ ॥"

শুনিয়া প্রভুর বাক্য সেই সুব্রাহ্মণ।
পরম-আনন্দ-যুক্ত হইলা তখন ॥
নিত্যানন্দ প্রতি বড় জন্মিল বিশ্বাস।
তবে আইলেন নবদ্বীপে নিজ-বাস ॥ ৬৩ ॥
সেই ভাগ্যবন্ত বিপ্র আসি নবদ্বীপে।
সর্ব্বাগ্রে আইলা নিত্যানন্দের সমীপে ॥
অকৈতবে কহিলেন নিজ-অপরাধ।
প্রভুও শুনিয়া তাঁরে করিলা প্রসাদ ॥ ৬৪ ॥
হেন নিত্যানন্দ-স্বরূপের ব্যবহার।
বেদ-গুহ্য লোক-বাহ্য যাঁহার আচার ॥
পরমার্থে নিত্যানন্দ পরম-যোগেন্দ্র।
যাঁরে কহি আদিদেব ধরণীধরেন্দ্র ॥ ৬৫ ॥

বা প্রসাদী স্তন-দুগ্ধ পান করিয়া।

৫৬। "গিয়া মাগি লহ অপরাধ" = অপরাধ ক্ষমা চাওগে; অপরাধ মার্জ্জনার জন্য প্রার্থনা করগে।

"প্রসাদ" = সন্তোষ; Self-contentment.

৫৮। "দ্বিধা" = সন্দেহ; অবিশ্বাস।

"অলৌকিক চেষ্টা" = লোক-বিগর্হিত কার্য্য।

৫৯। "তাঁহার……পার" = তাঁহার আচরণ বা কার্য্য বিধি-নিষেধের অতীত। তাঁহার ক্রিয়া-কলাপ শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের সীমার মধ্যে বা তদধীন নহে—উহা বিধি-নিষেধের ধার ধারে না।

৬০। "অগাধ" = পরম গম্ভীর; দুর্জ্ঞেয়।

"পাইয়াও……বাধ" = বিষ্ণুভক্তি পাইলেও, তাহার কোনও কাজ হয় না।

৬২। শ্রীনিত্যানন্দ যদি যবনীর হস্তও ধারণ করেন কিম্বা মদ্য-পানও করেন, তথাপি তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম এমন কি ব্রহ্মারও পূজনীয়।

৬৫। "বেদ-গুহ্য" = বেদ-গোপ্য; বেদেও যাহা যত্নে গোপন করিয়া রাখিয়াছে। "লোক-বাহ্য" = লোকাতীত; সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় নহে।

"আচার" = লীলা-খেলা।

সহস্র-বদন নিত্য-শুদ্ধ-কলেবর।
চৈতন্যের কৃপা বিনা জানিতে দুষ্কর॥
কেহো বলে—'নিত্যানন্দ যেন বলরাম'।
কেহো বলে—'চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম' ॥৬৬॥
কেহো বলে—'মহাতেজী অংশ অধিকারী'।
কেহো বলে—'কোনোরূপ বুঝিতে না পারি' ॥
কিবা জীব নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত, জ্ঞানী।
যার যেনমত ইচ্ছা, না বলয়ে কেনি ॥৬৭॥
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তান পাদপদ্ম মোর রহুক হৃদয়ে ॥
সে আমার প্রভু, আমি জন্ম-জন্ম দাস।
সবার চরণে মোর এই অভিলাষ ॥ ৬৮ ॥
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে ॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা আমি ধরিয়ে অন্তর ॥ ৬৯ ॥
হেন দিন হৈব কি চৈতন্য নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দ্দিকে ভক্তবৃন্দ ॥
জয় জয় জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র।
দিলাও নিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ৭০ ॥
তথাপিহ এই কৃপা কর গৌরহরি।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে যেন তোমা না পাসরি ॥
যথা যথা তুমি দুই কর অবতার।
তথা তথা দাস্যে মোর হউ অধিকার ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ-মাহাত্ম্য-বর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

"পরম যোগেন্দ্র" = মহা-যোগেশ্বরেশ্বর।

১। "প্রিয়ধাম" = প্রীতির পাত্র ; প্রীতিস্থল।

সপ্তম অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীবৈকুণ্ঠ-নাথ গৌরচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীসেবা-বিগ্রহ নিত্যানন্দ ॥
জয় জয় অদ্বৈত-শ্রীবাস-প্রিয়ধাম।
জয় গদাধর-শ্রীজগদানন্দ-প্রাণ ॥ ১ ॥
জয় শ্রীপরমানন্দ-পুরীর জীবন।
জয় দামোদর-স্বরূপের প্রাণধন ॥
জয় বক্রেশ্বর পণ্ডিতের প্রিয়কারী।
জয় পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি-মনোহারী ॥ ২ ॥
জয় জয় দ্বারপাল-গোবিন্দের নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু! শুভ-দৃষ্টিপাত ॥
হেনমতে নিত্যানন্দ নবদ্বীপ-পুরে।
বিহরেন প্রেমভক্তি-আনন্দ-সাগরে ॥ ৩ ॥
নিরবধি ভক্ত-সঙ্গে করেন কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-নৃত্য-গীত হৈল সবার ভজন ॥
গোপ-শিশুগণ-সঙ্গে প্রতি ঘরে ঘরে।
যেন ক্রীড়া করিলেন গোকুল-নগরে ॥ ৪ ॥
সেইমত গোকুলের আনন্দ প্রকাশি।
কীর্ত্তন করেন নিত্যানন্দ সুবিলাসী ॥
ইচ্ছাময় নিত্যানন্দ-চন্দ্র ভগবান্।
গৌরচন্দ্র দেখিতে হইল ইচ্ছা তান ॥ ৫ ॥
আই-স্থানে হইলেন সন্তোষে বিদায়।
নীলাচলে চলিলেন চৈতন্য-ইচ্ছায় ॥
পরম-বিহ্বল পারিষদ-সব সঙ্গে।
আইলেন শ্রীচৈতন্য-নাম-গুণ-রঙ্গে ॥ ৬ ॥
হুঙ্কার গর্জ্জন নৃত্য আনন্দ-ক্রন্দন।
নিরবধি করে সব পারিষদগণ ॥

৩। "দ্বারপাল-গোবিন্দের নাথ" = দ্বার-রক্ষক 'গোবিন্দ'-নামক ভৃত্যের প্রভু।

এইমত সর্ব্ব পথে প্রেমানন্দ-রসে।
আইলেন নীলাচলে কতক দিবসে ॥ ৭ ॥
কমলপুরেতে আসি প্রাসাদ দেখিয়া।
পড়িলেন নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া ॥
নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেমধার।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলি করেন হুঙ্কার ॥ ৮ ॥
আসিয়া রহিলা এক পুষ্পের উদ্যানে।
কে বুঝে তাঁহার ইচ্ছা শ্রীচৈতন্য বিনে ॥
নিত্যানন্দ-বিজয় জানিয়া গৌরচন্দ্র।
একেশ্বর আইলেন ছাড়ি ভক্তবৃন্দ ॥ ৯ ॥
ধ্যানানন্দে যেখানে আছেন নিত্যানন্দ।
সেই স্থানে বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র ॥
প্রভু আসি দেখে—নিত্যানন্দ ধ্যানপর।
প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলা বহুতর ॥ ১০ ॥
শ্লোকবন্ধে নিত্যানন্দ-মহিমা বর্ণিয়া।
প্রদক্ষিণ করে প্রভু প্রেমপূর্ণ হৈয়া ॥
শ্রীমুখের শ্লোক শুন—নিত্যানন্দ-স্তুতি।
যে শ্লোক শুনিলে হয় নিত্যানন্দে মতি ॥১১॥

তথাহি শ্রীমুখকৃত-শিক্ষাশ্লোকঃ।

"গৃহ্নীয়াদ্ যবনী-পাণিং বিশেদ্ বা শৌণ্ডিকালয়ং।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দ-পদাম্বুজং ॥ ১২ ॥"

"মদিরা যবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য"—বলে গৌরচন্দ্র ॥
এই শ্লোক পড়ি প্রভু প্রেমবৃষ্টি করি।
নিত্যানন্দ-প্রদক্ষিণ করে গৌরহরি ॥ ১৩ ॥

নিত্যানন্দ-স্বরূপ জানিয়া সেইক্ষণে।
উঠিলেন 'হরি' বলি পরম-সম্ভ্রমে ॥
দেখি নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রের বদন।
কি আনন্দ হৈল তাহা না যায় বর্ণন ॥ ১৪ ॥
'হরি' বলি সিংহনাদ লাগিলা করিতে।
প্রেমানন্দে আছাড় পড়েন পৃথিবীতে ॥ ১৫ ॥
দুই জনে প্রদক্ষিণ করেন দোঁহারে।
দোঁহে দণ্ডবত হই পড়ে দু'জনারে ॥
ক্ষণে দুই প্রভু করে প্রেম-আলিঙ্গন।
ক্ষণে গলা ধরি করে আনন্দ-ক্রন্দন ॥ ১৬ ॥
ক্ষণে পরানন্দে গড়ি যায় দুই জন।
মহামত্ত সিংহ জিনি দোঁহার গর্জ্জন ॥
কি অদ্ভুত প্রীতি সে করেন দুই জনে।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥ ১৭ ॥
দুই জনে শ্লোক পড়ি বর্ণেন দোঁহারে।
দোঁহারেই দোঁহে যোড়হস্তে নমস্করে ॥
অশ্রু কম্প হাস্য মূর্চ্ছা পুলক বৈবর্ণ্য।
কৃষ্ণভক্তি-বিকারের যত আছে মর্ম্ম ॥ ১৮ ॥
ইহা বই দুই শ্রীবিগ্রহে আর নাই।
সব করে, করায়েন চৈতন্য-গোসাঁই ॥
কি অদ্ভুত প্রেমভক্তি হইল প্রকাশ।
নয়ন ভরিয়া দেখে যে একান্ত-দাস ॥ ১৯ ॥
তবে কতক্ষণে প্রভু যোড়হস্ত করি।
নিত্যানন্দ প্রতি স্তুতি করে গৌরহরি ॥
"নাম-রূপে তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।
শ্রীবৈষ্ণব-ধাম তুমি—ঈশ্বর অনন্ত ॥ ২০ ॥

৮। "প্রাসাদ" = শ্রীজগন্নাথ-মন্দির।
৯। "নিত্যানন্দ-বিজয়" = নিত্যানন্দের শুভাগমন।
১২। ইহার অনুবাদ ৫৯২ পৃষ্ঠায় ৬২ দাগের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৮। "মর্ম্ম" = স্বরূপ ; ধর্ম্ম।
২০। "নাম-রূপে.........মূর্ত্তিমন্ত" = তোমার নামও যেমন নিত্যানন্দ, তুমি তেমনই সাক্ষাৎ পরমানন্দ-স্বরূপ।

যত কিছু তোমার শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কার।
সত্য সত্য সত্য ভক্তিযোগ-অবতার॥
স্বর্ণ মুক্তা হীরা কসা রুদ্রাক্ষাদি-রূপে।
নব-বিধা ভক্তি ধরিয়াছ নিজ-সুখে॥ ২১॥
নীচ জাতি পতিত অধম যত জন।
তোমা হৈতে সবার হইল বিমোচন॥
যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিক্-সবারে।
তাহা বাঞ্ছে সুর সিদ্ধ মুনি যোগেশ্বরে॥২২॥
'স্বতন্ত্র' করিয়া বেদে যে কৃষ্ণেরে কয়।
হেন কৃষ্ণে পার তুমি করিতে বিক্রয়॥
তোমার মহিমা জানিবার শক্তি কার।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণরস-অবতার॥ ২৩॥
বাহ্য নাহি জান তুমি সঙ্কীর্ত্তন-সুখে।
অহর্নিশ কৃষ্ণ-গুণ তোমার শ্রীমুখে॥
কৃষ্ণচন্দ্র তোমার হৃদয়ে নিরন্তর।
তোমার বিগ্রহ কৃষ্ণ-বিলাসের ঘর॥ ২৪॥
অতএব তোমারে যে জনে প্রীতি করে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ কভু না ছাড়িব তারে॥"
তবে কতক্ষণে নিত্যানন্দ-মহাশয়।
বলিতে লাগিলা অতি করিয়া বিনয়॥ ২৫॥

"প্রভু হই তুমি যে আমারে কর স্তুতি।
এ তোমার বাৎসল্য ভক্তের প্রতি অতি॥
প্রদক্ষিণ কর, কিবা কর নমস্কার।
কিবা মার, কিবা রাখ, যে ইচ্ছা তোমার॥
কোন্ বা বক্তব্য প্রভু! আছে তোমা-স্থানে।
কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্য-দরশনে॥ ২৬॥
মন প্রাণ সবার ঈশ্বর প্রভু! তুমি।
তুমি যে করাহ সেইরূপ করি আমি॥
আপনে আমারে তুমি দণ্ড ধরাইলা।
আপনেই ঘুচাইয়া এরূপ করিলা॥ ২৭॥
তাড় খাড়ু বেত্র বংশী শিঙ্গা ছান্দ-দড়ি।
ইহা সে ধরিনু আমি মুনি-ধর্ম্ম ছাড়ি॥
আচার্য্যাদি তোমার যতেক প্রিয়গণ।
সবারেই দিলা তপ-ভক্তি-আচরণ॥ ২৮॥
মুনি-ধর্ম্ম ছাড়াইয়া কি কৈলে আমারে।
ব্যবহারি-জনে সে সকলে হাস্য করে॥
তোমার নর্ত্তক আমি, নাচাও যেরূপে।
সেইরূপে নাচি আমি তোমার কৌতুকে॥
নিগ্রহ কি অনুগ্রহ তুমি সে প্রমাণ।
বৃক্ষ-দ্বারে কর, তবু তোমার সে নাম"॥২৯॥

২১। "নব-বিধা ভক্তি" = যথা :—
শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ-সেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং॥
শ্রীমদ্ভাগবত।

২৪। "তোমার.........ঘর" = তোমার দেহে শ্রীকৃষ্ণ নিরবধি বিহার করিতেছেন।

২৬। "এ.........অতি" = ইহা ভক্তের প্রতি তোমার অতীব স্নেহের পরিচয়।

"বক্তব্য" = বলিবার।

২৭। "মন......তুমি" = হে প্রভো! আমার দেহ, মন, প্রাণ প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, তুমি সকলেরই কর্ত্তা—আমার সবই তোমার।

২৮। "মুনি-ধর্ম্ম" = সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।

২৯। "ব্যবহারি-জনে" = সাংসারিক লোকে; বিষয়ী লোকে।

"তোমার কৌতুকে" = তোমার আনন্দের নিমিত্ত।

"নিগ্রহ...... .....প্রমাণ" = ইহা আমার প্রতি তোমার অকৃপা কি কৃপা, তা তুমিই জান।

"বৃক্ষ-দ্বারে" = আমার ন্যায় জড় পদার্থ অর্থাৎ অযোগ্যের দ্বারা।

প্রভু বলে "তোমার যে দেহে অলঙ্কার।
নববিধা ভক্তি বই কিছু নহে আর॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি নমস্কার।
এই সে তোমার সর্ব্বকাল অলঙ্কার॥ ৩০
নাগ-বিভূষণ যেন ধরেন শঙ্করে।
তাহা নাহি সর্ব্ব জনে বুঝিবারে পারে॥
পরমার্থে মহাদেব অনন্ত-জীবন।
নাগ-ছলে অনন্ত ধরেন সর্ব্বক্ষণ॥ ৩১॥
না বুঝিয়া নিন্দে তান চরিত্র অগাধ।
যতেক নিন্দয়ে তার হয় কার্য্য-বাধ॥
আমি ত তোমার অঙ্গে ভক্তিরস বিনে।
অন্য নাহি দেখোঁ কভু কায়-বাক্য-মনে॥
নন্দগোষ্ঠী-রসে তুমি বৃন্দাবন-সুখে।
ধরিয়াছ অলঙ্কার আপন-কৌতুকে॥ ৩২
ইহা দেখি যে সুকৃতী চিত্তে পায় সুখ।
সে অবশ্য দেখিবেক কৃষ্ণের শ্রীমুখ॥
বেত্র বংশী শিঙ্গা গুঞ্জাহার মাল্য গন্ধ।
সর্ব্বকাল এইরূপ তোমার শ্রীঅঙ্গ॥ ৩৩।
যতেক বালক দেখি তোমার সংহতি।
শ্রীদাম-সুদাম-প্রায় লয় মোর মতি॥
বৃন্দাবন-ক্রীড়ার যতেক শিশুগণ।
সকল তোমার সঙ্গে—লয় মোর মন॥
সেই ভাব, সেই কান্তি, সেই সব শক্তি।
সর্ব্ব-দেহে দেখি সেই নন্দগোষ্ঠী-ভক্তি॥ ৩৪
এতেকে যে তোমারে, তোমার সেবকেরে।
প্রীতি করে, সত্য সত্য সে করে আমারে॥"
স্বানুভাবানন্দে দুই—মুকুন্দ অনন্ত।
কিরূপে কি কহে কে জানিব তাঁর অন্ত॥৩৫॥
কতক্ষণে দুই প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
বসিলেন নিভৃতে পুষ্পের বনে গিয়া॥
ঈশ্বরে পরমেশ্বরে হইল কি কথা।
বেদে সে ইহার তত্ত্ব জানেন সর্ব্বথা॥ ৩৬॥
নিত্যানন্দ-চৈতন্যে যখন দেখা হয়।
প্রায় আর কেহো নাহি থাকে সে সময়॥
কি করেন আনন্দ-বিগ্রহ দুই জনে।
চৈতন্য-ইচ্ছায় কেহো না থাকে তখনে॥ ৩৭॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপো প্রভুর ইচ্ছা জানি।
একান্তে সে আসিয়া দেখেন ন্যাসিমণি॥
আপনারে যেন প্রভু না করেন ব্যক্ত।
এইমত লুকায়েন নিত্যানন্দ-তত্ত্ব॥ ৩৮॥

৩১। "নাগ-বিভূষণ" = সর্প-রূপ অলঙ্কার।

"পরমার্থে.........সর্ব্বক্ষণ" = পরমার্থ হিসাবে শ্রীমহাদেব হইলেন নাগরূপী শ্রীঅনন্ত-গত-প্রাণ অর্থাৎ তিনি শ্রীঅনন্ত-দেবকে অত্যন্ত ভালবাসেন বলিয়া সর্পচ্ছলে সেই সর্পরূপী শ্রীঅনন্ত-দেবকে সর্ব্বদা নিজ-অঙ্গে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন।

৩২। "যতেক" = যে যে জন; যাহারা।

"কায়-বাক্য-মনে" = সর্ব্বতোভাবে।

"নন্দগোষ্ঠী-রসে" = গোপরাজ-শ্রীনন্দ-কুল-প্রদীপ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরসে; অথবা গোপ-গোপীগণের প্রেমে।

৩৪। "নন্দগোষ্ঠী-ভক্তি" = শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি।

৩৫। "স্বানুভাবানন্দে......অনন্ত" = নিজ নিজ ভাবাবেশে মুকুন্দ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপী মহাপ্রভু এবং অনন্ত অর্থাৎ শ্রীবলরামরূপী নিত্যানন্দ-প্রভু, এই দুই জন প্রভু।

"কে জানিব তার অন্ত" = তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝিবার সাধ্য কার আছে?

৩৬। "ঈশ্বরে পরমেশ্বরে" = শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুতে ও শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুতে।

সুকোমল দুর্ব্বিজ্ঞেয় ঈশ্বর-হৃদয়।
বেদে শাস্ত্রে ব্রহ্মা আদি সবে এই কয়॥
না বুঝি, না জানি, মাত্র সবে গায় গাথা।
লক্ষ্মীরো এই সে বাক্য, অন্যের কি কথা॥
এইমত ভাব-রঙ্গে চৈতন্য-গোসাঁই।
এক কথা না কহেন একজন-ঠাঁই॥ ৩৯॥
হেন সে তাঁহার রঙ্গ—সবেই মানেন।
"আমার অধিক প্রীত কারো না বাসেন॥
আমারে সে কহেন সকল গোপ্য-কথা।
মুনি-ধর্ম্ম করি কৃষ্ণ ভজিবা সর্ব্বথা"॥ ৪০॥
বেত্র বংশী বর্হি-পুচ্ছ গুঞ্জা ছাঁদ-দড়ি।
ইহা বা ধরেন কেনে মুনি-ধর্ম্ম ছাড়ি॥
কেহো বলে ভক্ত-নাম যতেক প্রকার।
বৃন্দাবনে গোপ-ক্রীড়া—অধিক সবার॥৪১॥
গোপ-গোপী-ভক্তি—সব তপস্যার ফল।
যাহা বাঞ্ছে ব্রহ্মা শিব ঈশ্বর-সকল॥
অতি কৃপাপাত্র সে গোকুল-ভক্তি পায়।
যে ভক্তি বাঞ্ছেন প্রভু-শ্রীউদ্ধব-রায়॥ ৪২॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (১০।৪৭।৬৩)—

বন্দে নন্দব্রজ-স্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবন-ত্রয়ং॥ ৪৩॥

এইমত বৈষ্ণব যে করেন বিচার।
সর্ব্বত্র শ্রীগৌরচন্দ্র করেন স্বীকার॥
অন্যোন্যে বাজায়েন আনন্দ-ইচ্ছায়।
হেন রঙ্গী মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়॥ ৪৪॥
কৃষ্ণের কৃপায় সবে আনন্দে বিহ্বল।
কখনো কখনো বাজে আনন্দ-কন্দল॥
ইহাতে যে এক ঈশ্বরের পক্ষ হৈয়া।
অন্য ঈশ্বরেরে নিন্দে, সেই অভাগিয়া॥
ঈশ্বরের অভিন্ন সকল ভক্তগণ।
দেহের যে-হেন বাহু অঙ্গুলি চরণ॥ ৪৫॥

৩৯। "না বুঝি……গাথা" = ঈশ্বরের তত্ত্ব বা অগাধ চরিত্র জ্ঞানের অতীত বলিয়া কেহ তাহা জানিতে বা বুঝিতে পারে না, কেবল তাঁহার গুণ বা মহিমা কীর্ত্তন করে মাত্র।

"লক্ষ্মীরো এই সে বাক্য" = এমন কি বৈকুণ্ঠাধিপতি ভগবান্ শ্রীনারায়ণের অঙ্কশায়িনী ও তদীয় হৃদ্বিলাসিনী পরম-প্রেয়সী শ্রীলক্ষ্মীদেবীও বলেন, আমি ভগবানের মহিমা কিছু জানি না, কিছু বুঝি না।

"ভাব-রঙ্গে" = ভাবাবেশে ; প্রেমানন্দে।

৪০। "হেন………বাসেন" = তাঁহার এমনই বিচিত্র ভাব, তাঁহার এমনই মায়ার প্রভাব যে, সকলেই মনে করে, মহাপ্রভু আমার চেয়ে আর কাহাকেও বেশী ভালবাসেন না।

৪০-৪১। "আমারে… . ছাড়ি" = বৈরাগ্যভাব অবলম্বন করিয়া একান্তভাবে, অথবা মৌনাবলম্বন করিয়া নির্জ্জনে একাগ্রচিত্তে শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিবে, ইহাই হইতেছে শাস্ত্রের বিধি ; কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু বৈরাগ্য-ভাব ছাড়িয়া কেন যে বেত্র, বংশী, ময়ূরপুচ্ছ, গুঞ্জামালা, ছাঁদন-দড়ি ধারণ করেন, এ সব রহস্য-কথা মহাপ্রভু আমাকে বলেন।

৪৩। যাঁহাদিগের উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তিত শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক গীতধ্বনি ত্রিজগৎ পবিত্র করে, আমি ব্রজ-বিলাসিনী সেই গোপসুন্দরীগণের পদরেণু সর্ব্বদা বন্দনা করি।

৪৪। "এইমত……রায়" = এইরূপে শ্রীবৈষ্ণবগণ তর্ক-বিতর্ক করেন বটে, কিন্তু সকলেই মহাপ্রভুকে শ্রীভগবান্ বলিয়া গ্রহণ ও পূজা করেন। এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু আবার এমনই কৌতুক-প্রিয় যে, তিনি আনন্দ দিবার ও পাইবার ইচ্ছায়, শ্রীবৈষ্ণব-গণের মধ্যে পরস্পর এইরূপ বিবাদ বাধাইয়া দেন।

তথাহি শ্রীভাগবতে (৪।৭।৫৩)—

যথা পুমান্ ন স্বাঙ্গেষু শিরঃপাণ্যাদিষু ক্বচিৎ।
পারক্য-বুদ্ধিং কুরুতে এবং ভূতেষু মৎপরঃ॥ ৪৬॥

তথাপিহ সর্ব্ব বৈষ্ণবের এই কথা।
'সবার ঈশ্বর—কৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বথা॥
নিয়ন্তা পালক স্রষ্টা দুর্ব্বিজ্ঞেয়-তত্ত্ব'।
সবে মেলি এই মাত্র গায়েন মহত্ত্ব॥ ৪৭॥
আবির্ভাব হৈতেছেন যে সব শরীরে।
তাঁ সবার অনুগ্রহে ভক্তি-ফল ধরে॥
সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তি দিয়াও আপনে।
অপরাধে শাস্তিও করেন ভাল-মনে॥ ৪৮॥
ইতিমধ্যে সকলে বিশেষ দুই প্রতি।
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতেরে না ছাড়েন স্তুতি॥
কোটি অলৌকিকো যদি এ দুই করেন।
তথাপিহ গৌরচন্দ্র কিছু না বলেন॥ ৪৯॥
এইমত কতক্ষণ পরানন্দ করি।
অবধূতচন্দ্র-সঙ্গে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
তবে নিত্যানন্দ-স্থানে হইয়া বিদায়।
বাসায় আইলা প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়॥ ৫০॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপো পরম-হর্ষ-মনে।
আনন্দে চলিলা জগন্নাথ-দরশনে॥
নিত্যানন্দ-চৈতন্যে যে হৈল দরশন।
ইহার শ্রবণে সর্ব্ব-বন্ধ-বিমোচন॥ ৫১॥
জগন্নাথ দেখি মাত্র নিত্যানন্দ-রায়।
আনন্দে বিহ্বল হই গড়াগড়ি যায়॥
আছাড় পড়েন প্রভু প্রস্তর-উপরে।
শত জনে ধরিলেও ধরিতে না পারে॥ ৫২॥
জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সুদর্শন।
সবা দেখি নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দন॥
সবার গলার মালা ব্রাহ্মণে আনিয়া।
পুনঃপুনঃ দেন সবে প্রভাব জানিয়া॥ ৫৩॥
নিত্যানন্দ দেখি যত জগন্নাথ-দাস।
সবার জন্মিল অতি পরম উল্লাস॥
যে জন না চিনে, সে জিজ্ঞাসে কারো ঠাঁই।
সবে কহে—"এই কৃষ্ণচৈতন্যের ভাই"॥ ৫৪॥

৪৬। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, লোকে যেমন মস্তক ও হস্ত প্রভৃতি নিজের কোন অঙ্গকে পরের বলিয়া বিবেচনা করে না, মৎপরায়ণ ব্যক্তিও তদ্রূপ আমার জীবগণকে আমা হইতে ভিন্ন জ্ঞান করে না।

৪৮। "আবির্ভাব..........ধরে" = যে সমস্ত পরম ভাগ্যবান্ মহানুভবগণের দেহে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রকাশ বা অধিষ্ঠান হইতেছে, তাঁহাদের কৃপায় সকলে ভক্তিরত্ন লাভ করিতেছে।

৪৮-৪৯। "সর্ব্বজ্ঞতা······স্তুতি" = মহাপ্রভু নিজে যাঁহাদিগকে সর্ব্বশক্তি দিয়াছেন এবং সব বুঝিবার ক্ষমতাও দিয়াছেন, তাঁহাদের অপরাধ হইলেও আবার তিনি তাঁহাদিগকে ভালরূপে শাস্তি প্রদান করেন। কিন্তু ইহার মধ্যে আবার কেবলমাত্র দুইজনের প্রতি একটু বিশেষত্ব আছে, তাহা এই যে, তিনি শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর প্রতি কখনও স্তব ছাড়া অন্যরূপ আর কিছু করেন না।

৪৯। "ইতিমধ্যে...... ..প্রতি" = ইহার মধ্যে কেবলমাত্র শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু এই দুই জনের প্রতি অন্যভাব রহিয়াছে অর্থাৎ তাঁহাদিগকে সাধারণ বৈষ্ণব-ভাবে দেখেন না, পরন্ত ঈশ্বর-ভাবে তাঁহাদের বন্দনা করেন।

"কোটি অলৌকিকো" = লোকাচার-বিরুদ্ধ কোটী কোটী কাজও।

৫৩। "সবা দেখি" = এই চতুর্ব্ব্যূহ দর্শন করিয়া।

নিত্যানন্দ-স্বরূপো সবারে করি কোলে।
সিঞ্চিলা সবার অঙ্গ নয়নের জলে ॥
তবে জগন্নাথ হেরি হর্ষ সর্ব্ব গণে।
আনন্দে চলিলা গদাধর-দরশনে ॥ ৫৫ ॥
নিত্যানন্দ-গদাধরে যে প্রীত অন্তরে।
তাহা কহিবার শক্তি ঈশ্বর সে ধরে ॥
গদাধর-ভবনে মোহন গোপীনাথ।
আছেন যে-হেন নন্দকুমার সাক্ষাত ॥ ৫৬ ॥
আপনে চৈতন্য তানে করিয়াছে কোলে।
অতি পাষণ্ডীও সে বিগ্রহ দেখি ভোলে ॥
দেখি শ্রীমুরলীমুখ অঙ্গের ভঙ্গিমা।
নিত্যানন্দ-আনন্দ-অশ্রুর নাহি সীমা ॥ ৫৭ ॥
নিত্যানন্দ-বিজয় জানিয়া গদাধর।
ভাগবত-পাঠ ছাড়ি আইলা সত্বর ॥
দোঁহে মাত্র দেখিয়া দোঁহার শ্রীবদন।
গলা ধরি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥ ৫৮ ॥
অন্যোন্যে দুই প্রভু করে নমস্কার।
অন্যোন্যে দোঁহে বলে মহিমা দোঁহার ॥
কেহো বলে—"আজি হৈল লোচন নির্ম্মল।"
কেহো বলে—"আজি হৈল জনম সফল" ॥৫৯॥
বাহ্য-জ্ঞান নাহি দুই প্রভুর শরীরে।
দুই প্রভু ভাসে ভক্তি-আনন্দ-সাগরে ॥
হেন সে হইল প্রেমভক্তির প্রকাশ।
দেখি চতুর্দ্দিকে পড়ি কান্দে সব দাস ॥ ৬০ ॥
কি অদ্ভুত প্রেম নিত্যানন্দ-গদাধরে।
একের অপ্রিয় আরে সম্ভাষা না করে ॥
গদাধর-দেবের সঙ্কল্প এইরূপ।
নিত্যানন্দ-নিন্দকের না দেখেন মুখ ॥ ৬১ ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে প্রীতি যার নাই।
দেখাও না দেন তারে পণ্ডিত-গোসাঁই ॥
তবে দুই প্রভু স্থির হই একস্থানে।
বসিলেন চৈতন্যমঙ্গল-সঙ্কীর্ত্তনে ॥ ৬২ ॥
তবে গদাধর-দেব নিত্যানন্দ প্রতি।
নিমন্ত্রণ করিলেন—"আজি ভিক্ষা ইথি ॥"
নিত্যানন্দ গদাধরে দিবার কারণে।
এক মান চাউল আনিয়াছেন যতনে ॥ ৬৩ ॥

"ব্রাহ্মণে" = জগন্নাথের পূজারি বা সেবকগণ।

৫৪। "জগন্নাথ-দাস" = জগন্নাথের সেবক।

৫৫। "তবে......দরশনে" = শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীজগন্নাথ দর্শন পূর্ব্বক পরমানন্দিত হইয়া, তৎপরে শ্রীগদাধর-পণ্ডিতকে দর্শন করিবার জন্য সমস্ত পরিকর সহ মহানন্দে চলিলেন।

৫৬। "নিত্যানন্দ ......ধরে" = শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগদাধর দুই জনে পরস্পর পরস্পরকে যে ভাল-বাসেন, তাহা বর্ণনা করিতে কেবল ঈশ্বরই পারেন, অন্য আর কেহ পারে না।

৫৭। "শ্রীমুরলীমুখ" = শ্রীবংশী-বদন।

৫৯। "হৈল......নির্ম্মল" = নয়ন পবিত্র হইল।

৬১। "একের......করে" = যে জন গদাধরকে ভালবাসে না বা গদাধরের প্রিয় নহে, নিত্যানন্দ-প্রভু তাহার সহিত কথা কন না; এইরূপ আবার যে জন নিত্যানন্দ-প্রভুকে ভালবাসে না বা নিত্যানন্দের প্রিয় নহে, গদাধর-দেবও তাহার সহিত আলাপ করেন না।

৬২। "চৈতন্যমঙ্গল-সঙ্কীর্ত্তনে" = পরম মঙ্গলময় শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণ-কীর্ত্তন করিতে।

৬৩। "এক মান চাউল" = পরিমাণ-মত কিছু চাউল

অতি সূক্ষ্ম শুক্ল দেবযোগ্য সর্ব্বমতে।
গোপীনাথ লাগি আনিয়াছেন গৌড় হৈতে॥
আর একখানি বস্ত্র রঙ্গিম সুন্দর।
দুই আনি দিলা গদাধরের গোচর॥ ৬৪ ॥
"গদাধর! এ তণ্ডুল করিয়া রন্ধন।
শ্রীগোপীনাথেরে দিয়া করিবা ভোজন॥"
তণ্ডুল দেখিয়া হাসে পণ্ডিত-গোসাঁই।
"নয়নে ত এমত তণ্ডুল দেখি নাই॥ ৬৫ ॥
এ তণ্ডুল গোসাঁই কি বৈকুণ্ঠ থাকিয়া।
আনিয়াছ গোপীনাথ-দেবের লাগিয়া॥
লক্ষ্মী-মাত্র এ তণ্ডুল করেন রন্ধন।
কৃষ্ণ সে ইহার ভোক্তা, তবে ভক্তগণ॥"
আনন্দে তণ্ডুল প্রশংসেন গদাধর।
বস্ত্র লই গেলা গোপীনাথের গোচর॥ ৬৬ ॥
দিব্য রঙ্গ-বস্ত্র গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে।
দিলেন, দেখিয়া শোভা ভাসেন আনন্দে॥
তবে রন্ধনের কার্য্য করিতে লাগিলা।
আপনে টোটায় শাক তুলিতে লাগিলা॥৬৭॥
কেহো করে নাহি, দৈবে হইয়াছে শাক।
তাহা তুলি আনিয়া করিলা এক পাক॥
তেঁতুলি-বৃক্ষের যত পত্র সুকোমল।
তাহা আনি বাটি তায় দিলা লোণ জল॥
তার এক ব্যঞ্জন করিলা অম্ল নাম।
রন্ধন করিলা গদাধর ভাগ্যবান্॥ ৬৮ ॥

গোপীনাথ-অগ্রে লৈয়া ভোগ লাগাইলা।
হেনকালে গৌরচন্দ্র আসিয়া মিলিলা॥
প্রসন্ন শ্রীমুখে 'হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি।
বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র কুতূহলী॥ ৬৯ ॥
'গদাধর গদাধর' ডাকে গৌরচন্দ্র।
সম্ভ্রমে বন্দেন গদাধর পদদ্বন্দ্ব॥
হাসিয়া বলেন প্রভু "কেন গদাধর।
আমি কি না হই নিমন্ত্রণের ভিতর॥ ৭০ ॥
আমি ত তোমরা দুই হৈতে ভিন্ন নই।
না দিলে তোমরা, বলেতে আমি খাই॥
নিত্যানন্দ-দ্রব্য—গোপীনাথের প্রসাদ।
তোমার রন্ধন—মোর ইথে আছে ভাগ॥"
কৃপা-বাক্য শুনি নিত্যানন্দ গদাধর।
মগ্ন হইলেন সুখ-সাগর-ভিতর॥ ৭১ ॥
সন্তোষে প্রসাদ আনি দেব-গদাধর।
থুইলেন গৌরচন্দ্র-প্রভুর গোচর॥
সর্ব্ব টোটা ব্যাপিলেক অন্নের সৌগন্ধে।
ভক্তি করি প্রভু পুনঃপুনঃ অন্ন বন্দে॥ ৭২ ॥
প্রভু বলে "তিন ভাগ সমান করিয়া।
ভুঞ্জিব প্রসাদ-অন্ন একত্র বসিয়া॥"
নিত্যানন্দ-স্বরূপের তণ্ডুলের প্রীতে।
বসিলেন মহাপ্রভু ভোজন করিতে॥ ৭৩ ॥
দুই প্রভু ভোজন করেন দুই পাশে।
সন্তোষে ঈশ্বর অন্ন-ব্যঞ্জন প্রশংসে॥

৬৪। "অতি... ....সর্ব্বমতে"=খুব সরু ও পরিষ্কার শাদা ধব্‌ধবে সুগন্ধি চাউল, যাহা ঠাকুরের ভোগের বিশেষ উপযুক্ত; অত্যুৎকৃষ্ট দেবভোগ্য চাউল। "গৌড় হৈতে"=বাঙ্গালাদেশ হইতে।

৬৭। "টোটায়"=ক্ষেতে; বাগানে।

৬৮। "কেহো......শাক"=শাক কেউ বোনে নাই, আপনা-আপনিই হয়েছে।

"সুকোমল"=খুব কচি কচি।

"লোণ"=লবণ; নুন। "অম্ল"=অম্বল।

৭১। "বলেতে"=জোর করিয়া।

প্রভু বলে "এ অন্নের গন্ধেও সর্ব্বথা।
কৃষ্ণভক্তি হয়—ইথে নাহিক অন্যথা ॥ ৭৪ ॥
গদাধর! কি তোমার মনোহর পাক।
আমি ত এমত কভু নাহি খাই শাক ॥
গদাধর! কি তোমার বিচিত্র রন্ধন।
তেঁতুলি-পত্রের কর এমত ব্যঞ্জন ॥ ৭৫ ॥
বুঝিলাম বৈকুণ্ঠে রন্ধন কর তুমি।
তবে আর আপনারে লুকাও বা কেনি ॥"
এইমত মহানন্দে হাস্য পরিহাসে।
ভোজন করেন তিন প্রভু প্রেমরসে ॥ ৭৬ ॥
এ তিন জনের প্রীত এ তিনে সে জানে।
গৌরচন্দ্র ঝাট না কহেন কারো স্থানে ॥
কতক্ষণে প্রভু-সব করিয়া ভোজন।
চলিলেন, পাত্র লুট কৈল ভক্তগণ ॥ ৭৭ ॥
এ আনন্দ-ভোজন যে পড়ে যে বা শুনে।
কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণ পায় সেই সব জনে ॥
গদাধর শুভদৃষ্টি করেন যাহারে।
সেই সে জানয়ে নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপো যাহারে প্রীত-মনে।
লওয়ায়েন, গদাধর জানে সেই জনে ॥ ৭৮ ॥
হেনমতে নিত্যানন্দ-প্রভু নীলাচলে।
বিহরেন গৌরচন্দ্র-সঙ্গে কুতূহলে ॥
তিনজন একত্র থাকেন নিরন্তর।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ গদাধর ॥ ৭৯ ॥
জগন্নাথ একত্র দেখেন তিন জনে।
আনন্দে বিহ্বল সবে মাত্র সঙ্কীর্ত্তনে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ ৮০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে নিত্যানন্দ-গদাধর-বিলাস-বর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টম অধ্যায়।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ ত্রিভুবন-ধন্য ॥
ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ ১ ॥
এবে শুন বৈষ্ণব-সবার আগমন।
আচার্য্য-গোসাঁই-আদি যত প্রিয়গণ ॥
শ্রীরথযাত্রার আসি হইল সময়।
নীলাচলে ভক্তগোষ্ঠীর হৈল বিজয় ॥ ২ ॥
ঈশ্বর-আজ্ঞায় প্রতি বৎসরে বৎসরে।
সবে আইসেন রথযাত্রা দেখিবারে ॥
আচার্য্য-গোসাঁই অগ্রে করি ভক্তগণ।
সবে নীলাচল প্রতি করিলা গমন ॥ ৩ ॥
চলিলেন ঠাকুর-পণ্ডিত শ্রীনিবাস।
যাঁহার মন্দিরে হৈল চৈতন্য-বিলাস ॥
চলিল আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর।
দেবী-ভাবে যাঁর গৃহে নাচিলা ঈশ্বর ॥ ৪ ॥
চলিলেন হরিষে পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
যাঁহার স্মরণে হয় কর্ম্মবন্ধ-নাশ ॥

৭৪। "দুই প্রভু..........পাশে" = মধ্যস্থলে শ্রীমহাপ্রভু ও তাঁহার দুই দিকে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগদাধর এই দুই প্রভু। "ঈশ্বর" = মহাপ্রভু।

৭৬। "বুঝিলাম......তুমি" = এতদ্দ্বারা শ্রীগদাধর যে শ্রীলক্ষ্মীদেবী, তাহাই ভাবান্তরে ব্যক্ত করিলেন। মহাজনগণ শ্রীগদাধর-দেবকে যখন শ্রীরাধিকা-রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন তিনি ত শ্রীলক্ষ্মীদেবী হইলেনই, কেননা শ্রীরাধিকা হইলেন সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি চলিলা আনন্দে।
উচ্চস্বরে যাঁরে স্মরি গৌরচন্দ্র কান্দে ॥ ৫ ॥
চলিলেন আনন্দে পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
যে নাচিতে কীর্ত্তনীয়া শ্রীগৌরসুন্দর ॥
চলিলা প্রদ্যুম্ন-ব্রহ্মচারী মহাশয়।
সাক্ষাৎ নৃসিংহ যাঁর সঙ্গে কথা কয়॥ ৬ ॥
চলিলেন আনন্দে ঠাকুর-হরিদাস।
আর হরিদাস—যাঁর সিন্ধুকূলে বাস ॥
চলিলেন বাসুদেব দত্ত মহাশয়।
যাঁর স্থানে কৃষ্ণ হয় আপনে বিক্রয় ॥ ৭ ॥
চলিলা মুকুন্দ দত্ত—কৃষ্ণের গায়ন।
শিবানন্দ সেন আদি লৈয়া আপ্তগণ ॥
চলিলা গোবিন্দানন্দ আনন্দে বিহ্বল
দশ দিক্ হয় যাঁর স্মরণে নির্ম্মল ॥ ৮ ॥
চলিলা গোবিন্দ দত্ত মহাহর্ষ-মনে।
মূল হৈয়া যে কীর্ত্তন করে প্রভু-সনে ॥
চলিলেন আখরিয়া শ্রীবিজয় দাস।
'রত্নবাহু' যাঁরে প্রভু করিলা প্রকাশ ॥
সদাশিব-পণ্ডিত চলিলা শুদ্ধমতি।
যাঁর ঘরে পূর্ব্বে নিত্যানন্দের বসতি ॥ ৯ ॥
পুরুষোত্তম-সঞ্জয় চলিলা হর্ষ-মনে।
যে প্রভুর মুখ্য শিষ্য পূর্ব্ব অধ্যয়নে ॥
'হরি' বলি চলিলেন পণ্ডিত শ্রীমান্।
প্রভু-নৃত্যে দেউটি যে ধরে সাবধান ॥ ১০ ॥

নন্দন-আচার্য্য চলিলেন প্রীত-মনে।
নিত্যানন্দ যাঁর গৃহে আইলা প্রথমে ॥
হরিষে চলিলা শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারী।
যাঁর অন্ন মাগি খাইলেন গৌরহরি ॥ ১১ ॥
অকিঞ্চন কৃষ্ণ-দাস চলিলা শ্রীধর।
যাঁর জল পান কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর ॥
চলিলেন লেখক পণ্ডিত ভগবান্।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ হৈয়াছিলা অধিষ্ঠান ॥ ১২ ॥
গোপীনাথ-পণ্ডিত আর শ্রীগর্ভ-পণ্ডিত।
চলিলেন দুই কৃষ্ণ-বিগ্রহ নিশ্চিত ॥
চলিলেন বনমালী পণ্ডিত মঙ্গল।
যে দেখিল সুবর্ণের শ্রীহল মুষল ॥ ১৩ ॥
জগদীশ-পণ্ডিত হিরণ্য-ভাগবত।
হরিষে চলিলা দুই কৃষ্ণ-রসে মত্ত ॥
পূর্ব্বে শিশু-রূপে প্রভু যে দুইর ঘরে।
নৈবেদ্য খাইলা আনি শ্রীহরিবাসরে ॥ ১৪ ॥
চলিলেন বুদ্ধিমন্ত-খান-মহাশয়।
আজন্ম চৈতন্য-আজ্ঞা যাঁহার বিষয় ॥
হরিষে চলিলা শ্রীআচার্য্য-পুরন্দর।
'বাপ' বলি যাঁরে ডাকে শ্রীগৌরসুন্দর ॥
চলিলেন শ্রীরাঘব-পণ্ডিত উদার।
গুপ্তে যাঁর ঘরে হৈল চৈতন্য-বিহার ॥ ১৫ ॥
ভবরোগ-বৈদ্যসিংহ চলিলা মুরারি।
গুপ্তে যাঁর দেহে বৈসে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥

৬। "যে........শ্রীগৌরসুন্দর" = যাঁহার নৃত্যে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং কীর্ত্তন করেন।

"সাক্ষাৎ নৃসিংহ" = শ্রীনৃসিংহদেব স্বয়ং প্রত্যক্ষ হইয়া। ৭। "আর হরিদাস" = অন্য হরিদাস অর্থাৎ যিনি 'ছোট হরিদাস' বলিয়া খ্যাত।

৯। "রত্নবাহু........প্রকাশ" = মহাপ্রভু কৃপা করিয়া যাঁহাকে 'রত্নবাহু' উপাধি দিয়াছেন, যেহেতু তাঁহার হস্তাক্ষর অতীব সুন্দর। 'রত্নবাহু' অর্থে যাঁহার বাহু রত্ন-স্বরূপ।

১০। "মুখ্য" = প্রধান। "দেউটি" = দীপ; আলো।

চলিলেন শ্রীগরুড়-পণ্ডিত হরিষে।
নাম-বলে যাঁরে না লঙ্ঘিল সর্প-বিষে॥
চলিলেন গোপীনাথ-সিংহ-মহাশয়।
'অক্রূর' করিয়া যাঁরে গৌরচন্দ্র কয়॥ ১৬॥
প্রভুর পরম-প্রিয় শ্রীরাম-পণ্ডিত।
চলিলেন নারায়ণ-পণ্ডিত-সহিত॥
আই-দরশনে শ্রীপণ্ডিত-দামোদর।
আসি ছিলা, আই দেখি চলিলা সত্বর॥১৭॥
অনন্ত চৈতন্য-ভক্ত—কত জানি নাম।
চলিলেন সবে হই আনন্দের ধাম॥
আই-স্থানে ভক্তি করি বিদায় হইয়া।
চলিলা অদ্বৈত-সিংহ ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া॥১৮॥
যে যে দ্রব্যে জানেন প্রভুর পূর্ব্ব প্রীত।
সবে সব লৈলা প্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত॥
সর্ব্ব-পথে সঙ্কীর্ত্তন-আনন্দ করিতে।
আইলেন পবিত্র করিয়া সর্ব্ব-পথে॥ ১৯॥
উল্লাসেতে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ।
শুনিয়া পবিত্র হয় ত্রিভুবন-জন॥
পত্নী-পুত্র-দাস-দাসীগণের সহিতে।
আইলেন পরানন্দে চৈতন্য দেখিতে॥ ২০॥
যে স্থানে রহেন আসি সবে বাসা করি।
সেই স্থান হয় যেন শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী॥
শুন শুন আরে ভাই! মঙ্গল-আখ্যান।
যাহা গায় মহাপ্রভু-'শেষ'-ভগবান্॥ ২১॥

এইমত রঙ্গে মহাপুরুষ-সকলে।
সকল মঙ্গলে আইলেন নীলাচলে॥
কমলপুরেতে ধ্বজ প্রাসাদ দেখিয়া।
পড়িলেন কান্দি সবে দণ্ডবত হৈয়া॥ ২২॥
প্রভুও জানিয়া ভক্তগোষ্ঠীর বিজয়।
আগু বাড়িবারে চিত্ত কৈলা ইচ্ছাময়॥
অদ্বৈতের প্রতি অতি প্রীতযুক্ত হৈয়া।
অগ্রে মহাপ্রসাদ দিলেন পাঠাইয়া॥ ২৩॥
কি অদ্ভুত প্রীতি সে তাহার নাহি অন্ত।
প্রসাদ চলয়ে যাঁরে কটক পর্য্যন্ত॥
"শয়নে আছিলুঁ ক্ষীরসাগর-ভিতরে।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল মোর নাড়ার হুঙ্কারে॥ ২৪॥
অদ্বৈত-নিমিত্ত মোর এই অবতার।"
এইমত মহাপ্রভু বলে বারবার॥
এতেকে ঈশ্বর-তুল্য যতেক মহান্ত।
অদ্বৈত-সিংহেরে ভক্তি করেন একান্ত॥ ২৫॥
'আইলা অদ্বৈত' শুনি শ্রীবৈকুণ্ঠপতি।
আগু বাড়িলেন প্রিয়-গোষ্ঠীর সংহতি॥
নিত্যানন্দ গদাধর শ্রীপুরী-গোসাঁই।
চলিলেন হরিষে—কাহারো বাহ্য নাই॥
সার্ব্বভৌম জগদানন্দ কাশী-মিশ্রবর।
দামোদর-স্বরূপ শ্রীপণ্ডিত শঙ্কর॥ ২৬॥
কাশীশ্বর-পণ্ডিত আচার্য্য-ভগবান্।
শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র—প্রেমভক্তির প্রধান॥

১৫। "আজন্ম......বিষয়" = চিরদিন শ্রীগৌরাঙ্গ-আদেশ পালন করাই হইল যাঁহার কার্য্য।

"গুপ্তে" = অদৃশ্যভাবে আসিয়া। ৫৬৬ পৃষ্ঠায় মূলে ১৩৮-১৪২ দাগ দ্রষ্টব্য।

২১। "মহাপ্রভু-শেষ-ভগবান্" = পরম-প্রভু ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেব।

২৩। "প্রভুও .. ..বিজয়" = যেহেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞ। "আগু বাড়িবারে" = একটু আগিয়ে আনিতে যাইবার জন্য; ইহা অত্যন্ত সম্মান ও প্রীতির নিদর্শন।

২৬। "শ্রীপুরী-গোসাঞি" = প্রভুর পরম-প্রিয় শ্রীপরমানন্দ-পুরী।

পাত্র-শ্রীপরমানন্দ রায়-রামানন্দ।
চৈতন্যের দ্বারপাল—সুকৃতী গোবিন্দ ॥ ২৭ ॥
ব্রহ্মানন্দ-ভারতী শ্রীরূপ সনাতন।
রঘুনাথ বৈদ্য শিবানন্দ নারায়ণ ॥
অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ।
বাণীনাথ শিখি-মাহাতি আদি ভক্তবৃন্দ ॥২৮॥
অনন্ত চৈতন্য-ভৃত্য কত জানি নাম।
কি ছোট, কি বড়—সবে করিলা পয়ান ॥
পরানন্দে সবে চলিলেন প্রভু-সঙ্গে।
বাহ্য-দৃষ্টি বাহ্য-জ্ঞান নাহি কারো অঙ্গে ॥২৯॥
শ্রীঅদ্বৈত-সিংহ সর্ব্ব-বৈষ্ণব-সহিতে।
আসিয়া মিলিলা প্রভু আঠারোনালাতে ॥
প্রভুও আইলা নরেন্দ্রেরে আগুয়ান।
দুই গোষ্ঠী দেখাদেখি হৈল বিদ্যমান ॥ ৩০ ॥
দূরে দেখি দুই গোষ্ঠী অন্যোন্যে সব।
দণ্ডবত হই সব পড়িলা বৈষ্ণব ॥
দূরে অদ্বৈতেরে দেখি শ্রীবৈকুণ্ঠ-নাথ।
অশ্রুমুখে করিতে লাগিলা দণ্ডবত ॥ ৩১ ॥
শ্রীঅদ্বৈতো দূরে দেখি নিজ-প্রাণনাথ।
পুনঃপুনঃ হইতে লাগিলা প্রণিপাত ॥
অশ্রু কম্প স্বেদ মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার।
দণ্ডবত বহি কিছু নাহি দেখি আর ॥ ৩২ ॥
দুই গোষ্ঠী দণ্ডবত কেবা কারে করে।
সবেই চৈতন্য-রসে বিহ্বল অন্তরে ॥
কিবা ছোট, কিবা বড়, জ্ঞানী বা অজ্ঞানী।
দণ্ডবত করি সবে করে হরিধ্বনি ॥ ৩৩ ॥
ঈশ্বরো করেন ভক্ত-সঙ্গে দণ্ডবত।
অদ্বৈতাদি প্রভুও করেন সেইমত ॥
এইমত দণ্ডবত করিতে করিতে।
দুই গোষ্ঠী একত্র মিলিলা ভালমতে ॥ ৩৪ ॥
এখানে যে হইল আনন্দ-দরশন।
উচ্চ হরিধ্বনি, উচ্চ আনন্দ-ক্রন্দন ॥
মনুষ্যে কি পারে ইহা করিতে বর্ণন।
সবে বেদব্যাস আর সহস্র-বদন ॥ ৩৫ ॥
অদ্বৈত দেখিয়া প্রভু লইলেন কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-জলে ॥
শ্লোক পড়ি অদ্বৈত করেন নমস্কার।
হইলেন অদ্বৈত আনন্দ-অবতার ॥ ৩৬ ॥
যত সজ্জ আনি ছিলা প্রভু পূজিবারে।
সব দ্রব্য পাসরিলা, কিছু নাহি স্ফুরে ॥
আনন্দে অদ্বৈত-সিংহ করেন হুঙ্কার।
'আনিলুঁ আনিলুঁ" বলি ডাকে বারবার ॥৩৭॥
হেন সে হইল অতি উচ্চ হরিধ্বনি।
কোন্ লোক পূর্ণ নহে—হেন ত না জানি ॥
বৈষ্ণবের কি দায়, অজ্ঞান যত জন।
তাহারাও বলে 'হরি'—করয়ে ক্রন্দন ॥ ৩৮ ॥
সর্ব্ব ভক্তগোষ্ঠী অন্যোন্যে গলা ধরি।
আনন্দে ক্রন্দন করে—বলে 'হরি হরি' ॥
অদ্বৈতেরে সবে করিলেন নমস্কার।
যাঁহার নিমিত্ত শ্রীচৈতন্য-অবতার ॥ ৩৯ ॥
মহা উচ্চ-ধ্বনি করি হরি-সঙ্কীর্ত্তন।
দুই গোষ্ঠী করিতে লাগিলা ততক্ষণ ॥

২৭। "পাত্র-শ্রীপরমানন্দ" = পরমানন্দ মহাপাত্র।

৩০। "প্রভুও........আগুয়ান" = মহাপ্রভুও অগ্রসর হইয়া নরেন্দ্র-সরোবরে আসিলেন।

৩৪। "সবে.........সহস্রবদন" = কেবলমাত্র ব্যাসদেব ও শ্রীঅনন্তদেব তাহা বর্ণনা করিতে পারেন, আর কেহ পারে না।

৩৮। "কোন্............জানি" = সেই হরি-ধ্বনিতে চতুর্দ্দশ ভুবন পরিপূর্ণ হইল।

কোথা কেবা নাচে, কেবা কোন্ দিকে গায়।
কেবা কোন্ দিকে পড়ি গড়াগড়ি যায়॥ ৪০॥
প্রভু দেখি সবে হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
প্রভুও নাচেন মাঝে সকল-মঙ্গল॥
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে করিয়া কোলাকোলি।
নাচে দুই মত্ত সিংহ হই কুতূহলী॥ ৪১॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে প্রভু ধরি জনে জনে।
আলিঙ্গন করেন পরম-প্রীতমনে॥
ভক্তনাথ ভক্তবশ ভক্তের জীবন।
ভক্ত-গলা ধরি প্রভু করেন ক্রন্দন॥ ৪২॥
জগন্নাথ-দেবের আজ্ঞায় সেইক্ষণ।
সহস্র সহস্র মালা আইল চন্দন॥
আজ্ঞামালা দেখি হর্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।
অগ্রে দিলা শ্রীঅদ্বৈত-সিংহের গলায়॥ ৪৩॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের অঙ্গ শ্রীহস্তে আপনে।
পরিপূর্ণ করিলেন মালায় চন্দনে॥
দেখিয়া প্রভুর কৃপা সর্ব্ব ভক্তগণ।
বাহু তুলি উচ্চৈঃস্বরে করেন ক্রন্দন॥ ৪৪॥
সবেই মাগেন বর শ্রীচরণ ধরি।
"জন্ম-জন্ম যেন প্রভু! তোমা না পাসরি॥
কি মনুষ্য-পশু-পক্ষি-ঘরে জন্মি যথা।
তোমার চরণ যেন দেখিয়ে সর্ব্বথা॥ ৪৫॥
এই বর দেহ প্রভু করুণা-সাগর।"
পাদপদ্ম ধরি কান্দে সব অনুচর॥
বৈষ্ণব-গৃহিণী যত পতিব্রতাগণ।
দূরে থাকি প্রভু দেখি করয়ে ক্রন্দন॥ ৪৬॥
তাঁ-সবার প্রেমধারে অন্ত নাহি পাই।
সবেই বৈষ্ণবী-শক্তি—ভেদ কিছু নাই॥
জ্ঞান-ভক্তিযোগে সবে পতির সমান।
কহিয়া আছেন শ্রীচৈতন্য-ভগবান্॥ ৪৭॥
এইমত বাদ্য গীত নৃত্য সঙ্কীর্ত্তনে।
আইলেন সবেই চলিয়া প্রভু-সনে॥
হেন সে হইল প্রেমভক্তির প্রকাশ।
হেন নাহি দেখি যার না হয় উল্লাস॥ ৪৮॥
আঠারোনালায় হৈতে দশ দণ্ড হৈলে।
মহাপ্রভু আইলেন নরেন্দ্রের কূলে॥
হেন কালে শ্রীযাত্রা—রাম-কৃষ্ণ গোবিন্দ।
জলকেলি করিবারে আইলা নরেন্দ্র॥ ৪৯॥
হরিধ্বনি নৃত্যগীত মৃদঙ্গ কাহাল।
শঙ্খ ভেরী জয়ঢাক বাজয়ে বিশাল॥
সহস্র সহস্র ছত্র পতাকা চামর।
চতুর্দ্দিকে শোভা করে পরম সুন্দর॥ ৫০॥
মহা 'জয় জয়' শব্দ, মহা 'হরি'ধ্বনি।
ইহা বই আর কোনো শব্দ নাহি শুনি॥
রাম-কৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ মহা-কুতূহলে।
উত্তরিলা আসি সবে নরেন্দ্রের কূলে॥ ৫১॥
জগন্নাথ-গোষ্ঠী শ্রীচৈতন্য-গোষ্ঠী-সনে।
মিশাইলা—তাঁরাও ভুলিলা সঙ্কীর্ত্তনে॥
দুই গোষ্ঠী এক হই কি হৈল আনন্দ।
কি বৈকুণ্ঠ-সুখ আসি হৈল মূর্ত্তিমন্ত॥ ৫২॥
চতুর্দ্দিকে লোকের আনন্দে অন্ত নাই।
সব করেন, করায়েন চৈতন্য-গোসাঁই॥
রাম-কৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ উঠিলা নৌকায়।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ চামর ঢুলায়॥ ৫৩॥
রাম-কৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ নৌকায় বিজয়।
দেখিয়া সন্তোষ শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাশয়॥

৪১। "সকল-মঙ্গল" = মঙ্গলময়।
৪৯ "শ্রীযাত্রা" = চন্দনযাত্রা।
"রাম-কৃষ্ণ" = জগন্নাথ ও বলরাম।
"গোবিন্দ" = কৃষ্ণ-বিগ্রহ শ্রীমদনমোহন-দেব

প্রভুও সকল ভক্ত লই কুতূহলে।
ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন নরেন্দ্রের জলে ॥ ৫৪ ॥
শুন ভাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-অবতার।
যেরূপে নরেন্দ্র-জলে করিলা বিহার ॥
পূর্ব্বে যমুনায় যেন শিশুগণ মেলি।
মণ্ডলী হইয়া করিলেন জলকেলি ॥ ৫৫ ॥
সেইরূপ সকল বৈষ্ণবগণে মেলি।
পরস্পর করে ধরি হইলা মণ্ডলী ॥
গৌড়দেশে জলকেলি আছে 'কয়া' নামে।
সেই জলক্রীড়া আরম্ভিলেন প্রথমে ॥ ৫৬ ॥
'কয়া কয়া' বলি করতালি দেন জলে।
জলে বাদ্য বাজায়েন বৈষ্ণব-সকলে ॥
গোকুলের শিশু-ভাব হইল সবার।
প্রভুও হইলা গোকুলেন্দ্র-অবতার ॥ ৫৭ ॥
বাহ্য নাহি কারো—সবে আনন্দে বিহ্বল।
নির্ভয়ে ঈশ্বর-দেহে সবে দেন জল ॥
অদ্বৈত চৈতন্য দোঁহে জল-ফেলাফেলি।
প্রথমে লাগিলা দোঁহে মহা-কুতূহলী ॥ ৫৮ ॥
অদ্বৈত হারেন ক্ষণে, ক্ষণে বা ঈশ্বর।
নির্ঘাত নয়নে জল দেন পরস্পর ॥

নিত্যানন্দ গদাধর শ্রীপুরী-গোসাঁই।
তিন জনে জল-যুদ্ধ, কারো হারি নাই ॥৫৯॥
দত্তে গুপ্তে জল-যুদ্ধ লাগে বারবার।
পরানন্দে দুইজনে করেন হুঙ্কার ॥
দুই সখা— বিদ্যানিধি স্বরূপ-দামোদর।
হাসিয়া আনন্দে জল দেন পরস্পর ॥ ৬০ ॥
শ্রীবাস শ্রীরাম হরিদাস বক্রেশ্বর।
গঙ্গাদাস গোপীনাথ শ্রীচন্দ্রশেখর ॥
এইমত অন্যোন্যে দেন সবে জল।
চৈতন্য-আনন্দে সবে হইলা বিহ্বল ॥ ৬১ ॥
শ্রীগোবিন্দ-রাম-কৃষ্ণ-বিজয় নৌকায়।
লক্ষ লক্ষ লোক জলে আনন্দে বেড়ায় ॥
সেই জলে বিষয়ী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী।
সবেই আনন্দে ভাসে জলক্রীড়া করি ॥ ৬২ ॥
হেন সে চৈতন্য-মায়া, সে স্থানে আসিতে।
কারো শক্তি নাহি, কেহো না পায় দেখিতে ॥
অল্প ভাগ্যে শ্রীচৈতন্য-গোষ্ঠী নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঁই ॥ ৬৩ ॥
ভক্তি বিনা কেবল বিদ্যায় তপস্যায়।
কিছু নাহি হয়, সবে দুঃখ মাত্র পায় ॥

৫১। "উত্তরিলা"=নামিলেন।

৫৭। "কয়া"=ইহা একরূপ ছেলেখেলা; কয়া কয়া খেলা। ছেলেমেয়েরা জলে এই খেলা খেলিয়া থাকে। "করতালি দেন জলে"=জলে হাতের ঝাপ্টা মারেন।

৫৯। "নির্ঘাত"=খুব জোরে ও সঠিক।

৬০। "দত্তে গুপ্তে"=বাসুদেব দত্তে ও মুরারি গুপ্তে। "বিদ্যানিধি"=পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।

৬১। "চৈতন্য-আনন্দে"=গৌর-প্রেমানন্দে।

৬৩। "হেন……দেখিতে"=শ্রীচৈতন্য-ভগবানের মায়ার এমনই প্রভাব যে, শ্রীচৈতন্য-গোষ্ঠীর জলক্রীড়াস্থলে উক্ত বিষয়ী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কাহারও আসিবার ক্ষমতা হইতেছে না অথবা সে মহানন্দময় বিরাট্ জলকেলি দেখিবার ভাগ্য কাহারও ঘটিতেছে না—সে বিপুল আনন্দ উঁহারা কেহই উপভোগ করিতে পাইতেছেন না।

৬৪। "কিছু……পায়"=কোনও ফল হয় না, কেবলমাত্র দুঃখ পাওয়াই সার হয়, কেননা তদ্দ্বারা শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম-প্রাপ্তিরূপ পরম মঙ্গল লাভ হয় না।

সাক্ষাতে দেখহ সেই এই নীলাচলে।
এতেক চৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন-কুতূহলে ॥ ৬৪ ॥
যত মহা মহা নাম সন্ন্যাসী সকল।
দেখিতেও ভাগ্য কারো নহিল কেবল ॥
আরো বলে "চৈতন্য বেদান্ত-পাঠ ছাড়ি।
কি কার্য্যে বা করেন কীর্ত্তন-হুড়াহুড়ি ॥৬৫॥
সর্ব্বদাই প্রাণায়াম—এই সে যতি-ধর্ম্ম।
নাচিব কাঁদিব—এ কি সন্ন্যাসীর কর্ম্ম ॥"
তাহাতেই যে সব উত্তম ন্যাসিগণ।
তারা বলে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—মহাজন" ॥ ৬৬ ॥
কেহো বলে 'জ্ঞানী', কেহো বলে 'বড় ভক্ত'।
প্রশংসেন সবে—কেহ না জানেন তত্ত্ব ॥
এইমত জলক্রীড়া-রঙ্গ কুতূহলে।
করেন ঈশ্বর-সঙ্গে বৈষ্ণব-সকলে ॥ ৬৭ ॥
পূর্ব্বে যেন জলক্রীড়া হৈল যমুনায়।
সেই সব ভক্ত লই শ্রীচৈতন্য-রায় ॥
যে প্রসাদ পাইলেন জাহ্নবী যমুনা।
নরেন্দ্র-জলেরো হৈল সেই ভাগ্যসীমা ॥৬৮॥
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' মাত্র কহে বেদ ॥
এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার-কারণে।
কর্ম্ম-বন্ধ ছিণ্ডে ইহা শ্রবণে পঠনে ॥ ৬৯ ॥

তবে প্রভু জলক্রীড়া সম্পন্ন করিয়া।
জগন্নাথ দেখিতে চলিলা সবা লৈয়া ॥
জগন্নাথ দেখি প্রভু সর্ব্ব ভক্তগণ।
লাগিলা করিতে সবে আনন্দ-ক্রন্দন ॥ ৭০ ॥
জগন্নাথ দেখি প্রভু হয়েন বিহ্বল।
আনন্দ-ধারায় অঙ্গ তিতিল সকল ॥
অদ্বৈতাদি ভক্তগোষ্ঠী দেখেন সন্তোষে।
কেবল আনন্দ-সিন্ধু-মধ্যে সবে ভাসে ॥ ৭১ ॥
দুই দিকে সচল নিশ্চল জগন্নাথ।
দেখি দেখি ভক্তগোষ্ঠী হয় দণ্ডবত ॥
কাশী মিশ্র আনি জগন্নাথের গলার।
মালা দিয়া অঙ্গ-ভূষা কৈলেন সবার ॥ ৭২ ॥
মালা লয় প্রভু মহা ভয় ভক্তি করি।
শিক্ষাগুরু নারায়ণ ন্যাসি-বেশধারী ॥
বৈষ্ণব তুলসী গঙ্গা প্রসাদের ভক্তি।
তিহোঁ সে জানেন, অন্যে না ধরে সে শক্তি ॥
বৈষ্ণবের ভক্তি এই দেখায়ে সাক্ষাৎ।
গৃহাশ্রমী বৈষ্ণবেরে করে দণ্ডবৎ ॥ ৭৩ ॥
সন্ন্যাস-গ্রহণ কৈলে হেন ধর্ম্ম তার।
পিতা আসি পুত্রেরে করেন নমস্কার ॥
অতএব সন্ন্যাসাশ্রম সবার বন্দিত।
সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী নমস্কার সে বিহিত ॥ ৭৪ ॥

৬৬। "প্রাণায়াম" = যোগের প্রক্রিয়া বিশেষ। "তাহাতেই" = তারই মধ্যে।

৬৭। "প্রশংসেন..............তত্ত্ব" = ইঁহারা সকলে তাঁহার সুখ্যাতি করেন মাত্র, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব বা স্বরূপ কেহ জানে না।

৭০। "প্রভু সর্ব্ব ভক্তগণ" = মহাপ্রভু ও সব ভক্তেরা। ৭১। "তিতিল" = ভিজিল।

৭২। "দুই......জগন্নাথ" = একদিকে নিশ্চল বা অচল জগন্নাথ অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথ-দেব, আর অন্যদিকে সচল জগন্নাথ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু।

৭৩। "মালা.........বেশধারী" = শ্রীজগন্নাথ-দেবের প্রসাদী মালা মহাপ্রভু অত্যন্ত ভয় ও ভক্তি সহকারে লইলেন, কেননা শিক্ষাগুরু নারায়ণ তিনি—তিনি সন্ন্যাসি-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; সুতরাং কিরূপ ভয় ভক্তি করিয়া যে প্রসাদ-নির্ম্মাল্যাদি গ্রহণ করিতে হয়, তাহা শিখাইতেছেন।

তথাপি আশ্রম-ধর্ম্ম ছাড়ি বৈষ্ণবেরে।
শিক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণ আপনে নমস্করে॥
তুলসীর ভক্তি এবে শুন মন দিয়া।
যেরূপ কৈলেন লীলা তুলসী লইয়া॥ ৭৫॥
এক ক্ষুদ্র ভাণ্ডে দিব্য মৃত্তিকা পুরিয়া।
তুলসী দেখেন সেই ঘাটে আরোপিয়া॥
প্রভু বলে 'তুলসীরে' মুই না দেখিলে।
ভাল নাহি বাসোঁ যেন মৎস্য বিনা-জলে॥'
যবে চলে সংখ্যা-নাম করিয়া গ্রহণ।
তুলসী লইয়া অগ্রে চলে একজন॥ ৭৬॥
পশ্চাতে চলেন প্রভু তুলসী দেখিয়া।
পড়য়ে আনন্দ-ধারা শ্রীঅঙ্গ বহিয়া॥
সংখ্যা-নাম লইতে যে স্থানে প্রভু বৈসে।
তথাই রাখেন তুলসীরে প্রভু পাশে॥ ৭৭॥
তুলসীরে দেখেন, জপেন সংখ্যা-নাম।
এ ভক্তিযোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন॥
পুনঃ সেই সংখ্যা-নাম সম্পূর্ণ করিয়া।
চলেন ঈশ্বর সঙ্গে তুলসী লইয়া॥ ৭৮॥
শিক্ষাগুরু নারায়ণ যে করায়েন শিক্ষা
তাহা যে মানয়ে, সেই জন পায় রক্ষা॥
জগন্নাথ দেখি, জগন্নাথ নমস্করি।
বাসায় চলিলা গোষ্ঠী-সঙ্গে গৌরহরি॥ ৭৯॥
যে ভক্তের যেন-রূপ চিত্তের বাসনা।
সেইরূপ সিদ্ধ করে সবার কামনা॥
পুত্র-প্রায় করি সবা রাখিলেন কাছে।
নিরবধি ভক্ত-সব থাকে প্রভু-পাছে॥ ৮০॥
যতেক বৈষ্ণব গৌড়দেশে নীলাচলে।
একত্রে থাকেন সবে কৃষ্ণ-কুতূহলে॥
শ্বেতদ্বীপ-নিবাসীও যতেক বৈষ্ণব।
চৈতন্য-প্রসাদে দেখিলেক লোক-সব॥ ৮১॥
শ্রীমুখে অদ্বৈতচন্দ্র বারবার কহে।
"এ সব বৈষ্ণব দেবতারো দৃশ্য নহে॥"
ক্রন্দন করিয়া কহে চৈতন্য-চরণে।
"বৈষ্ণব দেখিল প্রভু তোমার কারণে"॥৮২॥
এ-সব-বৈষ্ণব-অবতারে অবতারি।
প্রভু অবতরে ইহা সবা অগ্রে করি॥

৭৫। "আশ্রম-ধর্ম্ম ছাড়ি"=সন্ন্যাসী হইয়া সন্ন্যাসী ভিন্ন অন্য কাহাকেও যে নমস্কার করিতে নাই, সন্ন্যাসাশ্রমের এই বিধি ছাড়িয়াও।

"শ্রীকৃষ্ণ"=শ্রীকৃষ্ণ-রূপী শ্রীচৈতন্য।

৭৬। "সংখ্যা-নাম"=নির্দ্দিষ্ট একটা সংখ্যা স্থির করিয়া প্রত্যহ তদনুসারে 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র জপ করিতে হয় ও সেই জপের সংখ্যা রাখিয়া রাখিয়া জপ করিয়া নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ করিতে হয়। সংখ্যা না রাখিয়া জপ করিলে ঐ জপ বিফল বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। "শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার" ৫ম সংস্করণ ৪র্থ খণ্ডের 'সংক্ষিপ্ত-সদাচার' প্রবন্ধে 'জপ ও জপমালা' বিষয় (Heading) দ্রষ্টব্য।

৮১। "শ্বেতদ্বীপ.........সব"='শ্বেত-দ্বীপ'—শ্রীবৈকুণ্ঠধাম। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর অনুগ্রহে সব লোকে শ্রীবৈকুণ্ঠবাসী ভক্তগণকেও দেখিতে পাইলেন, কেননা তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে পার্ষদ-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং তাঁহার সঙ্গেই কীর্ত্তন-বিলাস করিতেছেন।

৮২। "এ সব..................নহে"=এ সমস্ত বৈষ্ণবগণের দর্শন পাওয়া দেবতাগণের পক্ষেও দুষ্কর।

৮৩। "এ সব ....করি"=প্রথমে স্বীয় পার্ষদবর্গকে এই সমস্ত বৈষ্ণব-মূর্ত্তি-রূপে অবতীর্ণ করাইয়া, পরে প্রভু স্বয়ং আবির্ভূত হন।

যেরূপে প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ।
যেইরূপে লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘণ ॥ ৮৩ ॥
তাঁহারা যেরূপে প্রভু-সঙ্গে অবতরে।
বৈষ্ণবেরে সেইরূপ প্রভু আজ্ঞা করে ॥
অতএব বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু নাই।
সঙ্গে আইসেন, সঙ্গে যায়েন তথাই ॥
কর্ম্মবন্ধ-জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে।
পদ্মপুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি কহে ॥ ৮৪ ॥

তথাহি পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

যথা সৌমিত্রি-ভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
তথা তেনৈব জায়ন্তে মর্ত্ত্যলোকং যদৃচ্ছয়া ॥ ৮৫ ॥
পুনস্তেনৈব যাস্যন্তি তদ্ বিষ্ণোঃ শাশ্বতং পদং।
ন কর্ম্ম-বন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে ॥ ৮৬ ॥

হেনমতে ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তগণ।
প্রেমে পূর্ণ হইয়া থাকেন সর্ব্বক্ষণ ॥
ভক্তি করি যে শুনয়ে এ সব আখ্যান।
ভক্ত-সঙ্গে তারে মিলে গৌর-ভগবান্ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তচ্ছু পদযুগে গান ॥ ৮৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে জলক্রীড়াদি-বর্ণনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নবম অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রমাকান্ত।
জয় সর্ব্ব বৈষ্ণবের বল্লভ একান্ত ॥
জয় জয় কৃপাময় শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ
জীব প্রতি কর প্রভু! শুভ-দৃষ্টিপাত ॥ ১ ॥
হেনমতে ভক্তগোষ্ঠী ঈশ্বরের সঙ্গে।
থাকিলা পরমানন্দে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে ॥
যে দ্রব্যে প্রভুর প্রীত পূর্ব্বে শিশুকালে।
সকল জানেন সব বৈষ্ণব-মণ্ডলে ॥ ২ ॥
সেই সব দ্রব্য সবে প্রেমযুক্ত হৈয়া।
আনিয়াছেন প্রভুর ভিক্ষার লাগিয়া ॥
সেই সব দ্রব্য প্রীতে করিয়া রন্ধন।
ঈশ্বরেরে আসিয়া করেন নিমন্ত্রণ ॥ ৩ ॥
যে দিন যে ভক্ত-গৃহে হয় নিমন্ত্রণ।
তথাই পরম-প্রীতে করেন ভোজন ॥
শ্রীলক্ষ্মীর অংশ যত বৈষ্ণব-গৃহিণী।
কি বিচিত্র রন্ধন করেন নাহি জানি ॥ ৪ ॥
নিরবধি সবার নয়নে প্রেমধার।
কৃষ্ণনামে পরিপূর্ণ বদন সবার ॥
পূর্ব্বে ঈশ্বরের প্রীতি যে সব ব্যঞ্জনে।
নবদ্বীপে শ্রীবৈষ্ণবী সবে তাহা জানে ॥ ৫ ॥
প্রেমযোগে সেইমত করেন রন্ধন।
প্রভুও পরম প্রেমে করেন ভোজন ॥
একদিন শ্রীঅদ্বৈত-সিংহ মহামতি।
প্রভুরে বলিলা—"আজি ভিক্ষা কর ইথি ॥
মুষ্ট্যেক তণ্ডুল প্রভু! রান্ধিব আপনে।
হস্ত মোর সত্য হউ তোমার ভক্ষণে" ॥ ৬ ॥
প্রভু বলে "যে জন তোমার অন্ন খায়।
কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণ সেই পায় সর্ব্বথায় ॥

৮৫-৮৬। যেমন শ্রীভগবৎ-পরিকর লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এবং যেমন শ্রীভগবৎ-স্বরূপবিগ্রহ শ্রীসঙ্কর্ষণাদি স্বেচ্ছাক্রমে শ্রীভগবানের সহিত অবতীর্ণ হন, তদ্রূপ তাঁহার পার্ষদগণও স্বেচ্ছানুসারে তৎ-সমভিব্যাহারে ভূমণ্ডলে আবির্ভূত হন, আবার তাঁহারই সহিত শ্রীবৈকুণ্ঠাদি নিত্যধামে গমন করেন। বিষ্ণুর ন্যায় বৈষ্ণবগণেরও জন্ম কর্ম্মবন্ধন-জনিত নহে।

৬। "মুষ্ট্যেক তণ্ডুল" =এক মুঠা চাউল।

আচার্য্য! তোমার অন্ন আমার জীবন।
তুমি খাওয়াইলে হয় কৃষ্ণের ভোজন ॥ ৭ ॥
তুমি যে নৈবেদ্য কর করিয়া রন্ধন।
মাগিয়াও খাইতে আমার হয় মন॥"
শুনিয়া প্রভুর ভক্তবৎসলতা-বাণী।
কি আনন্দে অদ্বৈত ভাসেন নাহি জানি॥
পরম-সন্তোষে তবে বাসায় আইলা।
প্রভুর ভিক্ষার সজ্জ করিতে লাগিলা॥ ৮ ॥
লক্ষ্মী-অংশে জন্ম অদ্বৈতের পতিব্রতা।
লাগিলা করিতে কার্য্য হই হরষিতা॥
প্রভুর প্রীতের দ্রব্য গৌড়দেশ হৈতে।
যত আনিয়াছেন সব লাগিলেন দিতে॥ ৯ ॥
রন্ধনে বসিলা শ্রীঅদ্বৈত-মহাশয়।
চৈতন্যচন্দ্রেরে করি হৃদয়ে বিজয়॥
পতিব্রতা ব্যঞ্জনের পরিপাটী করে।
কতেক প্রকার করে যেন চিত্তে স্ফুরে॥ ১০ ॥
'শাকেতে ঈশ্বর বড় প্রীত'—ইহা জানি।
নানা শাক দিলেন প্রকার দশ আনি॥
আচার্য্য রান্ধেন, পতিব্রতা কর্ম্ম করে।
দুই জন ভাসে মহা-আনন্দ-সাগরে॥ ১১ ॥
অদ্বৈত বলেন "শুন কৃষ্ণদাসের মাতা।
তোমারে কহিয়ে আমি এক মনঃকথা॥
যত কিছু এই মোরা করিনু সম্ভার।
কোন্ রূপে প্রভু সব করেন স্বীকার॥ ১২ ॥
যদি আসিবেন সন্ন্যাসীর গোষ্ঠী লৈয়া।
কিছু না খাইব তবে, জানি আমি ইহা॥
অপেক্ষিত যত যত মহান্ত সন্ন্যাসী।
সবেই প্রভুর সঙ্গে ভিক্ষা করে আসি॥ ১৩ ॥
সবেই প্রভুর করে পরম অপেক্ষা।
প্রভু-সঙ্গে সবে আসি প্রীতে করে ভিক্ষা॥"
অদ্বৈত চিন্তয়ে মনে "হেন পাক হয়।
একেশ্বর প্রভু আসি করেন বিজয়॥ ১৪ ॥
তবে আমি ইহা সব পারোঁ খাওয়াইতে।
এ কামনা মোর সিদ্ধি হয় কোন্ মতে॥"
এইমত মনে চিন্তে গোসাঁই আচার্য্য।
রন্ধন করেন মনে ভাবি সেই কার্য্য॥ ১৫ ॥
ঈশ্বরো করিয়া সংখ্যা-নামের গ্রহণ।
মধ্যাহ্নাদি ক্রিয়া করিবারে হৈল মন॥
যে সব সন্ন্যাসী প্রভু-সঙ্গে ভিক্ষা করে।
তারা সবো চলিলা মধ্যাহ্ন করিবারে॥ ১৬ ॥
হেন কালে মহা ঝড় বৃষ্টি আচম্বিতে।
আরম্ভিলা দেবরাজ অদ্বৈতের হিতে॥
শিলা-বৃষ্টি চতুর্দ্দিকে বাজে ঝন্ঝনা।
অসম্ভব বাতাস, বৃষ্টির নাহি সীমা॥ ১৭ ॥
সর্ব্ব দিক্ অন্ধকার হইল ধূলায়।
বাসায় যাইতে কেহো পথ নাহি পায়॥
হেন ঝড় বহে কেহো স্থির হৈতে নারে।
কেহো নাহি জানে কোথা লৈয়া যায় কারে॥

৯। "কার্য্য" = যোগাড়-যাগাড়।

১০। "করি হৃদয়ে বিজয়" = ধ্যানযোগে হৃদয়ে ধারণ করিয়া। ১১। "কর্ম্ম করে" = যোগাড়-যাগাড় করিয়া দেন। ১২। "সম্ভার" আয়োজন।

১৩। "অপেক্ষিত" = যাঁহারা মহাপ্রভুর মুখাপেক্ষী; যাঁহারা মহাপ্রভুর অনুগত ও আশ্রিত।

১৪। "সবেই......অপেক্ষা" = সকলেই সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণরূপে প্রভুর ভরসা করেন, প্রভুর মুখ তাকাইয়া থাকেন। ১৪-১৫। "অদ্বৈত......মতে" = ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি শ্রীঅদ্বৈতের অসাধারণ অনুরাগ ও প্রীতির নিদর্শন; এ অনুরাগ কোনরূপ লৌকিকতার ধার ধারে না।

সবে যথা শ্রীঅদ্বৈত করেন রন্ধন।
তথা মাত্র হয় অল্প ঝড় বরিষণ ॥ ১৮ ॥
যত ন্যাসী ভিক্ষা করে প্রভুর সংহতি।
উদ্দেশো নাহিক কারো কেবা গেলা কতি ॥
এথা শ্রীঅদ্বৈত-সিংহ করিয়া রন্ধন।
উপস্করি থুইলেন শ্রীঅন্ন ব্যঞ্জন ॥ ১৯ ॥
ঘৃত দধি দুগ্ধ সর নবনী পিষ্টক।
নানাবিধ শর্করা সন্দেশ কদলক ॥
সবার উপরে দিয়া তুলসী-মঞ্জরী।
ধ্যানে বসিলেন আনিবারে গৌরহরি ॥ ২০ ॥
একেশ্বর প্রভু আইসেন যেনমতে।
এইরূপ মনে ধ্যান লাগিলা করিতে ॥
সত্য গৌরচন্দ্র অদ্বৈতের ইচ্ছাময়।
একেশ্বর মহাপ্রভু হইলা বিজয়॥ ২১ ॥
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' বলি প্রেম-সুখে।
প্রত্যক্ষ হইলা আসি অদ্বৈত-সম্মুখে ॥
সম্ভ্রমে অদ্বৈত পাদপদ্মে নমস্করি।
আসন দিলেন, বসিলেন গৌরহরি ॥ ২২ ॥
ভিন্ন সঙ্গ কেহো নাহি, ঈশ্বর কেবল।
দেখিয়া অদ্বৈত হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥
হরিষে করেন পত্নী-সহিতে সেবন।
পাদ প্রক্ষালিয়া দেন চন্দন ব্যজন ॥ ২৩ ॥
বসিলেন মহাপ্রভু আনন্দ-ভোজনে।
অদ্বৈত করেন পরিবেশন আপনে ॥
যতেক ব্যঞ্জন দেন অদ্বৈত হরিষে।
প্রভুও করেন পরিগ্রহ প্রেম-রসে॥ ২৪ ॥
যতেক ব্যঞ্জন প্রভু ভোজন করেন।
সকলের কিছু কিছু অবশ্য এড়েন ॥
অদ্বৈতের প্রতি প্রভু বলেন হাসিয়া।
"কেনে এড়ি ব্যঞ্জন, জানহ তুমি ইহা ॥২৫॥
কতেক ব্যঞ্জন খাই চাহি জানিবার।
অতএব কিছু কিছু রাখিয়ে সবার ॥"
হাসিয়া বলেন প্রভু "শুনহ আচার্য্য।
কোথায় শিখিলা এত রন্ধনের কার্য্য ॥২৬॥
আমি ত এমন কভু নাহি খাই শাক।
সকল বিচিত্র—যত করিয়াছ পাক ॥"
যত দেন অদ্বৈত—সকল প্রভু খায়।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গ-রায় ॥ ২৭ ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত সর সন্দেশ অপার।
যত দেন, সব প্রভু করেন স্বীকার ॥
ভোজন করেন শ্রীচৈতন্য-ভগবান্।
অদ্বৈত-সিংহের করি পূর্ণ মনস্কাম ॥ ২৮ ॥
পরিপূর্ণ হৈল যদি প্রভুর ভোজন।
তখনে অদ্বৈত করে ইন্দ্রের স্তবন ॥
"আজি ইন্দ্র! জানিনু তোমার অনুভব।
আজি জানিলাঙ তুমি নিশ্চয় 'বৈষ্ণব' ॥২৯॥
আজি হৈতে তোমারে দিবাঙ পুষ্প জল।
আজি ইন্দ্র! তুমি আমা কিনিলা কেবল ॥"
প্রভু বলে "আজি যে ইন্দ্রের বড় স্তুতি।
কি হেতু ইহার কহ দেখি মোর প্রতি" ॥৩০॥
অদ্বৈত বলেন "তুমি করহ ভোজন।
কি কার্য্য তোমার ইহা করিয়া শ্রবণ ॥"
প্রভু বলে "আর কেনে লুকাও আচার্য্য।
যত ঝড় বৃষ্টি সব তোমারি সে কার্য্য ॥ ৩১ ॥
ঝড়ের সময় নহে, তবে অকস্মাৎ।
মহা-ঝড় মহা-বৃষ্টি মহা শিলাপাত ॥
তুমি ইচ্ছা করিয়া সে এ সব উৎপাত।
করাইয়া আছ, তাহা জানিনু সাক্ষাৎ ॥ ৩২ ॥
যে লাগি ইন্দ্রের দ্বারে করাইলা ইহা।
তাহা কহি এই আমি বিদিত করিয়া ॥

'সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমি করিলে ভোজন।
কিছু না খাইব আমি—এ তোমার মন ॥৩৩॥
একেশ্বর আইলে সে আমারে সকল।
খাওয়াইয়া নিজ-ইচ্ছা করিবা সফল ॥
অতএব এ সকল উৎপাত সৃজিয়া।
নিষেধিলে ন্যাসিগণ, মনে আজ্ঞা দিয়া' ॥৩৪॥
'ইন্দ্র আজ্ঞাকারী'—এ তোমার কোন্ শক্তি।
ভাগ্য সে ইন্দ্রের যে, তোমারে করে ভক্তি ॥
কৃষ্ণ না করেন যার সঙ্কল্প অন্যথা।
যে করিতে পারে কৃষ্ণ-সাক্ষাৎ সর্ব্বথা ॥৩৫॥
কৃষ্ণচন্দ্র যার বাক্য করেন পালন।
কি অদ্ভুত তারে এই ঝড় বরিষণ ॥
যম কাল মৃত্যু যার আজ্ঞা শিরে ধরে।
যার পদ বাঞ্ছে যোগেশ্বর মুনীশ্বরে ॥ ৩৬ ॥
যে-তোমা-স্মরণে সর্ব্ব-বন্ধ-বিমোচন।
কি বিচিত্র তারে এই ঝড় বরিষণ ॥
তোমা জানে হেন জন কে আছে সংসারে।
তুমি কৃপা করিলে সে ভক্তি-ফল ধরে" ॥৩৭॥
অদ্বৈত বলেন "তুমি সেবক-বৎসল।
কায়মনোবাক্যে আমি ধরি এই বল ॥
সর্ব্বকাল সিংহ আমি তোর ভক্তিবলে।
এই বর—মোরে না ছাড়িবা কোনো কালে ॥"
এইমত দুই প্রভু বাকোবাক্য-রসে।
ভোজন সম্পূর্ণ হৈল আনন্দ-বিশেষে ॥ ৩৮ ॥
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।
সত্য সত্য সত্য, ইথে নাহিক অন্যথা ॥
শুনিতে এ সব কথা যার প্রীত নয়।
সে অধম অদ্বৈতের অদৃশ্য নিশ্চয় ॥ ৩৯ ॥
হরি-শঙ্করের যেন প্রীত—সত্য কথা।
অবুধ প্রাকৃত জনে না বুঝে সর্ব্বথা ॥
একের অপ্রীতে হয় দোঁহার অপ্রীত।
হরি-হরে যেন—তেন চৈতন্য-অদ্বৈত ॥ ৪০ ॥
নিরবধি অদ্বৈত এ সব কথা কয়।
জগতের ত্রাণ লাগি কৃপালু-হৃদয় ॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কার।
জানিহ ঈশ্বর-সঙ্গে ভেদ নাহি তাঁর ॥ ৪১ ॥
ভক্তি করি যে শুনয়ে এ সব আখ্যান।
কৃষ্ণে ভক্তি হয় তার—সর্ব্বত্র কল্যাণ ॥
অদ্বৈত-সিংহের করি পূর্ণ মনস্কাম।
বাসায় চলিলা শ্রীচৈতন্য-ভগবান্ ॥ ৪২ ॥

৩৩-৩৪। "সন্ন্যাসীর........দিয়া" = এতদ্দ্বারা মহাপ্রভু যে সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীভগবান্, তাহাই প্রদর্শন করিলেন।

৩৭। "কি......বরিষণ" = তাঁর ইচ্ছাক্রমে যে এই ঝড় বৃষ্টি হইল, ইহা আর একটা আশ্চর্য্য কি?

"তোমা......সংসারে" = তোমার তত্ত্ব বুঝিতে পারে, জগতে এমন লোক কে আছে?

৩৯। "সে.........নিশ্চয়" = শ্রীঅদ্বৈত-চাঁদ সে দুরাত্মার মুখ-দর্শন করেন না।

৪০। "হরি-শঙ্করের......সর্ব্বথা" = হরি ও হরে যে অসাধারণ প্রণয়, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; কিন্তু নির্ব্বোধ নীচ প্রকৃতির ব্যক্তিগণ তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারে না।

"একের .....অপ্রীত" = ইঁহাদের দু'জনের মধ্যে কাহারও অনাদর করিলে দু'জনেরই অনাদর করা হয়। অথবা ইহাঁদের মধ্যে একজন কাহারও প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে, দু'জনেই তৎপ্রতি অসন্তুষ্ট হন।

"হরি-হরে......অদ্বৈত" = হরি ও হরে যে ভাব বা অবস্থা, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীঅদ্বৈতে ঠিক সেইরূপ ভাব বা অবস্থাই বুঝিতে হইবে।

এইমত শ্রীবাসাদি সব-ভক্ত-ঘরে।
ভিক্ষা করি সবারেই পূর্ণকাম করে॥
সর্ব্ব গোষ্ঠী লই নিরবধি সঙ্কীর্ত্তন।
নাচায়েন, নাচেন আপনে অনুক্ষণ॥ ৪৩॥
দামোদর-পণ্ডিত আইরে দেখিবারে।
গিয়াছিলা, আই দেখি আইলা সত্বরে॥
দামোদর দেখি প্রভু আনিয়া নিভৃতে।
আইর বৃত্তান্ত লাগিলেন জিজ্ঞাসিতে॥ ৪৪॥
প্রভু বলে "তুমি যে আছিলা তান কাছে।
সত্য কহ আইর কি বিষ্ণুভক্তি আছে॥"
পরম তপস্বী নিরপেক্ষ দামোদর।
শুনি ক্রোধে লাগিলেন করিতে উত্তর॥ ৪৫॥
"কি বলিলা গোসাঁই! আইর ভক্তি আছে।
ইহাও জিজ্ঞাস' প্রভু! তুমি কোন্ কাজে॥
আইর প্রসাদে সে তোমার কৃষ্ণভক্তি।
যত কিছু তোমার—সকলি তাঁর শক্তি॥৪৬॥
যতেক তোমার বিষ্ণুভক্তির উদয়।
আইর প্রসাদে সব জানিহ নিশ্চয়॥
অশ্রু কম্প স্বেদ মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার।
যতেক আছয়ে বিষ্ণুভক্তির বিকার॥ ৪৭॥
ক্ষণেকো আইর দেহে নাহিক বিরাম।
নিরবধি শ্রীবদনে স্ফুরে কৃষ্ণনাম॥
আইর ভক্তির কথা জিজ্ঞাস' গোসাঁই।
'বিষ্ণুভক্তি' যারে বলে—সেই দেখ আই॥৪৮
'মূর্ত্তিমতী ভক্তি আই'—কহিল তোমারে।
জানিয়াও মায়া করি জিজ্ঞাস' আমারে॥
প্রাকৃত শব্দেও যেবা বলিবেক 'আই'।
'আই'-শব্দ-প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই" ॥৪৯॥
দামোদর-মুখে শুনি আইর মহিমা।
গৌরচন্দ্র-প্রভুর আনন্দে নাহি সীমা॥
দামোদর-পণ্ডিতেরে ধরি প্রেমরসে।
পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন করেন সন্তোষে॥ ৫০॥
"আজি দামোদর! তুমি আমারে কিনিলা।
মনের বৃত্তান্ত যত আমারে কহিলা॥
যত কিছু বিষ্ণুভক্তি-সম্পত্তি আমার।
আইর প্রসাদে সব—দ্বিধা নাহি আর॥ ৫১॥
তাহান ইচ্ছায় আমি আছোঁ পৃথিবীতে।
তাঁর ঋণ আমি কভু নারিব শুধিতে॥
আই-স্থানে বদ্ধ আমি, শুন দামোদর।
আইরে দেখিতে আমি আছি নিরন্তর" ॥৫২॥
দামোদর-পণ্ডিতেরে প্রভু কৃপা করি।
ভক্তগোষ্ঠী-সঙ্গে বসিলেন গৌরহরি॥
আইরো যে ভক্তি আছে, জিজ্ঞাসে ঈশ্বরে।
সে কেবল শিক্ষা করায়েন জগতেরে॥ ৫৩॥
বান্ধবের বার্ত্তা যেন জিজ্ঞাসে বান্ধবে।
'কহ—বন্ধু-সব কি কুশলে আছে সবে'॥
কুশল শব্দের অর্থ ব্যক্ত করিবারে।
'ভক্তি আছে' করি বার্ত্তা লয়েন সবারে॥ ৫৪॥
ভক্তিযোগ থাকে—তবে সকল কুশল।
ভক্তি বিনা রাজা হইলেও অমঙ্গল॥
ধন জন ভোগ যার আছয়ে সকল।
ভক্তি যার নাহি তার সব অমঙ্গল॥ ৫৫॥

৪৮। "বিষ্ণুভক্তি............ আই" = 'আই' অর্থাৎ শ্রীশচীমাতা হইতেছেন মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তি; বিষ্ণু-ভক্তি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া 'আই' হইয়াছেন।

৪৯। "মায়া করি"—ছলনা করিয়া; চাতুরী করিয়া।

৫০। "প্রেমরসে" = প্রেমানন্দ-ভরে।

৫৩। "শিক্ষা" = কি শিক্ষা তাহা মূলগ্রন্থে নিম্নেই বিবৃত করিয়াছেন অর্থাৎ বিদেশস্থ বন্ধুবান্ধবগণের

অদ্য-খাদ্য নাহি যার—দরিদ্রের অন্ত।
'বিষ্ণুভক্তি থাকিলে সেই সে ধনবন্ত ॥
ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ-ছলে প্রভু সবা-স্থানে।
ব্যক্ত করি ইহা কহিয়াছেন আপনে ॥ ৫৬ ॥
ভিক্ষা-নিমন্ত্রণে প্রভু বলেন হাসিয়া।
"চল, তুমি আগে 'লক্ষেশ্বর' হও গিয়া ॥
তথা ভিক্ষা আমার, যে হয় লক্ষেশ্বর।"
শুনিয়া ব্রাহ্মণ-সব চিন্তিত-অন্তর ॥ ৫৭ ॥
বিপ্রগণ স্তুতি করি বলেন—"গোসাঁই।
লক্ষের কি দায়, সহস্রেকো কারো নাই ॥
তুমি না করিলে ভিক্ষা, গার্হস্থ্য আমার।
এখনেই পুড়িয়া হউক ছারখার" ॥ ৫৮ ॥
প্রভু বলে "জান 'লক্ষেশ্বর' বলি কারে।
প্রতিদিন লক্ষ-নাম যে গ্রহণ করে ॥
সে জনের নাম আমি বলি 'লক্ষেশ্বর'।
তথা ভিক্ষা আমার, না যাই অন্য ঘর ॥"
শুনিয়া প্রভুর কৃপা-বাক্য বিপ্রগণে।
চিন্তা ছাড়ি মহানন্দ হৈলা মনে মনে ॥ ৫৯ ॥
"লক্ষ-নাম লৈব প্রভু! তুমি কর ভিক্ষা।
মহাভাগ্য—এমত করাও তুমি শিক্ষা ॥"
প্রতিদিন লক্ষ-নাম সর্ব্ব দ্বিজগণে।
লয়েন চৈতন্যচন্দ্র-ভিক্ষার কারণে ॥ ৬০ ॥
হেনমতে ভক্তিযোগ লওয়ায় ঈশ্বরে।
বৈকুণ্ঠ-নায়ক ভক্তি-সাগরে বিহরে ॥
'ভক্তি' লওয়াইতে শ্রীচৈতন্য-অবতার।
'ভক্তি' বিনা জিজ্ঞাসা না করে প্রভু আর ॥
প্রভু বলে "যে জনের কৃষ্ণ-ভক্তি আছে।
কুশল মঙ্গল তার নিত্য থাকে কাছে" ॥ ৬১ ॥
যার মুখে ভক্তির মহত্ত্ব নাহি কথা।
তার মুখ গৌরচন্দ্র না দেখে সর্ব্বথা ॥
নিজ-গুরু শ্রীকেশব ভারতীর স্থানে।
'ভক্তি' 'জ্ঞান' দুই জিজ্ঞাসিলা এক দিনে ॥
প্রভু বলে "জ্ঞান, ভক্তি—দুইতে কে বড়।
বিচারিয়া গোসাঁই! কহ ত করি দঢ়" ॥৬২॥
কতক্ষণে ভারতী বিচার করি মনে।
কহিতে লাগিলা গৌরসুন্দরের স্থানে ॥
ভারতী বলেন "মনে বিচারিনু তত্ত্ব।
সবা হৈতে দেখি বড় ভক্তির মহত্ত্ব" ॥ ৬৩ ॥
প্রভু বলে "জ্ঞান হৈতে ভক্তি বড় কেনে।
'জ্ঞান বড়' করিয়া সে কহে ন্যাসিগণে ॥"
ভারতী বলেন "তাঁরা না বুঝে বিচার।
মহাজন-পথে সে গমন সবাকার ॥৬৪॥
বেদে শাস্ত্রে মহাজন-পথ সে লওয়ায়।
তাহা ছাড়ি অবুধ সে অন্য পথে যায় ॥
ব্রহ্মা শিব নারদ প্রহ্লাদ ব্যাস শুক।
সনকাদি নন্দ যুধিষ্ঠির-পঞ্চ-রূপ ॥
প্রিয়ব্রত পৃথু ধ্রুব অক্রূর উদ্ধব।
'মহাজন' হেন নাম যত আছে সব ॥ ৬৫ ॥
'ভক্তি' সে মাগেন সবে ঈশ্বর-চরণে।
'জ্ঞান' বড় হৈলে, 'ভক্তি' মাগে কি কারণে ॥
বিনি বিচারিয়া কি সে সব মহাজন।
'মুক্তি' ছাড়ি 'ভক্তি' কেনে মাগে অনুক্ষণ ॥

'কৃষ্ণ-ভক্তি আছে কি না' এই কুশলই জিজ্ঞাসা করিতে হয়, যেহেতু ইহাই হইল আসল কুশল।

৫৬। "অদ্য-খাদ্য" = আজ কি খাইব তাহা।

৬৫। "সনকাদি" = সনক প্রভৃতি ব্রহ্মার চারিজন মানস-পুত্র।

"যুধিষ্ঠির-পঞ্চ-রূপ" = যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা।

"প্রিয়ব্রত" = স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

"পৃথু" = বেণ রাজার পুত্র।

সবার বচন এই পুরাণ-প্রমাণ।
কি বর মাগিলা ব্রহ্মা ঈশ্বরের স্থান ॥ ৬৬ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (১০।১৪।৩০)—

"তদস্তু মে নাথ ! স ভূরিভাগো
ভবেহত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাং।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবং ॥ ৬৭ ॥

কিবা ব্রহ্ম-জন্ম, কিবা হউ যথা তথা।
দাস হই যেন তোমা সেবিয়ে সর্ব্বথা ॥
এইমত যত মহাজন-সম্প্রদায়।
সবেই সকল ছাড়ি ভক্তি-মাত্র চায় ॥ ৬৮ ॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।২০।১৮)—

নাথ ! যোনি-সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি ॥ ৬৯ ॥
স্বকর্ম্মফল-নির্দ্দিষ্টাং যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহং।
তস্যাং তস্যাং হৃষীকেশ ! ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্তু মে ॥৭০॥

শ্রীভাগবতে (১০।৪৭।৬৭)—

কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র কাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥ ৭১ ॥

অতএব সর্ব্বমতে ভক্তি সে প্রধান।
মহাজন-পথ সর্ব্ব শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ ৭২ ॥

তথাহি মহাভারতে (বনপর্ব্ব ৩১৩।১১৭)—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা ॥ ৭৩ ॥

'ভক্তি বড়' শুনি প্রভু ভারতীর মুখে।
'হরি' বলি গর্জ্জিতে লাগিলা প্রেম-সুখে ॥
প্রভু বলে "আমি কতদিন পৃথিবীতে।
থাকিলাম—এই সত্য কহিল তোমাতে ॥৭৪॥
যদি তুমি 'জ্ঞান বড়' বলিতে আমারে।
প্রবেশিতোঁ আজি তবে সমুদ্র-ভিতরে ॥"

৬৭। ব্রহ্মা কহিলেন, হে প্রভো! তন্নিমিত্ত আমার ব্রহ্ম-রূপ এই জন্মেই হউক, কিম্বা পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি অন্য যে কোনও হীন জন্মেই হউক, আমি যেন তোমার শরণাগত ভক্তগণের মধ্যে একজন হইয়া তোমার শ্রীচরণ-সেবা করিতে পারি। আমি এইরূপ পরম ভাগ্য পাইবার প্রার্থনা করি।

৬৯। শ্রীপ্রহ্লাদ-মহাশয় শ্রীভগবান্‌কে নিবেদন করিলেন, হে প্রভো! সহস্র সহস্র যোনির মধ্যে আমি যে যে যোনিতেই ভ্রমণ করি না কেন অর্থাৎ যে কোনও যোনিতেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, হে অচ্যুত! সর্ব্বত্রই যেন তোমার প্রতি সতত আমার অচলা ভক্তি বিদ্যমান থাকে।

৭০। আমি স্বীয় কর্ম্ম-ফলে যে যে যোনিতেই জন্ম গ্রহণ করি না কেন, হে হৃষীকেশ! সেই সমস্ত জন্মেই তোমার প্রতি আমার সুদৃঢ় ভক্তি থাকুক।

৭১। কর্ম্মফলের বশবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরেচ্ছায় আমরা যে কোন যোনিতে জন্মাই না কেন, শুভানুষ্ঠান ও দানাদি সৎ ক্রিয়ার ফলে সেই ভগবান্‌-শ্রীকৃষ্ণেই যেন আমাদের রতি হয়।

৭৩। তর্কের দ্বারা মীমাংসা সম্ভবপর নহে; শ্রুতি-সমূহও ভিন্ন ভিন্ন ও নানারূপ বলেন; এমন কোনও ঋষি দেখা যায় না যাঁহার মত অন্য ঋষির সঙ্গে পৃথক্ নহে অর্থাৎ এক এক মুনির এক এক মত; ধর্ম্মের তত্ত্ব পর্ব্বত-গহ্বরের সদৃশ অগম্য স্থানে রহিয়াছেন অর্থাৎ সাধুগণের হৃদয়ে অতি গোপনে অবস্থান করিতেছে। অতএব সাধুগণ যে পথ অবলম্বন বা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই যথার্থ ও প্রশস্ত পথ—সেই পথে চলাই আমাদের কর্ত্তব্য।

সন্তোষে ধরেন প্রভু গুরুর চরণে।
গুরুও প্রভুরে নমস্করে প্রীত-মনে ॥ ৭৫ ॥
প্রভু বলে "যার মুখে নাহি ভক্তি-কথা।
তপ, শিখা-সূত্র-ত্যাগ—সব তার বৃথা ॥
ভক্তি বিনা প্রভুর জিজ্ঞাসা নাহি আর।
ভক্তিরসময় শ্রীচৈতন্য-অবতার ॥ ৭৬ ॥
রাত্রি দিন কেহো না জানেন ভক্তগণ।
সর্ব্বদা করেন নৃত্য কীর্ত্তন গর্জ্জন ॥
একদিন অদ্বৈত সকল ভক্ত প্রতি।
বলিলেন পরানন্দে মত্ত হই অতি ॥ ৭৭ ॥
"শুন ভাই-সব! এক কর সমবায়।
মুখ ভরি গাই আজি শ্রীচৈতন্য-রায় ॥
আজি আর কোনো অবতার গাওয়া নাই।
সর্ব্ব-অবতারময়—চৈতন্য-গোসাঁই ॥ ৭৮ ॥
যে প্রভু করিল সর্ব্ব-জগত-উদ্ধার।
আমা-সবা লাগি যে প্রভুর অবতার ॥
সর্ব্বত্র আমরা যার প্রসাদে পূজিত।
সঙ্কীর্ত্তন হেন ধন যে কৈল বিদিত ॥ ৭৯ ॥
নাচি আমি—তোমরা চৈতন্য-যশ গাও।
সিংহ হই বল, পাছে মনে ভয় পাও ॥"
প্রভু সে আপনা লুকায়েন নিরন্তর।
'ক্রুদ্ধ পাছে হয়েন'—সবার এই ডর ॥ ৮০ ॥
তথাপি অদ্বৈত-বাক্য অলঙ্ঘ্য সবার।
গাইতে লাগিলা শ্রীচৈতন্য-অবতার ॥
নাচেন অদ্বৈত-সিংহ পরম বিহ্বল।
চতুর্দ্দিকে গায় সবে চৈতন্য-মঙ্গল ॥
নব অবতারের শুনিয়া নাম যশ।
সকল বৈষ্ণব হৈল আনন্দে বিবশ ॥ ৮১ ॥
আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি।
বলিয়া নাচেন প্রভু জগত নিস্তারি ॥
"শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণা-সাগর।
দীন-দুঃখিতের বন্ধু! মোরে দয়া কর" ॥৮২॥
অদ্বৈত-সিংহের শ্রীমুখের এই পদ।
ইহার কীর্ত্তনে বাড়ে সকল সম্পদ ॥
কেহো বলে—জয় জয় শ্রীশচীনন্দন।
কেহো বলে "জয় গৌরচন্দ্র-নারায়ণ ॥ ৮৩ ॥
জয় সঙ্কীর্ত্তন-প্রিয় শ্রীগৌর-গোপাল।
জয় ভক্তজন-প্রিয় পাষণ্ডীর কাল ॥"
নাচেন অদ্বৈত-সিংহ পরম উদ্দাম।
সবে গায় চৈতন্যের গুণ কর্ম্ম নাম ॥ ৮৪ ॥

শ্রীরাগ।

পুলকে চরিত গায়, সুখে গড়াগড়ি যায়,
দেখ রে চৈতন্য-অবতার।

৭৬। "শিখা-সূত্র-ত্যাগ" = সন্ন্যাস-গ্রহণ।

৭৮। "এক কর সমবায়" = সকলে মিলিয়া একটা দল করা যাউক।

৭৭। "রাত্রি দিন......... ..গর্জ্জন" = ভক্তগণ ভক্তি-রসে এতই বিভোর হইয়া রহিয়াছেন যে, তাঁহাদের রাত্রি দিন জ্ঞান নাই, তাঁহারা সব সময়েই নৃত্য-কীর্ত্তন ও হুঙ্কার করিতেছেন।

৮০। "সিংহ........পাও" = সিংহের মত বুক ফুলাইয়া নির্ভয়ে চীৎকার করিয়া কীর্ত্তন কর, কিছুমাত্র ভয় করিও না।

৮১। "নব অবতারের" = নূতন অবতারের অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য-অবতারের।

৮২। "বলিয়া" = সেই গান গাহিয়া।

"গীত করি" = গান রচনা করিয়া।

বৈকুণ্ঠ-নায়ক হরি, দ্বিজ-রূপে অবতরি,
সঙ্কীর্ত্তনে করেন বিহার ॥ ৮৫ ॥
কনক জিনিয়া কান্তি, শ্রীবিগ্রহ-শোভা ভান্তি
আজানুলম্বিত ভুজ সাজে রে।
ন্যাসিবর-রূপ-ধর, আপনা-রসে বিহ্বল,
না জানি কেমন সুখে নাচে রে ॥৮৬॥
জয় গৌরসুন্দর, করুণাসিন্ধুময়,
জয় জয় বৃন্দাবন-রায়া রে।
জয় জয় সম্প্রতি, নবদ্বীপ-পুরন্দর,
চরণ-কমলে দেহ ছায়া রে ॥ ৮৭ ॥
এই সব কীর্ত্তন করেন ভক্তগণ।
নাচেন অদ্বৈত ভাবি শ্রীগৌর-চরণ ॥
নব অবতারের নূতন পদ শুনি।
উল্লাসে বৈষ্ণব-সব করে হরিধ্বনি ॥ ৮৮ ॥
কি অদ্ভুত হইল সে কীর্ত্তন-আনন্দ।
সবে তাহা বর্ণিতে পারেন নিত্যানন্দ ॥
পরম উদ্দাম শুনি কীর্ত্তনের ধ্বনি।
শ্রীবিজয় আসিয়া হইলা ন্যাসিমণি ॥ ৮৯ ॥
প্রভু দেখি ভক্ত-সব অধিক হরিষে।
গায়েন, অদ্বৈত নৃত্য করেন উল্লাসে ॥
আনন্দে প্রভুরে কেহো নাহি করে ভয়।
সাক্ষাতে গায়েন সবে চৈতন্য-বিজয় ॥ ৯০ ॥
নিরবধি দাস্য-ভাবে প্রভুর বিহার।
'মুই কৃষ্ণদাস' বই না বোলয়ে আর ॥
হেন কারো শক্তি নাহি সম্মুখে তাহানে।
'ঈশ্বর' করিয়া বলিবেক 'দাস' বিনে ॥ ৯১ ॥

তথাপিহ সবে অদ্বৈতের বল ধরি।
গায়েন নির্ভয় হৈয়া শ্রীচৈতন্য-হরি ॥
ক্ষণেক থাকিয়া প্রভু আত্ম-স্তুতি শুনি।
লজ্জা যেন পাইতে লাগিলা ন্যাসিমণি ॥
সবা শিক্ষাইতে শিক্ষাগুরু-ভগবান্।
বাসায় চলিলা শুনি আপন-কীর্ত্তন ॥ ৯২ ॥
তথাপি কাহারো চিত্তে না জন্মিল ভয়।
বিশেষে গায়েন আরো চৈতন্য-বিজয় ॥
আনন্দে কাহারো বাহ্য নাহিক শরীরে।
সবে দেখে—প্রভু আছে কীর্ত্তন-ভিতরে ॥৯৩॥
মত্ত-প্রায় সবেই চৈতন্য-যশ গায়।
সুখে শুনে সুকৃতী, দুষ্কৃতী দুঃখ পায় ॥
শ্রীচৈতন্য-যশে প্রীত না হয় যাহার।
ব্রহ্মচর্য্যে, সন্ন্যাসে বা কি কার্য্য তাহার ॥৯৪॥
এইমত পরানন্দ-সুখে ভক্তগণ।
সর্ব্বকাল করেন শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন ॥
এ সব আনন্দ-ক্রীড়া পড়িলে শুনিলে।
এ সব গোষ্ঠীতে আসিয়াও সেহো মিলে ॥৯৫॥
নৃত্য গীত করি সবে মহাভক্তগণ।
আইলেন প্রভুরে করিতে দরশন ॥
শ্রীচৈতন্য-প্রভু নিজ-কীর্ত্তন শুনিয়া।
সবারে দেখাই ভয় আছেন শুইয়া ॥ ৯৬ ॥
সুকৃতী গোবিন্দ জানাইলেন প্রভুরে।
বৈষ্ণব-সকল আসিয়াছেন দুয়ারে ॥
গোবিন্দেরে আজ্ঞা হৈল সবারে আনিতে।
শয়নে আছেন, না চাহেন কারো ভিতে ॥ ৯৭

৮৫। "চরিত"=লীলা; যশ।

৮৭। "বৃন্দাবন-রায়া" = তুমি বৃন্দাবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ—তোমার জয় হউক, জয় হউক।

৮৯। "শ্রীবিজয় আসিয়া হইলা"=শুভ পদার্পণ করিলেন; শুভাগমন করিলেন; আসিলেন।

৯১। "হেন......বিনে"=এমন কাহারও ক্ষমতা নাই যে, তাঁহার সম্মুখে তাহাকে 'দাস' না বলিয়া 'ঈশ্বর' বলিয়া বলিবে।

ভয়-যুক্ত হইয়া সকল ভক্তগণ।
চিন্তিতে লাগিলা গৌরচন্দ্রের চরণ॥
ক্ষণেকে উঠিলা প্রভু শ্রীভক্তবৎসল।
বলিতে লাগিলা "অয়ে বৈষ্ণব সকল॥ ৯৮॥
অয়ে অয়ে শ্রীনিবাস-পণ্ডিত উদার।
আজি তুমি-সব কি করিলা অবতার॥
ছাড়িয়া কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
কি গাইলা আমারে ত বুঝাহ এখন"॥ ৯৯॥
মহাবক্তা শ্রীনিবাস বলেন "গোসাঁই।
জীবের স্বতন্ত্র শক্তি মূলে কিছু নাই॥
যেন করায়েন, যেন বলায়েন ঈশ্বরে।
সেই আজি বলিলাম, কহিল তোমারে" ॥১০০
প্রভু বলে "তুমি-সব হইয়া পণ্ডিত।
লুকায় যে, কেনে তারে করহ বিদিত॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য পণ্ডিত-শ্রীবাসে।
হস্তে সূর্য্য আচ্ছাদিয়া মনে মনে হাসে॥
প্রভু বলে "কি সঙ্কেত কৈলে হস্ত দিয়া।
তোমার সঙ্কেত তুমি কহ ত ভাঙ্গিয়া"॥ ১০১
শ্রীবাস বলেন "হস্তে সূর্য্য ঢাকিলাম।
তোমারে বিদিত করি এই কহিলাম॥"
হস্তে কি কখনো পারি সূর্য্য আচ্ছাদিতে।
সেইমত অসম্ভব তোমা লুকাইতে॥ ১০২॥
সূর্য্য যদি হস্তে বা হয়েন আচ্ছাদিত।
তবু তুমি লুকাইতে নার' কদাচিত॥
তুমি কিবা লুকাইবা পৃথিবী-ভিতরে।
যে নারিল লুকাইতে ক্ষীরোদ-সাগরে॥১০৩॥
হিমগিরি সেতুবন্ধ পৃথিবী পর্য্যন্ত।
তোমার নির্ম্মল যশে পূরিল দিগন্ত॥
আব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হৈল তোমার কীর্ত্তনে।
কত জনে গায়, দণ্ড করিবা কেমনে" ॥১০৪॥
সর্ব্বকাল ভক্ত-জয় বাড়ায় ঈশ্বরে।
হেন কালে অদ্ভুত হইল আসি দ্বারে॥
সহস্র সহস্র জন না জানি কোথার।
জগন্নাথ দেখি আইল প্রভু দেখিবার॥ ১০৫॥
কেহো বা ত্রিপুরা, কেহো চাটিগ্রাম-বাসী।
শ্রীহট্টিয়া লোক কেহো, কেহো বঙ্গদেশী॥
সহস্র সহস্র লোক করেন কীর্ত্তন।
শ্রীচৈতন্য-অবতার করিয়া বর্ণন॥ ১০৬॥
"জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বনমালী।
জয় জয় নিজ-ভক্তিরস-কুতূহলী॥
জয় জয় পরম-সন্ন্যাসিরূপ-ধারী।
জয় জয় সঙ্কীর্ত্তন-লম্পট মুরারি॥ ১০৭॥
জয় জয় দ্বিজরাজ বৈকুণ্ঠ-বিহারী।
জয় জয় সর্ব্ব-জগতের উপকারী॥

৯৯। "কি করিলা অবতার" = কি এক নূতন সৃষ্টি করিলে? ১০০। "স্বতন্ত্র" = পৃথক্; আলাদা।

১০১। "লুকায়...............বিদিত" = যে জন আপনাকে লুকাইতেছে, তাহাকে প্রকাশ করিতেছ কেন? এতদ্দ্বারা মহাপ্রভু যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও, তিনি ভক্তাবতার বলিয়া তিনি যে কৃষ্ণের দাস সাজিয়া নিজ-স্বরূপ গোপন করিতেছেন, তাহাই ভাবান্তরে ব্যক্ত করিলেন।

১০২। "বিদিত করি এই কহিলাম" = তোমাকে ইহা খুলিয়া বলিলাম।

১০৪। "হিমগিরি⋯......পর্য্যন্ত" = একপ্রান্তে হিমালয় পর্ব্বত হইতে অন্য প্রান্তে সেতুবন্ধ-রামেশ্বর পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্রই। "দিগন্ত" = চতুর্দ্দিক্।

"আব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হৈল" = ভুবন ভরিয়া গেল।

জয় কৃষ্ণচৈতন্য শ্রীশচীর নন্দন।"
এইমত গাই নাচে শত-সংখ্য জন ॥ ১০৮ ॥
শ্রীবাস বলেন "প্রভু! এবে কি করিবা।
সকল সংসার গায়, কোথা লুকাইবা ॥
মুই নি শিখাইয়াছোঁ এ সব লোকেরে।
এইমত গায় প্রভু! সকল সংসারে ॥ ১০৯ ॥
অদৃশ্য অব্যক্ত তুমি হইয়াও নাথ।
করুণায় হইয়াছ জীবের সাক্ষাত ॥
লুকাও আপনে তুমি, প্রকাশ' আপনে।
যারে অনুগ্রহ কর জানে সেই জনে" ॥১১০॥
প্রভু বলে "তুমি নিজ-শক্তি প্রকাশিয়া।
বলাও লোকের মুখে—জানিলাম ইহা ॥
তোমারে হারিল মুই শুনহ পণ্ডিত।
জানিলাম—তুমি সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত" ॥১১১॥
সর্ব্বকাল প্রভু বাড়ায়েন ভক্ত-জয়।
এ তান স্বভাব—বেদে ভাগবতে কয় ॥
হাস্য-মুখে সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে গৌর-রায়।
বিদায় দিলেন, সবে চলিলা বাসায় ॥ ১১২ ॥
হেন সে চৈতন্য-দেব শ্রীভক্ত-বৎসল।
ইহানে সে 'কৃষ্ণ' করি গায়েন সকল ॥
নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি যতেক প্রধান।
সবে বলে—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্" ॥১১৩॥
এ সকল ঈশ্বরের বচন লঙ্ঘিয়া।
অন্যেরে বলয়ে 'কৃষ্ণ' সেই অভাগিয়া ॥
শেষশায়ী লক্ষ্মীকান্ত শ্রীবৎস-লাঞ্ছন।
কৌস্তুভ-ভূষণ আর গরুড়-বাহন ॥ ১১৪ ॥
এ সব কৃষ্ণের চিহ্ন জানিহ নিশ্চয়।
গঙ্গা আর কারো পাদপদ্মে না জন্ময় ॥
শ্রীচৈতন্য বিনা ইহা অন্যে না সম্ভবে।
এই কহে বেদে শাস্ত্রে সকল বৈষ্ণবে ॥১১৫॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের বাক্য যে আদরে লয়।
সেই সব জন পায় সর্ব্বত্র বিজয় ॥
হেনমতে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
ভক্তগোষ্ঠী-সঙ্গে বিরহেন নিরন্তর ॥ ১১৬ ॥
প্রভু বেড়ি ভক্তগণ বৈসেন সকল।
চৌদিকে শোভয়ে যেন চন্দ্রের মণ্ডল ॥
মধ্যে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যাসি-চূড়ামণি।
নিরবধি কৃষ্ণ-কথা করি হরিধ্বনি ॥ ১১৭ ॥
হেনই সময়ে দুই মহা-ভাগ্যবান্।
হইলেন আসিয়া প্রভুর বিদ্যমান ॥
শাকর-মল্লিক আর রূপ—দুই ভাই।
দুই প্রতি কৃপা-দৃষ্ট্যে চাহিলা গোসাঁই ॥
দূরে থাকি দুই ভাই দণ্ডবত করি।
কাকুর্ব্বাদ করেন দশনে তৃণ ধরি ॥ ১১৮ ॥
"জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যাঁহার কৃপায় হৈল সর্ব্ব লোক ধন্য ॥
জয় দীন-বৎসল জগত-হিতকারী।
জয় জয় পরম-সন্ন্যাসিরূপ-ধারী ॥ ১১৯ ॥
জয় জয় সঙ্কীর্ত্তন-বিনোদ অনন্ত।
জয় জয় জয় সর্ব্ব-আদি-মধ্য-অন্ত ॥
আপনে হইয়া শ্রীবৈষ্ণব-অবতার।
ভক্তি দিয়া উদ্ধারিলা সকল সংসার ॥ ১২০ ॥
তবে প্রভু! মোরে না উদ্ধারো কোন্ কাজে।
মুই কি না হও প্রভু সংসারের মাঝে ॥
আজন্ম বিষয়-ভোগে হইয়া মোহিত।
না ভজিনু তোমার চরণ—নিজ-হিত ॥১২১॥

১০৯। "মুই নি"—আমি কি?

১২১। "কোন্ কাজে"—কেন? কি জন্য?

তোমার ভক্তের সঙ্গে গোষ্ঠী না করিনু।
তোমার কীর্ত্তন না করিনু না শুনিনু॥
রাজপাত্র করি মোরে বঞ্চনা করিলা।
তবে মোরে মনুষ্য-জনম কেনে দিলা॥ ১২২॥
যে মনুষ্য-জন্ম লাগি দেবে কাম্য করে।
হেন জন্ম দিয়াও বঞ্চিলা প্রভু! মোরে॥
এবে এই কৃপা কর অমায়া হইয়া।
বৃক্ষমূলে পড়ি থাকোঁ তোর নাম লৈয়া॥১২৩॥
যে তোমার প্রিয়-ভক্ত লওয়ায় তোমারে।
অবশেষ-পাত্র যেন হও তার দ্বারে॥"
এইমত 'রূপ' 'সনাতন' দুই ভাই।
স্তুতি করে, শুনে প্রভু চৈতন্য-গোসাঁই॥
কৃপা-দৃষ্ট্যে প্রভু দুই ভাইরে চাহিয়া।
বলিতে লাগিলা অতি সদয় হইয়া॥ ১২৪॥
প্রভু বলে "ভাগ্যবন্ত তুমি-দুইজন।
বাহির হইলা ছিণ্ডি সংসার-বন্ধন॥
বিষয়-বন্ধনে বদ্ধ সকল সংসার।
সে বন্ধন হৈতে তুমি-দুই হৈলা পার॥ ১২৫॥
প্রেমভক্তি বাঞ্ছা যদি করহ এখনে।
তবে ধরি পড় এই অদ্বৈত-চরণে॥
ভক্তির ভাণ্ডারী শ্রীঅদ্বৈত-মহাশয়।
অদ্বৈতের কৃপায় সে কৃষ্ণভক্তি হয়"॥ ১২৬॥
শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা দুই মহাজনে।
দণ্ডবত পড়িলেন অদ্বৈত-চরণে॥
"জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত পতিত-পাবন।
মুই-দুই-পতিতেরে করহ মোচন"॥ ১২৭॥
প্রভু বলে "শুন শুন আচার্য্য-গোসাঁই।
কলিযুগে এমন বিরক্ত ঝাট নাই॥
রাজ্যসুখ ছাড়ি, কাঁথা করঙ্গ লইয়া।
মথুরায় থাকেন কৃষ্ণের নাম লৈয়া॥ ১২৮॥
অমায়ায় কৃষ্ণভক্তি দেহ এ দোঁহেরে।
জন্ম-জন্ম যেন আর কৃষ্ণ না পাসরে॥
ভক্তির ভাণ্ডারী তুমি, বিনে তুমি দিলে।
কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণ কারে মিলে"॥১২৯
অদ্বৈত বলেন "প্রভু! সর্ব্ব-দাতা তুমি।
তুমি আজ্ঞা করিলে সে দিতে পারি আমি॥
প্রভু আজ্ঞা দিলে সে, ভাণ্ডারী দিতে পারে।
এইমত যারে কৃপা কর যার দ্বারে॥ ১৩০॥
কায়-মন-বচনে মোহার এই কথা।
'এ দুইর প্রেমভক্তি হউক সর্ব্বথা'॥"

"না.........হিত"=তোমার যে পাদপদ্ম ভজনা করিলে নিজের মঙ্গল সাধিত হয়, সে পাদপদ্ম চিন্তা করিলাম না।

১২২। "গোষ্ঠী না করিনু"=সম্বন্ধ স্থাপন করিলাম না; আলাপ-কুশল করিলাম না; সঙ্গ বা মেলামেশা করিলাম না।

"রাজপাত্র"=রাজমন্ত্রী; বড় রাজকর্ম্মচারী।

১২৩। "যে.........করে"=কৃষ্ণ-ভজন কেবল মানব-জন্মেই হইয়া থাকে সুতরাং দেবতাগণ পর্য্যন্তও কৃষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য কামনা করেন। শ্রীঠাকুর-মহাশয় বলিয়াছেন :—'নর-তনু ভজনের মূল'।

"অমায়া হইয়া"=নিষ্কপটে।

১২৪। "লওয়ায় তোমারে"=তোমার ভজন-পথে মতি জন্মাইয়া দেয়, প্রবর্ত্তিত করে।

"অবশেষ........দ্বারে"=যেন তাঁর দ্বারে গিয়া তাঁর উচ্ছিষ্ট-ভোজনের অধিকারী হইতে পারি।

১২৮। "ঝাট নাই"=হঠাৎ দেখিতে পাওয়া যায় না।

"করঙ্গ"=করোয়া; জলপাত্র-বিশেষ।

শুনি প্রভু অদ্বৈতের কৃপাযুক্ত বাণী।
উচ্চ করি বলিতে লাগিলা হরিধ্বনি ॥১৩১॥
দবীর-খাসেরে প্রভু বলিতে লাগিলা।
"এখনে তোমার কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি হৈলা ॥
অদ্বৈতের প্রসাদে সে হয় কৃষ্ণভক্তি।
জানিহ অদ্বৈত—শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ-শক্তি ॥১৩২॥
কতদিন জগন্নাথ-শ্রীমুখ দেখিয়া।
তবে দুই ভাই মথুরাতে থাক গিয়া ॥
তোমা-সবা হৈতে যত রাজস তামস।
পশ্চিমা-সবারে গিয়া দেহ ভক্তিরস ॥ ১৩৩ ॥
আমিহ দেখিব গিয়া মথুরা-মণ্ডল।
আমা থাকিবারে স্থল করিহ বিরল ॥
শাকরমল্লিক-নাম ঘুচাইয়া তান।
'সনাতন' অবধূত থুইলেন নাম ॥ ১৩৪ ॥
অদ্যাপিহ দুই ভাই—রূপ, সনাতন।
চৈতন্য-কৃপায় হৈল বিখ্যাত ভুবন ॥
যার যত কীর্ত্তি ভক্তি-মহিমা উদার।
সে সব চৈতন্য-প্রভু করয়ে প্রচার ॥ ১৩৫ ॥
নিত্যানন্দ-তত্ত্ব কিবা অদ্বৈতের তত্ত্ব।
যত মহাপ্রিয়-ভক্ত-গোষ্ঠীর মহত্ত্ব ॥
সে সব চৈতন্য-প্রভু করিলা প্রকাশে।
সেই প্রভু সব ইহা কহেন সন্তোষে ॥ ১৩৬ ॥
যে ভক্ত যে বস্তু, যার যেন অবতার।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবী যার অংশে জন্ম যার ॥
যার যেন মত পূজা, যার যে মহত্ত্ব।
চৈতন্য-প্রভু সে সব করিলেন ব্যক্ত ॥ ১৩৭ ॥

একদিন প্রভু বসি আছেন প্রকাশে।
অদ্বৈত, শ্রীবাস-আদি ভক্ত চারি পাশে ॥
শ্রীনিবাস-পণ্ডিতেরে ঈশ্বর আপনে।
আচার্য্যের বার্ত্তা জিজ্ঞাসেন তান স্থানে ॥
প্রভু বলে "শ্রীনিবাস কহ ত আমারে।
কিরূপ বৈষ্ণব তুমি বাস' অদ্বৈতেরে" ॥১৩৮॥
মনে ভাবি বলিলা শ্রীবাস-মহাশয়।
"শুক বা প্রহ্লাদ যেন—মোর মনে লয় ॥"
অদ্বৈতের মহিমা প্রহ্লাদ শুক যেন।
শুনি প্রভু ক্রোধে শ্রীবাসেরে মারিলেন ॥
পিতা যেন পুত্রে শিখাইতে স্নেহে মারে।
এইমত এক চড় হৈল শ্রীবাসেরে ॥ ১৩৯ ॥
"কি বলিলি, কি বলিলি পণ্ডিত-শ্রীবাস।
মোহার নাড়ারে কহ শুক বা প্রহ্লাদ ॥
যে শুকেরে 'মুক্ত' তুমি বল সর্ব্বমতে।
কালিকার বালক শুক নাড়ার অগ্রেতে ॥১৪০॥
এত বড় বাক্য মোর নাড়ারে বলিলি।
আজি বড় শ্রীবাসিয়া! মোরে দুঃখ দিলি ॥"
এত বলি ক্রোধে হাতে দীপযষ্টি লৈয়া ॥
শ্রীবাসেরে মারিবারে যান খেদাড়িয়া ॥১৪১॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া শ্রীঅদ্বৈত-মহাশয়।
ধরিলা প্রভুর হস্ত করিয়া বিনয় ॥
"বালকেরে বাপ! শিখাইবা কৃপা-মনে।
কে আছে তোমার ক্রোধপাত্র ত্রিভুবনে ॥"
আচার্য্যের বাক্যে প্রভু ক্রোধ করি দূর।
আবেশে কহেন তান মহিমা প্রচুর ॥ ১৪২ ॥

১৩২। "দবীর-খাসেরে" = শ্রীরূপকে।

১৩৩। "তোমা……ভক্তিরস" = তোমরা যে ভক্তিরস পাইয়াছ, বৃন্দাবনে গিয়া সেই ভক্তিরস রজঃ ও তমোগুণ-পূর্ণ পশ্চিমের লোকদিগকে দাও।

১৩৪। "বিরল" = নির্জ্জন।

১৩৮। "প্রকাশে" = ঈশ্বর-ভাবাপন্ন হইয়া।

১৪০। "কালিকার বালক" = অতি শিশুমাত্র।

১৪১। "দীপযষ্টি" = ছোট ছড়ি-বিশেষ।

প্রভু বলে "তোহার বালক, শিশু তোর।
এতেকে সকল ক্রোধ দূরে গেল মোর॥
মোর নাড়া জানিবারে আছে হেন জন।
যে মোহারে আনিলেক ভাঙ্গিয়া শয়ন॥"
প্রভু বলে "অয়ে শ্রীনিবাস-মহাশয়।
মোহার নাড়ারে এই তোমার বিনয়॥১৪৩॥
শুক আদি করি সব বালক উহার।
নাড়ার পাছে সে জন্ম জানিহ সবার॥
অদ্বৈতের লাগি মোর এই অবতার।
মোর কর্ণে বাজে আসি নাড়ার হুঙ্কার॥১৪৪॥
শয়নে আছিনু মুই ক্ষীরোদ-সাগরে।
জাগাই আনিল মোরে নাড়ার হুঙ্কারে॥"
শ্রীবাসের অদ্বৈতের প্রতি বড় প্রীত।
প্রভু-বাক্য শুনি হৈলা অতি হরষিত॥১৪৫॥
মহা-ভয়ে কম্প হই বলেন শ্রীবাস।
"অপরাধ করিনু ক্ষমহ মোরে নাথ॥
তোমার অদ্বৈত-তত্ত্ব জানহ তুমি সে।
তুমি জানাইলে সে জানয়ে অন্য দাসে॥১৪৬॥
আজি মোর মহাভাগ্য সকল মঙ্গল।
শিখাইয়া আমারে আপনে কৈলা ফল॥
এখনে সে ঠাকুরালি বলিয়ে তোমার।
আজি বড় মনে বল বাড়িল আমার॥
এই মোর মনের সঙ্কল্প আজি হৈতে।
মদিরা যবনী যদি ধরেন অদ্বৈতে॥ ১৪৭॥
তথাপি করিব ভক্তি অদ্বৈতের প্রতি।
কহিল তোমারে প্রভু! সত্য করি অতি॥"
তুষ্ট হইলেন প্রভু শ্রীবাস-বচনে।
পূর্ব্ব-প্রায় আনন্দে বসিলা তিন জনে॥
পরম রহস্য এ সকল পুণ্য-কথা।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইয়ে সর্ব্বথা॥ ১৪৮॥
যার যেন প্রভাব, যাহার যেন ভক্তি।
যেবা আগে, যেবা পাছে, যার যেন শক্তি॥
সবার সর্ব্বজ্ঞ এক প্রভু-গৌররায়।
আর জানে যে তাহানে ভজে অমায়ায়॥
বিষ্ণুতত্ত্ব যেন অবিজ্ঞাত বেদবাণী।
এইমত বৈষ্ণবেরো তত্ত্ব নাহি জানি॥ ১৪৯॥
সিদ্ধ-বৈষ্ণবের অতি বিষম ব্যভার।
না বুঝি নিন্দিয়া মরে সকল সংসার॥
সিদ্ধ-বৈষ্ণবের যেন বিষম ব্যভার।
সাক্ষাতে দেখহ ভাগবত-কথা-সার॥ ১৫০॥

১৪৩। "তোহার.........তোর" = শ্রীবাস যেন তোমার ছোট্ট ছেলেটী।

"মোহার......বিনয়" = আমার অদ্বৈতের প্রতি কি তোমার এতই ক্ষুদ্র ধারণা? তার প্রতি এই কি তোমার সমুচিত ব্যবহার?

১৪৪। "নাড়ার......সবার" = এতদ্দ্বারা ইহাই প্রকাশ করিতেছেন যে, শ্রীঅদ্বৈত হইলেন মহারুদ্র, যিনি অনাদিকাল হইতে বিরাজমান এবং যিনি হইলেন ঈশ্বর; সুতরাং তিনি শুক প্রহ্লাদাদি ভক্তগণ হইতে সর্ব্ববিষয়ে যে কত শ্রেষ্ঠ, তার কি আর ইয়ত্তা আছে?

১৪৭। "আপনে কৈলা ফল" = আমাকে কৃতার্থ করিলে; তোমার মহিমা ও তোমার দয়াময় নাম সার্থক করিলে। "ঠাকুরালি" = মহত্ত্ব।

১৪৯। "প্রভাব" = মহিমা।

"সবার সর্ব্বজ্ঞ" = সকলেরই সমস্ত বিষয় যিনি জানেন; যিনি সর্ব্বান্তর্যামী।

"বিষ্ণুতত্ত্ব...............বেদবাণী" = বেদে যেমন বলিয়াছেন, বিষ্ণুতত্ত্ব সকলেরই বুদ্ধির অগম্য অর্থাৎ কেহই উহা বুঝিতে পারে না।

বৈষ্ণব-প্রধান ভৃগু—ব্রহ্মার নন্দন।
অহর্নিশ মনে ভাবে যাঁহার চরণ॥
সে প্রভুর বক্ষে করিলেন পদাঘাত।
তথাপি বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ দেখহ সাক্ষাৎ॥ ১৫১॥
প্রসঙ্গে শুনহ ভাগবতের আখ্যান।
যে নিমিত্ত ভৃগু করিলেন হেন কাম॥
পূর্ব্বে সরস্বতী-তীরে মহাঋষিগণ।
আরম্ভিলা মহাযজ্ঞ—পুরাণ-শ্রবণ॥ ১৫২॥
সবে শাস্ত্রকর্ত্তা, সবে মহাতপোধন।
অন্যোন্যে লাগিল ব্রহ্ম-বিচার-কথন॥
'ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—তিন-জন-মাঝে।
কে প্রধান'—বিচারেন মুনির সমাজে॥১৫৩॥
কেহো বলে 'ব্রহ্মা বড়', কেহো 'মহেশ্বর'।
কেহো বলে 'বিষ্ণু বড়—সবার উপর'॥
পুরাণেই নানামত করেন কথন।
'শিব বড়' কোথাও, কোথাও 'নারায়ণ'॥
তবে সব ঋষিগণ মিলিয়া ভৃগুরে।
আদরিলা এ প্রমাণ-তত্ত্ব জানিবারে॥ ১৫৪॥
"ব্রহ্মার মানস-পুত্র তুমি মহাশয়।
সর্ব্বমতে তুমি জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ-তত্ত্বময়॥
তুমি ইহা জান গিয়া করিয়া বিচার।
সন্দেহ ভঞ্জহ আসি আমা-সবাকার॥ ১৫৫॥
তুমি যে কহিবা সেই সবার প্রমাণ।"
শুনি ভৃগু চলিলেন আগে ব্রহ্মা-স্থান॥
ব্রহ্মার সভায় গিয়া ভৃগু মুনিবর।
দম্ভ করি রহিলেন ব্রহ্মার গোচর॥ ১৫৬॥
পুত্র দেখি ব্রহ্মা বড় সন্তোষ হইলা।
সকল কুশল জিজ্ঞাসিবারে লাগিলা॥
সত্ত্ব পরীক্ষিতে ভৃগু ব্রহ্মার নন্দন।
শ্রদ্ধা করি না শুনেন বাপের বচন॥ ১৫৭॥
স্তুতি বা গৌরব বা বিনয়, নমস্কার।
কিছু না করেন পিতা-পুত্র-ব্যবহার॥
দেখিয়া পুত্রের অনাদর অব্যভার।
ক্রোধে ব্রহ্মা হইলেন অগ্নি-অবতার॥ ১৫৮॥
ভস্ম করিবেন হেন ক্রোধে অগ্নি হৈলা।
দেখিয়া পিতার মূর্ত্তি ভৃগু পলাইলা॥
সবে বুঝাইলেন ব্রহ্মার পায়ে ধরি।
পুত্রেরে কি গোসাঁই এমত ক্রোধ করি॥
তবে পুত্র-স্নেহে ব্রহ্মা ক্রোধ পাসরিলা।
জল পাই যেন অগ্নি সুসাম্য হইলা॥ ১৫৯॥

১৫০। "সিদ্ধ-বৈষ্ণবের অতি......ব্যবহার" = সিদ্ধ বৈষ্ণবগণের কার্য্যকলাপ অতীব দুর্জ্ঞেয়—ইহা কেহই বুঝিতে পারে না।

১৫২। "আরম্ভিলা.........শ্রবণ" = শাস্ত্রকথা-শ্রবণ-রূপ মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন।

১৫৩। "ব্রহ্ম-বিচার-কথন" = ব্রহ্ম অর্থাৎ ভগবান্ কে, এতৎ-সম্বন্ধে বাদানুবাদ।

১৫৪। "আদরিলা....... ...জানিবারে" = এ বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্য মধ্যস্থরূপে বরণ করিলেন।

১৫৫। "ভঞ্জহ" = খণ্ডন কর; দূর কর।

১৫৬। "সবার প্রমাণ" = সকলে তাহাই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি-রূপে গ্রহণ করিলেন।

১৫৭। "সত্ত্ব পরীক্ষিতে" = তাঁহাতে সত্ত্বগুণ কতটা আছে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য।

১৫৮। "গৌরব" = সম্মান; মর্য্যাদা।

"পিতা-পুত্র-ব্যবহার" = পুত্রের পক্ষে পিতার প্রতি যেরূপ সম্মান-সূচক ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

১৫৯। "যেন......হইল" = যেন আগুন নিবিয়া গেল অর্থাৎ একেবারে শান্ত হইয়া গেলেন।

তবে ভৃগু ব্রহ্মারে বুঝিয়া ভালমতে।
কৈলাসে আইলা মহেশ্বর পরীক্ষিতে॥
ভৃগু দেখি মহেশ্বর আনন্দিত হৈয়া।
উঠিলা পার্ব্বতী-সঙ্গে আদর করিয়া॥ ১৬০॥
জ্যেষ্ঠ-ভাই-গৌরবে আপনে ত্রিলোচন।
প্রেমযোগে উঠিলা করিতে আলিঙ্গন॥
ভৃগু বলে "মহেশ! পরশ নাহি কর।
যতেক পাষণ্ড-বেশ সব তুমি ধর॥ ১৬১॥
ভূত প্রেত পিশাচ—অস্পৃশ্য যত আছে।
হেন সব পাষণ্ড রাখহ তুমি কাছে॥
যতেক উৎপাত সেই ব্যভার তোমার।
ভস্মাস্থি-ধারণ কোন্ শাস্ত্রের বিচার॥ ১৬২॥
তোমার পরশে স্নান করিতে জুয়ায়।
দূরে থাক, দূরে থাক, অয়ে ভূতরায়॥"
পরীক্ষা-নিমিত্ত ভৃগু বলেন কৌতুকে।
কভু শিব-নিন্দা নাহি ভৃগুর শ্রীমুখে॥১৬৩॥
ভৃগু-বাক্যে মহাক্রোধ হৈলা ত্রিলোচন।
ত্রিশূল তুলিয়া লইলেন ততক্ষণ॥
জ্যেষ্ঠভাই-ধর্ম্ম পাসরিলেন শঙ্কর।
হইলেন যে-হেন সংহার-মূর্ত্তি-ধর॥ ১৬৪॥
শূল তুলিলেন শিব ভৃগুরে মারিতে।
আথে-ব্যথে দেবী আসি ধরিলেন হাতে॥
চরণে ধরিয়া বুঝায়েন মহেশ্বরী।
জ্যেষ্ঠ ভাইরে কি প্রভু! এত ক্রোধ করি॥
দেবী-বাক্যে লজ্জা পাই রহিলা শঙ্কর।
ভৃগুও চলিলা শ্রীবৈকুণ্ঠ—কৃষ্ণ-ঘর॥ ১৬৫॥
শ্রীরত্ন-খট্টায় প্রভু আছেন শয়নে।
লক্ষ্মী সেবা করিতে আছেন শ্রীচরণে॥
হেনই সময়ে ভৃগু আসি অলক্ষিতে।
পদাঘাত করিলেন প্রভুর বক্ষেতে॥ ১৬৬॥
ভৃগু দেখি মহাপ্রভু সম্ভ্রমে উঠিয়া।
নমস্করিলেন প্রভু মহাপ্রীত হৈয়া॥
লক্ষ্মীর সহিতে প্রভু ভৃগুর চরণ।
সন্তোষে করিতে লাগিলেন প্রক্ষালন॥
বসিতে দিলেন আনি উত্তম আসন।
শ্রীহস্তে তাঁহার অঙ্গে লেপেন চন্দন॥ ১৬৭॥
অপরাধি-প্রায় যেন হইয়া আপনে।
অপরাধ মাগিয়া লয়েন তাঁর স্থানে॥
"তোমার শুভ বিজয় আমি না জানিয়া।
অপরাধ করিয়াছি ক্ষম মোরে ইহা॥ ১৬৮॥
এই যে তোমার পাদোদক পুণ্যজল।
তীর্থেরে করয়ে তীর্থ—হেন সুনির্ম্মল॥
যতেক ব্রহ্মাণ্ড বৈসে আমার দেহেতে।
যত লোকপাল সব আমার সহিতে॥ ১৬৯॥
পাদোদক দিয়া আজি করিলা পবিত্র।
অক্ষয় হইয়া রহু তোমার চরিত্র॥
এই যে তোমার শ্রীচরণ-চিহ্ন-ধূলি।
বক্ষে রাখিলাম আমি হই কুতূহলী॥ ১৭০॥

১৬১। "জ্যেষ্ঠভাই-গৌরবে"=বড় ভাইয়ের মত সম্মান করিয়া।
"পরশ নাহি কর"=আমাকে ছুঁইও না।
"পাষণ্ড-বেশ"=ঘৃণিত কদাচার পূর্ণ সাজ-সজ্জা।
১৬২। "যতেক তোমার"=যা কিছু জঘন্য, তাই তোমার আদরের।
"ভস্মাস্থি"=ছাই ও হাড়গোড়।
১৬৩। "ভূতরায়"=ভূতনাথ।
১৬৫। "দেবী"=শ্রীদুর্গা।
"কৃষ্ণ-ঘর"=বিষ্ণুধাম।
১৭০। "অক্ষয়.........চরিত্র"=তোমার এই কীর্ত্তি বা কার্য্য চির-স্মরণীয় হইয়া থাকুক।

লক্ষ্মী-সঙ্গে নিজ-বক্ষে দিনু আমি স্থান।
বেদে যেন 'শ্রীবৎস-লাঞ্ছন' বলে নাম॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য, বিনয়-ব্যভার।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ—সকলের পার॥
দেখি মহা-ঋষি পাইলেন চমৎকার।
লজ্জিত হইয়া মাথা না তোলেন আর॥১৭১॥
যাহা করিলেন সে তাহান কর্ম্ম নয়।
আবেশের কর্ম্ম ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
বাহ্য পাই প্রীতি শ্রদ্ধা দেখিতে দেখিতে।
ভক্তিরসে পূর্ণ হই লাগিলা নাচিতে॥ ১৭২॥
হাস্য কম্প ঘর্ম্ম মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার।
ভক্তিরসে মগ্ন হৈলা ব্রহ্মার কুমার॥
"সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ, সবার জীবন।"
এই সত্য বলি নাচে ব্রহ্মার নন্দন॥ ১৭৩॥
দেখিয়া কৃষ্ণের শান্ত-বিনয়-ব্যভার।
বিপ্র-ভক্তি যে কোথাও না সম্ভবে আর॥
ভক্তি-জড় হৈলা, বাক্য না আইসে বদনে।
আনন্দাশ্রু-ধারা মাত্র বহে শ্রীনয়নে॥ ১৭৪॥

সর্ব্ব-ভাবে ঈশ্বরেরে দেহ সমর্পিয়া।
পুনঃ মুনি-সভা-মধ্যে মিলিলা আসিয়া॥
ভৃগু দেখি সবে হৈলা আনন্দ অপার।
"কহ ভৃগু! কার কোন্ দেখিলে ব্যভার॥
তুমি যেই কহ, সেই সবার প্রমাণ।"
তবে সব কহিলেন ভৃগু ভগবান্॥ ১৭৫॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—তিনের ব্যভার।
সকল কহিয়ে, এই কহিলেন সার॥
"সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ।
সত্য সত্য সত্য—এই বলিল বচন॥ ১৭৬॥
সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ—জনক সবার।
ব্রহ্মা-শিবো করেন যাঁহার অধিকার॥
কর্ত্তা, হর্ত্তা, রক্ষিতা সবার নারায়ণ।
নিঃসন্দেহ ভজ গিয়া তাঁহার চরণ॥ ১৭৭॥
ধর্ম্ম জ্ঞান পুণ্য কীর্ত্তি ঐশ্বর্য্য বিরক্তি।
আত্ম-শ্রেষ্ঠ-মধ্যম যতেক যার শক্তি॥
সকল কৃষ্ণের ইহা জানিহ নিশ্চয়।
অতএব গাও ভজ কৃষ্ণের বিজয়"॥

১৭১। "কাম......পার"=যে ব্যবহার কাম, ক্রোধাদি সমস্ত রিপুগণের অতীত, যাহাতে রিপুর স্পর্শমাত্র নাই, যাহার নিকট সমস্ত রিপুই পরাজিত।

১৭২। "আবেশের"=ভাব-ভরের।

"বাহ্য.....দেখিতে"=যেই বাহ্যজ্ঞান আসিল, অমনই সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবিষ্ণুর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেমভাবের উদয় হইল।

১৭৪। "বিপ্র-ভক্তি... ...আর"=ব্রাহ্মণের প্রতি এরূপ ভক্তি কৃষ্ণ বই আর কেহ করিতে পারে না।

"ভক্তি-জড় হৈলা"=ভক্তিভরে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া একেবারে স্পন্দহীন হইলেন।

১৭৫। "সেই সবার প্রমাণ"=তাহাই সকলে শিরোধার্য্য করিবে।

১৭৭। "সবার..............সবার"=শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—

মুখ-বাহূরু-পাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবত।

"করেন যাঁহার অধিকার"=যাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করেন; যাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন।

তুমি সে ইহার প্রভু। এক অধিকারী।
এ কথায় তোমারে সে মাত্র আমি হারি ॥"
শুনিয়া হাসেন সব বৈষ্ণব-মণ্ডল।
'হরি' বলি উঠিল মঙ্গল-কোলাহল ॥ ৯ ॥
এইমত প্রভুর বিচিত্র সর্ব্ব কথা।
অদ্বৈতেরে অতি প্রীত করেন সর্ব্বথা ॥
একদিন গদাধর-দেব প্রভু-স্থানে।
কহিলেন পূর্ব্ব-মন্ত্রদীক্ষার কারণে ॥
"ইষ্টমন্ত্র আমি যে কহিনু কারো প্রতি।
সেই হৈতে আমার না স্ফুরে ভাল মতি ॥১০॥
সেই মন্ত্র তুমি মোরে কহ পুনর্ব্বার।
তবে মন-প্রসন্নতা হইব আমার ॥"
প্রভু বলে "তোমার যে উপদেষ্টা আছে।
সাবধান—তথা অপরাধ হয় পাছে ॥
মন্ত্রের কি দায়, প্রাণো আমার তোমার।
উপদেষ্টা থাকিতে না হয় ব্যবহার" ॥ ১১ ॥
গদাধর বলে "তিঁহো না আছেন এথা।
তাঁর পরিবর্ত্ত তুমি করহ সর্ব্বথা ॥"
প্রভু বলে "তোমার যে গুরু বিদ্যানিধি।
অনায়াসে তোমারে মিলাইয়া দিবে বিধি ॥"
সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি—জানেন সকল।
"বিদ্যানিধি শীঘ্রগতি আসিবে উৎকল ॥১২॥
এথাই দেখিবা দিন দশের ভিতরে।
আইসেন কেবল আমারে দেখিবারে ॥
নিরবধি বিদ্যানিধি হয় মোর মনে।
বুঝিলাম তুমি আকর্ষিয়া আন তানে" ॥১৩॥
এইমত প্রভু প্রিয়-গদাধর-সঙ্গে।
তান মুখে ভাগবত শুনি থাকে রঙ্গে ॥
গদাধর পড়েন সম্মুখে ভাগবত।
শুনিয়া প্রকাশে প্রভু প্রেমভাব যত ॥ ১৪ ॥
প্রহ্লাদ-চরিত্র আর ধ্রুবের চরিত্র।
শতাবৃত্তি করিয়া শুনেন সাবহিত ॥
আর কার্য্যে প্রভুর নাহিক অবসর।
নাম গুণ বলেন শুনেন নিরন্তর ॥ ১৫ ॥
'ভাগবত-পাঠ' গদাধরের বিষয়।
দামোদর-স্বরূপের 'কীর্ত্তন' বিষয় ॥

বুঝাইলেন যে, মহাপ্রভু যখন যে দিকে যান, শ্রীজগন্নাথ-দেবও সেই দিকে মুখ ফিরান।

৯। "তুমি......অধিকারী" = কেবলমাত্র তুমিই এ কথা বলিবার যোগ্য।

১০। "ইষ্টমন্ত্র... ....প্রতি" = আমি যে কাহাকেও ইষ্টমন্ত্র দিয়াছি।

"না স্ফুরে ভাল মতি" = আমার হৃদয়ে ভালরূপ ইষ্টস্ফূর্ত্তি হইতেছে না।

১১। "উপদেষ্টা থাকিতে.........ব্যবহার" = আবশ্যক বোধ হইলেও, নিজ-গুরু বর্ত্তমান থাকিতে, অন্যের নিকট হইতে মন্ত্রের শোধন বা স্মরণ বা পুনর্গ্রহণ সঙ্গত বা শাস্ত্রবিহিত নহে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে :—

বোধঃ কলুষিতস্তেন দৌরাত্ম্যং প্রকটীকৃতং।
গুরুর্যেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ।

এরূপ কার্য্য করিলে গুরু-ত্যাগ করা হইল। ইহা মহা-অপরাধজনক কার্য্য বলিয়া, শিক্ষাগুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য, শ্রীগদাধর-দেবের হৃদয়ে ঐরূপ ভাবের প্রেরণা করিয়া এবং স্বয়ং তাহার মীমাংসা করিয়া দিয়া, সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন।

১৪। "রঙ্গে" = আনন্দে।

১৫। "শতাবৃত্তি .....সাবহিত" = বহু বহুবার পাঠ করাইয়া পরম আগ্রহ-সহকারে শোনেন।

একেশ্বর দামোদর-স্বরূপ গুণ গায়॥ ১৬॥
অশ্রু-কম্প হাস্য মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার।
যত কিছু আছে প্রেমভক্তির বিকার॥
মূর্ত্তিমন্ত সবে থাকে ঈশ্বরের স্থানে।
নাচেন চৈতন্যচন্দ্র ইহা-সবা-সনে॥ ১৭॥
দামোদর-স্বরূপের উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
শুনিলে না থাকে বাহ্য—পড়ে সেইক্ষণ॥
সন্ন্যাসি-পার্ষদ যত ঈশ্বরের হয়।
দামোদরস্বরূপ-সমান কেহো নয়॥ ১৮॥
যত প্রীত ঈশ্বরের পুরী-গোসাঁইরে।
দামোদর-স্বরূপেরে তত প্রীত করে॥
দামোদর-স্বরূপ—সঙ্গীতরসময়।
যাঁর ধ্বনি শুনিলে প্রভুর নৃত্য হয়॥ ১৯॥
অলক্ষিত-রূপ—কেহো চিনিতে না পারে।
কপটীর রূপে যেন বুলেন নগরে॥
কীর্ত্তন করিতে যেন তুম্বুরু-নারদ।
একা প্রভু নাচায়েন—কি আর সম্পদ॥২০॥
সন্ন্যাসীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র।
আর নাহি—এক পুরী-গোসাঁই সে মাত্র॥
[illegible] পরমানন্দ-পুরী।
সন্ন্যাসি-পার্ষদে এই দুই অধিকারী॥ ২১॥
নিরবধি নিকটে থাকেন দুই জন।
প্রভুর সন্ন্যাসে করে দণ্ডের গ্রহণ॥
পুরী ধ্যানপর, দামোদরের কীর্ত্তন।
ন্যাসি-রূপে ন্যাসি-দেহে বাহু দুই জন॥২২॥
অহর্নিশ গৌরচন্দ্র সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে।
বিহরেন দামোদর-স্বরূপের সঙ্গে॥
কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা পর্য্যটনে।
দামোদরে প্রভু না ছাড়েন কোনো ক্ষণে॥২৩
পূর্ব্বাশ্রমে পুরুষোত্তমাচার্য্য নাম তান।
প্রিয়-সখা পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি-নাম॥
পথে চলিতেও প্রভু দামোদর-গানে।
নাচেন বিহ্বল হৈয়া পথ নাহি জানে॥ ২৪॥
একেশ্বর দামোদরস্বরূপ-সংহতি।
প্রভু সে আনন্দে পড়ে না জানেন কতি॥
কিবা জল, কিবা স্থল, কিবা বন ডাল।
কিছু না জানেন প্রভু, গর্জ্জেন বিশাল॥ ২৫॥
একেশ্বর দামোদর কীর্ত্তন করেন।
প্রভুরেও বনে ডালে পড়িতে ধরেন॥

"আর......অবসর" = প্রভুর আর অন্য কোনও কাজ করিবার সময় নাই। ১৬। "বিষয়" = কার্য্য।

১৯। "পুরী-গোসাঁইরে" = শ্রীপরমানন্দ পুরী-গোস্বামিপাদকে।

২০। "কীর্ত্তন... ...সম্পদ" = কীর্ত্তনে তিনি সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদ নারদের তুল্য—নারদ যেমন একাই হরিগুণ গান করিয়া শ্রীহরিকে মুগ্ধ করেন, সেইরূপ তিনিও একা কীর্ত্তন করিয়া মহাপ্রভুকে নাচাইয়া থাকেন; ইহার চেয়ে অধিক সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? ইহাই যে মনুষ্যের পরম সম্পত্তি—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তি।

২২। "পুরী ·······কীর্ত্তন" = পরমানন্দ পুরী-গোসাঁইর ভজন বা কৃষ্ণকার্য্য হইতেছে কৃষ্ণ-ধ্যান বা স্মরণ; আর স্বরূপ-দামোদরের হইল কৃষ্ণ-কীর্ত্তন।

"ন্যাসিরূপে .. ..জন" = 'ন্যাসিরূপে' অর্থাৎ সন্ন্যাসি-রূপে। 'ন্যাসি-দেহে' অর্থাৎ সন্ন্যাসিবেশধারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর দেহে। এই দুই জন সন্ন্যাসী অর্থাৎ পরমানন্দ-পুরী ও স্বরূপ-দামোদর ইঁহারা দুই জনে মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের দুই বাহুস্বরূপ।

২৪। "দামোদর-গানে" = দামোদরের কীর্ত্তনে।

দামোদর-স্বরূপের ভাগ্যের যে ...
দামোদর-স্বরূপ সে তাহার উপমা ॥ ২৬ ॥
একদিন মহাপ্রভু আবিষ্ট হইয়া।
পড়িলা কূপের মাঝে আছাড় খাইয়া ॥
দেখিয়া অদ্বৈত-আদি সম্মোহ পাইয়া।
ক্রন্দন করেন সবে শিরে হাত দিয়া ॥ ২৭ ॥
কিছু না জানেন প্রভু প্রেমভক্তি-রসে।
বালকের প্রায় যেন কূপে পড়ি ভাসে ॥
সেইক্ষণে কূপ হৈল নবনীতময়।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কিছু ক্ষত নাহি হয় ॥ ২৮ ॥
এ কোন্ অদ্ভুত, যাঁর ভক্তির প্রভাবে।
বৈষ্ণব নাচিতে অঙ্গে কণ্টক না লাগে ॥
তবে অদ্বৈতাদি মিলি সর্ব্ব ভক্তগণে।
তুলিলেন প্রভুরে ধরিয়া কত ক্ষণে ॥ ২৯ ॥
পড়িলা কূপেতে প্রভু তাহা নাহি জানে।
'কি বোল, কি কথা' প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে ॥
বাহ্য না জানেন প্রভু প্রেমভক্তি-রসে।
অসর্ব্বজ্ঞ-প্রায় প্রভু সবারে জিজ্ঞাসে ॥ ৩০ ॥
শ্রীমুখের শুনি অতি-অমৃত-বচন।
আনন্দে ভাসয়ে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ ॥

এইমত ভক্তিরসে ঈশ্বর বিহরে।
বিশ্ব...
চিত্তে মাত্র করিতে ঈশ্বর সেই ক্ষণে ॥৩১॥
বিদ্যানিধি আসিয়া দিলেন দরশনে ॥
বিদ্যানিধি দেখি প্রভু হাসিতে লাগিলা।
'বাপ আইলা, বাপ আইলা' বলিতে লাগিলা ॥
প্রেমনিধি প্রেমে হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
পূর্ণ হৈল হৃদয়ের সকল মঙ্গল ॥ ৩২ ॥
শ্রীভক্ত-বৎসল গৌরচন্দ্র-নারায়ণ।
প্রেমনিধি বক্ষে করি করেন ক্রন্দন ॥
সকল বৈষ্ণববৃন্দ কান্দে চারি-ভিতে।
বৈকুণ্ঠ-স্বরূপ সুখ মিলিলা সাক্ষাতে ॥ ৩৩ ॥
ঈশ্বর-সহিত যত আছে ভক্তগণ।
প্রেমনিধি প্রতি প্রেম বাড়ে অনুক্ষণ ॥
দামোদর-স্বরূপ তাহান পূর্ব্ব-সখা।
চৈতন্যের অগ্রে দুই জনে হৈল দেখা ॥ ৩৪ ॥
দুই জনে চাহেন দুঁহার পদধূলি।
দুঁহে ধরাধরি ঠেলাঠেলি ফেলাফেলি ॥
কেহো কারে নাহি পারে—দুই মহাবলী।
করায়েন, হাসেন গৌরাঙ্গ কুতূহলী ॥ ৩৫ ॥

২৬। "দামোদর-স্বরূপ.........উপমা" = তাঁহার ভাগ্যের আর তুলনা নাই—তিনি নিজেই তাঁর তুলনা।

২৭। "সম্মোহ পাইয়া" = জ্ঞানহারা হইয়া।

২৯। "এ কোন্......লাগে" = যে মহাপ্রভুর প্রতি ভক্তির বলে নৃত্য করিলে বৈষ্ণবগণের গায়ে কাঁটা পর্য্যন্ত বিঁধিতে পারে না, সেই মহাপ্রভু স্বয়ং কূপে পতিত হইলে তাঁর অঙ্গে কোথাও না লাগা—এ আর একটা আশ্চর্য্য কি ?

৩২। "চিত্তে............ক্ষণে" = ঈশ্বর অর্থাৎ মহাপ্রভু শ্রীবিদ্যানিধির কথা মনে ভাবিতেই অমনই তৎক্ষণাৎ।

"মঙ্গল" = বাসনা; শুভাকাঙ্ক্ষী।

৩৪। "দামোদর......সখা" = শ্রীস্বরূপ-দামোদর পূর্ব্বাশ্রমে অর্থাৎ গার্হস্থ্যাশ্রমে শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বন্ধু ছিলেন।

"অগ্রে" = সাম্‌নে; সম্মুখে।

৩৫। "করায়েন ......কুতূহলী" = কৌতুক-প্রিয় শ্রীমহাপ্রভুই এ সব করাচ্চেন, আবার তিনিই মজা ক'রে হাস্‌চেন।

তবে বাহ্য পাই প্রভু বিদ্যানিধি-প্রতি।
শুনি প্রেমনিধি মহা সন্তোষ হইলা।
ভাগ্য-হেন মানি প্রভু-নিকটে রহিলা ॥৩৬॥
গদাধর-দেব ইষ্টমন্ত্র পুনর্ব্বার।
প্রেমনিধি-স্থানে প্রেমে কৈলেন স্বীকার ॥
আর কি কহিব প্রেমনিধির মহিমা।
যাঁর শিষ্য গদাধর—এই প্রেম-সীমা ॥ ৩৭ ॥
যাঁর কীর্ত্তি বাখানে অদ্বৈত শ্রীনিবাস।
যাঁর কীর্ত্তি বলেন মুরারি হরিদাস ॥
হেন নাহি বৈষ্ণব যে তানে না বাখানে।
পুণ্ডরীকো সর্ব্ব ভক্তে কায়বাক্যমনে ॥ ৩৮ ॥
অহঙ্কার তান দেহে নাহি তিলমাত্র।
না জানি কি অদ্ভুত চৈতন্য-কৃপাপাত্র ॥
যেরূপ কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র বিদ্যানিধি।
গদাধর-শ্রীমুখের কথা কিছু লিখি ॥ ৩৯ ॥
বিদ্যানিধি রাখি প্রভু আপন-নিকটে।
বাসা দিলা যমেশ্বরে সমুদ্রের তটে ॥
নীলাচলে রহিয়া দেখেন জগন্নাথ।
দমোদর-স্বরূপের বড় প্রেমপাত্র ॥ ৪০ ॥

[illegible]নাথ দেখে একসঙ্গে।
অন্যোন্যে থাকেন শ্রীকৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥
যাত্রা আসি বাজিল 'ওঢ়ন-ষষ্ঠী' নাম।
নয়া বস্ত্র পরে জগন্নাথ-ভগবান্ ॥ ৪১ ॥
সে দিন মাণ্ডুয়া-বস্ত্র পরেন ঈশ্বরে।
তান যেই ইচ্ছা সেইমত দাসে করে ॥
শ্রীগৌরসুন্দর লই সর্ব্ব ভক্তগণ।
আইলা দেখিতে যাত্রা শ্রীবস্ত্র-ওঢ়ন ॥ ৪২ ॥
মৃদঙ্গ মুহরী শঙ্খ দুন্দুভি কাহাল।
ঢাক দগড় কাড়া বাজয়ে বিশাল ॥
সেই দিনে নানা বস্ত্র পরেন অনন্ত।
ষষ্ঠী হৈতে লাগি রহে মকর পর্য্যন্ত ॥ ৪৩ ॥
বস্ত্র লাগি হইতে লাগিলা রাত্রি-শেষে।
ভক্তগোষ্ঠী-সহিত দেখিয়া প্রেমে ভাসে ॥
আপনেই উপাসক, উপাস্য আপনে।
কে বুঝে তাহান মন, তান কৃপা বিনে ॥৪৪॥
এই প্রভু দারু-রূপে বৈসে যোগাসনে।
ন্যাসি-রূপে ভক্তিযোগ করেন আপনে ॥
পট্ট-নেত শুক্ল পীত নীল নানা বর্ণে।
দিব্য বস্ত্র দেন—মুক্তা রচিত সুবর্ণে ॥ ৪৫ ॥

৩৭। "কৈলেন স্বীকার" = সংশোধন করিয়া লইলেন।

৩৮। "পুণ্ডরীকো......মনে" = শ্রীবিদ্যানিধিও সর্ব্বতোভাবে সকলের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইলেন।

৩৯। "গদাধর-শ্রীমুখের কথা" = শ্রীগদাধর-দেব নিজে কৃপা করিয়া আমাকে যাহা বলিয়াছেন।

৪০। "বড় প্রেমপাত্র" = অতীব প্রীতি-ভাজন।

৪১। "দুই জনে" = শ্রীস্বরূপ-দামোদর ও শ্রীপুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি।

"যাত্রা.............. নাম" = 'ওড়ন-ষষ্ঠী' নামে শ্রীজগন্নাথ-দেবের উৎসব আসিয়া পড়িল। এই উৎসবে ঠাকুরেরা নূতন কোরা কাপড় পরিধান করেন।

৪২। "মাণ্ডুয়া-বস্ত্র" = মাড়ওয়ালা কাপড়, অধৌত নূতন বস্ত্র বা কোরা কাপড়।

৪৩। "লাগি রহে = স্থায়ী হয়; থাকে।

"মকর" = মাঘ-সংক্রান্তি।

৪৪। "বস্ত্র.........রাত্রি-শেষে" = শেষরাত্রে প্রভুদের শ্রীঅঙ্গে রাশি রাশি নূতন বস্ত্র আসিয়া পড়িতে লাগিল। "আপনেই...আপনে" = এতদ্দ্বারা

বস্ত্র লাগি হৈলে দেন পুষ্প-...
পুষ্পের কঙ্কণ শ্রীকিরীট পুষ্পহার ॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ষোড়শোপচারে।
পূজা করি ভোগ দিলা বিবিধ-প্রকারে ॥
তবে প্রভু যাত্রা দেখি সর্ব্ব-গোষ্ঠী-সঙ্গে।
আইলা বাসায় প্রেমানন্দ-সুখ-রঙ্গে ॥ ৪৬ ॥
বাসায় বিদায় কৈলা বৈষ্ণব-সবেরে।
বিরলে রহিলা নিজানন্দে একেশ্বরে ॥
যার যে বাসায় সবে করিলা গমন।
বিদ্যানিধি দামোদর সঙ্গে অনুক্ষণ ॥ ৪৭ ॥
অন্যোন্যে দুঁহার যতেক মনঃকথা।
নিষ্কপটে দুঁহে কহে দুঁহারে সর্ব্বথা ॥
মাণ্ডুয়া-বসন যে ধরিলা জগন্নাথে।
সন্দেহ জন্মিল বিদ্যানিধির ইহাতে ॥ ৪৮ ॥
জিজ্ঞাসিলা দামোদর-স্বরূপের স্থানে।
মাণ্ডুয়া-বসন ঈশ্বরেরে দেন কেনে ॥
এ দেশে ত শ্রুতি স্মৃতি সকল প্রচুরে।
তবে কেনে বিনা ধৌতে মণ্ড-বস্ত্র পরে ॥ ৪৯ ॥

দামোদর-স্বরূপ কহেন শুন কথা।
শ্রুতি স্মৃতি যে জানে, সে না করে সর্ব্বথা।
এ যাত্রায় এইমত সর্ব্বকাল এথা ॥ ৫০ ॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি না থাকে অন্তরে।
তবে দেখ—রাজা কেনে নিষেধ না করে ॥
বিদ্যানিধি বলে "ভাল, করুক ঈশ্বরে।
ঈশ্বরের যে কর্ম্ম, সেবকে কেনে করে ॥৫১॥
পূজা-পাণ্ডা পশুপাল পড়িছা বেহারা।
অপবিত্র বস্ত্র কেনে ধরে বা ইহারা ॥
জগন্নাথ—ঈশ্বর, সম্ভবে সব তানে।
তন আচরণ কি করিব সর্ব্ব জনে ॥ ৫২ ॥
মণ্ডবস্ত্র-স্পর্শে হস্ত ধুইলে সে শুদ্ধি।
ইহা বা না করে কেনে হইয়া সুবুদ্ধি ॥
রাজা পাত্র অবুধ যে ইহা না বিচারে।
রাজাও মাণ্ডুয়া-বস্ত্র দেন নিজ-শিরে" ॥ ৫৩ ॥
দামোদর-স্বরূপ বলেন "শুন ভাই।
হেন বুঝি—ওড়ন-যাত্রায় দোষ নাই ॥

শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রই যে জগন্নাথ-দেব, তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন।

৪৫। "এই......আপনে" = এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুই দারু অর্থাৎ কাষ্ঠময় বিগ্রহ-স্বরূপ হইয়া শ্রীজগন্নাথ-রূপে যোগপীঠে শ্রীরত্ন-সিংহাসনে বসিয়া রহিয়াছেন, আবার তিনিই সন্ন্যাসি-রূপে সেই নিজ-বিগ্রহ-স্বরূপ শ্রীজগন্নাথ-দেবের প্রতি দাস্যভাবে ভক্তি প্রকাশ করিতেছেন।

"পট্ট-নেত" = সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্র।

৪৬। "বস্ত্র লাগি হৈলে" = লোকের কাপড় দেওয়া শেষ হইয়া গেলে।

"কঙ্কণ" = কর-ভূষণ; হাতের অলঙ্কার।

"কিরীট" = শিরোভূষণ; মুকুট।

৫০। "দেশাচারে......এথা" = এ দেশের এইরূপ আচার বলিয়া ইহাতে দোষ হয় না। প্রায়ই ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক এক স্থানে এক এক রূপ দেশাচার আছে, যাহা অন্য জায়গার লোকের নিকট অনাচার বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু উহা দেশাচারে চল্‌তি বলিয়া উহাতে তথায় কেহ দোষ ধরে না।

৫২। "পূজা-পাণ্ডা" = যে সব পাণ্ডারা জগন্নাথের সেবা-পূজাদির কার্য্য করেন; পূজারি পাণ্ডাগণ।

"পশুপাল" = শিঙ্গার বা বেশভূষণকারী পাণ্ডারা।

"পড়িছা" = যে সব পাণ্ডারা সব কাজ দেখা-শুনা করে। "বেহারা" = চাকর-বাকর।

৫৩। "রাজা...........বিচারে" = যে রাজা ও

পরং ব্রহ্ম—জগন্নাথরূপ-অবতার।
বিধি বা নিষেধ ওথাই। শুন এক কথা।
পরং ব্রহ্ম—জগন্নাথ-বিগ্রহ সর্ব্বথা ॥ ৫৪ ॥
তানে দোষ নাহি বিধি নিষেধ লঙ্ঘিলে।
এ গুলাও ব্রহ্ম হৈল থাকি নীলাচলে ॥
ইহারাও ছাড়িলেক লোক-ব্যবহার।
সবেই হইল ব্রহ্মরূপ-অবতার" ॥৫৫ ॥
এত বলি সর্ব্ব পথে হাসিয়া হাসিয়া।
যায়েন যে-হেন হাস্যাবেশ-যুক্ত হৈয়া ॥
দুই সখা হাতাহাতি করিয়া হাসেন।
জগন্নাথ-দাসেরেও আচারে দোষেন ॥ ৫৬ ॥
সবে না জানেন সর্ব্ব দাসের স্বভাব।
কৃষ্ণ সে জানেন যার যত অনুরাগ ॥
ভ্রমো করায়েন কৃষ্ণ আপন-দাসেরে।
ভ্রমচ্ছেদো করে পাছে সদয়-অন্তরে ॥ ৫৭ ॥
ভ্রম করাইলা বিদ্যানিধিরে আপনে।
ভ্রমচ্ছেদ-কৃপাও শুনিবা এইক্ষণে ॥
এইমত রঙ্গে ঢঙ্গে দুই প্রিয়-সখা।
চলিলেন কৃষ্ণ-কার্য্যে যার যথা বাসা ॥ ৫৮ ॥
ভিক্ষা করি আইলেন গৌরাঙ্গের স্থানে।
প্রভু-স্থানে আসি সবে থাকিলা শয়নে ॥

সকল [illegible] -গোসাঁই।
জগন্নাথ-রূপে স্বপ্নে গেলা তান ঠাঁই ॥ ৫৯ ॥
অদ্ভুত দেখেন বিদ্যানিধি-মহাশয়।
জগন্নাথ বলাই আসি হৈলা বিজয় ॥
ক্রোধ-রূপ জগন্নাথ বিদ্যানিধি দেখে।
আপনে ধরিয়া তাঁরে চড়ায়েন মুখে ॥ ৬০ ॥
দুই ভাই মিলি চড় মারে দুই গালে।
হেন দৃঢ় চড় যে অঙ্গুলি গালে ফুলে ॥
দুঃখ পাই বিদ্যানিধি 'কৃষ্ণ রক্ষ' বলে।
'অপরাধ ক্ষম' বলি পড়ে পদতলে ॥ ৬১ ॥
"কোন্ অপরাধে মোরে মারহ গোসাঁই।"
প্রভু বলে "তোর অপরাধের অন্ত নাই ॥
মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি নাই।
সকল জানিলা তুমি রহি এই ঠাঁই ॥ ৬২ ॥
তবে কেনে রহিয়াছ জাতি-নাশা-স্থানে।
জাতি রাখি চল তুমি আপন-ভবনে ॥
আমি যে করিয়া আছি যাত্রার নির্ব্বন্ধ।
তাহাতেও ভাব' অনাচারের সম্বন্ধ ॥ ৬৩ ॥
আমারে করিয়া ব্রহ্ম, সেবকে নিন্দিলা।
মাণ্ডুয়া-কাপড়-স্থানে দোষ-দৃষ্টি দিলা ॥"
স্বপ্নে বিদ্যানিধি মহাভয় পাই মনে।
ক্রন্দন করেন মাথা ধরি শ্রীচরণে ॥ ৬৪ ॥

তাঁহার কর্ম্মচারী এই সমস্ত দোষ-গুণ বিচার না করে, তাঁহাদিগকে অজ্ঞ ছাড়া আর কি বলিব?

৫৬। "যে-হেন......হৈয়া" = যেন উপহাস-ভাবাপন্ন হইয়া; যেন ঠাট্টার ভাবে।

"হাতাহাতি করিয়া" = হাত ধরাধরি করিয়া।

"জগন্নাথ-দাসেরেও" = জগন্নাথের সেবকগণেরেও।

৫৭। "সবে......অনুরাগ" = কোন্ ভক্তের যে কিরূপ ভাব, তাহা যে সকলেই বুঝিতে পারেন, তা পারেন না। কার যে কিরূপ অনুরাগ, কিরূপ ভাব, তাহা একমাত্র কৃষ্ণই জানেন।

"ভ্রমচ্ছেদো করে" = ভ্রমও দূর করিয়া দেন।

৫৯। "ভিক্ষা করি" = ভোজন করিয়া।

৬০। "বলাই" = বলরাম।

"ক্রোধ-রূপ" = ক্রোধ-মূর্ত্তি।

৬৩। "জাতি রাখি" = জা'ত বাঁচাইবার জন্য; জাতি লইয়া। "চল" = পালাও।

"সব অপরাধ প্রভু! ক্ষম ...
ঘাটিলুঁ ঘাটিলুঁ—এই বলিল তোমারে॥
যে মুখে হাসিনু প্রভু! তোর সেবকেরে।
সে মুখের শাস্তি প্রভু! ভাল কৈলে মোরে॥
ভাল দিন হৈল মোর আজি সুপ্রভাত।
মুখ কপোলের ভাগ্যে বাজিল শ্রীহাত"॥৬৫॥
প্রভু বলে "তোরে অনুগ্রহের লাগিয়া।
তোমারে করিনু শাস্তি, সেবক দেখিয়া॥"
স্বপ্নে প্রেমনিধি প্রতি প্রেমদৃষ্টি দিয়া।
রাম কৃষ্ণ দেউলে আইলা দুই ভায়া॥ ৬৬॥
স্বপ্ন দেখি বিদ্যানিধি জাগিয়া উঠিলা।
সব গালে চড় দেখি হাসিতে লাগিলা॥
শ্রীহস্তের চড়ে সব ফুলিয়াছে গাল।
দেখি প্রেমনিধি বলে "বড় ভাল ভাল॥৬৭॥
যেন কৈনু অপরাধ, তার শাস্তি পাইনু।
দেখ দেখ—এই প্রভু, অল্পে এড়াইনু॥"
সেবকেরে দয়া যত, তার এই সীমা॥ ৬৮॥
পুত্র যে প্রদ্যুম্ন তাহানেও হেনমতে।
চড় না মারেন প্রভু শিক্ষার নিমিত্তে॥
জানকী, রুক্মিণী, সত্যভামা আদি যত।
ঈশ্বর ঈশ্বরী আর আছে কত কত॥ ৬৯॥
সাক্ষাতেই মারে যার অপরাধ হয়।
স্বপ্নের প্রসাদ, শাস্তি দৃশ্য কভু নয়॥
স্বপ্নে দণ্ড পায়, কিবা অর্থ-লাভ হয়।
জাগিলে পুরুষ, সে সকল কিছু নয়॥ ৭০॥
শাস্তি বা প্রসাদ প্রভু স্বপ্নে যারে করে।
সে যদি সাক্ষাতে লোকে দেখে ফল ধরে॥

৬৫। "ঘাটিলুঁ"=ঘা'ট করিয়াছি; অপরাধ করিয়াছি।

"হাসিনু"=উপহাস করিলাম।

"ভাল দিন"=সুদিন।

"সুপ্রভাত" = কি শুভক্ষণেই আজি আমার রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল।

"মুখ.........শ্রীহাত"=কি ভাগ্য, কি ভাগ্য! আমার গালে মুখে শ্রীহস্তের চড় পড়িল।

৬৬। "প্রভু.........দেখিয়া"=প্রভু বলিলেন, তুমি আমার দাস বলিয়া তোমাকে কৃপা করিবার নিমিত্তই শাস্তি প্রদান করিলাম।

"দেউলে"=শ্রীমন্দিরে।

৬৮। "সেবকেরে.......সীমা"=ইহা দেখিয়া বুঝিয়া লও যে, দাসেরে তিনি কি পর্য্যন্ত দয়া করেন, দাসের উপর তাঁহার কি অসীম দয়া। পুত্রাদির উপর অত্যধিক স্নেহ আছে বলিয়াই, পুত্র কোন অন্যায় কাজ করিলে, পিতামাতা তাহাঁর মঙ্গলের জন্য তৎক্ষণাৎ তাহার শাস্তি দিয়া থাকেন। এরূপ শাস্তিতে তাহার মঙ্গলই হইয়া থাকে, কেননা ইহাতে সে ঐরূপ অন্যায় কাজ আর করে না। এইরূপ সঙ্গে সঙ্গে পাপের বা অপরাধের শাস্তি পাওয়া ত ভাগ্যের কথা; তাহা হইলে সকলে পাপ বা অপরাধ-বিষয়ে সাবধান হইতে পারে।

৭০। "স্বপ্নের......নয়"=স্বপ্নে শ্রীভগবানের কৃপা বা শাস্তি পাওয়ার চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে, এরূপ ত কখনও দেখা যায় না। এরূপ যাহার ভাগ্যে ঘটে, তার মত ভাগ্যবান্ আর কে আছে?

"জাগিলে..... নয়"=স্বপ্ন দেখার পর মানুষ যখন জাগিয়া উঠে, তখন দেখে যে স্বপ্নের সবই মিথ্যা।

৭১। "সে..........ধরে"=জাগিয়া উঠিয়াও সে যদি দেখে যে, সে স্বপ্নেও যা দেখিয়াছিল এখন জাগিয়াও দেখিতেছে যে, ঠিক তাহাই হইয়াছে!

তারি বড় ভাগ্যবান্ নাহিক সংসারে।
স্বপ্নেও না কহে কিছু অভক্ত-জনেরে॥ ৭১॥
এই যে যবনগণে নিন্দা হিংসা করে॥
তাহারাও স্বপ্নে অনুভব মাত্র চায়।
নিন্দা হিংসা করে বলি স্বপ্ন নাহি পায়॥
যবনের কি দায়, যে ব্রাহ্মণ সজ্জন।
তারা যত অপরাধ করে অনুক্ষণ॥ ৭২॥
অপরাধ হৈলে দুই লোকে দুঃখ পায়।
স্বপ্নেহ অভক্ত পাপিষ্ঠেরে না শিখায়॥
স্বপ্নে প্রত্যাদেশ প্রভু করেন যাহারে।
সেই মহাভাগ্যবান্ মানে আপনারে॥ ৭৩॥
সাক্ষাতে আপনে স্বপ্নে মারিল তাহারে।
প্রসাদ সবে দেখে শ্রীপ্রেমনিধিরে॥
তবে পুণ্ডরীক-দেব উঠিলা প্রভাতে।
চড়ে গাল ফুলিয়াছে দেখে দুই হাতে॥
প্রতিদিন দামোদর-স্বরূপ আসিয়া।
জগন্নাথ দেখে দোঁহে একসঙ্গ হৈয়া॥ ৭৪॥
প্রত্যহ আইসে স্বরূপ—সে দিনো আইলা।
আসিয়া তাঁহাকে কিছু কহিতে লাগিলা॥
"সকালে আইস জগন্নাথ-দরশনে।
আজি শয্যা হৈতে নাহি উঠ কি কারণে॥"
বিদ্যানিধি বলে "ভাই! হেথায় আইস।
সব কথা কব, মোর এথা আসি বৈস" ॥৭৫॥
দামোদর আসি দেখে—তান দুই গাল।
ফুলিয়াছে—চড়-চিহ্ন দেখেন বিশাল॥

দামোদর-স্বরূপ জিজ্ঞাসে "এ কি কথা।
... ফুলিয়াছে গাল, কি পাইলে ব্যথা॥"
হাসিয়া বলেন বিদ্যানিধি-মহাশয়।
"শুন ভাই! কালি গেল যতেক সংশয়॥ ৭৬॥
মাণ্ডুয়া-কাপড় যে করিনু অবজ্ঞান।
তার শাস্তি গালে এই দেখ বিদ্যমান॥
আজি স্বপ্নে আসি জগন্নাথ বলরাম।
দুই দণ্ড চড়ায়েন, নাহিক বিশ্রাম॥ ৭৭॥
'মোর পরিধান-বস্ত্র করিলি নিন্দন।'
এত বলি গালে চড়ায়েন দুই জন॥
গালে বাজিয়াছে যত অঙ্গুলের অঙ্গুরি।
ভালমতে উত্তরো করিতে নাহি পারি॥ ৭৮।
এ লজ্জায় কাহারে সম্ভাষ নাহি করি।
গাল ভাল হৈলে সে বাহির হৈতে পারি॥
এ কথা ত অন্যত্র কহিতে যোগ্য নহে।
'বড় ভাগ্য'-হেন ভাই! মানিনু হৃদয়ে॥ ৭৯।
ভাল শাস্তি পাইনু অপরাধ-অনুরূপে।
এ নহিলে পড়িতাম মহা-অন্ধকূপে॥"
বিদ্যানিধি প্রতি দেখি স্নেহের উদয়।
আনন্দে ভাসেন দামোদর-মহাশয়॥ ৮০॥
সখার সম্পদে হয় সখার উল্লাস।
দুই জনে হাসেন পরমানন্দ-হাস॥
দামোদর-স্বরূপ বলেন "শুন ভাই।
এমত অদ্ভুত দণ্ড দেখি শুনি নাই॥ ৮১॥
স্বপ্নে আসি শাস্তি করে আপনে সাক্ষাতে।
আর শুনি নাই, সবে দেখিনু তোমাতে॥"

৭৩। "দুই লোকে"—ইহলোকে ও পরলোকে।

৭৮। "গালে বাজিয়াছে......পারি"—গালে শ্রীঅঙ্গুলীর অঙ্গুরী অর্থাৎ আংটী-সকলের আঘাত লাগিয়াছে, গালে বেদনা হইয়াছে, ভালরূপে কথাও কহিতে পারিতেছি না।

৮০। "মহা-অন্ধকূপে"—বিষম মোহে; অথবা ঘোর নরকে।

৮২। "সবে"—কেবলমাত্র।

রাত্রি দিন না জানেন কৃষ্ণকথা-রসে।
হেন পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধির প্রভাব।
ইহানে সে গৌরচন্দ্র-প্রভু বলে 'বাপ'॥
পাদস্পর্শ-ভয়ে না করেন গঙ্গাস্নান।
সবে গঙ্গা দেখেন, করেন জল-পান॥ ৮৩॥

এ ভক্তে...
'পুণ্ডরীক বাপ' বলি ...
...
অবশ্য তাহারে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ...
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ৮৪॥

৮৩। "প্রভাব" — মহিমা।

"পাদ-স্পর্শ-ভয়ে" — গঙ্গার জলে পা দিলে অপরাধ হইবে এই ভয়ে।

৮৪। "গৌরাঙ্গ-ঈশ্বর" — শ্রীগৌর-ভগবান্।

"পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি……" — ইহাই বুঝাইতেছেন যে, ভক্তের চরিত-কথা শ্রবণ করিলে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ... থাকে।

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীপুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি-চরিত্র-বর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

অন্ত্যখণ্ড সম্পূর্ণ।

——:*:——

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রায় নমঃ। শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ। শ্রীশ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রায় নমঃ। শ্রীগদাধরচন্দ্রায় নমঃ। শ্রীশ্রীবাসাদি-ভক্তবৃন্দেভ্যো নমঃ। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ। শ্রীশ্রীললিতাদি-সখীবৃন্দেভ্যো নমঃ। শ্রীশ্রীনবদ্বীপবাসিভক্তবৃন্দেভ্যো নমঃ। শ্রীশ্রীব্রজবাসিবৃন্দেভ্যো নমঃ। সর্ব্ব-বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ।